প্রাত্যহিকপত্র

॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ॥
॥ উদেতি ভাষ্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ॥

[illegible] ॥
[illegible] ॥

[illegible] শুক্রবার ২৪ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ৫ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।)

ষ্পীয় জাহাজের
[illegible]াপন।
[illegible]শ মধ্যে বাষ্পীয়
নাগমন এবং
রোহিদিগের
[illegible]র বোঝা
[illegible]
[illegible] নৌকা
[illegible]ন্টিক ,, নামক
রা টানিত হইয়া
াসের ১০ তারিখ
ন্দরবন প্রক্রিম
[illegible]দ ও তন্নিকটস্থ
রিত হইবেক।
স্থান, পেসেঞ্জ
[illegible]গের নিমিত্ত ভাড়া
ণ্ট্রোলর সাহেবের
দরখাস্ত সকল
বেক।
ন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের
আজ্ঞানুসারে।
H. JOHNSTON.
এচ, জানিষ্টন।
র ষ্টিমবেস্লেলের
কর্ম্মচারী।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২১ মার্চ।

দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত জি ই ডবলিউ কুপর সাহেব সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২৬ মার্চ।

শ্রীযুত [illegible] জে এবর্ডেন সাহেব অন্য হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত নারিকেলের চিকিৎসকতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

নীচের লিখিত কার্য্যকারক সাহেবেরা বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্টে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞাধীনে অর্পিত হইয়াছেন।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত আলক্ষ মনি সাহেব।

সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত জি ই ডবলিউ কুপর সাহেব।

শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিই সি বর্চ
শ্রীযুত কাপ্তান [illegible] লার্ক সাহেব।
শ্রীযুত কাপ্তান এক ই বয়স সাহেব।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৭ মার্চ।

শ্রীযুত ডবলিউ বি বকল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে ছিলটের ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত সি এফ মণ্টেসর সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জি ডি উইলকিন্স সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৭ তারিখে ময়মনসিংহের কালেক্টরী কর্ম্মের ভার শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৬ মার্চ।

শ্রীযুত এফ ডবলিই সিমস সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত সিবিলসম্পর্কীয় সিরিশ্তার শ্রীযুত এফ জন্সটন সাহেব ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে কলিকাতা নগর পরিপাটী করণার্থ এক জন কমিস্যনর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ২৮ মার্চ।

শ্রীযুত হলিং সাহেবের অনুপস্থান পর্য্যন্ত শ্রীযুত এ এচ উনবুল সাহেব বেহারে আফিসের সব্ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

TRACING LAMINATED.

সংবাদপ্রভাকর

২৪ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭০।

মান্দ্রাজের সদর আদালতের বিখ্যাত বিচক্ষণ বিচারপতি মালকম লুইন সাহেবের প্রতি তত্রস্থ গবরনর লার্ড টুইডেল সাহেব যে রূপ অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, পাঠক মহাশয়দিগের তাহা বিলক্ষণ স্মরণ আছে, অতএব তদ্বিশেষ আমরা পুনর্ব্বার লিখিলাম না, অপিচ ঐ অবিচার প্রাপ্ত সাহেব সুবিচার প্রার্থনায় কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার মেম্বর মহাশয়দিগের নিকট এক আবেদন পত্র প্রদান করায় তাঁহারা লার্ড টুইডেল সাহেবের অপমান করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় ঐ আবেদন পত্র গ্রাহ্য করেন নাই, বরং তাহার উত্তর ছলে লুইন সাহেবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অকারণ তাঁহাকে কতক গুলীন কটুবাক্য লিখিয়াছেন, তথাচ ঐ সাহেব ক্ষণকালের জন্য সাহস শূন্য হয়েন নাই, তিনি মান্দ্রাজ রাজ্য পরিত্যাগ সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন বিধায়ে বিলক্ষণ তৎপর হইয়াছেন, গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে দৃষ্টি হইল উক্ত সাহেব লার্ড টুইডেল সাহেবের অত্যাচার ও সদর আদালতের প্রধান বিচারপতি সাহেবের ব্যবহার এবং মান্দ্রাজের রাজকীয় ব্যাপারে মিসনরির প্রভুত্ব প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আপনার প্রার্থনা সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া প্রোপ্রাইটরদিগের সভায় অর্পণ করিয়াছেন, তথাকার বিচক্ষণ মুক্তানুভব মহাশয়েরা কিরূপ বিবেচনা করেন তাহা বলা যায় না, কারণ তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ডৈরেক্টরদিগের মতে সায় দিয়া থাকেন, যে দুই চারি ব্যক্তি যথার্থ বিচারের [illegible] মত করেন তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং তাহার মধ্যে কোন মহাশয় কোনরূপ উত্তম বিষয় উপস্থিত করিলে তাঁহার পক্ষ প্রবল না থাকাতে অধিকাংশ মেম্বরের মতে তাহা গ্রাহ্য হয় না, যাহা হউক, মেং মালকম লুইন সাহেবের বিষয়ে প্রোপ্রাইটরগণ কিরূপ বিবেচনা করেন আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম, লার্ড টুইডেল সাহেব মান্দ্রাজে মিসনরির পক্ষ হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার সাহসে সাহসিক হইয়া মিসনরিরা হিন্দু জাতির দেব মন্দির সকল ভঙ্গ করিয়াছেন, তদ্বিধায়ে বিবাদ হইবায় যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তিনি আবার তাহাতে পক্ষপাত করিবার অভিপ্রায়ে রাজ নিয়মাদি ভঙ্গ করণে ত্রুটি করেন নাই, তাঁহার এই ব্যবহারের প্রতি আপত্তি করাতেই মালকম লুইন সাহেব তাঁহার কোপে পড়িয়া অপদস্থ হইয়াছেন, অতএব বিলাতের কর্ত্তাপক্ষ মহাশয়েরা ইঁহার সুবিচার না করিলে তাঁহারদিগের কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা, লুইন সাহেব কোন দোষে দোষী ছিলেন না, কেবল রাজকীয় প্রথা প্রচলিত রাখিবার জন্য সদর আদালতের কাগজ পত্র স

[illegible] লার্ড টুইডেল [illegible]
কুপক্ষে অনমত হই[illegible]
উত্তমে বিবেচনা ক[illegible]
জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা [illegible]
কারণ যে বিচারপতি বিচার [illegible]
অতি যত্ন পূর্ব্বক রা[illegible]
তিপালন করেন, [illegible]
কমিশ্যের উপরোধা[illegible]
ন না, যথা নিয়ম [illegible]
সাক্ষ্য গ্রহণ করত [illegible]পেক্ষা [illegible]
বিচার করেন, তিনি [illegible]
বলিয়া বাচ্য হয়েন, [illegible] চমৎক[illegible]
মেং লুইন সাহেব [illegible]
তৎপর হওয়াতে তিনি [illegible]
পমানিত হইলেন ? [illegible]
কৃটর্স মহাশয়েরা ইহার [illegible]
করিলেন না, বরং [illegible]
প্রতিই ভৎর্সনা কর[illegible]
কোর্ট অফ প্রোপ্রাই[illegible]
এবিষয়ের বিশেষ [illegible]
আমরা অবগত হইলা[illegible]
হেব আপন নির্দ্দো[illegible] ও
গবর্ণমেন্টের অত্যাচা[illegible]
মিস্ত ব্যয় ও পরিশ্রম[illegible]
লের জন্য উৎসাহ বি[illegible]
তিনি এই বিষয় [illegible]
সভায় এবং তৎপরে পার্লিয়ামেন্টে
উপস্থিত করিবেন, [illegible]উক, ত
পক্ষে সুবিচার হয়, ইহাই আমার
গের আন্তরিক প্রার্থনা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর
সম্পাদক মহাশয়ে[illegible]

রণকুয়াশা[illegible]
সম্পাদক মহাশ[illegible]

এবং রবিবার দিবা [illegible] কুজ্ঝটিকা হয়, তাহা মহাশয়ের নয়নগোচর হইয়া থাকিবেক, ইহাকে লোকে রণকুয়াশা কহে, যাঁহারদিগের উক্ত দৈব কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাঁহারা এতৎপাঠে কহিতে পারেন যে মধ্যাহ্নকালে কুজ্ঝটিকা হয়, এরূপ সম্ভব নহে, কিন্তু এবিষয় সত্য আমরা কতিপয় বন্ধু শ্রীরামপুর গমন করিয়াছিলাম, [illegible]নগর হইতে এতন্নগর পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর ব্যাপিয়া ঐ কুয়াসা দৃষ্ট হইয়াছে, প্রকাশ্য প্রান্তর অথবা প্রশস্ত তটিনী তটে গমন না করিলে এই দৈব ঘটনা বোধ করি দৃশ্য হইতে পারে না, তজ্জন্য সংশয় নিবারণ এবং সঙ্কোচ দূরীকরণ কারণ এই ভূমিকা লিখিলাম।

এই কুজ্ঝটিকায় মরক প্রভৃতি দুর্দ্দৈব ঘটনা ঘটিত হয়, স্বভাবতঃ গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে, বিশেষতঃ সূর্য্যদেব মধ্যাহ্ন রেখায় দেখা দিলে শূন্যময় যে অনল সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সময় সমীরণের সংপূর্ণ শূন্যতা, সুতরাং তৎকালে যদ্যপি পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম তুষার কণা মেঘরাশির ন্যায় ভূমিতলে অধোগামী হইলে স্বভাবের গতি যেরূপ হয় তাহা বিবেচনা করুন, হুতাশনে সন্তাপিত গৃহে ধূমের প্রবলতা হইলে শরীর অধৈর্য্য এবং অস্বৈর্য্যের [illegible] হয় সন্দেহ নাই, অতএব সেই দিন উক্ত কুচিহ্ন সন্দর্শনে অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা [illegible] লিপিবদ্ধ করিলাম, প্রভাকরে [illegible]ন দিবেন।

পদ্য।

[illegible]ঘের সমান নিত্য, আচ্ছন্ন করিয়া
[illegible]বা, বিভাবরী ভগিনী কুয়াশা।
মধুমাসে সুধময়, নিরখিয়া সমুদয়,
হৃদয়েতে উদয় কুআশা।।
নিদাঘের সঙ্গে রণ, নাম পূর্ব্বে আছে
রণ, ভানুর কিরণ করে কালো।
কালের বরণ বটে, কালের মরণ ঘটে,
করণ কারণ নহে ভালো।।
ওলা বিবি সহ সন্ধি, আছে হেন অভি
সন্ধি, স্বভাবের অনুসন্ধি বলে।
কবী কয় তাহা নয়, শীত গ্রীষ্মে যুদ্ধ
হয়, ধূমময় হয় সেই ছলে।।
শিশিরের সেনাপতি, ছিলেন এ মহা
মতি, গত কত যুদ্ধে আছে বেঁচে।
শূন্যপুরে কোট নিয়া, মধ্যে২ প্রকা
শিয়া, প্রতিকূলে ফেলে ঘোর পেঁচে।।
স্বীয় রাজ অধিকার, হইয়াছে ছার
খার, তবু ইনি রণ রণতেজে।
প্রখর পতঙ্গ রাজ, ইহাঁর পতঙ্গ সাজ,
ঝম্প দেন প্রজ্বলিত তেজে।।
নিজ মৃত্যু উপনীত, নিরখি চঞ্চল
চিত, রণে প্রায় হইয়াছে গতি।
জীবের অনিষ্টকর, ভ্রমে আসি ধরা
পর, সহচর মরক সংহতি।।
চরক নিকটে তায়, মরক প্রফুল্ল কায়,
নরক সমান দুরাকৃতি।
দেখিয়া স্বপক্ষ সব, ওলা উঠা, নারী
ধব, উভয়েতে সানন্দ প্রকৃতি।।
বিকার স্বীকার করে, জীবচয় জ্বলে
বরে, ওলা পূর্ব্বে করিবেক স্থিতি।
নিরাশা তাহার সুতা, জনকের গুণ
যুতা, ভয় ভ্রাতা সঙ্গে ফেরে নিতি।।

রণকুআশার প্রতি উপদেশ বাক্য।

বালিকা বিনোদ ছন্দঃ।

রণ্ কুআশা, রণ্ কুআশা, পরিত্যাগ কর,
স্বভাব্ গুণে, স্বভাব্ গুণে শান্তভাব্ ধর,
রসাল্ মুকুল্, রসাল অতুল্, তুমিতো
ফুটাও বলে।
শীতল্ মন্দ, শীতল্ হৃদয়, গ্রীষ্মে
অনল্ জ্বলে।।
ফুটাও তুমি, ছুটাও তুমি, এইতো তো
[illegible] মার গুন্।
বাড়াও যারে, মাড়াও তারে; কপালে
আগুন।।

স্বভাব দর্শন।

সপ্তক্ষীরাখ্যস্থানে মহাবিদ্যা সমাজ এবং তদধীন উত্তম বঙ্গভাষার পাঠশালা স্থাপন কল্পনা।

অশেষ গুণভাজন বিশেষ স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অস্মদ্দেশ হিতার্থে হিতার্থি মহাশয়েরা যে বিহিত বিবেচনা করিয়াছেন তদ্ভিতে হিত স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্ব স্বীকৃতানুসারে তদ্বিশেষ নিম্ন নিবেদিত হইলাম প্রার্থনা যে স্বকীয় সম্পাদকীয় ধর্ম্ম মর্ম্মানুসারে সুপ্রভাকর করে উদ্দীপন পুরঃসর চিরবাধিত করিবেন।

গত পৌষ মাসীয় দ্বাবিংশতি দিবসে গত সভার প্রস্তাবানুসারে ধর্ম্মার্থে বঙ্গভাষার এক বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে সপ্তক্ষীরাখ্যা স্থানে প্রকাশ্য এক সভা স্থাপিতা হয়, উক্ত সভায় এতদ্দেশের অনেক ভদ্র সন্তান এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা আহুত হইয়াছিলেন, তদ্বিস্তারিত এই যে সভাপতি শ্রীযুত দেবনাথ চতুর্ধূরীণ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত আনন্দনাথ ওহাদাদার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভাস্থ মহাশয়দিগকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন যে সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায় যে এতদ্দেশে সাধারণ বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আলো

576

TRACING LAMINATED.

বিদ্যালয় না থাকাতে বালকগণের শিক্ষা বিহীনতায় বিবেচনা করিয়া দেখুন, এতদ্দেশের জ্ঞানালোক অতি দ্রুতবেগে দিগ্‌দিগন্তর গমন করত অস্মৎ পবিত্রা এই ভারতভূমি কেবল গাঢ়তমস্বিনী বিভাবরী সদৃশী হইবায় অজ্ঞান দস্যুগণ প্রবলতাকে পাইয়া নিজ২ ধর্ম্মার্থে কাম মোক্ষ স্বরূপ অমূল্য রত্ন সকল লুণ্ঠিত করিয়া উদাসীন সহচর অস্ত্রধারিরদিগের কোষ পরিপূর্ণ করিয়া আপনারা ভোর কৌপীন সার করিতেছেন, অতএব পুরাবৃত্ত বৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ অবগতি হইয়াছে যে পুরাকালে এক পুত্রী বিদ্যা নাম্নী মাতার প্রিয়পুত্র সর্ব্বগুণোপেত শাস্ত্র নামক একজন মহাশয় যিনি এইক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদাদি রহিত হইয়া ক্লীবাবস্থায় অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে এই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাণধারণ করিয়াছেন তিনি অস্মদ্রাজ্যের বিদ্যোপদেশক ছিলেন তৎকালীন এই অপ্রহতা অনাথা ভারতভূমির এমত উর্ব্বরত্ব ছিল যে তৎকালীনিক উৎপন্ন বেদ বেদান্ত শাঙ্খ্য পাতাঞ্জলাদি ষড়্‌দর্শন এবং কাব্যালঙ্কার পুরাণাদি প্রভৃতি নানা প্রকার অমূল্য শস্য বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত ও সাধু মহাজনদিগের কণ্ডোল মধ্যে পাওয়া যায়, জগদীশ্বরেচ্ছায় সময়ক্রমে এই রাজ্য যবনাক্রান্ত হইলে যবন মহারাজদিগের কুশাসন প্রবলতায় প্রশংসিত শাস্ত্র মহাশয়ের উপদেশ ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন সুতরাং যবন এবং তৎসহযোগি অন্যান্য ম্লেচ্ছ গণেরা তাঁহাকে দুর্ব্বল পাইয়া তাঁহার হস্তপদাদি যাহার যে অঙ্গ প্রয়োজন ছিল তাহাই ছেদন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট প্রাণমাত্র রাখিল, তখন তাঁহার শিষ্যগণেরাও ম্লেচ্ছ পক্ষ হইয়া তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, বিচক্ষণ মহাশয়েরা এ বিষয় বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, অতএব অন্যের প্রতি কি দোষারোপ করা যাইবেক, অনুভব হয় পুত্রের এই দুরবস্থা দেখিয়া নিতান্তই অস্মদাদির প্রতি বিদ্যামাতার কোপ জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা মাতৃকোপ ভিন্ন সন্তানেরা কখন এমত দুরবস্থাপন্ন হয় না, অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করিলে এখনও উপায় হইতে পারে, যেহেতু সেই শাস্ত্র মহাশয়ের এখন পর্য্যন্ত কণ্ঠশ্বাস বহিতেছে, এবং নিজ২ জাতীয় ভাষাও আছে যদি সেই শাস্ত্রানুসারে ভক্তি পূর্ব্বক স্বীয়২ ভাষায় বিদ্যা মাতার বিধিবোধিত স্তব স্তোত্র করা যায় তবে অবশ্য মাতা শান্তা হইবেন, ফলিতার্থে অত্র দেশে সাধারণ বিদ্যালয় না থাকাতে কেবল অজ্ঞানতা বাহুল্য হইতেছে, তন্নিমিত্ত গত সভায় সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উত্তম এক বঙ্গভাষার পাঠশালা চিরস্থায়িনী হইবার কারণ অবধারণ হইয়াছে, যে, তদ্‌ ব্যয় উপযুক্ত উৎপন্ন শালি কোন স্থাবর বিষয় ক্রয় হইবার কারণ আবশ্যক ধন সংগ্রহ হইবেক, এমত প্রতিজ্ঞাও হইয়াছে, এবং উক্ত সভায় ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্ধূরীণ তথা শ্রীযুত উমানাথ চতুর্ধূরীণ মহাশয়েরা দুই ভ্রাতা দুই সহস্র মুদ্রা ধর্ম্মার্থে বিদ্যালয়ে প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং অপর ধন সংগ্রহ কারণ উচিত উদ্যোগ হইতেছে, এইক্ষণে সভাস্থ মহাশয়েরদিগের নিকট সভাপতি মহাশয়ের বক্তব্য এই হইয়াছে, যে উপস্থিত ধর্ম্মার্থ প্রয়োজক দেশোপকারক এই মহৎ কার্য্য সাধনে আপনারা এইরূপে সংযুক্ত হউন, যে অতি গুরুতর উদ্যোগের সহিত গুরুতর অর্থ ব্যয়ে যাদৃক্ কার্য্যে ফলোৎপন্ন না হয়, আপনকারদিগের মনোযোগ হইলেই অনায়াসে তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, যেহেতু যদ্যপি বিদ্যালয় চিরস্থায়ি হইবার কারণ অর্থ সংগ্রহের বলবৎ উদ্যোগ হইতেছে কিন্তু উক্ত কার্য্য সহসা সমাধা হওয়া সম্ভব নহে সুতরাং এস্থলে বালকদিগের বিদ্যাভ্যাস করণের যে সময় তাহাকে অবশ্যই নিরবকাশ জ্ঞান করা অতি উচিত বোধ হইতেছে, এতাবতায় বিদ্যালয় স্থাপিত করণের বিষয়ে উক্ত অর্থ সংগ্রহ হওনের প্রতি প্রতীক্ষা করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, অতএব সভাপতি মহাশয়ের অভিলাষ এই যে যাবৎ উক্ত অর্থ সংগ্রহ না হইতেছে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তেঁহ নিজ ব্যয়ের দ্বারা কল্পিত বিদ্যালয় স্থাপিত পূর্ব্বক বালকদিগের বিদ্যাভ্যাস কার্য্যারম্ভ করেন।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কো ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✲ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥
॥ ✲ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ নকংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অত্তোত্ত্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৭৮ সংখ্যা) শুক্রবার ২৫ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ৬ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

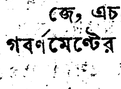

গবর্ণমেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝারের বিষয়।

"মোণ" নামক সৈন্যের নৌকা "লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রম পূর্ব্বক আলাহাবাদে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
[illegible] আপ্রিল ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল।

বঙ্গদেশের মধ্যস্থ ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারাগারে হকিয়তের মোকদ্দমা।

বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উক্ত সুপ্রিমকোর্ট হইতে মৃত জান ফ্লেমিং হাইউ সাহেবের একজিকিউটর উইলিএম নেলসন হেজর ও আলবর্ট মিরাবিয়া ডৌলিন্স সাহেব বাদী ও ডনকেন কেল্‌ডর সাহেব প্রতিবাদী। এই বিষয়ে যে এক হুকুম হয় সেই আদেশানুসারে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ ঘরের সরঞ্জাম মেহগ্নি কাষ্ঠের কৌচ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি যাহা উক্ত ডনকেন কেল্‌ডর সাহেবের সম্পত্তি।

এই বিক্রয়ের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধীয় আর২ বিশেষ সংবাদ সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ মার্চ্চ ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৯ মার্চ।

মেডিকেল কালেজে সৈন্যসম্পকীয় সম্প্রদায়ে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসার বিদ্যার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও শিক্ষক শ্রীযুত বাবু মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখের প্রকাশিত বিধির অনুসারে সব আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ঐ কালেজে ঔষধ বিদ্যা ও মাটিরিয়া মেডিকাশিক্ষক শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র কর্ম্মকার পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে সব-আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকেরদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

577

TRACING LAMINATED.

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ৩০ মার্চ।

কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজ শ্রীযুত আর এচ রাটরি সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২০ তারিখে ঐ আদালতের স্বীয় কর্ম্মে উপবিষ্ট হন।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭০।

আগামি ৭ আপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন বেলা দুই প্রহর পাঁচ ঘটিকার সময়ে মেডিকেল কালেজের হালে তত্রস্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগ্যে ডিপ্লোমা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপত্র ও অপরাপর সুশিক্ষিত ছাত্রদিগ্যে যথাযোগ্য পারিতোষিক বিতরিত হইবেক, বঙ্গদেশের অভিনব ডেপুটী গবরনর, অনরেবল মেজর জেনরল, স্যার জে, এইচ, লিটলর, জি সি বি সাহেব স্বহস্তে ঐ কার্য্য সমাধা করিবেন, অতএব উক্ত সময়ে মেডিকেল কালেজে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবি এবং এতদ্দেশীয় বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তিদিগের সমাগম হইবার সম্ভাবনা।

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বিচক্ষণ বৃক্ষগুণ নির্ণয়ক ডাক্তর গার্ডনর সাহেব গত মার্চ্চ মাসের ১০ তারিখে নিউরা এলিয়া নামক স্থানে পরলোক গত হইয়াছেন, তিনি অতি বিচক্ষণ মনুষ্য ছিলেন, ব্রিজিন নামক স্থানে নানা বিধ বৃক্ষ পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইংলণ্ড ও অন্যান্য রাজ্যে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু জন্য অনেকেই দুঃখিত হইবেন।

শীকদিগের বীরত্ব।

যদিচ কমলার নিগ্রহে শীক সেনাপতি শের সিংহ ছত্র সিংহ এবং দেওয়ান মূলরাজ প্রভৃতি সরদার বর্গ ব্রিটিস হস্তে আত্মার্পণ করিয়াছেন, তথাচ শীক জাতিকে ‘‘সমর মূর্খ,, অভিধানে নির্দ্দেশ করা সভ্য জাতিদিগের কর্ত্তব্য নহে, তাহারা যে রূপ রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছে, বোধ করি যুদ্ধ কৌশলে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় তাহারদিগের সহিত তুলনায় ন্যূন কল্প হইবেন, সুধালাপুরের সংগ্রামে শের সিংহ যেরূপ নিঃশব্দে প্রস্থান করেন, সেরূপ ধীরতা এবং স্থিরতা বিপর্য্যয় যুদ্ধ সময়ে সংঘটন হওয়া অসম্ভব কহিতে হইবেক, অপর জিলম অথবা বিতস্তা নদীতীরে যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে তাহারদিগের বীরত্ব অসাধারণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, কোন২ ব্রিটিস সেনাদলের ন্যায় তাহারা কদাচ ভীরুতা প্রকাশ করে নাই, পরন্তু লারেন্স এবং বোই প্রর্ভৃতি যে সকল সাহেবেরা শীকদিগের দ্বারা বন্দিরূপে ধৃত হইয়াছিলেন, তাহারা ব্রিটিস শিবির অপেক্ষা অধিক তর সমাদরে কাল যাপন করিয়াছিলেন, হরকরা সম্পাদক মহাশয় কহেন, লারেন্স সাহেব শত্রু হস্তে যে রূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেওয়ান মূলরাজ আমাদিগের দ্বারা তদ্বৎ সমাদৃত হইয়া সময় সম্বরণ করিতেছেন না, সুতরাং বীরত্ব বিষয়ে শীকজাতি অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন, আগ্রামেসেঞ্জর পত্রের কোন পত্র প্রেরক লেখেন ‘‘আহা! শীক সেনারা সজল নয়নে নিরাশায় অভিভূত হইয়া দেব বৎ সম্ভ্রমের সহিত স্বীয়২ অস্ত্রের প্রতি নমস্কার করিয়া যৎকালীন তত্তাবৎ পরিত্যাগ করে, তখন অস্মদন্তঃকরণে খেদ মিশ্রিত সুন্দর ভাবের উদয় হইতে লাগিল,, অন্য এক ব্যক্তি কহেন ‘‘অস্ত্রত্যাগ কালীন তাহারা কোন প্রকার নীচত্ব প্রকাশ না করিয়া অতি আশ্চর্য্য প্রকারে সদাচার দর্শাইয়াছে,, এতৎ পাঠে অবশ্যই কহিতে হইবেক, তাহারা ইংরাজ সেনার সহিত তুলনায় কোনরূপেই অধম কল্প নহে, তাহারা উপযুক্ত প্রতি যোগি তাহার আর সন্দেহ নাই, ফলে ভাগ্য অপেক্ষা উত্তম অস্ত্র আর নাই, তন্নিকটে বীরত্ব কোথায় আছে।

শীকদিগকে ‘‘বিদ্রোহি,, শব্দে বাচ্য করা কর্ত্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অস্ত্র ধারণ করে, তাহারদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহারা পুত্তলিকা বৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থ যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করণার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন এবং প্রয়াশ প্রকাশ করিয়াছে, তাহারদিগের সেনাপতি এবং সেনাদিগের মধ্যে কেহই কোন বিষয়ে হীনতা প্রচার

করে নাই, অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উচিত তাহারদিগকে সমাদরের সহিত ব্যবহার করেন।।

পঞ্জাবের রাজকীয় ভাবব্যাপার এক সভা দ্বারা সম্পন্ন হইবেক, লেপ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল স্যার হেনরি লারেন্স সাহেব সভাপতি এবং জান লারেন্স তথা সি জি ম্যান্সেল সাহেব তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবেন, যে চারি জন কমিস্যনর নিয়োগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, তাঁহারদিগের সহকারী স্বরূপ জেম্‌স বারনিজ, এফ বি পিয়ারসন, এবং জে আর কারনক সাহেব পদস্থ হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন পি ইজরটন, ফরসিথ, এচ পি ফেন, ব্রিরিটন, সিমসন, হেণ্ডরসন, এবং মেক লিউড প্রভৃতি সাহেবেরা কর্ম্মচারি হইবেন, মেং মন্‌গুমারী সাহেব জলন্দর দোয়াবের অধ্যক্ষ হইবেন, এবং মেজর মেকিসন পেসোয়ার নগরে থাকিবেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

সম্পাদক মহাশয়, কীর্ত্তি মান পুরুষদিগের বংশলোপ অথবা তৎসন্তানদিগের প্রতি কমলার কোপ নিরীক্ষণ করিলে মনো মধ্যে এক অব্যক্ত খেদ মিশ্রিত ভাবের উদয় হইয়া থাকে, ঐ ভাব প্রকাশ করা কবি ব্যতীত আর কাহারো সুসাধ্য নহে, তথাপি সামান্য পদ্যে উক্ত বিষয়ক এক কবিতা প্রেরণ করি, পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক, খিদিরপুর গ্রাম যে মহাশয়দিগের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই ঘোষাল মহোদয়দিগের পুরাতন বাটী অর্থাৎ যে অট্টালিকায় ৺ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিরাজমান ছিলেন, সেই প্রাচীন নিকেতনে কোন কার্য্য বশতঃ গমন করত তাহার ভগ্নাবস্থা বিলোকনে হঠাৎ মন্নয়নে শোকাশ্রু [illegible]ত হইতে লাগিল, পরে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিম্ন লিখিত পদ্য রচনায় প্রবর্ত্ত হইলাম, যদিচ এতন্মধ্যে যথার্থ কাব্য অথবা তচ্ছক্তির চিহ্ন কিছুই নাই, তথাপি পাঠ মাত্রে মহাযশোবন্ত দেওয়ান মহাশয়ের কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ হইতে পারে।

ত্রিপদী।

কোথা সে পুরুষ অদ্য, নামে যার সদ্য২
সম্ভ্রমে লোমাঞ্চ হয় দেহ।
ভগ্ন সব গৃহ গণ, বন সম উপবন,
তত্ত্ব তার নাহি লয় কেহ।।
অশোক কুসুম ফুটে, শোক শেল হৃদে
ফুটে, কেবলে অশোক তার নাম।
রুধিরে লোহিত কায়, তদ্রূপরে শোভা
পায়, নিরস বিরস অভিরাম।
কোথা সে ভাবক কবী*, কবিতা কমল
রবি, উদয় নহেন কেন তিনি।
কবিতা রচনা ছলে, প্রকাশিলা ধরা
তলে, তরঙ্গিনী ভক্তি তরঙ্গিনী।।
হরি প্রিয়া প্রিয়া যাঁর, হরিপ্রিয়া সম
তাঁর, আবির্ভাব ছিল এক কালে।
কোথায় গো হরি প্রিয়া, এই কি তোমার
ক্রিয়া, তব পুরী লয় করে কালে।
সিন্ধু সম পিতা তব, ঘোষিত গৌরব রব,
ঘোষাল ঘোষণা দিক্ দশে।
গৃহ পাল অবসান, গৃহ পাল মূর্ত্তি মান
ফেরু পাল সহ গৃহে বসে।
একালে ছিল যথা, আমোদ প্রমোদ
কথা, বিষাদ প্রসাদ সে প্রমাদ।
হর্ম্ম্যতল নহে রম্য, মনুষ্যের নহে গম্য
মন সহ চক্ষের বিবাদ।।
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ, মূর্ত্তিমন্ত বেদ প্রাজ্ঞ
যেখানেতে ছিলেন সতত।
সেখানেতে একি ভাব, অচলা সচলা
ভাব, অভাব সুভগামতি যত।।
বিদ্যা দেবী অন্তর্ধ্যান, অবিদ্যায় অধি
ষ্ঠান, রোদন গীতের অনুকল্প।
মনোহর কীর্ত্তি চয়, কাল দন্তে সমুদয়,
ক্রমে ক্ষয় হয় অল্প২।।
দেখি ভগ্ন ঘর দ্বারে, মনে হয় কমলারে
কাল বুঝি উপহাস করে।
অতএব ধন জন, হেরি সব অকারণ,
নিত্য নহে সংসার ভিতরে।।
সকলে প্রধান কাল, বলবান অধি পাল
প্রতি পলে পাড়িছে প্রলয়।
নমো কাল মহেশ্বর, সংহার ত্রিশূল ধর
নমো২ ভুবন বিজয়।।

দর্শকস্য।

* গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বচন ৺ দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এই মহাশয় দেওয়ানজীর জামাতা ছিলেন।

প্রেরিত পত্র।

সপ্তক্ষীরাখ্যস্থানে মহাবিদ্যা সমাজ এবং তদধীন উত্তম বঙ্গভাষার পাঠশালা স্থাপন কল্পনা।

গতবারের শেষ।

পরন্তু প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্য যথা নিয়মে সমাধা হইবার কারণ আপনারা তাহার তত্ত্বাবধারকত্বে নিযুক্ত হয়েন এবং তৎ সম্পর্কীয় কার্য্য বাছনি পূর্ব্বক তাহার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছনি করেন, এতচ্ছ্রবণে সভাস্থ মহাশয়েরা বিপুল পুলকান্বিত হইয়া সভাপতি মহাশয়ের অত্রানুষ্ঠান অতি মঙ্গল জনক বোধ করিয়া বহুতর প্রশংসা পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিলেন ঐ আহ্লা

BLEED THROUGH.

দ জনক ধন্যবাদের মধুর ধ্বনিতে সভা পরিপূর্ণা হইল, পরন্তু সভাস্থ মহাশয়েরা সম্মত হইয়া কহিলেন যে সভাপতি মহাশয় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করুন, এবং উক্ত বিদ্যালয় যাহাতে উন্নত হয় তন্নিমিত্ত এক বিদ্যা সমাজ স্থাপিত হইয়া বিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্যের সুনিয়মাদি ঐ সমাজ হইতে স্থির হয়, ও শক্ত্যনুসারে সকলেই সাহায্য করেন, এই সকল নিয়ম যুক্ত এক প্রতিজ্ঞালিপি প্রস্তুতা হইয়া তাহাতে সকলে স্বাক্ষর করুন, পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুরূপ উপর উক্ত কয়েক প্রকার নিয়ম যুক্ত এক প্রতিজ্ঞা পত্রী প্রস্তুতা হইয়া তাহাতে সভাস্থ সকল মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিলেন, এবং উক্ত সভার সম্পাদকীয় কার্য্য নিষ্পাদনার্থে সকলের অনুরোধ ক্রমে সভাপতি মহাশয় সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্য বাছনি করণের সহিত তৎতৎ পদের যোগ্য ব্যক্তি বাছনি করিয়া দ্বিতীয়া আর এক সভা স্থাপিতা করণের বিষয়ে সভার আদিষ্ট হইলেন এতদন্তরে শ্রীযুত বাবু উমানাথ চতুর্ধুরীণ মহাশয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রবলোৎসাহ বর্দ্ধক এক সদ্বক্তৃতা প্রকাশ করিলেন, যথা সভাস্থ মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন এই বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে আপনারা উৎসাহ পূর্ব্বক বিদ্যাসমাজাখ্য যে কল্পনা বীজ রোপণ করিলেন তাহাতে বহু শাখা যুক্ত এক কল্পবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া নানা বিদ্যা রূপ সুফল প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ আর কি আছে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র বেত্তারা অনুদ্যোগী পুরুষ সকলকে কাপুরুষ বলিয়াছেন, ইহাতে সর্ব্বকার্য্যে উদ্যোগের প্রাধান্য তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, অতএব আমার বক্তব্য এই যে, এইক্ষণে অত্র বিদ্যালয় উন্নতি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি অকপটে সাহায্যতায় উদ্যোগী না হবেন তাঁহাকেই কাপুরুষ বলা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখুন এতদ্দেশীয় বালকগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে অজ্ঞানস্বরূপ এক মেঘমালা উদয় হইতেছে অনুভব হয় অতি শীঘ্র যথেষ্টাচার প্রবল পবনের দ্বারা ঐ মেঘমালা সুচালিতা হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া দুর্দ্দিন ঘটনা হইবেক, সুতরাং মেঘের স্বভাব গভীরনাদ এবং শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রাঘাৎ এবং বারি বর্ষণ করা ভালো এস্থলে তাহা কিরূপে সম্ভব আছে, উত্তর? অজ্ঞানরূপ মেঘেও তাহা সকল আছে যথা, মূর্খ হইলে সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্য গভীরনাদ দুঃশিলতা শীলাবৃষ্টি পরহিংসা বজ্রাঘাৎ অপর বৃদ্ধকালে শেষে নয়ন জলে ভেসে যান, অতএব বিদ্যালয় রূপ উদয়াচলে যাহাতে জ্ঞানরূপ সূর্য্য উদয় পান তদারাধনায় কেহ অনুদ্যোগী না হয়েন, এতচ্ছ্রবণে সভাস্থ মহাশয়েরা সকলেই বক্তার প্রতি ধন্যবাদ দিলেন, পরে সভাভঙ্গ হইল, ইতি সন১২৫৫ সাল তারিখ ১১ চৈত্র।

কস্যচিৎ সপ্তক্ষীরাখ্য গ্রাম নিবাসি ব্রাহ্মণানাং।

যেং মহাশয়েরা সভাস্থ হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চৌধুরী।
,, ,, উমানাথ চৌধুরী।
,, ,, জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, ভারতচন্দ্র চৌধুরী।
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, নন্দগোপাল সান্যাল।
,, রাজীবলোচন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য।
,, ,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
,, ,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, ,, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।
,, দিগম্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য
,, শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, মোহনচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
,, ,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, রঘুনাথ বসু।
,, ,, গৌরমোহন সরকার।
,, ,, বিশ্বনাথ মিত্র
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, ,, নবীনচন্দ্র বসু।
,, মুন্সী নজিরদ্দি খাঁ।
,, মৌলবি জহর আলি।
,, মুন্সী একাজ ওল্য।
,, নাজেরখাঁ চৌধুরী।
,, বকসখাঁ চৌধুরী।
,, মুন্সী কলিমুদ্দি।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ সঙ্কৎচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেন্দিন্দীবরেষু কচিচ্চ্যামংভ্রাম মতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অংভোজস্থিমল প্রভাকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে মদ্বন্দং দিনসে পিবন্তুচতুরস্বান্তুবিরেফারসং ॥

৩৩৭৯ সংখ্যা।) শনিবার ২৬ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ৭ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝা বিষয়।

"সোণ,, নামক সৈন্যের নৌকা "লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রম পূর্ব্বক আলাহাবাদে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ক্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কান্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৪ আপ্রিল ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং বরিসালের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"জমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লক্ষিয়া,, নামক নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখে উপরি উক্ত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

উক্ত বাষ্পীয় জাহাজে আরোহিদিগের স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত আট টা এবং বোঝায়ের নৌকাতে একটা অতি উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ক্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কান্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ইতি।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৫ আপ্রিল ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত রামধন দের বিধবা ও উত্তরাধিকারিণী হীরামণি দাসীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এইসকল বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ শহর কলিকাতার কলুটোলার সুরতিবাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১১ নং যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /১।।০ এক কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত রামধন দের যে স্বত্ব ও অধিকা

র ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সার্থক শাহার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গুরুচরণ দের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রূপচাঁদ রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে সুরতিবাগানের গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩১ মার্চ্চ ১৮৪৯।

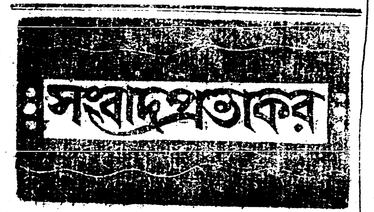

সংবাদপ্রভাকর

২৬ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭০।

চীনদেশ হইতে সংপ্রতি যে পত্র আসিয়াছে তদ্দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে তথায় পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ হইতে পারিবেক যে গত যুদ্ধের পরে চীনেশ্বরের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয় তাহাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধিত থাকে যে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি ইংরাজেরা কেণ্টন নগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন, চীনেশ্বর অথবা প্রজারা তাহাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিবেন না, ঐ প্রতিজ্ঞানুসারে চীন দেশীয় ব্রিটিস গবরনর সাহেব কেণ্টন নগরস্থ কমিস্যনরকে পত্র লেখাতে উভয়ে একস্থানে সাক্ষাৎ করেন এবং তথায় সন্ধি পত্রের উক্ত ধারা প্রচলিত করণের প্রস্তাব ধার্য্য হয়, কিন্তু এই সংবাদ প্রকাশ হইলে কেণ্টন নগর বাসি প্রজারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরের স্থানে২ এরূপ ঘোষণা পত্র মারিয়া দেয় যে কোন ইংরাজ বা বিদেশীয় অপর কোন ব্যক্তি কেণ্টন নগরের বর্হিদ্বারে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড করা যাইবেক, এই কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রজারা অবশ্য সংযুক্ত হইবেন।

উল্লেখিত ঘোষণা পত্রের ব্যাপার অবগত হইয়া ব্রিটিস গবরনর সাহেব পুনর্ব্বার চীন দেশীয় কমিস্যনরকে এক পত্র লেখেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, কমিস্যনর ঐ পত্রের এরূপ উত্তর লেখেন যে কেণ্টন নগরবাসি প্রজাদিগ্যে তিনি কোন মতে বশীভূত করিতে পারেন না, সন্ধি পত্রের নিয়মানুসারে তিনি ইংরাজদিগ্যে নগর প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়াছেন, অপিচ প্রজাদিগের সহিত যদ্যপি কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ব্রিটিস গবরনর সাহেব বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহার এরূপ বিবেচনা হইয়াছে যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ ব্যতীত ব্রিটিস জাতি কেণ্টনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ হইবেক যে ইংরাজেরা কেণ্টন নগরে প্রবেশ করিবার জন্য পুনঃ২ উদ্যোগ করিয়াছেন কিন্তু চীন জাতি এরূপ কৌশল অবলম্বন যে কোন রূপেই ইংরাজদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, অতএব আমরা গবরনর সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি যে নগর প্রবেশ করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য কার্য্য বৃদ্ধি করণ বিষয়ে বিশেষ রূপে উৎসাহী হউন।

বাবু রামচন্দ্র মিত্র।

হিন্দু কালেজের গৌড়ীয় ভাষার অধ্যাপক বাবু রামচন্দ্র মিত্র অধুনা এরূপ মানস করিয়াছেন যে রাজকীয় বাঙ্গালা পাঠশালা নিচয়ে ভূগোল শাস্ত্র প্রকৃষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, এজন্য তেঁহ পৃথিবীর তাবৎখণ্ডের চিত্র মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন, তদ্দ্বারা উল্লেখিত বিদ্যার বাহুল্য চর্চ্চা প্রদেশীয় পাঠশালা বৃন্দে হইবেক, সন্দেহ নাই, রামচন্দ্র বাবু এতদ্দেশীয় বালকদিগের সুশিক্ষা কল্পে যেরূপ যত্নযুক্ত, তাহাতে বোধ হয়, তন্ন্যায় বিদ্যা বিষয়ক বান্ধব এতদ্দেশে অতি বিরল, এতদ্রূপ সদনুষ্ঠানেই প্রায় তাঁহার সময় সম্বরণ হইতেছে, অতএব পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমারদিগের মিত্রবর মিত্র বাবু দীর্ঘায়ুঃ নিরাপদ হইয়া দেশের মঙ্গল বিষয়ে অহরহ নিযুক্ত থাকুন।

দুরন্ত দোস্ত মহম্মদ দমন কর্ত্তা মেজর জেনরল গিলবর্ট সাহেব পঞ্জাব দেশে সমর বিষয়ক সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইবেন, জেনরল সাহেব যে রূপ রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে তাঁহাতে প্রধান সেনাপত্য সমর্পণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক দিবস পূর্ব্বে উচিত ছিল, তদ্দ্বারা পঞ্জাবের সাংগ্রামিক ব্যাপার পরিচালিত হইলে ব্রিটিস সেনার এতদূরবস্থা হইত না, গিলবর্ট সাহেব এপর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত রাজার ন্যায় সিন্ধু নদী তীরে কাননে২ দুষ্ট দুরাত্মা জাতি স্বরূপ হিংস্র জন্তুদিগকে দূরীভূত করিতেছেন, তিনি যেরূপ রণ মৃগয়াতে পটু তাহাতে বোধ হয় অতি শীঘ্র পেশোয়ার রাজ্য হস্তগত করিবেন।

ষ্টার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে কলিকাতা নগরে যে ডাকাইতির সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি কথাও সত্য নহে, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন কণিষ্ঠভ্রাতাদিগ্যে পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ মিথ্যা জনরব উপস্থিত করিয়াছিল, উক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় বিষয় বিভাগ করণের অভিপ্রায় করাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাতে অসম্মত হয়, এবং তজ্জন্য বিবাদ হইবায় কণিষ্ঠদ্বয় সুপ্রিমকোর্টে তাহার নামে অভিযোগ করিয়া ডিক্রী গ্রহণ করে, জ্যেষ্ঠ কোন মতে ভ্রাতাদিগের স্বত্ব অপহরণ করিতে না পারিয়া পরিশেষ ঐ ভয়ানক ডাকাইতি ঘটনার মিথ্যা গোলযোগ জনপদে উপস্থিত করিয়াছে, এবং পুলিস প্রহরিরা অকারণ অভিযোগ সহ্য করিতেছে, আমরা ষ্টার সম্পাদকের দ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু তথ্য গ্রহণ ব্যতীত ইহার প্রতি সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সংপ্রতি এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারদিগের নানা কার্য্যালয়ে যে সকল সেকসাম লেখক কেরানী আছেন, তাঁহারা অপরাপর কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় রীতিমত পেন্সিয়ান প্রাপ্ত হইবেন, এই সংবাদ এক প্রকার আনন্দ জনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমাচার পত্র পুঞ্জের অতিরেক পত্র দ্বারা বিজ্ঞাত হইলাম, গত ২১ মার্চ্চ তারিখে জেনরল গিলবর্ট সাহেব পেসোয়ার নগরে উপস্থিত হইয়াছেন, দোস্ত মহম্মদ মেজর লারেন্স সাহেবের গৃহদগ্ধ করণ পুরঃসর ১৯ তারিখে ব্রিটিস সেনার আগমন সংবাদ পাইয়া কাবেলাভিমুখে গমন করিয়াছে, ঢক্কা নামক স্থানে ২১ তারিখে স্বীয় ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের সহিত একত্র ছিল।

মেং এচ, এম, ইলিয়ট সাহেব ২৭ তারিখে লাহোরে আসিয়া দোস্তের সহিত বন্দবস্তের কথা ব্যক্ত করিবেন, এরূপ কল্পনা ছিল।

আমরা অবগত হইলাম যে সেনাপতি গিলবর্ট সাহেব খাইবরের অসভ্য সেনাদলের অধ্যক্ষদিগ্যে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা যদ্যপি আমীর দোস্তমহম্মদের গমনের পথ রুদ্ধ করে এবং ঐ আমীর ও তাঁহার ভ্রাতা ব্রিটিস হস্তে সমর্পিত হয় তবে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহার দিগ্যে ১০০০০ টাকা প্রদান করিবেন, কিন্তু গিলবর্ট সাহেবের অভিপ্রায় সিদ্ধ বিষয়ে আমারদিগের বিশেষ সন্দেহ হইতেছে, কারণ দশ সহস্র টাকার দ্বারা এই কার্য্য কোন মতেই সম্পন্ন হইবেক না, সাহেব যদ্যপি এক লক্ষ টাকা দিয়া দোস্ত মহম্মদকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেন তবেই উত্তম হইত কারণ ঐ অসভ্য যোদ্ধারা যদ্যপি দোস্ত মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করে তবে তিনি তাহাদিগ্যে দশ হাজার টাকার অধিক দিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট করিবেন, তিনি যুদ্ধের ব্যয় জন্য অধিক টাকা আনিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার সহিত ফিরিয়া গিয়াছে সেই টাকার দ্বারাই তিনি খাইবরের পথ নিষ্কণ্টক হইতে পারিবেক।

পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিস রাজ্যের সহিত ভুক্ত হইবার যে কল্পনা হইতেছে তাহার এইক্ষণে কিছুই নিশ্চয়তা নাই, কর্ণেল লারেন্স সাহেব দরবার সমীপে ব্যক্ত করেন, বিলাতস্থ কর্ত্তাদিগের অনুমত্যনুসারে কতকগুলীন ইংরাজ দ্বারা এতদ্রাজ্যের কার্য্য কলাপ ধার্য্য করিতে হইবেক, ফলে এরূপ সাধারণ অনুমতি পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে ফাল্গুন মাসের পরপর্য্যন্ত দরবারের নামে রাজস্ব আদায় হইবেক না, লারেন্স সাহেবের নাম স্বাক্ষর ব্যতীত প্রজা লোক কর অন্য কাহার নিকট প্রদান করিবেক না।

দিল্লী গেজেট পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে রাজা শের সিংহ তাঁহার পিতা ছত্র সিংহ এবং অন্যান্য সরদারগণ ২১ মার্চ্চ তারিখে চন্দ্রভাগা নদীপার হইয়া লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, রাম সিংহ নামক সরদার যিনি হুইলর সাহেবকে বিস্তর ক্লেশ দিয়াছিলেন, সংপ্রতি রাজা গোলাব সিংহের কর্ম্মকারকেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া ব্রিটিস শিবিরে প্রেরণ করিয়াছেন, গুজরাটের যুদ্ধের পর পলাইবার সময়ে শীকেরা গোলাব সিংহের অধিকার মধ্যে যে একটা তোপ ফেলিয়া যায় তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ২২ মার্চ্চ তারিখে মেজর লারেন্স সাহেব লাহোরে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম যে বৃন্দাবন নিবাসি বিখ্যাত ধনি পারকজি অতি উত্তম প্রস্তর দ্বারা এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিতেছেন, এবং তজ্জন্য নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্যকারকদিগ্যে আনয়ন করিয়াছেন, মন্দির প্রস্তুত হইলে স্বর্ণের দ্বারা তাহা মুড়িয়া দিবেন, এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ শূন্য হইতে পতন হয়, গত ১৯ মার্চ্চ তারিখে পুণা, সেতারা এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানাদিতে তাহা দৃষ্ট হইয়াছে সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাকে নক্ষত্রপতন কহেন, ফলতঃ তাহা নহে, উক্ত তেজঃপুঞ্জ আকাশ পদার্থ বিষয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ যুক্তি বিকাশ হইয়াছে, এস্থলে তদুল্লেখে প্রয়োজনাভাব, বোম্বে টাইমস পত্রে লিখিত হয়, উল্লেখিত আলোক রাশি হইতে হরিদ্বর্ণ প্রভা নির্গত হইয়াছিল, এবং যৎকালীন তাহা অন্তরিক্ষে চূর্ণায়মান হইল, তৎকালীন ক্ষুদ্র২ রক্তবর্ণ রশ্মি দৃষ্ট হইয়াছিল এইরূপ দৈব চমৎকার দুই মাস পূর্ব্বে উপরোক্ত স্থানাদিতে আর একবার লক্ষিত হয়।

মৌলমীন ক্রোনিকেল পত্র দ্বারা অবগতি হইল, সংপ্রতি তথায় শ্যাম দেশীয় রাজ দূতেরা আগত হইয়াছেন, ইঁহারা অতি সমারোহ পূর্ব্বক তন্নগরীয় রাজকীয় অট্টালিকায় উপস্থিত হইলে কমিস্যানর সাহেব যথেষ্ট সম্ভ্রম করিলেন, পরে তাঁহারদিগের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা কহিলেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শুভাশুভ বৃত্তান্ত জ্ঞাপনার্থ এবং উভয় রাজ্যের সীমা নিরূপণ করণ কারণ তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, কমিস্যনর সাহেব তাঁহারদিগের নিকট রাজকীয় পত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, পত্রাদির অনুবাদ হইলে যথা বিহিত উত্তর প্রদত্ত হইবেক।

উক্ত পত্রে আরো অবগত হইলাম, তত্রস্থ প্রজাবর্গ তাহারদিগের দেবতা বুদ্ধ অথবা গৌতমের মন্দিরে এক বৃহৎ ঘণ্টা স্থাপিত করিয়াছে, ঐ ঘণ্টা ঊর্দ্ধে ৭ ফিট পরিমিত, তাঁহা স্বর্ণ রজত তাম্র প্রভৃতি অষ্ট ধাতু এবং পদ্মরাগ নীলকান্ত প্রভৃতি বহুরত্ন যোগে নির্ম্মিত হইয়াছে।

রূপক।

প্রণয়।

পদ্য।

বিকার প্রণয় জ্বরে বিষম ব্যাপার।
প্রলাপ পিপাসা দাহ অশেষ প্রকার॥
ক্ষণে রোষ ক্ষণে তোষ ক্ষণে হতজ্ঞান।
মোহ হয় অতিশয় সহ অভিমান॥
কখন হিমাঙ্গ কভু তাপযুক্ত তনু।
কখন প্রফুল্ল কভু তনু হয় ক্ষুনু॥
কভু হাসি কভু চক্ষে বহে জলধার।
কভু উঠে কভু বসে ভ্রম অনিবার॥
কভু করি কর ধরে ধরে হেন বল।
কভু শীর্ণ অতি জীর্ণ অবশ অচল॥
প্রবোধ শান্তনা তার না হয় ঔষধ।
প্রণয়ে প্রণয় পথ্য অভাব আপদ॥
নিরবেদ্য ভেষজ প্রেমিক বৈদ্য জানে।
রস রূপ রস যোগে ব্যাধি মরে প্রাণে
গরলে গরল হরে আছে নিরূপণ।
প্রণয় বিকারে কর প্রণয় সেবন॥
তাহাতে বিরাগ মৃত্যু হইলে উদয়।
কে আর বাচাবে সাধ্য বিধাতার নয়

প্রেমানুরক্ত অনন্য।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কো ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীঘদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অস্তোজ্জ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮০ সংখ্যা) সোমবার ২৮ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ৯ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

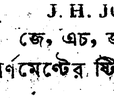

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সোণ,, নামক সৈন্যের নৌকা লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রম পূর্ব্বক আলাহাবাদে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
আপ্রিল ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং বরিসালের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"জমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লক্ষিয়া,, নামক নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখে উপরি উক্ত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

উক্ত বাষ্পীয় জাহাজে আরোহিদিগের স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত আট টা এবং বোঝায়ের নৌকাতে একটা অতি উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ইতি।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৫ আপ্রিল ১৮৪৯।

বন্ধকী ভূমি বিক্রয়।

সকলকে খবর দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার কেমাক ইষ্ট্রিট ওথিএটর ইষ্ট্রিটের মধ্যে হিলবাজার নামে বিখ্যাত বাজার।

২। ব্রাহ্মণবস্তি নামে খ্যাত বস্তির তৃতীয়াংশের একাংশ। যদ্যপি ঐ ভূম্যাদি কাহারো লওনেচ্ছা থাকে তবে পুরাতন পোষ্ট আফিস ইষ্ট্রিটের মধ্যে ১১ নং বাটীতে উকীল ডবলিউ, জে, ডেনমন সাহেবের দপ্তরখানায় তত্ত্ব করিলে তাবদ্বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, এবং ঐ বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র সকল দেখিতে পাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শহর কলিকাতার মোং চৌরঙ্গিতে সদর ইষ্ট্রিট ফ্রিস্কুলের পশ্চিম ৭ নং কমবেশ সওয়া উনিশ কাঠা পরিমাণ ১ এক তালা বাটী আছে, ও উপরে ২ দুই বড় কুঠারী আছে, তদ্ভিন্ন আর ২ দুই কুঠারী, ১ এক গোসলখানা, ১ এক গৃহ আছে, ঐ বাটী অতি শুষ্ক এবং দ্বারে খড়খড়ি গ্লাস সংযুক্ত। আগামি কল্য বেল্কা

৫৮১

দুই প্রহর অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ে মেকেঞ্জি লায়েল এণ্ড কোম্পানির প্রকাশ্য এক্সচেঞ্জ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭০।

পাঠক মহাশয় দিগের স্মরণ থাকিতে পারিবেক যে শতদ্রু নদের সহিত যমুনার সংযোগ করিবার নিমিত্ত আমারদিগের পূর্ব্বতন গবরনর জেনরল লার্ড আকলেণ্ড সাহেব কর্ণালে এক খাল খনন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ প্রস্তুতও হইয়াছিল, কিন্তু ঐ কার্য্যে অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা হইবায় তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ ঐ সময়ে আবগান স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে ঐ খালের কার্য্য একেবারে রহিত হইয়াগেল, রাজপুরুষেরা আর তাহার প্রসঙ্গ মাত্র করিলেন না, পরিশেষ লার্ড এলেনবরা সাহেব এতদ্দেশে আসিয়াও কথিত বিষয়ে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ রণতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়া ঐ বিষয় একেবারে ভুলিয়াগেলেন, তিনি প্রথমতঃ আবগান জাতিকে বিশেষরূপে শাসন করিয়া পরিশেষ গোয়ালিয়র ও সিন্ধু রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন তিনি যত দিবস পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন, তাহার এক দিবসের নিমিত্ত যুদ্ধ কার্য্যে নিবৃত্ত হয়েন নাই পরন্তু লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব এদেশে আসিয়া শীকের যুদ্ধে মত্ত ছিলেন, তাঁহার দ্বারা কর্ণালের খাল খনন বিষয়ের কোন রূপ বিবেচনা হয় নাই, খালের যে যৎকিঞ্চিৎ প্রস্তুত হইয়াছে এক দিবস তাহা সন্দর্শন মাত্র করিয়াছিলেন।

অপিচ ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে বর্ত্তমান গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব ঐ খালের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, এবং ইঞ্জিনিয়র সাহেবেরা তাহা প্রস্তুত করণের ব্যয় ঘটিত এক তালিকা করিয়াছেন, এই সংবাদ যদ্যপি সত্য হয় তবে এক প্রকার শুভ জনক কহিতে হইবেক, কারণ শতদ্রু নদের সহিত যমুনার সংযোগ হইলে বাণিজ্য কার্য্যের বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সদুপায় হইতে পারিবেক, বিশেষতঃ প্রাগুক্ত নদের উভয় পার্শ্বে অনেক ফলশালি দেশ আছে, তথায় বিবিধ প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, নৌকাযোগে তত্তাবৎ প্রেরিত হইবার উপায় হইলে অনেকেই এতদ্দেশ মধ্যে সেই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে অনুরাগি হইবেন, সুতরাং বাণিজ্য বৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল দেশের এবং এতদ্দেশেরপ্রজাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, অধিকন্তু পঞ্জাব রাজ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের জয়লব্ধ হওয়াতে জলপথ সহযোগে ঐ দেশের সহিত এতদ্রাজ্যের সংযোগ হওয়া অতিশয় প্রয়োজনীয় বোধ হইয়েছে, যাহাহউক লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এই সাধারণ হিতজনক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া যশোলাভ করুন।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করি, ভবানীপুরে অনেক বারবধূকে জনত্রয় ইতর লম্পট অস্ত্রযোগে নিহত করিয়াছে, এবং তাহার মৃত দেহ সহ হন্তাদিগের মধ্যে একজন ধৃত হইয়া ২৪ পরগনার মাজিষ্ট্রেটি কাছরীতে নীত হইয়াছে, অধুনা অবগতি হইল ধৃত ব্যক্তি নির্দ্দোষী হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, কেবল চৌকীদারের সন্দেহ প্রযুক্ত উপযুক্ত সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, ফলে চৌকীদারের সন্দেহ হওনের বিশেষ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই।

গত শনিবার অপরাহ্ন সময়ে মিডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগ্যে ডিপ্লোমা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করণের কার্য্য অতি উত্তম নিয়মে নির্ব্বাহ হইয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ১ . জন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন ছাত্র শিক্ষকদিগের পরীক্ষা দ্বারা অকর্ম্মণ্য হয়েন, অপর দুইজন ডাক্তার ফরসাইথ সাহেবের নিকট পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, অবশিষ্ট দশজন ছাত্র সর্ব্ব বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে আমারদিগের পরমাত্মীয় বন্ধু বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু প্রথম ডিপ্লোমা পাইয়াছেন, এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের নিমিত্ত যে স্বর্ণ মেডেল নির্দ্ধারিত ছিল তাহাও তিনি লব্ধ করিয়াছেন, উক্ত পারিতোষিক প্রদান করণের সভায় আমারদিগের অভিনব ডেপুটী গবরনর স্যার জান লিটলর, অনরবিল বেথুন ও বিথিউনি প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় কয়েকজন মান্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন; সভা ভঙ্গ সময়ে ডেপুটী গবরনর সাহেব যে বক্তৃতা করেন তাহা সকল লোকের শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করে নাই, তিনি দুই চারিটা কথা কহিয়াই আসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন, যাহা হউক মিডিকেল কালেজের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে আমরা পাঠক মহাশয় দিগ্যে অপরাপর বৃত্তান্ত অবগত করিব।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

কিয়দ্দিবস গত হইল খিদিরপুর নিবাসি বাবু রামচাঁদ দত্তের জনদ্বয় হিন্দুস্থানি দৌবারিক ভাগিরথী তীরে সিদ্ধি প্রস্তুত করিতেছিল, সেই সময়ে পুরাতন বাজারের অনেক গোপ গঙ্গাজল স্কন্ধে করিয়া তন্নিকট হইয়া আসিতে দৈবাৎ কুম্ভস্থিত বারি কণা ভাঙ্গের কুঁড়ীতে লাগিয়াছিল, ইহাতে ঐ অগ্নিসর্ম্মা পুরুষেরা জ্বলিতাঙ্গ হইয়া গোয়ালাকে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করে, তাহাতে আভীর কহিয়াছিল, যে পেয়াদা সাহেব, তোমরাতো, আমারদিগের জল সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাক, তবে কেন বৃথা ভৎর্সনা করিতেছ, খোট্টা সাহেবেরা ইহাতেই ক্রোধান্ধ হইয়া সিদ্ধির ঘোটনা দ্বারা প্রহার করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত একেবারে ভগ্ন করিয়া দিলেন, পরে বাজারে এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে প্রায় এক শত গোয়ালা একত্র হইয়া বাঁক হস্তে লইয়া শত্রুদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে উপস্থিত হয়, ভাগ্য গুণে দুষ্টেরা সে দিবস পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে, পরন্তু ২৪ পরগণার মাজিষ্টেট শ্রীযুত এলিয়ট সাহেবের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে সুবিচারক সাহেব হন্তাকে ৪ মাস কারাবাস ৩০ টাকা দণ্ড এবং তৎসঙ্গির প্রতি ৩ মাস কারাবাস এবং ১৫ টাকা জরিবানা নিরূপণ করিয়াছেন, আহত ব্যক্তি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হাসপিটালে সুশ্রুসা প্রাপ্ত হইতেছে, বোধ করি তাহার হস্ত স্বভাবসিদ্ধ হয় এমত সম্ভব নহে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় মনুষ্য দিগের অন্তঃকরণে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার নাই, তাহারা সর্ব্ব প্রকার নির্দ্দয় কার্য্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে, হত্যা করণ তাহারদিগের অঙ্গের আভরণ স্বরূপ ক্রোধের দাসানুদাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকে, অতএব তাহারদিগের দমন বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিহিত মনোযোগ করিলে আমরা কোনমতে অসুখি নহি, যেহেতু দুষ্ট দমন করাই রাজার উত্তম কার্য্য।

শের সিংহের রূপবর্ণন।

মফঃসলাইট পত্রে কোন পত্র প্রেরক লেখেন, "শের সিংহ ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তাঁহার মুখশ্রীতে একটা অপকৃষ্ট কুভঙ্গিমা অনবরত স্থিত আছে, ও বসন্তের চিহ্ন চিহ্নিত তথা দুরন্ত ভাবাপন্ন বিষয়ে অতি কুদৃশ্য।

বোম্বাই জেণ্টলমেন্স গেজেটের এক অতিরেক পত্র দ্বারা অবগতি হইল, ফেজ রহমনী নামক জাহাজ যাহা বোম্বাই হইতে এতন্নগরে আসিতেছিল, তাহা পথিমধ্যে অনল যোগে ভস্মরাশি হইয়াছে, এরূপ কল্পনা আছে, যে উক্ত অর্ণব পোতের লস্করেরা তাহাতে অগ্নি সংলগ্ন করিয়াছিল।

রূপক।

গাজন।

রঙ্গিল চৌপদী।

আইল গাজন, বাজিল বাজন,
বসন্ত রাজন, শাসিছে।
বাজে ঢাক ঢোল, হয় মহাগোল,
হর২ বোল, ভাষিছে॥
যতেক সন্ন্যাসি, হয়ে হবিষ্যাসি,
কাশী অভিলাষি, মানসে।
গলে সূত্র পরে, শিবগোত্র ধরে,
ভূত ক্রিয়া করে, দিবসে॥
হেরি হরব্রত, মনে হয় যত,
ইতর সংযত, মদনে।
করিতে বিজয়, শিবাচার লয়,
শিব২ কয়, বদনে॥
একেতো বসন্ত, সময় দুরন্ত,
অতনু সামন্ত, প্রবল।
মদন নিধনে, তুষিয়ে সাধনে,
করে শরাসনে, বিফল॥
নানামত সাজ, নাহি মানে লাজ,
কেহ শিরে তাজ, পরিছে।
কার হাতে পাখা, গঙ্গাজল মাখা,
কেহ তরুশাখা, ধরিছে॥
কেহ বেত্র করে, নানা নৃত্য করে,
দিন কর করে, জিতেছে।
আনন্দ অপার, সীমা নাহি তার,
আকন্দের হার, গেঁথেছে॥

582

তালরে গরব, তানুর গরব,
ঢাকের সুরব, তাহাতে।
সজিনার খাড়া, তলোয়ার খাড়া,
হন খাড়া২ যাহাতে ॥
ঢাক চড়চড়ী, খাড়া চড়চড়ী,
ধাতু যায় চড়ি, মরিরে।
যেই গুণধাম, ঢাক দিলা নাম,
তাঁহারে প্রণাম, করিরে ॥
চাম দিয়া ঢাকে, এই হেতু ঢাকে,
ঢাক বলি ডাকে, সকলে।
ফলে ক্রিয়া তার, অতি চমৎকার,
গরিমা প্রচার, ভুতলে ॥
যত বলি ঢাক, ততখোলে হাঁক,
খোলেরা অবাক কহরে।
ভাল ঢাক খোল, কিবা ঢাক খোল,
হরি২ বোল, কহরে ॥
সঙ্গে২ কাঁশি, সঙ্গৎ বিলাসি,
শ্রবণের ফাঁসি, স্বরূপ।
দেবতা যেমন, পূজন তেমন,
গলায় শোভন, কণ্টক ॥
লৌহ শলাকায়, ভেদ করিকায়,
রুধির ধারায়, মজিয়ে।
সাধক সকলে, নাচে কুতুহলে,
রজত অচলে, ভজিয়ে ॥
করিয়ে প্রতাপ, শূন্যে দিয়ে চাপ,
মারে ঘোর লাফ, হরিষে।
সুফল শ্রীফল, নারিকেল ফল,
যেন ধারা জল, বরিষে ॥
নীলের দিবস, হয় মহারস,
প্রফুল্ল মানস, সকলে।
নাচে ধিয়া২, ধায় লাফ দিয়া,
প্রবেশিছে গিয়া, অনলে ॥
যদ্যপি চড়কে, না ধরে মড়কে,
সতীর সড়কে, না চলে।
তবে একবার, রচিব তাহার,
যত ব্যবহার, সকলে ॥

সন্ন্যাসী।

প্রেরিত পত্র।

সর্ব্বজন হিতেচ্ছুক শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং।

সংপ্রতি কিয়দ্দিবস আমি বাটীতে গমন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে চারি দিবস গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত তত্রস্থ বিদ্যালয়ে এবং এক দিবস ঐ বিদ্যাগারের উন্নতি কল্পের সভায় উপস্থিত হইয়া দর্শকরূপে উপবেশন পূর্ব্বক সমস্ত দর্শন এবং শ্রবণ পুরঃসর বিদ্যানুরাগি মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং ছাত্র সকলের পরিশ্রম এবং শিক্ষকের সদ্ব্যবহার ও যত্নাবগতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, উক্ত বিদ্যালয়ে প্রায় দুই শত বালক অধ্যয়ন করে, গৌড়ীয় ভাষায় বক্তৃতা বিষয়ে অনেকেই যোগ্য এবং অনেক বালক তন্মধ্যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সন্তান তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ উপদেশ প্রাপ্ত ব্যতীত সর্ব্বদা আন্তরিক দুঃখিত থাকা প্রকাশ করাতে এক শিক্ষক শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্ত দ্বারা তৎকর্ম্ম সম্পন্ন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, বিবেচনায় গ্রামস্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি সকলে ঐক্য হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শ্রীযুত পুর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া গত পৌষ মাসাবধি সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শিক্ষা প্রদান করাইতেছেন, কিন্তু ধনেশ্বর ও রাজ্যেশ্বরের সাহায্য ও আদর ব্যতীত এই মহামাঙ্গলিক সাধারণ উপকারক ব্যাপার চিরস্থায়ি হওয়ার পক্ষে সংপূর্ণ সন্দেহস্থল।

এই প্রস্তাবোপলক্ষে পূর্ব্বে আমি অনেকবার লিখিয়াছি এবং সম্পাদক মহাশয় রাজপুরুষদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত অনুরোধ লিখিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাচ কোন ফলোদয় হইতেছে না, সাধ্য কিছু নাই, ফলে এই পরিতাপে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তি ব্যূহের অন্তঃকরণ নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, যেহেতু গত ১৭৬৯ শকাব্দীয় ফাল্গুনস্য অষ্টাদশ দিবসীয় সংবাদ প্রভাকর পত্রে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় বিষয়ে বক্তৃতার বিবরণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে সে বক্তৃতা ও প্রতিজ্ঞা কি সাধারণ উপকারার্থ প্রকাশ হইয়াছিল? কি তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় মজিলপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় ব্যতীত অনুভব হয়? সম্পাদক মহাশয় ইহার যথার্থ তথ্য আমাকে লিপি দ্বারা বিজ্ঞাত করিলে বাধ্যতা স্বীকার করিব, অপিচ জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টর এবং কমিস্যনর মহাশয়েরা প্রায় সর্ব্বত্র গমন পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু একালপর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে পদার্পণ না হওয়াতে তাঁহারদিগের পক্ষপাত রূপ কলঙ্ক প্রকাশ পায় কি না সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন নিবেদন ইতি।

শ্রীগোলোকনাথ দত্ত দাসস্য।

নিবাস মজিলপুর।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নংভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

॥ * ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ * ॥
॥ * ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ মন্দংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোত্তদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮১ সংখ্যা।) মঙ্গলবার ২৯ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ১০ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন

শরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার শরিফ সাহেব প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে ফাইরাই কেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এইসকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা বারাসতের আনওরপুর পরগনার হৃদয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণদিগে গুরুপ্রসাদ মিত্রের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। উত্তর দিগের একাংশে প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের এক খণ্ড ভূমি ও গোয়াল বাটী অপরাংশে ন্যায়লঙ্কারের এক পুষ্করিণী ও ভূমি। পশ্চিম দিগের একাংশে বিষ্ণুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি অপরাংশে এক গলি এবং পূর্ব্ব দিগে চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা এবং শহর কলিকাতার শিমুলিয়ার নীলমণি মিত্রের ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১৭ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২॥ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেনের এক খণ্ড ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে নীলমণি মিত্রের ইষ্ট্রিট দক্ষিণদিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি পশ্চিম দিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরে একখণ্ড ভূমি এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি ও একটা পুষ্করিণী ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উ

পর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে নীলমণি মিত্রের ইষ্ট্রিট। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত আশুতোষ দেবের আর একখণ্ড ভূমি।

৫ দফা। জিলা বারাসতের আনওরপুর পরগনার হৃদয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক এক তালা গোয়াল বাটী যাহা চতুর্দ্দিগে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে উক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বসতি বাটী অপরাংশে ন্যায়লঙ্কারের ভূমি ও পুষ্করিণী। উত্তর দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শিবু ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিন দিগে এক রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার প্রসাদপুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগাৎ ভূমি যাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ ও এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ২৫/ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে রামকুমার দাসের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগের একাংশে শিবত্র ভূমি। অপরাংশে গুরুচরণ এবং কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের এক খণ্ড ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে কালী প্রসাদ সার্ব্বভৌমের লাখেরাজ ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার হৃদয়পুর নামক গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগাৎ ভূমি যাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ১৫/ পনের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগের একাংশে গুরুচরণের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে মাণিক কবিরাজের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে একরাস্তা এবং পূর্ব্বদিগে রাধুদাসের বাটী ও ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১০/ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক বাজার। উত্তর দিগে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে এক রাস্তা এবং পূর্ব্ব দিগে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩ আপ্রিল ১৮৪৯।

দাবি রহিত পুলিন্দা সকল যাহা গর্ণমেণ্টের বোট আফিসে পড়িয়া আছে তাহার বিষয়।

কতকগুলীন অনক্লেমড পেকেজেস্ অর্থাৎ দাবিরহিত পুলিন্দা যাহা নিম্নু লিখিত বিবরণ মধ্যে লেখা গেল, তত্তাবৎ বহু কালাবধি অনরেবিল কোম্পানি বাহাদুরের মেরিন ডিপার্টমেণ্টের অধীনস্থ বোট আফিসের গুদামের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, অতএব এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্যকার এই ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে যদ্যপি ঐ সকল পুলিন্দা মূল্য দিয়া যথ রীতিক্রমে গৃহীত না হয় তবে তত্তাবৎ প্রকাশ্য নীলামে প্রেরিত হইবেক এবং তথায় উচ্চমূল্য প্রদাতাদিগ্যে বিক্রয় করা যাইবেক এবং তাহাতে যে মূল্য হইবেক তদ্দারা ফ্রেট অর্থাৎ জাহাজের স্থানের ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া প্রভৃতি তজ্জন্য যে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
২৬ মার্চ্চ ১৮৪৯।

দাওয়া রহিত পুলিন্দা সকল যাহা গবর্ণমেণ্টের বোট আফিসে পড়িয়া আছে তাহার তালিকা।

...ত্তর পশ্চিম প্র... হইতে যে দিব... জাহাজ এখানে ...ছিত হইয়াছে ...র তারিখ।		যে সকল জাহাজে ঐপুলিন্দা সকল প্রেরিত হয় সেই সকল জাহাজের নাম।	পুলিন্দা সকলের বিবরণ।	যে২ ব্যক্তি পাঠান তাঁহারদিগের নাম।	যে২ ব্যক্তির নামে আইসে তাঁহারদিগের নাম।
...১৮৪২					
...নুআরি	১১	ভাগীরথী	একটা বাক্স যাহাতে নীলের নমুনা আছে।	গাজিপুরের ডবলিউ, টেলর সাহেব।	মিসুয়ার্স হিকি বেলি এণ্ড কোম্পানি কলিকাতা।
...সেম্বর	২৭	জলজী	একটা বাক্স তাহার ভিতর কি আছে বলা যায় না	দানাপুরের এ, গ্রাণ্ট সাহেব।	মিসুয়ার্স উইলকিন্সন্, কলিকাতার জে, ই, উইলকিন্সন্ সাহেবের কেয়ারে আইসে।
...১৮৪৫					
...নুআরি	৮	লখিয়া	ঐ ঐ ঐ	মহারাণীর ৬২ গণিত সেনাদলের লিউটিনাণ্ট স্কাট সাহেব, নিবাস দানাপুর।	মহারাণীর ৩ গণিত রিফেলের লিউটিনাণ্টস্মিথ সাহেব
...১৮৪৭					
...মার্চ্চ	৩০	ঐ	দুই পুলিন্দা ঐ	আলাহাবাদস্থ গবর্ণমেণ্টের ষ্টিম এজেণ্ট সাহেব।	মিস্ ডিকসন্, কাপ্তেন ডিকসন্ সাহেবের কেয়ারে আইসে।
...১৮৪৮					
...নুআরি	২৮	ঐ	ঐ ঐ ঐ	ঐ	২৬ গণিত সেনাদলের লিউটিনাণ্ট হোয়াইট সাহেব বারাকপুর।

বিজ্ঞাপন।

শহর কলিকাতার মোং চৌরঙ্গি ...ও সদর ইষ্ট্রিট ফ্রিস্কুলের পশ্চিম ...নং কমবেশ সওয়া উনিশ কাঠা ...রিমাণ ১ এক তালা বাটী আছে, ...উপরে ২ দুই বড় কুঠারী আছে, ...ভিন্ন আর ২ দুই কুঠারী, ১ এক ...াসলখানা, ১ এক গৃহ আছে, ঐ ...টী অতি শুষ্ক এবং দ্বারে খড়খড়ি ...স সংযুক্ত। অদ্য বেলা দুই প্রহর ...র্দ্ধ ঘণ্টা সময়ে মেকেঞ্জি লায়েল ...ণ্ড কোম্পানির প্রকাশ্য এক্সচেঞ্জ ...লামে বিক্রয় হইবেক।

সংবাদপ্রভাকর

২৯ চৈত্র শকাব্দাঃ১৭৭০।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর পঞ্জাবরাজ্য সংপূর্ণরূপে অধিকার করিলেন, এবং বিশেষ সাহায্যকারি বন্ধু মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমুদয় সঞ্চিত সম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার অবগণ্ড শিশু সন্তান ও প্রিয়তমা মহিষীকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিলেন, তাঁহারদিগের রাজ্য গেল, মান গেল, সম্পদ সম্পত্তি সকল গেল, এইক্ষণে তাঁহারা অধীনরূপে গণিত হইলেন, এই গুরুতর বিষয়ে আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্যার লারেন্স সাহেব যেরূপ নিয়মে লাহোর দরবারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

584

গত ২৯ মার্চ্চ তারিখে লাহোর রাজধানীতে এক বিশেষ দরবার হয়, সমুদয় শীক সরদার এবং ব্রিটিস কর্ম্মচারিগণ তথায় আগমন করেন, এবং তাঁহারদিগের সম্মুখে পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিস অধিকারভুক্ত করণের ঘোষণাপত্র পঠিত হয়।

মহারাজ দলিপ সিংহ প্রতি বৎসর চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে স্থানে রাখিবেন সেই স্থানেই অবস্থান করিতে হইবেক। রাজা তেজঃ সিংহ, রাজা দিননাথ, সেখ ইমামুদ্দীন এবং খলিপা নুরুদ্দীন ইঁহারা আপনাপন জায়গিরের উপস্বত্ব সম্ভোগ করিবেন, অন্যান্য সরদারদিগের জায়গির সকল গবর্ণমেণ্টের দ্বারা গৃহীত হইবেক। কহিনুর নামক অমূল্য রত্ন মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তি বান্স এগিনু সাহেবকে হত করে মূলরাজ তাহাকে এক অশ্ব পারিতোষিক দিয়াছিলেন, এ কারণ তাহার ফাঁসি হইবেক।

ঘোষণাপত্র।

ফরিণ ডিপার্টমেণ্ট।

ক্যেম্প ফিরোজপুর। ৩০ মার্চ্চ ১৮৪৯।

গবরনর জেনরল সাহেব অনুমতি করিলেন যে পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিস রাজ্যের অংশরূপে গণ্য করিবার নিমু লিখিত ঘোষণাপত্র সর্ব্ব সাধারণ প্রজাদিগের গোচরার্থ প্রকাশ হয়, এবং এই শুভসংবাদের মঙ্গলাচরণ নিমিত্ত প্রত্যেক্ সৈন্যের ছাউনি হইতে আনন্দজনক তোপধ্বনি হয়।

গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে। পি মেলবিলি।
গবরনর জেনরল সাহেবের সমভিব্যাহারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী।

ঘোষণাপত্র।

২৯ মার্চ্চ ১৮৪৯।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের জীবদ্দশায় ইংরাজদিগের সহিত শীকজাতির সংপূর্ণ সদ্ভাব সম্বর্দ্ধিত ছিল।

উক্ত মহারাজের মৃত্যু হইলে সরদারগণ ও খালসা সেনারা বিনা কারণে ব্রিটিস অধিকার আক্রমণ করত বিশেষরূপে প্রহারিত তাড়িত ও পরাজিত হইল, তাহাতে মহারাজ দলিপ সিংহ লাহোরের বহির্দ্বারে আসিয়া সরদারগণ সহিত গবরনর জেনরল সাহেবের শরণাগত হইলেন এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ইহাতে গবরনর জেনরল সাহেব উক্ত রাজাকে অনুগ্রহ করিলেন, ব্রিটিস সেনারা বাহুবলে যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল তাহাও তাঁহাকে দিলেন, এবং ঐ মহারাজকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিপত্র নিবন্ধ করিলেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্রের কোন ধারা অমান্য করেন নাই, কিন্তু শীকেরা তাহার সংপূর্ণ অন্যথা করিলেন, প্রতি বৎসর যে টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই দিলেন না, তাহারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইয়া ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, কুশল স্থাপনের সংপূর্ণ বিশৃঙ্খলতা হইল, ইংরাজ কর্ম্মচারিরা হত ও প্রতারণা দ্বারা কারাবদ্ধ হইলেন, সমুদয় শীক এবং প্রধান২ সরদারগণ অস্ত্র ধারণ করিলেন, এবং লাহোর দরবারের একজন সভাষদ পঞ্জাবে ব্রিটিস পরাক্রম নিধন করিবার মানসে অতি ভয়ানকরূপে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে রাজ্যবৃদ্ধি করণে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নাই, এবং এই ক্ষণেও ঐ অভিপ্রায়ের অন্যথা হয় নাই, কেবল আপনারদিগের রাজ্য রক্ষা ও শীকজাতির উপকারার্থ পঞ্জাব অধিকার করণে বাধিত হইলেন, যেহেতু শীক গবর্ণমেণ্ট অবাধ্য প্রজাদিগ্যে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাহারদিগের এমত স্বভাব যে বন্ধুতা অথবা প্রহার দ্বারা সদ্বুদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না।

উপরি উক্ত অভিপ্রায় গবরনর জেনরল সাহেব এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে পঞ্জাব রাজ্যের স্বতন্ত্র নাম থাকিবেক না, মহারাজ দলিপ সিংহের সকল দেশ ব্রিটিস অধিকারের অংশরূপে গণ্য হইবেক, কিন্তু ঐ মহারাজের যথাযোগ্য সম্মান করা যাইবেক, যে সকল সরদার ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই তাঁহারা আপনাপন জায়গির সম্ভোগ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা বিরোধি হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের জায়গির সকল গবর্ণমেণ্ট লইবেন, ব্রিটিস অধিকারে কি হিন্দু কি যবন কি শীক সকলেই স্বাধীনরূপে স্বীয়২ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন, কেহ কাহার ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিবেক না, পঞ্জাবের যে সকল দুর্গ ব্রিটিস সৈন্য দ্বারা রক্ষিত না হইবেক তত্তাবৎ ভঙ্গ করা যাইবেক। গবরনর জেনরল সাহেব পঞ্জাবের সরদার ও প্রজাদিগ্যে অনুমতি করিতেছেন যে তাঁহারা অবিবাদে এই ঘোষণাপত্র মান্য করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করুন, যে সকল প্রজা রাজানুগত থাকিবেক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট উত্তম নিয়মে তাহারদিগ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যদ্যপি প্রজারা পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপস্থিত করে তবে তাহারদিগের বিশেষরূপ দণ্ড করা যাইবেক, অতএব গবরনর জেনরল সাহেব এই ঘোষণাপত্র দ্বারা পঞ্জাবরাজ্যের সমুদয় প্রজাদিগ্যে জানাইতেছেন যে তাহারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই ক্ষণে তাহারা যদ্যপি কোন প্রকার রাজবিপক্ষতা করে তাহার প্রতিফল প্রদান করণের কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না।

ভারতবর্ষের গবরনর জেনরল সাহেবের অনুমতিক্রমে।

এচ এম এলিয়ট।
গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✽ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ✽ ॥
॥ ✽ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✽ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রাম্যন্ভ্রামর মত্তভ্রমীবদম্বুতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অত্যোজ্জ্বলপ্রভাকর প্রোজ্জ্বলপদ্মোদরে বহুলং দিবসে পিবন্তু চতুরম্বাস্তুদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮২ সংখ্যা।) বুধবার ৩০ চৈত্র ১২৫৫ সাল। ইং ১১ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদপ্রভাকর

৩০ চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭১

পঞ্জাব রাজ্যে ব্রিটিস অধিকার বিস্তার করিবার নিশ্চিত অভিপ্রায়ে আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব স্বহস্তে যে ঘোষণা পত্র রচনা করেন এবং ২৯ মার্চ্চ তারিখে যাহা লাহোর দরবারে পঠিত হয় তাহার স্থূল বিবরণ আমরা গত বাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিয়া থাকিবেন, ঐ পত্র দ্বারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও পররাজ্য অপহরণ করিবার অভিলাষ সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে, হায় কি পরিতাপ শের সিংহ ছত্র সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন সরদার ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, বিচারমতে তাঁহারদিগেরেই দণ্ড বিধান হইতে পারে, অপিচ কি চমৎকার এবং লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের কি অবিচার যে তাঁহারা কোন প্রকার দণ্ডার্হ হইলেন না, লার্ড সাহেব শিশু রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য অধিকার ও সম্পত্তি অপহরণ করিবার ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিলেন ঐ শিশু রাজার কি অপরাধ হইয়াছিল তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না, তিনি বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজ্য চ্যুত হওনের নিষ্ঠুর সংবাদ অবগত হইলেন এবং সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মকারক মেং আলিয়াট সাহেবকে পৈতৃক সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এক সামান্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক উল্লেখিত নির্দ্দয় ঘোষণা পত্রে আপনার সম্মতি প্রদান করত নাম স্বাক্ষর করিলেন, ঐ সময়ে ঐ শিশু রাজার অন্তঃকরণে যেরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, তিনি স্বাধীন ছত্রধর রূপে স্বদেশে স্বজাতিমধ্যে পৈতৃক সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার সম্মান সম্পদ ও সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, গবরনর জেনরল সাহেবেরা রাজসভায় তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি হওনে শঙ্কুচিত হইতেন, অধুনা লার্ড ডেলহৌসি সাহেব তাঁহাকে সংপূর্ণরূপে আপনার অনুমতির অধীন করিলেন, এবং তাঁহার সিংহাসনে আলিয়াট সাহেবকে বসাইলেন, হায় কি পরিতাপ এই কার্য্য জন্য লার্ড সাহেব কি সর্ব্বত্র যশস্বী হইবেন? তাঁহার এই অবিচার জন্য ধীরমণ্ডলী কি তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিবেন না, মহারাজা দলিপ সিংহ যদ্যপি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেন এবং স্বয়ং কোন সেনাদলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেন তবে লার্ড সাহেব তাঁহার সহিত কঠিন ব্যবহার করিলে আমরা দুঃখিত হইতাম না।

অপিচ যুদ্ধ কাহাকে বলে যখন তিনি তাহা কিছুই জানেন না তখন তাঁহাকে অপদস্থ করা ও তাঁহার রাজ্য সম্পত্তি অপহরণ করা যেরূপ অন্যায় কার্য্য তাহা কি লার্ড সাহেব কিছুই বিবেচনা করিলেন না, তিনি একেবারে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হইয়া অবগুণ্ঠ বালকের সর্ব্বনাশ করিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণা ও স্নেহের উদয় হইল না, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এ

585

তদ্দেশে আগমনাবধি এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার আন্তরিক স্বভাব প্রকাশ হয়, অথবা তিনি সাধারণের স্মরণীয় হইতে পারেন কিন্তু পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করিবার যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই আমরা উক্ত উভয় বিষয়েরই প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি যখন বিনা কারণে শিশু রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য হরণ করিলেন তখন তাঁহার আন্তরিক স্বভাব বিশেষরূপেই প্রকাশ হইল, এবং তিনি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বিলক্ষণ স্মরণীয় হইলেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ মহা বিপদ সময়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করিয়াছিলেন লার্ড ডেলহৌসি সাহেব কি তাহা জ্ঞাত নহেন, যে সময়ে লার্ড আক্লেণ্ড সাহেব আফগানস্থান আক্রমণ করেন সেই সময়ে উক্ত বৃদ্ধ রাজ আপনার বক্ষের উপর দিয়া ব্রিটিস সেনাদিগ্যে গমন করিতে দিয়া ছিলেন, এবং স্থানে২ তাঁহারদিগের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখিয়া ছিলেন নদনদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকাদিও রাখিয়া ছিলেন, এবং ঐ সেনাদলের আগমন সময়েও ঐরূপ সাহায্য করেন, কিন্তু লার্ড ডেলহৌসি সাহেব কি এই ক্ষণে সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিলেন, তাঁহার শিশু পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করত তাঁহার সকল সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইলেন, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে বারাণসীতে কারাবদ্ধা করিয়া রাখিলেন, আমরা আরো অবগত হইলাম যে মহারাজ দলিপ সিংহ প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চারিলক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, এই বৃত্তিও তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই, বঙ্গদেশের সুবাদার মুরশিদাবাদের নবাব যখন প্রতিবৎসর [illegible] লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন তখন এক প্রকাণ্ড রাজ্যের স্বাধীন সম্রাটের চারিলক্ষ টাকা বৃত্তি কিরূপে বিচার সিদ্ধ হইবেক, যাহাহউক আমারদিগের এই আক্ষেপ করাও নিরর্থক হইতেছে, ইংরাজ জাতি বাহুবল ও ছল কৌশল দ্বারা এই অবনীমণ্ডলে বিলক্ষণ পরাক্রমি হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, রাজধর্ম্মও তাঁহারদিগের নিকট শঙ্কুচিত হয়, আমরা সাবকাশ মতে এই বিষয়ে অন্যান্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত ২৭ মার্চ্চ তারিখের মফঃসলাইট পত্রে তৎসম্পাদক লেখেন, আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে লিখিত হইয়াছে, ব্রিটিস শিবিরে কতিপয় বিবী মহা বিপদ্‌গ্রস্তা হইয়াছেন, তদ্বিশেষ এই যে চিলিয়ান ওয়ালার গত যুদ্ধের পর ইংরাজ সৈন্যের হত সংখ্যা নির্দ্দেশ হওয়াতে কোন২ শ্বেতাঙ্গনার কান্তগণ নিতান্ত কৃতান্তপুরে গমন করিয়াছেন, এরূপ নিশ্চয় করণান্তে দ্বিতীয় পতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পরন্তু সেই সকল মৃতকল্পপুরুষদিগকে সংপ্রতি জেনরল গিলবর্ট সাহেবের নিকট শীকেরা প্রত্যর্পণ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারদিগের পরিণীতা ভার্য্যাগণ পরনীতা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন এবং কামিনীগণ স্বদোষে নতমুখী হইয়া ব্রীড়া দেবীর পদসেবা করিতেছেন, অতএব হে দেশীয় বন্ধুবর্গ বিধবা কামিনীদিগের পুনর্বিবাহ প্রদান বিষয় [illegible] প্রচলিত করণে পরাঙ্মুখ হও, আমারদিগের মহাভারতাদি কাব্যে লিখিত আছে, দময়াবসানে সতীকুল স্বীয়মৃত পতির দেহ ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেন, কেহবা সহমৃতা হইতেন, কিন্তু বিলাতি জাতির ধন্য সতীত্ব, দুই দিবস অনঙ্গ শাসন সহ্য হয় না, ইহাতেও যদ্যপি তাহারদের বীরা দয়িতা গণকে অসতী বলিয়া ইংরাজেরা সম্বোধন করেন, তবে আমারদিগের হাত কি দোষে [illegible], এইক্ষণে আমরা শ্রীরামপুর নিবাসি বন্ধুবর সমীপে এতদ্বিষয়ের ব্যবস্থা প্রার্থনা করি, [illegible] নিরব থাকিলে অনাথা বিনাথা কামিনীগণ শতনাথা হইয়া যাইবেক।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় অসীম মান্য বরেষু।

সম্পাদক মহাশয় নিম্নস্থ কতিপয় পঙক্তি স্বীয় প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদানে বাধ্য করিবেন।

মৃত্যু সংবাদ।

আমরা অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রকাশ করিতেছি যে, অস্মদাদির অতিপ্রিয়তম বন্ধু শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত নামক একজন ছাত্র গত ২২ চৈত্র বেলা দুই প্রহর সময়ে সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগে পীড়িত হওত অলীক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালের করালবদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, হায় কি খেদের বিষয় আমারদিগের প্রিয়তম একেবারে [illegible] প্রস্থান করিলেন, মৃত বন্ধুর স্বভাব কি লিখিব, তিনি অতি সচ্চরিত্রান্বিত, ধর্ম্মবান্, ক্ষমাবান্, পর দুঃখে দুঃখী এবং আপনা বিদ্যায় এক প্রকার বিদ্বান্ ছিলেন, কিন্তু হায়, কালের কি প্রভাব, যে সেই বালকের পিতা মাতার হৃদয় ভাণ্ডার শূন্য করত তাহারদিগের অমূল্য রত্ন পুত্রকে হরণ করিল। যদ্যপিও জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই বন্ধুর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষাতীত নহে, অতএব তাহার এই মৃত্যুকে অবশ্য অকাল মৃত্যু কহিতে হয়, অপিচ তাহার পিতামাতার গভীর ক্রন্দনে আমারদিগের হৃদয় একেকালে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সম্পাদক মহাশয় এই মৃত্যু সংবাদ লিখিতে২ অস্মদাদির চিত্তাখাত শোকনীরে পরিপূর্ণ হইয়া লিপিক্ষেত্র আর্দ্রীভূত হইল। অতএব এই মহাশোক সম্বরণ করণের উপায় ধৈর্য্য ব্যতীত নাই, অতএব বহু প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক জন্মিলেই মৃত্যু হয়, এতদ্বিচার করত সংসারকে অলীক জ্ঞানে বন্ধু শোক সম্বরণ করিলাম।

পদ্য।

স্বমনকে প্রবোধ।

বন্ধু হেতু শোকগ্রস্ত কেন হও মন।
ভেবে দেখ তুমি কবে হইবা নিধন॥
সংসার কুহক জাল কিছু নাই ফলে।
যেমত জলের বিন্দু মিলে যায় জলে॥
কত আমি কত তুমি হয়েছ সৃজন।
কত মিত্র কত শত্রু শাস্ত্রীয় বচন॥
আমার২ কর আমি কেবা হই।
লয় হবে কোথা যাবে দিনকত বই॥
তখন কেহবে মাতা পিতা বন্ধু চয়।
[illegible] পরিবেদনা কেবা কার হয়॥
অতএব এসংসার কুহক অসার।
মনোমধ্যে ভাব সেই ব্রহ্ম সারাৎসার॥

সেবক শ্রীরামগোপাল দাস দত্ত
সাং বহরমপুর।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, নিম্ন লিখিত বিষয় আপনকার ঘোরান্ধকার নাশক প্রভাকরপত্রে প্রকাশাশয়ে প্রেরণ করিলাম, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া আপনকার অমূল্য অতুল্য প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আপনকার ১৭ ফাল্গুন দিবসীয় পত্রে কস্যচিৎ সোমড় গ্রাম নিবাসিনঃ নাম স্বাক্ষরিত যে এক প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা পত্রপ্রেরকমহাশয় স্বীয় মিথ্যাবাদিত্ব ও পক্ষপাতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কেননা পত্রপ্রেরক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার যথার্থ মর্ম্ম এই যে জিলা যশোহরের অন্তঃপাতি কোন জমীদারীর মধ্যে জঙ্গলাবাদি এক গ্রাম, যাহা প্রচলিত বিধানানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের স্বত্বাধিকারাধীন হওয়ায় কোম্পানি বাহাদুরের নিযোজিত কমিস্যনর সাহেব ঐ গ্রাম নূতন বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কালেক্টরির কাগজের লিখিতানুযায়ি হুগলি জিলার অন্তঃপাতি সোমড়া গ্রাম নিবাসি ৺ দেবীপ্রসাদ রায় ও দেবনারায়ণ রায় উক্ত গ্রামের পূর্ব্বাধিকারি পাট্টাদার প্রকাশ হওয়ায় তাঁহারদিগের উত্তরাধিকারিগণের সহিত উক্ত গ্রাম বন্দোবস্ত করা শ্রেয় বোধে উত্তরাধিকারি কেহ উপস্থিত হইলে তাহার সহিত উক্ত গ্রাম বন্দোবস্ত হইবেক এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করায় তারাপ্রসাদ সেন শুদ্ধ উক্ত দেবীপ্রসাদ রায়ের পৌত্র জানাইয়া উহার সহিত বন্দোবস্ত হওন মানসে আবেদন করায় কমিস্যনর সাহেব ঐ আবেদনকারি উক্ত দেবীপ্রসাদ রায়ের উত্তরাধিকারী বটে কি না? এবং ৺ দেবনারায়ণ রায়ের কেহ উত্তরাধিকারী আছে কি না? এতদনুসন্ধানের নিমিত্ত জিলা হুগলির কালেক্টরের প্রতি ভারার্পণ করায় কালেক্টর সাহেব তদধীন ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুরকে উক্ত বিষয়ানুসন্ধানের নিমিত্ত সোমড়া গ্রামে প্রেরণ করিলে ঐ গ্রামের যথার্থ দেবনারায়ণ রায় ও দেবীপ্রসাদ রায়ের উত্তরাধিকারি হরনারায়ণ রায় ও প্যারীমোহন রায় ডেপুটী কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হইয়া যশোহরের অন্তঃপাতি জঙ্গলাবাদি বাজাপ্ত গ্রাম উহারদিগের পৈতৃক বিষয়, তাহাতে তারাপ্রসাদ সেনের স্বত্বাধিকার না থাকা ব্যক্ত করিয়া ডেপুটী কালেক্টরের প্রতীতি জন্মাইবাতে পত্রপ্রেরক মহাশয় তৎপ্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া যে সমুদয় শ্লেষবাক্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বভাবের পরিচয় প্রকাশ করা ব্যতিরেকে আর কিছুই উপলব্ধি হয় না, কেননা আদৌ পত্রপ্রেরক মহাশয় সাধারণ জানিত তারাপ্রসাদ সেনকে রায়োপাধি প্রদান

করিয়া যে দেবীপ্রসাদ রায়ের উক্ত ঘেকারি লিখিয়াছেন তাহাতে লেখক মহাশয়কে কোন ম্যাহাজাদা কহিলেও কহা যাইতে পারে, যেহেতু বর্ত্তমান কালে কোম্পানি বাহাদুর ব্যতিরেকে মাহাজাদারাই অভিনব উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। অপিচ লেখক মহাশয় যে সোমড়া নিবাসি পরিচয় দিয়াছেন অস্মদাদির তৎপ্রতিও সন্দেহ হইতেছে, বোধ করি সোমড়া নিবাসি কোন কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হইবেন, মাতুলালয়ে বাস করিয়া থাকেন, এজন্য সোমড়া নিবাসিদিগের কাহার কি উপাধি বিশেষ তথ্যাবগত নহেন, কারণ উক্ত তারাপ্রসাদ সেন মহাশয়েরা প্রায় পঞ্চম পুরুষাবধি সোমড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সকলে ভাগাড়ে সেন নামে বিখ্যাত আছেন, অর্থাৎ যৎকালীন উক্ত সেন মহাশয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ ৶ রামচন্দ্র সেন মহাশয় সোমড়ায় বাস করণ মানসে আইসেন, তৎকালীন অন্য স্থান অপ্রাপ্তি জন্য একটা গোশশ্মান যাহাকে ইতর ভাষায় ভাগাড় কহিয়া থাকে, ঐ স্থানে বসতি বাটী নির্ম্মাণ করায় তদবধি ভাগাড়ে সেন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, বিশেষতঃ উক্ত সেন মহাশয়েরা যে রায় নহেন তৎপ্রমাণ সম্পাদক মহাশয় উক্ত আবেদনকারি তারাপ্রসাদ সেনের খুল্লতাত ৶ ব্রজমোহন সেন মহাশয় যিনি আপনকার প্রভাকর পত্রের একজন গ্রাহক ছিলেন তাহাতে আপনি তাঁহার নাম সেন কি রায় লিখিতেন তাহা আপনকার স্মরণ মন্দিরে অবশ্যই জাগরুক আছে।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শীক পরাজয়।

ত্রিপদী।

সমরেতে সাহসিক, অমরে তুলনা শীক,
পরাভুত ব্রিটিশ সমরে।
স্বাধীনতা গেল দূরে, হাহাকার শীক পুরে, সকলের চক্ষে জল ঝরে॥
নতমুখ শূরগণ, পূর্ণচন্দ্র নিভানন,
বিষাদ কলঙ্কে আচ্ছাদিত।
সুধা বরিষণ ছলে, অই দেখ আঁখি জলে, খেদপুষ্প হয় বিকসিত॥
রোদনের কোলাহল, আহা হাহা অবিরল, শ্রুত মাত্র রমণী মণ্ডলে।
কেহ কাঁদে পুত্রশোকে, কেহ পতি পরলোকে, পঞ্জাব পূরিল অশ্রুজলে॥
চন্দ্রভাগা ফুল্লকায়, সিন্ধু হলো সিন্ধু প্রায়, শোকসিন্ধু বিলাপ তুফান।
কেহ বিনাইয়া কয়, কোথা গেলে এস ময়, রসময় প্রণয় নিধান॥
বালক বালিকা চয়, শুনি শীক পরাজয়, বালাস্বরে করিছে ক্রন্দন।
পিতার নন্দন হয়, সে হেতু নন্দন কয়, সে নন্দন নহেক নন্দন॥
পুত্র মুখ নিরখিয়া, বক্ষ [illegible] বিদরিয়া পতিহীনে সতী সব সারা।
জিনি শ্রাবণের ধারা, নয়নেতে তারা কারা, বহিতেছে শতং ধারা॥
রণে দিল ছত্র ভঙ্গ, দলিপের ছত্র ভঙ্গ, ইংরাজের রাগ রঙ্গ বাড়ে।
শের শের শের শের, ফেরুপাল হলো ফের, ফেউ২ রব পুনঃছাড়ে॥
বিফল হইল আশা, কাচ্ছা শের হলো মাসা, সাচ্ছা নহে এই নিরূপণ।
রণজিতের পুত্র শের, সেই শের ছিল শের, এই শের মাটির নির্ম্মাণ।
বিক্রম আদিত্য বাবা, বিক্রমেতে করে থাবা, তিকে দুটি কাধা কড়ুম॥
মাব বটে শের সিংহ, কাপ্তেনের শের সিংহ, কলে বল ভাগ্য ক্ষোয়া যায়।
যার পক্ষে বিধি রুষ্ট, সে জনের ভাগ্য দুষ্ট, তুষ্ট নহে গ্রহগণ তায়॥
গণতার গ্রহগণ, ইংরাজের পক্ষ হন, নিগ্রহ বিগ্রহ শীক পক্ষে।
প্রথমেতে রোখ রোক, যাহবার তাই হোক, অবশেষ নাহি আর রক্ষে॥
হায় রাজা রণজিৎ, রিপুক্ষের রণজিত তব রাজ্যে হলো এত দিনে।
এত দিনে গাভী ধ্বংস, নিরখিবে তব বংশ, নিরবেতে রবে পরাধীনে॥
নানক গৌরব শূন্য, গুরুগণ হবে ক্ষুণ্ন, মিসেনরী মজাইবে জাতি।
ব্রাহ্মণের অপমান, যাগ যজ্ঞ অবসান, নিভিবেক ধূপ দীপ বাতি॥
প্রভাতে উঠিয়ে তুমি, রজত কাঞ্চন ভূমি, সুরভী সহিত দিতে দান।
সে সুরভী মহাদুঃখে, কসায়ের অস্ত্র মুখে, প্রতি দিন হবে বর্ত্তমান॥
কোথা ওগো রাজরাণী, এই নিদারুণ বাণী, শুনেছ কি জনরব যোগে।
তব রাজ্য রাজ পাট, তব শুলতানত ঠাট, পড়িবেক ইংরাজের ভোগে॥
কাহ শুন কহিনুর, কেড়ে লবে গরু শূর, হবে তার মস্তক ভূষণ।
তোমার দলিপ পুত্রে, বেঁধে অধীনতা সূত্রে, বৃত্তি দিয়ে করিবে পোষণ॥

কস্যচিত্রণরঙ্গ বিলাসিন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কেবল ১০ টাকা।

সংবাদপত্র

॥ ❀ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ❀ ॥
॥ ❀ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❀ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফাবলং ॥

৩৩৮৩ সংখ্যা) গুরুবার ১ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১২ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

১ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

হে সৃষ্টি সংহার বিবর্জ্জিত সৃষ্টিকর, তোমার সৃষ্টির প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দৃষ্টির সন্তোষ কিছুতেই হয় না! কেননা এক রূপে এক বস্তু দেখিতেং তাহার মধ্যে আবার কত প্রকার নূতনং আশ্চর্য্যরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃতির বিকৃতি, কি চক্ষের বিকার, তাহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারি না! কি এক অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তির প্রভাবে নিয়ত এবম্ভূত অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ সমদ্ভূত হইতেছে ইহা মানব বুদ্ধির সামান্যতর শক্তি দ্বারা অনুভূত নহে, কিন্তু যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ে গোলযোগ করিয়া একত্রেই অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে। সৃষ্টির পশ্চাতেই সংহার, সংহারের পশ্চাতেই সৃষ্টি, অর্থাৎ ক্ষণমাত্র তাহার বিশ্রাম নাই, ক্ষণে ক্ষণেই উৎপত্তি, ক্ষণ ক্ষণেই লয়! কি অধঃ, কি ঊর্দ্ধ, যখন যে দিগে কটাক্ষ করি তখন তাহাতে চক্ষের লক্ষ্য মাত্রেই কতং মনোহর, কতং তরঙ্কর, শতং লক্ষ রূপ দেখিতে পাই, একবার নয়ন নিমীলন করিয়া পুনর্ব্বার উন্মীলন করিলেই আবার এক প্রকার চমৎকার দেখা যায়, চক্ষুঃ স্থির করিয়া দেখিতে হইলে চক্ষুঃ স্থির হইয়া উঠে, কেননা প্রত্যেক পদার্থের আকৃতি এবং সেই আকৃতির বিকৃতি দেখিয়া প্রকৃতির প্রকৃতি বিবেচনা [illegible] প্রকৃতি মধ্যেই বিকৃতি জন্মে? কিছুই নির্ণয় করিতে পারি না। প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতের শোভা অতি মনোহর দেখিতে পাই, কিন্তু পরক্ষণে সেই শোভা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়! পঙ্কজপ্রিয় অতি মোহনমূর্ত্তি ধারণ করত পূর্ব্ব দিগে উদিত হইয়া ক্রমেং খরতর কর প্রকটন পূর্ব্বক পরিশেষ অতিশয় মলীন হইয়া পশ্চিম দিগে কোথায় গমন করেন! এই আমি পরিপূর্ণ আলোক দৃষ্টে পুলকে পরিপূরিত হইতেছি, আবার অন্ধকার অকস্মাৎ কোথা হইতে আগমন করে! এই কুসুমচয় মকরন্দ ভরে জলে স্থলে প্রস্ফুটিত হইয়া পবন হিল্লোলে নৃত্য করত সৌগন্ধ বিতরণ দ্বারা অবনীকে আমোদ প্রদান করিতেং রসহীন ও দলহীন হইয়া কোথায় লয় প্রাপ্ত হয়! এই বিহঙ্গ ব্যূহ কুচিৎ শূন্যে, কুচিৎ বৃক্ষে, কুচিৎ ভূমিগর্ভে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রেমানন্দ ভরে নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য এবং নানা প্রকার সুমিষ্ট স্বরে সঙ্গীত করত শ্রুতি নেত্রের সন্তোষ জন্মাইয়া আমার চিত্তকে এই অনিত্য সংসারে নিত্য সুখের নিকেতনে নীত করিতেং ক্রমে ক্রমে প্রস্থান করিয়া কোথায় অদৃশ্য হয়! এই আমি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, তুমি কোথায় আছ, কি করিতেছ, অন্তঃকরণ তোমার অন্বেষণ জন্য ক্ষিতি, বারি, বহ্নি, বায়ু এবং বিমান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, হঠাৎ নিদ্রা নিশাচরীর ন্যায় কোথা হইতে আগমন পূর্ব্বক নয়ননিলয়ে নিবাস করত আমার সেই শ্রম, যত্ন, চেষ্টা, চিন্তা প্রভৃতিকে গ্রাস করিয়া শরীরকে এককালীন অবসন্ন করে! আমি স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীর পরিহার পুরঃসর এক অদৃশ্য অপ্রকাশ্য সুখের সহিত কারণশরীরে অবস্থান করিতেছি, আমি আর আমাকে জ্ঞাত নহি, কোথা হইতে আগমন করিয়া দিবসের দীপ্তি, আমাকে সেই সুপ্তির তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত

করত পুনরায় [illegible] বাতুলা জালে জড়িত করে ? হে পরমেশ্বর ! বিবেচনার আলোচনা দ্বারা তোমার রচনা কখনই বুদ্ধির গম্য হয় না, অখিলের এই প্রকার পুনঃ২ পরিবর্ত্তন দৃষ্টে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

পদ্য।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট, নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে, সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর করকর, হন্ দিবাকর॥
ক্রমেতে, ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত, তত, দীন, দিনপতি॥
পরিশেষ পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম, আমার॥
এখনি, সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার॥
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত২, শতদল, শোভা করে বনে॥
কুসুমেরবাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে, এসে করে, নাসিকায় বাস॥
মধুভরে টলং, ঢলং রূপ।
আস্যভরা হাস্য, তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাজে২, যত দ্বিজ, নিজ২ দলে।
রস খায়, যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার, ক্রিয়া।
বাঁচায়, অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া॥
ক্ষণ পরে, সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি, সৃজন করি, এখনি, সংহার।
তোমার, অনন্ত লীলা, বুঝে, সাধ্য কার॥
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥

এই মাত্র, এই চক্ষে, হয় দৃশ্যমান।
শুভ্রময়, সমুদয়, বিনোদ বিমান॥
পুন দেখি, নব২, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আর বার, দেখিতায়, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদ জালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নেরে [illegible], অন্ধকার রাশি।
তাই দেখি, মাজে২, চপলার হাসি॥
সে সময়, মনে২, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণ পরে, চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি, সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার, অনন্ত লীলা, বুঝে, সাধ্য কার॥
এই দেখি; এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার॥

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এইরূপ, এই রস, এই আছে, রব॥
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে, সব।
এই এই, আর নেই, পরে এই, শব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি, মন॥
এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান॥
ক্ষণ পরে, আমি কোথা, কেবা আর, কার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম, আমার॥
এখনি, সৃজন করি, এখনি, সংহার।
তোমার, অনন্ত লীলা, বুঝে, সাধ্য কার॥
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম, আমার॥

হে, বিশ্বেশ্বর ! অনেক প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচ্য হইল, তুমি যাহা করিতেছ সকলি অভাবনীয়, সকলি অচিন্তনীয়, সকলি জ্ঞানের অগম্য, কিন্তু সকলি অতি উৎকৃষ্ট এবং সকলি আমারদিগের উপকারের নিমিত্তই করিতেছ॥

হে, সৃষ্টিকর্ত্তা ! তুমি যে মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছ, সেই মৃত্যুর নাম অতি ভয়ঙ্কর বটে, "মৃত্যু" এই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই এককালীন্ হৃৎকম্প হইতে থাকে, কিন্তু স্থির রূপে প্রণিধান করিলে এই মৃত্যুকেই আমারদিগের পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবেক, কারণ মৃত্যু না থাকিলে তোমার প্রণীত আশ্চর্য্য কার্য্য কদম্বের তাৎপর্য্য মাত্র গৃহীত হইত না, "অমর" এই বাক্য শ্রবণের পক্ষে অতিশয় সুখকর বটে, ফলে অন্য পদার্থের অমরত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাহা হইলে তদ্দিগের সহিত আপনার কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না ? সৃষ্ট বস্তুর সহ স্রষ্টার সমতা হইলে তাঁহার ক্ষমতা আর কি রহিল ? অপিচ যদি জগৎ অবিনাশী হইত, তবে তোমার [illegible]ত্বের প্রতি কোনমতেই বিশ্বাস জন্মিত না, যেহেতু যে পঞ্চ দ্বারা প্রপঞ্চ রূপে সমুদয় বস্তুর উদ্ভব হইতেছে তাহারা পুনর্ব্বার সেই পঞ্চেতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং ধরা, বারি, বায়ু এবং বহ্নি প্রভৃতি নিত্য পদার্থ হইলে তাহারা কদাচ জড় ও বিকারযুক্ত হইত না, যখন ইহারদিগের প্রত্যেকেরি জড়তা এবং বিকার দেখিতেছি, তখন পঞ্চের পঞ্চত্ব স্বীকার করণের আর কি অপেক্ষা রহিল ? যাহা ইন্দ্রিয় গোচর, তাহাই অসত্য, যাহা অগোচর, তাহাই সত্য, অতএব হে পরমাত্মন ! তুমি দৃষ্টির গোচর নও, তুমি শব্দের গোচর নও, তুমি স্পর্শের গোচর নও, তুমি ঘ্রাণের গোচর নও, তুমি মনের গোচর নও, এজন্য "অমর" এবং "সত্য" শব্দে কেবল তোমাকেই বাচ্য করিতে পারি, যাঁহারা ইহার অন্যথা করত পঞ্চীকৃত কোন নশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা কি অকৃতজ্ঞ ; কি ভ্রান্ত ; তোমার পরি[illegible] কৃপা ব্যতীত এমনের অন্তঃকরণ হইতে কখনই ঐ ভ্রান্তির শান্তি হইতে পারে না।

অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয় কেবল তুমিই এক মাত্র। তোমার ইচ্ছাতেই উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার হইতেছে, এই সংহার না থাকিলে এই সংসার স্বভাবতঃ শোভার ভাণ্ডার হইত না, কারণ ক্রমশঃ উৎপত্তি হইতে থাকিলেই আধার অপেক্ষা আধেয় বস্তুর আধিক্যই হইতে পারে, ইহাতে সেই সকল আধেয় বস্তুর স্থিরভাবে অবস্থিতি কিরূপে হইবেক ? কোন ক্ষুদ্র এক ঘটের অথবা সীমাশূন্য সমুদ্রের গর্ভ পর্য্যন্তই জীবনের স্থিতি হইতে পারে, ইহার অতিক্রম হইলেই ব্যতিক্রম জন্মে, তুমি কোন্ সময়ে এই বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছ তাহা তুমিই বলিতে পার, অতএব তাহার রচনাবধি এপর্য্যন্ত যদি নদী, নদ, নগ, বন, উপবন, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অখিলস্থ সমস্ত পদার্থ সমভাবে চিরস্থায়ি হইত, তবে কি এক অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড হইত তাহা বুদ্ধি দ্বারা অনুমেয় নহে। অপিচ ইহারদিগের মধ্যে এক পদার্থ বিনাশ বিহীন হইলে পরস্পর সকলেরি ব্যাঘাত হইত।

যদি নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় সমূহ অক্ষয় হইত, তবে জল প্রবাহ দ্বারা তাহারদিগের পরিবার এরূপে বৃদ্ধি হইত যে একটী পরমাণুর অবস্থানের উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইত। ভূমি ধ্বংসীকৃত না হইলে তাহার শরীর এরূপে উন্নত হইত যে বিন্দুমাত্র জীবন বিরহেই প্রাণিপুঞ্জের জীবন বিনষ্ট হইত। যদি বন উপবন নাশের গ্রাসে পতিত না হইত তবে তরু, তৃণ, কণ্টকাদি দ্বারা তাহারদের দেহ এ প্রকার বিস্তার হইত যে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, তাহাতে ভল্লুক শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুগণের নিবাসের স্থান প্রাপ্ত হওয়াই দুরূহ হইত। এই প্রকার, কি জলচর, কি স্থলচর, কি খেচর, ইহারদিগের পরস্পর চিরস্থায়িত্ব এবং বংশবৃদ্ধি দ্বারা কি এক অব্যক্ত ক্লেশের কারণ হইত ; আহা ! ধন্য প্রভো, তোমার রচিত এই মৃত্যুই, তোমার অনুপম সদ্বিবেচনা এবং করুণার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তুমি সমীরণকে এরূপে সঞ্চালন করিতেছ, যে ঐ বায়ু জগতের অশেষ প্রকার উপকার করত "জগৎপ্রাণ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, এই জগৎপ্রাণ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেই জগৎপ্রাণ সংহারক হইয়া বসেন, এজন্য ইহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়াছ, আমরা সেই হ্রাস বৃদ্ধিকেই বায়ুর জন্ম মৃত্যু বলিয়া কল্পনা করি। তুমি অগ্নিকে দাহিকা শক্তি প্রদান করিয়া আবার তাহাকে নির্ব্বাণরূপ মরণের মুখে নিক্ষেপ করিতেছ। তুমি জল হইতে অগ্নির উৎপন্ন করিতেছ, অগ্নি হইতে জলের উৎপন্ন করিতেছ। জলেতেই অগ্নির বিনাশ করিতেছ, অগ্নিতেই জলের বিনাশ করিতেছ। জলকে স্থল করিতেছ, স্থলকে জল করিতেছ। ধূলিকে পর্ব্বত করিতেছ, পর্ব্বতকে ধূলি করিতেছ, গোষ্পদকে সিন্ধু করিতেছ, সিন্ধুকে গোষ্পদ করিতেছ। মশককে হস্তি করিতেছ। হস্তিকে মশক করিতেছ, বনকে নগর করিতেছ নগরকে বন করিতেছ। জগতের এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা না করিলে তোমার নির্ণীত ব্যবস্থা কোনক্রমেই প্রতিপালন হইত না, কারণ তুমি সীমা নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বক এককালীন্ রচনা করিয়াছ, তাহার অতীত কিছুই হইতে পারে না, তুমি যদি কতকগুলীন চিরজীবি জীবের জন্ম প্রদান করিয়া তাহারদিগের বাস ও আহার ব্যবহারাদির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থল, কিঞ্চিৎ জল এবং তদুপযুক্ত আর২ দ্রব্যাদির রচনা করিতে, তবে কি এই সংসারের শোভা হইত ? চিরজীবিতা জন্য তাহারা সুখ, দুখ, হ্রাস, বৃদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, পাপ, পুণ্য, উত্তমাধম, প্রণয়, বিচ্ছেদ এবং নিত্যানিত্য কিছুই জানিতে পারিত না। বরং তুমি কি পদার্থ তাহাও অজ্ঞাত থাকিত। তুমি প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় আহার, বিহার, ক্ষুধা, নিদ্রাদি বিবর্জ্জিত কতকগুলীন অবল ও অচলের সৃষ্টি করিলেও তো করিতে পারিতে, কিন্তু তাহাতে তোমার ঐশিক অনন্ত লীলার মহিমা কখনই প্রকাশ পাইত না, অতএব পুনঃ২ জন্ম মৃত্যু সংহার স্বরূপ চক্র দ্বারা অনবরতই অখিলকে ঘূর্ণায়মান্ করিতেছ।

তুমি অখণ্ড কালের সৃষ্টি করত তাহাকে আবার বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছ। যথা, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ইত্যাদি। এই কালকে এরূপ পৃথক্ করণের তাৎপর্য্য এই যে, কাল সদাকাল সমান স্বভাবে বিলোকিত হইলে সৃষ্টির শোভা সৌন্দর্য্য কখনো

একপ্রকার সুচারুরূপে সুদৃশ্য হইত না, একারণ দুই মাসে এক ঋতু, এক মাসে দুই পক্ষ এবং অষ্ট প্রহরে দিবা রাত্রিকে অংশীকৃত করিয়াছ, ইহাতে ঋতুর পরিবর্ত্তে ঋতু, পক্ষের পরিবর্ত্তে পক্ষ, দিবসের পরিবর্ত্তে দিবস, রাত্রির পরিবর্ত্তে রাত্রি, ক্রমশঃ শ্রেণী বদ্ধরূপে তোমার আজ্ঞাধীন নিয়মানুসারে গমনাগমন করিতেছে। হে, কাল পাল! তোমার প্রণীত কালের নামই "মৃত্যু", কিন্তু এই কাল, কি অকাল, কি সকাল, সর্ব্বকালই কাল প্রাপ্ত হওত ভূত হইয়া পবনের অপেক্ষা অতি বেগে প্রস্থান করিতেছে। সুতরাং যখন প্রতিকালেই প্রতিকাল, কালকবলস্থ হইতেছে, তখন আর নাশ্য বস্তুর কি গুরুতর গৌরব হইতে পারে? কেবল তোমাকেই কাল কাল মহাকাল বলিয়া যথার্থরূপ ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করা মানব মণ্ডলীর মুখ্য কর্ম্ম হইয়াছে!

তুমি যে ষড়রিপুর সৃষ্টি করিয়াছ তাহারাও জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়াছে, কারণ যখন তাহারদিগের উদ্ভব হয়, তখন জন্ম এবং যৎকালীন্ নিবৃত্তি পায়, তৎকালীন্ মৃত্যু কহিতে হইবেক। পরন্তু সুখ দুঃখের প্রতিও এই প্রকার উল্লেখ করিতে হইবে, কেননা সুখের উৎপত্তি মাত্রেই দুঃখের বিনাশ এবং দুঃখের উৎপত্তি মাত্রেই সুখের সংহার হইয়া থাকে।

হে, নিখিলনাথ! আমরা তোমার নির্দ্দীত নিয়ম পালনে কখনই অনুরাগি হইতাম না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। অস্মদাদির অন্তঃকরণে তোমার প্রতি যথার্থ বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় হইত না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। তুমি কি পদার্থ, এবং কি নিমিত্তই আমারদিগের সৃজন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে বিবেচনার আলোচনা কখনই হইত না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। মানুষ সকল কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করণে কদাচ যত্ন করিতেন না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। দুরাশয় দুরাত্মাদিগের দুষ্কার্য্যে ধরা অধরা হইতেন—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। মানুষ কখনই সদ্গুণান্বিত ও সৎকর্ম্মশালী হইতেন না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, প্রণয়, শীলতা, সততা প্রভৃতি সৎসংস্কার সমূহ কখনই মানব সমাজে এরূপে সমাদরপ্রাপ্ত হইত না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ কলহ, দম্ভ, অভিমান ইত্যাদি কদাচ ঘৃণিতরূপে কথ্য হইত না—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। চলৎশক্তিহীন, দৃষ্টি রহিত অতুরদিগের দশায় কি হইত—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। অতি কঠিন রোগগ্রস্ত অসহ্য যাতনাযুক্ত জনের দশা কি হইত—যদি এই মৃত্যুর সৃষ্টি না হইত। হে, শিব, স্বরূপ সর্ব্বাধ্যক্ষ! তোমার বিরচিত বিনোদ বিশ্ব বিপিনের বিচিত্র ব্যাপার ব্যূহ বিলোকনে বিমোহিত হইয়া বিশেষরূপে বিবেচনা করিলাম যে কালক্রমে মৃত্যুই জীবের মিত্রতার কর্ম্ম করিয়া থাকে।

হে, দয়াময়! তোমার কি চমৎকার সৃষ্টির কৌশল; তুমি মৃত্যুকে সৃজন করত তাহার সময়ের স্থিরতা কিছুই [illegible], সাংসারিক কর্ম্ম কলাপ কখনই সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হইত না—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। আমরা প্রায় সকল বিষয়ের উৎসাহ হইতে বিরত হইতাম—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। গৃহাশ্রমি মানব মাত্রেই আশ্রম শূন্য সন্ন্যাসির ন্যায় ব্যবহার করিতেন—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, কন্যা পুত্র, স্বামি স্ত্রী ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর স্নেহের প্রবাহ প্রবাহিত হইত না—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। কুলোকদিগের দ্বারা কোনরূপ কুকর্ম্মই অকৃত থাকিত না—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। এক দিগে দুষ্কার্য্যের আতিশয্য, আর দিগে বিষয় বৈরাগ্য, এত দুভয় কল্পেই সংসার সম্বন্ধীয় লোক যাত্রা নির্ব্বাহ সূত্রে সংপূর্ণরূপেই ব্যাঘাত হইত—যদি এই মৃত্যুর দিবস নিশ্চিত হইত। অতএব, হে, মৃত্যুঞ্জয়! এতন্নিশ্চিত মৃত্যু অনিশ্চিতরূপে পরিচিত হওয়াতে জগদীয় যাবতীয় বিষয়ে আমরা যথাযোগ্য নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছি, প্রলয় অতি প্রলয় নাম ধারণ করিয়াও অনন্ত সুখের নিলয় হইয়াছে।

ত্রিপদী।

সৃজন পালন লয়, তোমার ইচ্ছায় হয়,
তুমি বিভু সর্ব্ব মূলাধার।
বারমাস দুই পক্ষ, নিয়মে [illegible],
বার২ ভ্রমে সব বার॥
দিবাকর নিশাকর, কালভেদে করে কর,
হোয়ে তব আজ্ঞার অধীন।
অষ্ট যাম দুই অংশ, রীতি ক্রমে হয় ধ্বংস,
লোকে বলে রাত্রি আর দিন॥
সমুদয় স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
[illegible] রচনা তোমার।
[illegible],
কে চিনিবে তত্ত্ব [illegible]॥
[illegible] বিনোদ [illegible], নিয়ত [illegible],
কোথা আদি অন্ত নাহি তার।
[illegible],
কোথা আলো, কোথা অন্ধকার॥
ভৌতিক ব্যাপার সব, এক রূপ অবয়ব,
এক ভাবে হয় আর লয়।
[illegible] হোয়ে [illegible], কয়ে তত্ত্ব পঞ্চভূত,
কিছু তার অদ্ভুত নয়॥
ভাবি মনে একবার, এ সংসার, কি প্রকার,
এরূপে হয়েছে আবির্ভূত।
আর বার ভাবি মনে, মিছা ভাব নিরূপণে,
ভূত ভেবে, কেন হই ভূত॥
ভাবভরা এই ভব, ভাবের ভবন ভব,
ভাবে ভাবে ভাবি ভক্ত সব।
মনে ভাবি আমি ভাবি, কেমনে হইব ভাবী,
ভবভাবি, ভব পরাভব॥
করি বিশ্ব বিলোকন, ভাবে হোয়ে মুগ্ধ মন,
ভাবে তার শক্তি যত আছে।
সে ভাবের নাহি পার, অতি দীর্ঘ পারাবার,
সিন্ধু এক বিন্দু তার কাছে॥
তরঙ্গের কত ক্রম, নাহি তার পরিক্রম,
হেরি তায় শুধু নীরাকার।
যে দিগেতে ফিরে চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
ভাবি তাই, তুমি নিরাকার॥
নাম ধর বিশ্বরূপ, কিন্তু নহ দৃশ্যরূপ,
অপরূপ শরীর তোমার।
তবে চক্ষু প্রেমভরে, তব রূপ দৃষ্টি করে,
চক্ষুদান, যদি কর তার॥
কেহ শূন্য সমীরণ, কেহ বারি হুতাশন,
কেহ২ দৃষ্টি করে তুমি।
কিছুতে না পায় শাড়া, স্তুতিকর স্তুতি ছাড়া,
আঁচ ছাড়া, পাঁচ ছাড়া তুমি॥
পরস্পর পরিচয়, এই হয়, এই হয়,
ফলিতার্থ কেহ নাহি জানে।
দুরাশয়, সমুচয়, সদা কয়, কিছু নয়,
ভ্রম হেতু কিছু নাহি মানে॥
কত ভাবে হেরি ভব, করি কত অনুভব,
সার ভাব নাহি পাই তবু।
মাঝে২, এই, ভাবি, তবে হই, সেই, ভাবী,
আমি যদি, তুমি হই, প্রভু॥
পুন ভাবি এই ভাব, যদি হয় সেই ভাব,
অসম্ভব ভাবের ঘটন।
কোথা তুমি, আমি এই, তুমি আমি, আর নেই,
না হইবে ভাব প্রকটন॥
নাহি রস, নাহি বর্ণ, নাহি চক্ষু, নাহি কর্ণ,
হস্ত পদ কিছু নাই তব।
[illegible] সেই রূপ, পুনরায় এই রূপ,
[illegible] হইবে অনুভব॥
কিরূপে [illegible] তব, কিরূপেতে আমি কব,
মনে এই হতেছে সংশয়।
[illegible] নয়, [illegible] স্বরূপ হয়,
তুমি তার [illegible]॥
কায নাই তুমি হোয়ে, [illegible]
লোয়ে, তুমি আমি বিফল বিচার।
পাবে প্রাণ তুষ্ট হয়, [illegible],
নিজে নাহি জানে তার ভার॥
যে হও সে হও তুমি, আমার মানসভূমি,
প্রেমরসে আর্দ্র সদা রয়।
ভক্তি বীজে ভাবলতা, প্রীত হোয়ে প্রবলতা,
কৃপাজলে পূর্ণ যেন হয়॥
এটা নয়, ওটা নয়, কেহ কয়, এই হয়,
এইরূপ তর্ক করে সব।
সরল সাধক যেই, সার মর্ম্ম পাত্র সেই,
ভাবে তার বদন নিরব॥
বিবাদ বিতর্ক ছলে, কত লোকে কত বলে,
না জানিয়া তোমার মহিমা।
পদরেণু কোথা রয়, কি পাইবে পরিচয়,
কত দূর শিখরের সীমা॥
বিচার বিবাদ রাশি, কেবল দৈত্যের হাসি,
সে বিচারে নাহি প্রয়োজন।
তব প্রেমে হোয়ে লীন, একভাবে চিরদিন,
তোমাতেই থাকে যেন মন॥
শীতকালে দীন নর, তপনের তপ্ত কর,
ভালোবেসে অঙ্গে যথা লয়।
সেইরূপ অনুরাগে, মনে যেন ভাল লাগে,
দয়াময় তোমার প্রণয়॥
কি প্রকার তব ধ্যান, কি প্রকার তব জ্ঞান,
উপাসনা কি প্রকার হয়।
মনে এই বাঞ্ছা করি, সদানন্দরূপ ধরি,
নিরাময় হও মনোময়॥
নদী নদ প্রাণি গণ, গিরি বন উপবন,
নয়ন দেখিতে যাহা পায়।
প্রতি দৃষ্টে পরিতৃপ্তি, পরিপূর্ণ পরিদীপ্তি,
তুমি প্রভু বিরাজিত তায়॥
মরি কিবা অপরূপ, ছয় ঋতু ছয় রূপ,
ছয় কালে হয় অনুকূল।
সম গুণ সবাকার, ভিন্ন ভাবে ভবাকার,
সে কেবল দেখিবার ভুল॥
গ্রীষ্মে দিনকর কর, অতিশয় খর তর,
ভয়ঙ্কর স্তরের বিভাস।
অবিরত অগ্নি বৃষ্টি, দৃষ্টি পথে ঘোর রিষ্টি
ভাবে জীব সৃষ্টি হয় নাশ॥
স্বভাবে সহস্রকর, পাতিয়া সহস্রকর,
করেন সকল রস পান।
[illegible] অপহারী, [illegible] উপকারী,
পুন করে সেই বারি দান॥
রবি করে বারি [illegible], বাষ্প হোয়ে [illegible],
মেঘ নামে তার পরিচয়।
বরষায় সেই ঘন, [illegible] বৃষ্টি [illegible],
স্নিগ্ধ করে সৃষ্টি সমুদয়॥
পাইয়া স্বর্গের সুধা, বসুধার যায় ক্ষুধা,
ঋতুমতী মাতা বসুমতী।
স্বাভাবিক যোগাযোগে, বীজযোগে [illegible]
ভোগে, পরিশেষ হন গর্ভবতী॥
বরিষে বৃষ্টির ধারা, দেখিয়ে কৃষির ধারা,
মোহরসে মুগ্ধ হয় মতি।
ফলবতী সতী ধরা, গর্ভে তাঁর শস্য ভরা,
পায় জীব জীবিকার গতি॥
শরদ বরদ বর, নীরদ নিপাতকর,
পারদ মাখিয়া নিজ গায়।
শুভ্র করে দিগ্দশ, শশধর পায় যশ,
অবনীর অন্ধকার যায়॥
প্রকাশিতে তব গুণ, স্বভাব করেছে পুন,
এই এক স্বভাব ধারণ।
ব্রীহি আদি শস্য চয়, স্বভাবে সুপক্ক হয়,
অভাবের অভাব কারণ॥
শিশির নিশিরযোগে, কৃষির কল্যাণ ভোগে,
কৃষির সমান ধরে ভাব।
প্রাতে উঠি সুখভোগ, ক্ষেত্র প্রতি নেত্রযোগ,
সব ঠাঁই সম আবির্ভাব॥
শীতে মহী মনোহরা, ভবের ভাণ্ডার ভরা,
নানারূপ শস্য ফল মূল।
সুখে তব গুণ গাই, যাহা চাই তাহা পাই,
কোনরূপ নাহি অপ্রতুল॥
বসন্তের আগমনে, আনন্দ সবার মনে,
আর এক মূর্ত্তি মনোলোভা।
যেন সব অভিনব, বাক্য হয় পরাভব,
প্রকাশিতে স্বভাবের শোভা॥
মন্দভাবে গন্ধবহ, গন্ধ লোয়ে অহরহ,
নাসিকার করে উপকার।
সুশোভিত তরুকুল, নব পত্র নব ফুল,
হয় তায় ফলের সঞ্চার॥
অলিগণ দলে দলে, বসে পুষ্পদলে দলে,
প্রেমভরে করে মধু পান।
মুখে গুণ২ স্বর, সুখে বুঝি মধুকর,
করে বিভু তব গুণ গান॥
বিহঙ্গ, বিমানচর, সহচরী সহচর,
সহ চরে, প্রতি দলে দলে।
কত চরে, কত চরে, কত চরে, বৃক্ষোপরে,
জলচর দ্বিজ, চরে জলে॥
প্রকৃতির অনুরাগে, নানা পক্ষি নানা রাগে,
নিজ২ স্বরে গায় গীত।

তাঁকের মধুর স্বরে, অজ্ঞানার সর্ষ্যের করে,
হৃদিপদ্ম হয় বিকসিত ॥
তোমার সকল কার্য্য, কিরূপেতে হয় ধার্য্য,
কি জানিব আমি ক্ষুদ্র নর।
এই মাত্র জানি স্থূল, জগতের তুমি মূল,
সমভাবে ব্যাপ্ত চরাচর ॥
কৃপাকর নাম ধর, অতএব কৃপা কর,
এদেশের যত হিন্দুগণে।
বৃদ্ধি কর রঙ্গভাষা, পুরাও তাহার আশা,
বাসা দেহ সকলের মনে ॥
নিত্য এক সত্য ধর্ম্ম, বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম,
তাহার আশ্রয় সদা লয়।
মৃগতৃষ্ণা মহাভ্রান্তি, একেবারে হয় শান্তি,
শ্রুতিপথে শ্রুতি যেন রয় ॥
ধন্য হয় এই দেশ, দ্বেষে যেন করে দ্বেষ,
উপদেশ লয় অহরহ।
এইরূপে প্রতি বর্ষে, এইরূপ মহাহর্ষে,
সুখি হই বন্ধুগণ সহ ॥
পাপ তাপ রোগ শোক, তাদের না হয়
ভোগ, একেবারে দূর কর দুখে।
স্বভাব রাখিয়া বশে, অপার আনন্দ রসে,
তব গুণ গান করি মুখে ॥
এক ভিন্ন নাহি আর, সত্য২ তুমি সার,
স্ব স্বরূপ, বিশ্ববীজ বিভু।
কৃপা করি নানামতে, তোমার সাধনা পথে,
ভ্রম যেন নাহি হয় কভু ॥

হে করুণাময়! তোমার করুণা ব্যতীত সুখ, সম্মান, স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না, যেহেতু তুমি সমুদয় সৌভাগ্যের নিয়ন্তা স্বরূপ হইয়াছ। অদ্য তোমার প্রসাদাৎ প্রভাকরের উদয়ের গণনানুসারে এই প্রভাকরের বয়ঃক্রম ঊনবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তুমি একালপর্য্যন্ত ইহার সমুদয় বিপদ ও সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ করত ক্রমশঃ সম্ভ্রমের সদনে সংস্থাপিত করিয়াছ, সুতরাং প্রভাকরের উন্নতি ও অনুরাগ এবং সম্ভ্রমাদি যে কিছু হইয়াছে তজ্জন্য কেবল তোমাকেই সাধুবাদ প্রদান করিব, এবং কেবল তোমার নিকটেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। আমারদিগের কোন ক্ষমতাই নাই, তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই হইয়াছে, যাহা করিতেছ তাহাই হইতেছে, এবং যাহা করিবা তাহাই হইবে, অতএব তুমি যে দয়াদ্বারা এত দিন ইহাকে জীবিত রাখিয়াছ, উন্নত করিয়াছ, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, এইক্ষণে সেই অপার কৃপাদ্বারাই ইহার সমুদয় ভাবিকালের সকল ব্যাঘাতের ব্যাঘাত কর, কল্যাণকে প্রেরণ কর।

হে সর্ব্বসংহারক! তুমি সমুদয় সংহার করিতেছ, করিবা, আমরা তোমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে নিষেধ করিতে পারি না, শুদ্ধ এই মাত্র অনুরোধ করি, তুমি সমস্ত সংসারকে সংহার কর, কিন্তু আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম সর্ব্বস্ব ধন এই ক্ষুদ্র প্রভাকর পত্রখানিকে বিনষ্ট করিও না, এবং প্রভাকরের পরম হিতার্থি এই সকল বন্ধুদিগ্যে এই সভার সহিত জীবিত রাখ, শুনিতে পাই, তুমি বাঞ্ছাকল্পদ, কল্পতরু, এজন্য অতিশয় আশা করিয়া তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্ব দর্শন।

যৎকালীন এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি হয় নাই, ঘোরতর অন্ধকারে সমুদয় আবৃত ছিল, কেবল এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত চৈতন্য স্বরূপ পরম পদার্থ মাত্র বিরাজিত ছিলেন, তৎকালীন কি ছিল; তাহা চিন্তা করাও অতিশয় চিন্তার বিষয়, কারণ অব্যক্ত বস্তুর অব্যক্ত ব্যাপার ব্যক্ত করা কোন মতেই সম্ভাবিত হইতে পারে না? "অব্যক্ত" শব্দ ঈশ্বরের প্রতিই প্রতিপাদ্য হইবেক। সর্ব্ব শাস্ত্রেই অব্যক্ত কর্তৃক সকলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। যখন ঐ অব্যক্তদ্বারা এককালীন্ ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত হইল, তখন স্বায়ম্ভুব মনু বিশ্ব বিলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া কহিতেছেন, "হায়! আমি কোথায় আছি! কোথায় ভ্রমণ করিতেছি! কোথা হইতে এই আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় স্থানে আগমন করিয়াছি! কি প্রকারে আমি জন্মিলাম! কেবা আমার স্রষ্টা! ঊর্দ্ধ, অধঃ, বাম, দক্ষিণ, সম্মুখ, পশ্চাৎ সর্ব্বদিগে কি অদ্ভুত ব্যাপার সকল দর্শন করিতেছি! কি সুরম্য! কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য! সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য! মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে সমুদয় স্তব্ধ ও তিমিরাবৃত ছিল! বিশ্ব সংসার নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ ছিল! সমুদয়ই পাষাণবৎ অভেদ্য নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল! তখন আমার আপন সত্তা জ্ঞান বিনা আর কিছুই বোধ ছিল না। পরে কি অদ্ভুত কাণ্ড; পূর্ব্ব দিগ্ ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ হইল, তপ্তকাঞ্চন রেখার ন্যায় উজ্জ্বল রেখা সকল প্রকাশ পাইল, বিচিত্র সুচারু বর্ণের মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত আকাশ মণ্ডল নব নব শোভায় সুশোভিত হইল। পূর্ব্ব ভাগ অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরস্থ দাবানলের ন্যায় অগ্নিময় হইয়া উঠিল, জগৎ অপরিস্ফুটরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে কি অভাব্য অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত! অতি দুঃসহ দুর্নিরীক্ষ্য দেদীপ্যমান অগ্নিচক্র উদয় হইয়া জগৎ প্রদীপ্ত করিলেক! অন্ধকার দূরীকৃত হইল! চরাচর সংসার সচেতন প্রায় হইল! জীবজন্তু সকল আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল! আমি ক... [illegible] ...সুন্দরাম! ...ংকারে ... [illegible] ...তখন তাবি... [illegible] নাম, এ ... [illegible] ...বর্ত্তিছি? কে এই পরমানন্দ বিশ্ব রচনা করিলেন, এই সর্ব্বত্র সুচারু শোভাযুক্ত পশু পক্ষ্যাদি অসংখ্য জীব ও এই ... শ্যামলবর্ণ ঘন পত্রাবৃত অগণ্য বৃক্ষ লতাদি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? কাহা হইতে ইহারদিগের উৎপত্তি হইয়াছে? কাহার আজ্ঞায় ইহারা সজীব রহিয়াছে? তাহারদের কর্ত্তাই আমার কর্ত্তা—তাহারদের বিধাতাই আমার বিধাতা। আমার জঠরানল প্রজ্বলিত হইল, আর তখনই পুরোবর্ত্তি বৃক্ষের সুধাময় ফল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এই গিরি শিখরস্থ নির্ম্মল নির্ঝর জল পান করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। আহা! বিহঙ্গগণ কি মধুর স্বরে গান করিতেছে, চিত্তহরণ করিতেছে। একি, সুদৃশ্য, কি সুললিত লাবণ্যবিশিষ্ট কুসুমচয় কাননময় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে? পুষ্পিত তরুশাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুম বর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে! সুস্নিগ্ধ মৃদুল পবন প্রবাহ আমার চিত্ত উদাস করিতেছে। কে এ সকল আমার যোগ্য করিলেক? আমার নাসিকাকে গন্ধের যোগ্য, গন্ধকে নাসিকার যোগ্য, কর্ণকে শব্দের যোগ্য ও শব্দকে কর্ণের যোগ্য, নেত্রকে জ্যোতির যোগ্য ও জ্যোতিকে নেত্রের যোগ্য এবং রসনাকে রসের যোগ্য ও রসকে রসনার যোগ্য কে করিলেক? ... [illegible] ... তাহাকে দেখিতে পাই না। সে কোথায় থাকে; তাহার স্বরূপই বা কি? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব; কাহার নিকট তাহার সন্ধান পাইব; হে, বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য! তুমি জগতের অন্ধকার নাশ করিতেছ, আমার এই মনের তিমির কি মোচন করিতে পার? হে, উচ্চশিখর গিরিগণ, বেগবতী নদীগণ, ঘন বিরল সুদীর্ঘ তরুগণ, নৃত্যমান্ পশুগণ, সুস্বরবান্ বিহঙ্গগণ, যাবৎ বিচরণশীল জীবগণ, তোমরা কি কহিতে পার; আমি কাহা কর্ত্তৃক কি প্রকারে জন্মিলাম? কাহার প্রসাদাৎ এখনো সজীব রহিয়াছি; বিচরণ করিতেছি; সুখ সম্ভোগ করিতেছি; আমি কিছু স্বয়ম্ভূ নহি, অবশ্যই কোন অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় পরম পুরুষ দ্বারা আমার উৎপত্তি হইয়াছে। তোমরা বল; কিরূপে তাঁহাকে জানিব? কি রূপেই বা তাঁহার পূজা করিব! আমি তাঁর কি করিব বল;।

হে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর! তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ; কি জন্য এই সুদৃশ্য সুদীর্ঘ সুখদ সংসার সহিত আমার সৃষ্টি করিয়াছ; আমি তোমাকে আমার স্রষ্টা জানিয়া তোমায় দেখিবার জন্য, তোমার স্বরূপ জানিবার জন্য, তোমার পূজা করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নদ, নদী, শিখর, এবং বৃক্ষ প্রভৃতি যাহাকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা কেহই আমার সহিত আলাপ করে না, কিছুই বলে না, কথা কহে না, আমার কথার উত্তর করে না, অতএব হে দয়াময় তুমি অনুকম্পাপূর্ব্বক আমাকে জ্ঞান প্রদান করিয়া কৃতার্থ করহ, আমি আনন্দচিত্তে তোমার যথার্থরূপ গুণ সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়া মনুষ্য জন্ম সফল করি"।

ভাবতরঙ্গিণীচৌপদীছন্দঃ।

কোথা হোতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয় হে।
না হয় নির্ণয় ॥
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আকার, হেরি আলোময় হে।
হেরি আলোময় ॥
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণ পূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয় হে।
মনে হয় ভয় ॥
মোহজালে জড়ীভূত, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অদ্ভুত নয় হে।
অদ্ভুত নয় ॥
একি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানা রূপ, হয় আর লয় হে।
হয় আর লয় ॥
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হোতে সমীরণ, গন্ধ তার বয় হে।
গন্ধ তার বয় ॥
স্বভাবের ভাব ভরে, মোহনীয় মিষ্ট স্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গম চয় হে।
বিহঙ্গম চয় ॥
কিবা শোভা হায়২, নয়ন যে দিগে চায়,
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয় হে।
সুখের আলয় ॥
নাসা পথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিতলে,
রসনা কাহার বলে, আস্বাদন লয় হে।
আস্বাদন লয় ॥
বদনে বচন বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি,
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি, হতেছে বিস্ময় হে।
হতেছে বিস্ময় ॥
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জ্বোলে অতিশয় হে।
জ্বোলে অতিশয় ॥
স্নিগ্ধ বারি সহকারে, সুমধুর ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয় হে।
জঠর নিলয় ॥
কে করিল এই তণ্ড, কে করিল এই পাণ্ড,
কে দিয়েছে বুদ্ধি মন, কে দিয়েছে ছায় হে।
কে দিয়েছে ছয় ॥

কে দিবে আমার বস্তু, কে দিবে আমার তত্ত্ব,
[illegible] এই মর্ম্ম, কোন্ মহাশয় হে।
কোন্ মহাশয় ॥
এই ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, যার আছে ময় হে।
কার আছে কয় ॥
এই কাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয় হে।
মোহিত হৃদয় ॥
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয় হে।
তার পরিচয় ॥
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয় হে।
কথা নাহি কয় ॥
শুন ওহে দিবাকর, তিমির বিনাশকর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময় হে।
তুমি জ্যোতির্ম্ময় ॥
প্রভাকর প্রিয়তম, মানস গগনে মম,
ঘোরতর [illegible], কর দেখি ক্ষয় হে।
কর দেখি ক্ষয় ॥
নদী নদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয় হে।
আছ সমুদয় হে ॥
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চল মতি,
করিছে সবার প্রতি, বিহিত বিনয় হে।
বিহিত বিনয় ॥
আমিতো স্বয়ম্ভূ নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই, কর্ত্তা রই, ক্রিয়া নাহি হয় হে।
ক্রিয়া নাহি হয় ॥
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা যেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময় হে।
বিভু বিশ্বময় ॥
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার,
সেই সর্ব্ব মূলাধার, কোন্ খানে রয় হে।
কোন্ খানে রয় ॥
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয় হে।
তাহার আশ্রয় ॥
আকার প্রকার তার, হয় বল কিপ্রকার,
কিরূপে পাইব তার, পরম প্রণয় হে।
পরম প্রণয় ॥
বল ভাই কিপ্রকারে, পূজা করি আমি তারে,
এই মনে বারে বারে, হতেছে সংশয় হে।
হতেছে সংশয় ॥
অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময় হে।
নিত্য নিরাময় ॥
[illegible]
[illegible] জল, উচাটন, স্থির নাহি রয় হে।
স্থির নাহি রয় ॥
ভবারণ্যে আমি একা, সুখের না হয় দেখা,
দয়া করি দেও দেখা, [illegible] হে।
[illegible] ॥
তোমার [illegible] হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয় হে।
কিছু কিছু নয় ॥
নাথ ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয় হে।
হইয়ে সদয় ॥
তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্বরূপ জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয় হে।
অন্তরে উদয় ॥
প্রপঞ্চে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
প্রণব প্রকাশ কর, হোয়ে মনোময় হে।
হোয়ে মনোময় ॥
তব প্রেমে হোয়ে প্রীত, সুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয় হে।
জগদীশ জয় ॥

উল্লেখিত স্বায়ম্ভুব মনুঃ অস্মদাদির আদি পুরুষ, এজন্য আমরা মনুজ অর্থাৎ মনুষ্য শব্দে বাচ্য হইয়াছি। তিনিই আমারদিগকে ঐহিক এবং পারত্রিক উভয় সম্বন্ধীয় কার্য্য সাধনের সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নির্ণীত নিয়ম ক্রমেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, তিনি ঈশ্বরের প্রথমানুগৃহীত পাত্র। তিনিই শাস্ত্রের কর্ত্তা—তিনিই জ্ঞানের পথ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব মানব মাত্রেরি উক্ত পিতা মনুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়।

আমরা ঐশিক বিষয়ের অধিকতর আলোচনা করণে অভিলাষ করি না, কারণ ভাবনা দ্বারা তাহা কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, শম দমাদি গুণ বিশিষ্ট তপস্বিগণ বৈষয়িক কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নদীর জল, বুদ্বুদের কণা এবং বালুকা পর্য্যন্ত আহার করত বাল্মীকিবৎ [illegible] অচিন্ত্য চিন্তামণের তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তথাচ তত্ত্বদর্শি মহাত্মা মহাশয়েরা সেই অনন্ত গুণান্বিত অনন্ত পুরুষের অনন্ত লীলার অন্ত করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে আমি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডস্থিত পিপীলিকা বৎ হইয়া বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বিরচকের প্রকাণ্ড কাণ্ডের কথা কি উল্লেখ করিব? অদ্যাবধি কেহই প্রাকৃতিক কর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম [illegible] হইতে পারেন নাই। ভৌতিক বিষয়ে যিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন সে সকলি ভৌতিক বৎ। যখন আমরা সামান্য নট নটীদিগের নাটক এবং ঐন্দ্রজালিকগণের ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আশ্চর্য্য জ্ঞানে তাহার সকলানুসন্ধানে অশক্ত হই, তখন যিনি এই জগৎকে নাটক স্বরূপ করত আপনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যে২ নানা প্রকার ক্রীড়া দেখাইতেছেন, আমরা সেই নিখিল নট নাটের গুরুর অত্যাশ্চর্য্য অনুপম নাটের বিষয় কি বুঝিতে পারিব? চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার নাট্যশালার আলো হইয়াছে। স্বভাব সূত্রধার হইয়া যাত্রার সকল সূত্র সঞ্চার করিতেছে। ছয় ঋতু কেলিকিল অর্থাৎ ভাঁড়ের স্বরূপ হইয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছে। জলধর তাহার বাদ্যকর হইয়া জলযন্ত্রে বাদ্য করিতেছে। পবন গায়ক হইয়া কখনো উচ্চ কখনো মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সামান্য নটেরা রাত্রি ভিন্ন কেলি করিতে পারে না, কিন্তু এই নাটকের বিশ্রাম দেখিতে পাই না। সামান্য যাত্রার [illegible] আয়ুর ও না [illegible] পারেন না, এই নিখিলযাত্রার অধিকারী তাহারো আনুকূল্যের অপেক্ষা করেন না, স্বয়ং সমুদয় সমাধান করিতেছেন। যাত্রায় যাত্রার ভার সকল ভাবনীয়, সংসার যাত্রায় তায় অত্যন্ত অভাবনীয়। সামান্য যাত্রার বালকেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক শং সাজিয়া থাকে, বিশ্ব যাত্রার বালকেরা সর্ব্বদা অনিচ্ছাতে শং সাজিতেছে, অর্থাৎ আমরা উক্ত যাত্রার অধিকারির অধীনস্থ বালক হইয়াছি, আমারদিগের কখনই শং সাজিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু প্রকৃতি আমারদিগের অবস্থার বিকৃতি করিয়া পুনঃ২ শং সাজাইতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, জানিয়াও জানিতে পারি না, বরং তাহাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমারদিগের বাল্যকালের অবস্থা এক রূপ, অতি কোমল, অতি সুদৃশ্য, এককালীন ভাবনাশূন্য, যেন সাক্ষাৎ সদানন্দময়। পরে যৌবনকালের অবস্থা আর এক প্রকার, মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় দিন২ লাবণ্যের উজ্জ্বলতা, দেহের প্রবলতা ও বলের আধিক্য হয়, ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগে সতত সংযুক্ত, কখনো বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত এবং কখনো পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ ও অন্ন চিন্তায় চঞ্চলচিত্ত। পরিশেষ বার্দ্ধক্যকাল যত নিকট হয় ততই শরীরের ভাব বিকট হইতে থাকে, দিবসান্তে দিবস-কান্তের দৈন্যদশার ন্যায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শক্তিশূন্য হইতে থাকে, দন্তাবলিরাজিত যে মুখমণ্ডল, মুক্তামণ্ডিত মরকত মুকুরের ন্যায় শোভা করিত, পরে সে শোভা আর কিছুই থাকে না, যে দন্ত আঘাত দ্বারা প্রস্তর লৌহাদি চূর্ণ করিত, পরে সেই দন্ত আবার কীটের দন্তে চূর্ণ হইয়া যায়। যে কলেবর কৃষ্ণাকৃতি তৃণপূরিত উদ্যানের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই কলেবর ধবলাচলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে থাকে। হে মনুষ্য! তুমি বিশ্ব নাটকের বহুরূপী কৌতুকী হইয়া কেবল কৌতুক দেখাইতেছ, কিন্তু আপনি কিছুই কৌতুক দেখিতে পাও না, অতএব ইহার অপেক্ষা আর অধিক কৌতুক কি আছে? যাত্রাকরদিগের যাত্রা সকল আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই শেষ হয়, কিন্তু গঙ্গাযাত্রা ভিন্ন এই সংসারযাত্রার শেষযাত্রা হয় না, সুতরাং যে যাত্রার যাত্রী হইয়া যাত্রা করিতে আসিয়াছ, যদবধি সে যাত্রা শেষ না হয় তদবধি অধিকারির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি মানব নামধারি ঐন্দ্রজালিকদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, তাহারা গোটাকত পশু পক্ষি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু জগদৈন্দ্রজালিক জগদীশ্বর পাঁচটা ভূত লইয়া যে সমস্ত ব্যাপার করিতেছেন, তুমি তাহার কি দেখিতেছ; কি বুঝিতেছ; তুমি ঐ পাঁচ ভূতের কাণ্ড কিছু বুঝিতে পার? যেমন বাজীকরেরা যে সকল দ্রব্য লইয়া বাজী করে, সেই সকল দ্রব্য, সেই সকল ক্রীড়কগণের ক্রীড়ার বিষয় জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা বিশ্বলীলাকারকের মায়াবাজীর পুতুল হইয়া তাঁহার মায়াবাজীর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা ভূতের নাম শুনিলেই আমরা সকলে ভয়ে ভটস্থ হই, তিনি অহরহ পাঁচটা ভূত লইয়া ভূতের মেলা এবং ভূতের খেলা করিতেছেন, অতএব হে মনুষ্য, তুমি এই পঞ্চভূতের অধিপতি ভূতনাথের অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার কি বুঝিতে পারিবে? ভূতের কার্য্য দেখিতেছ; দেখ, কিন্তু আপনার এই শরীরকে ভৌতিক জানিয়া অনিত্য জ্ঞান করত নিয়ত তদনুরূপ কার্য্য সাধনে অনুরাগী হও।

তুমি জগতের মেলায় আসিয়াছ, মেলা দেখ, কিন্তু মেলা দেখিও না।

পদ্য।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো সূর্য্য শশধর ॥
[illegible] স্বভাবে লোয়ে সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র হোয়ে সূত্রধার ॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥
ছয়কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ ॥
অধিকারী এক মাত্র অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক ॥
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লোয়ে।
বহুরূপ শঙ্গ সাজি বহুরূপি হোয়ে ॥
শিশুকালে এক রূপ সহজে সরল।
অথল অপূর্ব্ব ভাব অবল অচল ॥
সুকোমল কলেবর অতি সুললিত।
নব নবনীত সম লাবণ্য গলিত ॥
ফণি জল অনলেতে কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ সদানন্দময় ॥
আইলে যৌবন কাল আর এক রূপ।
যুবক সূর্য্যের সম দীপ্ত হয় রূপ ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল ॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ ॥

আছে কর্ণ কিন্তু তার শব্দ নাহি যায়॥
আছে উর কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
পলিত কুন্তল কাল চলিত দশন॥
বোলিত গাত্রের মাংস স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ সবল সচল।
তিনকালে তিন রূপ শঙ্ক সাজিয়াছ॥
কেবল কৌতুকে ভুলে কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও॥
কর তাই অধিকারী তুষ্ট হয় যায়॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে গঙ্গাযাত্রা হোলে॥

স্থিরভাবে এক খেলা খেলে চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিন্দু জাল॥
মায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর॥
ভাবিলে ভবের বাজী বাজী হয় ভোর॥
হায় একি অপরূপ ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ॥
কবে ভূত ছিল ভূত আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত কবে ভূত হবে॥
ভূতের বাসায় থাকো দেখনাকো চেয়ে।
দিবা নিশি তোমারে হে ভূতে আছে পেয়ে।
ভূতের সহিত সদা করিছ বিহার।
অর্থচ জানন। কিছু ভূতের ব্যাপার॥
কখনো নিগ্রহ করে কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে বিশ্ব জড়ীভূত।
ভূতনাথ ভগবান ভূতের আধার॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে আবির্ভাব যাঁর॥
ভূত হবে কলেবর ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা তার মন॥

আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে॥

কিন্তু [illegible] অবধান॥
হাটের হাটের [illegible] সাবধান॥
দেখো যেন মনে কভু নাহি হয় ভুল।
কোরোনা কাঁচের সহ কণ্ঠের ভুল॥
তাঁরে দেখ একবার যাঁর এই খেলা।
[illegible] ফেলনাকো হেলা॥

হে মনুষ্য, তুমি সাংসারিক ভাব ব্যাপার দৃষ্টি করিতেছ। সকলি অনিত্য জানিয়াছ, অতএব এই অনিত্য সুখ সম্ভোগে অতিশয় আসক্ত হইয়া তত্ত্বপথ বিস্মৃত হইও না। যে কার্য্য করিবে তাহাতে কামনাশূন্য হও, তুমি পরমার্থ পঙ্কজ পুষ্পের সুমিষ্ট উত্তম মধু পরিহার পূর্ব্বক কেন কামনা রূপ কণ্টকাবৃত রসহীন কেতকী কাননে ভ্রমণ করিতেছ? ঈশ্বরের প্রতি মনের সহিত ভক্তি কর, ঈশ্বর তোমাকে জননীর জঠরানল মধ্যে স্থাপিত করিয়াও অতি কোমল কলেবর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও।

জগদীশ্বরের সাধনা করিতে যদি বিপদ হয়, তবে সেই বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করিবে। ভগবানের ভজনা ভিন্ন যে সম্পদ, সে সম্পদ তোমার পক্ষে বিপদ হইয়াছে। ঈশ্বর তোমার নিকটেই আছেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভ্রান্তি বশতঃ কোথায় ভ্রমণ করিতেছ? যদি সেই এক অদ্বিতীয় নিত্য বস্তুতে তোমার বিশ্বাস না হয় তবে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিবা, সুখ কখনই তোমার নিকটস্থ হইবেক না, আর তুমি যদি তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি কর, তবে বিনাধনে ধনেশ্বর কুবের অপেক্ষা অধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে।

পরমেশ্বরের প্রতি যদি তোমার যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে তবে তুমি শাস্ত্রের [illegible] র [illegible] শাস্ত্র [illegible], তাঁহাকে [illegible] মূলশাস্ত্র হইয়াছে। [illegible] মৃত মহাকবি রামপ্রসাদ সেনের উক্তি।

"কাজ কি আমার কাশী।
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এই সে বেদের উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥,,
তথা "বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দর্শনে সেই অন্ধগুলা॥,,

অতএব যাঁহা কর্ত্তৃক দেহ পাইয়াছ, মন পাইয়াছ, বুদ্ধি পাইয়াছ, শুদ্ধ তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখ, বিশ্বাস রাখ, ভগবান বিদ্যার অধীন নহেন, ভগবান ধনের অধীন নহেন, ভগবান কেবল ভক্তের অধীন হইয়াছেন, তুমি তাঁহার ভক্ত, তিনি তোমার প্রভু, এই জ্ঞান করিবা, এবং তিনি যখন যে অবস্থায় রাখিবেন তখন তাহাতেই সন্তোষিত হইবা এবং যথার্থ প্রেমার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহার গুণগান করিবা।

পদ্য।

মৃগতৃষ্ণা পরিহর মন মধুকর।
পরমার্থ পদ্ম ফুলে মধু পান কর॥
ছাড়িয়া পঙ্কজ মধু মিছা লোভ ক্রমে।
কামনা কেতকী বনে কেন ভ্রম ভ্রমে॥

জননীর জঠর অনলে দশ মাস।
মনে কর কিরূপেতে কোরে ছিলে বাস॥
সে অনলে যে দিয়েছে সুশীতল কায়।
ওহে জীব প্রেম পুষ্পে পূজা কর তায়॥

ঈশ্বর সাধনা করি যদি হয় দুখ।
তার কাছে কিছু নয় সম্পদের সুখ॥
ঈশ্বর সাধনা বিনা যদি হয় সুখ।
সেই সুখ, সুখ নহে, ঘোর তর দুখ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible] অতিশয় ছিলে।
অন্ধ হেয়ের অন্ধকারে তত্ত্ব পাবে কিসে॥

যখন তোমার হয় যেরূপ সময়।
সমভাবে তাঁর প্রতি প্রেম যেন রয়॥
তাহে পাবে সত্য সুখ বনবাসে গেলে।
নতুবা সন্তোষ নাই ইন্দ্র পদ পেলে॥

মিছা কেন তর্ক কোরে গত কর দিন।
জানহ ভগবান ভক্তের অধীন॥
মুক্তি এই যুক্তি [illegible] ভক্তি সহকারে।
অতএব ভক্তি [illegible] কর তাঁরে॥

তুমি অদ্য হাস্য পরিহাস্য পূর্ব্বক স্বজন সহিত আমোদ প্রমোদে সময় সম্বরণ করিতেছ, কিন্তু কল্য তোমার কি হইবেক তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই আনন্দধ্বনি হইতেছে, সুখের পরিসীমা নাই, আবার পরক্ষণেই হাহাকার শব্দ উঠিতে থাকে, নয়ন নীরধর হইয়া নিয়ত দুঃখের নীর নিঃসৃত করে। এইরূপ সুখ দুঃখ পশু পক্ষি প্রভৃতির মধ্যেও দৃষ্ট হইতেছে, বিহঙ্গম ব্যূহ স্বীয়ং শাবক সমূহের রক্ষার নিমিত্ত কি প্রকার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে। আপনারা অনাহারে থাকিয়াও অনবরত অধরে আধার ধরিয়া তাহারদিগকে আহার প্রদান করিতেছে। কোন হিংস্র জন্তু অথবা নিষ্ঠুর মনুষ্য নীড় হইতে পক্ষি শাবক হরণ করণে উদ্যত হইলে কিম্বা হরণ করিলে তাহারা তদ্দৃষ্টে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রক্ষা করিতে না পারিয়া যৎকালীন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, আহা! তৎকালীন তাহারদিগের মনের ভাব কি প্রকার হয়; বোধ করি তাহারা সেই ক্রন্দন ছলে ঈশ্বরের নিকট আর্দ্দাশ করিতে থাকে। অপিচ পশুদিগেরও এই প্রকার ভাব। কি পক্ষি কি পশু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহারা স্ব স্ব পরিবারের সুখেই সুখি ও দুঃখেই দুঃখি হইয়া থাকে, অতএব মানব জাতির মধ্যে তাহার আতিশয্য হইবেক ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু জগদীশ্বর আমারদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, এজন্য আমরা সমুদয় বিবেচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং অধিক মোহে মুগ্ধ হওয়াই দুঃখের এবং তাহার অতীত হওয়াই সুখের বিষয়। সর্ব্বদাই ঈশ্বরপ্রেমিক হও এবং ঈশ্বর তোমাতে অবিচ্ছেদে বিরাজ করিতেছেন এইরূপ জ্ঞান করহ, তাহা হইলেই তোমার আর কোন ক্লেশ নাই, তুমি অখণ্ড আনন্দে মগ্ন হইতে থাকিবা।

যেমন ধীবরগণ কর প্রসারণ পূর্ব্বঃসর সরোবর সলিলে জাল নিক্ষেপ করিলে যে সকল মৎস্য ক্রীড়া ছলে লম্ফ প্রলম্ফ প্রদান করে, তাহারাই সেই জালের মধ্যে জড়িত হইয়া কালের হস্তে পতিত হয়। কিন্তু যে মীন তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে ঐ ধীবরের চরণাভিমুখে গমন করে সে কখনই তজ্জালে আবদ্ধ হয় না, সুতরাং মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই প্রকার জগদীশ্বর ধীবর স্বরূপ হইয়া এই ভীমতর ভব জলধি জলে মায়ারূপ এক অতি দুর দৃশ্য সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করিয়াছেন, যে সকল মনুষ্য জ্ঞানান্ধ হইয়া ভ্রমানন্দে লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করে, তাহারা কথিত জালের গ্রন্থি মধ্যে বদ্ধ হইয়া নানারূপ পাপজনক দুঃখ সম্ভোগ [illegible] [illegible] যদি উক্ত [illegible] জালিকের শরণ লইয়া চরণের নিকটস্থ হয়েন তিনি [illegible] হইতে [illegible] থাকিয়া অনন্ত সুখের [illegible] হইয়া থাকেন, অতএব হে জীব, তুমি যদি মায়াজালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সত্য সুখের অভিলাষ করহ, তবে ইন্দ্রিয় সুখকর কার্য্যঘটিত অলীকামোদ পরিহার পূর্ব্বক নিত্য সত্য সর্ব্বেশ্বরের শরণাপন্ন হও।

ত্রিপদী।

যেমন ধীবর গণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে॥
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পান্ বাসা॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, যুক্ত নয় জাল ফাঁদে,
আর তার না হয় মরণ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়া জাল,
ভীম ভব জলনিধি জলে।
পরতত্ত্ব পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কাল ক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে॥
যেজন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে।
কদম্ব কুসুম তনু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত॥

যেমন প্রস্তর নির্ম্মিত জাঁতা যন্ত্রের মুখে গোধুম ও চণকাদি শস্য সমূহ

592

TRINITY

নিক্ষেপ পূর্ব্বক দণ্ডযোগে পেষণ করিলে যাহারা চক্র মধ্যে পতিত হয় তাহারা অসহ ঘর্ষণ ঘষণে অতি চূর্ণ চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু যে সকল শস্য সেই দণ্ডে সেই দণ্ডের আশ্রয় লইয়া তাহার নিকটস্থ হয় তাহারা কখনই সেই পেষণ দণ্ডে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সদানন্দময় সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং দণ্ডধারী হইয়া এই সুদৃশ্য সুদীর্ঘ সংসার স্বরূপ জাঁতাযন্ত্র অহরহ সমভাবে ঘূর্ণায়মান করিতেছেন, ইহাতে যে সকল জীব ঐ বক্রগামি চক্র মধ্যে পতিত হইবেক তাহারা স্বভাবতই বিকৃত হইয়া সমূহ সন্তাপ সম্ভোগান্তর মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেক, কিন্তু যাঁহারা তাহার মধ্যবর্ত্তি না হইয়া দণ্ডের আশ্রয়াবলম্বন করেন, তাঁহারা পেষণের যাতনা কিছুই জানিতে পারেন না, অতএব হে জীব, তুমি যদি যথার্থ নম্রভাবে উল্লেখিত দণ্ডধারীর দণ্ডাগ্রে দণ্ডায়মান হও, তবে এই দণ্ডেই সংসার চক্রের ঘর্ষণ দণ্ডের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অখণ্ড আনন্দসাগরে ভাসমান হইবা, এবং কালে কালে কাল দণ্ড ধরিয়া দণ্ড করণাশয়ে আগমন করিলে তদ্দণ্ডে তদ্দণ্ডে খণ্ড২ করিয়া নিত্য সত্য ব্রহ্মলোকে গমন করিবা।

ত্রিপদী।

চণকাদি শস্য চয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তায়।
ঘরে২ ঘন ঘর্ষে, পৃথক২ স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাই আর।
খুলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তু চয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ॥
যে জন সুজন হয়, চক্র মাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ॥
শুন জীব সবিশেষ, লোয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম অনুরোধ।
সংসার জাঁতায় আয়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছু মাত্র বোধ॥
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব স্থির হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থির ভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড ভয়॥

পুরাতন বৎসরের গমন এবং নূতন বৎসরে আগমন উপলক্ষে পাঠক এবং সভাস্থ বন্ধুবর্গের নিকট প্রভাকর সম্পাদকের নিবেদন।

গগনবিহারি ধ্বান্তহারি দিবসকর চতুর্বিংশতি পক্ষ পরিমিত দ্বাদশ রাশি পরিক্রম পূর্ব্বক পুনর্ব্বার এক অজ্ঞাত নূতন বর্ষের অধ্যক্ষ হইয়া এই মাত্র প্রথম গণিত রাশিচক্রে স্বকর সন্দীপন করিতেছেন। এই পরিপূর্ণ এক বৎসর পৃথিবীবাসি প্রাণিপুঞ্জ সূর্য্যের উদয়ে দিবস এবং সূর্য্যাস্তে রাত্রি নিরূপণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে স্বভাবজাত সুখসম্ভোগ পুরঃসর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। অধুনা দৈবাধীন অথবা কর্ম্মাধীন যে সকল ঘটনা হইবেক, এই নূতন বৎসরের দিনের অধীনে সেই২ ঘটনার গণনা হইবেক। অদ্য বন্ধু মণ্ডিত যে সভায় অবস্থান করিতেছি, এই অদ্য চিরকালই অদ্য আছে, কেবল আমরা জীবিত কালের সংখ্যা এবং তদন্তর্গত আর২ ব্যাপারের স্থিরতা রাখিবার জন্য অদ্যকে, অদ্য, কল্য, পরশ্ব উপাধি প্রদান করিতেছি। দিবা রাত্রির গণনাক্রমে এই এক অদ্যই সপ্তাহ হইতেছে, এক অদ্যই পক্ষ হইতেছে, এক অদ্যই মাস হইতেছে, এক অদ্যই অয়ন হইতেছে, এক অদ্যই বৎসর হইতেছে, এবং এক অদ্যই যুগ হইতেছে। কি অদ্য, কি কল্য, কি পরশ্ব, কি সপ্তাহ, কি পক্ষ, কি মাস, কি ঋতু, কি অয়ন, কি বর্ষ, এবং কি যুগ, ইহারদিগের প্রত্যেকেই অদ্য অদ্য বলিয়া স্মরণ করিতে হইবেক, সুতরাং অদ্য কিম্বা সমুদয় শ্রেণীবদ্ধ ভাবি কল্য অদ্য নামে বাচ্য না হইয়া আমারদিগের জীবনকে শেষ করিবেক না।

হে কালরূপ ৫৫ মহারাজ, আপনি আমারদিগ্যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন, এই অদৃশ্য হইলেন, আর দেখিতে পাই না, আপনি চপলের ন্যায় চঞ্চল হইয়া নভোমণ্ডল শোভাকারি সুধাকরের অস্তের সহিত অস্ত হইলেন, আপনার পরিবারের মধ্যে কাহাকেও আর দেখিতে পাই না, তাঁহারা পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে আপনার কোন চিহ্নও রহিল না, কেবল আপনার অধীনে যে সকল মঙ্গলামঙ্গল ঘটনা হইয়াছে, তাহারাই রহিয়াগেল।

হে পঞ্চান্ন, আমরা তোমাকে পঞ্চান্ন দিয়া বিদায় করি, মঙ্গল আমারদিগের নিকটে থাকুন, মহাশয় অমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করুন, আমরা আপনার স্বর্গভোগের প্রার্থনা করি "পঞ্চান্ন" আপনি ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের পথ দিয়া গমন করিবেন না, ঐ পথে হিন্দুর বাস নাই,

ম্লেচ্ছগণ বাস করিয়াছে, অতএব দক্ষিণ পথে গমন করুন, গঙ্গাজল স্পর্শে এবং গঙ্গার মিত্রোণে সদগতি হইবেক, উক্ত বর্ষে গয়া করিয়া কাশী বৃন্দাবন দেখিতে পাইবেন।

তুমি যেপ্রকার ভদ্রলোক তাহা আমরা বিলক্ষণেই জ্ঞাত হইয়াছি, জানিতে কিছুই বাকী নাই, তোমার অধিকারে অবনীর অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্যকে প্রায় উদরস্থ করিয়াছ, শান্তি তোমার ভয়ে পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, সুখ তোমার আগমনেই লয় পাইয়াছেন, রোগ, শোক, দুঃখ তাপ, বিবাদ, কলহ, দ্বেষ, হিংসা, ইত্যাদি তোমার প্রধান অনুচর হইয়াছিল, তুমি অন্তর্দ্ধান করিলে, কিন্তু তোমার প্রিয়তম অনিষ্ট গুলীন এপর্য্যন্ত পলায়ন করে নাই, অনুমান করি তুমি তাহারদিগ্যে মৌরুসি পাট্টা দিয়াছ, তাহারা নূতন রাজাকে সেই পাট্টা দেখাইয়া নজর ও পাট্টা সেলামি দিয়া চিরকাল ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, আপনার সহিত এক বৎসর আলাপ হইল, ইহাতে আপনার সমুদয় দোষ গুণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, নূতন মহাশয় যিনি আসিতেছেন তাঁহার চরিত্র কেমন তাহা জ্ঞাত নহি, তিনি এখনো জাহাজ হইতে নাবেন্ নাই, লার্ড হারডিঞ্জ বাহাদুরের পরে লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের আগমনের ন্যায় যদি ইহার আগমন হয় তবেই বিলক্ষণ প্রতুল হইবেক। হারডিঞ্জ সাহেব যেমন রাজকার্য্যে কিছু মাত্র মনোযোগ করেন নাই, এক হস্তে শীক জাতিকে প্রায় উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, ডেলহৌসি মহাশয়ও অবিকল তদ্রূপ করিতেছেন, পঞ্জাবের বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা ছিল, পরে ইনি তাহার শেষ করত এক কালীন্ ছারখার করিয়া দিলেন, এপর্য্যন্ত প্রজার হিতের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। সেই প্রকার, হে পঞ্চান্ন, তুমি হারডিঞ্জ সাহেবের ন্যায় হইয়া কেবল সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, আমারদের কুশলের প্রতি ভ্রমেও কটাক্ষ কর নাই, আবার নূতন কর্ত্তা যদি নূতন লার্ডের ন্যায় স্বভাব ধারণ করেন, তবে এই অবধিই কুশলের ইতি হইবেক, আর পাঠ লিখিতে হইবেক না।

গবরনর জেনরল বাহাদুরেরা ভারতবর্ষে আগমন কালীন্ কোর্ট অফ ডাইরেক্টর্সদিগের সভা মধ্যে সুরাদেবীর শরীরস্পর্শ পুরঃসর যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তোমরাও কি আসিবার সময়ে স্বভাবের মহা সভাতে সেই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক! অস্মদাদির দুরদৃষ্ট ক্রমে এইক্ষণে দেশ, কাল, পাত্র তিনই বিপরীত দেখিতেছি, দেশ, কাল, এই দুই লঙ্কা হইয়াছে, যখন যিনি ইহার অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন, তখন তিনিই রাক্ষস হইয়া বসেন। যাহা হউক, বরে২ দেখা করিতে নাই, নূতন মহাশয় সূর্য্য দেবকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিগ্ হইতে বরসজ্জায় কালের কন্যাকে বিবাহ করণার্থ মেষারোহণে আগমন করিতেছেন, আপনার বিবাহ সাঙ্গ হইয়াছে, অতএব রৌতাতের যোজ্ঞের নিমিত্ত মৎস্য লইয়া চন্দ্রের সমভিব্যাহারে পশ্চিম ভাগে প্রস্থান করুন, তোমার বিবাহের অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল। সূর্য্য তোমার গুরু, এবং চন্দ্র তোমার পুরোহিত হইয়াছিলেন, আধি হত্যা, কলহ, দস্যুতা, রোগ, শোক, চিন্তা, পরিতাপ ইত্যাদি অমঙ্গলের পরিবার সকল বরযাত্রিত হইয়া বিবাহেরস্থলে আসিয়াছিল, দুইটা অয়ন তোমার জ্ঞাতি, চব্বিশটা পক্ষ তোমার কুটুম্ব, এবং দ্বাদশটা রাশি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, গ্রীষ্ম ঘোরতর ধূমধামে অগ্নিক্রীড়া করিয়াছিলেন, কাদম্বিনী স্ত্রীআচার করত, কত শঙ্খধ্বনি, কত উলুধ্বনি ও কতরূপ বাদ্যধ্বনি করিয়াছে, সৌদামিনী বাসর ঘরে তোমার সহিত কৌতুক পূর্ব্বক কত হাস্য করিয়াছেন। বর্ষা স্বয়ং তোমার বিবাহের জল শয়িয়াছেন। শরদ্ তোমার পরিধেয় ধবল গরদ বস্ত্র হইয়াছিল, শীতঋতু তোমাকে কুজ্ঝটিকার শয্যায় উপবিষ্ট করাইয়া সুচারু নীহারের হারে ভূষিত করিয়াছিল। বসন্ত স্বদল সহিত আগমন পূর্ব্বক কুলাচার্য্য হইয়া শেষ তোমার কুলজী পাঠ করাতে তুমি অপূর্ব্ব শোভা স্বরূপ বিত্ত দ্বারা ঘটক বিদায় করত আপনি বিদায় হইতেছ, অধুনা আমরা আর তোমার কি করিব? গবরনর সাহেবদিগের গমন সময়ে ফোর্ট উইলিএম দুর্গ হইতে যেমন সম্ভ্রমসূচক তোপধ্বনি হইয়া থাকে সেইরূপ আমরা তোমার সম্মানার্থ রসনা রূপ দুর্গ হইতে মঙ্গলসূচক তোপধ্বনি করিতে থাকি, তুমি যাও, নূতন মহাশয় ঐ আসিতেছেন, সংপ্রতি তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা যাউক।

কাল কন্যার সহিত বর্ষের বিবাহ।

পদ্য।

কালকন্যা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষ বরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্ন কালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখ ভোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম, গণ্ডগোল যোগে ॥
কিছুমাত্র, লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত্, হইবে কোন্ জন্।
আপনি আপন মুণ্ড করেন মুণ্ডন্ ॥
সুচারু শিবিকা, দিবা, রাত্রি তার চাল্।
তাহাতে আরূঢ় বর্ বারোচক্রপাল ॥
প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর্।
ধুমকেতু হোয়েছিল, মাতার টোপর্ ॥
অধঃ ঊর্দ্ধ তীক্ষ্ণ জাঁতি, মধ্যে তার ফাক্
সেই ফাকে, চেপে কাটে, সংসার গুবাক্ ॥
অপরূপ অগ্নিবাজী করে গ্রীষ্মরাজ্।
চমকিত সব লোক্, দেখে তার কায্ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর না কি হয়।
হরস্না শয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥
কাদম্বিনী রামা গণ, নানা ভারভরে।
ধরিয়া বরণডালা; স্ত্রীআচার করে ॥
কত জাঁক, বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজে সাজাইছে, বাজাইছে সুখে ॥
সুরূপসী, সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
কোরেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥
রীতিক্রমে সাত্ বার, পিঁড়ি হাতে নিয়া।
ঘুরিয়াছে সাত বার, সাত্ পাক দিয়া ॥
তারা তিথী আদি করি, শ্যালা শালী যারা।
কাণ ধোরে কাণ্ টি দিয়াছে কত তারা ॥
হায় হায়, কিবা কাণ্ড, যাই বলিহারি।
শরদ গরদবস্ত্র, বরসজ্জা ভারি ॥
কুআশার মছলন্দে, বর দেন্ বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ॥
বসন্ত কুলের কোষ্ঠী, করিয়া প্রচার।
ঘটক বিদায় পেলে, শোভার ভাণ্ডার ॥
কুটুম্ব অয়ন পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে।
আইল বিবাহ দিতে, বরযাত্রি হোয়ে ॥
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
এসেছিল সভা মাঝে, হোয়ে নিমন্ত্রিত ॥
আমাদের পরমায়ু, করি জলপান্।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান্ ॥
ওলাউঠা, বিকার, বসন্ত, আর জ্বর।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥
এরা সব রবাহুত, কত পালে পালে।
হোয়েছিল রেও ভাট, বিবাহের কালে ॥
সকলেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া।
আশীর্ব্বাদ কোরে যেন, [illegible] লইয়া ॥
বিবাহ হইল সাঙ্গ, ওহে বর্ষ বর।
নাচ নিয়া ঘরে গিয়া, মউতাত কর ॥
একা তুমি এসে ছিলে, চোলে যাও একা।
দেখো যেন, ঘরে ঘরে, নাহি হয় দেখা ॥

নূতন বৎসরের রাজ্যাভিষেক।

হে, ৫৬, অদ্য প্রথম বৈশাখ শুক্র বাসরে তুমি কালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, চন্দ্র এবং সূর্য্য দ্বাদশ মাস তোমার রাজ্যের পরিচারক হইয়া সকল কার্য্য ধার্য্য করিবেন, তাঁহারদিগের দ্বারাই আমরা তোমার অধিকারের আয় ব্যয় স্থিতি জানিতে পারিব। মাস, পক্ষ, বার, তিথি, প্রহর, দণ্ড এবং পল প্রভৃতি গত রাজাকে গোপনে২ বিদায় দিয়া এই ক্ষণে তোমার অধীনে নিজ২ কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত হইল। আমি ইহারদিগ্যে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম অধুনা সেই প্রকারই দেখিতেছি, ইহারা প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট কালে কালের গ্রাসে পতিত হইয়াছিল, কেহই জীবিত ছিল না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কি সৎকার্য্যের ফলে সৎকার্য্যের পর পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হইল?

হে ছাপ্পান্ন, এইক্ষণে তুমি দ্বাদশ মাস কালের স্কন্ধে ভোগ করত সকল বিষয়ে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করিবে, আমরা সংপূর্ণরূপে তোমার অধীন হইলাম, অতএব অস্মদাদির প্রতি তোমার যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়, আমরা তোমাকেই সমুদয় সুখ দুঃখের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিব, পূর্ব্বে তোমার সহিত আমারদিগের প্রণয় ছিল না, এই নুতন সাক্ষাৎ হইল, তুমি এক নির্দ্দিষ্ট কালের কর্ত্তা কাল, তোমার নাম সাল, দোহাই মহাশয়! আপনি [illegible] কাল হইবেন [illegible], আপনি সাল হই[illegible] সাল হইবেন না, আপনার পূর্ব্বাধিকারী পুরাতন সাল এককালীন সালের বেশ উচ্ছিন্ন দিয়াছেন, আপনি আবার নূতন সাল হইয়া কি সাল হইয়া বসেন তাহা জগদীশ্বর বলিতে পারেন।

আপনি সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করা আপনার পক্ষে উচিত হইতেছে, পূর্ব্বতন মহাশয় যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। ঐ সকল কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেই উত্তমাধম বিবেচনা করিতে পারিবেন, তন্মধ্যে যাহা অসৎ তাহাই পরিত্যাগ করুন, এবং যাহা সৎ তাহাই গ্রহণ করুন, তাহা হইলেই প্রজাপুঞ্জের প্রিয় হইয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবেন। জ্বর, বিকার, ওলাউঠা এবং বসন্ত, ইহারা গত রাজার অধিকারে মৌরুসি পাট্টা লইয়া অতিশয় অত্যাচার করিতেছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই রাজধর্ম্ম হয়, তাহার প্রমাণ দেখুন, আমারদিগের সুপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবেরা দুষ্কর্ম্মকারি দুষ্টদিগ্যে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আপনার মুহূর্ত্ত মাত্র শুভাগমন হইল, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন, এখন অধিক বিরক্ত করা উচিত হয় না, অগ্রে চার্জ্য বুঝিয়া লউন, পরে সবিশেষ নিবেদন করিব। মহাশয়ের আগমন মাত্রেই আমরা খানার টেবিলে মেষ মাংস ধরিয়া দিলাম, পরম সুখে আহার পূর্ব্বক অস্মদাদির কল্যাণার্থে সকল প্রকার সদনুষ্ঠান করিলে অতিশয় সন্তোষচিত্তে সাধু শব্দ [illegible]

[illegible] করত [illegible] শীঘ্র পুনরায় [illegible] মুড়া [illegible] দিয়া বিদায় করিব।

প্রভাকর পত্রের [illegible] বর্ণন।

অদ্য আমারদিগের এই পত্রের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর অতীত হইল। বাঙ্গালা ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবার দিবসে ইহার জন্ম হয়, তৎকালীন শুদ্ধ সপ্তাহে একবার করিয়া প্রকাশ হইত, পরে ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারাবধি ৪৬ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ কয়েক বৎসর বারত্রয়িকরূপে প্রকটিত হইয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ ঐ শকের ১ আষাঢ় অবধি অদ্য দিবস পর্য্যন্ত যথা নিয়মে প্রাত্যহিকরূপে উদিত হইতেছে। যে সকল মহাশয়েরা সৎ প্রণীত প্রভাকর পত্রের চিরস্থায়িত্ব, উন্নতি এবং সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন, আমি যাবজ্জীবন তাঁহারদিগের নিকট উপকার ঋণে বদ্ধ থাকিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধ্য হইব।

এই বর্ষের নাম “ ১২৫৬ সাল ,, অথবা “ ১৭৭১ শকাব্দা ,, আমারদিগের পত্র এইক্ষণে নবীন বর্ষের অধীন হইল, সুতরাং নূতন শকের নিকট সমুদয় নূতন সুখের প্রার্থনা করিতে হইবেক। এই প্রভাকর এই বৎসর রূপ রাজ্যের পরিচালক প্রভাকরের বহুকালের পুরাতন প্রজা, এজন্য বহুকালীয় প্রজা বলিয়া ইহার প্রতি অবশ্যই তিনি স্নেহরূপ কর বিতরণ করিবেন।

হে পাঠকবৃন্দ, সম্প্রতি আপনারদিগের সন্তোষার্থে সকল ব্যাপারই [illegible] করিতে হইবেক, কারণ বর্ষ [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই সমুদয় [illegible] বিষয়ের শেষ হইয়া থাকে। [illegible] নূতন কিছুই নহে, তথাচ উপাধির গৌরব স্বীকার করিতে হইবেক, এই প্রযুক্ত যত্ন, চেষ্টা, উদ্যোগ, চিন্তা, অনুরাগ এবং পরিশ্রম প্রভৃতিকে পুনর্ব্বার নূতনরূপে বরণ করত কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিচালকের পদে অভিষিক্ত করিলাম।

আমারদিগের অভিলাষ দেশের উন্নতি হউক্, শান্তি অবিচ্ছেদে বিহার করুন, অবনী শস্যশালিনী হউন, কৃষি এবং বাণিজ্য দ্বারা লোক সকল সৌভাগ্য সঞ্চয় করুক্, বিদ্যার আলোচনায় সকলের প্রবৃত্তি হউক্, বঙ্গ ভাষার প্রতি সকলে সমাদর করুক্, এবং মানবগণ সকল প্রকারেই সুখি হউন্। আমারদিগের মানসিক কল্পনা যাহা তাহাই ব্যক্ত করিতেছি, কিন্তু পরমেশ্বরের করুণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমারদিগের অভীষ্টফল প্রদান করুন।

আমরা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতি হইয়া সুখ সম্পত্তির ইচ্ছা করি না, পাঠকবর্গের অনুরাগই আমারদিগের সম্পত্তি এবং সুখ্যাতিই আমারদিগের সুখ। তাহার নিকট অর্থ সুখ সুখ নহে, আহারের সুখ সুখ নহে, তবে কার্য্য সম্পাদনার্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রয়োজনীয় তাহা প্রাপ্ত হইলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করিব, যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীতে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা স্ব২ গৃহীত পত্রের নিয়মিত বেতন প্রদানের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই অস্মদাদির বিশেষাবস্থা জানিতে পারিবেন, এই মহানগরে অথবা স্থানান্তরে যে সকল গ্রাহক আছেন তন্মধ্যে কয়েক মহাশয় ভিন্ন অপর সকলে আমারদিগের পরিশ্রম এবং কার্য্য বিবেচনা করিয়া যদ্যপি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিক্ষা স্বরূপ মূল্য প্রদান করেন, তবে আর আমারদিগের কি দুঃখ থাকে? এইক্ষণে পত্রের পরিমাণ এবং অবস্থা যদ্রূপ আছে তদপেক্ষা ইহার সর্ব্ব বিষয়ে চতুর্গুণ উন্নতি করিতে পারি। কি করিব, তাঁহারদিগের উপর কোন ক্ষমতাই নাই, কেবল দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়, যদি মধ্যে২ বিজ্ঞাপনের আয় না থাকিত তবে সংবাদপত্র সম্পাদকদিগ্যে শুদ্ধ বায়ুভক্ষণ করিয়া কার্য্য চালাইতে হইত, বিধবার একাদশীর ন্যায় আমারদিগের এই ব্রত পালন করা হইয়াছে, লোকের পিতৃশ্রাদ্ধের দিন পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশের দিন পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, কৃতান্ত কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন অথচ ছাপাযন্ত্রের ঘড়্২ শব্দের বিশ্রাম হয় না, সময়ে আহার ও নিদ্রা হওনের বিষয় কি? নিদ্রা প্রায় নয়নের নিকটে আগমন করেন না, নিদ্রার আবির্ভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন আসিয়া শাত্রবতা করিতে থাকে, দুঃখের কথা কি কহিব; এই ব্যবসার ধর্ম্মে আহার, ব্যবহার, লোক লৌকিকতা, আলাপ পরিচয় প্রায় রহিত হইয়া যায়, সময় বিশেষে অতি প্রিয়

…ত্তম বন্ধুর সহিতও কথা কহিতে অতিশয় বিরক্তি জন্মে, কোনমতে তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হওয়া যায়, সকল দিগ্ রক্ষা করিয়া উত্তমরূপে একখানি সমাচার পত্র প্রকাশ করিতে যেরূপ ব্যাপার করিতে হয় তাহা এই সভাস্থ সম্পাদক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন। আমরা যদবধি এই পত্রকে দৈনিকরূপে প্রকটন করিতেছি সেই অবধিই শ্রমের আধিক্য, চিন্তার আধিক্য এবং ব্যয়ের আধিক্য হইয়াছে, প্রতি দিবস নূতন২ চিন্তা করিয়া নূতন২ বিষয়ে নূতন২ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়, নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা, পদার্থ নির্ণয়ক ও ধর্ম্ম এবং রাজকীয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনার প্রতি আমরা সাধ্যমতে যত্ন করিতে ত্রুটি করি না, দেশের কুরীতি সংশোধন নিমিত্ত সময়ে২ লেখনী ধারণ করিতে হয়, ও যাহাতে বঙ্গভাষার রচনার প্রথা উৎকৃষ্ট হয় এবং রূপকাদি লেখার একং প্রকার উত্তম নিয়ম নিরূপিত হয়, তদর্থে যথোচিত চেষ্টা করিয়া থাকি।

« লেখা », এই শব্দটী শুনিতে অতি সামান্য বটে, কিন্তু এই লেখা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা তিনিই কহিতে পারেন যিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী হইয়া নিয়ত বিশেষ প্রযত্ন পুরঃসর মনোগত ভাবের সূত্রে সুচারু শব্দ পুষ্পের হার গাথিয়া থাকেন। বিষয় বিশেষে অভিপ্রায়ের সহিত শব্দের সংযোগ করা বড় সহজ নহে, এবং তাহারে প্রত্যেক বিষয় পাঠ কালীন যদি স্যাৎ শ্রোতৃগণের অন্তঃকরণে সন্তোষের উদয় না হইল তবে সেই লেখা লেখাই নহে, যত প্রকার প্রকাশ্য পত্র ও পুস্তক রচিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে সমাচার পত্রের কার্য্য নিষ্পাদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। অপরাপর পত্রাদির লেখকগণকে যে যে বিষয় সম্পন্ন করিতে হয় তাহার ভাব সকল দৃঢ়তর সংস্কারের অধীন হইয়া তাঁহারদিগের মনের মধ্যে নিয়তই নৃত্য করিতে থাকে। সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষদিগকে সতত বিবিধ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া অতি সাবধানে মানসিক ভাব প্রকটিত করিতে হয়, এবং তত্তদ্বিষয়ে এমত সুযুক্তি প্রকাশ করিতে হইবেক যে মনুষ্য সকল ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি সমাদর করণে উৎসুক হইবেন।

লেখক যত সতর্ক অথবা উপযুক্ত হউন, কিন্তু তিনি দুই প্রকার পাঠক শ্রেণীর অধীনতার অতীত কখনই হইতে পারিবেন না, ইহার প্রথম শ্রেণী, যাঁহারা কেবল গুণগ্রাহি এবং দ্বিতীয় শ্রেণী যাঁহারা শুদ্ধ দোষান্বেষি। এতৎ দল দ্বয়ের পরস্পর বাগ্বিতণ্ডা দ্বারা লেখকেরা উৎসাহ এবং অনুৎসাহের সহিত সর্ব্বদাই একত্রে বাস করিতেছেন, ফলতঃ রচকদিগের এই এক মহৎ স্বভাব যে তাঁহারা অতি প্রবলতর বহু সংখ্যক বিপক্ষ মধ্যে বেষ্টিত হইলেও দেশহিতজনক অনুরাগের ব্যাপারে প্রায় বিরাগ প্রাপ্ত হয়েন না, বরং বিপক্ষদলকে হতবল করিয়া সংকল্পিত ব্যাপার সুসিদ্ধ করণে অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বিরক্তির বশীভূত না হইয়া তাঁহারদিগের সন্তোষের পথ প্রস্তুত করিতেই আহ্লাদিত হয়েন।

লেখক যখন কোন বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাঁহারদিগের চিত্তমধ্যে দুই প্রকার চমৎকার ভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এক দিগে যশের প্রত্যাশা, আর দিগে নিন্দার ভয়, ইহাতে ক্ষণে২ সুখের স্থানে দুঃখ এবং দুঃখের স্থানে সুখের অবস্থান হইতে থাকে, সুতরাং বিরচিত বিষয় ব্যূহ সাধারণের গোচর করণের সময়ে অন্তঃকরণে কতই সংশয় জন্মে। পরন্তু কোন বিষয় লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যখন তাহা বিবেচনার গৃহে গোপন থাকে তখন তদ্বিষয়ে রচকের মনে এক প্রকার ভয় মিশ্রিত নূতন যশের অভিলাষ উদ্ভব হয়। অপিচ যে সময়ে ঐ মানসিক কল্পনা লেখনীর স্রোতে হইতে পাঠক মণ্ডলির নয়নের নিকটস্থ হয় তৎকালে আর নিজ কল্পিত অভিপ্রায়ের সহিত লেখকের কোন সম্বন্ধ থাকে না, কেবল তাঁহারদিগের কথার উপরেই নির্ভর করে। অতএব বিবেচনা করুন, সংবাদপত্র প্রকাশকেরা দিবা রাত্রি কি প্রকার সংশয়ে জড়ীভূত হয়েন! এক বিষয়ের চিন্তা নহে, নানা বিষয়ে বিহিত বিবেচনা পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে হয়, যাঁহারা এই গুরুতর ভার মস্তকে বহন পূর্ব্বক বহু জনের মনোরঞ্জন করিয়া সুখ্যাতি সংগ্রহ করিতেছেন, আমি সেই সহযোগি ভ্রাতাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করি, তাঁহারাই যথার্থ জগদ্বন্ধু, তাঁহারাই জগতের হিতকল্পে বিশেষ যত্নশীল।

কি পরিতাপ! বাঙ্গালা পত্রের সম্পাদকেরা এতদ্রূপ মহৎ গুণের অনুষ্ঠান করিয়াও দেশীয় মহাশয়দিগের দ্বারা উচিত মত আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন না। কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার না হইলে কোনমতেই উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে না, এই প্রকার অমনোযোগ জন্য অনেক সম্পাদক অকালীন লোপ পাইয়াছে। মহানুভব মহাশয়েরা দেশের দুর্দশা দৃষ্টে আর কিছুতেই প্রবৃত্ত হয়েন না, একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন। এতদ্দেশে মনুষ্য সংখ্যার সহিত দেশীয় ভাষার পত্র এবং গ্রাহকদিগের সংখ্যার তুলনা করিলে কি দুঃখ বোধ হয়! উৎসাহের মুখ মলীন হইতে থাকে! এইক্ষণে আমরা যে ইংরাজজাতির অধীন হইয়াছি তাঁহারদিগের জন্মস্থলে অর্থাৎ ইংলণ্ডে সংবাদপত্রের যেরূপ সমাদর এবং তাহার সংখ্যা যেরূপ অধিক তদ্বিশেষ সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এই কলিকাতার মধ্যে দেখুন, ইংরাজী প্রাত্যহিক পত্র চারিখানা, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ৪০। ৫০ খানা, তদ্ভিন্ন মিরাট, দিল্লী, আগ্রা, কাশী ইত্যাদি স্থানে কয়েক খানা পত্র আছে, ইহার কোন পত্রের মাসিক মূল্য ৮ টাকা, কোন পত্রের ৫ টাকা, কাহারো ৩ টাকা, দুই টাকা এক টাকার ন্যূন কোন পত্রেরি বেতন নাই। এখানে বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজের সংখ্যা কত ন্যূন তাহা সকলেই জানিতেছেন, তথাচ ঐ সকল পত্রের সম্পাদকেরা শুদ্ধ সম্পাদকীয় কার্য্য দ্বারাই সৌভাগ্যান্বিত হইতেছেন, এক দিবসের জন্যও অসুবিধি সহেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতৎ প্রকাণ্ড হিন্দুরাজ্যে অগণ্য হিন্দু সন্তানে বেষ্টিত হইয়াও আমরা চারি পাঁচখানা অতি ক্ষুদ্র পত্র নিষ্পাদন নিমিত্ত নিরত বরদনীরে নিমগ্ন হইতেছি? এক দিবস বিনা চিন্তায় কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে সহজেই স্বীকার করিবেন যে কেবল সংবাদ পত্রের সহায়তাক্রমে বিলাতের ধবলকান্তি সবল পুরুষেরা বিবিধ বিষয়ে কৃতবিদ্য ও কৃতকার্য্য হওত অবনীমণ্ডলে অদ্ভুত সুসভ্যরূপে সুবিখ্যাত হইয়াছেন, সমাচার পত্রে দেশের কিরূপ উপকার, সম্পাদকেরা কি জন্য পরিশ্রম করেন এবং জাতীয় ভাষা শিক্ষার কি ফল, বঙ্গালি মহাশয়েরা যদবধি তাহা না জানিতে পারিবেন সেই পর্য্যন্ত এই দেশের কল্যাণ কখনই হইবেক না। হা, বিধাতা! সংপ্রতি আমারদিগের রাজ্য শুদ্ধ ছেলে বুড়া সমান হইয়াছে, বৃদ্ধ মহাশয়দিগের কোন উৎপাত নাই, তাঁহারদিগের জীবন যত বিল্ববৃক্ষের নিকটস্থ হইতেছে, ততই আহার বিহারের আতিশয্য হইতেছে, বিবাদ, কলহ এবং দলাদলি লইয়াই উন্মত্ত হইতেছেন, ভ্রমেও একবার মৃত্যু চিন্তা করেন না, কেবল কে কি করিল, কার কি করিবেন, দিবা রাত্রিই এই চিন্তা করিতেছেন, ভাল, আপনারা যাহা করিতেছেন করুন, তিন কাল গত হইয়াছে, এ সময়ে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যশস্বি হইবার বিষয়ে সুতরাং চক্ষুঃলজ্জা হইতে পারে, কিন্তু ছেলেগুলীনকে কেন হাত পা ধরিয়া জলে ফেলিতেছেন? তাহারা পিতৃ দোষেই উত্তম রূপের আস্বাদনে বঞ্চিত হইতেছে, [illegible] বালকবৃন্দকে পাঠশালে [illegible] অতি অল্প উত্তেজিত হইয়া [illegible] সম্বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুলে নিযুক্ত করেন, ইহাতে তাহারদিগের অন্তঃকরণ বিজাতীয় বিদ্যার সংস্কারে এরূপ দৃঢ়তররূপে সংলগ্ন হয় যে তাহারা প্রথমাবধি জাতীয় ভাষার বর্ণজ্ঞান বিহীন হওয়াতে পরিশেষ বর্ণজ্ঞান বিহীন হইয়া বর্ণ পর্য্যন্ত বিবর্ণ করেন, সকল দেশীয় বালকেরাই প্রথমতঃ স্বজাতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া পরে পরভাষার আলোচনা করে, এই উৎকৃষ্ট নিয়মে অন্তঃস্থানের মানববর্গ স্ব স্ব দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম কর্ম্মের মর্ম্ম রক্ষা করত যথা যোগ্য প্রশংসা প্রাপ্ত হইতেছেন। আহা! আমারদিগের এই হতভাগা বঙ্গদেশে সেই প্রথার অন্যথা হওয়াতে কত বালক, কত যুবক, কত প্রকারে ভ্রষ্ট ও দুষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করণে মানস সমুদ্রে কেবল বিলাপ বারিধির বারি প্রবাহই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

যিনি কখনো যে রসের আস্বাদন প্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহাকে সেই রসের রসজ্ঞ করা অন্যের সাধ্য নহে, তিনি যদি মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় রসের পরীক্ষা করেন তবে অতি সহজেই উত্তমাধম বুঝিতে পারেন, তাহা না হইলে সুতরাং ব্যতিক্রম জন্মে।

জগদীশ্বর যখন যে দেশে সৌভাগ্যের প্রভা বিস্তীর্ণ করেন তখন সেই দেশের লোকেরা [illegible] প্রভাবিত হয়েন, সৌভাগ্য স্বরূপ [illegible]

595

...ভাবিয়া দেখ হইতে এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাতেই যে অপরিমেয়া [illegible] তাহাই হইতেছে, যাঁহা রা চেষ্টায় সংস্কৃত প্রসন্ন হইয়াছে, তাঁহা রা [illegible] বিদ্যায় নিপুণ হইয়া আবার পরের বিদ্যায় পারদর্শি হইতেছেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ আমরা আপনার দিগের বিদ্যাতেই বঞ্চিত হইতেছি।

আমরা এই দুরদৃষ্টের বিষয়োপন্যাস [illegible] পুনঃ২ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াও তাহার কোন নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই, ফলতঃ স্বীকার করি ইংরাজী ভাষা অতি উত্তম, এবং নানা জ্ঞানের সোপান, ঐ ভাষাতে নানা বিষয় রত্নরূপে অলঙ্কৃত আছে, কিন্তু ঐ ভাষার আদি বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে অস্মদাদিকে কত গুণে উত্তম্য [illegible] করিতে হইবেক তাহা উভয় ভাষার মর্ম্মজ্ঞ মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

ক্রমশঃ অনুশীলন দ্বারা এবং সেক্সপিয়ার ও মিলটন্ প্রভৃতি কবি দিগের প্রসাদাৎ ইংরাজী ভাষার অতিশয় গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা তাহার উন্নতি নিমিত্ত নিত্যং যে বিপুল বিত্ত ব্যয় হইয়া থাকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও এতদ্দেশের আনুকূল্যে প্রদত্ত হয় না, বিশেষতঃ রাজার অনাদর প্রযুক্ত হিন্দু শাস্ত্রের আরো অধিক দুরবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের শাসন কালে সংস্কৃত ভাষার প্রতি অতিশয় আদর ছিল, এবং ঐ সময়ে কালীদাস, বররুচি, মিহির এবং ঘটকর্পর প্রভৃতি নবরত্নের রত্নতুল্য অমূল্য কবিতা সকল প্রত্যেক চরণে উত্তম ভাবার্থের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজ কর্ত্তৃক নানা প্রকার পুরস্কার দ্বারা কবিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি হইত, পরন্তু যবনাধিকার হওনাবধি বিবিধ বিড়ম্বনা বশতঃ ক্রমেং ইহার আলোচনার হ্রাসতা হইয়া আসিতেছে, তথাপিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমাদর জন্য মধ্যে একবার সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, ভারত চন্দ্র নামক সুবিখ্যাত কবি গৌড়ীয় ভাষায় যেরূপ কাব্য রচনা করিয়া তৎ সময়ে প্রশংসিত হইয়াছিলেন, অনু মান করি সেক্সপিয়ার অপেক্ষা উত্তম কবি না হইতে পারেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! এইক্ষণে অনালোচনা জন্য সংস্কৃত ও বঙ্গভাষা স্বদেশীয় বিদ্যাবিজ্ঞ কতিপয় যুবক জনের তর্কের অধীনী হইয়াছেন, হাস্য পূর্ব্বক অনেকেই ইংরাজীর সঙ্গে সুমধুর সংস্কৃত ভাষার তুলনা দিয়া পোপের রেপ অফ দি লক, মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট এবং সেক্সপিয়ারের হেমলেট প্রভৃতির অতিশয় ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু আমরা সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শকুন্তলা নাটক এবং নৈষধ প্রভৃতির কবিতার সহিত তাহারদিগের তুলনা কোন প্রকারেই সম্ভবে না, যে ব্যক্তি ঐ সকল কবিরদিগের রচনা শক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রসজ্ঞ হইয়াছেন তিনি অবশ্যই সংস্কৃত ভাষার অধিক প্রশংসা করিবেন, আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে সংপ্রতি সংস্কৃত ভাষা এরূপ সমাদর প্রাপ্তা হইয়াছেন যে তাহার ন্যায় ইংরাজী ভাষা ভারত বর্ষে অদ্যাপি সন্তোষদায়িনী হয়েন নাই।

এইরূপে আর সেই রাজা [illegible] [illegible] বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক [illegible] যাবতীয় লোককে এককালীন চমৎকৃত করিয়াছিলেন—যে রাম চন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ আপ্ত রাজ্য পরিহার পুরঃসর স্বীয় প্রিয়তমা জানকী এবং অনুজ ধানুকী লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ভয়ে নিবিড় গহনে ভ্রমণ করত কত প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন—যে রামচন্দ্র সীতা দেবীর উদ্ধারার্থে অতি অসম্ভব অসাধারণ শিল্প বিদ্যা দ্বারা সীমাশূন্য সমুদ্র সলিলে সেতু নিবদ্ধ করিয়া বিপুল বলবিশিষ্ট বিশ্ববিজয়ি লঙ্কেশ্বর রাবণকে সবংশে সমরশায়ী করত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন—যে রামচন্দ্র লোকাপবাদের আশঙ্কাক্রমে এক রজকের বাক্যে সাধ্বী সতী জনক সুতা কণক কান্তি কান্তারে কান্তারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্র এই ভারত বর্ষ মধ্যে কেবল রণনৈপুণ্য এবং কেবল সৌজন্য জন্য বিখ্যাত ছিলেন না, তিনি অতি জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধ সপ্তগ্রহ প্রকাশ ছিল, তিনি আর দুই গ্রহের নির্দ্দেশ করেন, ইহাতে সকলেই কহিবেন তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশেই আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকী মুনি কবিতার জন্ম প্রদান করেন, তাঁহার সময়েই বেদ, শ্রুতি, তর্ক, নীতি, যোগ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারেই সমাদর হইয়াছিল, তিনি ভগবান বশিষ্ট মুনির নিকট উপদিষ্ট হইয়া সমস্ত গুণে ভূষিত হয়েন, এবং প্রজাগণকে সন্তান [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। এই [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষ রঘুবংশের [illegible], কীর্ত্তি এবং [illegible] ব্যাপার স্মরণ করিলে কি এক অপ্রকাশ্য অপরিসীম ভাবের উদয় হয় তাহা বিবেচনা করুন।

এইক্ষণে সেই রাজর্ষি জনক মহাশয় কোথায় রহিয়াছেন, যিনি মনুষ্য সকলকে নীতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া পবিত্র করিয়াছিলেন।

এইক্ষণে সে রাজা যুধিষ্ঠির নাই, যিনি স্বীয় সহোদর এবং বন্ধু বান্ধব মধ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন—যিনি দুষ্টদমন, শিষ্টপালন, সদাচারণ, প্রিয়বচন, সত্যকথন, ধর্ম্মানুশীলন প্রভৃতি সমুদয় শ্রেষ্ঠতর গুণের দ্বারা জগতের প্রিয় হইয়াছিলেন, ঐ ধর্ম্মপুত্র প্রধান পাণ্ডবের অধিকার কালীন্ বেদব্যাস শ্রীভাগবত এবং মহাভারতাদি মহাকাব্য বিরচন পূর্ব্বক কি মহদুপকার করিয়াছিলেন; যৎপাঠে আমরা প্রাচীন কালের সকল পুরাবৃত্ত জ্ঞাত হইয়া বিবিধ বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। আহা! ঐ সময় কি উৎকৃষ্ট সময় ছিল; তাহা চিন্তার অতীত ও মনের অতীত, যেন বোধ হয় সকলি স্বপ্নবৎ।

এইক্ষণে সেই রাজা বিক্রমাদিত্য নাই, যিনি নবরত্ন রাজিত সভার অধীশ্বর হইয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা ও নানা বিদ্যার গ্রন্থ রচনা দ্বারা এই দেশকে বিপুল যশের আ[illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। আহা! [illegible] [illegible] বিষয় স্মরণ করিলে মনের মধ্যে [illegible] হয় তাহা প্রকাশ করিতে অশক্ত হইতেছি।

এইক্ষণে সেই কর্ণাট রাজা নাই, যাঁহার গুণবতী সাধ্বী স্ত্রী কবিত্ব বিষয়ের গৌরব করত সর্ব্বজয়ি মহাকবি কালীদাসের বক্ষঃস্থলে [illegible] প্রক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন।

এইক্ষণে সে স্বাধীনতা নাই, সে সুখ নাই, সে গৌরব নাই, সে ধন নাই, সে মান নাই, সে বিদ্যা নাই, সে শাস্ত্র নাই, সে আলোচনা নাই, সে বীরত্ব নাই, সে প্রভুত্ব নাই, সে কাল নাই, সে পাত্র নাই, কেবল সেই দেশ আছে, এবং এক দ্বেষ আছে।

কোথায় পৃথু, কোথায় ভরত, কোথায় রামচন্দ্র, কোথায় যুধিষ্ঠির, কোথায় বিক্রমাদিত্য, কোথায় মনু, কোথায় বাল্মীকি, কোথায় বশিষ্ঠ, কোথায় গৌতম, কোথায় ব্যাস, কোথায় শুক, ইঁহারা কেহই নাই। সে নারদ নাই, তিনি আপনি কোথায়? কেবল বাহনগুলীনকে রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি যে এক বিশেষ গুণে বিখ্যাত ছিলেন সেই গুণকে আমার দিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন এবং শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি বিশেষ২ মহাত্মা ভিন্ন এই দেশে কবীর, দাদু, নানক্, শিব নারায়ণ, তুলসী, রামনন্দ, ডাক, খোণা প্রভৃতি যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী জন্মিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকে যে সকল প্রত্যেক গুণে প্রতিপন্ন ছিলেন তাঁহারদিগের তুল্য গুণের মানব মানবী অধুনা কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

[illegible] পূর্ব্বে [illegible] [illegible] [illegible] এতদুত্তর বিদ্যার সমান সমুদ্রে [illegible] [illegible] ছিল। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, তর্ক, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, অঙ্ক, ক্ষেত্রপরিমাপিক, বিজ্ঞান, পদার্থ নির্ণয়, ধাতু নির্ণয়, ইন্দ্রজাল, সঙ্গীত, চিত্র ও চিকিৎসা প্রভৃতি পারমার্থিক এবং বৈষয়িক বিদ্যা সকল প্রথমতঃ এই দেশ হইতেই উদ্ভব হয়, এই দেশের দৃষ্টান্তেই অপর দেশের লোকেরা অক্ষর করিয়াছেন, ন্যায় করিয়াছেন, ব্যাকরণ করিয়াছেন, বিদ্যা শিখিয়াছেন এবং সভ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিয়মে জানিতেন না। অস্মদাদির দেশ অতি প্রাচীন এবং সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান তাহা বর্ণমালার দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অন্য ভাষার হল বর্ণের বানান্ করিতে স্বরের আশ্রয়ের আবশ্যক করে, আমারদের ভাষা হল সকল স্বয়ম্ভু, প্রত্যেকেই স্ব২ স্বভাবে উচ্চার্য্য এবং লিখিত হইতেছে। যথা, ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। ইহারদিগের বানান্ কখনই হয় না, অর্থাৎ (ক) লিখিতে (ক) (খ) লিখিতে (খ)। পারস্য অক্ষর, আলেফ, বে, হাম্জা, ইয়া, ইত্যাদির বানান্ করা হইতেছে। ইংরাজী দেখুন, B বি, C সি, D ডি, F এফ্, স্বর কর্ত্তৃক ইহারদিগের বানান্ হইয়া থাকে, যথা। B-e—B. D-e—D. E-f—F. ইত্যাদি।

এতদ্রূপ প্রবলতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান্ সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে সংস্কৃত ভাষা সকল দেশীয় ভাষার জননী, এবং ভারতরাজ্য সকল রাজ্যের গুরু। আমারদিগের পুরাতন অবস্থার সহি

ও বর্ত্তমান বৎসরের তুলনা করিলে বোধ হইবে আমরা যেন স্বর্গ হইতে ক্রমে২ পাতালপুরে গমন করিতেছি, সেই স্বর্গীয় সুখের স্থলে সংপ্রতি দুঃখের সমুদ্র প্লাবিত হইতেছে।

কি আক্ষেপ! কিছু দিন পূর্ব্বে যে জাতির ন্যায় অসভ্যজাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, গহ্বর যাহারদের গৃহ ছিল, বৃক্ষের ত্বক্ যাহারদের বস্ত্র ছিল, পর্ব্বতাদি যাহারদের দেবতা ছিল, পশু হত্যা যাহারদের ধর্ম্ম ছিল, তীর ধনুক যাহারদের গ্রন্থ ছিল, মূর্খতাই যাহারদের বিদ্যা ছিল, অধুনা সেই আধুনিক সভ্যাভিমানি পুরাতন অসভ্যদিগের দ্বারাই আমরা অসভ্য বলিয়া উপহাস্য এবং অনাদৃত হইতেছি, ইহার অপেক্ষা আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?

আধুনিক সভ্য জাতিরা যে সকল আশ্চর্য্য দেখাইতেছেন এখানে পূর্ব্বে তাহার প্রাচুর্য্য ভালই ছিল, অর্ণবযানে নানা দেশে বাণিজ্য করণ, শূন্যপথে গমনাগমন প্রভৃতি এদেশে সকলি হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর ফ্রাঙ্কলিন্ সাহেব (বিস্তর দিন নহে) ধাতু দ্বারা বিদ্যুৎ আকর্ষিত হয় এই নির্ণয় করাতে বিলাতে দৈবজ্ঞরূপে মহামান্য হইয়াছেন, কিন্তু আদি কালাবধি এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ঐ সংস্কার আছে, মেঘাড়ম্বর হইলে তাহারা কেহই ধাতু নির্ম্মিত তৈজষ বাহিরে রাখে না, কি কহিব, কহিবার শক্তিই বা কি? বহুকালাবধি আমরা পরাধীন হইয়াছি, সুতরাং এই অধীনতার বয়স যতই বৃদ্ধি হইতেছে ততই ভাবদ্বিষয়ের লোপ পাইয়া আসিতেছে। বিজাতীয় রাজা আপন জাতির সম্মানের প্রতিই দৃষ্টি করেন, অন্য জাতির বিষয়ে সে দৃষ্টি কেন হইবেক; রাজার অনাদরেই ক্রমে তাহার প্রতি আমারদিগেরো অনাদর হইয়া উঠিল, আমরা উপার্জ্জন নিমিত্ত রাজজাতীয় বিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত হইলাম, যাহাতে তাঁহারদিগের সন্তোষ হয় তাহাই চেষ্টা হইল, ইহাতে কি প্রকারে হিত হইতে পারে? আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতেছি, যদি এতকালপর্য্যন্ত এই দেশ স্বাধীন থাকিত তবে আমরা অন্য দেশীয় লোক কর্ত্তৃক এতদিনে দেব শব্দে বাচ্য হইতাম।

অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগ্যে কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি, কারণ ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার হইয়াছে, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?

আমরা এতদ্বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত যুবকদিগের উপরেই অধিক অভিমান করি, যেহেতু তাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়াছেন, উত্তমাধম বিবেচনা করিতে পারেন, তথাচ তাচ্ছীল্য করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা করিতেছেন, তাঁহারা বরং স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়েন, সমুদ্রে [illegible] প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তথাচ সংস্কৃত অথবা বঙ্গভাষার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সম্মত নহেন। কি জন্যই তাঁহারদিগের এপ্রকার কুসংস্কার হইল তাহা বুঝিতে পারি না। ইহা বিদ্যার কর্ম্ম নহে, জ্ঞানের কর্ম্ম নহে, শুদ্ধ ঘৃণার কর্ম্মই কহিতে পারি? কিন্তু এই ঘৃণাতে তাঁহারা যে ঘৃণার পাত্র হইতেছেন তাহা জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে কদাচ এতদূরপর্য্যন্ত হইয়া উঠিত না। যাহা হউক, সংপ্রতি নবীন সভ্য অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গাল মহাশয়েরা যদিস্যাৎ মনের সমক্ষে বিবেচনার দর্পণ স্থাপিত করিয়া কার্য্যের মুখাবলোকন করেন তবে আমারদিগের আর কোন ক্লেশ থাকে না, তাঁহারদিগের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারি। বাঙ্গালা ভাষার এবং সমাচারপত্রের দিনং উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তাঁহারা প্রায় সকলেই কৃতকর্ম্ম, উচ্চ পদস্থ, কোন দিগে অপ্রতুল নাই, মনে করিলে অনায়াসেই সমুদয় পত্র গ্রহণ করিয়া সম্পাদকীয় কার্য্যের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইহাতে কি ব্যয়? একবার ছিপি খুলিলে যে ব্যয় হইবে তাহার শতাংশের একাংশও নহে, সুতরাং যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন, দেশের উপকার, আপনারদের উপকার, সুখ্যাতি লাভ, এমত কর্ম্ম কেন না করেন? স্বজাতীয় ভাষায় সংপূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকিয়া পরজাতীয় ভাষার সমাদর করিতে কি লজ্জা বোধ করেন না? তাঁহারদিগের এরূপ ব্যবহারে আমারদিগের অনেক আশা ও অনেক ভরসা বিফল হইতেছে।

[illegible] যে, দেশের অবস্থা অদ্যাপি সম্যক্ শোধিত হয় নাই, যে প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করা যায় তাহাও হয় নাই, তথাচ কতিপয় সদন্তঃকরণ যুবক ব্যক্তি গত বৎসর স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি নিমিত্ত বিশেষানুরাগ পূর্ব্বক কয়েকখানা সমাচার পত্র প্রচার করিয়াছেন। যথা, সংবাদ অরুণোদয়। সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর। সংবাদ সুজনবন্ধু। সংবাদ কৌস্তুভ ইত্যাদি, এতদ্ভিন্ন এবৎসরের পদার্পণে এই মাসের ভিতরেই আর দুই তিনখান পত্র প্রকাটিত হইবার সংপূর্ণরূপ কল্প না হইয়াছে। সদনুষ্ঠানের যত বাহুল্য হয় ততই কুশলের বিষয়, কিন্তু দেশীয় লোকদিগের চরিত্র ও ব্যবহার দৃষ্টে কিছুতেই আর সাহস হয় না, সম্ভবমত বিভব ব্যতীত কোন কর্ম্মই সুপ্রতুলরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, সুতরাং সে বিষয়ের যত অভাব হয় ততই ইহার পতনের পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। যদি সর্ব্বসাধারণের যত্ন এবং মনোযোগ সমান হইত তবে কখনই কোন প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না, এতদিনে বাঙ্গালা সমাচার পত্রের গণনা করা ভার হইত। সকল লোকেই লিখন পঠনে পটু হইত। তাহাতে কি এক সুখের ব্যাপার হইত, যে সুখের সন্দর্শন প্রাপণের প্রত্যাশা মনের মধ্যে কখনই উদিত হয় নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে জগদ্বন্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্তম২ প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত। [illegible] অনুরোচনার আবশ্যকতার। অধুনা যে কয়েকখানি পত্র জীবিত আছে তাহারা প্রাণে২ রক্ষা পাইলেই রক্ষা পাই। বিশেষতঃ নূতন পত্র সকলের চিরজীবিতা জন্য এতদ্রূপ প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে দেশের অনিষ্টকর কর্ণভেদি কুৎসিত কটু কথা লিখিত হয় না। সংবাদ অরুণোদয় সম্পাদক বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃত পঞ্চাননের ন্যায় সদ্গুণ প্রকাশ করিতেছেন, ঐ তরুণোদয় অরুণোদয় যেরূপ সুরীতিক্রমে প্রতি অরুণবাসরে প্রকটিত হইতেছে তাহাতে আমরা পঞ্চানন না পাইলে পঞ্চাননের যথার্থ গুণ ব্যাখ্যা করণে অক্ষম হই। সুজনবন্ধু যথার্থই সুজনবন্ধু, ঐ নবীন পত্রের নবীন সম্পাদক, নবীন বাবু এই নবীন বয়সে অতিশয় প্রবীণের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন। কৌস্তুভ পত্রের সমুদয়ই উত্তম, যশের যোগ্য বটে, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কেবল বর্ম্মধর্ম্ম গ্রহণোদ্যত কায়স্থ কুলোদ্ভব সূত্রধর রাজমিত্র মিত্র বাবু মাঝে২ চিত্র করিয়া তুলিতেছেন, তাহাতেই বিবিধ প্রকার বিচিত্র দেখা যাইতেছে, তিনি বৃক্ষকে মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ কহিতেছেন, নক্ষত্রকে মানুষের জ্ঞাতি কুটুম্ব করিতেছেন, নারদকে আপনার আদি পুরুষ করিতেছেন, দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটতর সম্বন্ধী হইতেছেন, আমরা কৌস্তুভের প্রতি যে সময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই সময়েই কত২ নূতন২ চমৎকার ব্যাপার দেখিতে পাই, ভৌতিক ব্যাপার গতি কত দ্রুত; আমারদিগের মিত্র বাবুর কার্য্য কদম্ব দৃষ্টি করিলে ভৌতিক সমুদয় ভৌতিক দেখিতে থাকেন, পবনের গতি কত প্রকার হইবেক; উনপঞ্চাশের ঊর্দ্ধ নহে, ইঁহার ভাবের গতি সেই উনপঞ্চাশকে অনায়াসেই জহ্নু মুনির গঙ্গা শোষণের ন্যায় এক গণ্ডুষেই উদরস্থ করিতে পারেন।

পরন্তু যাঁহারা মনের যথার্থ অনুরাগ বশতঃ সংবাদপত্রের কার্য্যের বর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহারদিগের উচিত যে দেশের অনিষ্টকর ব্যাপার হইতে একেবারে বিরত হয়েন, গ্লানি বাক্যই ঐ অনিষ্টের সর্ব্ব মূলীভূত হইয়াছে, সুতরাং পরের নিন্দাঘটিত ঘৃণিত বাক্য পরিহার করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে। সিন্ধুপূর্ণ সুধা রহিয়াছে, যাহার বিন্দুমাত্র পান করিলে পরিতৃপ্তির পরিসীমা থাকে না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর গরলার্ণবে অবগাহন করণের প্রয়োজন কি? কোকিল ধনের দ্বারা কাহারো পরিতোষ জন্মায় না, কাক কাহারো সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয় না, শুদ্ধ মিষ্ট বাক্যই সকলের সন্তোষজনক হয়, অতএব সুধাময় প্রিয়বাক্য দ্বারা জগৎকে বশ করিয়া রাখ।

পিকগণ কবে বল, ধন দেয় কাকে।
কবে কার ধন বল, হরিয়াছে কাকে॥
মধুর বচন শুনে, লোকে গায় যশ্।
অতএব প্রিয়বাক্যে, ধরা কর বশ্॥

আমরা কলিকাতাস্থ লোকের নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা করিয়া থাকি, কিন্তু আমারদিগের সেই

আশা নিত্যই নিরাশার সহিত বিহার করিয়া থাকে, ফলতঃ আহ্লাদের বিষয় এই, যে, এইক্ষণে নানা জিলায় দিনং গ্রাহকশ্রেণীর বৃদ্ধি হইতেছে, বিদেশীয় বান্ধবেরা প্রভাকরের প্রভা বৃদ্ধি নিমিত্ত নিয়তই নিকর যত্ন করিতেছেন, এবং সর্ব্বদাই নানাবিধ উত্তমং সংবাদ লিখিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আমরা কস্মিন্‌কালে তাঁহারদিগের উপকারঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।

১৮৫৫ সালে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই দুঃখদায়ক, মাঙ্গলিক ঘটনা প্রায় দেখা যায় না। বানিজ্য কার্য্যের বিড়ম্বনা এবং এক ইউনিএন ব্যাঙ্কের হাঙ্গামাতে চতুর্দ্দিগেই হাহারব উঠিয়াছে, বড় বড় ধনির গৃহে দুঃখের ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। কতক গুলীন্ ষড়যন্ত্রকারি শ্বেতপুরুষের এক লক্ষ্যেই কোন পরিবারের দশ লক্ষ একেবারে উড়িয়া গিয়াছে, এত ভিন্ন দুই লক্ষ, এক লক্ষ, এত সহস্র, অত সহস্র, এমন্ ধারা কত সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কোন পরিবার ধনে প্রাণে, কোন পরিবার ধনে মানে, কোন পরিবার ধনে প্রাণে মানে সমূহ সন্তাপ সম্ভোগ করিতেছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান এবং কি ইংরাজ সকল জাতিতেই প্রায় সমানরূপে দুঃখের প্রভুত্ব হইয়াছে।

এই বঙ্গদেশের প্রধান সম্ভ্রান্ত জাতি সুশীল, সদ্বিদ্বান্ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ইউনিএন্ ব্যাঙ্কের কোন ধার ধারেন্ না, বাণিজ্যের গণ্ডি মধ্যে কখনই পদ প্রক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু কি চমৎকার! খপুষ্পের ন্যায় এক মিথ্যা বিষয়ে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। রাজ্যেশ্বরেরা অত্যন্ত অবিচার পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই রাজাত্যাচারে ভারতবর্ষবাসি মনুষ্য মাত্রেই মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ জাতির প্রতি আমারদিগের যে এক শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজেরা অতি মর্য্যাদক বলিয়া যে এক বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। ইংরাজেরা দয়াতে পরিপূর্ণ বলিয়া আমরা অগ্রে অতিশয় আনন্দিত ছিলাম, কিন্তু এই রাজার ব্যাপারে বিশিষ্টরূপেই জানা গেল, যে, ইঁহারা অনেক দিন পূর্ব্বেই আপনারদিগের সেই দয়ার গয়া করিয়া বসিয়াছেন। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের অপমানে হিন্দু জাতির উচ্চ অভিমান, উচ্চ মান, অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়াছে, সম্ভ্রমের প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে।

আমারদিগের পূর্ব্বতন গবরনর জেনরল লার্ড আক্‌লেণ্ড বাহাদুর যিনি এই ভারতবর্ষের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এতদ্দেশীয় বালক বৃহের বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত পিতার অপেক্ষা অধিক যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সাধ্যমতে আমারদিগের মাঙ্গলিকব্যাপারে মনোযোগ করিতে ত্রুটি করেন নাই, তিনি গতবর্ষে লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু এদেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াকর হইয়াছে।

সুপ্রিমকোর্টের গত মধ্যম বিচারপতি স্যার জান, পিটর, গ্রাণ্ট সাহেব, তথা কণিষ্ঠ বিচারক, স্যার হেনেরি, সিটন্ সাহেব ইঁহারা উভয়েই কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে গমনকালীন্ পথিমধ্যে কৃতান্ত কুটিরে নীত হইয়াছেন, বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্ত্রী পুত্র, ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রভৃতি কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে, ঐ মহাশয়েরা সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন, তাঁহারদিগের বিচারকার্য্যে এবং আরং সদ্ব্যবহারে এদেশের মানব মাত্রেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং উল্লেখিত উভয় মহাশয়ের পরলোক গমন জন্য এই ভারতরাজ্য দুই জন যথার্থ বন্ধুর অভাব বশতঃ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

অপিচ এই স্থলে অদ্য আমরা এতদ্দেশীয় এক বিশেষ বন্ধুর বিয়োগ জন্য অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেছি, এবং বোধ করি এই সভাস্থ অনেক মহাশয় আমারদিগের সহিত দুঃখের অংশ সমান করিয়া লইবেন।

জগদ্বিখ্যাত মৃত বাবু রামকমল সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র বাবু প্যারীমোহন সেন গত ৭ কার্ত্তিক রবিবার দিবসে সাংঘাতিক জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসরের অধিক হয় নাই, এই তরুণ বয়সে তিনি সকল প্রকার উৎকৃষ্ট গুণাভরণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুণজ্ঞ ব্যক্তি এই অবনীমণ্ডলে প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাঁহার প্রিয় বাক্যে, সদালাপে, সদাচরণে, এবং সুশীলতায়, সকলেই সন্তোষিত হইতেন, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি, মুহূর্ত্ত কালের জন্যও তাঁহার চিত্ত সদনের সমীপস্থ হইতে পারে নাই, প্যারী বাবু অতি কারুণিক ছিলেন, সাধ্যমতে লোকের উপকার করিতে ত্রুটি করেন নাই, পরের বিপদে আপনার বিপদ এবং পরের সম্পদে আপনার সম্পদ জ্ঞান করিতেন, তিনি উচ্চ মনুষ্য হইয়াও কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথা কহেন নাই, নিয়তই হাস্যবদনে মৃদুস্বরে সকলের সহিত আলাপ করিতেন, তিনি এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক প্রিয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, আমরা ইহ জগতে কাহাকেই তাঁহার শত্রু দেখিতে পাই নাই, যে ব্যক্তির সহিত তাঁহার কস্মিন্‌কালে সাক্ষাৎ হয় নাই এবং কোন বিষয়েই আনুগত্য ছিল না; সে ব্যক্তি প্রথম দিবসের সাক্ষাতেই তাঁহার প্রিয়ালাপে পরিতোষিত হইয়া তাঁহাকে আপনার বহুকালের আলাপিত হিতকারী বন্ধুরূপে জ্ঞান করিতেন, আমরা পলার্দ্ধ কালের নিমিত্ত প্যারী বাবুর আন্তরিক সদ্‌গুণ সমূহের বৈলক্ষণ্য মাত্র দেখিতে পাই নাই, ক্ষমা তাঁহার মনের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদাই ক্রোধের পথ অবরোধ করিত, ঐ ক্ষমা গুণে তিনি ধৈর্য্য, ধর্ম্ম এবং অনুরাগাদিকে চির বাধ্য করিয়াছিলেন।

প্যারী বাবু কন্দর্পের ন্যায় সুপুরুষ ছিলেন, অথচ রূপের গরিমা মাত্র ছিল না, সততই উত্তম পরিচ্ছদে থাকিতেন বটে, কিন্তু কখনই পরিচ্ছদের প্রাগল্‌ভ করেন নাই, তিনি সদ্বিদ্বান সুলেখক এবং কর্ম্মক্ষম ছিলেন, বিষয় কর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল, প্রথমাবধিই উত্তমং কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করত পরিশেষ মিণ্টআফিসের দেওয়াণী পদে অভিষিক্ত হয়েন, ঐ কর্ম্মে তিনি সংপূর্ণ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা যখন তাঁহার যে বিষয় স্মরণ করি তখন তাহাতে কেবল উত্তমতাই দেখিতে পাই, অতএব অবশ্যই কহিতে হইবেক যে উল্লেখিত মহাত্মা মহাশয়ের অভাব জন্য অবনী এক অমূল্য পুত্ররত্ন হারা হইলেন।

পদ্য।

পিতা নাই, মাতা নাই, নাই গোত্র গাঁই।
ভ্রমে তোরে 'মৃত্যু' বলি, তোর নাম "নাই"
নাম শুনে জ্বরং, দেখিতে না পাই।
পদ নাই, পদ নাই, ফেরো সব ঠাঁই॥
ডুব্ মেরে পাওয়া যায়, সমুদ্রের থাই।
উদর সাগরে তোর, নাহি হয় যাই॥
কেমনেতে পাক্ পায়, মনে ভাবি তাই॥
এই বিশ্ব তোর পেটে, বলিহারি যাই।
কত ভোগি, কত যোগি, কত নাগা, সাঁই।
সমভাবে খেয়ে ফ্যালো, কসাই, গোঁসাই॥
হাতি খাস্, ঘোড়া খাস্, খাস্ ভস্ম ছাই
তথাচ মানুষ খাস্, একি তোর বাই॥
যত পাস্, তত খাস্, নাহি মেটে খাঁই।
এই পেলি, এই খেলি, তবু খাই খাই॥
ত্রিভুবন কেঁপে উঠে, যদি তুলো হাই।
শিশু নাহি খেতে পায়, জননীর মাই॥
কারো খাও, মাতা, পিতা, কারো খাও, ভাই
হ্যাদেরে, মরণ, তোর, মরণ কি নাই॥

এবৎসর অমঙ্গলের সংখ্যাই অধিক, শুভসূচক ব্যাপার প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু সংপ্রতি যে এক প্রধান সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতেই আমরা অনেক দুঃখ বিস্মৃত হইতেছি, এই মহৎ কার্য্যের প্রধান অনুরাগী সূত্রসঞ্চারক বাবু কাশীনাথ বসু। তিনি বিশেষ উৎসাহ, বিশেষ যত্ন, বিশেষ পরিশ্রম, বিশেষ চেষ্টা এবং বিশেষ প্রতিজ্ঞা দ্বারা পরলোকগতা ভূম্যধিকারী সভাকে পুনর্ব্বার জীবিতা করত এ দেশের পরম কল্যাণের সোপান করিতেছেন, উক্ত সভা চিরস্থায়িনী হইলে ভবিষ্যতে অশেষ প্রকার উপকারের সম্ভাবনা হইবেক। আমরা এবিষয়ে বসুজ বাবুর যত্ন এবং একাগ্রতা দৃষ্টে এমত ভরসা করিয়াছি, যে, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতিই হইবেক, একটা বৃহদ্ব্যাপার সমাধা করিতে যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন করে, তিনি তাহার কল্পনা করিতে ত্রুটি করেন নাই, আমরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান পত্রের সমুদয়াংশ দৃষ্টি করিয়াছি, সাধারণের সম্মতি ক্রমে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত হইলে বিবিধ বিপদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইব, এতন্নগরস্থ এবং পল্লী গ্রামস্থ অনেক ধনাঢ্য এবং ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা তাহার সুফল সিদ্ধির নিমিত্ত যথোচিত সাহায্য এবং কার্য্য করণে অঙ্গীকৃত হইতেছেন, বিশেষতঃ নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহানুভব মহারাজাধিরাজ শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহার স্থায়িত্ব জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনি নবদ্বীপ জিলার তাবৎ জমিদারের সহায়তা ক্রমে কৃষ্ণনগরে এক শাখাসভা সংস্থাপনের সূচনা করিতেছেন, এই মাসেই তাহার কার্য্যারম্ভ হইতে পারে, দেশহিতার্থে মহারাজের এতদ্রূপ

প্রস্তরভঙ্গ প্রবন্ধ দৃষ্টে আমরা অপরিমিত আহ্লাদসাগরে অভিষিক্ত হইতেছি, যাহা হউক, বাবু কাশীনাথ বসুকে এজন্য অধিক প্রশংসা করিতে হইবেক, কারণ তিনি আপনার বৈষয়িক তাবৎ কর্ম্মে একপ্রকার বিরত হইয়া শুদ্ধ ভূম্যধিকারী সভার জন্যই কায়িক মানসিক পরিশ্রম করিতেছেন, এইক্ষণে তাঁহার সময়ে আহার নাই, সময়ে নিদ্রা নাই, মান অপমান, পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা নাই, কৃতকার্য্য হওনের নিমিত্ত সর্ব্বদ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন, সর্ব্বলোকের উপাসনা করিতেছেন, এই সভাই তাঁহার ধ্যান হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার জপ হইয়াছে, তাঁহার তপ হইয়াছে, তিনি পৃথিবীর আর কোন বিষয়েই লিপ্ত হয়েন না, কেবল এতৎ মহতী কীর্ত্তি লতাকে ফলবতী করণার্থ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, এরূপ না হইলে কখনো কোন কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না, ফলতঃ আমরা যখন অঙ্কুর দৃষ্টে এরূপ আনন্দযুক্ত হইতেছি, তখন ইহার ফল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখের ব্যাপার হইবেক, তাহা বুধগণ বিবেচনা করিতেছেন, প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া আমারদিগের বসুজ মহাশয়ের মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।

---

৫৫ সালের ঘটনার মধ্যে লাহোরের যুদ্ধ এক প্রকাণ্ড চিরস্মরণীয় ব্যাপার হইয়াছে, যদিও তাহাতে ব্রিটিস রাজপুরুষেরা পরিশেষ জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ শের সিংহের দুই বিবেকের রণপাণ্ডিত্য ও বীরত্ব প্রকাশের বিষয়ে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন, সেই দুই যুদ্ধে ব্রিটিস যোদ্ধারা কোন বিষয়েই উচ্চ হইতে পারেন নাই, তাহাতেই প্রধান সেনাপতি পদচ্যুত হইলেন, শীক জাতির উপর লক্ষ্মীদেবী নিতান্ত বিমুখা হইয়াছেন, একারণ তাঁহারা অবশেষ দুর্ব্বল হইয়া এক অচিন্তনীয় চিন্তিত চিত্তে প্রণিপাত পূর্ব্বক অস্ত্রকে হস্ত হইতে বিদায় করিল, যাহাহউক, সাংগ্রামিক ব্যাপার কি নিষ্ঠুর! মনে করিলে দেহে চৈতন্যের অবস্থান থাকে না।

আহা! এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কত হানি হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতে হইলে অন্তঃকরণ অমনি দুঃখে বিদীর্ণ হইতে থাকে। ধরণী লোহিত তরঙ্গে প্লাবিতা হইয়া সংহারের সহিত বিহার করিতেছিলেন। পর্ব্বতের ন্যায় মৃতদেহের উচ্চতা দৃষ্টে শৃগাল কুক্কুরাদির মনে ভয় হইয়াছিল, ঘৃণা হইয়াছিল, একারণ শবাহারি জন্তু সব শবাহারে পরাভব হইয়াছে। কত শিশু পিতৃহীন হইয়াছে। কত উপায়হীন বৃদ্ধ পিতা পুত্রশোকে হাহাকার করিতেছেন! সন্তানের বিয়োগে কত দুঃখিনী মাতা বসুমাতার বক্ষে মাতা খুঁড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন! কত স্ত্রী স্বামি বিচ্ছেদে অনাথিনী হইয়া দাবাদগ্ধা হরিণীর ন্যায় সজলনয়নে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ভ্রাতৃ বিয়োগ জন্য কত ভ্রাতা চিরকালের নিমিত্ত শোকানলে দগ্ধ হইতেছেন। কত বন্ধু, বন্ধুবিরহে রোরুদ্যমান হইয়া জগৎকে শূন্য দেখিতেছেন। আহা! ঐ সময় কি ভয়ানক সময় হইয়াছিল! যে সময়ে কোন যোদ্ধা, শত্রু কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে সমরশয্যায় শয়ন করত শমন সদন গমনোন্মুখ জ্ঞানে নিরব হইয়া শুদ্ধ এক চিত্তে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেছিলেন। হে পরমেশ্বর! তোমার লীলা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি কি এক চমৎকার লোভের সৃষ্টি করিয়াছ, ঐ লোভের জন্যই সকল মনুষ্য সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, দয়া প্রভৃতিকে কে বিসর্জ্জন দিয়া অনায়াসেই নির্দয় চিত্তে নানা প্রকার কুকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ লোভের জন্য লঙ্কেশ্বর সবংশে ধ্বংস হইয়াছেন। ঐ লোভের জন্য কুরুকুল নিষ্কুল হইয়াছে। ঐ লোভের জন্য কত দেশ উচ্ছিন্ন গিয়াছে। ঐ লোভের জন্য মুসলমানেরা এতদ্দেশে আগমন পূর্ব্বক কত প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। ঐ লোভের জন্য ইংরাজেরা ভারত রাজ্যে আসিয়াছেন এবং মুসলমানদিগ্যে হতবল করিয়াছেন। ঐ লোভের জন্যই ইংরাজেরা কাবেল রাজ্যে অপমানিত হইয়াছিলেন। ঐ লোভের জন্য শীকেরা স্বদেশের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে। এবং এই লোভের জন্যই ইংরাজেরা মৃত বন্ধু রণজিৎ সিংহের দীর্ঘরাজ্য ছারখার করত তাঁহার শিশু পুত্র দলিপসিংহের অধিকারকে ব্রিটিস অধিকারভুক্ত করিতেছেন। অতএব লোভের চরণে প্রণাম করি। হে লোভ, তুমিই সর্ব্বজয়ী, সত্য, ধর্ম্ম, জ্ঞান, কৃপা, বিবেচনা, পরকাল চিন্তা ইত্যাদি তাবতেই তোমার নিকট পরাজয় হইয়াছেন।

গত বৎসরের সমুদয় সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ।

বৈশাখ মাস।

ড্রিঙ্কওয়াটর বিথিউনি সাহেব শপথ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মেম্বরের পদে অভিষিক্ত হয়েন। দেওয়ান মূলরাজ এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনারা ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বিস্কৌণ্ট ফাক্লেণ্ড সাহেব বোম্বাইরাজ্যের গবরনরের পদে অভিষিক্ত হয়েন। স্যার আর্থর বুলার সাহেব স্যার জান পিটার গ্রাণ্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের দ্বিতীয় বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। পামর সাহেবের ষ্টেটের এসাইনি থাকাতে বাবু আশুতোষ দেব অনেক টাকা দণ্ড দেন। বর্ড সাহেবের চিত্র প্রতিমূর্ত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় হয়। জ্ঞানরত্নাকর পত্র প্রকাশ হয়। আফিমের তেজিমান্দির মোকদ্দমায় বিলাতে পারকজির পক্ষে ডিক্রী হয়। কেণ্টন বাসি কয়েকজন চীনেম্যান কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেবকে হত করে। মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর এক কন্যা হয়। স্যার উইলিএম ইয়ং সাহেব উৎকোচ গ্রহণ করাতে তাঁহার দণ্ড হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

স্পাইন দেশের রাজমন্ত্রী তত্রস্থ ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি স্যার এচ বুলার সাহেবকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজারোহণ করিবার অনুমতি করেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মহারাণী চন্দ্রকুমারীকে লাহোর হইতে ফিরোজপুরে আনয়ন করেন। লাহোরীয় সরদারগণ তত্রত্য ব্রিটিস কর্ম্মচারি ও সেনাপতিদিগের প্রাণ নষ্ট করণের যে গুপ্তোদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট জেনরল বেঞ্চুরা সাহেবকে লাহোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করেন। ব্রিটিস সেনাদিগের দ্বারা গুরু মহারাজ সিংহের অত্যাচার নিবারিত হয়। গোলাব সিংহের সেনারা মূলতানে মূলরাজের নিকটে গমন করে। কলিকাতা নগরে কয়েকটা সম্ভ্রান্ত বাণিজ্য হৌসের পতন হয়। মিসমেরিক চিকিৎসালয় পুনঃস্থাপন নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা মেং হিউম সাহেবের বাটীতে এক সভা করেন। সুপ্রিমকোর্টের কণিষ্ঠ বিচারপতি স্যার হেনরি সিটন সাহেব স্বদেশে যাত্রা করেন। সুপ্রিম কোর্টের মাষ্টর ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেব জজদিগের বিচারে সস্পেণ্ড হয়েন। যোড়াসাঁকো বাসি বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় পরলোক গত হয়েন। উইলিএম মেক্ফারসন্ সাহেব সুপ্রিমকোর্টের ইকুইটি সংক্রান্ত একটিং মাষ্টর হয়েন।

আষাঢ় মাস।

বোম্বেতে মিডিকেলকালেজ স্থাপনার্থ বোম্বাই নগরীয় বিখ্যাত দাতা স্যার জেনসেটজি দাদাভাই ১৫০০০ টাকা দান করেন। ভাওলপুরের নবাব এবং লিউটিনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেব মূলতানে যুদ্ধারম্ভ করেন। কলিকাতাস্থ বিংশতিটা সম্ভ্রান্ত হৌস পতনের সংবাদ প্রকাশ হয়। মূলরাজের সহিত এডওয়ার্ডস্ ও কোর্টলেণ্ড সাহেব পুনর্ব্বার যুদ্ধ করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহতাপচন্দ্র বাহাদুর এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষক কৈলাশচন্দ্র বসুকে হিন্দুকালেজ হইতে দুরীকৃত করণার্থ হিন্দু মণ্ডলী আবেদনপত্র প্রদান করেন। জে লুইস্ সাহেব ভারতবর্ষীয় কৌন্সেলের মেম্বর হয়েন। ভবানীপুরে সংবাদ রত্নবর্ষণ নামক পত্র প্রকাশ হয়।

শ্রাবণ মাস।

স্যার এইচ ডবলিউ সিটন সাহেবের পরিবর্ত্তে জে ডবলিউ কালবিলি সাহেব কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের কণিষ্ঠ বিচারকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। সরিফ সাহেবের দ্বারা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সকল দ্বিতীয়বার নীলাম হয়। ইংলণ্ডে গমনার্থ জাহাজারোহণ করিয়া কিয়দ্দূরে গমন করত স্যার এইচ ডবলিউ সিটন সাহেব পরলোক গত হয়েন। সিংহল দ্বীপে কেণ্ডি নামক স্থানের প্রজারা ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। জগন্নাথের মন্দিরের বিষয়ে খোরদা দেশীয় রাজা গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

ভাদ্র মাস।

মূলতানের যুদ্ধে এডওয়ার্ড সাহেবে

পরাজয় হওনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লাহোরীয় মহারাণী বারাণসীতে আনীতা হয়েন। হাজারা রাজ্যে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হয়। আমির দোস্ত মহম্মদের নিকট দেওয়ান মূলরাজের সাহায্য প্রার্থনা করণের সংবাদ প্রকাশ হয়। রাজা শের সিংহের পিতা সরদার ছত্র সিংহ আতাওয়ালা হাজারা রাজ্যে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করেন। দুই দল ব্রিটিস সৈন্য এবং কএকটা তোপ লইয়া সেনাপতি হুইস সাহেব মূলতানে উপস্থিত হয়েন। সরিফ সাহেবের দ্বারা ইউনিএন ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সকল তৃতীয়বার নীলাম হয়। ছত্র সিংহ এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে শীক রক্তে যাহারদিগের জন্ম হইয়াছে তাহারা তাবতেই তাঁহার অনুকূলে অস্ত্র ধারণ করিবেক এবং করদারগণ তাঁহার নিকট রাজস্ব পাঠাইয়া দিবেন। মূলতানের বহির্ভাগে দেওয়ান মূলরাজের সহিত ব্রিটিস সেনাপতির গুরুতর যুদ্ধ হয়।

আশ্বিন মাস।

রাজা শের সিংহ ব্রিটিস পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে মূলরাজের পক্ষে গমন করেন, তাহাতে সেনাপতি হুইস সাহেব আট ক্রোশ পথ হটিয়া আইসেন। গবর্ণমেণ্ট দশ লক্ষ নগদ টাকা বিলাতে প্রেরণ করেন। ইউনিএন ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিব কমিটির মেম্বরগণ মহাজনদিগ্যে ২৫পরসেণ্টের হিসাবে ৫২৩৭০০ টাকা প্রদান করেন। নব্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ছত্র সিংহ হুসেন আব্দুল নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এক জন সরদার ব্যতীত দরবারে প্রায় সকল সরদার রাজবিরোধি হইয়াছেন এমত সংবাদ প্রকাশ হয়। বিবিগণ লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রিটিস অধিকার মধ্যে আগমন করেন। পার্লিয়ামেন্টের বিচক্ষণ মেম্বর লার্ড জর্জ বেণ্টিঙ্ক সাহেব পরলোক গত হয়েন। মনোহরপুরে দাঙ্গা করণের অনুমতি প্রদান করণাভিযোগে রাজা রাধাকান্ত দেব, তাঁহার পুত্র এবং বাবু রামরত্ন রায় হুগলির দারোগার হস্তে অর্পিত হয়েন, পরে তাঁহারা জামিন দিয়া খালাস হয়েন। ছত্র সিংহের সহিত সংযুক্ত হইবার মানসে শের সিংহ সৈন্য সহিত মূলতান পরিত্যাগ করেন। শের সিংহের পুত্র সরদার হরি সিংহ অনেক সৈন্য সহিত লাহোরের নিকটস্থ গুজারানওয়ালা নামক স্থান অধিকার করেন। ফিরোজপুরে এক মহাদল ব্রিটিস সৈন্য একত্র করণের অনুমতিপত্র প্রকাশ হয়।

কার্ত্তিক মাস।

হুগলিতে মেং টরেন্স সাহেবের নিকট রাজা রাধাকান্ত ও অন্যান্যের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বোম্বাই নগরে স্যার জেমসেট জি যে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণারম্ভ করেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সাহায্য করণে প্রবৃত্ত হয়েন। ফ্রান্সদেশে প্রজাপ্রভুত্ব রাজ সভা স্থাপিত হইলে তাহার সম্ভ্রমার্থে প্রধানেরা ১০১ তোপ করেন। শীকেরা অটকের দুর্গ অধিকার করে। সূর্য্যকুণ্ড নামক স্থানে মূলরাজের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তাহাতে মূলরাজ পরাজয় হইয়া পলায়ন করেন। গবরনর জেনরল সাহেব কলিকাতা রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর পশ্চিম রাজ্যে গমন করেন। স্যার হরবর্ট মেডাক সাহেব পুনর্ব্বার কৌন্সেলের অধিপতি ও বঙ্গদেশের ডেপুটী গবরনর হয়েন। ইউনিএন ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিব কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা বাবু আশুতোষ দেব এবং বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে ছয়লক্ষ টাকা ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা প্রদান করিতে সম্মত হয়েন। প্রধান সেনাপতি সাহেব লাহোরে গমন করেন।

অগ্রহায়ণ মাস।

রামনগরে প্রধান সেনাপতি সাহেবের সহিত শের সিংহের যুদ্ধ হয় তাহাতে শীকেরা সাহসিকরূপে যুদ্ধাস্ত্র চালনা করে। বৃগেডিয়ার জেনরল কিউরেটন, লক প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত সেনাপতি ও সৈন্য হত হয়। সরদার ছত্র সিংহ মেজর লারেন্স এবং তাঁহার বিবিকে কারাগারে প্রেরণ করেন। চন্দ্রভাগা নদীকূলে শের সিংহের সেনা দলের পার্শ্বভাগ আক্রমণার্থ জেনরল থ্যাকোএল সাহেব সৈন্য সহিত প্রেরিত হয়েন। শের সিংহ জিলম নদী তীরে মঙ্গল নামক স্থান অধীকার করেন।

পৌষ মাস।

স্যার ফ্রিডিরিক করি নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা ১৩৩০০০০ টাকা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হয়। গবরনর জেনরল সাহেব প্রধান সেনাপতি সাহেবকে এরূপ পত্র লেখেন যে মূলতানে জয়লব্ধ না হইলে তিনি শত্রু প্রতিকূলে গমন করিবেন না। স্বজাতীয় দীন মনুষ্যদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নিমিত্ত স্যার জেমসেটজি জিজিভাই একেবারে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ফোর্ট উইলিএম কালেজের পূর্ব্বতন কর্ম্মাধ্যক্ষ মেজর মার্সেল সাহেব এতন্নগরে পুনরাগমন করেন। উত্তরপাড়ায় এক ইংরাজী ঔষধালয় স্থাপিত হয়। ব্রিটিস সেনারা চন্দ্রভাগা নদী পার হইবার সময়ে ৬০,০০০ টাকা সহিত কয়েকখানা নৌকা জলমগ্ন হয়। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান ইণ্টরপ্রিটর মেং স্মিথ সাহেব পরলোক গমন করেন। রামনগরে একদল সৈন্য রাখিয়া প্রধান সেনাপতি সাহেব উজিরাবাদে গমন করেন। আফগান সেনারা শীকদিগের সহিত সংযুক্ত হয়। লাডোয়ার রাজা অজ্জিৎ সিংহ ব্রিটিস কারাগার ভঙ্গ করত পলায়ন করেন। বিলাত নিবাসিনী কতিপয় রঙ্গিণী সঙ্গিনী কোম্পানি নাম ধারণ পূর্ব্বক লাণ্ডন বাজার নামে বাজার স্থাপন করেন। বাবু হরিমোহন সেন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চির পদ পরিত্যাগ করেন। কাস্টমস্ বেস্সির কমিস্যনরগণ গাড়ী ঘোড়ার কর গ্রহণের নিয়ম প্রচার করেন। ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিস সেনাদিগের সহিত মূলরাজের এক ভারি যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজয় হইয়া পলায়ন করেন। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা বাবু মাধবচন্দ্র সেনকে খাজাঞ্চির পদে মনোনীত করেন। নেপালের নবীন ভুপাল বহু সৈন্য সহিত মৃগয়া ছলে ব্রিটিস রাজ্যের সীমাভাগে আগমন করেন।

মাঘ মাস।

মূলতানের দুর্গ ব্রিটিস সেনাপতির করস্থ হয়। শের সিংহ মঙ্গল নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর উত্তর পশ্চিম রাজ্যে যাত্রা করেন। ১২ জানুআরি তারিখে শের সিংহের সহিত প্রধান সেনাপতি সাহেবের পুনর্ব্বার ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিস পক্ষে কর্ণেল পেনি কুইক ও তাঁহার পুত্র মেজর হারিস, কাপ্তেন বাস, মেজর হকিন্স প্রভৃতি অনেক সেনাপতি হত হয়েন। বেলুড় গ্রামে ইংরাজী চিকিৎসালয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিকারপুর অধিকারার্থ ১২০০ আফগান সৈন্য শতদ্রু নদ পার হয়। দেওয়ান মূলরাজ আত্মীয়গণ ও সৈন্য সহিত অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পদানত হয়েন। মেগর সাহেবের বেলুন না উড়িয়া তাঁহার দোষ মানিয়া পড়ে। শীকদিগের আর্টিলরি সেনাধ্যক্ষ সেখ ইলাবক্স কয়েক জন সেনা সহিত ব্রিটিস সেনাপতির পদানত হয়েন। বাবু কাশীনাথ বসুর প্রযত্নে কলিকাতা নগরে পুনর্ব্বার ভুম্যধিকারি সভা সংস্থাপিতা হয়। মূলতানের সেনারা প্রধান সেনাপতি সাহেবের সহিত সংযুক্ত হয়।

ফাল্গুন মাস।

মেং জে আর কালবিল সাহেব প্রতিনিধিরূপে সদরদেওয়াণী আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হয়েন। মেং মেগর সাহেব পুনর্ব্বার বেলুন দ্বারা উড়িতে গিয়া ভূমিতলে পতিত হয়েন। মেং বনবর সাহেব প্রতিনিধিরূপে সদর আদালতের রেজিষ্টর হয়েন। লার্ড আক্লেণ্ড সাহেবের মৃত্যু হওনের শোক সূচক সংবাদ নগরে উপস্থিত হয়। মেং আর টরেন্স সাহেব রিকেটস্ সাহেবের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের কমিস্যনর হয়েন মেং বেট সাহেব সুপ্রিমকোর্টের ইণ্টর প্রিটরের পদে মনোনীত হয়েন। বঙ্গদেশে একজন এডমিনিষ্ট্রেটর নিযোগ করণের নিয়ম পত্র প্রকাশ হয়। রাজা শের সিংহ মঙ্গল নামক স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহোর রাজধানী আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে গুজরাটে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু সেনাপতি হুইস সাহেব তাঁহার গমনের পথ রুদ্ধ করেন। ২১ ফিব্রুআরি তারিখে গুজরাটে প্রধান সেনাপতি সাহেবের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে শের সিংহ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক তোপ ও অপরাপর অস্ত্রাদি ফেলিয়া পলায়ন করেন।

এবং জেনরল গিলবর্ট সাহেব বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার পর দিবস তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হয়েন। বাবু প্রমথনাথ দেব অতি সমারোহ পূর্ব্বক দুই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মেডাক সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য কলিকতাবাসি প্রজারা এক সভা করেন তাহাতে চাঁদার দ্বারা তাঁহার এক চিত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণের প্রস্তাব ধার্য্য হয়। মেসমেরিক চিকিৎসালয়ের ষান্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ হয়। মেডাক সাহেব বিলাত গমন করেন। এবং স্যার জান, লিটিলর সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গ দেশের ডেপুটী গবরনর হয়েন।

চৈত্র মাস।

৭০০০ শীক সৈন্য জিলম নদী পার হয়। বিখ্যাত প্রতারক বোলোর্ষ্ট সাহেবের প্রতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি সাহেব দণ্ড নিরূপণ করেন। বর্দ্ধমানে এক ব্যাঙ্ক হইবার অনুষ্ঠান হয়। নিমক ও সরাপের রাজস্ব বিষয়ে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা দুই ব্যবস্থা পত্র প্রকাশ করেন। ডিউক অফ ওয়ালিংটন সাহেবের হঠাৎ পরলোক গমনের মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হয়। আমির দোস্ত মহম্মদ খাঁ পেসোয়ার হইতে পলায়ন করেন। সিন্ধু দেশের লুটের দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। কাক্রেল সাহেব আফিসিএল এসাইনি হয়েন। সেনাপতি শের সিংহ ছত্র সিংহ ও অপরাপর বিরোধি সরদারগণ ১৫০০০ সৈন্য ও কএকটা তোপ লইয়া জেনরল গিলবর্ট সাহেবের শরণাগত হয়েন। বারাকপুরের সিপাহিদিগের মধ্যে পরস্পর কাটাকাটি হয়। বৈদ্যনাথের মেলায় যাত্রিদিগের মধ্যে ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হয়। পঞ্জাবরাজ্য সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্টরগণ এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন এবং তদনুসারে লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন তাহাতে ভয়ানক নিষ্ঠুর বাক্য সকল লিখিত হয়, তিনি ঐ ঘোষণা পত্র দ্বারা মহারাজা দলিপ সিংহকে রাজ্যচ্যুত করেন। বিদ্রোহি সরদারদিগের জায়গীর সকল অপহরণ করেন এবং কহিনুর নামক অমূল্য রত্ন কাড়িয়া লয়েন। মূলরাজকে ফাঁসি দিবার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পারিতোষিক প্রদান করণের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। ১০ জন ছাত্র ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়েন তন্মধ্যে বাবু নবীনকৃষ্ণ বসুকে প্রথম ডিপ্লোমা ও এক স্বর্ণ মেডেল প্রদত্ত হয়।

বিজ্ঞাপন।

অদ্য নূতন বৎসরের আগমন হইল, একারণ গ্রাহকগণের নিকট বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন যে, আমারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিয়মিত রূপে গৃহীত পত্রের মূল্য প্রদানে অনুরাগি হইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট লোক পাঠাবার কোন উপায় নাই, কেবল তাঁহারদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়, অতএব অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র, তাঁহারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে ক্রটি না করেন।

* পাঠকগণের প্রতি।

অদ্যকার পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে যে স্থলে "বিমান" শব্দ আছে, যদিও তাহার প্রচলিত অর্থ "আকাশযান" কিন্তু ঐ বিমান গগন শব্দে বাচ্য হইতে পারে। ফলতঃ বিমানের পরিবর্ত্তে বিমন শব্দ পাঠ করিতে হইবেক।

অপিচ এই পত্রের অপর যেং স্থানে বর্ণের অথবা শব্দের ভ্রম হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক।

যোত্রাস্তি বর্ণ রচনার্থ গতোমহীয়ান্
দোষো বিচক্ষণজনেষু বিরক্তিকারী।
সক্ষম্যতাং নিজধিয়া গুণিভির্ভ্ব-
দ্ভিঃ কৃপাকৃপামিহময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ * ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ নক্তংচক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অত্যোত্যদ্বিমল প্রভাকর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮৪ সংখ্যা। শুক্রবার ২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১৩ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

আফিণের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ১৬ এপ্রেল সোমবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময় মোকাম কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৪৭।৪৮ সালের পয়দায়শী আফিণের ষষ্ঠ নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ৩০৪০ সিন্দুক আফিণ বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের পয়দাওশী আফিণ	২২২০
বানারসের পয়দায়শী আফিণ	৮২০
জুমলা সিন্দুক	৩০৪০

* সিন্দুক ২ দফা। উপরের লিখিত বেহার ও বানারসের পয়দায়শী আফিণের অন্দরে ৭৫* সিন্দুক আফীণ ফরাসিস গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে মৌজুদ রাখা গেল।

বেহার	৭০
বানারস	৫
সিন্দুক	৭৫

৩ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সরত যেরূপ ধারাবাহিকরূপে আমলে আসিতেছে সেইরূপ সকলি বহাল রহিল উক্ত সমুদয় সরতের বিবরণ সন ১৮৪৮ সালের ১৩ সেপ্‌টেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটি এবং এক্সচেঞ্জ গেজেটি কাগজে যে ইশ্‌তেহার প্রকাশ হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি করিলে, অথবা পরমিট ও নিমক ও আফিণ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৪ দফা ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেসগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিনিয়বেন্স অর্থাৎ কিম্মতের টাকা দিয়া অফিণ খালাসের শেষ তারিখ সন ১ ৪৯ সালের ১৮ আপ্রিল ও ১ মে এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিস্যারি নোট অর্থাৎ তমস্সুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সব-ত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৪৯ সালের ১৮ আপ্রিল বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টা পরে আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিণের লাট খালাসী সববে কিম্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরী রসিদ সন ১৮৪৯ সালের ১ মে মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না ইতি।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিসন বোর্ড পরমিট ও নেমক ও আফিণ ইতি সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ৩১ মার্চ্চ।

CECIL. BEADON.
Secretary.
সি, বিডন।
সেক্রেটারী।

সংবাদপ্রভাকর

২ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা বহু দিবসাবধি প্রতীক্ষায় ছিলাম যে সমাচার চন্দ্রিকা পত্রের সুবিখ্যাত বিজ্ঞ সম্পাদক স্বর্গবাসি ৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ হইবেক,

অধুনা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে ঐ প্রয়োজনীয় বিষয় এক ক্ষুদ্রাকার পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহাতে তল্লেখক মহাশয়ের বিশেষ লিপি নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ বৃহৎ না হওয়াতে অদ্য তাহার সমদয় অংশ প্রকটিত করিতে পারিলাম না, সময়ানুসারে তাহা পাঠক মহাশয়দিগের গোচরার্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব অদ্য ভূমিকা মাত্র নিম্ন ভাগে গ্রহণ করিলাম।

ধর্ম্মসভার অতীত সম্পাদক ৺ বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র চরিত্র বিবরণ।

১১৬৪ সালে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট নবাবের সেনা নিরাকরণ পূর্ব্বক পলাশীর প্রান্তরে জয়পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া বঙ্গরাজ্য আত্মসাৎ করত কলিকাতা নগরে রাজাসন স্থাপন পুরঃসর ক্রমশঃ সৌভাগ্য সহকারে ক্বচিৎ কৌশলে ক্বচিৎ সম্প্রহারে ক্বচিদুপকারে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজসমূহকে বশীভূত করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইলেন, তদ্দৃষ্টে রাজশ্রী কমলা স্বভাবচঞ্চলা হইয়াও গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী হইয়া নিশ্চলারূপে নগরে অধিবাস করিতে লাগিলেন, তদবধি বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা নগরের অঙ্গগৌরব রাজার যশঃসৌরভ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অল্পকাল মধ্যে কমলাকৃপাবশতঃ নানা দিগ্দেশীয় ধনে জনে ও সুরপুর সদৃশ শোভমান শ্বেতাট্টালিকায় এবং রম্যারাম সরো দীর্ঘিকায় নগর পরিপূর্ণ হইল, এই কালে পরগনা উখড়ার অন্তঃপাতি নারায়ণপুর নিবাসী ৺ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনোপার্জ্জনাভিলাষে কলিকাতা নগরে সমাগত হইয়া প্রথমতঃ টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বকীয় সদ্ব্যবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণ্য মান্য পূজ্য হইলেন।

উক্ত মহাত্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৯৪ সালের আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে উক্ত পরগনার উক্ত গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার জননের পূর্ব্বক্ষণে তজ্জনক কর্ত্তৃক জাতলগ্ন নির্ণয়ার্থ কশ্চিৎ বিপশ্চিৎ জ্যোতিজ্ঞ আহূত হইয়াছিলেন, জন্ম গ্রহণ হইলে তিনি গণনা দ্বারা লগ্ন নির্ণয় করিয়া কহিয়াছিলেন যে জাতবালক বংশের কীর্ত্তিতিলক হইবেন কিন্তু যে প্রকার ধীমান্ যশস্বান্ হইবেন সে প্রকার ধনবান্ হইবেন না, অল্পকাল মধ্যে গণকের গণনা গণনায়কের বাক্যের ন্যায় গণনীয়া ও প্রত্যক্ষীভূতা হইতে লাগিল, তিনি শৈশবকালে শিশু প্রামাণিক হইয়া প্রিয়ভাষে ও শান্তস্বভাবে সর্ব্বথা জনক জননীর ও ভ্রাতৃ ভগিনীর সহক্রীড়ক বয়স্য বালকাবলির আনন্দপ্রদ হন, এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন করিলেন, তদনন্তর তাঁহার পিতা কলিকাতা মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখানি বাটী ক্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া শুভদিনে বিদ্যারম্ভ করাইলেন, যদিচ তৎকালে এক্ষণকার ন্যায় বিদ্যাশিক্ষার সরল সরণি ছিলনা সুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি স্বকৃত সুকৃতি বশতঃ স্বল্পকাল মধ্যেই সুকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলণ্ডীয় অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার অভ্যাসের অগ্রসারিণী হইল, বাণীকৃপায় তাঁহার বাণী এমত পবিত্রা ও শ্লেষ কাব্য মাধুর্য্য মিশ্রিত হইয়াছিল যে তিনি কৌশল বক্তৃতা দ্বারা বিরসকে সরস, সক্রোধকে অক্রোধ, সশোককে অশোক, নির্দ্দয়কে সদয়, অপ্রফুল্লকে প্রফুল্ল, নিরুৎসাহকে সোৎসাহ, করিতেন। তাঁহার সদয় হৃদয় যদ্রূপ কারুণ্যরসে রসিক তদ্রূপ সুরসিকা রসনাও হাস্য রসোদ্দীপক মধুময় বাক্যে বন্ধুজনের তৃপ্তি-জনিকা ছিল, তিনি পাত্রাপাত্র ভেদে অনুকূল বাক্য ও যুক্তি প্রয়োগে আবাল বৃদ্ধ যুবক জনের প্রিয়কর ও প্রিয়তর হন, তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায়-রাহিত্য বশতঃ বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়া পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় কর্ম্মাভিষিক্ত হন ,,।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, গত দিবসাবধি সংবাদ ভাস্কর পত্র বারত্রয়িকরূপে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে তিন স্তম্ভে প্রকটিত হইত; এইক্ষণে চারি স্তম্ভ হইয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয় প্রকটিত হইবেক এবং পাঠকগণ শীঘ্র২ নূতন২ ব্যাপার সকল দেখিতে পাইবেন। সংবাদপত্রের যত শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হয় ততই সন্তোষের বিষয়, গ্রাহক মহাশয়েরা সম্পাদকদিগের পরিশ্রম এবং ক্ষমতা বিবেচনা পূর্ব্বক সহায়তা করিলেই সুখের বিষয় হয়। আমরা সাধারণের গোচরার্থে নিম্ন

ভাগে ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

“ সর্ব্ব সাধারণকে নিবেদন করা যাইতেছে প্রতি বৃহস্পতিবাসরীয় ভাস্কর পত্র যাহা এক তক্তা কাগজে প্রকাশ হয় সাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্র লোকেরদের উপকার জন্য তাহার মূল্য মাসিক চারি আনা নির্দ্ধারিত করা গেল, ভাস্করের মূল্য প্রমাণে ইহার যথার্থ মূল্য মাসে অর্দ্ধ মুদ্রা হয় কিন্তু দরিদ্র লোকেরা তাহা দিতে সমর্থ হইবেন না এই কারণ অর্দ্ধেক মূল্য স্বীকার করিলাম কিন্তু যাঁহারা প্রতি মাসে এক টাকা মূল্যে মঙ্গল এবং শনিবাসরীয় ভাস্কর পত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহারদিগের নিকট বৃহস্পতিবারের ভাস্করের মূল্য গ্রহণ করিব না।,,

---

কোন হিতার্থি বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করা গেল।

“ কলিকাতা রাজধানী হইতে ভবানীপুরের মধ্য দিয়া প্রকাশ্য রাজপথ যাহা দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্র তট পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে ঐ রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বস্থ পল্লী সকলে অনায়াসে শকটপ্রভৃতি যানবাহনে লোক সকল সুখে গমনাগমন করিতেছেন, ঐ রাজপথের পার্শ্বস্থ জয়নগর হইতে মজিলপুর গমনের যে বর্ত্ম আছে তাহাতে এককালীন দুই পদ নিক্ষেপের স্থানাভাব ছিলন, বিশেষতঃ বর্ষাকালে গমনশীল ব্যক্তিদিগের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিলে আক্ষেপের শেষ হয় না, তত্রস্থ সকল লোকেই নিয়ত সেই পন্থায় গমনাগমন করেন, কিন্তু ঐ দুর্গম পথের ক্লেশ নিবারণার্থ কাহারো মনোযোগ নাই, বর্ষদ্বয় গত হইল উক্ত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ধনি বাবুগণ কতকগুলীন ইষ্টক চূর্ণ খোয়া তাহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পরিসর করিয়া দেওনাবধি এইক্ষণপর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না, কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথ হইতে উক্ত বর্ত্ম দ্বারা শকটাদি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করাইবার উপায় নাই, সংপ্রতি শুনিলাম শ্রীযুত বাবু হরমোহন দত্ত আপন কন্যার বিবাহ কর্ম্ম শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের দৌহিত্র অথচ শ্রীযুত অমৃতলাল বাবুর পুত্রের সহিত ৪ বৈশাখ অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পাদন করিবেন, তজ্জন্য ঐ পথ দিয়া গাড়ী গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এমত আশয়ে স্বীয়ার্থ ব্যয় দ্বারা কথিত রাস্তা প্রশস্তরূপে নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই কর্ম্মোপলক্ষে উক্ত বাবুকে সাধারণের উপকারী বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু যে কোন কারণ বশতঃ হউক সাধারণের গমনের নিমিত্ত বর্ত্মাদির সুগমতা এবং বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ের সাহায্য যদ্দ্বারা উদ্ভব হয় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিলে ধর্ম্মের মর্ম্মে বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ উল্লেখিত বাবুদিগের যত্নে মজিলপুরস্থ গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত বঙ্গবিদ্যালয় ও তদুন্নতির সভা এবং তৎসংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ইতি।

কস্যচিৎ সৎকার্য্যের উৎসাহ প্রদায়কস্য।,,

সিংহল উপদ্বীপে কোম্পানির প্রভুত্ব হওনের সংবাদ।*

একজন চিত্রকর কোন চিত্রমূর্ত্তিকে শ্বেত বস্ত্রাবৃত করিতে মানস করিয়া তাহার নিম্নভাগে রঙ্গ প্রদান করে নাই, দৈবাধীন উক্ত চিত্র পুত্তলের মস্তকে কেশ বিন্যাস করণার্থ তুলি যোগে কালী লইয়া যেমন শিরোদেশে দিবেক অমনি বস্ত্রের স্থানে কিঞ্চিৎ মসী পতিত হইল, তাহা ক্রমে বিস্তীর্ণ হওয়াতে সুতরাং চিত্রকরকে কৃষ্ণবর্ণ বসন চিত্র ভরিতে হইল।

বিটিস গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ নিয়মাবলম্বন করিলেন, যৎকালীন ব্রিটিস রাজ্য এতদ্দেশে স্থাপিত হইল তৎকালে লোকে বিবেচনা করিয়াছিলেন শ্রীযুত ইংলণ্ডেশ্বর মহিপালের অধীনে ভারতবর্ষ শাসিত হইবেক, পশ্চাৎ কোম্পানি স্বরূপ মসী তাহাতে ক্রমে২ বিস্তারিত হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টরূপ চিত্রকর বিবেচনা করিতেছেন তাবদংশকেই এক ভাবাপন্ন করা উচিত, অতএব সিংহল উপদ্বীপ এ পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ ছিল, তাহাও কোম্পানির করাধীনে কৃষ্ণবর্ণ হইবেক, সিংহল উপদ্বীপের প্রাচীন নাম লঙ্কা, কোম্পানি বাহাদুর তথায় গমন পূর্ব্বক রাক্ষস হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু সাধারণ কথা আছে যে “ লঙ্কায় যে যায়, সেই রাক্ষস হয় ,, অতএব সিংহলবাসিরা একালপর্য্যন্ত যে অভিমান করিতেন তাহা এইবারে শেষ হইল।

মেং ইউয়ার্ট সাহেব তাঁহার ভূগোল পুস্তকে লেখেন যে কোম্পানির শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিংহল উ

দ্বীপবাসিরা সুখি, যেহেতু তদ্দ্বীপ শ্রীমতী মহারাণীর খাস থাকাতে স্বল্প ব্যয়ে সুবিচার এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

হরকরা পত্রে বিদিত হইল, মেং জোজেফ উইলোবি ডিক্রুজ সাহেব এবং মেং রবর্ট হর্নিজ বকল্যাণ্ড সাহেব, ইঁহারদিগের যোগ্যত্র থাকাতেও যোগ্যহীনের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

ডাক্তর আলেকজণ্ডর ডফ সাহেবের বিলাত গমন বিষয়ে সম্ভবমত নগর মধ্যে জনরব হয় নাই, আমরা হরকরা পত্রে ফিরিঙ্গি সাহেবদিগের প্রদত্ত এড্রেস অর্থাৎ প্রশংসাপত্র এবং ডাক্তর ডফের প্রত্যুত্তর পত্র পাঠ করিলাম, প্রশংসিত সাহেবের প্রতি তদীয় ছাত্রগণ এবং এতদ্দেশীয় বান্ধব বর্গ কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে গত বুধবার দিবসে তিনি একপ এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন যে মহারাণী পুনর্ব্বার গুপ্তভাবে রাজ বিদ্রোহ করিবার অনুষ্ঠান করাতে চুনারে প্রেরিতা হইয়াছেন, তাঁহার সমভিব্যাহারে একদল সিপাহি সৈন্য গিয়াছে, বিদ্রোহিগণ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ স্থান পর্য্যটন করিতেছে।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে জিলা নাটোরের ভুম্যধিকারি ও অপরাপর স্বদেশ হিতেচ্ছু মহাশয়েরা পরস্পর চাঁদা দ্বারা তথায় এক দাতব্য ইংরাজী ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং মিডিকেল কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্রী তথাকার অধ্যক্ষকর্ত্তা ও চিকিৎসকর্ত্তা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, জিলা রাজশাহীর বিচক্ষণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দ্বারা ক্রমে২ তাহার উন্নতি হইতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে ঐ চিকিৎসালয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ২ সাহায্য করেন, এবং যে২ স্থানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট গণ নিযুক্ত আছেন সেই২ স্থানে ঐরূপ এক২টা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দেন।

লাহোর হইতে বিশেষ সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই সেনাপতি গিলবর্ট সাহেবের শিবিরের সমভিব্যাহারি ব্যক্তিদিগের প্রতি অসভ্য পাহাড়ীয় লোকেরা অতিশয় অত্যাচার করিতেছে, তাহারা কয়েক ব্যক্তিকে নির্দ্দয়রূপে হত করিয়াছে, আমীর দোস্ত মহম্মদ স্বসৈন্য সমভিব্যাহারে খাইবরের মহামারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাকার প্রজারা তাঁহার গমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করে নাই।

স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাত হইতে একপ নিশ্চিত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল আষ্টিয়ার প্রতিকূলে রুসিয়াধিপতি একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, এবং হংগ্রেরি দেশে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

গত বুধবাসরীয় প্রকাশিত প্রেরিত পত্রের শেষ।

দ্বিতীয় উক্ত বাজাপ্তী গ্রামের পূর্ব্বাধিকারি পাট্টাধারি দেবীপ্রসাদ রায় ও দেবনারায়ণ রায় তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ তারাপ্রসাদ সেন কেবল দেবী প্রসাদ রায়ের উত্তরাধিকারী জানাইয়া দেবনারায়ণ রায়ের নাম সংস্রবও করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ হরণারায়ণ রায় ও প্যারিমোহন রায় উক্ত দেবনারায়ণ রায় ও দেবীপ্রসাদ রায় উভয়ের উত্তরাধিকারী জানাইয়াছে, অতএব এস্থলে হে সম্পাদক মহাশয় আপনি নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিলেই কোনপক্ষ উক্ত বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী, বিশেষরূপে জানিতে পারেন, তৃতীয় উক্ত আবেদনকারির যথার্থ পিতামহ দেবীপ্রসাদ সেন মহাশয় গবর্ণমেণ্ট হইতে নাম অগ্রে রায়োপাধি প্রাপ্ত হইয়া রায় দেবীপ্রসাদ সেন বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতেন, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অধুনা তাঁহার বংশ সম্বন্ধীয় শ্রীযুত শ্রীনাথ সেন মহাশয় যিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তিনি উক্ত রায় দেবীপ্রসাদ সেনের বংশ সম্বন্ধীয় অভিমানে রায় শ্রীনাথ সেন নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, এতদ্বিষয়ের বিশেষানুসন্ধান করিলেই পাঠক মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে কোন্ পক্ষ উক্ত বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী এইক্ষণে লেখক মহাশয়কে করযোড়ে অনুরোধ করি যে তিনি যেন কোন বিষয়ের সত্যাসত্য না জানিয়া সত্যাধারক প্রভাকর পত্রে এমত মিথ্যা বিষয় আর না লেখেন ইতি শকাব্দাঃ ১৭৭০ তারিখ ২৯ ফাল্গুন।

কস্যচিত পক্ষপাত বিহীন জনস্য।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচক্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতস্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অত্যোত্তদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮৫ সংখ্যা) শনিবার ৩ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১৪ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"গোমতী,, নামক বোঝায়ের নৌকা "ইণ্ডস্,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রম পূর্ব্বক আলাহাবাদে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ছোট২ পুলিন্দা সকল যাহার পরিমাণ এক ডজন অর্থাৎ ১২ খানায় বাক্স হয়, তত্তাবতের ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১০ আপ্রিল ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।

জমিদারী দিগর ইজারা।

জয়চন্দ্র পালচৌধূরী বাদী।

কৃষ্ণকিশোর নিউগী দিগর প্রতিবাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ আপ্রিল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেণ্ড সেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত বাদী জয়চন্দ্র পালচৌধূরীর নীচের লিখিত জমিদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন। যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালকে পরগনে দাঁতিয়া, হোসেনপুর বাগমারা, মাগুরা, ঘণা, মুড়াগাছা রকম।০ চারি আনা ১

শহর কলিকাতা সূতানুটির শামিল এক কেতা জমী অনুমান ॥১৷॥০ সাড়ে এগার কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা। দক্ষিণ দিগে মৃত জয়রাম ঘোষের দরুণ জায়গা। পূর্ব্ব দিগে মৃত গোকুলচন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। রকম আট আনা ১

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা।
রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
তারিখ ১২ আপ্রিল ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭১।

গত গুরুবাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তদ্‌গুণাকর সম্পাদক মহাশয় দেওয়ান মূলরাজের দোষাদোষ বিচার করিবার অভিপ্রায়ে যে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ চমৎকৃত হইয়াছি, সহযোগী মহাশয় লেখেন যে মূলরাজের আজ্ঞাক্রমেই এগিনু ও এণ্ডর সন সাহেব হত হইয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি প্রথমোক্ত সাহেবের মৃত দেহ আপনার সম্মুখে আনাইয়া তাহার নাসিকা কর্ণ ও অপরাপর বহিন্দ্রিয় দেশে বারুদ দিয়া তাহাতে অনল সংলগ্ন করত কৌতুক করিয়াছিলেন, তিনি যদ্যাপি পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুর কার্য্য না করিয়া কেবল ব্রিটিস বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইত না, তিনি শের সিংহ ও ছত্র সিংহের ন্যায় অবশ্য নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতেন, যেহেতু ব্রিটিসজাতি স্বাধীনতাকে এমত ভালবাসেন যে, যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা জন্য তাহারদিগের সহিত যুদ্ধ করেন তাহারও প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহার প্রাণদণ্ড করেন না। ফ্রেণ্ড মহাশয় এই লেখার দ্বারা দেওয়ান মূলরাজের প্রতি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন ইহার সত্যতার প্রতি আমরা কোনক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না, বিশেষতঃ ঐ অভিযোগের বিচারও হয় নাই, অতএব অবিচারে একজন প্রধান লোককে হত করা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, বিচারের পূর্ব্বে সহযোগী মহাশয় যখন ঐ অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তখন অনেকেই বলিবেন যে উক্ত অভাবনীয় গল্প শ্রীরামপুরের বৃহৎ যন্ত্র হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেক। ॥

আমারদিগের প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ্ সাহেব "আরমি অফ পঞ্জাব,, নামক রণজয়ি সেনাদল সংক্রান্ত সৈন্যদিগ্যে যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করণের অভিপ্রায়ে গবরনর জেনরল সাহেবের নিকট এক পত্র লেখাতে তিনি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মতি প্রদান করত প্রত্যোক্ সেনানী ও সৈন্যের নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্জাবের যুদ্ধের নিমিত্ত এক নূতন মেডেল অর্থাৎ পদক প্রস্তুত হইবেক, তাহার একভাগে " পঞ্জাব ,, শব্দ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবেক, অপিচ অপর ভাগে কি লেখা হইবেক তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই, লার্ড বিসাপ সাহেবকে গবরনর জেনরল সাহেব এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন যে পঞ্জাব রাজ্যে ব্রিটিস সেনাদিগের জয় লব্ধ জন্য তিনি প্রত্যোক্ ভজনালয়ে পরমেশ্বরের আরাধনা ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণের এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবেন।

আমারদিগের দৈনিক সহযোগী সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় বর্ত্তমান শকের প্রথম দিবসাবধি উত্তম অক্ষর দ্বারা স্বীয় পত্রের অঙ্গ সৌষ্ঠব করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার কলেবরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা গত দিবস তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, অধুনা অভিলাষ করি সহযোগী মহাশয় যেরূপ উৎসাহে পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলেন সেইরূপ মনোযোগী হইয়া উত্তম২ বিষয় সকল লিখিয়া সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রকে সর্ব্ব সাধারণের আদর যোগ্য করুন।

আমরা অবগত হইলাম হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষা কৌন্সেলের সভাপতি মহাশয়ের নিকট এরূপ এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, যে উপস্থিত গ্রীষ্ম কালের নিমিত্ত প্রাতঃকালে শিক্ষা দিবার নিয়ম করিলে ভাল হয় কিন্তু সভাপতি সাহেব এপর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

আমরা অবগত হইলাম যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি মেং এইচ, এম, আলিএট সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত লাহোরে অবস্থান করিবেন, এবং তথাকার বন্দবস্ত বিষয়ে স্যার লারেন্স এবং মেন্সেল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিবেন, গবরনর জেনরল সাহেব আর ফিরোজপুরে থাকিবেন না, অতি শীঘ্র তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিমুলিয়ার শীতল শিখরে গমন করিবেন।

বিলাত হইতে যে সকল গোপনীয় পত্র আসিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়াগেল যে তথায় এরূপ জনরব হইয়াছে যে লার্ড গফ সাহেব বিলাত গমন করিলে স্যার জর্জ পালক সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইবেন।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪ রেজিমেণ্ট এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য আছে, তন্মধ্যে ৩৬ রেজিমেণ্ট এইক্ষণে পঞ্জাব রাজ্যে অবস্থান করিতেছে অবশিষ্ট সকল সৈন্য এতদ্দেশে আছে, অতএব পঞ্জাব রাজ্য রক্ষা জন্য পদাতিক সেনাদলের আর অধিক বৃদ্ধি হইবেক না।

---

২৪ পরগনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রত্যোক্ পুলের নিম্নভাগে এক২ জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের নিমিত্ত এক২ খানা খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইতেছে।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সময়ে মেং মেগার সাহেব পুনর্ব্বার বেলুনে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেলুন দশ হস্ত উঠিয়া পুনর্ব্বার ভূমিতলে পতিত হইয়াছে।

আমরা কোন সদ্বিদ্বান্ বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকাশ করিলাম।

" সম্পাদক মহাশয়, আপনকার ১৭৭০ শকাব্দা ২৩ চৈত্র বুধবাসরীয় ৩৩৭৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে কতিপয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে দুই প্রশ্ন আপনকার নিকট মীমাংসার্থে প্রেরিত হইয়া পত্রারূঢ় হইয়াছিল তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর ছলে অস্মদাদি কর্ত্তৃক যেমন বিবেচিত হইল তাহাই লিখিয়া ভবদীয় সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম, অনুগ্রহ পুরঃসর প্রভাকর কর তুল্য প্রভাকর পত্রের এক ধারে সংশোধন পূর্ব্বক আধার প্রদান বিধায় এ অকিঞ্চনের মানসবৃক্ষে সিদ্ধি ফল ফলিত করাইবেন।

" দেব ,, এই উপাধি কায়স্থদিগের আধুনিক নহে, বোধ হয় বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কায়স্থের শ্রেণীবদ্ধ হওনাবধি প্রচলিত আছে, তবে কেহ " দেব ,, কেহ২ " দে ,, ও কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যুক্তিমতে " দেব ,, ই যথার্থ, কারণ কোন কালে কোন ব্যক্তি " দেস্য ,, দ্বারা অধিকার জানাইয়াছেন? এবং কিরূপে হইতে পারে? " দেবস্য ,,ই হইতে পারে, আমরা বাল্যাবস্থায় সাধারণ গুরু মহাশয়ের নিকট যৎকালীন কদলী পত্রে পত্র লিখিতাম সেই অবধিই " দেবস্য ,, এই শব্দ দ্বারা অধিকার জানাইয়া আসিতেছি, যথা " সেবক শ্রীগৌরীকুমার দাস দেবস্য ,, ইত্যাদি, অতএব " দে ,,হইতে দেবস্য পারে না, " দেব , " দেবস্য ,, হইতে পারে, অপিতু প্রশ্নকারিগণ লিখিয়াছেন কায়স্থের পদবী " দে, সরকার বা দাস ,, আহা! কি অপরূপ নূতন কথা দৃষ্টি করিলাম, কায়স্থের উপাধি " দে, সরকার বা দাস ,, ইহা তাঁহারা কোন্ যুগে কাহার দ্বারা শ্রুত হইয়াছেন; যখন তাঁহারা ইহাই জানেন না যে কায়স্থের পদবীর অগ্রে " দাস ,, এই শব্দের সংযোগ হবেই হবে, তখন কায়স্থের দেব পদবী আছে কখন শ্রুত হয়েন নাই তাহা আশ্চর্য্য নহে।

অপিচ ঐ প্রস্তাব পাঠে বোধ হয় মদমত্ততা প্রযুক্ত প্রশ্নকারগণ কোন দেব বংশের উপর লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, নচেৎ " কায়স্থের দেব উপাধি কত কাল হইয়াছে ; ,, কেবল লিখিলেই হইত, যদিও প্রশ্নের উত্তর লক্ষিত ব্যক্তিরই দেওয়া বিধেয় তথাচ আমরা দেব বংশজাত হইয়া তদুত্তর প্রদানে ক্ষান্তাবলম্বন করিতে পারিলাম না, ভাল প্রশ্নকার মহাশয়গণ, জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের অবস্থান্তর হইলে উপাধির বিনিময় করিয়া কি সম্মানের পথ মুক্ত হইতে পারে? হাঁ, বরং এইক্ষণকার রীত্যনুসারে " বাবু ,, শব্দ প্রচারে অনেকে সংপূর্ণ যত্ন প্রাপ্ত হয়েন, কারণ আমরা বিংশতি একবিংশতি বৎসর বয়স্ক কতিপয় যুবক, আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইবার মধ্যে অর্থাৎ নয় দশ বৎসরের পূর্ব্বে যাঁহারা আমারদিগের গ্রামে থাকিয়া স্বহস্তে রন্ধন করত আহার করিয়া নিজ২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন অধুনা আশাতিরিক্ত সম্পদবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা কি তাঁহারদিগের আনুসঙ্গি পরিবারেরাও বাবু পদবীর দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক সম্বোধিত না হইলে রাগ প্রকাশ না করিতে পারুন অন্তঃকরণে বিলক্ষণ উদিত করিয়া পরিশেষ ক্ষুন্ন হয়েন, অতএব অবস্থান্তরে বাবু পদবী জন্যই অনেকে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, দের বিনিময়ে দেব কহিলে কি হইতে পারে? যাহা হউক আমি কোন গ্রন্থ দৃষ্টে লিখিতে পারিলাম না, প্রশ্নকারেরা যদি এতদুত্তরে সন্তুষ্ট না হন তবে শ্রীযুক্ত রাজা রাধা

কান্ত দেব বাহাদুরের নিকট এতৎ প্রশ্ন প্রেরণ করিলেই আদ্যন্ত জ্ঞাত হইয়া উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, নচেৎ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় ইহার মীমাংসা কি প্রকারে করিবেন ? তিনি স্বয়ং শোভাবাজারের রাজা বাহাদুরদিগকে একালপর্য্যন্ত " দেব ,, শব্দে বাচ্য করিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিতে হইলে অস্মদাদির পক্ষেই পোষকতা করিতে হইবেক, এবং একেবারে কায়স্থের দেব উপাধি নাই কহিলে তাঁহার বহুদর্শিতা গুণে কলঙ্ক অর্পিত হওন সম্ভাবনা ।

যুবক দেবস্য ।

পুং " পূর্ব্বে তাহারদিগের পিতা পিতামহ ইত্যাদি শুনা যায় নাই ,, প্রশ্নকারদিগের এতদভিপ্রেত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না ।,,

প্রেরিত পত্র ।

কবিতা কমল সবিতা শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহোদয় সচ্চরিতাবলম্বনেষু ।

যদিচ ঋতুপতি চতুর্থাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ স্বভাবতঃ চির যৌবনযুক্ত বিধায় বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিকতর সমাদর ভাজন হইতে পারেন, এবিধায় নিম্ন লিখিত কবিতা সন্নিধানে প্রেরিতা হইল, যথা বিহিতানুমতি প্রদান করিবেন ।

পদ্য ।

হেমন্ত করিয়া অন্ত সামন্ত সংহতি ।
সুশান্ত বসন্ত ঋতু মতিমন্ত মতি ।।
অনিবার্য্য করে রাজ্য ধার্য্য করি কর ।
কর লয় করাদায়ী দিবাকর কর ।।
সকর নিষ্কর তার বিবেচনা নাই ।
শুষে লয় রস কষ করে সব ছাই ।।
বসন্ত সচিব বর কুসুমের শর ।
অঙ্গহীন হোয়ে তবু কৌশলে তৎপর ।।
প্রহরে প্রহরা দেয় পবন প্রহরী ।
প্রহারে বিরহি বন্দী কাঁপে থরহরি ।।
ওয়াকীব নকীব বনের প্রিয়পাখি ।
নৃপতির অহংকারে রক্তবর্ণ আঁখি ।।
কুঞ্জরূপ রাজার সভায় নিরন্তর ।
ফুকরে কুহরে করে কুহু২ স্বর ।।
মধুকর স্তুতিপাঠ করে মধুস্বরে ।
মধুকর মধুহর মধুর আকরে ।।
অধিরাজ অনুগ্রহ পেয়ে এক গুণ ।
অবিরত গায় গুণ করি গুণ২ ।।
নিজ চাকে মধুচাকে মধু মক্ষিকায় ।
উদর তুষিয়া শেষ মধু মাখি কায় ।।
রসালের রস যদি পেটে নাহি ধরে ।
মনোসুখে তবে ভাই মাখ কলেবরে ।।
পাইয়ে সুখের কাল বিহঙ্গম সব ।
চরে চরে গান করে মহামহোৎসব ।।
নব দল সহকার সহকার দল ।
রস ভরে থরে২ করে ঢল২ ।।
ঋতুর কৃপায় পায় কিবা ভঙ্গিভাব ।
সরলতা গুণে লতা করে আসি ভাব ।।
মনোহর তরুবর সরোবর কুলে ।
মুকুলিত আকুঞ্চিত নতমুখ ফুলে ।।
পীনপয়োধর ভরে যুবতী যেমন ।
যৌবন বসন্তে হয় ব্যাকুলিত মন ।।
নবদল বিল্বদল পক্ব বিল্বদল ।
কাঁচা পাকা এক ঠাঁই বিধাতার বল ।।
তরুণ বয়সে যথা তরুণী সকল ।
আনন্দ বিতরে দিয়ে প্রণয়ের ফল ।
বসন্তের ছত্র সম নব পত্র চয় ।
সুশীতল ছায়া দেয় দিবস সময় ।।
রজনীতে ব্যাজনী হইয়া পুনর্ব্বার ।
চামর ঢুলায় হোলে ভূপতির বার ।।
অশোকের মান দেখি মুগ্ধহোয়ে শোকে
পারিজাত অভিজাত হলেন ভূলোকে
জাত গেল বটে কিন্তু ক্ষুধা নাহি টুটে ।
ধরায় হইল বাস বাস গেল ছুটে ।।
হিংসকের প্রতি এই আছে নিরূপিত ।
স্বপদে বিপদ হয় হিতে বিপরীত ।।
কণক চম্পক শাখা উর্দ্ধ বাহু করি ।
মলয় অনিলে ডাকে বেশ্যাভাব ধরি ।।
সেই ক্রোধে মধুব্রত না যায় তথায় ।
বঁধু বিনে মধুহীনে বিদরিয় যায় ।।
ধব নব ধব পরি পরিহরি দুঃখে ।
মাধবী মাধবে থাকে ধবযুক্ত সুখে ।।
ছায়া জায়া কাছে পাছে যান্ দিনমণি
ফিরে২ নিরখে স্বপত্নী সূর্য্যমণি ।
বসন্তের শাসনেতে সুখি সর্ব্বজন ।
কেবল বরিষে বারি বিয়োগী নয়ন ।।
বিরহীর অভিশাপে নিদাঘের করে ।
জ্বর২ হোয়ে ঋতু পলাবে অন্তরে ।।
এই যে কোকিল করে এত জারি জুরি
বরষায় বোবা হবে যাবে ভারিভুরি ।।
মধুকরে ব্যস্ত করে করি গান পান ।
এই হেতু ধরাতলে স্থান নাহি পান ।।
তাপ দিয়ে শাপগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় ।
ক্ষীণ হোয়ে রাহুভয়ে কম্পিত হৃদয় ।।
তনু বিঁধে তনুহীন দেব দুরাচার ।
সেই পাপে হরকোপে হন্ ছারখার ।।
সমীরণ উচাটন্ করেন যেমন ।
ভুজঙ্গের উদরেতে তেমনি দমন ।।
এইরূপ পাপ বোগে উদয় সন্তাপ ।
খরতর করধর প্রকাশে প্রতাপ ।।
ক্রমে ক্ষুন্ন দৈন্য বসন্তের সৈন্য সব ।
কেবল মলয়ানিলে আছয়ে গৌরব ।।
পক্ষাপক্ষ নাহি জানি এক পক্ষ গতে
দেখা যাবে কোন পক্ষে হয় রণ ফতে ।।

শ্রীচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

সাং উত্তরপাড়া । হাল সাং খিদিরপুর

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাংমমস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতিতাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম যতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৩৩৮৬ সংখ্যা) সোমবার ৫ বৈশাখ ১২৫৬ সাল । ইং ১৬ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয় ।

" গোমতী ,, নামক বোঝায়ের নৌকা "ইণ্ডস্,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রম পূর্ব্বক আলাহাবাদে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য. স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক ।

ছোট২ পুলিন্দা সকল যাহার পরিমাণ এক ডজন অর্থাৎ ১২ খানায় বাক্স হয়, তত্তারতের ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট ।

১০ আপ্রিল ১৮৪৯ ।

সংবাদপ্রভাকর

৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭১ ।

গত মঙ্গলবাসরে পতিত ম্লেচ্ছ মন্সিয়র মেগর সাহেব শূন্যমার্গ গামী হওনের সময় অত্যন্ত জনতা বশত শকট চক্রে পতিত হইয়া কাল্না নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গমন স দন গমন করিয়াছেন, বেগর মেগর ভাল নগর পাইয়াছে, নগরীয় লোকের ধন্য আমোদ, পুনঃ২ দুষ্টের চাতুর্য্যের প্রমাণ পাইয়াও তদর্থে অর্থ সামর্থের অপচয়ে বিরাগ মাত্র, নাই ধন্য চৈত্রমাস, রৌদ্রের প্রচণ্ডতায় ৪৯ মহাশয়ের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তৎ প্রমাণ কলিকাতা নগরীয় লোকের কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গেল, রাজপুরুষেরাও মন্দ নহেন, দুষ্টদমন বিষয়ে কিছু দৃষ্টি নাই, মেগর শূন্য গমন করণের বিদ্যায় পারদর্শী নহে, ইহা জানিয়াও কি জন্য প্রজাপুঞ্জের ধনাপহারি উল্লেখিত বঞ্চকের প্রতি দণ্ড নিরূপণ করেন না, মেগর সমাচার পত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়া তাহার অর্থ প্রদান করে না, সরকার বিল লইয়া গেলে লুক্কাইত হয়, অতএব পুলিসাধ্যক্ষ বিচারিক মহাশয়দিগের আদৌ উচিত হয়, উক্ত দুষ্ট ঐন্দ্রজালিকের প্রতি মনোযোগ করেন ।

মনুষ্য জাতি এক ভা[illegible] হইয়া চিরদিন থাকিতে [illegible] ক ন

হেন, সর্ব্বদা নূতন২ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লোলুপ হইয়া নানা প্রকার ক্রিয়ার অধীন হয়েন, নগরস্থ লোকেরা কিয়দ্দিবসের জন্য পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসেন, এবং পল্লী বাসি গ্রাম্য লোকেরা নগরের শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করণার্থ গতায়াত করিয়া থাকেন, কি সভ্য, কি অসভ্য, তাবজ্জাতির মধ্যে অবস্থা পরিবর্ত্তন করণের মানস সর্ব্বদা দীপ্তমান রহিয়াছে, রোম রাজ্য প্রথমতঃ নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হইত, পশ্চাৎ প্রজা প্রভুত্ব রীতি স্থাপনা হয়, পরে তাহাও নিত্য হইল না, কিয়ৎ বৎসরান্তে সম্রাটদিগের দ্বারা রাজ কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল, পরে সম্রাজ্যের অত্যয় প্রাপ্তি হইলে একাল পর্য্যন্ত পোপ নামক ধর্ম্ম এবং রাজকীয় উভয় বিষয়ের প্রকাশক কর্ত্তৃক ভূভার পালিত হইত, সম্প্রতি তাহাও স্থগিত হইল, পোপ স্বীয় শিষ্যদিগের রাজ্যে পলায়ন করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পদ পুনঃ প্রাপ্ত হওনার্থ যত্ন করিতেছেন, এখানে তাঁহার রাজধানীস্থ প্রজারা পুনর্ব্বার প্রজাপ্রভুত্ব রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, কেবল ধর্ম্মবিষয়ক প্রধান পদ তাঁহার প্রতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, অতএব ধন্য মনুষ্য, তুমি একভাবে কদাচ অবস্থান করিতে পার না, গাভী বৎ নূতন২ তৃণের আস্বাদ লইতে সর্ব্বদা অন্তঃকরণে সাধ জন্মে, তাহাতে বিধিকৃত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করণেও ভীত নহ।

মেং ডবলিউ পি, গ্রাণ্ট।

আমারদিগের কোন২ বিশেষ বান্ধবের শুশ্রূষণীয় বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয় বিলাতি পত্র হইতে অনুবাদিত করিলাম।

প্রিবি কৌন্সেলের বিচার বিষয়ক সভা।

কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের পূর্ব্বতন মাষ্টর মেং ডবলিউ, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের আপীল।

গত ১৩ ফিব্রুআরি তারিখে মেং ডবলিউ পি, গ্রাণ্ট সাহেবের জুনিয়র কৌন্সেল অর্থাৎ দ্বিতীয় উকীল মেং পিকক্ সাহেব প্রিবি কৌন্সেলের বিচার বিষয়ক সমাজে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদান করিলেন, যে স্যার উলিয়ম, পিল সাহেবের বিরুদ্ধে আপীল করণার্থে দরখাস্ত প্রদান করণে প্রার্থনা রাখেন, যেহেতু তেঁহ অ-নিয়ম পূর্ব্বক গ্রাণ্ট সাহেবকে সস্পেণ্ড অর্থাৎ কার্য্যে স্থগিত করিয়াছেন, তাহা চার্টর পত্রের নিয়মাতীত হইয়াছে।

লার্ড ব্রোহ্যাম। তুমি কি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এবিষয় গোচর করিয়াছ।

মেং পিকক্। মিসুয়ার্স পামর সাহেবান যাঁহারা প্রতিবাদি পক্ষের মোক্তার হয়েন, তাঁহারা গ্রাণ্ট সাহেবের মোক্তারদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন, ঐ পত্র শ্রীযুতদিগের আজ্ঞা হইলে আমি পাঠ করিব।

জ্ঞানিবর কৌন্সেল তৎপরে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন যথা " মেং গ্রাণ্ট সাহেবের হানি না হয় অর্থাৎ তেঁহ স্বয়ং ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া স্বয়ং প্রধানবিচারপতিকে বিচার বিষয়ে আহ্বান করিলে বিলম্ব হইবেক, এজন্য তাঁহার মোক্তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে রাজ দ্বারে উপস্থিত হইতে প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন। তথাচ তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে তৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার পক্ষপাত হয়, অর্থাৎ সমুদয় বিষয় যথার্থ ভাবাপন্ন হইয়া যেন শ্রীযুতদিগের সুগোচর হয়, কারণ তদ্ব্যতীত সুবিচার সিদ্ধ হইতে পারে না।

লার্ড ল্যাংডেল। এই পত্রের মর্ম্ম যথার্থ বটে, কিন্তু প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ পীল সাহেব স্বয়ং উপস্থিত না হইলে এবিষয় কিরূপে বিচারিত হইতে পারে। লার্ড ব্রোহ্যাম। পত্র বিহিত রূপে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রধান বিচারপতি কি প্রকারে এপর্য্যন্ত আসিয়া স্বীয় দোষ ক্ষালন করিতে পারেন।

সভার সিরিস্তাদার সাহেব ব[...]হিলেন, এমত সকল বিষয়ে প্রতিব[...]দিকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হয়, অপ[...]র তাঁহার উকীলদিগ্যে পক্ষাপক্ষ শ্রে[...]ণীতে গণ্য করা যায়।

স্যার ফ্রিডরিক্ থিসিজর সাহে[...] অন্য মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকিয়াও ব[...]হিলেন, তেঁহ স্বয়ং এক বিষয়ে কো[...]ড়া দেশীয় একজন বিচারপতির কৌ[...]ন্সেল রূপে উপস্থিত হইয়াছিলে[...] ঐ বিচারক তাঁহার কোর্টের একজ[...] উকীলকে পদচ্যুত করেন। অতএ[...] তাঁহার বিবেচনায় প্রধান বিচারপতি সাহেবের অভিপ্রায় তাহার কৌন্সেল যোগে শ্রবণ যোগ্য বটে।

লার্ড ব্রোহ্যাম। আমরাও ইহাতে নিতান্ত ইচ্ছুক, যে প্রধান বিচারপতির উকীল দ্বারা বিচার কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহাতে আমরা সুখি হইব। অতএব মেং পিকক্ তোমার আবেদন পত্র আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি, যদ্যপি তোমার ময়াক্কেল খরচার টাকার জন্য প্রতিভূ প্রদান করেন।

তৎপরে স্থিরীকৃত হইল, ৩০০ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩০০০ টাকার জামীন গৃহীত হইবেক, তাহাতে স্বীকৃত হইলে আবেদন পত্র নথির সামিল হইল, জুন মাসের পূর্ব্বে বিচারারম্ভ হইবেক এমত কল্পনা আছে।

সংবাদ অরুণোদয়।

বর্ত্তমান মাসাবধি উক্ত পত্র প্রতি মঙ্গল বাসরে প্রকাশ হইবেক।

গত বৃহস্পতিবার যামিনী যামার্দ্ধ সময়ে বামুন বস্তি স্থানে ভয়ানক অনল সংলগ্ন হইয়া বিস্তর গৃহ দাহ করিয়াছে, প্রাণির হানি হইয়াছে কি না, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই।

লাহোরের পত্রে এমত ব্যক্ত করে যে মূলরাজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি অপর দুই ব্যক্তি ফাঁসি দ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা সত্য হইলে এতদপেক্ষা ব্রিটিস্ জাতির অধিক নির্দ্দয়তার কার্য্য পৃথিবী মধ্যে আর কিছুই দৃষ্ট হইবেক না।

সিন্ধু দেশের রণজেতা মহাবীর স্যার চারল্স, নেপিয়ার সাহেব গপ সাহেবের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, বিলাতের কর্ত্তারা চিনিওয়ালার যুদ্ধে শেষোক্ত বীরের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

কুমারহট্টস্থিত দাতব্য বাঙ্গলা পাঠশালার দ্বিতীয় বার্ষিক প্রকাশ্য পরীক্ষা গত ৩০ চৈত্র বুধবার অপরাহ্ণে উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অতি সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা হইয়াছে, পাঠার্থিরা স্ব২ পাঠ্য গ্রন্থের উৎকৃষ্ট রূপে পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে, পরীক্ষা সমাজে কলিকাতা মহানগর নিবাসি শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি মান্য ব্যক্তি ও হুগলি কালেজের কয়েকজন পণ্ডিত এবং গ্রামস্থ অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন, ইঁহারা সকলেই পাঠশালার নিয়ম ও শিক্ষার রীতিবত্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ভগবতী বাবু পাঠশালার স্থায়িত্বের নিমিত্ত ও ছাত্রেরদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে এক সদ্বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ মাত্রেই আপ্যায়িত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, অনন্তর পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকেরা স্ব২ পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে পরীক্ষা সভা ভঙ্গ হইল।

দর্শকস্য।

রূপক।

গ্রীষ্মাতি শয্য।

লঘুত্রিপদী।

প্রখর তপন, অনল বরণ,
ধরণীর রস হরে।
তাপিতা অবনী, পশু পক্ষি ফণি,
কাতর প্রখর করে ।।
দেহ আছাড়িয়া, ধায় পাছাড়িয়া,
ছায়াতে গোপন হয়।
পশু তরু তলে, পক্ষি তার দলে,
বিবরে ভুজঙ্গ চয় ।।
গাভী বৎস পাল, যথা বৃক্ষ জাল,
গোষ্ঠ ত্যাজে তথা ধায়।
করে হাম্বা রব, মনে অনুভব,
মৃদুল মারুত চায় ।।
চাতক চঞ্চল, বলে জল২,
মধুর গভীর স্বরে।
সুস্থির কানন, স্তব্ধ পক্ষিগণ,
গতি পরিহার করে ।।
ঝিল্লি রব শান্ত, মৃগ পরিশ্রান্ত,
তৃষায় প্রান্তরে ছুটে।
মাতঙ্গ নিচয়, বারি অন্বেষয়,
চরণে কাঁকর ফুটে ।।
অনল অনিল, অনল সলিল,
অনল সকল মাটি।
দগ্ধ করে সব, প্রলয় প্রভব,
গেল২ বিশ্ব বাটী ।।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

" কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য ,, ইত্যাঙ্কিত যে এক পত্র আমারদিগের যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা বিবেচনা বিরহ জন্য অদ্য অপ্রকটিত রহিল, বিবেচনা সিদ্ধ হইলে আগামি পত্রে প্রকাশ হইবে।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণাকর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনুকম্পা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত পত্র সংশোধন করত প্রভাকর পত্রে প্রকটন করিয়া পরমাপ্যায়িত করিবেন।

২৮ ফাল্গুনের প্রভাকর পত্রে দৃষ্ট হইল জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি মেহেরপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ঘূর্ণলালের স্বভাব চরিত্রের পক্ষে কোন মহোদয় প্রশংসা করিয়া পরিশেষে আলস্য মগ্ন হওয়া প্রকাশ করাতে তদ্দোষ দূরীকরণার্থ পত্রিকায় যথোচিত লিখিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়, আমার সহিত উক্ত বাবুর বহুকালাবধি আলাপ থাকিবায় বিশেষতঃ এইক্ষণে আমার বাসস্থানে তাঁহার স্থিতি হওয়ায় সমুদয় গুণাগুণ অবগত থাকা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম, যেহেতু বক্তা মহাশয় বাবুর যে গুণানুবাদ করেন সে সেই প্রকার, যথা, একজন অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল যে ওদিগে গোলমাল কি জন্য হইতেছে? সে উত্তর করিল এমত কিছু গোল নহে বাবাকে বাঘে ধরেছে। তদ্রূপ প্রশংসা করিয়াছেন, কেননা তাবৎ গুণ থাকিয়া আলস্যযুক্ত হইলে সকল গুণ নষ্ট হয়, বিশেষ বর্ত্তমান রাজনিয়মে বিচারকগণের অন্য দোষ গোপন থাকিতে পারে, কিন্তু আলস্য অপ্রকাশ্য থাকা সম্ভব নহে, যেহেতু প্রতি মাসে বিচার নিষ্পত্তির সংখ্যা নিরূপিত আছে, এবং কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির গৌণ হইলে তাহার উপযুক্ত হেতুবাদ লিখিতে হয়, তাহা শ্রীযুত জজ সাহেব স্বয়ং তদন্ত করেন, এবং অন্যায় বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ মুনসেফকে জিজ্ঞাস্য হয় এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিরাও সর্ব্বদা এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, এবং সম্বৎসরের বিবরণ বিশিষ্টরূপে তদন্ত করেন যে কোন্ মুনসেফ কি প্রকার কর্ম্ম করিয়াছেন এবং অধিক দিন বিলম্বের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কি না, যদি থাকে তাহার হেতুবাদ দৃষ্টে অন্যায় বিবেচনা হইলে বিশেষরূপে তম্বি হয়, কিন্তু জজ সাহেব সর্ব্বদা অনুসন্ধান করাতে সদরে তর্ক প্রকাশ হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বেই নিষ্পত্তি হয়। এমত অবস্থায় মুনসেফেরদের সাধ্য কি আলস্য করেন, অনুমান হয় বক্তা মহাশয় এ বিষয় স্মরণ করেন নাই, আমি দৃঢ়রূপে কহিতে পারি যে বাবুর তুল্য বিচারক অত্যল্প হইবেক, যেহেতু যোগ্যতা অপক্ষপাতিতা নির্লোভিতা নিপুণ এই চতুষ্টয় গুণ বিচারকের থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে নৈপুণ্য অংশ যদি ন্যূন থাকে তাহাতে বিচার প্রার্থির হানি হয় না, যেহেতু উচ্চ বিচারকের সতত স্মরণ দ্বারা সে দোষ স্থায়ি হয় না, এজন্য প্রথম হইতে তিন গুণের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু বাবু ইহার কোন গুণেই ন্যূন নহেন, ইহা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ থাকাতেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, আমি বোধ করি বাবুর স্বাভাবিক অবস্থা এবং তাঁহার বিচারালয়ে অধিক মোকদ্দমা উপস্থিত দেখিয়া বক্তা মহাশয় এমত অপবাদ দিয়াছেন, কেননা বাবু অতি ধনবানের পুত্র, বাল্যকাল হইতেই সুখী, এজন্য কোনরূপ অসুখ সহ্য করেন না, কিন্তু বিচারের পক্ষে শ্রম স্বীকার না করিলে এতকাল কি প্রকারে যশের সহিত কর্ম্ম করিতেছেন; এইক্ষণে মেহেরপুরের অধীন দেওয়ানগঞ্জ এবং গরদি হওয়ায় অধিক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ বাবুর যশ আরো বৃদ্ধি হইতেছে, কেননা যে বিচার করেন তাহার অনুসন্ধানের ত্রুটি মাত্র হয় না, এ নিমিত্ত কোন২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কিছু বিলম্বে হয়, তাহাতে দোষ বলা যাইতে পারে না, অনেক অনুসন্ধান করাই বিচারকের উচিত, তথাচ এমত গৌণ হয় না, জজ সাহেব সর্ব্বদা বিরক্ত হয়েন। সম্পাদক মহাশয়, আপনি বিজ্ঞ, বিবেচনা করিবেন যে রাজনিয়মানুসারে বিচারকেরা আলস্যের আশ্রয় করিতে পারেন কি না? আর যদি স্বভাবতঃ আলস্যযুক্ত হয়েন তবে অধিক কাল স্বপদে থাকিতে পারেন কি না? অধিক কি লিখিব, পরমেশ্বর করেন তাবৎ প্রদেশের প্রজাগণে বাবুর ন্যায় সদ্বিচারক প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব বৈভবে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, নিবেদন ইতি ১১ চৈত্র।

রাং মুং

মোং বোয়ালিয়া।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কো: ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮৭ সংখ্যা) মঙ্গলবার ৬ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১৭ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সংবাদপ্রভাকর

৬ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমারদিগের সুবিজ্ঞোত্তম মহানুভব বন্ধু বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত বিদ্যাকল্পদ্রুম গ্রন্থের দশম কাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর অশেষানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু তাহা অতি উৎকৃষ্ট রূপে বিরচিত হইয়াছে, তৎপাঠে বালক বা লোক সমূহের বিশেষোপকার সম্ভাবনা, আমরা পাঠক বর্গের গোচরার্থ তাহার প্রথম পরিচ্ছেদ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই সন্তোষিত হইবেন।

পূর্ব্বকালে হিমালয় শিখরি তলস্থ পার্ব্বতীয় দেশে কতিপয় ভূপালের বসতি ছিল। তাঁহারা চৌব্বিশি রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি ক্ষুদ্র২ রাজ্য শাসন করিতেন এবং সভ্যভব্যতা বিহীন হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত আপনারদের নিভৃত রাজধানীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপন২ পরিমিত রাজ্য ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং হিন্দুস্থানস্থ দেশ দেশান্তরে ভূরি২ ভয়ানক রাজ্য বিপর্য্যয়াদি অনিষ্ট ঘটনা হইলেও তৎসংশ্রবে থাকেন নাই, ফলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয় উর্ব্বর ক্ষেত্রের মহীপালদিগের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না, অপর তাঁহারদের দেশীয় সম্পত্তি অত্যল্প হওয়াতে কোন বিজয়ী শূর বীর তথাকার রাজ্য হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর যদিও তথায় শিলাময় ভূমি ভোগাপেক্ষা অধিক ধন সম্পত্তি লাভ সম্ভাব্য হইত, তথাপি দুর্গম পর্ব্বতস্থলীর ব্যাঘাতে সে ধন কেহ হরণ করিতে পারিত না কেননা সেখানে গমনাগমন করিবার সুগম পথ ছিল না।

উক্ত চতুর্ব্বিংশতি রাজশ্রেণীর মধ্যে এক ভূপতি প্রবল প্রতাপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন, তিনি গোরক্ষ জাতিকে উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিজিগীষু লোকেরা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র আপনাদের জয়পদবী বিস্তার করিবে, ফলেও তাহারা পরে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ তাবৎ দেশ ব্যাপিয়া আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। পরন্তু তৎকালে তাঁহার বয়োবাহুল্য হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আত্ম জীবদ্দশায় বিপক্ষ পক্ষ বিজিগীষু হইয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেও তিনি স্বয়ং তাহারদিগকে নিরাকরণ করিতে পারিবেন, কেবল উত্তরকালের ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ পুত্রেরা সকলেই তাঁহার সমক্ষে গতাসু হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে একজন ব্যতীত কাহারো সন্তান সন্ততি ছিল না, অর্থাৎ কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রিয়তম কুমারের একটি পুত্র ছিল, সেই বালকই বংশধর এবং রাজার মরণান্তে রাজ্যাধিকারী হইবার সম্ভাবনা ছিল। উক্ত নরপতির মনে এই

এক দৃঢ় সংস্কার ছিল যে রাজার গুণে রাজ্যের শুভাশুভ হয়। অতএব স্বীয় পৌত্রের চরিত্র শোধন পুরঃসর তাহাকে রাজপদের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার যৎপরোনাস্তি যত্ন হইল, এবং এমত মনোবাসনাও ছিল যে এইকুমার বহুকাল ব্যাপি রাজবংশীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ বিখ্যাত হইবেন স্বয়ং কৃতবিদ্য এবং সদাচারী হইয়াও যেন তাদৃশ যশস্বী হয়েন। অপর ঐ চারুচক্ষু ভূপতি শুনিয়াছিলেন যে দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে যাহাকে লোকালয়ের দুস্তর সীমা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার জাতীয় ভাষায় যাহার বিশেষ উপাধি ছিল না বিদেশীয় এক জাতি সেই অসিত জলধি উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়াছে এবং শিল্পদক্ষতা ও বুদ্ধি কৌশলে রাজ্যলোভ পরিপূরণার্থ যত্নবান্ হইয়া স্থৈর্য্য বীর্য্য বিক্রম প্রভৃতি গুণ সহকারে উক্ত স্থানে বদ্ধমূল হইয়াছে, আর তাহারদের সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও কৌশলক্রমে ভারতবর্ষীয় প্রবল প্রতাপি মহীপাল গণের ভয়ঙ্কর হইয়াছে। অপর পশ্চিম খণ্ডস্থ ঐ জাতীয় এক পণ্ডিতের বচনও মুহুর্মুহু রাজার কর্ণগোচর হইয়াছিল যথা "বিদ্যাই প্রকৃত বল,,। অনন্তর এই বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া উক্ত নরপতি নিজ রাজ্যে আনয়নার্থ এমত কোন সুপণ্ডিতের উদ্দেশ করিতে লাগিলেন যিনি তাঁহার পৌত্রকে পশ্চিম খণ্ডস্থ বিদ্যার উপদেশ করিতে পারেন, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই, কিন্তু পরে শুনিলেন যে ভারতবর্ষে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামা এক জন পণ্ডিত আছেন, তিনি উল্লেখিত ইংরাজ নামা বিদেশীয় জাতির ভাষা এবং বিদ্যায় পরিচিত, এবং পুনঃ২ তাহাদের সহবাসে এতদ্দেশের বিপরীত তদীয় রীতি নীতি যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার মানসে বিদ্যার্থি হইয়া তাহারদের এক বৃহৎ অর্ণবযানে সমুদ্র পার হইতে সাহস করিয়াছিলেন, এবং দূরবর্ত্তি ইংলণ্ড দেশ যাহার অবস্থিতি বিষয়ে ভূরি২ লোকের মনে সংশয় ছিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে জনশ্রুতি হইয়াছিল, যে তিনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণানন্তর নানা প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক বহুদর্শী হইয়া অল্প দিবস হইল স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব প্রবীণ নরপতি ঐ বহুজ্ঞ পণ্ডিতকে নিজ পুরীতে আসিতে আহ্বান করিলেন এবং বদান্যতা পূর্ব্বক প্রচুর পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার পৌত্রের উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ শাস্ত্রী ঐ কুমারকে সুবুদ্ধি এবং কোমল স্বভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং হিমালয়ের প্রান্তপর্য্যন্ত আপনার যশোবিস্তার হইয়াছে এই ভাবিয়া প্রফুল্ল চিত্তে রাজকুমারের উপদেশক হইতে স্বীকার করিলেন। শাস্ত্রী স্বোপার্জ্জিত বিদ্যারত্ন কুমারের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজকুমার তাহাতে চমৎকৃত এবং হর্ষে পুলকিত হইতে লাগিলেন, ইউরোপীয় জাতিরা যে২ পদার্থ বিদ্যাভ্যাস দ্বারা অতিশয় যশোভাজন হইয়াছে জগন্নাথ সেই সকল বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন অধিকন্তু ঐ যুবক কুমারের মনে এই প্রবোধ জন্মাইতে যত্ন করিলেন. যে অতি প্রগাঢ় বিদ্যা এবং কর্ম্মদক্ষতা থাকিলেও কেবল তাহাতেই প্রকৃত মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না, সচ্চরিত্র জনিত ঔদার্য্য না থাকিলে মহত্ত্ব ভাল হয় না।

জগন্নাথ শাস্ত্রী রাজকুমারকে কষ্টসাধ্য বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নশালি দেখিয়া অধ্যাপনার বিরাম কালে তাঁহার সন্তোষার্থ এক২ চিত্তরঞ্জক ইতিহাস শ্রবণ করাইতেন এবং তদুপলক্ষে দুষ্কৃতের অপকর্ষ এবং সুকৃতের উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া মনোরম্য নীতি কথা চ্ছলে উপদেশ দিতেন। কখন২ ইতিহাসের মধ্যেই হিতোপদেশ সূচক বিধি কৌশল পূর্ব্বক মিশ্রিত করিতেন, কখন বা ইতিহাস বর্ণনা এবং তৎসম্বলিত বিচিত্র ব্যাপার কল্পনা দ্বারা কুমারের মনে উত্তম২ ভাব উৎপন্ন করাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেন, ফলতঃ ঐ উপদেশ কুশল আচার্য্য উত্তম জানিতেন যে চিত্তরঞ্জক আখ্যান শ্রবণানন্তর তৎতাৎপর্য্য গ্রহ দ্বারা ছাত্রের মনে যে২ ভাব স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহা সাক্ষাৎ বিধি নিষেধ জনিত ভাবাপেক্ষা প্রগাঢ় এবং স্থায়ি হইতে পারে। অতএব বৃদ্ধ রাজা যে প্রত্যাশায় আচার্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন জগন্নাথ এইরূপে তাহা সফল করত রাজকুমারকে সচ্চরিত্র এবং উদারচিত্ত

রাজগুণে উত্তরোত্তর বিভূষিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস অধ্যয়ন কালে রাজকুমারকে লিডিয়া দেশের রাজা ক্রিশসের বিবরণ পাঠ করিতে হইল, ক্রিশস ধনাঢ্য বলিয়া এমত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে ধন সম্পত্তির প্রসঙ্গে সকল লোকেই তাহার নামোল্লেখ করিত, দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল ক্রিশসের পঞ্চত্ব হইয়াছে তথাপি বিজাতীয় সম্পত্তি বর্ণন কালে "ক্রিশসের ন্যায় ধনী,, এই শব্দ অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। অতএব রাজকুমার লিডিয়া রাজ্যের ধন সম্পত্তির বিবরণ শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "আমারও প্রার্থনা যেন ক্রিশসের ন্যায় ধনশালি হইতে পারি,,।

অধ্যাপক স্থিরচিত্ত হইয়া উত্তর করিলেন "ধন সম্পত্তি সুখের কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্তমরূপে ব্যয় করণের অপেক্ষা থাকে,, এই কথা বলিয়া সে দিবসের নিরূপিত অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে রাজকুমার শাস্ত্রিকে নিবেদন করিলেন যে এক্ষণে নিত্য ব্যবহারানুসারে একটী চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পর্য্যাপ্ত করুন। জগন্নাথ নৃপতি বর্গের উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে গণিত দান ধর্ম্মের যথার্থ ধারা বর্ণনা করণাভিপ্রায়ে রাজদূত নামক এক ইতিহাস শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা লিখিয়াছিলাম, বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি কালনা থানার দারোগা আতরালী সাহেব আপনার উপনায়িকার একজন উপনায়কের প্রাণ নষ্ট করণের অপরাধে জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সেশনের বিচারে অর্পিত হয়েন, তাহাতে সেশন জজ সাহেব দোষাবধারিত করত আতরালীকে সাত বৎসরের নিমিত্ত কারাবাসের অনুমতি করেন, মৌলবী সাহেব ঐ মতে সম্মত না হওয়াতে নেজামত আদালতে তাহার আপীল হইয়াছিল, এইক্ষণে চন্দ্রিকা পত্রে অবগতি হইল তথাকার বিচারকেরা উল্লেখিত আতরালীকে আততায়ী অথবা আহতকারী বিবেচনা না করিয়া এককালীন্ নিষ্কৃতি দিয়াছেন, ইহাতে তিনি পুনর্ব্বার পদস্থ হইয়া থানা গাঙ্গুড়ের দারগার কর্ম্ম এবং যত দিবস পদচ্যুত ছিলেন তাহার সংপূর্ণ বেতন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই বিষয়ে আমরা কোন কথাই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ঐ মাত্র বলিতে পারি, আতরালী সাহেব দারগাগিরি কর্ম্মের অতি যোগ্য পাত্র। তিনি কয়েক বৎসর জিলা নবদ্বীপের কয়েক থানায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, পরে বর্দ্ধমান জিলায় আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এবং ১২৫৪ সালে পূর্ব্বস্থলী হইতে যখন কালনায় গমন করেন তখন তাঁহার কার্য্য নৈপুণ্য ও সদ্ব্যবহারে চুপি, পূর্ব্বস্থলী কাঁকশালী প্রভৃতি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা তাঁহাকে এক সুখ্যাতি পত্র প্রদান করেন, আমারদিগের প্রভাকর পত্রে সেই পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, ইহাতে আমরা উক্ত আতরালীকে একজন যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞাত আছি, যাহাহউক, গত ঘটনার সাক্ষী পরমেশ্বর, যে ব্যক্তি বাদী, সে নালীস করে, যে, দারোগা আমার ভ্রাতাকে আপন উপপত্নীর সহিত বিহার করিতে দেখিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক হত করিয়াছেন, বাদী দারোগা উত্তর করেন আমি তাহাকে সিঁদমুখে ধরিতে না পারিয়া সুতরাং অস্ত্রাঘাত করিয়াছি, তাহাতেই তাহার প্রাণ গিয়াছে।

এই রূপ উভয় পক্ষের উভয় প্রকার উক্তিতে জজ সাহেবের সহিত মৌলবীর মতের বিভিন্নতা হইয়াছিল, তজ্জন্য নেজামতে মোকদ্দমা প্রেরিত হয়, নেজামতের বিচারে দারোগার দোষ সাব্যস্ত হইল না, তজ্জন্য তিনি পুনর্ব্বার পদস্থ হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট পুলিসের নূতন নিয়ম করিয়া কি চমৎকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্ব্বভক্ষক হইয়াছে, আমরা পুনঃ২ সারজন, থানাদার, চৌকীদার প্রভৃতির অত্যাচারের বিষয় প্রমাণ দিয়া লিখিতেছি, তথাচ কর্ত্তা মহাশয়েরা তাহাতে নেত্রপাত করেন না, কয়েক দিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্যায় পূর্ব্বক চাঁপাতলার এক জন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ করত অতিশয় অত্যাচার করে, পরন্তু বটতলায় এক বেশ্যার গৃহে সে দিবস ঐরূপ এক ঘটনা হইয়াছিল, উক্ত উভয় বিষয়ের নিমিত্তই সুপ্রিমকোর্টে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, সারজনেরা মধ্যে২ হাতটান দোষে ধৃত হয়েন, কত চৌকীদার কতবার চুরী করিয়া ধরা পড়িল, মধ্যে একজন চৌকীদার লালবাজারে একজন খালাসির জেব হইতে অর্থাপহরণ করাতে চারি মাসের জন্য মৃগশালায় মৃগয়া করিতে

অনুমতি পাইয়াছে, অতএব অধিক লেখায় কেবল মিথ্যা শ্রম ব্যয় মাত্র, আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি রাজপুরুষেরা যদবধি কুনিয়ম সংশোধন পূর্ব্বক সুনিয়ম সংস্থাপন না করিবেন তদবধি এই পুলিস্ কাণ্ড ফুলিস্ কাণ্ড হইয়া থাকিবেক।

প্রেরিত পত্র।

পরম মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়ের সংবাদ প্রভাকর পত্রাবলোকনে অতিশয় আনন্দিত হইতেছি, যেহেতু মহাশয়ের সংবাদপত্রে অনেকানেক উত্তম২ বিষয় ও গুনিগণ মহাশয়দিগের গুণ বর্ণন থাকে, তদ্দৃষ্টে আমিও মহাশয়ের বহু মূল্য সংবাদ প্রভাকর পত্রে নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রকাশাভিলাষে প্রেরণ করিলাম আপনি সংশোধন পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদন সম্পাদক মহাশয় গো আমি বাটী হইতে শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেব দর্শনাভিলাষে ৺পুরুষোত্তম ধামে আসিবার সময় মোকাম মেদনিপুরের মুনসফের কাছারিতে ও বালেশ্বরের মুনসেফ ও সদর আমিনের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া তথাকার ও কটক মোকামের মুনসফের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া তথাকার এপ্রকার উপস্থিত কাছারির হাকিমদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের বিচার দেখিয়াছিলাম, উপরি উক্ত হাকিমদিগের মধ্যে কটক মোকামের অমুনসেফ শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসাদ সিংহ মুনসেফ মহাশয়ের বিচার উত্তম তাঁহার প্রতিষ্ঠা পরস্পর কটক নিবাসি সকল লোকের বাচনিক অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম, তথা হইতে রাহি হইয়া ৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মুনসেফ বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয়ের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া এক দিবস বেলা দশটা অবধি তাঁহার বিচার দেখিবার প্রতীক্ষায় বেলা সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম যে সে দিবস ঐ গুনরাশি শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় দুইটী মোকদ্দমা ফয়সলা করিলেন, সে উভয় মোকদ্দমার ফয়সলা দেখিয়া আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা আমি বর্ণন করিতে পারিলাম না, সম্পাদক মহাশয় গো আমি এক আশ্চর্য্য দেখিয়াছি যে প্রতিষ্ঠিত বাবুজী যে দুইটি মোকদ্দমার ফয়সলা করিলেন তাহাতে আসামি ফরিয়াদী উভয়ে রাজী হইয়া মোকদ্দমা ফয়সলার বিষয় কোন আপত্তি করিলেক না, অতএব এবিষয় কে অতি প্রামাণ্য করিতে হইবেক যে হাকিমের ফয়সলায় কোন পক্ষের প্রায় আপত্তি থাকে না ও তাঁহার তজবিজি কোন ফয়সলায় কেহ নারাজ হইয়া তাহার উপর আপিল করে তবে প্রায় সকল ফয়সলা বাহাল থাকে কচিৎ কোন ফয়সলা রদ হয় এবড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে শ্রীযুত উক্ত মুনসেফ মহাশয়ের অতি অল্প বয়স এই বয়সে এপ্রকার যোগ্য হইয়াছেন জগদীশ্বর শ্রীযুত প্রশংসিত বাবুজীকে নিরাপদে রাখিয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পদের শ্রীবৃদ্ধি করুন, তাহা হইলেই পরমানন্দের বিষয়, শ্রীযুত প্রশংসিত মুনসেফ মহাশয় অতি মিষ্টালাপী তাঁহার সহিত ক্ষণেককাল আলাপ করিলে মনের মালীন্য দূর হয়, আমি জিলা চব্বিশ পরগনা এলাকার মাণিকতলার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বেণীনাথ বসু মহাশয়ের বিচারাগারে কয়েক দফা উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিচার দেখিয়াছি, শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয়ের বিচার তাঁহার বিচারের তুল্য বরং এক কলা অধিক হইবার সম্ভব হইবেক কম হইবেক না, তাঁহার অভীষ্ট দেব তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহার পদের উন্নতি করুন, একটী খেদের বিষয় এই যে শ্রীযুত প্রশংসিত পুরিস্থ মুনসেফ মহাশয়ের সন্তানাদি কিছু নাই, জগদীশ্বরের কৃপায় সে খেদ ত্বরায় মোচন হইবেক, এখানকার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নিলমনি ব্রহ্ম মহাশয়ের পৌরষ ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষে শ্রবণ করিতেছি, তাঁহার সহিত এলাগাহেদ সংপূর্ণ আলাপ হয় নাই, হইলেই তাঁহার বিশেষ রেওরা লিখিয়া মহাশয়ের নিকটস্থ করিব ইতি।

তারিখ ২৭ মার্চ্চ সন ১৮৪৯ সাল।

কস্যচিৎ শ্রীশ্রী ৺ জগন্নাথ দেবের।

দর্শনাভিলাষী যাত্রিনঃ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৩৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৮৮ সংখ্যা।) বুধবার ৭ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১৮ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।

জমিদারী দিগর ইজারা।

জয়চন্দ্র পালচৌধূরী বাদী।

কৃষ্ণকিশোর নিউগী দিগর প্রতিবাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ আপ্রিল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেলড় সেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত বাদী জয়চন্দ্র পালচৌধূরীর নীচের লিখিত জমিদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন। যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালকে পরগনে দাঁতিয়া, হোসেনপুর বাগমারা, মাগুরা, ঘণা, মুড়াগাছা রকম ।০ চারি আনা ১

শহর কলিকাতা সূতানুটির শামিল এক কেতা জমী অনুমান ॥১॥০ সাড়ে এগার কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা। দক্ষিণ দিগে মৃত জয়রাম ঘোষের দরুণ জায়গা। পূর্ব্ব দিগে মৃত গোকুলচন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা এবং প্রশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। রকম আট আনা ১

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা।

রিসিবর আফিস।

কোর্ট হৌস।

তারিখ ১২ আপ্রিল ১৮৪৯।

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৪৮ সালের ৫ আইনের নিম্ন ভাগে যে মুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শরওয়া লেখা আছে তাহার নীচের লিখিত শুধরা তরজমা বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে। ১৮৪৮ সালের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ২০৬।২০৭ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা ভাষায় যে শরওয়া ছাপা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইবেক।

মুচলকার শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুচলকাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক আমার প্রতি এত মিয়াদ পর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

ফেয়ালজামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থান নিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন দিতে হুজুর হইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্যন্ত যে কর্ম্মের দ্বারা দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা

হয় এমত কোন কর্ম্ম আসামী হইতে হইবেক না ও যদি আসামী এইমত কর্ম্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক।

সংবাদ প্রভাকর

৭ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭১।

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সংবাদ সুজনবন্ধু পত্রের কলেবর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া চারি শ্রেণীতে অতি সুচারু শোভায় প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তদবলোকনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, প্রার্থনা করি দেশীয় মহাশয়েরা উক্ত পত্র গ্রহণ বিষয়ে অনুরাগি হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের উৎসাহ তরঙ্গ বৃদ্ধি করুন।

ব্যবস্থার দোষ।

সংপ্রতি ভারতবর্ষের বিধিদায়ক সমাজ হইতে নগরের শোভা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে যে এক বৃহৎ আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে, অধিকাংশ প্রজার পক্ষে তাহার অধিকাংশই অধিকতর অনিষ্টকর হইবেক। এজন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ অভিপ্রায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে, ঐ আইনের প্রথম ধারার তাৎপর্য্য (যথা।

"সকল ব্যক্তি কলিকাতা নগরের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া রাত্রি দুইপ্রহর অবধি প্রাতে বেলা সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত গোময়, ধূলা, কাদা, বিষ্ঠা, ছাই, ও অন্য প্রকার ময়লা দ্রব্য, কিম্বা গো, ঘোটক, কুক্কুরাদির মৃত শরীর অথবা জন্তু বিশেষের মাংসাদি লইয়া যাতায়াত করিতে পারিবে, এই নির্ণীত কালের অতীত সময়ে লইয়া যাইলে ১০০ টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক,,।

এইরূপ সময় নির্ণয় করিয়া নিয়ম করাতে যদিও এক পক্ষে উত্তম বটে, কিন্তু বিবেচনা করিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা প্রজার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইবেক, কারণ এমত ঘটনা প্রায় হওয়াই অসম্ভব। ইহাতে কেবল দুই পক্ষেই চৌকীদার প্রভৃতি ইতর প্রহরিদিগের অত্যাচারের আধিক্য হইবেক, তাহারা যাহার নিকট কিঞ্চিৎ পাইবেক তাহাকে অনায়াসে সেই নিয়মের অতিক্রম করিতে দিবে, এবং যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ না দিবেক, সে ব্যক্তি সংপূর্ণরূপে নিয়ম রক্ষা করিলেও তাহার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করিয়া অনর্থক ক্লেশ প্রদান করিবেক, অপিচ দৈব ঘটনাদি বিষয় সকল আশু সংঘটিত হইলে যে প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক হইয়াছে, মেথর প্রভৃতি ময়লাবাহকদিগের মধ্যে কাহারো হঠাৎ পীড়া অথবা দৈববিড়ম্বনা হইলে তাহারা উল্লেখিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি প্রকারে কার্য্য করণে তৎপর হইতে পারে। তাহারা স্বয়ং প্রতিনিধি নিয়োগ করুক অথবা বাটীর কিম্বা টাটীর কর্ত্তা অন্যের দ্বারা কর্ম্ম উদ্ধার করুক, কিন্তু সে সকল যোগাযোগ হওনে সহজেই বিলম্ব হইতে পারে, সেই বিলম্ব জন্য আবার পর দিবসের নির্ণীত সময় নিরূপণ করিতে হইবেক, সুতরাং ময়লা বহির্গত না হওয়াতে দুর্গন্ধ এবং গ্লানি জন্য বহু প্রকার পীড়া হওনের সম্ভাবনা আছে। পরন্তু হিন্দুজাতির মধ্যে অনেকেই দুঃখি, কাহারো এক জন পরিবার, কাহারো দুই জন পরিবারের অধিক নহে, কাহারো দুই খানি ঘর, কাহারো এক খানি ঘর, কোন পরিবারে কেবল পুরুষ, কোন পরিবারে কেবল স্ত্রীলোক, কেহ একটা বিড়াল, কেহ একটা কুক্কুর, কেহ একটা গরু পুষিয়া থাকে, হিন্দুজাতির দেশাচারে ও ধর্ম্মাচারে বাটীতে বা ঘরের মধ্যে মৃতদেহ পতিত থাকিলে আহার হয় না, যাহার একখানি ঘর, তাহার সেই ঘরেই রন্ধন, সেই ঘরেই শয়ন, সেই ঘরেই সমুদয় ব্যাপার, তাহাতে বিড়াল, তাহাতেই কুক্কুর, এবং তাহাতেই গাভী বৎস থাকে, অতএব পূর্ব্বাহ্ণ বেলা সাত ঘণ্টার পর ঐ প্রকার দরিদ্র লোকের সেই ঘর খানির ভিতরে উক্ত প্রকার কোন জন্তু পঞ্চত্ব পাইলে সমস্ত দিন রাত্রি তাহার আর আহার হওনের উপায় নাই, রাত্রি দুই প্রহরের পরে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া না আইলে নিস্তার পাইতে পারে না, বিশেষতঃ গাভীর বিষয়ে হিন্দুজাতির যে প্রকার ভক্তি তাহা কর্ত্তা পুরুষদিগের অগোচর কি? ইংরাজেরা কেবল গোখাদক বলিয়াই হিন্দুর নিকট ঘৃণিতরূপে "ম্লেচ্ছ,, শব্দে বাচ্য হইয়াছেন, যে ব্যক্তি তরুতলে বাস করে, ভিক্ষা দ্বারা উদর পূরণ করে, বস্ত্র পরিধানের সঙ্গতি নাই, এবং যিনি মনোহর অট্টালিকায় বাস করেন, বহু লোকের প্রতি পালক, কোন বিষয়েরি অভাব নাই, হিন্দুর মধ্যে তিনি এবং ঐ দীন ব্যক্তি গোরুর প্রতি সমান শ্রদ্ধা এবং সমান ভক্তি করিয়া থাকেন, গোরুকে ভগবতী বলিয়া পূজা করে, অগ্রে গোসেবা না করিয়া আপনারা আহার করে না, সুতরাং কি দরিদ্র, কি ধনী, যাহার বাটীতে গোবৎস মৃত হইবেক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারদিগের মৃত দেহ গঙ্গা সলিলে অথবা ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গৃহের আবাল বৃদ্ধ বনিতা পর্য্যন্ত কাহারো আহার হইবেক না, দুগ্ধ পোষ্য সন্তান দুগ্ধ পানে বঞ্চিত হইবে, অতি বৃদ্ধ চলৎ শক্তি হীন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি আহারাভাবে হাহাকার করিবে, সেই দিবস যদি দ্বাদশী তিথি হয়, তবে বিধবাদিগের পক্ষে কি সর্ব্বনাশ তাহা বলা যায় না, মলমূত্রের প্রতি রাজপুরুষদিগের শুভ দৃষ্টি হইয়াছে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় বটে। নগরের শোভা বৃদ্ধি ও প্রজার পীড়া নিবারণ নিমিত্ত যে সকল আইন করেন তাহাতে আমরা সংপূর্ণ রূপেই সম্মত আছি, কিন্তু উপকারের কল্পনায় এমত নিয়ম না করেন যদ্দ্বারা উপকার না হইয়া কেবল অপকারই হইতে পারে, জগদীশ্বর যাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি এখনি কহিবেন যে প্রস্তাবিত নিয়মে অপকার ভিন্ন উপকারের গন্ধও নাই, বরং প্রকারান্তরে প্রজার ধর্ম্ম বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, ইহাতে ব্যবস্থাপকদিগের বৈচক্ষণ্য কিছুই দেখিতে পাই না, বরঞ্চ তাহার বিপরীত দেখিতেছি, একারণ আমারদিগের বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইনের প্রথম ধারা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় ধারা, যথা। "কোন ব্যক্তি দুই ঘণ্টার অধিক কাল ময়লা প্রভৃতি দুর্গন্ধ বস্তু আপন বাটীতে রাখিতে পারিবেক না, যে কেহ ইহার অতিক্রম করিয়া আপনার বাটী মধ্যে বা প্রাঙ্গণে অথবা নগর মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে রাখিবে তাহার ১০ টাকার অনধিক দণ্ড হইবেক, এবং যত দিন সেই সকল ময়লা রাস্তায় রাখাইবে ততদিন ২ টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক,,।

তৃতীয় ধারা, যথা। "কোন ব্যক্তি ময়লা ও দুর্গন্ধ দ্রব্য সকল জলপ্রণালীতে নিক্ষেপ করিলে, তাহাকে ২০ টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক,,

আমরা প্রথম ধারার প্রতি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধারার বিষয়ে তাহাই যথেষ্ট হইবেক, তথাচ উল্লেখ করিতেছি যে দুই ঘণ্টার অনধিক কাল ময়লা রাখনের যে নিয়ম করিতেছেন, তাহা প্রতিপালিত হওয়া অতিশয় কঠিন হইবেক, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র২ গলিবাসি প্রজার পক্ষে ঐ বিধান কৃতান্ত অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর হইতেছে, বিধিদায়ক মহাশয়েরা কোম্পানির শিরে হস্ত দিয়া পরম সুখে কালক্ষয় করেন, মুচিখোলা অথবা স্বর্গসম চৌরঙ্গীতে অমরাবতীর সমান সুচারু সদনে বাস করেন, ভ্রমণের মধ্যে সন্ধ্যাকালে কেল্লার পার্শ্বস্থ গঙ্গাতীরের রাস্তা এবং তদিতস্তত দুই এক স্থানমাত্র, কোন ভাবনা নাই, স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করেন, ইহাতে সমদর্শিতা গুণে ভূষিত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনারা যেরূপ থাকেন অন্যের প্রতিও সেই রূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা যদি প্রজার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মহানগরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমুদয় স্থলে ভ্রমণ করিতেন তবে কদাচ এরূপ নিয়ম করিতে উৎসুক হইতেন না, এই কলিকাতা মধ্যে এমত সকল পল্লী আছে যাহার মধ্যে কস্মিন্‌কালে স্ক্যাবেঞ্জর অর্থাৎ ময়লাফেলার গাড়ী প্রবেশ করেনা, সেই সকল পল্লীবাসি প্রজারা নিয়মিত সময়ে বাটীর টেক্স খাজানা দিয়া থাকে, তাহার ত্রুটি হইলে তৎক্ষণাৎ সরকারের লোক নটিস্ দিয়া তাহারদের ঝুলি কাঁথা বিক্রয় করিয়া লয়, কিন্তু কি চমৎকার? তথাচ তাহারা রাজানুগ্রহ হইতে চিরকাল বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারা ভাঙ্গা হাঁড়ী, ভাঙ্গা কলস, এঁটো পাথ ও আর২ জঞ্জাল ফেলিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং কি করে বাটীর এক পার্শ্বে জড় করিয়া রাখে, অতএব যেমন আইন করিয়া দণ্ডে দণ্ডেই দণ্ডের বিধি করিতেছেন, সেই রূপ একটা উপায়ের পথ প্রস্তুত করিয়া দিন, এক কিম্বা তদধিক নিরূপিত সময়ের ভিতরে প্রত্যেক বাটীর জঞ্জাল যথা নিয়মে স্ক্যাবেঞ্জরের গাড়ীর মধ্যে গৃহীত হয় এমত ঘোষণা করিয়া দিন, তাহা হইলেই সকল

উৎপাত দূর হইবেক, এবং বর্ষা
কালের বৃষ্টির ন্যায় সমুদয় প্রজার
প্রতি সমান দয়া প্রকাশ করা হইবে
ক, অপিচ এই বিষয়ে মেতর ও মেৎ-
রাণীদিগের প্রতি এক শক্ত আইন
নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য হয়, কারণ তাহা
রদিগের মধ্যে অনেকে ঘাটের খা
জানা দেয় না, গৃহস্থেরা সর্ব্বদা পায়
খানার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন
না, এজন্য তাহারা এ শেৎখানার
ময়লা ও শেৎখানায় এবং ও শেৎ
খানার ময়লা ঐ শেৎখানায় রাখি
য়া থাকে, আর সর্ব্বদাই বাটীর পশ্চা
দ্ভাগের গলি ঘুঁজি যাহা লোকের
আগমনীয় তাহার মধ্যে ফেলিয়া প
লায়ন করে, রাজ শাসন ব্যতীত ঐ
সকল নীচ ব্যবসায়িদিগের শাসন
হইতে পারে না, কতকগুলীন নিয়ম
প্রজারা অতি সহজে পালন করিতে
পারেন এবং কতক নিয়ম পালন ক
রিতে অতিশয় ভার বোধ হয়, কিন্তু
রাজা যদি সূক্ষ্ম দর্শী হইয়া সমুদয়
প্রতিবন্ধকতা পরিহার করিয়া দেন,
তবে সেই গুরুভার অত্যন্ত লঘু হই
য়া পড়ে, একারণ অনুরোধ করি
বিধিদায়কেরা যথার্থ বিধিদায়ক হ
উন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

মানুষ সত্বংশজ হউন, অথবা অস
দ্বংশজ হউন, যিনি লোভের বশ্য তি
নিই দ্বেষ হিংসায় ক্রমশঃ জড়িত হই
য়া নানা প্রকার অপমান ও দুঃখভোগ
করিতে থাকেন, এক দিবসের জন্যও
তিনি সুখী হইতে পারেন না, কেবল
পরের সহিত বিবাদ ও ঈর্ষায় প্রবর্ত্ত
হয়েন, ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট হও
নের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়েরা
বিবেচনা করিতেছেন, এই প্রকার দুঃ
স্বভাব জন্য কত পরিবার ছারখার হই
য়াছে, ভদ্র সন্তান, যাঁহারা বিদ্যা বিষ
য়ের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, সর্ব্বদা
সৎসঙ্গে বাস করেন, মধ্যে২ সৎপ্রস
ঙ্গের আলোচনা করিয়া থাকেন, অন্য
ব্যক্তির নিকট বিলক্ষণ বিজ্ঞ হয়েন,
নানা প্রকার নীতি সূচক কথা কহিয়া
লোকের চিত্তরঞ্জন করেন, তাঁহারাই
আবার সকল অমঙ্গলের মূলীভূত হ
ইয়া বসেন, এইস্থলে আমরা অন্য দৃ
ষ্টান্ত না দর্শাইয়া শুদ্ধ এক সম্ভ্রান্ত
ভূম্যধিকারির বিষয় প্রকাশ করিতে
ছি। যথা।

শান্তিপুর নিবাসি বিখ্যাত জমী
দার বাবু উমেশচন্দ্র রায় কয়েক বৎস
র হইল প্রজাপীড়ন দোষে একবার কা
রারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাচ তিনি শান্ত
স্বভাব ধারণ করিতে পারেন নাই,
গত বৎসর তাঁহার উপর আর এক অ
ত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত হয়,
কিন্তু তাহা সপ্রমাণ না হওয়াতে বিনা
বিঘ্নে অভিযোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
ছিলেন, সংপ্রতি অবগতি হইল নিজ
গ্রামস্থ চট্টোপাধ্যায় বাবুদিগের এক
জন গোমস্তাকে বলের দ্বারা দশ দিব
স কয়েদ রাখিয়া ছিলেন, ঐ ব্যক্তি
কারামুক্ত হইয়া শান্তিপুরের ডেপুটী
মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করাতে
শান্তিরক্ষক উক্ত রায় বাবুকে তিন মা
সের নিমিত্ত কারাবাস এবং ৫০০ টাকা
দণ্ড প্রদানের অনুমতি করিয়াছেন।
এমত জনরব যে বাবু কারাকুটির হই
তে আপিলের উদ্যোগ করিতেছেন,
যাহাহউক, তিনি আপিল করিয়া নি
স্কৃত হউন, আর যাহা করুন, কিন্ত
সম্ভ্রমের উপর একবার কলঙ্ক হইলে
আর তাহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়
না, আমরা পল্লীগ্রামের অনেক জমী
দারকে এই প্রকারে সর্ব্বদাই অপ
মান হইতে দেখিয়া থাকি, ইহাতে অ
ন্তঃকরণে যেরূপ দুঃখ হয় তাহা কর্থনা-
তীত, যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুশীল হইলে
এবং সৎকর্ম্মে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে জ
গতের সমূহ উপকার সম্ভাবনা, তাঁহা
রা কেন দম্ভের অধীনতায় অসৎকা
র্য্যে ধনের ভাণ্ডার মুক্ত করত সাধার
ণের অপ্রিয় হইতেছেন। অতএব সক
লে সভ্য হউন, সত্যের আশ্রয় লউন,
পরস্পর প্রণয়ে ও সদ্ভাবে বদ্ধ হউন,
তাহাতে সর্ব্বমতে সুখি হইবেন, যশস্বি
হইবেন, দুঃখ ক্লেশ, নিন্দা ইত্যাদি,
কখনই নিকটস্থ হইতে পারিবেক না।

গত সোমবার দিবসে এক্সচেঞ্জ
ঘরে নিম্ন লিখিত দরে আফিম বিক্রয়
হইয়াছে, বেহারের ২১৫০ বাক্স আফি
ম উচ্চদর ১১১৫ ন্যূন দর ১০৪০ গড়
দর ১০৫২।/৬ সর্ব্ব শুদ্ধ ২২৬২৫৫০।
বানারসের ৮১৫ বাক্স উচ্চদর ১০৪৫
ন্যূন দর ১০১০ গড় দর ১০২৪/৮ সর্ব্ব
শুদ্ধ ৮৩৪৭৫০।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার
ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার
সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ
পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ
গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ
হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং
১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে তিন্নমুকুলেস্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতংপীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৩৮৯ সংখ্যা) গুরুবার ৮ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১৯ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সংবাদপ্রভাকর

৮ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ব্যবস্থার দোষ।

গতবারের শেষ।

চতুর্থ ধারা। যথা।

“ এতন্নগরে যে সকল ব্যক্তির
নিজের নর্দ্দামা, জল-প্রণালী, ক্ষুদ্র
জলাশয় এবং ময়লা ফেলিবার স্থান
আছে, তাহারা যদি তাহা অপরিষ্কার
রাখে অথবা পরিষ্কার করিতে স্বীকা
র না করে তবে কমিসনরদিগের অধী
নস্থ সরবিয়ারদিগের দ্বারা তিন দি
বসের নটিশের পর তাহারদিগের
স্থানে ১০ টাকার অনধিক দণ্ড লও
য়া যাইবেক, এবং যত দিন ঐ দণ্ডের
টাকা না দেয় তত দিন দুই টাকার
অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক ”।

যদিও প্রত্যেক ধারাতেই সর
কারের পক্ষে অর্থ উপার্জ্জনের বিল
ক্ষণ সুযোগ দেখিতেছি, তথাচ এই
চতুর্থ ধারাটী গবর্ণমেন্টের উপযুক্ত
রোজকারে ছেলের ন্যায় কর্ম্ম করি
বেক, এবং তৎ সংক্রান্ত ক্ষুদ্রতর কর্ম্ম
কারকদিগের প্রত্যহ নূতন২ সূত্র তুলি
য়া মিন্ট মালঞ্চের শ্বেত পুষ্পের অঞ্জ
লি পাইবার বিশেষ সুযোগ হইবেক,
অপিচ এতদ্দ্বারা নিয়ম পালন করি
য়াও প্রজাদিগ্যে বারম্বার রাজ দ্বারে
মিথ্যাভিযোগের ক্লেশ ভোগ করি
তে হইবেক।

পঞ্চমধারা। যথা।

“ কলিকাতার ভিতরে কমিস্যান
রদিগের ক্লার্কের অনুমতি ব্যতীত
কোন ব্যক্তি আপন ভূমিতে অথবা
ভাড়াটিয়া জমীতে টাটী, পাইখানা
এবং মূত্রত্যাগ করণের স্থল স্থাপন
করিতে বা রাখিতে পারিবেক না, ক
মিস্যানরদিগের দ্বারা লাইসেন্স অ-
র্থাৎ সম্মতি পত্র এক বৎসরের জন্য-
দেওয়া যাইবেক, এবং পরে তাহার
মেয়াদ বৃদ্ধি করা অথবা বর্ষে২ নূতন
লাইসেন্স দেওয়ার বিষয় কমিস্যান
রেরা বিবেচনা করিবেন, অনুমতি
ব্যতীত যে কেহ টাটী, পাইখানা, অথ
বা মূত্রপরিত্যাগের স্থান প্রস্তুত করি
বেক, কিম্বা রাখিবেক তাহাকে ৫০
টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক,
এবং তাহার পর যত দিন ঐ সমস্ত
টাটী, পাইখানা, মূত্রস্থল বিনা আজ্ঞা
য় জারী রাখিবেক ততদিন প্রত্যহ ৫
টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবেক ”।

ষষ্ঠধারা। যথা।

“ কমিস্যানরদিগের নিকট হই
তে অনুমতি গৃহীত টাটী, পায়খানা
এবং মূত্রত্যাগের স্থলাধিকারী অথবা
ইজারদার যদি তাহাতে ময়লা রাখে
ও পরিষ্কার না করে তবে তাহারদি
গের নিকট হইতে প্রথম বার ৫০ টা
কার অনধিক দণ্ড লওয়া যাইবেক,
এবং দ্বিতীয় বার ঐ রূপ ঘটিলে লাই
সেন্স কাড়িয়া লওয়া হইবেক ”।

আদৌ এই সমস্ত নিয়ম স্থাপনে
র কি তাৎপর্য্য তাহা বিশিষ্টরূপে বিবে
চ্য হয় না, নগরের উন্নতি এবং প্রজা
পুঞ্জের কুশল বর্দ্ধন করাই প্রধান
তাৎপর্য্য কহিতে হইবেক, কিন্তু সেই
কুশল পক্ষপাতরূপ মুষলাঘাতে অনে
ক দিন বিনষ্ট হইয়াছে, বাটীর টেক্স
পুনঃ২ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার পরে আ

বার গাড়ী, ঘোড়া, বলদ ইত্যাদির উপর এক নূতন কর নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু আমারদিগের পক্ষে উপকারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাই না, দিন২ বাঙ্গালি টোলার উৎপন্ন বৃদ্ধি হইয়া তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর শুদ্ধ ইংরাজ টোলার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ আমারদিগের, দুঃখের পরিমাণ ক্রমে বরং বৃদ্ধি হইয়াই আসিতেছে; রজনীতে "বাঙ্গালিপল্লী," স্বর্গীয় আলোক ভিন্ন আলোর মুখ দেখিতে পায় না, স্বর্গের ভিস্তি যখন অনুগ্রহ করিয়া জল ছিটা দেয় তখনি কেবল বাঙ্গালি পল্লী জলপান পূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করত তৃপ্ত হয়েন, স্বর্গের ঝাড়ুদার যখন এই পল্লীতে ঝাঁটা দিতে থাকেন তখন এক চমৎকার ব্যাপার হইয়া উঠে, মানুষ সকল জীবিতাবস্থায় দিবাভাগে ভূত সাজিয়া বসে, চক্ষুঃ অন্ধ হইয়া যায়, ধূলার কল্যাণে নবদ্বার প্রায় রুদ্ধ হয়, এক দিবসের ভাঙ্গা কাপড় পরদিবসে পরিবার বিষয় কি, সকল পথই ময়লায় পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করে, সেই দুর্গন্ধে এবং রাস্তার উচু নীচুতে সর্ব্বদাই পীড়া জন্মে, বর্ষাকালের কথাই তো কহা যায় না, একবার বাহির হইয়া পুনর্ব্বার ঘরে আইলে বোধ হয়, (এই বুঝি) একেবারে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইলাম, পায়ের জুতা মাথায় চড়েন, কাপড়ের উপরে আর কোন পদার্থই থাকে না, কৃমিগুলা কিলিবিলি করিয়া গায়ে উঠিতে থাকে, বোধ হয়, যেন আমরা সাক্ষাৎ নরককুণ্ডে পতিত হইয়াছি, কি রাত্রি, কি দিন, ইংরাজ টোলায় গমন করিলে বোধ হয় আমরা কি কৈলাসে আসিয়াছি, কি বৈকুণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছি, চমৎকার, চমৎকার, আমরা যেন মনুষ্যই নহি, এই দেশ, আমারদের, আমরা এই দেশের মনুষ্য, আমারদের ধনেই রাজপুরুষেরা সৌভাগ্যশালি হইতেছেন, অথচ আমরাই তাঁহারদিগের অনুগ্রহের ছায়া হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, ইংরাজ টোলায় যে সকল বাটী আছে তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালির সম্পত্তি, বাঙ্গালির নিকটেই তাহার খাজানা, টেক্স পাইয়া থাকেন, তথাচ বাঙ্গালির প্রতি ভ্রমেও একবার কৃপা দৃষ্টি করেন না, কেবল দৃষ্টির মধ্যে এইক্ষণে বাঙ্গালির গু মূতের প্রতি দৃষ্টি হইয়াছে, রাজ্য লইয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, ভূমির কর লইয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, নানা দ্রব্যের মাশুল লইয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, আফিম, লবণ, গাঁজা, মদ, তাড়ি, সিদ্ধি, ভাং, ধূতুরা এক চেটে করিয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, বিচারের বাজার বসাইয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, পূর্ব্বতন রাজাদিগের প্রদত্ত ভূমির উপর কর লইয়া লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, তদ্ভিন্ন বাড়ীর ট্যাক্স, গাড়ীর ট্যাক্স, পশু প্রভৃতির টেক্স লইয়াও লোভের তৃষ্ণা নিবারণ হয় নাই, এইক্ষণে আবার কান্সরবেন্সি সম্বন্ধীয় এক নূতন লোভের তৃষ্ণা ধরিয়াছে, কিন্তু এ সান্নিপাতের তৃষ্ণা, কিছুতেই শাম্য হইবার নহে, জলকোষ শোষণ করিলেও জলদোষের হেতু হইয়া ক্রমশই তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক।

আমরা সকল নিয়মের উপর কোন প্রকার আপত্তি করিতে চাহি না, যদি তাহা সঙ্গত হয়, তাহা অসঙ্গত হইলেই সুতরাং দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ প্রকাশে উদ্যত হইব, বাঙ্গালি পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যে সমস্ত নিয়ম করিবেন তাহা অতি কঠিনতর হইলেও সহজে কোমল বোধ হইবেক, কিন্তু নিতান্ত অসহনীয় ও ক্লেশকর হইলে তাহা কোন রূপেই বহনীয় ও সহনীয় হইতে পারে না, অতএব অগ্রে আমারদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে যুক্তিযোগে ব্যবস্থা স্থাপন করিলেই উত্তম হয়, নতুবা অনিয়মে ব্যবস্থা করিলে তাহাতে ব্যবস্থার অবস্থা এবং অবস্থার উপর আরো অধিক দুরবস্থা করা হইবে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

কলিকাতা মধ্যে বাঘের দৌরাত্ম্য।

কলিকাতা নগরের বাহির সিমলা মধ্যে কয়েক দিবসাবধি একটা নেকড়ে বাঘ আসিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছে, সেই হিংস্র জন্তু দিবা ভাগে কোন বন অথবা নর্দ্দমা মধ্যে লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যার পরে বাহির হইয়া স্বকার্য্য সাধনের অনুষ্ঠান করে, গত সোমবার সন্ধ্যার পর উক্ত পল্লীর শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ন দাসের গলির ভিতরে আসিয়া নফর নামক এক জন বাগ্দীর সাত মাসের একটী কন্যাকে লইয়া যায়, ঐ সময়ে হাহাকার ও আর২ ভয়ঙ্কর শব্দ হওয়াতে কিঞ্চিদ্দূরে তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল, বাঘের স্পর্শ মাত্রেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া ছিল, তৎপর দিবস অর্থাৎ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই উক্ত পল্লীস্থিত নফরদাস নামক এক জন রজপুতের দেড় বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র সন্তানকে ঐ রূপে লইয়া যায়, তাহাতেও ঐ প্রকার কলরব হওয়াতে ঐ রূপে ফেলিয়া পলায়, উক্ত বালকের দুই স্থানে দন্তাঘাত করত রুধির পান করিয়াছিল, ঐ শিশু পশুহস্তে মুক্তি পাইয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জীবিত ছিল।

এইক্ষণে পুলিসাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ও পল্লীস্থ লোকেরা কথিত ভয়ানক জন্তুর নিপাত নিমিত্ত বিহিত মনোযোগ করুন।

দায়মালজেল হইতে কয়েদির পলায়ন।

জনশ্রুতি দ্বারা অবগতি হইল যে আলীপুরস্থ দায়মাল জেল হইতে অনেক বন্দী পলায়ন করিয়াছে, তদ্বিশেষ কিছুই জানাযায় নাই, স্থূল সংবাদ এই যে উক্ত দোষী একদা রজনীযোগে ইষ্টক দ্বারা চরণস্থ লৌহ শৃঙ্খল চূর্ণায়মান করিয়া প্রাসাদোপরি উত্থিত হইয়া তথা হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে, যদ্যপি এসংবাদ সত্য হয়, তবে কারাগার রক্ষক সার্জ্জন এবং প্রহরি বর্গের মহা বিপদ কহিতে হইবেক, দায়মালজেল দশাননপ্রেয়সী রাণী মন্দোদরীর ঘোর চক্রের ন্যায় ভয়ানকপুরী, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হওয়া দুরূহ, বহির্দ্দিগ হইতে সমীরণ প্রবিষ্ট হয় না, কেবল এক দ্বার মাত্র, তাহাতে বহুতর সেপাহী সাহেবেরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দিবা যামিনী জাগ্রত আছেন, ছাতের উপর উঠিবার এক সোপান আছে, তদুপরি সার্জ্জনের থানা, সুতরাং এরূপ সুদৃঢ় স্থান হইতে যখন ঐ দুরাত্মা পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহার অসাধ্য কিছুই নাই, সংবাদদাতা কহেন, ঐ ব্যক্তি ১৪ টা ডাকাইৎ দলের সর্দ্দার।

লাহোরের পত্রে প্রকাশ করে যে মেজর হরবর্ট এডওয়ার্ড সাহেব লাহোর কৌন্সেলের সেক্রেটরী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মূলরাজের ফাঁসি হওয়া সংবাদ যাহা দিল্লীগেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তাহা নিতান্ত অলীক। ৩১ মার্চ্চ তারিখের লাহোরের পত্রে লিখিত আছে যে জান লারেন্স সাহেব মূলরাজের জোবানবন্দি গ্রহণ জন্য তাঁহার নিকট স্বয়ং গিয়াছিলেন, তদবধি ৩ আপ্রিলপর্য্যন্ত মূলরাজের ফাঁসির কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই। মৃত রাজা রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক মূলতানরাজ্য অধিকার হওনের পূর্ব্বে নবাব মসফরাজ খাঁ তদ্দেশের অধিকারী ছিলেন, তিনি কর্ণেল লারেন্স সাহেবের সমীপস্থ হইয়া কতিপয় স্তুতিজনক পারস্য ভাষার শ্লোক সাহেবকে উপঢৌকন দিয়াছেন, তাঁহার অভিলাষ যে ঐ রাজ্য তিনি পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন।

প্রেরিত পত্র।

অনন্ত মহিমাস্পদ শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
মহিমাস্পদেষু।

সংখ্যাতীত নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

অদ্য এক খানা পত্র প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ করিয়া শোধনান্তে প্রভাকরে প্রকাশ করত বাধিত করিবেন। কিয়দ্দিস হইল এখানকার পারস্য স্কুলের ছাত্রদের বাগ্বাণীর পূজার বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ হয় তদ্বিরুদ্ধে কোন অধম লেখক প্রকারে অস্মৎ প্রতি কটু কাটব্য লিখিয়া রসরাজে একপত্র প্রকাশ করিয়াছে, বিবেচনা করিলাম রসরাজের পত্রপ্রেরকের উত্তর রসরাজ ভিন্ন অন্য পত্রে লেখা যায় না তজ্জন্য রসরাজ সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখিয়া তাঁহার এক জন মান্য গ্রাহকের দ্বারা পাঠাইয়াছি, বোধ করি সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহাতে মহাশয় এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমি অন্য সম্পাদকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, ফলতঃ প্রভাকর কিম্বা সাধুরঞ্জন পত্রকে অপবিত্র করা অন্যায় বিবেচনায় রসরাজে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি কারণ ভাক্ত লেখকদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান না করিলে ক্রমে তাহারা মিথ্যা লিখিতে সাহসি হয় কিমধিকং ১২৫৬। ২ বৈশাখ।

নিয়ত বাধ্য শ্রীকৃষ্ণকুমার ঘোষ।

পুং আরো এক বিষয় লিখিতেছি প্রকাশ করার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, আমার কোন বন্ধু ঢাকা হইতে অল্প দিবস হইল এ নগরে আসিয়াছেন তিনি বলিলেন "এবার তথায় অনেক ব্যক্তি মুন্সেফি পরীক্ষা প্রদান জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল জজ সাহেব কেবল তিন

জনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া আর সমুদয়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা যে সদ্বিদ্বান অথচ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কাহারো পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন না, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মুনসেফি কর্ম্ম অতি তুচ্ছ কর্ম্ম নয়, তোতা পাখির ন্যায় কানুন মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিলেই কি তৎপদের যোগ্য হইতে পারে, তাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, শীলত্ব প্রভৃতির অনেক আবশ্যক করে,, সম্পাদক মহাশয় অত্রস্থ মুনসেফি পদাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা এমত সংবাদ শ্রবণে মস্তকে হস্ত দিয়া অধোবদনে ভাবিতেছেন, ইহার মধ্যে যাঁহারা লেখা পড়া ভাল জানেন এবং বুদ্ধিও রাখেন তাহাদের কখনো হাস্য বদন দেখা যায়, নচেৎ যাহাদের কেবল কানুনই ভরসা তাহাদের মুখ একেবারে বিরস।

পদ্য।

আশাধারি ভায়ারা হে ভাবিলে কি হবে
পরীক্ষা প্রদান হেতু ঢাকাতে যাইবে
বুঝেছিলে একর্ম্মে বিদ্যায় কিবা হবে।
আইনে মুন্সেফী পদ অনায়াসে লবে॥
সে আশা বিফল হলো সার মাত্র দুঃখ।
দুঃখের কপালে কি সম্ভবে কভু সুখ।
বিদ্যালয়ে গিয়ে আগে কৃতবিদ্য হও।
পশ্চাৎ পরীক্ষা দিয়ে মুনসেফি লও॥

কস্যচিৎ বিদেশি জনস্য।

পরম মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহত্তাশয়েষু।

নিম্ন লিখিত কতিপয় পঁক্তি শোধন্যান্তে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

সম্পাদক মহাশয়, ১২৫৫ সনের ১৯ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে আপনকার কোন বন্ধু লাকটিয়ার বঙ্গীয় বিদ্যালয় রহমতপুরে উত্তোলন করিয়া দেওয়ার জন্য রাজপুরুষদিগকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন বোধ করি রাজপুরুষেরা বন্ধুর পরামর্শ সুপরামর্শ জ্ঞানে অধুনা তাহাই করিলেন, গত দিবস উক্ত শিক্ষালয়ের শিক্ষক গুণিবর শ্রীমদ্বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কহিলেন লাকটিয়ায় ভদ্র লোকের সংখ্যার অল্পতা জন্য তথাকার বাঙ্গালা স্কুলের হমতপুরে নেওয়ার হুকুম হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ে আমি এক পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়াছি, বোধ করি শীঘ্রই আমার রহমতপুর যাইতে হইবেক, প্রিয় মহাশয়, এইক্ষণে আর উক্ত স্কুলের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সন্দেহ নাই, কারণ রহমতপুরে অনেক ভদ্রলোক অধিবাস করেন, তাঁহারা অবশ্য আপনাপন বালকগণকে বিদ্যা শিক্ষার্থে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং তথাকার ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী, দেবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কাশীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধনিবর মদনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরাও সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না, জগদীশ্বর তাঁহারদিগকে প্রচুর ধনের অধিপতি করিয়াছেন, এবং আপনারাও সদ্বংশজাত বটেন, সুতরাং সদ্বিষয়ে আনুকূল্য করিতে কেন বিরত হইবেন? যদি তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগি না হয়েন তবে যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক প্রদান হইবে। লাকটিয়া নিবাসী ধনিবর শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায় মহাশয় এই স্কুলের উন্নতি জন্য যাত্নিক হইয়া অনেক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা তাঁহার সদ্গুণের বিষয় রচনা করিয়া প্রভাকরে এবং ভাস্করে প্রকাশ করিয়াছেন, রাজদ্বারে তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন রায় বাবুর ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অমনোযোগি না হয়েন।

পরন্তু রাজপুরুষদিগকে আমি এক অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের বেতন এবং পদ বৃদ্ধি বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, গুণোপযায়ি পুরস্কার প্রদান করাই শ্রেয়ঃ, শিক্ষক মহাশয়ের গুণের বিষয় অধিক প্রমাণের প্রয়োজনাভাব, তাঁহার স্কুলের একটি ছাত্র দীনদয়াল পাল বারস্থার গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা শিক্ষালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া উত্তমরূপে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, কিয়দ্দিবস গত হইল অত্রস্থ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত স্কুলের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিক নামক একটি বালককে এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান করেন, অতএব শিক্ষক বাবুর পারদর্শিতার প্রমাণ ইহাতেই প্রকাশ হইতেছে ইতি।

কস্যচিদ্বরিশালস্থ প্রভাকর পাঠকস্য।

২ বৈশাখ ১২৫৬।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কো: ১০ টাকা।

৩৭

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯০ সংখ্যা) শুক্রবার ৯ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২০ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সংবাদ প্রভাকর

৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

নিম্নস্থ পত্র কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম।

“গত দিবসীয় চন্দ্রিকা পত্রে পাঠকস্য,, ইত্যাঙ্কিত যে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিয়া লেখকের লেখার তাৎপর্য্য বোধে অক্ষম হইলাম, কারণ তিনি অতিশয় স্ত্রীঙ্গিৎ পূর্ব্বক আপন পত্রকে বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, ইহাতে এক পক্ষে বোধ হয়, তিনি যেন কখনো কোন প্রকার বাঙ্গালা সমাচার পত্র দৃষ্টি করেন না, একারণ তাহাতে কি উপকার ইহা জানিতে পারেন নাই, অথচ ছলনা পূর্ব্বক আপনাকে সংবাদ পত্রের বন্ধুরূপে পরিচিত করণার্থ একখানা পত্র লিখিয়া বসিলেন, অপিচ আর পক্ষে বোধ হয় তিনি কোন এক সংবাদ পত্রের বিশেষ বন্ধু, স্বয়ং লেখক হউন, অথবা লিপি বিষয়ে অনুরাগী হউন, প্রতিযোগি পক্ষের অনুরাগকে উন্নত দেখিয়া তাহাকে প্রকারান্তরে নত করণের অভিপ্রায় করিয়াছেন, যে হেতু তাঁহার উক্তি দ্বারা বিশিষ্টরূপেই তদ্বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে,

যথা লেখকের উক্তি।

“ইংরাজী সম্পাদকেরা নানা দেশীয় পুরাবৃত্ত খগোল ভূগোলীয় বিবিধ প্রস্তাব, দিগ্‌দেশীয় সমাচার এবং রাজকীয়, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় হিতাহিত ব্যাপারের সদ্যুক্তি যুক্ত বক্তৃতা প্রকাশ দ্বারা সাধারণের মনোনুরঞ্জন করিয়া থাকেন, তৎপাঠে ধনার্থি বিদ্যার্থি কৃষি বাণিজ্য ও রাজকার্য্যকারি গণের বিদ্যা, ধন, বুদ্ধি বিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সম্ভাবনা, কিন্তু বাঙ্গালা পত্র পাঠে তাদৃশ উপকারের অধিকাংশই অভাব দেখাযায়, যেহেতু কোন পত্র কটু কষায়ণ বাক্যে, কোন পত্র পরনিন্দায়, কোন পত্র বালকাবলির আমোদকর পদ্য প্রবন্ধে, কোন পত্র অনুপ্রাশ অন্ত্যযমক বাগাড়ম্বরে, কোন পত্র রূপক বর্ণনায়, কোন পত্র নাট্যোক্তিতে, কোন পত্র হাস্যজনক অমূলক সংবাদে, কোন পত্র চর্ব্বিত চর্ব্বণে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, দেশের হিতজনক নূতন প্রস্তাবের প্রায়ই দর্শনাভাব, সুতরাং তদ্দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা রাহিত্য প্রযুক্ত সাধারণের ক্রমেই অনুরাগের খর্ব্বতা হইয়াছে,,

এই স্থলে ভাবগ্রাহি পাঠক মহাশয়েরা অতি সহজেই লেখকের মনের ভাব বিবেচনা করিতেছেন, এইক্ষণে বাঙ্গলা পত্র সম্পাদকেরা সৌভাগ্যের বিষয় ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে ইংরাজ সম্পাদকদিগের নিকট ন্যূন নহেন, তাঁহারা যে সকল বিষয় লিখিয়া থাকেন, দেশীয় পত্রেও সেই সমস্ত বিষয় লিখিত হয়, বরং এপক্ষে অপক্ষপাতিতা পূর্ব্বক দুই এক উত্তম বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, অনেক শ্বেত সম্পাদকের পক্ষের লেখনী পক্ষপাত করিয়া জাতির পক্ষেই পক্ষ হয়, আ

613

মারদের পক্ষে বিপক্ষতা করণে ত্রুটি করে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তি সম্পাদকের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিরপেক্ষ হইয়া দেশহিতজনক প্রস্তাব সকল প্রকাশ করেন, আমি অধুনা কোন পত্রের নাম প্রকাশ করণে ইচ্ছা করি না, পরে জগদীশ্বর আপনিই প্রকাশ করিয়া দিবেন, তাহাতে অতি বিজ্ঞতার সহিত সময়ে২ নীতি, ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজকীয়, কৃষি বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং রূপকাদি যে সকল প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তৎপাঠে সর্ব্ব সাধারণ পাঠকপুঞ্জ কি তাবৎ জ্ঞান কি, তাবৎ জ্ঞানের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যে সকল পত্রে কেবল পরগ্লানি ও কটুকথায়ণ লিখিত হয়, এবং যে পত্র কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণে পরিপূর্ণ হয়, লেখক ভ্রাতা তাহারদিগের প্রতি যদ্রূপ উক্তি করেন তাহাতে আমার বক্তব্য নাই, কিন্তু একখানিও বাঙ্গালা পত্র পাঠ করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়না, একথা কোন প্রকারেই সহ্য হইতে পারে না, তিনি কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উপকার দেখিতে পান না, যদি বলেন তাহা সংবাদ পত্র নহে, ভাল, না হইল, তিনি কি চন্দ্রিকা, প্রভাকর, ভাস্কর, এবং সাধুরঞ্জনাদি পত্রে কিছুই উপকার প্রাপ্ত হয়েন্ না, তবে ন্যূনাতিরেক যাহাহউক, কিন্তু আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, ইহার প্রত্যেক্ পত্রই দেশের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর, আমি সর্ব্বদাই ত্রিবিধ লোকের নিকট ঐ সকল পত্রের সম্ভব মত গুণানুযায়ি সুখ্যাতি শুনিতে পাই,,

“অপিচ তিনি কবিতা এবং রূপক বর্ণনাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি, যে, ঐ লেখক রসজ্ঞ, ভাবজ্ঞ এবং গুণজ্ঞ না হইবেন, অথবা তাহা হইয়াও ছলনা পূর্ব্বক ইহার যথার্থ গুণ পরিহারার্থে একটা কৌশল করিয়াছেন, যাহাহউক, কাব্য এবং রূপকাদিই সকল প্রকার লেখার প্রধান হইয়াছে, তাহাতে শব্দ, বর্ণ, রস, অর্থ, ভাব, ইত্যাদির দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমস্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা লিপি শিক্ষার উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চারিত হয়, চিত্ত আনন্দরসে মগ্ন হইতে থাকে, এই প্রকার লেখা সহজ নহে, জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপাভিন্ন হইতে পারে না, যদি হিন্দুজাতির স্বাধীন রাজ্য থাকিত তবে ইহার কত সমাদর হইত তাহা কথনাতীত, এই বিরূপ বিশ্বের অরূপ রচকের স্বরূপ রূপক যাঁহারদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক আছে, তাঁহারা কখনই রূপকের স্বরূপ গুণকে বিরূপ করিতে পারিবেন না, এবং কবিদিগের মানসপদ্ম প্রকাশকারি রবিস্বরূপ ভাবক মহাশয়েরা কদাচ কবিতার প্রতি ঘৃণা করিতে পারিবেন না, হে সম্পাদক মহাশয়, আমার যেমন সাধ্য, আমি তাহাই লিখিলাম, এবিষয়ে আপনার যেরূপ অভিমত তাহা ব্যক্ত করিয়া বাধিত করিবেন, বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার পত্রপ্রেরকের লেখা এবং আমার এই লেখার প্রতি স্বরূপাভিপ্রায় প্রকটন পূর্ব্বক বাধিত করিবেন,,।

“সংবাদ পত্রের যথার্থ বন্ধু,,।

আমরা সর্ব্বাগ্রে এবিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতে চাহি না, আমারদিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ চন্দ্রিকাপত্রের সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই যথার্থরূপ উক্তি দ্বারা উল্লেখিত উভয় লেখকের প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

ব্যবস্থার দোষ।
গত বারের শেষ।
সপ্তম ধারা। যথা।

“প্রত্যেক্ মনুষ্য যিনি আপনার বা আপন অধিকারের অথবা ভাড়াটিয়া কিম্বা অন্য প্রকার কাঁচা কিম্বা পাকা ঘর এতন্নগর মধ্যে পীড়াজনক দুর্গন্ধ মলীন বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিবেন এবং সরবেয়র দ্বারা সম্বাদ পাইয়া দশ দিনের মধ্যে তাহা উত্তমরূপে পরিষ্কার না করাইবেন কিম্বা তাহা উঠাইয়া না লইবেন তাঁহাকে এতদপরাধে ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড দিতে হইবে এবং উপরোক্ত নিরূপিত কালের অতিরিক্ত যত দিন ঐ প্রকার ঘরের দুর্গন্ধবস্তু পরিষ্কার না করিবেন তত দিন প্রত্যহ ৫ টাকার অনধিক দণ্ড দিবেন।,,

এই ধারা অতি সুধারা হইয়াছে, ইহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারি না, বরং উপকারজনক বলিয়াই প্রশংসা করিব, কারণ যে সকল বিষয়ে পীড়া জন্মে তদ্বিষয়ে রাজশাসন হওয়াই কর্ত্তব্য বটে, অথচ ঐ পীড়াকর ব্যাপার নিবারণের নিয়ম প্রজার পক্ষে পীড়াকর হয় নাই, কেননা তাঁহারা আপনাপন অধিকৃত স্থানের রোগজনক দুর্গন্ধি দ্রব্য পরিষ্কার করণে দশ দিবস সময় প্রাপ্ত হইতেছেন, এই স্বাবকাশ সময়ের মধ্যে অনায়াসেই কর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পত্রে লেখে যে মেজর এইচ, বি, এডওয়ার্ডস্ সাহেব পঞ্জাবের বিষয় বন্দবস্ত করণীয় বোর্ডের মেম্বরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ফলতঃ কতদিনে ঐ কার্য্য নিষ্পাদিত হইবেক তাহা বলা যায় না, কেহ২ বলেন বিলাত হইতে বিশেষানুমতি না আইলে গবরনর জেনরল সাহেব তদ্বিষয়ের বন্দবস্ত শেষ করিবেন না, কেহ২ কহেন পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আগ্রা রাজ্যভুক্ত হইবেক, কেহ২ কহেন স্বতন্ত্র থাকিবেক।

হায়দ্রাবাদের নূতন রাজমন্ত্রী শ্যামসুল্লা ওমরা বাহাদুর নিজাম বাহাদুরের অধিকারস্থ প্রধান জমীদার সিয়ার আফগান জঙ্গের নিকট দশলক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, তিনি এতদ্রূপ অধিকার্থ প্রদানে অস্বীকার করাতে রাজমন্ত্রী তাঁহার বিরারস্থ সমুদয় ভূমি সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছেন।

রঘুজী বাহাত্রী যিনি নাগপুরের রাজা আপা সাহেব নামে পরিচয় দিয়া বিরার প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, তিনি সংপ্রতি কতকগুলীন সহযোগি সহিত কাপ্তেন ষ্টুডার্ট সাহেবের দ্বারা ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

রজনীকালে চন্দ্রের কিরণ দ্বারা যাদৃশ অন্ধকার মোচন হইয়া আলোকময় হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষের মূর্খতা অন্ধকার ইংলণ্ডীয় ভাষা অধ্যয়ন দ্বারা মোচন হইতেছে। কিন্তু প্রভাকর ব্যতীত যাদৃশ সমস্ত দেশে এককালে আলোক ব্যাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ অস্মদ্দেশের বঙ্গভাষালোচনা ব্যতিরিক্ত সমস্ত দেশ বিদ্যালোকে উজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডীয় ভাষা চন্দ্র এবং বঙ্গভাষা প্রভাকর, আমারদিগের এমত অভিপ্রায় নহে, ইংরাজীভাষার বিস্তর সার্থক্য আছে আমরা তাহার অন্যথা কহিতে পারি না, এবং বঙ্গভাষায় এইক্ষণে সার কিছুই নাই, তাহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু এই বঙ্গভাষাকে প্রভাকর তুল্য না করিলে, তেজস্বী না করিলে ও এদেশের দুরবস্থা বিমোচনের আর উপায় নাই, সে ক্ষমতা রাজপুরুষদিগের ও দেশহিতৈষি জনগণের প্রতি সংপূর্ণ নির্ভর করে, বিশেষতঃ ইহা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতররূপে পরিগণিত হইতেছে, তাঁহারদিগের এক কথায় যে ফল দর্শিবে প্রজাগণের প্রাণপণে চেষ্টায়ও তদধিক হইবেক না, এই স্থলে কেহ কহিতে পারেন আমারদিগের অধিরাজেরা এতদ্বিষয়ে উৎসুক আছেন এবং এই জন্য জিলার বিচারালয়ে এতদ্দেশীয় ভাষা প্রচলনের অনুমতি করিয়াছেন এবং স্থানে২ দেশীয় ভাষার পাঠালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল বিচারালয়ে কিরূপ বঙ্গভাষা ব্যবহার হইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কি সন্ধান রাখেন? ইহা সত্য বটে, বাঙ্গালা অক্ষরে রুবকারি প্রভৃতি লিখিত হয়, তাহা হইলেই কি বঙ্গভাষা হইল? সে যে কি ভাষা কাহার সাধ্য তাহা নির্ণয় করে, এবং দেশীয় ভাষার পাঠশালারই বা কি তত্ত্বাবধারণ করেন; কিরূপ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক অধ্যয়ন হইতেছে, কি কি জ্ঞানদ পুস্তক ব্যবহার হইতেছে এবং কি উপায় করিলেই বা সুশৃঙ্খলা হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কত যত্ন করিতেছেন; ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার্থে তাঁহারা যেরূপ সচেষ্ট ও ব্যগ্র আমারদিগের দেশীয় ভাষার প্রতি তাহার শতাংশের একাংশ উৎসাহ থাকিলেও আপ্যায়িত হইতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অঙ্গরাগ অভাবে নিস্তেজঃ হয়, অথচ রাজপুরুষেরা তাহাতে মনোযোগি হয়েন না, ইহাই পরম দুঃখের বিষয়, তাঁহারদিগের নিয়ম আছে বিচারালয়ে বঙ্গভাষা চলিত হইবে, কিন্তু কোথায় বঙ্গভাষা চলিতেছে; তাঁহারদিগের নিয়ম আছে স্থানে২ বঙ্গভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং তাহাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি পাঠ নিয়ম মত পাঠ হয়? এবং যাঁহারদিগের প্রতি পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়াছেন তাঁহারা কি কখনো বাঙ্গালা পাঠশালা চক্ষে দেখিয়াছেন? কিন্তু রাজপুরুষদিগের রাজস্বের নিয়মের কোন অংশ নিস্তেজঃ হইলে তাঁহারা কি এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? আমারদিগের ভূপতিরা যে দেশীয় ভাষার প্রতি এরূপ অনাদর করিবেন তাহা তত বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না যখন আমরা দেখি আমারদিগের দেশীয় ভ্রাতারাই ইহার উচ্ছেদে সংপূর্ণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারদিগের ইচ্ছা ইংরাজী ভাষাই এদেশের ভাষা হইলে সুখের

কারণ হয়, ইঁহারদিগের এ কথার উত্তর আর কি দিব; "পাগল নয়, ক্ষেপা নয়, তেঁদড় এক জাতি" তাঁহারা একালপর্য্যন্ত নানা দেশের নানা ইতিহাস দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি কোন ইতিহাসে এমত পাঠ করিয়াছেন যে কোন জয়যুক্ত রাজা অধিকৃত দেশে তাঁহারদিগের স্বভাষা প্রচলনে কি ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন? কিন্তু যে ব্যক্তিরা এমত আশা ব্যক্ত করেন হিন্দু কালেজের প্রকাশ্য পরীক্ষার দিনে টৌনহালে মহামতি মেডাক সাহেবের প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাহা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, কারণ সে দিবসে মেডাক সাহেব দেশীয় ভাষা উজ্জ্বল করণার্থ বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাহাতেই আমারদিগের যথেষ্ট ভরসা হইয়াছে, রাজপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে যত্নশূন্য হয়েন নাই, আমরা জ্ঞাত আছি আমারদিগের কোন বন্ধুকে কোন বিজ্ঞবর সাহেব কহিয়াছেন "যে উপায়ে পার বঙ্গভাষা প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর" এই সাহেবের সহিত এইক্ষণে আমারদিগের দেশের যে সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়াছি। আরো কোন ভদ্র সাহেবের নিকট কোন বাবু সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সে সাহেবও উপরোক্ত সাহেবের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার সহিত বঙ্গভাষায় কথোপকথন কর" এই সকল অভিপ্রায়ে আমারদিগের যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, এবং যাঁহারা এদেশে ইংরাজী ভাষা প্রচলনে উদ্যোগি তাঁহারা আর বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারা মনে মনেই রাখুন, এতদ্দিনের পর যখন রাজপুরুষেরা এমত মত প্রকাশ করিয়াছেন তখন অবশ্য এ বিষয়ের একটা বিহিত না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

আমারদিগের প্রথম বক্তব্য এই বঙ্গভাষা সুচারুরূপে প্রচলনের তাদৃশ জ্ঞানদ পুস্তক নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে, এতদ্ভাষার দ্বাদশ খানি জ্ঞানদ পুস্তক সংগ্রহ করা সুকঠিন হয়, কিন্তু এই উত্তম পুস্তকই বা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? এই সকল পুস্তক ইংলণ্ডীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতাদৃশ গুরুভার কাহার প্রতি অর্পণ করা যাইতে পারে, সাহেবদিগের একর্ম্ম নহে, ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অথচ বঙ্গ ভাষায়ও পণ্ডিত এমত ব্যক্তিকেই এ ভার অর্হিতে পারে, কিন্তু এমত ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া সাধারণ নহে, আমরা জানি এক ব্যক্তিকেই এই কর্ম্ম যোগ্য হইতে পারে, তাঁহার নাম শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ। অতএব এডুকেশন কৌন্সেলের এইক্ষণে এই আবশ্যক যে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষার কোন পুস্তক অনুবাদ করিতে হইলে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়, বলিতে কি তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা কাহাকেও লিখিতে দেখিতে পাই না, অতএব তাঁহার কৃত বা অনুবাদিত পুস্তক যে সকলে সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করিবে তাহার সংশয় কি আছে, কত পাদরির লিখিত পুস্তকই গ্রাহ্য হইল, তবে তাঁহার পুস্তক যে পূজ্য না করিবে এমত ব্যক্তি আমারদিগের পরিচিত নাই।

আমরা এইস্থানে আমারদিগের দেশহিতৈষি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে বিশেষ নিবেদন করি, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাকে ম্রিয়মানাবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিত করিতে বাঞ্ছা করেন তবে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহারদিগের লেখক মধ্যে মনোনীত করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ লিখিতে হয় তাহা অনেকে জ্ঞাত হইবেন, নচেৎ বিলাতি বাঙ্গালা ব্যবহার করিলে কেবল ভাষাকে বধ করা হয়।

পরন্তু বঙ্গভাষাকে পুনরুজ্জ্বল করা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছে, পাঠকগণ মনে ভাবিয়া দেখুন যদি এই কয়েক খানা বাঙ্গালা সমাচার পত্র না থাকিত তবে যে কিঞ্চিৎ বাঙ্গালার আলোচনা আছে ইহাও কি থাকিত? অতএব জরাগ্রস্তা জননীর সেবা করিতে ঘৃণা করা পুত্রের কর্ম্ম নহে, সুশ্রুষা দ্বারা যাহাতে তিনি পূর্ব্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন তাহার যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

কং ঘং

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯১ সংখ্যা) শনিবার ১০ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২১ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

ADVERTISEMENT.

TO BE SOLD, pursuant to a DECREE of the Supreme Court of Judicature, at Fort William in Bengal, made in a Cause of MUTTYLOLL SEAL *against* SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, Widow and Executrix of SREENAUTH MULLICK, deceased, BYCAUNTNAUTH MULLICK, OMEERTONAUTH MULLICK, DEBENDERNAUTH MULLICK, RAJENDRONAUTH MULLICK, and SAMADRONAUTH MULLICK, sons of the said SREENAUTH MULLICK and SREEMUTTY SOOBANY DOSSEE, with the approbation of WILLIAM MACPHERSON, Esquire, Acting-Master of the said Supreme Court, at his Office, in the Court House, in the Town of Calcutta on Monday the 30th. Instant at 12 O' Clock noon, all that Upper Roomed Messuage, Tenement, or Dwelling House, and also those two Lower-Roomed Messuages, Tenements or Dwelling-Houses, adjoining thereto, and the Piece or Parcel of Ground, on part whereof the same are erected and built, containing by estimation eighty-three Biggahs, be the same more or less, situate, lying, and being at Ramkissenpore, formerly known by the name of Howrah, in the district of the Twenty-four Purgunnahs, and in the Province of Bengal, late the property of SREENAUTH MULLICK, of Ramkissenpore aforesaid, deceased. Particulars whereof may be had at the said Master's Office, or of Mr. W. N. HEDGER, soliciter for the defendants SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, BYCAUNTNAUTH MULLICK, at No. 1, Larkin's Lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta,
Supreme Court,
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় মতিলাল শীল বাদী, মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী এবং বিষয়ের কর্ত্তৃত্বকারিণী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী, বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক, অমৃতনাথ মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক; এবং সমুদ্রনাথ মল্লিক, যাঁহারা উল্লেখিত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্র এবং শ্রীমতী শুভানী দাসী প্রতিবাদিনী ও প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চূড়ান্ত অনুমতি হয় তদনুসারে মহানগর কলিকাতাস্থিত পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিএম, মেক্‌ফারসন্ সাহেবের সম্মতিক্রমে কোর্ট হৌসে তাঁহার আফিসে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগনার অধীন রামকৃষ্ণপুর নামক স্থান যাহা পূর্ব্বে হাবড়া নামে বিখ্যাত ছিল, তাহার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত অপর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত এবং বর্দ্ধিত আছে, ভূমি অনুমান ৮৩/ তিরাশি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, যাহা উপরোক্ত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি তাহা বিক্রীত হইবেক। এই বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মাষ্টর আফিসে অথবা উল্লেখিত মোকদ্দমা

র প্রতিবাদিনী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও প্রতিবাদী বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের উকীল ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের প্রাগুক্ত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত লার্কিন্স লেনের ১ নম্বর ভবনে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবেন।

ডবলিউ, মেক্‌ফারসন্।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৬ আপ্রিল ১৮৪৯

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বরিশালের অন্তঃপাতি বাঁকা গ্রাম নিবাসি শ্রীকার্ত্তিকচরণ বিদ্যানিধির পুত্র শ্যামাচরণ সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীরামগতি চক্রবর্ত্তির পুত্র ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা উভয়েই স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, ইঁহারদিগের কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, শ্যামাচরণের বয়ঃক্রম অনুমান ১৪ বৎসর, এবং ভগবানের বয়ঃক্রম ১৬। ১৭ বর্ষ হইবেক, উভয়েই সুন্দর পুরুষ, সমভিব্যাহারে কতকগুলীন পুঁতি এবং কয়েকখানা পুস্তক আছে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ইঁহারদিগের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয়েন তবে কৌশলক্রমে উভয়কে আটক রাখিয়া নবদ্বীপ নিবাসি হরচন্দ্র কাংশকারের নিকট পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন।

সম্বাদপ্রভাকর

১০ বৈশাখ শকাব্দাঃ১৭৭১।

লার্ড ডেলহৌসি সাহেব পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিস অধিকারভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করাতে মহারাণী চন্দ্রকুমারীর উকীল মেং নিউমাক সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে দুই খানা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে সরদারদিগের দোষে শিশু রাজা দলিপ সিংহকে পদচ্যুত করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, গত যুদ্ধ সাঙ্গ সময়ে লার্ড হারডিঞ্জ সাহেবের সহিত মহারাজের যে সন্ধিপত্র নিবন্ধ হইয়াছিল তাহাতে লিখিত ছিল যে যদবধি দলিপ সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবেন তদবধি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, পঞ্জাবরাজ্যে কতি সংখ্যক ব্রিটিস সৈন্য রাখিবেন এবং ঐ দেশ কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সেই সেনারাই তাহারদিগ্যে দমন করিবেক, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব সন্ধিপত্রের ঐ নিয়ম কিছুই রক্ষা করিলেন না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবীয় রাজকীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল সরদারদিগ্যে প্রধান২ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাই রাজবিরোধি হইয়াছিলেন, সুতরাং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে তাঁহারদিগেরই বিহিত দণ্ড করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সরদারদিগের অপরাধে মহারাজ দলিপ সিংহ কোন মতেই দণ্ডার্হ হইতে পারেন না, মেং নিউমাক সাহেব এইরূপ অনেক সদভিপ্রায় দ্বারা উল্লেখিত পত্রদ্বয় পরিপূর্ণ করিয়াছেন, আমরা স্থানাভাব জন্য তাঁহার সকল অভিপ্রায় অনুবাদ করিতে পারিলাম না।

ব্যবস্থার দোষ।

গত বারের শেষ।

অষ্টম ধারা। যথা।

যাহারা নগরের রাজপথে রাত্রি দুই প্রহর অবধি দিবা সাত ঘণ্টা পর্য্যন্তের অবান্তর সময়ে অর্থাৎ দিবা আট ঘণ্টাবধি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত গাড়ী কিম্বা হাঁড়িতে মল মূত্র স্বয়ং লইয়া যাইবে কিম্বা অন্য দ্বারা পাঠাইবে অথবা এমত কুৎসিতরূপে লইয়া যায় যে তাহার দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় কিম্বা মেড়ানি বহিয়া পড়ে অথবা প্রকাশ্য স্থলে তাহা নামাইয়া রাখে অনাচ্ছাদিত গাড়ী কিম্বা হাঁড়িতে মল মূত্র লইয়া যায় এবম্প্রকার প্রত্যেক মল বাহির ৫০ টাকার অনধিক দণ্ড হইবে।,,

এই নিয়ম উত্তম হয় নাই, ইহার মধ্যে অনেক দোষ দর্শিত হইতেছে. এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, কারণ এই ধারা অপরাপর ধারার সহিত সংপূর্ণরূপে সম্বন্ধ রাখিতেছে, এজন্য অধুনা অতিরেক ক্লেশ স্বীকার না করিয়া অপরাপর ধারার উল্লেখ সময়ে এতদ্বিষয়ের বিশেষ দোষ গুণ ব্যক্ত করিব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

দৈবশক্তি।

হে দৈব শক্তি দেবি, তোমার চরণে নমস্কার করি, তুমি যাঁহার প্রতি প্রসন্না হও, এই অখিল সংসার মধ্যে তিনিই ধন্য! তিনিই সাধু, তোমার অনুকম্পাবিহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে, তুমি ব্রহ্মার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বেদ প্রকাশের শক্তি প্রদান করিয়াছ, তুমি মনুর প্রতি দয়া করিয়া ঐ শিক এবং ঐহিক জ্ঞান প্রকাশের শক্তি প্রদান করিয়াছ। তুমি বাল্মীকি, বশিষ্ঠ বেদব্যাস, শুক, অষ্টাবক্র, এবং কালীদাস প্রভৃতির প্রতি কৃপা কটাক্ষ করত কৃতার্থ করিয়াছ, বহুকাল হইল তাঁহারা মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন কিন্তু আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাঁহারা তাবতেই কীর্ত্তির সহিত অদ্যাপি সজীব রহিয়াছেন। তোমার কিঞ্চিৎ করুণা হইলে বিনা চক্ষে অন্ধ অন্ধকারে জগৎ সংসার আলোকময় দেখিতে পায়, এবং তোমার করুণা না হইলে মানুষ দেবরাজের ন্যায় সহস্র নেত্র প্রাপ্ত হইলেও কিছুই দেখিতে পায় না, কিছুই জানিতে পারে না, তাহার সেই চক্ষুঃ কেবল অন্ধকারেই আবৃত থাকে। তোমার কিঞ্চিৎ করুণা হইলে বধির ব্যক্তি শ্রবণ ব্যতীত সমুদয় শাস্ত্রসূচক শব্দসুখে সুখী হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এবং তোমার করুণা না হইলে স্মৃতি শ্রুতির শ্রোতৃগণের শ্রুতি পথে কোন শব্দই প্রবেশ করে না, তোমার কিঞ্চিৎ করুণা হইলে মূক ব্যক্তি মুখস্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে পঞ্চানন সদাশিবের ন্যায় সদা শিবে সংযুক্ত হয়, এবং তোমার করুণা না হইলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও মূকের ন্যায় মুখস্ফূর্ত্তি করণে অক্ষম হয়েন। তোমার কিঞ্চিৎ করুণা হইলে খঞ্জ ব্যক্তি বিনা পদে বোধের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সমুদয় স্থলে ভ্রমণ করিতে থাকেন, এবং তোমার করুণা না হইলে অতি সবল সচল ব্যক্তি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেও কিছুই জানিতে পারেন না, তিনি দ্বিপদধারী হইয়াও চতুষ্পদ পশুর ন্যায় শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন।

হে দেবি, যে শরীরে তোমার আবির্ভাব নাই, সে শরীরই মিথ্যা, তুমি যাহার মানসমন্দিরে বিহার করিতেছ তাঁহার নিকট সম্পত্তির সুখ অতি তুচ্ছ কারণ তিনি সতত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, যে সুখের ক্ষণমাত্র বিবিশ্রাম নাই? তাঁহার নিকট ঘৃত, ক্ষীর ও পায়সাদির রসাস্বাদন অতি তুচ্ছ, কারণ তিনি অনবরত ভাব সমুদ্রোত্থিত রসামৃত পানে তৃপ্ত হইতেছেন, যে তৃপ্তির ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, তাঁহার নিকট সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণের সন্তোষ অতি তুচ্ছ, কারণ তিনি অহরহ প্রেম পুষ্পের আঘ্রাণে সন্তোষিত রহিয়াছেন, যে সন্তোষের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই? তাঁহার নিকট পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদির শোভা অতি তুচ্ছ, কারণ তিনি সদা সর্ব্বক্ষণ শক্তির শোভায় শোভিত রহিয়াছেন, যে শোভার ক্ষণমাত্র বিশ্রাম নাই, হে দেবি, তুমি এক ক্ষুদ্র বালক বালিকার প্রতি অনুকূলা হইলে তাহারা এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় যে তাহারদিগের সেই ক্ষমতার কার্য্য দৃষ্টে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বিস্ময়াপন্ন হইতে থাকেন এইস্থলে আমরা লিপি বাহুল্য না করিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছি যদ্দৃষ্টে পাঠক মাত্রেই চমৎকৃত হইবেন।

১ এতন্মহানগরীর কোন সম্ভ্রান্ত বংশ্য কুলীন কায়স্থের নবমবর্ষ বয়স্কা এক সুরূপসী অবিবাহিতা কন্যা দৈব শক্তির অনুকম্পায় গদ্য পদ্য রচনা বিষয়ে অতি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্তা হইয়াছে, ঐ বালিকা রীতি পূর্ব্বক শিক্ষা করে নাই, কাহারো নিকট উপদেশ পায় নাই, কেবল আপনার যত্ন দ্বারাই শিক্ষিতা হইতেছে, দশবর্ষ বয়স্ক তাহার একটী সহোদর স্কুলে ইংরাজী লেখা পড়া করে, এবং বাটীতে বসিয়া মধ্যে২ বাঙ্গালা লিখিয়া থাকে, তাহার সেই লেখা দেখিয়া অক্ষর চিনিয়াছিল, এবং পড়া শুনিয়া বানান্ করিতে শিখিয়াছে, অথচ এপর্য্যন্ত স্বয়ং এক দিবস গুরুমহাশয়ের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই এবং কোন বিষয়ের পাঠ লয় নাই, তাহার সেই ভ্রাতার পাঠ কালীন্ নিকটে বসিয়া ইংরাজী অক্ষর চিনিয়াছে, এবং দুই একটা সহজ শব্দের বানান্ করিতে পারে, এই কুমারীর পিতা নাই, ইহার সর্ব্বাগ্রজ সর্ব্বগুণে ভুষিত, অতি সুলেখক, সদ্বক্তা এবং এক সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত আছেন, তিনি আপনার গুণের দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ তথ্যদর্শী বাবু স্বীয় সদ্গুণান্বিতা সহোদরাকে বিদ্যানুশীলনে উন্মুখা এবং উৎসাহিনী দেখিয়াও তাহার শিক্ষা কল্পে উচিত মত যত্ন করেন না, তিনি তাহাতে অনুরাগী বটেন, কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী হওয়াতেই মনোযোগের ক্রটি হইতেছে, বিদ্যানুরাগিনী

বালিকা শুদ্ধ সমাচার পত্র পাঠ করিয়াই আপন চেষ্টায় বৃৎপত্তিশালিনী হইতেছে, আমারদিগের এই প্রভাকর পত্র প্রতিদিবস প্রযত্ন পূর্ব্বক পাঠ করত তাহার ফাইল রাখিয়া থাকে, যে দিবসের পত্রে কবিতা থাকে সেই দিবস অত্যন্ত আমোদিনী হইয়া তাহা পাঠ করে, পদ্যের প্রতি যত আদর করে, গদ্যের প্রতি তত করে না, কিন্তু গদ্য পদ্য উভয় বিষয় অতি উত্তমরূপে পাঠ এবং উচ্চারণ করিতে পারে তাহার মেধা ও স্মৃতির কথা কি কহিব, যাহা একবার কিম্বা দুইবার শুনে অথবা পাঠ করে, প্রায় তাহাই মুখস্থ করে, প্রভাকরে প্রকাশিত সহস্রাধিক কবিতা তাহার অভ্যাস রহিয়াছে, পূর্ব্বে অর্থ বোধ ছিল না, শুদ্ধ শুক পক্ষির ন্যায় পাঠ ও অভ্যাস করিত, এইক্ষণে ক্রমে২ যত আলোচনা এবং বয়সের আধিক্য হইতেছে, ততই সংস্কার জন্মিতেছে, এবং অর্থ বোধ হইতেছে, সমাচার পত্রে আপনার মনোনীত কোন বিষয় দেখিতে পাইলে আহ্লাদে পরিপূর্ণা হইয়া আপন বাটীর এবং প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোক ও বয়স্যা দিগের নিকট তাহা পাঠ করিতে থাকে, এই প্রকারে অনুশীলন দ্বারা অধুনা সে কবিতা রচনায় শক্তিশীলা হইয়াছে; সমাচার পত্রে শীকপক্ষের পরাজয় সংবাদ পাঠ করত দৈব শক্তির প্রভাবে এক কবিতা রচিয়াছে, যথা

ত্রিপদী।

"শীকের দেখিয়া গতি, রাণী কন্ ক্রোধমতী, কি করিব একা ঘরে রোয়ে।
"বৃথা কেন দুঃখপাই, ইংরাজ মন্দিরে যাই, আমার দলিপ পুত্র লোয়ে॥

বুধবর্গ প্রণিধান করুন, কি চমৎকার দেবানুগ্রহ, নবমবৎসরীয়া কন্যার দ্বারা একরূপ কবিতা রচনা কি সম্ভব হইতে পারে? ছন্দের কি পারিপাট্য রাখিয়াছে, কোন খানে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, ভাব, অর্থ, রস, মাধুর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের আবশ্যক করে তাহা সংপূর্ণরূপে হইয়াছে, আমরা তাহার পদ্য রচনার প্রথম সূচনাতেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছি।

অতি অল্প দিবস হইল কথিতা বালিকার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, তাহার মুখাবলোকন পূর্ব্বক হর্ষান্বিতা হইয়া কুমারের অলঙ্কারের নিমিত্ত ভ্রাতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া হাস্যবদনে এক কবিতা করিয়াছিল, যথা।

পয়ার।

"একেতো সে রাঙ্গাহাত কোকনদ প্রায়
সেহাতেতে বালা বিনা শোভা নাহিপায়,

চারিদিবস হইল আমারদিগের কোন কবি বন্ধু তাহার ক্ষমতার সীমা পরীক্ষার নিমিত্ত এক প্রশ্ন দেন যথা।

পদ্য।

"লেখাপড়া না শিখিলে বৃথায় জীবন,,

বালা এই চরণ শুনিয়া তাহার সাক্ষাতে তাহা পূরণ করিল, যথা।

পদ্য।

"মূর্খপুত্র হোলে সুখি নহেতো মা বাপ,,
"তাহার কারণে পায় অশেষ সন্তাপ,,
"মূর্খপুত্র হোলে বংশে জন্মে কুলক্ষণ,,
"লেখা পড়া নাশিখিলে বৃথায় জীবন,,

সাধু২, আমরা পূর্ব্বে তাহাকে আর এক রূপ দেখিতাম, কিন্তু তাহার দৈবশক্তির পরিচয় পাইবার দিবসাবধি দৃষ্ট হইতেছে, শান্তি যেন তাহার কান্তিসলিলে কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা করিতেছে, তাহার মহতী মূর্ত্তি স্বীয় প্রকৃতি দ্বারা সমুদয় সদ্‌গুণের আকৃতি দেখাইতেছে, চিন্তা তাহার মনের মধ্যে নিয়তই ভাবের সঞ্চালন করিতেছে, এইক্ষণে যদি উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়া ক্রমশঃ আলোচনা করে এবং উপযুক্ত পাত্রের হস্তে প্রদত্তা হয় তবে উল্লেখিতা বালিকা তরুণী হইলে যে কিরূপ নিপুণা এবং পণ্ডিতা হইবেক, তাহা কথনাতীত, আহা! এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যা শিক্ষায় কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তা হইলে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের বিষয় হয়।।

এই বিষয় মিথ্যা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিবেন না, ইহা অতি যথার্থ।

দিল্লীগেজেট সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে লাহোরীয় মহারাণী রাজা শের সিংহকে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পোষ্ট আফিসের দ্বারা ধরাপড়িয়াছে, ঐ পত্র মধ্যে লিখিত ছিল যে শিকারপুরের কেল্লার নিম্নভাগে এক কোটী মুদ্রা আছে, শের সিংহ তাহা গ্রহণ করিবেন, অতএব আমরা অনুমান করি এইক্ষণে ঐ টাকা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট লইবেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

৪৩

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯২ সংখ্যা) সোমবার ১২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২৩ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সংখ্যা
কলিকাতা

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।

জমিদারী দিগর ইজারা।

জয়চন্দ্র পালচৌধূরী বাদী।

কৃষ্ণকিশোর নিউগী দিগর

প্রতিবাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ আপ্রিল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্‌ড সেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত বাদী জয়চন্দ্র পালচৌধূরীর নীচের লিখিত জমিদারী দিগরের ইজারার ডাক হইবেন। যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালকে পরগনে দাঁতিয়া, হোসেনপুর বাগমারা, মাগুরা, ঘুণা, মুড়াগাছা রকম ।০ চারি আনা ১

শহর কলিকাতা সূতানুটির শামিল এক কেতা জমী অনুমান ॥১॥০ সাড়ে এগার কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা। দক্ষিণ দিগে মৃত জয়রাম ঘোষের দরুণ জায়গা। পূর্ব্ব দিগে মৃত গোকুলচন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। রকম আট আনা ১

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা।
রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
তারিখ ১২ আপ্রিল ১৮৪৯।

NOTICE.

Ganges Company's Steamer "Patna," will be despatched to Bulleah and intermediate Stations, on Tuesday, May 1st.

For Freight the whole way and passage to Dinapore, apply at the office, 7, Clive Street Ghaut.

A. C. DUNCAN.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

গেঞ্জেস কোম্পানির "পাটনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি মে মাসের ১ তারিক মঙ্গলবার দিবসে বোয়ালিয়া এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান এবং দানাপুর পর্য্যন্ত স্থানের পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘাটের ৭ নম্বর আফিসে দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

এ, সি, ডনকেন।
মেনেজিং ডৈরেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জিলা বরিশালের অন্তঃপাতি বাঁকা গ্রাম নিবাসি শ্রীকার্ত্তিকচরণ বিদ্যানিধির পুত্র শ্যামাচরণ সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীরামগতি চক্রবর্ত্তির পুত্র ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা উভয়েই স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, ইঁহারদিগের কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, শ্যামাচরণের বয়ঃক্রম অনুমান ১৪ বৎসর, এবং ভগবানের বয়ঃক্রম ১৬। ১৭ বর্ষ হইবেক, উভ

617

রেই সুন্দর পুরুষ, সমভিব্যাহারে কতকগুলীন পুঁতি এবং কয়েকখানা পুস্তক আছে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ইহারদিগের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয়েন তবে কৌশলক্রমে উভয়কে আটক রাখিয়া নবদ্বীপ নিবাসি হরচন্দ্র কাংশকারের নিকট পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন।

সম্বাদ প্রভাকর

১২ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

এই পৃথিবীতে যত জাতি আছেন তাঁহারা প্রায় তাবতেই সর্ব্বাগ্রে স্ব স্ব ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া পরিশেষ পরজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, যাহারা মহারণ্য মধ্যে বাস করে, বৃক্ষের ছাল পরিধানে ও বন্য ফল ও পশ্বাদির মাংসাহারে পরিতৃপ্ত হয়, তাহারাও স্ব স্ব ভাষার অনুশীলন ও আপনাপন কৌশলাদি শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু কি আক্ষেপ! এই বঙ্গদেশীয় মনুষ্যেরা দেশীয় ভাষানুশীলনে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, অর্থোপার্জ্জন জন্য লোলুপ হইয়া প্রথমতঃ পরজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে বহুতর যত্ন ও অনুরাগ করেন, সুতরাং তাহাতে কৃতবিদ্য হইয়া উপায়ক্ষম হইলেই পরম সুখ বোধ করিয়া থাকেন, সাধারণের নিকট যশস্বি হয়েন। স্বজাতীয় ভাষা ও শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা জন্য কাহারো নিকট কিছুমাত্র অনাদর হয় না, স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের এই অন্যায় স্বভাব সন্দর্শন করিয়া আমরা যেরূপ দুঃখিত আছি এবং তাহাতে যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, স্বদেশের ভাষা ও শাস্ত্রাদি অনুশীলন কল্পে অননুরাগ ও অশ্রদ্ধা হওয়াতেই এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন হইয়াছে, স্বজাতির শুভোন্নতির প্রতি সাধারণের অনুৎসাহ এবং অমনোযোগ জন্মিয়াছে, তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ হইতে যথার্থ প্রীতির অভাব হইয়াছে, কারণ যে জাতি পরজাতীয় বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক তজ্জাতির আচার ব্যবহার কল কৌশল প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ের প্রতিষ্ঠা ও স্বজাতীয় রীতি নীতি ভাষা বিদ্যা ব্যবহারের নিন্দা করে সে জাতি কোনমতেই সভ্যতার সোপানারূঢ় হইয়া কস্মিনকালে স্বাধীনতার মুখাবলোকন করিতে পারে না, চিরকাল পরজাতির অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অসভ্যতার অন্ধকারে কাল যাপন করে। এই অবনীমণ্ডলে এমত জাতি প্রায় দৃষ্ট হয় না—যাহারা অন্য জাতির বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক সভ্যতা ও স্বাধীনতাকে লভ্য করিয়াছে।

আমারদিগের উল্লেখিত উক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনেকেই বলিতে পারেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে বঙ্গভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে, বিচার স্থলে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, রাজপুরুষেরা বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য স্থানে২ পাঠশালা করিয়াছেন, কালেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা ঐ ভাষা শিক্ষা করিতেছে এবং তাহাতে কয়েকখানা সংবাদপত্র অবাদে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে ইত্যাদি। অপিচ এই সকল কথার উত্তর করিতে হইলে অন্তঃকরণে কেবল অসীম দুঃখের উৎপত্তি হয়, বিচারস্থলে যেরূপ বঙ্গভাষার ব্যবহার হইতেছে তাহাকে বঙ্গভাষা বলিলে ঐ ভাষার অপমান করা হয়, রাজপুরুষেরা বঙ্গভাষার উন্নতি জন্য যে কয়েকটা পাঠশালা করিয়াছেন তাহার অবস্থার বিষয় লিখন কালীন কাষ্ঠের লেখনী কাষ্ঠ হয়েন, কালেজ স্কুলাদিতে যে সকল ছাত্র বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেছে তাহারদিগের মধ্যে কেহ২ রচনাদি বিষয়ে পারদর্শি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারদিগের সংখ্যা অত্যল্প। পরন্তু সংবাদপত্রের দ্বারা বঙ্গভাষার অনেক উপকার হইয়াছে, এ কথা আমরা মান্য করি, কিন্তু দেশীয় মহাশয়েরা তাহার প্রতি উচিত মত যত্ন ও অনুরাগ কিছুই করেন না, সংবাদপত্রের প্রতি সাধারণের যেরূপ সমাদর তাহা সম্পাদকদিগের অবিদিত কি আছে? অতএব ধীমানবর্গ অবশ্যই প্রণিধান করিবেন যে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য দেশীয় মহাশয়েরা তাহা না করাতেই বঙ্গভাষার উন্নতির ব্যাঘাত হইয়াছে, সকলে যদ্যপি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্ব স্ব সন্তানদিগ্যে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গভাষার শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাহার বিস্তার জন্য সকলে সাধ্যমত সাহায্য ও যত্ন করেন তবে অনায়াসে অশেষ প্রকার উপকারের সঞ্চার হইতে পারে, রাজপুরুষেরাও তাহাতে আনুকূল্য করিতে পারেন, দেশীয় লোকেরা পরদেশীয় ভাষা শিক্ষা জন্য অধিক মনোযোগি হওয়াতেই কর্ত্তা সাহেবেরা এতদ্দেশ মধ্যে ইংরাজী বিদ্যা বিস্তার নিমিত্ত অধিক যত্ন করিতেছেন, অতএব যুক্তি মতে বিবেচনা করিলে দেশীয় মহাশয়দিগের প্রতিই সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা কিয়ন্মাসাতীত হইল লিখিয়াছিলাম, নারায়ণপুরের দারোগা দস্যু অস্ত্রে নিহত হয়েন, পরে তাঁহার মৃত দেহ এবং হন্তাবর্গ ধৃত হইয়া ২৪ পরগনার মাজিস্ট্রেটি কাছারীতে নীত হয়, তদবধি দোষিগণ কারাগার ভোগ করিতেছিল, সম্প্রতি তদ্বিষয়ের চূড়ান্ত বিচার হইয়া কতিপয় ব্যক্তি দায়মাল জেল ভুক্ত হইল, অপর কয়েক জন নির্দ্দোষিরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, পাঠক মহাশয়দিগকে আমারদিগের পুনঃস্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই, যে উক্ত স্থানীয় নিমক গোলার কয়াল প্রভৃতি আমলারা তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ ভদ্রসন্তান অথচ অভদ্র স্বভাব মহাশয়েরাই মাজিস্ট্রেটের বিচারে কারামুক্ত হইলেন, কিন্তু গোলার মুটিয়া প্রভৃতি জনেরদেরই যাবজ্জীবন কারাবাসের অনুমতি হইল, উত্তম কুলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভদ্র আমলারা ডবল শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া প্রায় বৎসরেক শ্রীঘরে বসতি করিয়াছেন, এইক্ষণে যদ্যপিও তাঁহারা লৌহ জিঞ্জির হইতে মুক্তি পাইলেন তথাচ দুর্নাম শৃঙ্খল হইতে মোচন পাওয়া বিশেষ দুরূহ, বোধ করি ইঁহারদিগের অসদুপায়ে সঞ্চিতার্থ মোকদ্দমা দেবীর অর্চ্চনাতেই শেষ হইয়া থাকিবেক, অতএব ধন সম্পত্তি নাম সম্ভ্রম প্রভৃতি ঐহিক সমুদয় সুখ হইতেই একেবারে বঞ্চিত হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি! ইতর দস্যুদিগের বিষয়ে আমরা কোন কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, শুনিলাম তাহারদিগের মধ্যে কৃষ্ণ গাদা নামক ব্যক্তিই জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে, ফলে যে প্রকার চমৎকারের বিষয় তাহাতে ইহাকে ঐন্দ্রজালিক না বলিলে রক্ষকদিগের প্রাণ রক্ষার পথ থাকে না, আমরা আরো অবগত হইয়াছি, ঐ ব্যক্তি ১৪ টা ডাকাইৎ দলের কর্ত্তা, সুতরাং তৎ কর্ত্তৃক এরূপ হওয়া তাদৃশ বিস্ময়জনক নহে।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

সংপ্রতি ২৪ পরগনা, হুগলি, কৃষ্ণনগর এবং বর্দ্ধমান, এই চারি জিলার এডিসনেল সেশন জজ মেং বেল্টান সাহেব হুগলিতে দায়রা করিতে আসিয়া এক কুলটা নারী ও তৎস্বামী বিষয়ক এক মোকদ্দমার অত্যুত্তম বিচার করিয়াছেন, তদ্বথা অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা এক ভ্রষ্টা স্ত্রী উপপতির পরামর্শে স্বকান্তের ভোজনের দ্রব্য সহিত গরল মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করাইলে অভাগা পুরুষের প্রাণত্যাগ হয়, পরে মৃত ব্যক্তির অপরাপর কতিজনগণেরা দুষ্টা স্ত্রীর মন্দ স্বভাব ও কুরীতি জানিয়া তদ্দ্বারা এই কাণ্ড হইয়াছে নিশ্চয় করত হুগলির মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলে মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমা দায়রায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, দায়রার সাহেব মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টে ও স্ত্রীলোকের দোষ স্বীকারানুসারে তাহাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাকুটিরে বাস করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বেল্টন সাহেব এরূপ বিচার করাতে তিনি হুগলিস্থ সকল মনুষ্যের প্রশংসার ও ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু ডাকাইতির মোকদ্দমায় এরূপ বিচার করেন নাই, ইহা খেদের বিষয়, যত ডাকাইতির মোকদ্দমা তাঁহার বিচারে সমর্পণ হইয়াছিল প্রায় সকলই ডিস্মিস্ করিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ার ডাকাইতির বিষয় হুগলির জজ রসল সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তিনিই বা কি বিচার করেন দেখা যাইবেক, বোধ হয় দুষ্টেরা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবেক না, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি রসল সাহেবকে এমত মতি দেন যে যাহাতে দুষ্টদমন করেন।

অনুবাদিত বিষয়।

স্বীয়২ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সংগ্রহ করণে সকল মনুষ্যই সংপূর্ণরূপে অক্ষম, এই জন্যই আমরা সাহায্য ও আনুকূল্য প্রভৃতির আদান প্রদান করিয়া থাকি, কোন প্রকার মহৎ অথবা বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করণার্থ অনেকের সংযোজিত পরিশ্রম ও প্রযত্নের প্রয়োজন রাখে, মানব জাতির মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিস্তর বিভিন্নতা আছে, অপর মানুষিক দোষ গুণ সমূহেও অনেক তারতম্য দৃষ্ট হয়, এজন্য

সহায়তার আদান প্রদান এবং শিক্ষা দান করণের বিশেষ আবশ্যকতা। যেহেতু সতত পরস্পর উপকার প্রত্যুপকার করাতে মনুষ্য লোকে বন্ধুতা এবং সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে থাকে, যদ্যপি এরূপ অনুভব গ্রাহ্য হয়, যে কোন সময়ে কোন প্রদেশে সমতাভাবে লোকেরা অবস্থান করিত, অর্থাৎ তদ্দিগের মধ্যে মর্য্যাদার ন্যূনাতিরেক এবং বিষয় বিভবের বৈষম্য মাত্র ছিল না, এবং তৎকালে যাবতীয় মনুষ্য স্বীয়২ সাধ্যানুসারে যত অধিক পরিমাণে স্বাভাবিক অভাব নিবারণ করিত, তৎপরিমাণেই প্রণয় প্রাপ্ত হইত, সুতরাং সে সময়ে উগ্রতর অসন্তোষ অথবা ধন দ্বারা ক্রীত অনুগ্রহ তদুভয় তদ্দেশে স্থান পাইত না। তৎসাময়িক প্রণয় মমতা হইতে উৎপাদন না হইয়া সম্ভ্রম হইতেই জন্মিত, এবং উপকার দ্বারাই অনুগ্রহ প্রাপ্তি হইত, কিন্তু যদবধি বল বুদ্ধি জ্ঞান অথবা সৌভাগ্য সহকারে প্রাধান্য এবং ঐশ্বর্য্যাদি স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি অল্প লোকের সেবার্থ বহুলোক হইয়া পরিশ্রম করিয়া আসিতেছে। ও যাহারদিগের অভাব অপেক্ষা কাম ক্রোধাদি বৃদ্ধিশালি হয়, তাহারা আমোদ প্রমোদেই কাল হরণ করিয়া থাকে, এবং যাহারা প্রয়োজনীয় উপকার দ্বারা বন্ধুত্ব লাভ না করিতে পারে, তাহারা অপরিমিত ব্যয় দ্বারা আপনারদিগের সম্মান বৃদ্ধি করে, তাহাতে অপর মনুষ্যদিগের অভাব উৎপত্তি হয়, কিন্তু সে সকল অভাব তোষামোদ ব্যতীত নিরাকৃত হওনের সম্ভাবনা নাই।

মনুষ্যদিগের সম্ভোগ অপেক্ষা আশার অংশ বিস্তর, এবং প্রকৃত ভোগাপেক্ষা চিন্তা শক্তি অতি মহতী। এই জন্য সংখ্যাতীত লোক স্বীয়২ ভাগ্যে অসন্তুষ্ট রহিয়াছে, যে ব্যক্তি অন্যের অনুগ্রহ দ্বারা স্বীয় অবস্থা উত্তম করিতে চেষ্টা করে, অথবা আপনার ক্ষমতা সকল প্রচার করিতে উপায়হীন হয়, কিম্বা আপনার অপেক্ষা বিপক্ষের উন্নতি ঈর্ষিতনেত্রে দর্শন করে, সে ব্যক্তি প্রাধান্য পদে বঞ্চিত হইয়া বিবিধ উপায়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ করণাশয়ে নানা প্রকার উপায় সৃজন করিতে থাকেন, তাঁহার এই সকল উপায় মধ্যে পরের মনে আনন্দ সঞ্চার করা একটা প্রধান উপায়, অতএব তিনি তাহাও শিক্ষা করিয়া থাকেন।

সূর্য্যের সহিত প্রণয়ের তুলনা।

পয়ার।

দিবসে দিবসপতি কেবল উদয়।
মনোমেরু পরে প্রেম সদাকাল রয়॥
দিবস যামিনী তার কিছু নাহি ভেদ।
চারুকরে আলো করে হরে সব খেদ॥
কত কর ধরে ছায়াপতি দিবাকর।
পরিমিত নাহি হয় প্রণয়ের কর॥
খরতর অথচ শীতল সব করে।
কুমুদ কমল প্রতি সমভাব ধরে॥
হৃদয় কমল দেখ হয় বিকসিত।
নয়ন কুমুদ রহে সদা হরষিত॥
তপনের করে হরে সকলের রস।
প্রণয়ের করে করে সকল সরস॥
ভানুর প্রখর করে নীরস সকল।
অকালেতে ফলহীন হয় তরুদল॥
পুত্র মিত্র কলত্রাদি সমূহ সুফল।
প্রণয়ের খর করে প্রফুল্ল প্রবল॥
পুষ্পচয় ম্লান হয় দিনকর করে।
কুসুমে সুরূপ শুধু পীরিতেই করে॥
নবকালে কলিকায় নাহি থাকে রূপ।
মধুকর মনোহর মারক স্বরূপ॥
প্রেম ভরে প্রেয়সীর হাব ভাব যোগ।
হাস্য মুখ অতি সুখ হৃদয়ে সম্ভোগ॥
দিবি ভুবি দুই লোক দিনেশ প্রকাশে।
অনন্ত তিমির পূর্ণ অনন্ত নিবাসে॥
ফলে তথা প্রণয় প্রখর তেজধর।
প্রেম সূত্রে বদ্ধ যথা বীর বৃকোদর॥
তিন যুগে তিনপদ, বলীর আগার।
প্রীতি পেয়ে দ্বারী হোয়ে করিলা বিহার
শিবলোকে অরুণ উদয় নাহি হয়।
নিরবধি পূর্ণালোকে পরিপূর্ণ রয়॥
কিন্তু সে কৈবল্যধামে প্রণয়ের বাস।
পর্ব্বতপ্রভুতা প্রেমে বদ্ধ কীর্ত্তিবাস॥
প্রেমালোক গোলোকে পুলক দেয় সদা।
শ্রীহরি বাঁশরিধারী পরিহরি গদা॥
রাসেশ্বরী রাধা সহ প্রণয় অভেদ।
দুগ্ধে ধবলতা যথা নাহি হয় ছেদ॥
অতএব তুচ্ছ কর তপনের কর।
ধন্য২ ধরে কর প্রেম প্রভাকর॥
প্রণয়ে যৌবন ধন্য জীবন সহিত।
প্রণয়ী মানসে সদা যাতনা রহিত॥
প্রেমধনে ধনী প্রেমী হেম তুচ্ছ করে।
প্রেমের আধার পেলে চন্দ্র পায় করে
প্রণয়েতে মুক্তি যুক্তি উক্তির নিবাস।
যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র প্রেম বিলাস উল্লাস॥
প্রেম গর্ভ বেদ সর্ব্ব প্রণয়ে প্রভব।
প্রণয়ে জগৎ রাধা করিলা প্রসব॥
প্রেম কীর্ত্তি প্রেম ধৃতি প্রেম স্মৃতি ক্ষ।
প্রেম মেধা প্রেম বাক্য প্রণয় শ্রী সমা॥
প্রেম রূপ পরব্রহ্ম প্রণয় নিধান।
প্রণয়ের বাণ তেঁহ বেদের বিধান॥
অতএব অর্ক প্রতি অর্ঘ্যে কিবা ফল।
প্রণয়ের পূজা কর হইয়ে সরল॥

প্রেমানুরক্ত জনস্য।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯৩ সংখ্যা) মঙ্গলবার ১৩ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২৪ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রাজচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্রমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলির পরগনে ললহির, থানা ধন্যাখালির বাকলের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পত্তনি তালুক যাহা লাট বাকল বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক কাছারী বাটী আছে তাহার সালিয়ানা মালগুজারী কোম্পানির ২৪৮৪।।৮ দুই হাজার চারি শত চৌরাসি টাকা আট আনা আট পাই বর্দ্ধমানের রাজাকে প্রদান করিতে হয় তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১৮ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি। পশ্চিম দিগে পঞ্চুবাবুর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কালীচরণহালদারের বসতি বাটী। এবং দক্ষিণ দিগে কোম্পানির রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক এক তালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান ।৪ নয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের মধ্যে ও তাহার তৃতীয়াংশের দুই অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। পশ্চিম দিগে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে গঙ্গানারায়ণ দত্তের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয় বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ আপ্রিল ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৬ আপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার ওএলিংটন ইস্কোএরের ওএলিংটন ইষ্ট্রীটের শামিল যে সরাপের বাণিজ্যালয় আছে তাহাতে যে সকল সরাপ ও লিকর সরাপের পিপা ও বোতোল ও সমুদয় সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত শহর কলিকাতার চাঁদনিচকের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক সরাপের পীপা ও বোতোল ও আর২ সরঞ্জাম আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৭ আপ্রিল ১৮৪৯।

NOTICE.

Ganges Company's Steamer "Patna," will be despatched to Bulleah and intermediate Stations, on Tuesday, May 1st.

For Freight the whole way and passage to Dinapore, apply at the office, 7, Clive Street Ghaut.

A. C. DUNCAN.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

গেঞ্জেস কোম্পানির "পাটনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি মে মাসের ১ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে বোয়ালিয়া এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান এবং দানাপুর পর্য্যন্ত স্থানের পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘাটের ৭ নম্বর আফিসে দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

এ, সি, ডনকেন।
মেনেজিং ডৈরেক্টর।

সম্বাদপ্রভাকর

১৩ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত এতদ্দেশীয় কৃত বিদ্য যুবকগণ যেরূপ মৌখিকানুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন সংবাদ পত্র পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিলক্ষণরূপেই জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন বিদ্যাগার সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় আপনাপন অঙ্গনাদিগ্যে প্রেরণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারদিগের ঐ যত্ন শরতকালের মেঘ গর্জনের ন্যায় বিফল হইয়াছে, কিন্তু উত্তরপাড়া নিবাসি স্বদেশ হিতকারি সম্ভ্রান্ত জমীদার শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অধিক প্রশংসা করিতে হইল, তিনি স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা জন্য এক বিদ্যামন্দির করিবার সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র দ্বারা এরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছেন যে ঐ বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ নিমিত্ত এক খণ্ড ভুমি এবং ১০০০ টাকা ও মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ৬০ টাকা মাসিক উৎপন্নের ভুমি সম্পত্তি প্রদান করিবেন, অবশিষ্ট যে ব্যয় হইবেক গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রদান করণে স্বীকৃত হইলেই বিদ্যালয়ে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে, জয়কৃষ্ণ বাবু বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে ২০০০ টাকা ব্যয় নিরূপণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন প্রতিমাসে ১২০ টাকা হইলেই সকল কার্য্য এক প্রকার সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক, অতএব রাজপুরুষেরা যদ্যপি বাটী নির্ম্মাণ জন্য এককালীন ১০০০ টাকা ও মাসিক ৬০ টাকা প্রদান করেন তবে উত্তর পাড়া গ্রামে। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, অপিচ গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন পত্রের প্রতি কিরূপ উত্তর করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু অনুমান দ্বারা নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে তাঁহারা ইহাতে আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইবেন, কারণ প্রজার বিদ্যা বিষয়ে তাঁহারদিগের বিলক্ষণ অনুরাগ আছে এদেশে অবলাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিয়ম না থাকাতেই তাঁহারা তদ্বিষয়ের কোন অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই, যাহাহউক এই মহৎ কার্য্যের আদিসূত্র সঞ্চার জন্য বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশ হিতেচ্ছু সমাজে অধিক প্রশংসার ভাজন হইবেন, বহুকালাবধি বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যানুশীলনের প্রস্তাব আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু কোন মহাশয় এপর্য্যন্ত তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত দর্শাইতে পারেন নাই, অপিচ জয়কৃষ্ণ বাবু মনের দ্বারা ও ধনের দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রথম পথ দর্শক হইলেন, যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বিদ্যাবতী হইবেন তাঁহারা যেরূপ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন, তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না সাধারণ মঙ্গলজনক বিষয়ে জয়কৃষ্ণ বাবুর যে প্রকার অনুরাগ আছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, অতএব তদ্বিষয় আমরা আর অধিক আন্দোলন করিলাম না, অধুনা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে উক্ত বাবু স্ত্রীজাতির মঙ্গলার্থ সংপ্রতি যে মহদনুষ্ঠান করিয়াছেন ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্মরণীয় হউন।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি স্বকীয় পত্রে স্থানদান করিলে চিরবাধিত হইব।

দুর্জ্জয় প্রবল পাপ কলিযুগে অধিক কাল জীবিত থাকিলে কতই দুর্ঘটনা চক্ষে দেখিতে হয়, কতই অবিচার কর্ণে শুনিতে হয়, এবং যাহা পূর্ব্বে কদাচ সম্ভাবনা না করা যায় তাহা কালমাহাত্ম্য প্রযুক্ত অবশ্যই আসিয়া ঘটে, যদিচ কোন ব্যক্তি বিদ্যার প্রভাবে কিম্বা সৎসঙ্গের গুণে সদনুষ্ঠানে প্রাণপণে প্রযত্নবান্ হয়েন, তখন কোথা হইতে পুঞ্জ২ ভয়ানক বিপদ্ স্বরূপ মহাজাল পতিত হইয়া তাঁহাকে এককালে তন্মধ্যে এরূপ দৃঢ়তর আবদ্ধ করে যে প্রতি দিন প্রতি ক্ষণ তাঁহার বল, বুদ্ধি, শ্রদ্ধা, অধ্যবসায় এ সমুদয় আহূত প্রপলায়ি তাহার ন্যায় হয়, সুতরাং তিনি কোনমতে কিছুতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার চিহ্ন দর্শাইতে পারেন না। এমন দুষ্পার যে পারাবার তাহাতেও কখন অনুকূল কখন বা প্রতিকূল বায়ু সঞ্চরণ করে, কিন্তু এ ঘোর কলিকাল স্বরূপ মহান স্রোতস্বান্ ব্যাপিয়া অবিরত প্রতিকূল প্রবহনশীল ভীষণ নিস্থানকারি পাপরূপ ঝটিকা দ্বারা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ শঙ্কট মালা সতত প্রলম্ফমান্ এবং কল২ গর্জ্জমান্ হইতেছে, ইহাতে এমত নাবিক অতি বিরল হন, যিনি তদাঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া আপন তরি রক্ষা করিয়াছেন, অতএব শাস্ত্রে ইহাই শ্রেয়স্কল্প কহেন "কলিযুগে ধন্যা নরা যে মৃতাঃ"

অত্র সুখচরাখ্য গ্রামে দুই শত বৎসর কিম্বা তদধিক কাল অতীত হইবেক, যশোহর নগরাধিপতি মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য বাহাদুরের স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণী জীবদিগের অশিব-বিনাশক সুখেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন, এবং তাঁহার নিত্য সেবার নিমিত্ত পূজক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া যান, তদবধি বহুকালপর্য্যন্ত সুচারুরূপে দেব দেব মহাদেবের পূজার্চ্চনা নির্ব্বাহ হইয়াছিল, পরে উক্ত রাজবংশের উজ্জ্বল প্রভা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিবাতে ঐ গ্রাম কিছুকাল গতে বিখ্যাত দেওয়ান গোকুলকৃষ্ণ ঘোষাল মহাশয়ের অধিকারভুক্ত হয়, তিনিও বিশেষ যত্ন এবং যথা কর্ত্তব্য ভক্তি সহকারে উক্ত দেব সেবার পারিপাট্য পূর্ব্বাবস্থায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় বৈভব সুখ ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগ কাহারো চিরদিনের নিমিত্ত নহে, এবং এই পঞ্চীকৃত ভূত পঞ্চময় ক্ষণ বিধ্বংসি শরীরে আস্থা কি আছে? যথা, তনক্ সরাই মেঁ আকে কোয়ি ন পাওয়ে চয়েন্। শ্বাস নকারা কুচ্ কা বাজতে হেঁ দেন্ রয়েন্॥, কিয়দ্দিবসানন্তর উক্ত পুণ্যাত্মা ঘোষাল মহাশয়ের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্ত গেলে তাহার অনধিক কাল পরে

রাজা গোপীমোহন বাহাদুর এখানকার ভূম্যধিকারী হইয়া বসিলেন, তাঁহার অধিকৃত কালে ভবতয় নিবারক বৃন্দারক শ্রেষ্ঠ ভবানী পদারবিন্দ পূজক ভবদেবের সেবার অনেক অংশে ক্রটি হইতে লাগিল, অধিক আর কি লিখিব; সুখেশ্বর এককালে দুঃখেশ্বর হইলেন, ইতিমধ্যে উক্ত রাজাকেও কালের করাল গ্রাসে পড়িতে হইল, স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানিত্রীণি পঞ্চবা। মিত্র ক্ষেত্র ধনাগার দারা পুত্রাদি সম্পদঃ॥ অধুনা শ্রীলশ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের অধিকারে আমরা কালযাপন করিতেছি, ইঁহার গুণের কথা কি কহিব, ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জনগণ লইয়া বিদ্যালোচনায় সতত নিযুক্ত আছেন, গ্রামে একটা শিবালয় আছে এই মাত্র তিনি জানেন, কিন্তু শিবের নিত্য সেবা বিধিবৎ হইয়া থাকে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ যৎসামান্যরূপেও লন না, ফলতঃ ইহাও স্বীকার করিতে হইবেক যে কোন২ বিষয়ে এরূপ ত্যক্ত ভাবনা না হইলেও অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্মে না, বিদ্যারসে রসিক ব্যক্তির অন্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আমারদিগের রাজা বিদ্যা বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় বলিলেও হয়, কিন্তু তাহাতেই যে দেশ বিদেশে তাঁহার খ্যাতি হইয়াছে এমত নহে, উক্ত বাহাদুরের সরলতা গুণ আবার কি পর্য্যন্ত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না, যে সকল কর্ম্মচারি লোক এখানে রাখিয়াছেন তাহারা তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক বারম্বার চাতুর্য্যাচরণ করিতেছে, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না, আর যে সে হউক, একবার কোন লোকের সহিত চারিচক্ষুঃ হইলে হঠাৎ তাহাকে বিশ্বাস করাও আছে, তাহার কারণ, নিজে আপনি অতি উদারচিত্ত, তিনি অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপার নিষ্পাদনে যত উপায়ানুসন্ধান না করুন, একটী বিষয়ে দেবতারদিগের ন্যায় কৌশল খেলিয়া থাকেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব২ কালে যেমন বিবুধগণে অসুরের অত্যাচার দেখিয়া হঠাৎ কোপাসক্ত হইতেন না, আপনারদিগের বল বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত কাল প্রাপ্ত হইলে পরে তাহাকে যথোচিত দণ্ড বিধান কিম্বা একেবারে প্রাণে সংহার করিতেন, সেইরূপ আচরণ রাজাও পালন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কোন প্রজা নৈর্ধন্য প্রযুক্ত কর প্রদান করিতে না পারিলে রাজকর্ম্মচারিরা যদিস্যাৎ স্বীয় প্রভুর সমীপে তাহার বিপক্ষে কিছু ভাষণ করেন তবে সে কথার কোন তদন্ত না লইয়া কিয়দ্দিন বিলম্বে সর্ব্বনাশক ব্যবস্থা অর্থাৎ পঞ্চম প্রকটিত করত অত্যল্প আপন ন্যায্য প্রাপ্তির আশায় তাহাকে বিলক্ষণরূপে শাসিত, এমন কি, এককালে হৃত সর্ব্বস্ব এবং লক্তক সার করেন, সর্ব্বাপেক্ষা এই গুণের আরো অধিক প্রশংসা করিতে হইবেক। অপর ধনাঢ্য লোকেরা অনেকে সদ্বংশোদ্ভব এবং লেখাপড়ায় নিপুণ এমত ব্যক্তিকে কর্ম্মের ভারার্পণ করেন, কিন্তু আমারদিগের এ রাজার কি সদ্বিবেচনা দেখুন, তিনি ত্রিপণ্ড ষণ্ডবৎ গণ্ড মূর্খ চাসা যে অদ্য লাঙ্গলটি ছাড়িয়া আসিয়াছে তাহাকেই উচ্চপদ দিয়া বসেন, বোধ করি তাঁহার ইহাই অভিপ্রায় হইতে পারে যে মূঢ় জনেরা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত হয়, তাহারদিগকে কর্ম্ম প্রদান না করিলে তাহারা যেখানে সেখানে যাইয়া নানা প্রকার উৎপাত করিবেক, তাহাতে দেশের অমঙ্গল পদে পদে সম্ভাবনীয়, আহা! এমত রাজা কলিযুগে সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকুন, এবং তাঁহার প্রজাদিগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, তাঁহারা সকলে স্বর্ণময় অট্টালিকোপরি দিবা বিভাবরী অত্যানন্দে বিরাজ করুন, তাহা যেন কস্মিন্কালেও ভগ্ন না হয়, ইহার অধিক আর কি প্রার্থনা করিব; এমত গুণের সাগর রাজা ইহ মায়িক দেহ গেহ পরিত্যাগানন্তর কোন্ ধাম প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যে বিশ্রাম লইবেন তাহা আমরা অত্যল্পজ্ঞ জীব, সুতরাং জানিতে পারি না, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, এমত পরম বন্ধুকে কোন্ স্থানে রাখিবেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ভাবনার বিষয় কি?

ইহার শেষ পরে হইবে।

ফোর্ট উইলিএম দুর্গে মহারাণীর ২৫ গণিত যে পদাতিক সৈন্য ছিল তাহারা মান্দ্রাজে গমনার্থ জাহাজারোহন করিয়াছে, অতএব কলিকাতা নগরে আর কোনদল পদাতিক রহিল না।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নকুমুদেন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিগল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯৪ সংখ্যা) বুধবার ১৪ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২৫ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

রিসিবর আফিস।
জমিদারী দিগর ইজারা।
জয়চন্দ্র পালচৌধূরী বাদী।
কৃষ্ণকিশোর নিউগী দিগর
প্রতিবাদি।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ৩০ আপ্রিল সোমবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের রিসিবর শ্রীযুত মারিস ফিট জেরেল্ড গেণ্ডেস্ সাহেব তাঁহার আফিসে উপরোক্ত বাদী জয়চন্দ্র পালচৌধূরীর নীচের লিখিত জমিদারী দিগরের ইজারার ডাক লইবেন। যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে উক্ত আফিসে উপস্থিত হইবেন।

জিলা যশোহর মোতালকে পরগনে দাঁতিয়া, হোসেনপুর বাগমারা, মাগুরা, ঘণা, মুড়াগাছা রকম।০ চারি আনা ১

শহর কলিকাতা সূতানুটির শামিল এক কেতা জমী অনুমান ॥১॥০ সাড়ে এগার কাঠা যাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মৃত কাশীনাথ দত্তের দরুণ জায়গা। দক্ষিণ দিগে মৃত জয়রাম ঘোষের দরুণ জায়গা। পূর্ব্ব দিগে মৃত গোকুলচন্দ্র দত্তের দরুণ জায়গা এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানির রাস্তা। রকম আট আনা ১

আর২ বৃত্তান্ত রিসিবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা।
রিসিবর আফিস।
কোর্ট হৌস।
তারিখ ১২ আপ্রিল ১৮৪৯।

NOTICE.

Ganges Company's Steamer "Patna," will be despatched to Bulleah and intermediate Stations, on Tuesday, May 1st.

For Freight the whole way and passage to Dinapore, apply at the office, 7, Clive Street Ghaut.

A. C. DUNCAN.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

গেঞ্জেস কোম্পানির "পাটনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি মে মাসের ১ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে বোয়ালিয়া এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান এবং দানাপুর পর্য্যন্ত স্থানের পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘাটের ৭ নম্বর আফিসে দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

এ, সি, ডনকেন।
মেনেজিং ডৈরেক্টর।

সংবাদ প্রভাকর

১৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রীয়বৃত্তি পাইবার প্রত্যাশায় যেরূপ পরীক্ষা

প্রদান করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট পুস্তক আমরা কোন বন্ধু কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, ছাত্রেরা বঙ্গভাষায় যে সকল সত্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন আমরা তাহার প্রথম রচনা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে বর্ণ ও শব্দের কিছুমাত্র রূপান্তর না করিয়া অবিকল প্রকাশ করা গেল, অপরাপর বৃত্তান্ত পরে প্রকাশ করিব।

" সত্যের মহিমা বর্ণনা কর।

" যাহার যে স্বরূপ তাহার নাম সত্য। মনুষ্য দুর্লভ মানব জীবন প্রাপ্ত হইয়া দেহ যাত্রা নির্ব্বাহার্থে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক স্বরূপ বাক্য প্রয়োগ ও সত্য ব্যবহার অবশ্য করিবেন যাহাতে চিরস্থায়িনি কীর্ত্তি সঞ্চিত হয় তাহাই দূরদর্শিদের সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, সত্যেতে যাদৃশ কীর্ত্তি উৎপন্ন হয় তাদৃশ আর কিছুতে হয়না অতএব সত্যবাক্য সকলের কহা উচিত ইহার ভুরি ভুরি উদাহরণ শাস্ত্রত, লোকত দেদীপ্যমান আছে যথা অস্মদ্দেশীয় মহারাজাধিরাজ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত ধর্ম্মময় যুধিষ্টির সত্য বাক্য প্রয়োগ ও স্বরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা করিতেন ও রোম ও গ্রীস দেশস্থ আরিসটিডিস ও ফেবৃশস সত্য ব্রতী ছিলেন বহুকাল হইল তাঁহারা সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তথাচ কুটিল কাল তাঁহারদিগের কীর্ত্তি কিঞ্চিত মাত্র হরণ করিতে দক্ষ হয় নাই, বরং ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছে। এই পৃথ্বীমণ্ডলে যদিও মিথ্যাবাক্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কুব্যবহার অত্যন্ত প্রবল তথাচ সকলেই সত্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকানেক ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা বিপুলৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করত ধনমদোন্মত্ততাতে সত্যের যে অপরিমিতা মহিমা তাহা কিছু দেখিতে পান না কিন্তু সেই যে সুখ সে কিয়তকাল স্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর কারণ বহুমূল্যক হিরক মধ্যে যেমন কৃত্রিম প্রবালাদি ক্ষণকাল আপন চাক চক্য দেখাইয়া অবিলম্বে প্রকাশ পায় তদ্রূপ অলিক বাক্য স্বতঃ প্রকাশ পায় তাহাতে মিথ্যাবাদি উপহাসাস্পদ ও লোক নিন্দার ভাজন ও ক্রোধের পাত্র হইয়া যাবজ্জীবন মনস্তাপে কাল যাপন করে আর মিথ্যাচারি ব্যক্তি কোন মতে বিশ্বাস্য নহে তিনি কোন্ সময় যে কি করিবেন তাহার নিশ্চয় কি ইহার অধিক আর ক্লেশ কি ঈদৃশ দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির মৃত্যুই ভাল কিন্তু তিনি মিথ্যাচরণ দ্বারা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকটেও তিনি অনাদৃত হন, কারণ সত্যময় জগদীশ্বরের আজ্ঞা তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন তাঁহার অপ্রীয় হইলে কি কি দুরবস্থা না হইতে পারে অর্থাৎ সকলি হয়।

সত্যকথা প্রয়োগ জন্য মনুষ্যগণ জনগণ সন্নিধানে আদৃত হইয়া পরম সুখে বাস করেন আর রাজমান্য রাজপূজ্য হওত যাবজ্জীবন সত্যস্বরূপ রসাস্বাদনে মগ্ন থাকিয়া পরমেশ্বরকে বিশেষরূপে জানিতে পারেন, অতএব সকল ব্যক্তির সত্য কহা কর্ত্তব্য।

শ্রীযদুনাথ দাস ঘোষ ,,।

আমরা অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ত্রিপুরার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্ বাহাদুর গত ১৪ আপ্রিল তারিখে আগরতলা নামক স্থানে ভয়ানক বজ্রাঘাত দ্বারা পরলোকগত হইয়াছেন ঐ দিবস উক্ত স্থানে ভয়ানক শীলাবৃষ্টি হয়, মহারাজ এক আসনে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহার সরদার বেহারা ও অপর দুইজন ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল এমত সময়ে উক্ত বজ্রপতন হওয়াতে তিনি এবং তাঁহার সরদার বেহারা তৎক্ষণাৎ হত হইলেন, অপর দুইজন ভৃত্য অতিশয় আঘাতি হইয়াছে, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্ বাহাদুর অতি দয়াবান্ ও মহন্মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার এই হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ পাঠে অনেকেই দুঃখিত হইবেন।

কলিকাতাস্থ বরফ খানার অধ্যক্ষ সাহেব সংপ্রতি এরূপ এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে অটসক নামক জাহাজ এখানে উপস্থিত হইলে তিনি বরফের মূল্য আরো ন্যূন করিবেন।

গতবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে সেনাপতি গিলবর্ট সাহেব পঞ্জাব রাজ্যে ব্রিটিস সেনাদিগের অবস্থান করণের স্থান নিরূপণ করিতেছেন, যেহেতু এই গ্রীষ্মকালে তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া তাহারা অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

প্রাপ্ত বিষয়।

" সম্পাদক মহাশয়। কোন কার্য্যান্তরে সংপ্রতি বর্দ্ধমান গমন করিয়াছিলাম, পথিমধ্যে অত্যাচারি হত্যাকারিদল যেরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কিয়ৎকাল রাজবর্ত্মে অথবা অপ্রকাশ্য পথে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার অসংসাহসিকরূপে স্থগিত থাকিলে ভবিষ্যতে গমনাগমন করণ অসাধ্য হইয়া উঠিবেক, গমন এবং প্রত্যাগমন কালীন এমন স্থান নাই যাহাতে " ভয়ের ,, সংবাদ অশ্রুত আছে, অতি অল্প দিবস হইল বর্দ্ধমানের অনতিদূর বর্ত্তি বলগনা নামক গ্রামের মাঠে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একজন পথিক, দস্যু হস্তে পতিত হইয়া পরলোক গত হইয়াছে, ঐব্যক্তি আসন্ন সময়ে চীৎকারধ্বনি করে, তাহাতে গ্রাম্য লোকেরা করুণারসে মুগ্ধ হইয়া প্রান্তর মধ্যে ধাবিত হয়, কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখিল দুর্ভাগা পান্থ তৎকালীন কাল সদন গমন করিয়াছে, তাহার নির্দ্দয় হন্তা প্রস্থান করিয়াছে। অপর প্রদেশ মধ্যে এবৎসর এরূপ জলকষ্ট, যে মধ্যাহ্নকালে প্রখর দিনকর করে সন্তাপিত এবং পিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিলে জল গণ্ডূষ মাত্র প্রাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ বর্ত্তমান বর্ষে রৌদ্রের অসহ্য প্রভাব বশতঃ পুষ্করিণী অর্থাৎ তড়াগ সরোবরাদি সংপূর্ণরূপে শলিল শূন্য হইয়াছে, ইতি মধ্যে বৃষ্টি না হইলে বিশেষামঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে ইতি।

কাল্না হইতে আগত।

" সম্পাদক মহাশয়। এপ্রদেশে এপর্য্যন্ত ডাকাইতি রহিত হয় নাই, আমি পূর্ব্বে অর্থাৎ শীতকালে যে সকল দস্যু তাস্করিক ব্যাপারের সমাচার সংগ্রহ পূর্ব্বক বিবিধ পত্রে প্রকাশ করি তত্তাবৎ পাঠে বোধ করি, অত্রস্থ শান্তি রক্ষক গণ ভীত হইয়া স্ব২ কার্য্যে অর্থাৎ শান্তিরক্ষণে বিশেষ অনুরাগি হইয়া ছিলেন, এইক্ষণে তাহারদিগের কার্য্য শৈথিল্য অথবা প্রজার দুর্ভাগ্য বশতঃ পুনর্ব্বার ডাকাইতি পূর্ব্ববৎ প্রবল হইয়াছে, সংপ্রতি তদ্বিশেষ নিম্নভাগে লিখিত হইল, পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

গত ২ বৈশাখ রবিবার রজনীতে থানা বলাগড়ীর অন্তঃপাতি তেঁতুলিয়া গ্রামবাসী অথচ নওয়াসরাই চৌকীর মুন্সেফের উকীল শ্রীযুত মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে এক গুরুতর ডাকাইতি হয়, তাহাতে দুর্জ্জনেরা গৃহস্বামির যথা সর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, বিশেষ দুঃখের বিষয়, দুষ্টদল কেবল ধন হরণে সন্তুষ্ট না হইয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাচীনা জননীকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিয়া গিয়াছে, বলাগড়ীর দারোগা এপর্য্যন্ত ইতস্তত দূরাত্মাদিগের অনুসন্ধান করত ভ্রমণ করিতেছেন, ফলে কিছুই করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় ডাকাইতি।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ বৈশাখ মাস প্রবর্ত্তে কাল্না থানার অধীন রামেশ্বরপুর গ্রামে জনেক ইতর সদনে ডাকাইতি হয়, যাঁহার বাটীতে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ছাপাইয়া রাখিয়াছে, অতএব বিশেষ সংবাদ লিখিতে পারিলাম না।

তৃতীয় ডাকাইতি।

ঐ স্থানের সন্নিকট কদম্ব গ্রামে এক গৃহস্থের সর্ব্বস্ব ডাকাইৎদিগের দ্বারা হৃত হইয়াছে, এবিষয়ের অনুসন্ধান গ্রহণ করিতেছি, তথ্যজ্ঞ হইলে নিবেদন করিব।

ভূতের দৌরাত্ম্য।

প্রিয় সম্পাদক, আপনি অবগত আছেন, ইংরাজীর জল যে পর্য্যন্ত এ অধীনের উদরে প্রবেশ করিয়াছে, তদবধি ভুত প্রেতাদির নাম শ্রবণ মাত্রে আকাশ পুষ্পের ন্যায় অলীক জ্ঞানে উপহাস করিয়া থাকি, কোন প্রকারেই বিশ্বাসের সহিত সমন্বয় হয় না, কিন্তু সংপ্রতি যে ব্যাপার স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাতে সেই সঞ্চিত বিশ্বাস ধনে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, অম্বিকার নেবপাড়া নিবাসি শ্রীযুত রামরত্ন রায়ের বাটীতে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তদ্দর্শনে গমন করিয়া প্রত্যক্ষে ঈক্ষণ করিয়াছি, অলৌকিক ব্যাপার যাহা প্রকাশ দ্বারা লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, তাহাই ঘটিয়াছে, এক ব্যক্তি তামাকু খাইতে ছিলেন হঠাৎ ভুত আসিয়া দিবাভাগে সর্ব্ব সমক্ষে হুঁকা হইতে কলিকা লইয়া প্রস্থান করিলেক ইতি।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত বারের শেষ।

গত চৈত্র মাসে সুখচর গ্রামে যে কয়েক অশুভ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় তাহাতে আমারদিগের মর্ম্মান্তিক দুঃখ জন্মিয়াছে, না জানি গত বৎসর রাজার কোন্ গ্রহ বিগুণ হইয়াছিলেন, হায়২! কি কাল পঞ্চান্ন প্রবেশ হইয়াছিল—সে দিন কি কুদিন আসিয়াছিল—সে ক্ষণ কি অশুভক্ষণ আগমন করিয়াছিল যে বহুকালের স্থাপিত মহাদেব এখান হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে এই খেদ উপস্থিত হইয়া থাকিবেক যে কত লোকে নগরে থাকিয়া প্রতি দিন সাদরে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করিতেছে আর। আমি দেবতার মধ্যে প্রধান হইয়াও পল্লীগ্রামে অবস্থিতি প্রযুক্ত একটা রম্ভারও প্রত্যাশী হইলাম না ; ভাল,

একবার দেখি, এ রাজার আচার বিচার ব্যবহার কি প্রকার। যদিও দেবতারদিগের অনুকম্পার একপ অচির স্থায়িত্বের অনেক ইতিহাস পূর্ব্বাবধি আছে, কিন্তু ইদানীং পাষণ্ড লোকের অধিক প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত সর্ব্বত্র এই কথারি প্রচার শুনিতে পাই যে একটা পাগল কোথা হইতে আসিয়া গোপনে ত্রিলোচনে বনে কিম্বা জীবনে নিক্ষেপ করিয়াছে, সে যাহা হউক, চড়কের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই ঘোর বিপদ ঘটিবাতে সকলে বোধ করিয়াছিলেন যে এবারে চৈত্রোৎসবের সময়ে গ্রামে অবশ্যই কোন অভদ্র ঘটিবেক, এ মাকাল ষষ্ঠী নহে যে বুড় ছেলিটিকে কিছু না বলিয়া ছোটি ছেলেটির ঘাড় ভাঙ্গিবেন, যে বিভু স্বয়ং সংহার কর্ত্তা, তিনি রুষ্ট হইলে আপামর সাধারণ রাজা পর্য্যন্ত কাহারো রক্ষা নাই, চড়কের দুই তিন দিন পূর্ব্বে প্রতি বৎসর এখানে যাত্রা এবং কবি-গাওনা হইয়া থাকে, তাহার প্রথম দিবসের বিবরণ এই, আমোদোন্মত্ত লোকেরা নাট্যভূমিতে বিহার এবং আলোক প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমত সময়ে অকস্মাৎ বিনা প্রচণ্ড বায়ুর সঞ্চালনে তন্নিকটস্থ একটা অশ্বথ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ স্থূল শাখা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে অনেকেরি প্রাণ হানির সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঠাকুর এমনি দয়ালু, তথনও এই ভাবিলেন যে যেখানে বহু যুগ বাস করিয়াছি সেখানকার লোকের অনিষ্ট কি প্রকারে করিব, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছায় সকলে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, পরে যখন হৈমবতী পতি দেখিলেন যে উৎসবের সকল কার্য্যই ক্রমে২ হইতে লাগিল, সেই ঢক্কা ধ্বনিও হইতেছে, সন্ন্যাসিরাও মহা উল্লাসে বিনা ত্রাসে নৃত্য করিতেছে, কেবল যে গেল সেই গেল, তাহার অন্বেষণ এপর্য্যন্ত হইল না, তখন দাক্ষাধ্বর বিনাশক স্মর হর গঙ্গাধর শঙ্কর কোটী প্রভাকর প্রখরকরবৎ ক্রোধ হুতাশনে জ্বলিয়া উঠিলেন, উৎসবের শেষ দিবস আমারদিগের বর্ত্তমান ভূম্যধিকারি রাজার একজন পায়িক চড়ক গাছ চাপা পড়িয়া শমন ভবনে গমন করিল, তাহা দেখিয়া সন্ন্যাসিদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘোরা ঘূরে গেল, আবার ক্ষণকাল পরেই শুনিলাম যে রাজার কাছারীবাটীর সান্নিধ্য তাঁহারি স্বস্থানে একটা গর্ভিণী গাভি অন্য একটা গাভির সহিত শৃঙ্গাশৃঙ্গিরূপ রণ করত তৎস্থানীয় একখানা তৃণ নির্ম্মিত ঘরের চালার বহিঃস্থিত বংশ্র শলাকার উপরে অতি বেগে যেমন পড়িল অমনি তাহার মার্গদেশে প্রায় হস্তদ্বয় তাহা প্রবিষ্ট হইবাতে সেই একটার মরণে দুইটার মরণ হইয়াছে। হে দেব দেব মহাদেব! আমরা করপুটে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি এখনও স্বস্থান মনে করিয়া পূর্ব্ববৎ বিরাজমান হও, তোমার অদর্শনে অস্মদাদির জীবন ধারণ নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব সহে না, ত্বরায় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ।

ত্রিপদী।

এখন এ বাক্য মানি, গেল গেল হিঁদুয়ানি, না জানি কি হবে অতঃপর।
হায়২ মরি২, বল কি উপায় করি, হরি২ স্মরি নিরন্তর॥ ১
আশ্চর্য্য কালের গতি, প্রাজ্ঞের বিনাশে মতি, দুর্গতি ঘটায় পদে২।
ধর্ম্মকর্ম্ম নাহি আর, সব হলো একাকার, ছারখার ধনি ধনমদে॥ ২
রাশি২ ধন যার, সদা এই বাক্য তার, মার্২ অমুক বেটারে।
গরু জরু ধোরে আন্, যাতে হয় হত মান, গত প্রাণ বিষম প্রহারে॥ ৩
বড়২ বাহাদুর, নগর জুড়িয়া পুর, দিগ্বিজয়ি অসুর সমান।
আছেন বিবিধভোগে, আমোদে রজনী যোগে, সুযোগে পরের ধনে ধ্যান॥ ৪
কেহ হন সভাপতি, ধর্ম্ম নাই এক রতি, রতি মাত্র বিষয়ের যাগে।
আয় হবে নিত্য২, যবনী করিবে নৃত্য, ভৃত্যগণে দাঁড়াইবে আগে॥ ৫
পরিয়ে উত্তম যোড়া, নাহি যার আছে যোড়, যুড়ে ঘোড়া গাড়ীতে তেজালো।
বাড়াইতে নিজ মান, ইংরাজ পল্লীতে যান, যান সজ্জা কোরে অতি ভালো॥ ৬
হায় ঘোর কলিকাল, পেতেছে কলুষ জাল, বিশাল এ পৃথিবী মণ্ডলে।
ঘন২ শুনি গোল, ধর২ এই বোল, শুনে রোল ভাসি আঁখিজলে॥ ৭
ওহে হর হর ক্লেশ, আশু কর দুঃখ শেষ, মহেশ হিমাদ্রি সুতা পতি।
সহে না যাতনা আর, সংসার হেরি অসার, বার২ করিহে প্রণতি॥ ৮

ম, ৬

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিগল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেকারসং ॥

৩৩৯৫ সংখ্যা) গুরুবার ১৫ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২৬ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

NOTICE.

Ganges Company's Steamer "Patna," will be despatched to Bulleah and intermediate Stations, on Tuesday, May 1st.

For Freight the whole way and passage to Dinapore, apply at the Office, 7, Clive Street Ghaut.

A. C. DUNCAN.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

গেঞ্জেস কোম্পানির "পাটনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি মে মাসের ১ তারিখ মঙ্গলবার দিবস বোয়ালিয়া এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান এবং দানাপুর পর্য্যন্ত স্থানের পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘাটের ৭ নম্বর আফিসে দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

এ, সি, ডনকেন।
মেনেজিং ডৈরেক্টর।

সংবাদপ্রভাকর

১৫ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা অবগত হইলাম যে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা শিক্ষা কৌন্সেলের সভাপতি মহাশয়ের নিকট এক আবেদনপত্র দ্বারা এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে উপস্থিত প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে কালেজে শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রাতঃকালে হইলে উত্তম হয়, ও শিক্ষকদিগের কোন ক্লেশ হইতে পারে না, অপিচ সভাপতি মহাশয় এই আবেদন পত্রের প্রতি কিরূপ উত্তর করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে কালেজ কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা তাহার বিপক্ষ হইয়াছেন, কারণ প্রাতঃকালাবধি দশ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রেরা বিদায় প্রাপ্ত হইলে সমস্ত দিবস ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইবেক, এতদ্ভিন্ন তাহারদিগের অভিভাবকগণেরও বিবিধ প্রকার ক্লেশ হইবেক, এইক্ষণে তাঁহারা সন্তানাদির সহিত একত্রে ভোজন করিয়া আপনাপন শকট দ্বারা কালেজে রাখিয়া আপনারা রাজকার্য্যে ও অপরাপর আফিসে গমন করিতেছেন এবং আগমনকালীন বালকদিগ্যে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিতেছেন, অধুনা হিন্দু কালেজে প্রাতঃকালে শিক্ষা দিবার নিয়ম হইলে তাঁহারা সন্তানাদির সহিত একত্রে ভোজন করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহারদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন অনেকের একখানি বই গাড়ি নাই তদ্দ্বারা বালকদিগ্যে কালেজে প্রেরণ ও তথা হইতে বাটীতে আনয়ন করিয়া পরিশেষ আপনারা কুঠি যাইতে পারিবেন না, ইত্যাদি,, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই লেখা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তিনি কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি হইবেন, কিন্তু তিনি প্রাতঃকালে কালেজের শিক্ষা দিবার প্রতিকূলে যে সকল কা

রূপ প্রকাশ করিয়াছেন বিবেচক সমাজে তত্তাবৎ সামান্য রূপেই ব্যক্ত হইবেক, কারণ কুঠি যাইবার সময়ে ভদ্র লোকেরা যে সকল অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া থাকেন বালকদিগের নিমিত্ত অনায়াসে তাহা রক্ষিত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন পরিবারাদির নিমিত্ত পুনর্ব্বার যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় বালকেরা তাহারও অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে সুতরাং তাহারদিগের আহারাদির কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না, পরন্তু গাড়ির কথা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিদ্দ্বায় স্বীকার করিলেই হয়, কারণ এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়াছে সহস্রকর সহস্রকরধারণ পূর্ব্বক অবনীর সকল রস শোষণ করিতেছেন, পবন সহকারে চতুর্দ্দিগে অনল বরিষণ হইতেছে কিছুমাত্র বৃষ্টি নাই, জ্বরবিকারাদি নানা রোগের আতিশয্য হইয়াছে, এমত ভয়ানক সময়ে বালকেরা শিক্ষার্থ কালেজে পরিশ্রম করিলে তাহারদিগের বিবিধ প্রকার ক্লেশ ও পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, অতএব যদবধি সুবৃষ্টির দ্বারা পৃথিবী শীতল না হয় তদবধি কালেজের শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রাতঃকালে হইলে সর্ব্ববিধায়েই উত্তম হইতে পারে, বালকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহি হয়, তাহাতে তাহারদিগেরও শিক্ষকগণের কোন প্রকার ক্লেশ হয় না, অধিকন্তু পিতামাতারা সকল ধন অপেক্ষা সন্তান ধনকে অধিক ভাল বাসেন তাহারদিগের জীবন রক্ষা বিষয়ে তদ্দিগের অধিক মনোযোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।

কলিকাতাস্থ বসতিবাটীর করদাতাদিগের সম্মতিক্রমে চারি ডিবিজনের নিমিত্ত যে চারিজন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রতি কটাক্ষ করত ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি অনেক শ্লেষোক্তি করিয়াছিলেন, এবং লিখিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপযুক্ত যে তিন ব্যক্তি কমিসানররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারাই নগর পরিষ্কার রাখিবার কার্য্য এক প্রকার সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, সহযোগি মহাশয়ের এই অন্যায়োক্তির উত্তর ছলে তাঁহার কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কমিস্যনরগণ সকলেই বড়লোক, এক২ সম্ভ্রান্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং তাঁহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিলেও তাঁহারদিগের অপ্রতিষ্ঠা হয় না, এবং তাঁহারদিগের দ্বারা কোন সামান্য উপকারের সঞ্চার হইলে সংবাদপত্র যোগে প্রশংসা ধ্বনি অনায়াসেই ব্যক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যে চারিজন কমিস্যনর নগরবাসিদিগের দ্বারা পদস্থ হইয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে তিনজন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি এক বৎসরের অধিক কাল পদস্থ থাকিবেন না, অতএব ইংলিসম্যান সম্পাদক ঐ কমিস্যনরদিগের প্রতি কটাক্ষ করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র নহে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কমিস্যনরগণ যেরূপ সুনিয়মে কার্য্য করেন এবং অন্যান্য কমিস্যনরদিগের অভিমত যে প্রকার গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা মেং থিওবেল্ড সাহেবের পত্র দ্বারাই বিলক্ষণ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা হউক, আমরা এইক্ষণে সেই কথার অধিক আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না, সহযোগি মহাশয়কে কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাসা করি যে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি কারণ বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালের নিমিত্ত কমিস্যনর হইবার চেষ্টা করিলেন না, এবং থিওবেল্ড সাহেবই বা কি কারণ ক্লার্কের পদ পরিত্যাগ করিলেন; কমিস্যনর বোর্ডের সাহেবেরা যাহা করেন প্রায় তাহাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহাতে এতদ্দেশীয় কমিস্যনরেরা কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না, সুতরাং কার্য্যকারকদিগের অনৈক্য জন্য নগর সুসৌষ্ঠব করণ কার্য্যের নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইতেছে, পথ, ঘাটের অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে, রাস্তায় জলসেচন ও রজনীযোগে আলোক দিবার প্রথাও পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, প্রজারা কোন অংশেই সুখি হইতে পারেন নাই।

পরন্তু ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়া ছিলেন যে ভিন্ন২ ডিবিজানের কমিস্যনরগণ আপনাপন অধীনে ২০ টাকা মাসিক বেতনে এক২ জন পেয়াদা নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের মনে২ অভিলাষ ছিল যে আপনাপন মাসিক বেতন অপেক্ষা আফিস হইতে প্রতি মাসে আরো ২৫ টাকা সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ঐ অলীক অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই, অপিচ কোন ব্যক্তি ঐ প্রস্তাবের প্রতি প্রথমাপত্তি করেন, সম্পাদক সাহেব তাহা জ্ঞাত নহেন, বাবু ভুবনমোহন মিত্রের নিকট যখন ঐ প্রস্তাব প্রেরিত হয় তখন তিনি তাহাতে আপত্তি করত বলিয়া ছিলেন যে কান্সরবেন্সি ফণ্ডে এত অধিক টাকা নাই যে ব্যয় বৃদ্ধি করা যায়, কমিস্যনরগণ আপনাপন ডিবিজানের তত্তাবধাণ আপনারাই করিতে পারেন তজ্জন্য সরকার অথবা পেয়াদা রাখিবার কোন প্রয়োজন করে না, তাহারদিগের দ্বারা বরং নানা প্রকার অন্যায় আচরণ হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কমিস্যনরগণ ভুবণ বাবুর মতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন।

মফঃসলাইট পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব ফিরোজপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবাতুর পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কহিনুর নামক অমূল্য রত্ন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কপোত ডিম্বের ন্যায় হইবেক, কিন্তু ঐ প্রস্তর যেরূপ বৃহৎ তাহার জ্যোতিঃ তাদৃশ নাই, লার্ড সাহেব মূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, মূলরাজের বয়স হইয়াছে, ফলতঃ তাঁহার মস্তককেশ শ্বেত হয় নাই, অতি শীঘ্র ফাঁসি দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবেক, অনেকে বলিতেছেন যে কথিত মূলরাজ যথার্থ মূলরাজ নহেন, এবং গবরনর সাহেব যে প্রস্তর পাইয়াছেন তাহাও সাহসুজার দত্ত যথার্থ কহিনুর প্রস্তর নহে, যথার্থ মূলরাজ কিঞ্চিদর্থ লইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছেন, যথার্থ কহিনুর রাজপরিবারেরা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, অপিচ এই জনতার প্রতি আমরা সংপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ ইংরাজদিগের মধ্যে অনেকে কহিনুর প্রস্তর ও মূলরাজকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য যথার্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন, তাঁহারদিগের সমক্ষে জাল মূলরাজ এবং অযথার্থ কহিনুর কি প্রকারে যথার্থ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক, তবে শীকজাতি অতিশয় কৌশল-পরায়ণ তাহারা প্রতারণা করিবেক, ইহাও বিচিত্র নহে, যাহাহউক যদ্যপি তাহারা প্রতারণা করিয়া থাকে সময়ক্রমে তাহা অবশ্য প্রকাশ হইবেক, এই বিষয়ে আমরা ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতি প্রতীক্ষা করিলাম।

নগরীয় সংবাদ।

গত মঙ্গলবার বৈকালে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া এক ইংলণ্ডীয়া নব বালা পোলিসে শ্রীযুত হিউম সাহেবের সমীপে উপস্থিতা হইয়া নিবেদন করিলেক, যে তাহার পিতার দৌরাত্ম্য হইতে সে নিষ্কৃতি পায়, এরূপ অনুমতি প্রদত্ত হউক, যেহেতু তৎ পিতা তাহাকে অল্পাহার প্রদান এবং আর২ অসঙ্গত যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিয়াছে, এতদুত্তরে অবলার জনক কহিলেন যে উক্তা কন্যা এক যুবক নায়কের সহিত সংমিলন করত তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া ছিল, তেঁহ বহুতর অনুসন্ধানে তাহাকে উল্লেখিত যুবার নিকট হইতে পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহার প্রিয়তমের নিকট পুনর্ব্বার গমন করণার্থ বিশেষাভিলাষ বশতঃ রাজদ্বারে উল্লেখিত অন্যায়াভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, ফলে বালিকা এইক্ষণে বয়স্থা হওনের নিয়মিত বর্ষোত্তীর্ণা হয় নাই, সুতরাং পিতার অনধীনা হইয়া অন্যত্র গমনের শক্তি নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এতচ্ছ্রবণে বাদিনীর প্রতি প্রবাদ করিলেন, তুমি পিত্রালয়ে গমন কর, যদ্যপি রাজাজ্ঞা পালন না করিয়া হেলন করণে অনুরাগিনী হও, তবে রাজপ্রহরী দ্বারা বল যোগে প্রেরিতা হইবেন, এতচ্ছ্রবণে বালা বিষণ্ণবদনে সদন গমন করিল।

দ্বিতীয় স্বর্ণাকর।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপ হইতে যে সকল সমাচার পত্র এতন্নগরে আগত হইয়াছে, তত্তাবৎ পাঠে অবগতি হইল উক্ত স্থানের কুচিদাংশে কাঞ্চন খনি প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশক সাহেব এপর্য্যন্ত তাহা জনপদে প্রকাশ করেন নাই, স্বীয় ব্যবহার জন্য গোপনে রাখিয়াছেন, ফলে অনল শিখা কদাপি বস্ত্রাবৃত থাকে না, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর ভোগপথে তাহা অবশ্যই প্রকটিত হইবেক।

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

গত সভার আদেশক্রমে সম্পাদকের আহ্বান মতে বাঙ্গালা ১২৫৫ সালের পৌষ মাসীয় সপ্তবিংশতি দিবসে প্রাণসায়েরাখ্য স্থানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত এক সভা স্থাপিতা হয়, তদ্বিবরণ এই যে সম্পাদক সভা এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্য্য ও ব্যক্তি বাচনি পূর্ব্বক এক লিপি সভায় উপস্থিত করিলে পাঠ করা গেল, তদনন্তর সভ্যগণের মতানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইল,

অপর সম্পাদকের প্রস্তাবমতে ধারানুক্রমে যে সকল নিয়ম স্থির হইল তৎসম্বলিত যেং মহাশয়েরা সম্মতি প্রকাশ করেন তাহা ক্রমশঃ নিম্ন ভাগে লিখিত হইল।

নিয়ম।

১ ধারা। নিয়মিত সভা প্রত্যেক্ মাসের পঞ্চদশ দিবসে দিবা দুই প্রহর গতে হইবেক, দৈব প্রতিবন্ধক হইলে সম্পাদক যে দিবস সভ্যদিগকে আহ্বান করিবেন সভ্যগণ সেই দিবস আগমন পূর্ব্বক সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

২ ধারা। সভার কার্য্য সম্পন্ন জন্য নিয়ম পুস্তক, কার্য্য পুস্তক, বিজ্ঞাপন পুস্তক এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্মকারকগণের নাম নির্দ্দিষ্ট পুস্তক, এতদ্ভিন্ন সভার আদেশমতে যে সকল প্রয়োজনীয় লিপ্যাদি সভায় উপস্থিত করা প্রয়োজন করে, তাহা সমুদয় সভায় নিযুক্ত রাখিতে হইবেক।

৩ ধারা। সভায় প্রস্তাবিত বিষয় সকল বিজ্ঞাপন পুস্তকে লিখিতে হইবেক।

৪ ধারা। পরিচারক এবং রক্ষক ভিন্ন বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যকারক তৎসংক্রান্ত কার্য্যে সভায় প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু যাবতীয় প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্পাদকের যে মত তাহা তত্তৎ বিজ্ঞাপনের নিম্ন ভাগে তেঁহ লিপি দ্বারা প্রকাশ পূর্ব্বক সভায় উপস্থিত করিবেন।

৫ ধারা। সভ্যদিগের মধ্যে যে কোন প্রস্তাবের পোষক অন্য সভ্য হইবেন তেঁহ " আমার ঐ মত " এই বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিবেন।

৬ ধারা। সভ্যদিগের পরস্পর মতের অনৈক্য হইলে যে অংশে অধিক সভ্যের মত আছে তাহাই বলবৎ হইবে, কিন্তু সভ্যদিগের মত যদি সমানাংশ হয় তবে সম্পাদক যে পক্ষ হইবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক।

৭ ধারা। ন্যূন সংখ্যা ৮ জন সভ্য সভায় উপস্থিত না হইলে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইবেক না, এমত ঘটনায় সভা স্থগিত থাকিবেক, এবং সম্পাদক অতিরিক্ত সভা স্থাপিতা করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় আর এক দিনাবধারণ করিবেন।

৮ ধারা। কার্য্য বশতঃ বিশেষ সভা হইবেক, কিন্তু তন্নিমিত্ত কোন সময়াবধারণের প্রয়োজন নাই, তৎ সমুদয় সম্পাদক অবধারণ করিবেন।

৯ ধারা। নিয়মিত সভার নিমিত্ত সভ্যদিগকে আহ্বান করিবার আবশ্যক হইবেক না, যদি কেহ বিশেষ প্রতিবন্ধক হেতু আগমনে অশক্ত হয়েন তবে তৎসংবাদ লিপি দ্বারা সম্পাদককে বিজ্ঞাপন করিবেন, কিন্তু অতিরিক্ত কিম্বা বিশেষ সভার প্রয়োজন হইলে তৎসংবাদ পত্র দ্বারা সভ্যদিগকে সম্পাদক জ্ঞাত করাইবেন, ঐ পত্র এই প্রণালীতে লিখিত হইবেক, যথা সভ্য শ্রীযুত অমুক বিজ্ঞাপন মিদং বর্ত্তমান মাসের অমুক দিবস অমুক সময়ে অতিরিক্ত কিম্বা বিশেষ সভা হইবেক, আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আগমন পূর্ব্বক সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ইতি। সভ্যবর্গ ঐ পত্রের পৃষ্ঠে উত্তর লিখিবেন, তাহার প্রণালী এই যথা প্রত্যুত্তর নিবেদন মিদং। আমি গমন করিব কিম্বা এই বিশেষ প্রতিবন্ধক জন্য গমন রহিত হইল ইতি। সভ্যগণ সম্পাদককে যে পত্র লিখিবেন তাহার প্রণালী এই যথা, শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। শ্রী অমুকের নিবেদন এই যে ইতি। আর যদি সম্পাদকের পত্রের পৃষ্ঠে আগমন স্বীকারানন্তরে বিশেষ কারণ বশতঃ গমনের বাধা হয় তবে তৎসংবাদ দ্বিতীয় পত্র দ্বারা সম্পাদককে জ্ঞাত করাইবেন।

১০ ধারা। কোন কার্য্য সম্পাদক সভ্যগণের মত ভিন্ন সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, কিন্তু যে কোন কার্য্য সভ্যদিগের মত গ্রহণের কাল সাপেক্ষ না করে তাহা সম্পাদক স্বীয় মতানুসারে নির্ব্বাহানন্তরে সমাজে জ্ঞান করিবেন।

১১ ধারা। নিয়মিত কিম্বা অতিরিক্ত কিম্বা বিশেষ সভাতে আয় ব্যয় লিখন পঠন দৃষ্ট হইয়া তাহার [illegible] ভদ্র বিবেচনা হইবেক।

১২ ধারা। নিয়মের বিষয় সভাতে প্রস্তাব হইলে বিবেচনামতে পরিবর্ত্ত কিম্বা রহিত কিম্বা নূতন স্থাপিত হইবেক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়)

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিকস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরখান্তিদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৯৭ সংখ্যা) শনিবার ১৭ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২৮ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

ADVERTISEMENT.

TO BE SOLD, pursuant to a DECREE of the Supreme Court of Judicature, at Fort William in Bengal, made in a Cause of MUTTYLOLL SEAL *against* SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, Widow and Executrix of SREENAUTH MULLICK, deceased, BYCAUNTNAUTH MULLICK, OMEERTONAUTH MULLICK, DEBENDERNAUTH MULLICK, RAJENDRONAUTH MULLICK, and SAMADRONAUTH MULLICK, sons of the said SREENAUTH MULLICK and SREEMUTTY SOOBANY DOSSEE, with the approbation of WILLIAM MACPHERSON, Esquire, Acting-Master of the said Supreme Court, at his Office, in the Court House, in the Town of Calcutta on Monday the 30th. Instant at 12 O' Clock noon, all that Upper Roomed Messuage, Tenement, or Dwelling House, and also those two Lower-Roomed Messuages, Tenements or Dwelling-Houses, adjoining thereto, and the Piece or Parcel of Ground, on part whereof the same are erected and built, containing by estimation eighty-three Biggahs, be the same more or less, situate, lying, and being at Ramkissenpore, formerly known by the name of Howrah, in the district of the Twenty-four Purgunnahs, and in the Province of Bengal, late the property of SREENAUTH MULLICK, of Ramkissenpore aforesaid, deceased. Particulars whereof may be had at the said Master's Office, or of Mr. W. N. HEDGER, soliciter for the defendants SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, BYCAUNTNAUTH MULLICK, at No. 1, Larkin's Lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta,
Supreme Court,
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় মতিলাল শীল বাদী, মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী এবং বিষয়ের কর্ত্তৃত্বকারিণী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী, বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক, অমৃতনাথ মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, এবং সমুদ্রনাথ মল্লিক, যাঁহারা উল্লেখিত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্র এবং শ্রীমতী শুভানী দাসী প্রতিবাদিনী ও প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চূড়ান্ত অনুমতি হয় তদনুসারে মহানগর কলিকাতাস্থিত পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিএম, মেক্‌ফারসন্ সাহেবের সম্মতিক্রমে কোর্ট হৌসে তাঁহার আফিসে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগনার অধীন রামকৃষ্ণপুর নামক স্থান যাহা পূর্ব্বে হাবড়া নামে বিখ্যাত ছিল, তাহার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত অপর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি তাহা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত এবং বর্দ্ধিত আছে, ভূমি অনুমান ৮৩/ তিরাশি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, যাহা উপরোক্ত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি তাহা বিক্রীত হইবেক। এই বিবরের বিশেষ বৃত্তান্ত মাষ্টর আফিসে অথবা উল্লেখিত মোকদ্দমা

র প্রতিবাদিনী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও প্রতিবাদী বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের উকীল ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের প্রাগুক্ত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত লার্কিন্স লেনের ১ নম্বর ভবনে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবেন।

ডবলিউ, মেক্‌ফারসন্।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৬ আপ্রিল ১৮৪৯

NOTICE.

Ganges Company's Steamer "Patna," will be despatched to Bulleah and intermediate Stations, on Tuesday, May 1st.

For Freight the whole way and passage to Dinapore, apply at the office, 7, Clive Street Ghaut.

A. C. DUNCAN.
Managing Director.

বিজ্ঞাপন।

গেঞ্জেস কোম্পানির "পাটনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ আগামি মে মাসের ১ তারিখ মঙ্গলবার দিবসে বোয়ালিয়া এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান এবং দানাপুর পর্য্যন্ত স্থানের পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে ক্লাইব ষ্ট্রীট ঘাটের ৭ নম্বর আফিসে দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

এ, সি, ডনকেন।
মেনেজিং ডৈরেক্টর।

সংবাদপ্রভাকর

১৭ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এতদ্দেশের পরম হিতকারি বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানি নামে এক হৌস করিবেন, আগামি মে মাস অবধি তাহার কার্য্যারম্ভ হইবেক, ঐ হৌসে রামগোপাল বাবু এবং তাঁহার ভাগিনেয় অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাগজপত্রাদিতে তাঁহারা উভয়েই স্বাক্ষর করিবেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিয়া সৌভাগ্য সঞ্চয় করেন ইহা আমারদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, এবং এতন্নিমিত্ত আমরা দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে কত অনুরোধ করিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না, কিন্তু তাঁহারা অধীনতা স্বীকার করণে অধিক অনুরাগি হওয়াতে তদ্দ্বারা কোন ফল দর্শে নাই, এই মহানগরের ধনাঢ্য বাবুরা ঘরের অর্থ এক২জন সাহেবের হস্তে অর্পণ করত তাঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করণে অধিক সুখ বোধ করেন, দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় কালীন ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট দস্তুরি স্বরূপ কিঞ্চিদর্থ প্রাপ্ত হইলেই আপনারদিগ্যে ধন্য বোধ করিয়া থাকেন, ফলতঃ সাহেব তাঁহারদিগের মস্তকের উপর কাটাল রাখিয়া কোষ তুলিয়া খান তাহা কিছুই জানিতে পারেন না, এতন্নগর মধ্যে প্রথমতঃ বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, তদনন্তর বাবু রামগোপাল ঘোষ স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণে প্রবৃত্ত হয়েন, রামগোপাল বাবু পূর্ব্বে কেলসেল্‌স কোম্পানির হৌসের একজন অংশী ছিলেন, অধুনা স্বয়ং স্বনামে বাণিজ্যালয় করিলেন, অতএব এই ঘটনা অতি সুখের ঘটনা বলিতে হইবেক, রামগোপাল বাবু বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করণে যেরূপ পারদর্শী এবং বণিকসমাজে যেরূপ মান্য সাধারণে তাহা বিলক্ষণরূপেই জ্ঞাত আছেন, এইক্ষণে আমরা তদ্বিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি অভিনব হৌসের কার্য্যে সৌভাগ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক যশস্বী হইয়া এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের পথদর্শক হউন।

লাহোরীয় রাজমাতা মহারাণী চন্দ্রকুমারীর পলায়ন করণের সংবাদ আমরা গত বারের পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল, ব্রিটিস সেনারা তাঁহার অনুসন্ধান নিমিত্ত বহুস্থানে গমন করিয়াছিল, কিন্তু কোন স্থানেই রাণীকে দেখিতে পায় নাই, যাহা হউক, এই ঘটনা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক প্রকার শুভদায়ক বলিতে হইবেক, মহারাণী বারাণসী ধামে যে সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া গিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব সর্ব্বাগ্রেই তত্তাবৎ হস্তগত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে সকল হীরক ও প্রস্তর খচিত অলঙ্কারাদি আছে, তাহার মূল্য দশ লক্ষ ও অপরাপর দ্রব্যের মূল্য বিংশতি লক্ষ, সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ লক্ষ টাকা হইবেক, রাণী যদ্যপি ঐ দ্রব্য সকল পুনগ্রহণ না করেন তবে রাজপুরুষেরা তাহা নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন, অতএব মহারাণীর পক্ষে বাদী কর্ত্তব্য হয় যে কলিকাতা নগরে আগমন পূর্ব্বক সুপ্রিমকোর্টে উক্ত বিষয়াদির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নামে অভিযোগ করেন।

২০ আপ্রিল তারিখের মফঃসলাইট পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে বিখ্যাত শীক সেনাপতি রাজা শের সিংহ ব্রিটিস শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছেন, ব্রিটিস রাজকর্ম্মচারিরা তাঁহাকে যে সকল আশ্বাস দিয়াছিলেন তিনি তাহার প্রতি সংপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, শের সিংহ পলায়ন করিলে একদল অশ্বারোহি সৈন্য তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়াছিল, কিন্তু কোনরূপে তাহাকে ধৃত করিতে পারে নাই, তিনি কোন্ স্থানে গমন করিবেন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, যাহা হউক, তিনি হঠাৎ প্রস্থান করাতে অনেকেই সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইতেছে, কারণ তিনি ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই পুনরায় খালসা ও অপরাপর সৈন্যদিগ্যে একত্র করিতে পারিবেন, যদ্যপি কোন ব্যক্তি বলেন যে তাহার আর তোপ নাই, সকল তোপ ব্রিটিস সেনারা অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তিনি তোপ সংগ্রহ করিতেও পারিবেন, যেহেতু সুব্রাউন প্রভৃতি স্থানে জয়লব্ধ করিয়া ব্রিটিস সেনাপতিরা বলিয়াছিলেন যে শীকজাতির সকল তোপ গ্রহণ করিয়াছেন, অপিচ সন্ধিপত্র নিবদ্ধ হইলে গোবিন্দগড় হইতে অনেক তোপ বাহির হইয়াছিল, অতএব শীকদিগের আর তোপ আছে কি না তাহা কিছুই বলা যায় না, বিশেষতঃ গুজরাটের যুদ্ধে জয়ী হইয়া লার্ড গফ সাহেব গবরনর জেনরল সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন তাহাতে লিখিত ছিল যে শীকদিগের এমত সকল তোপ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে যাহা এপর্য্যন্ত সংপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই। এই লেখা দ্বারা বিবেচক মহাশয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে শীকজাতি তোপাদি প্রস্তুত করিতে বিশেষ পটু, সুতরাং শের সিংহ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি ঐ ভয়ানক প্রাণিনাশক অস্ত্র অনায়াসে সংগ্রহ করিতে অথবা প্রস্তুত করাইতে পারিবেন, শের সিংহ সামান্য যোদ্ধা নহেন, গত যুদ্ধে যেরূপ রণপাণ্ডিত্য ও কৌশলাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে বহুদর্শি বৃদ্ধ সেনাপতি লার্ড গফ সাহেবের বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল, যাহা হউক, আমরা পুনর্ব্বার প্রাণিনাশক যুদ্ধ ঘটনার প্রার্থনা করি না, অধুনা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় কোন উপায়ে রাজা শের সিংহকে ধৃত করেন এবং তাঁহার বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহার কোন অন্যথা না হয়, কারণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই রাজাদিগের মহদ্ধর্ম্ম হইয়াছে, রাজারা তাহা না করিলে এই অবনীমণ্ডলে কোনক্রমে কুশল স্থাপন হইতে পারে না।

ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পাটনা হইতে বেহারের যে ৩৩০০ বাক্স আফিম কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল আফিম বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা তত্তাবৎ পুনর্ব্বার তথায় পাঠাইয়াছেন, তাহার এক বাক্সও বিক্রয়ার্থ লাটবন্দি করেন নাই, যেহেতু ঐ আফিম কাঁচা কাষ্ঠের বাক্সে বর্দ্ধিত হইবায় তাহার স্বাভাবিক গুণের অনেক হ্রাসতা হইয়াছে, এবং তাহার গন্ধেরও বিশেষ বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে, পাটনার আফিম এজেণ্ট সাহেব ঐ সমস্ত আফিম পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নূতন বাক্সবন্দি করিবেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, আমারদিগের সহযোগি মহাশয় লিখিয়াছেন যে চীনদেশ হইতে বণিকেরা এরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যে বেহারের আফিম পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম হয় না, এ কারণ বাজারে তাহার দর ক্রমে ন্যূন হইয়াছিল, অধুনা বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা উল্লেখিত আফিম সকল পরীক্ষা ক্রয়ত ফেরৎ দেওয়াতে আমারদিগের নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে চীনদেশীয় বণিকগণের কথিত পত্র বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, এই বিষয়োপলক্ষে ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় পাটনার আফিম এজেণ্ট সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছেন, যেহেতু ঐ সাহেবের অধীনে যে একজন এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারক আছেন তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, এজেণ্ট সাহেব সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করেন না, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আফিমের বটিকা সকল বদ্ধ করিবার নিমিত্ত বস্ত্রাদি ও বাক্স প্রদান করিতেন, এজন্য তাহার কোন দোষ হইত না, এক্সচেঞ্জ ঘরে উচ্চ মূল্যে তাহা বিক্রয় হইত, অধুনা ঐ দ্রব্যাদি কাণ্ট্রাক্ট দিবার ভার উল্লেখিত এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকের প্রতি অর্পিত হওয়াতেই তিনি সামান্য আবরণ বস্ত্র ও কাঁচা কাষ্ঠের বাক্স সকল প্রদান করিতেছেন, আমরা অনুমান করি বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা এই বিষয়ের বিশেষানুসন্ধান গ্রহণ করিবেন।

৫২

৬২৬

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

নিয়ম।

গত বারের শেষ।

২৮ ধারা। পুস্তক যাহা অন্যং ব্যক্তির নিকট হইতে আনিবার প্রয়োজন হইবেক সেইং ব্যক্তিকে রসিদ দিয়া পুস্তক আনিতে হইবেক, উক্ত রসিদ পুস্তকাধ্যক্ষের দ্বারা প্রস্তুত হইবেক এবং তাহাতে সভ্যদিগের নাম স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত তদ্বিবরণযুক্ত সভ্যদিগের নামের এক পত্র সম্পাদকের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ঐ পত্র সম্বলিত রসিদে স্বাক্ষর করিবার কারণ সভ্য গণের নিকট পাঠান যাইবেক এবং স্বাক্ষর যুক্ত উক্ত রসিদ দিয়া অন্যব্যক্তির নিকট হইতে পুস্তক লইতে হইবেক, আর পুস্তকালয়ে নিযুক্ত থাকা পুস্তকাদির এক জমা খরচ করিতে হইবেক এবং সমাজের প্রতি মাসিক সভার দিবস সমুদয় পুস্তকের লিষ্টি প্রস্তুত করিয়া সম্পাদকের দ্বারা উক্ত সভায় দর্শাইতে হইবেক এতৎ সমুদয় কার্য্য পুস্তকাধ্যক্ষের দ্বারা সমাধা হইবেক অপর যে কোন পুস্তক অন্যের নিকট পাওয়া যাইবেক না, তাহা আবশ্যক মতে ক্রয় করা যাইবেক এবং কখনো আদর্শমতে অনুলিপি প্রস্তুত হইবেক, আর পুস্তক লওনের রসিদে সভ্যদিগের মধ্যে যদি সকল ব্যক্তির নাম স্বাক্ষর না হয় অপর যদি সেই পুস্তক কোন কুঘটনায় নষ্ট হয় তথাচ উক্ত পুস্তকের দায়িকতা সমাজের প্রতি অর্শিবেক।

২৯ ধারা। গ্রন্থ প্রস্তুতসূচক সভা হইতে যে সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবেক তাহা ছাপান যাইবেক এবং উক্ত পুস্তকের একং গ্রন্থ প্রত্যেক সভ্যগণকে দেওয়া যাইবেক ও পাঠশালার উপযোগি পুস্তক সকল রাখিয়ে বক্রী অংশ বিক্রয় করা যাইবেক তাহাতে যে মূল্য আয় হইবেক তাহা বিদ্যালয়ের উন্নতি কার্য্যে ব্যয় হইবেক।

৩০ ধারা। ধনরক্ষক কর্ম্মচারির নিকট হইতে রসিদ লইয়া টাকা দিবেন এবং মাসং একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া ঐ রসিদ সম্বলিত সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন, সম্পাদক তাহা মাসিক সভার দিবস সমাজে উপস্থিত করিবেন।

৩১ ধারা। কর্ম্মচারি ধনরক্ষকের নিকট রসিদ দিয়া টাকা লইবেন এবং সম্পাদকের আদেশ মতে ব্যয়ের কার্য্য সমাধা করিবেন আর মাসিক এবং সাম্বৎসরিক নিকাশ প্রস্তুত করিয়া যথা নিয়মে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন, তেঁহ যথা নিয়মে তাহা সমাজে উপস্থিত করিবেন।

৩২ ধারা। শিক্ষকগণ সম্পাদকের আদেশ মতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং তাহারদিগের বিদ্যালয়ে উপস্থিতহওয়া না হওয়া এবং সম্পাদকের নির্দ্দিষ্টমতে সাপ্তাহিকপরীক্ষা গ্রহণাদি সমুদয় কর্ম্ম করিবেন, পরন্তু শিক্ষকগণের প্রস্তুতীকৃত কাগজ সকল মাসিক সভার দিবস সম্পাদকের দ্বারা সমাজে উপস্থিত হইবেক।

৩৩ ধারা। যেহেতু প্রাণশায়ের অস্থান অন্যং গ্রামের মধ্যস্থল এবং নদী সমীপ, বিশেষ উপযোগী প্রায় সমুদয় দ্রব্যাদি তথায় অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমতে এই বিদ্যালয় উক্ত স্থানে স্থাপিত হইবেক এবং তৎ সংক্রান্ত কার্য্য আগামি মাসের চতুর্দ্দশ দিবস যাহা বিদ্যারম্ভের অতি শুভ দিন স্থির হইয়াছে সেই দিবসে আরম্ভ হইবেক।

৩৪ ধারা। সম্পাদক নিয়মিত কার্য্য ভিন্ন সভার আদেশমতে সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন আর নিয়মিত স্থান ব্যতিরেক অন্য যে স্থানে সভাস্থাপিতা করা সম্পাদকের বিবেচ্য হইবেক সমাজ তাহাতেই সম্মত হইবেন।

৩৫ ধারা। সভারচনার বিষয়ে যদ্যপি দিবা দুই প্রহর গতে সময় সাব্যস্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা সমাপনের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অতএব উপস্থিত কার্য্যানুসারে সভা স্থাপিতা থাকিবেক, সমাপনের বিশেষ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজনাভাব।

৩৬ ধারা। যে সকল বিষয় সভাতে বিজ্ঞাপন হইবেক তাহা সভার বিবেচনা না হইতে তাহার সভ্য যদি কোন বিষয় সম্পাদক সভ্যদিগকে জ্ঞাপন করা উচিত বোধ করেন তবে তাহাতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৩৭ ধারা। সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের অনুলিপি পর্য্যায়ক্রমে পৃথকং পুস্তকে লিখিত হইবেক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়)

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ১৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সমপ্রভাকরঃ ॥ ॥

॥ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মৃতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফাস্বসং ॥

৩৩৯৮ সংখ্যা) সোমবার ১৯ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৩০ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

ADVERTISEMENT.

TO BE SOLD, pursuant to a DECREE of the Supreme Court of Judicature, at Fort William in Bengal, made in a Cause of MUTTYLOLL SEAL *against* SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, Widow and Executrix of SREENAUTH MULLICK, deceased, BYCAUNTNAUTH MULLICK, OMEERTONAUTH MULLICK, DEBENDERNAUTH MULLICK, RAJENDRONAUTH MULLICK, and SAMADRONAUTH MULLICK, sons of the said SREENAUTH MULLICK and SREEMUTTY SOOBANY DOSSEE, with the approbation of WILLIAM MACPHERSON, Esquire, Acting-Master of the said Supreme Court, at his Office, in the Court House, in the Town of Calcutta on Monday the 30th Instant at 12 O' Clock noon, All that Upper Roomed Messuage, Tenement, or Dwelling House, and also those two Lower-Roomed Messuages, Tenements or Dwelling-Houses, adjoining thereto, and the Piece or Parcel of Ground, on part whereof the same are erected and built, containing by estimation eighty-three Biggahs, be the same more or less, situate, lying, and being at Ramkissenpore, formerly known by the name of Howrah, in the district of the Twenty-four Purgunnahs, and in the Province of Bengal, late the property of SREENAUTH MULLICK, of Ramkissenpore aforesaid, deceased. Particulars whereof may be had at the said Master's Office, or of Mr. W. N. HEDGER, soliciter for the defendants SREEMUTTY KISTOSOONDERY DOSSEE, BYCAUNTNAUTH MULLICK, at No. 1, Larkin's Lane in the Town of Calcutta aforesaid.

W. MACPHERSON.
Acting Master.

Calcutta.
Supreme Court,
Master's Office.
The 16th April 1849.

বিজ্ঞাপন।

যে মোকদ্দমায় মতিলাল শীল বাদী, মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের বিধবা স্ত্রী এবং বিষয়ের কর্ত্তৃত্বকারিণী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী, বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক, অমৃতনাথ মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, এবং সমুদ্রনাথ মল্লিক, যাঁহারা উল্লেখিত শ্রীনাথ মল্লিকের পুত্র এবং শ্রীমতী শুভানী দাসী প্রতিবাদিনী ও প্রতিবাদি, সেই মোকদ্দমায় সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় হইতে যে চূড়ান্ত অনুমতি হয় তদনুসারে মহানগর কলিকাতাস্থিত পূর্ব্বোক্ত সুপ্রিমকোর্টের একটিং মাষ্টর শ্রীযুত উইলিএম, মেক্‌ফারসন্ সাহেবের সম্মতিক্রমে কোর্ট হৌসে তাঁহার আফিসে বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ সোমবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল বিক্রয় হইবেক।

বিশেষতঃ সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি জিলা চব্বিশপরগনার অধীন রামকৃষ্ণপুর নামক স্থান যাহা পূর্ব্বে হারড়া নামে বিখ্যাত ছিল, তাহার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত অপর দুই ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি তাহা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত এবং বর্দ্ধিত আছে, ভুমি অনুমান ৮৩/ তিরাশি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক, যাহা উপরোক্ত রামকৃষ্ণপুর নিবাসী মৃত শ্রীনাথ মল্লিকের সম্পত্তি তাহা বিক্রীত হইবেক। এই বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মাষ্টর আফিসে অথবা উল্লেখিত মোকদ্দমা

র প্রতিবাদিনী শ্রীমতী কৃষ্ণসুন্দরী দাসী ও প্রতিবাদি বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের উকীল ডবলিউ, এন, হেজর সাহেবের প্রাগুক্ত মহানগর কলিকাতার মধ্যস্থিত লার্কিন্স লেনের ১ নম্বর ভবনে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারিবেন।

ডবলিউ, মেক্‌ফারসন্।
একটিং মাষ্টর।

কলিকাতা।
সুপ্রিমকোর্ট।
মাষ্টর আফিস।
১৬ আপ্রিল ১৮৪৯

বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার মৃজাপুর নিবাসি ৺ রাজচন্দ্র দাসের পুত্র শ্যামাচরণ দাস আপন মৃত পিতার বিষয়াদির কর্ত্তা অর্থাৎ এডমিনিষ্ট্রেটর হওনের প্রার্থনায় সুবে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিএম মধ্যে শহর কলিকাতার বড় আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন ইতি।

পাল ইশ্‌মেল্‌ট এণ্ড মারস্যাল।
প্রাক্‌টর।

কলিকাতা।
৫ আপ্রিল।

সংবাদ প্রভাকর

১৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত সংখ্যক ভাস্করে এক চমৎকার প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তদ্দৃষ্টে এক প্রকার নূতন সংশয়ে জড়ীভূত হইয়াছি, জগদীশ্বর সকল বিষয়ের সাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, মনুষ্য মনুষ্যের গোপন বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না, আপনার কর্ম্ম কেবল আপনিই জানা যায়, অন্যে তাহা কি জানিবেন? যে বিষয় শ্রবণে শ্রবণে তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রদান করিতে হয় সে বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু তাহার আন্দোলন করাই ভদ্রকল্প নহে, কেবা কুকর্ম্ম করে, কেবা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করায়, কেবা অব্যবস্থিত কর্ম্ম করে, কেবা সেই অব্যবস্থিত বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করে, কেবা নিয়মাতীত কর্ম্ম করে, কেবা নিয়মজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ের সমন্বয় করায়। কে সিদ্ধ, কে অসিদ্ধ, কে ভদ্র, কে অভদ্র, কে ধার্ম্মিক, কে অধার্ম্মিক ইহার কিছুই বলা যায় না, লোক কথায় কহে "ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড়,, অতএব এই স্থলে সঙ্গতাসঙ্গত কি বিবেচ্য হইতে পারে? যখন সমুদয় যেতে বসিয়াছে তখন আর জেতের বিষয়ে কি হইবেক? যৎকালীন স্বজাতীয় বর্ণজ্ঞান রহিত হইয়াছে তৎকালীন্ স্বজাতীয় বর্ণজ্ঞান রহিত হওনের আর অপেক্ষা কি? এইক্ষণে প্রায় সকল বর্ণ ই বিবর্ণ, ইহাতে সুবর্ণ হইলেও তাহার সুবর্ণত্ব থাকিতে পারে না, কার্য্য বিশেষে কুবর্ণ সুবর্ণ—কার্য্য বিশেষে সুবর্ণ কুবর্ণ, একারণ প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য কল্পে শ্রীবিষ্ণু স্মরণের পূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণু স্মরণকে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করাইতে হয়।

ভাস্কর সম্পাদক লেখেন "শ্রীযুত রাজা কালীকুমার রায় মল্লিক বাহাদুরের স্ত্রীকে তাঁহার পিতা বলাৎকার করেন, এজন্য পুত্রবধূ ঐ পাপ মোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, গত বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া শুভদিনে গুরু পুরোহিতাধিষ্ঠিত সভা মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, ঐ সময়ে সুবর্ণবণিক জাতির ব্রাহ্মণেরা কয়েক শত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপত্র শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তকারিণীর এবং তৎস্বামির যথেষ্ট ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা জলপান করিয়া এক কাগজে আপনারদের নাম লিখিয়া দিয়া দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছেন ইত্যাদি।,,

এই স্থলে আমরা রায় মল্লিক বাহাদুর ও তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার পিতার বিষয়ে কি লিখির তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, যেহেতু এই অসম্ভব ব্যাপারে সকলি অসম্ভব বিবেচনা হইতেছে, অপূর্ব্ব ঘটনা, অপূর্ব্ব রটনা, অপূর্ব্ব বোটনা এবং অপূর্ব্ব কো-*-না। সত্যাসত্য ধর্ম্মের গোচর, ফলে সমাচার পত্রের গোচর হওয়াই দুঃখের ব্যাপার হইয়াছে, এজন্য আমরা কোন কথার উল্লেখ না করিয়া কেবল এই মাত্র কহিতেছি, হে অনঙ্গ, তুমি অঙ্গহীন হইয়াও ত্রৈলোক্য জয় করিতেছ। হে কন্দর্প, তোমার কি প্রদর্প! তোমার দর্পহারি সর্পধারি সদাশিব তোমার নিকট পরাজয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি বিলোকনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাতে মানুষের কথা কি কহিব? তোমার আবির্ভাব মাত্রেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বীয় সুতা সন্ধ্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মানুষের কথা কি কহিব? তাহারা এই মহদ্দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার উদ্রেক মাত্রেই স্বয়ং প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণ নামক কুমার উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাতে মানুষের কথা কি কহিব? তোমার উদয় মাত্রেই ইন্দ্র চন্দ্র গুরুদারা হরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মানুষের কথা কি কহিব? তাহারা এই মহদ্দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়া তদধিক কার্য্য করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে, তোমার প্রভাব মাত্রেই অতীত যুগত্রয়ের সুবিখ্যাত পূজ্যবর মহাত্মাগণ পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, মাতুলবধূ প্রভৃতি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, ইহাতে মানুষের কথা কি কহিব? তাহারা এই মহদ্দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে দোহাই দিয়া সুখ সম্ভোগ করিতেছে। হে মীনকেতু, তুমি যখন যাহার মানসমন্দিরে গাঢ়রূপে বিরাজ কর তখন সে ব্যক্তি মনেঃ ভাবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল চার্ব্বাকের ন্যায় ব্যবহার করে।

হে ক্রোধ, তুমি যখন উদ্ভব হও তখন মনুষ্য এককালীন্ বোধশূন্য হইয়া বসেন, হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বিবেচনা থাকে না, অতএব মানুষের বৈষয়িক ব্যাপার ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ কার্য্য সকলের প্রতি কোনরূপ বক্তব্য হইতে পারে না, কারণ তাহার আদি সূত্র কিছুই জানা যায় না।

গত শনিবাসরীয় ইংলিস ম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে বিজ্ঞবর উকীল মেং হিগিন্স সাহেব মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের রেজিষ্টর হইবেন, এবং তিনি এইক্ষণে যে পদে নিযুক্ত আছেন, মেং হেজর সাহেব তৎ পদ ধারণ পূর্ব্বক ক্লার্কের ও টেক্সিং আফিসরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, আমরা এই সংবাদ শ্রবণ করত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতু এই সুবিচার জন্য প্রধান বিচারপতি স্যার লারেন্স পিল সাহেব ও তাঁহার সহযোগিদিগের বিশেষ সুখ্যাতি হইবার সম্ভাবনা পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টের ভিন্নঃ আফিসের অধ্যক্ষতা পদে কৌন্সিলি সাহেবেরাই মনোনীত হইতেন, সুতরাং উকীলদিগের পদবৃদ্ধির কোন উপায় ছিল না, ইহাতে তাঁহারা এক প্রকার দুঃখিত ছিলেন, অপিচ বর্ত্তমান নিয়োগ দ্বারা সেই দুঃখ নিবারণ হইল এইক্ষণে কোন আফিসরের পদশূন্য হইলে উকীলেরা সাহস পূর্ব্বক তাহাতে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

কাপ্তেন হিক্স সাহেব পঞ্জাবীয় রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে মেং মেকান সাহেব পুলিসের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইবেন, অধুনা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে শান্তিপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মেং লা সাহেব হিক্স সাহেবের পদে মনোনীত হইয়াছেন, তিনি অবিলম্বে কলিকাতা নগরে আগমন করিবেন, গবর্ণমেণ্ট এতন্নগরীয় পুলিস সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে যখন অচিহ্নিত কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিলেন তখন কি কারণ মেকান সাহেবের বিষয়ে বিহিত বিবেচনা করিলেন না, আমরা তাহার নিশ্চয় করণে অক্ষম হইলাম।

বোম্বাই নগরীয় পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে সিন্ধু নদীতীরে সুবর্ণখনি প্রকাশ হইয়াছে এবং একজন বিচক্ষণ সাহেব মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার পরীক্ষা করিতেছেন, আমরা ঐ খনিঘটিত অন্যান্য বিবরণ জ্ঞাত হইলে সর্ব্বাগ্রে পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করিব।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গভীর শোকসাগরে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে অস্মৎ পল্লীস্থ মান্যবর ও বহুজনের দীক্ষাকর্ত্তা শ্রীযুত অমরনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদস্ফুট ও সান্নিপাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৮ বৈশাখ গুরুবার বেলা অনুমান আড়াই প্রহর কালীন্ সজ্ঞানে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করত গঙ্গাতীরে নীরে এতন্মায়াময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুতে পল্লীস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেই শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে, কেননা তেঁহ অতি পরোপকারী মিষ্টভাষী ও সদালাপী মনুষ্য ছিলেন, সাংসারিক মনুষ্যের প্রতি যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধি শাস্ত্রে আছে সেই সকল কর্ম্ম তিনি অবাধে সুচারুরূপে নিষ্পাদন করিতেন, অপর তাঁহার অনুগত জনেরা দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি স্বয়ং বা শিষ্য দ্বারা উচিতমত তাহারদের উপকার করিতেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার শরীরে আরঃ অনেক সদ্গুণ ছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তিনি গত মাসে এক বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবারগণেরা তজ্জন্য বিশেষ পরিতাপ ও আন্তরিক পীড়া পাইয়াছেন,

তাঁহার নূতন বিবাহিতা অভাগিনী স্ত্রী ও দুইটী অবগণ্ড পুত্রের এইক্ষণকার মনের ভাব চিন্তা করিলে জ্ঞানশূন্য হইতেছি।

৯ বৈশাখ ১২৫৬।

কস্যচিৎ কুমারহট্ট নিবাসিনঃ।

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

নিয়ম।

গত বারের শেষ।

সম্পাদকের দ্বারা কার্য্য বাছনি পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি যেং কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন তাহার লিষ্টি নিম্নভাগে লিখিত হইল।

সভ্য।

শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্ধূরীণ।
,, ,, উমানাথ চতুর্ধূরীণ।
,, ,, জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, নন্দগোপাল শান্যাল।
,, ,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, মোহনচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
,, বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, ,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, রঘুনাথ বসু।
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, ,, বিশ্বনাথ মিত্র।
,, ,, গৌরমোহন সরকার।

সভার আদেশমতে প্রবিষ্ট।

শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য
,, নিমানন্দ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য।

২০ পৌষের সভার আদেশমতে সম্পাদক শ্রীযুত বাবু দেবনাথ চতুর্ধূরীণ

লেখক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।

ধন রক্ষক।

সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সপ্তক্ষীরার মহাজনি সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্ধূরীণ।

কর্ম্মচারী।

সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযুত বক্স খাঁ চৌধুরী।

সাধুভাষার শিক্ষাদায়ক শ্রীযুত রাজীবলোচন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য।

অঙ্ক বিদ্যার শিক্ষাদায়ক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

পরীক্ষক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

শ্রীযুত শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, মোহনচন্দ্র বাচস্পতিভট্টাচার্য্য।
,, দিগম্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ভট্টা(চার্য্য।
,, বাবু আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, ,, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, নবীনচন্দ্র বসু।

তত্ত্বাবধারক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

শ্রীযুত বাবু ভারতচন্দ্র চতুর্ধূরীণ।
,, ,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, নবীনচন্দ্র বসু।

গ্রন্থসূচক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীযুত শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, মোহনচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, দিগম্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, রাজীবলোচন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য
,, রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ভট্টা(চার্য্য।

ভাষানুবাদক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

শ্রীযুত রাজীবলোচন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, রামগোপাল তর্কপঞ্চানন ভট্টা(চার্য্য।

অঙ্ক পুস্তক সূচক সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, ভারতচন্দ্র চতুর্ধূরীণ।
,, ,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, নবীনচন্দ্র বসু।
,, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাধ্যক্ষ

শ্রীযুত চণ্ডীবর ঘোষাল ভট্টাচার্য্য।

পরিচারক ২ দুইজন সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

রক্ষক ২ দুইজন সম্পাদকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়)

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরব্রণে ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্ত্বা ভ্রাম্য যতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৩৯৯ সংখ্যা।) মঙ্গলবার ২০ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১ মে ১৮৪৯ সাল। (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র)

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ... দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ...রের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দ...খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট ক...কাতার সরিফ সাহেব জয়নারায়ণ ... ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে ...ইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানা... ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বি...বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলি ...পরগণে আরসা চুঁচুড়া গ্রামের শা...মিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ...এবং একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভা...টিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তা...র সহিত এক খণ্ড ভূমি অনুমান ...নর কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আ...সামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে ভারতচন্দ্র শীলের বাগান। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের ফুলবাগান। দক্ষিণ দিগে এক গলী। পূর্ব্ব দিগে জয়নারায়ণ রায়ের পুষ্করিণী।

২ দফা। বিশেষতঃ উপরোক্ত জিলা ও পরগণার এবং গ্রামের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বদ্ধ বাগাৎ ভূমি তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর বেষ্টিত আছে অর্থাৎ ফুলবাগিচা অনমান ৪/ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক গলী। দক্ষিণ দিগে গলি। পূর্ব্ব দিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী জয়নারায়ণ দত্ত ও প্রতাপচন্দ্র দত্তের বসতি বাটী পশ্চিম দিগে রাধাবল্লভ দাসের বাটী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৮ আপ্রিল ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব জেম্স হিল্ সাহেব ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার চৌরঙ্গির কেমাক ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১ নং এক একতা

লা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ১/১ এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেমস হিলডার্স সাহেবের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমা বদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিগে বাটী ও ভুমি। যাহা মৃত চার্লস ক্রিষ্টফর ফ্রেন্সিসর সম্পত্তি। এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা ও এক প্রাচীর যাহা উক্ত বাটীর উত্তর পূর্ব্বদিগে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

২ দফা। এবং উক্ত শহর কলিকাতার চৌরঙ্গির লিণ্ডসে ইষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৯ নং এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি যাহার একাংশে উক্ত বাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে ভুমি অনুমান /৩।/ তিন কাঠা পাঁচ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে লিণ্ডসে ইষ্ট্রিট। দক্ষিণ দিগে মেং লয়ডের সম্পত্তি। পূর্ব্ব দিগে ব্রজনাথ মিত্রের পূর্ব্ব সম্পত্তি। এবং পশ্চিম দিগে মেং জান মেজদি ক্রাডরের সম্পত্তি।

৩ দফা। এবং সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি শহর কলিকাতার হিলস্ লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ যাহা পূর্ব্বে এক তালা ছিল এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ।।১ এগারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী জেম্স হিলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে উক্ত খানশামার এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি ও সম্পত্তি কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ্য নর্দ্দমা দক্ষিণদিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা তাহা হিল্স লেন নামে বিখ্যাত পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি ও সম্পত্তি যাহা ইতি পূর্ব্বে ভবানী বাবুর সম্পত্তি ছিল তাহা এক্ষণে মেং ফোলিয়রের দখলে আছে। এবং পশ্চিম দিগে এক খণ্ড ভুমি ও বাটী যাহা মাজির সম্পত্তি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৭ আপ্রিল ১৮৪৯।

সরিফসেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ গুমানির বিরুদ্ধে জিলা চব্বিশপরগনার ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের এক শিলের ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। শহর কলিকাতার ডিঙ্গাভাঙ্গার শামিল তন্মধ্যস্থিত যে এক তৃণ নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী যাহাতে রাইয়ত বিলি আছে ভুমি অনুমান ।৩।।৵ আট কাঠা দশ ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে মেং ফেরল সাহেবের এক খণ্ড ভুমি। এবং দক্ষিণ দিগে এক গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান /২।। দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ গুমানির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রামকান্ত পালের এক খণ্ড ভুমি। পশ্চিম দিগে সেখ ইটারির এক খণ্ড ভুমি। এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে মানাবর কোম্পানির রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৭ আপ্রিল ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে, শহর কলিকাতার মৃজাপুর নিবাসি ৺ রাজচন্দ্র দাসের পুত্র শ্যামাচরণ দাস আপন মৃত পিতার বিষয়াদির কর্ত্তা, অর্থাৎ এডমিনিষ্টেটর হওনের প্রার্থনায় সুবে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিএম মধ্যে শহর কলিকাতার বড় আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন ইতি।

পাল ইশ্‌মেল্‌ট এণ্ড মারস্যাল।
প্রাক্‌টর।

কলিকাতা।
১৭ আপ্রিল।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়মপত্রের ৩। ৪। ১৪। ১৭। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪। সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশজন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশজন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৭। বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নিষ্পিত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অবগত করিবেন।

২১। বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

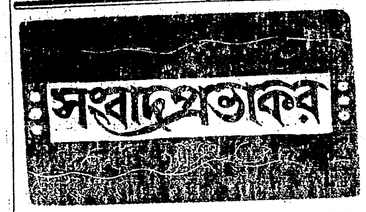

২০ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

এ গত ২৬ আপ্রিল দিবসীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় এতদ্দেশীয় অর্থাৎ গৌড়ীয় ভাষার সমাচার পত্রের বিষয়ে যে সকল সদুক্তি করিয়াছেন তৎপাঠে আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম, যেহেতু তন্মধ্যে বিশেষ যুক্তি নির্দ্দেশ এবং ন্যায়ের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় কহেন, এতদ্দেশীয় সম্পাদকেরা বহুদর্শি, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বোদ্ধা এবং বিবিধ ভাষাজ্ঞ, তথা স্বদেশীয় ভাষায় এক প্রকার ব্যুৎপন্নশালি হয়েন ইত্যাদি। অপর বাঙ্গালা পত্রের অবস্থা বিষয়ে লেখেন, বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অপকৃষ্টরূপ মূল্যদাতা আর নাই, তাঁহারদিগের "অদ্য" শব্দ নাই, সকলি "কল্য" এই "কল্য" পুনঃ২ কল্য২ হইয়া সময়ের

শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে।৩০ বৎসরের গুরুতর পরিশ্রমের পর এ অবধি যে এরূপ অল্প পরিমাণে আধারণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পত্রের প্রতি এরূপ অল্পতর আনুকূল্য প্রদত্ত হয় ইহাই পরম আক্ষেপ। ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয়ের লিখনানুসারে সমুদয় বাঙ্গালা পত্রের মূল্য জন্য প্রজাদিগের দ্বারা বার্ষিক ১৫০০০ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইয়া থাকে, এই টাকা এতৎকালের পর এরূপ প্রযত্ন প্রয়াস দ্বারা এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত হইলে তাহাকে অতি অল্প বলিতে হয়, ফ্রেণ্ড মহাশয় কহেন, এতদ্দেশ অপেক্ষা চীনদেশে সমাচার পত্রের অধিক সমাদর হইতে পারে, যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা সম্যগ্রূপে সমাচার পত্রের রসাস্বাদন করিতে অক্ষম।

আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রের লিখনানুসারে আমরা অবগত হইলাম যে পঞ্জাব রক্ষার্থে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সৈন্য থাকিবেক, তদ্ব্যতীত শীক জাতি হইতে ৫ দল অনিয়মিত অশ্বারোহি এবং ৫ দল পদাতিক সংগৃহীত হইবেক, এই সৈন্য শ্রেণী বিক্রম নিহত গত যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের মধ্য হইতে রচিত হইবেক না, কিন্তু আমারদিগের মতে উক্ত পরাভূত শীকদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে উত্তম হইত, যেহেতু তাহারদিগের আবি রীতি চরিত্রাদির প্রতি সতর্ক হইয়া প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ো বিবেচ্য হইতেছে, কারণ তাহারা বিদ্রোহিতার মূল স্বরূপ, সুতরাং চক্ষের নিকটবর্ত্তি রাখা কর্ত্তব্য, অপর পঞ্জাবীরাজ্য রক্ষা করণার্থ এত অল্প পরিমাণে সৈন্য বৃদ্ধি করাতে আমারদিগের রাজপুরুষদিগের বিশেষ রাজনীতি দর্শিত হয় নাই, যেহেতু রুসিয়ারাজ্যাধিপতির ভারতবর্ষের প্রতি বহুকালাবধি কুদৃষ্টি আছে, কালে ঐ প্রবল বৈরি সমাগত হইলে তখন গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবেক, ফলে এ ব্যাপারে ভীম মহাশয় অর্থাৎ ডিউক অফ্ ওয়ালিংটন বাহাদুরের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, বিলাতে এই সকল নূতন বন্দোবস্তের অনেক শিকস্ত হইবেক সন্দেহ নাই।

দিল্লীগেজেট পত্রে দৃষ্ট হইল, কমিস্যনরদিগের প্রতি হুকুমজারি হইয়াছে, তাহারা পঞ্জাবরাজ্যের প্রাচীন নিয়মানুসারে তিন বৎসরান্তে সমুদয় প্রদেশের পরিমাণাদি লইয়া করাদায় করিবেন, আমরা বোধ করি এরূপ আজ্ঞা প্রকাশের কারণ এই যে নূতন২ নিয়মাদি প্রস্তুত না হওনাবধি পুরাতন রীত্যনুসারে কিছুদিন কার্য্য পরিচালিত হইবেক।

শীকেশ্বরীর পলায়ন।

পয়ার।

শীকেশ্বরী মহারাণী শ্রীচন্দ্রকুমারী।
নৃপতিনন্দিনী ধনী নৃপতির নারী॥
রাজ্যনাশে কারাবাসে বারাণসী ধামে।
আর কত দশা তাঁর হবে পরিণামে॥
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া রাণী বিহঙ্গ সমান।
পলায়ন করিলেন জোরে স্বীয় প্রাণ॥
কোথায় গেলেন তার না হয় সন্ধান।
বন্ধন বিমুক্ত লাভ সুখের সন্ধান॥
কিরূপে অদৃশ্য তেঁহ কেহ নাহি জানে
ভোজবিদ্যাবলে বলে কেহ তাই মানে
কেহ কয় ভিক্ষুরূপ করিয়া ধারণ।
অন্তঃপুর পরিহরি করিলা গমন॥
কিরীট কুণ্ডল হার করি পরিহার।
কক্ষেতে করিয়া ভিক্ষাপার হন দ্বার।
রাজদারা মণিহারা ফণির সমান।
চপল চলৎ চিত্তে করিলা প্রস্থান॥
কেহ বলে আসিবেন কলিকাতা ধামে
করিতে দরবার পুনঃ কোম্পানির নামে
যার নিজ দরবারে না হইত বার।
বারবালা রূপে সেই রাণী হইল বার॥
বার বেলা কাল বেলা করিয়া বিচার।
রাজ্যনাশ হইয়াছে এরূপ প্রচার॥
আবার আসিয়া হেথা কি হইবে গতি।
শ্রীমতী শ্রীহীনা আরো হবেন সম্প্রতি
শ্রীহারক নিয়ম নায়ক কৌনসিল
রস কর শোষণেতে পদ্মে যথা অলি॥
তবে যদি শ্রীমতী ইংলণ্ডেশ্বরী কোটে।
জয়রূপ হয়, তাঁর ভাগ্যপথে ছোটে॥
তবেতো প্রসন্ন গ্রহ প্রসন্ন কপাল।
নতুবা মহিষী নাম কালে হবে কাল॥
সুবিচার হওনের সম্ভাবনা আছে।
রমণীর ভাবব্যক্ত রমণীর কাছে॥
শ্রীমতীর দরবারে শ্রীমতীর ব্যথা।
অবশ্যই দূরীভূত হইবে সর্ব্বথা॥
গ্রহগুণে বিপরীত হইতেও পারে।
বিপদে বিপদ বৃদ্ধি কহে লোকাচারে॥
অতএব দেখা যাক, কি হয়২।
কোথাকার জল আসি কোথা হয় লয়॥

লানক পন্থী।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগে গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৮০ সংখ্যা) বুধবার ২১ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ২ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ্ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সেখ আরজে আলী এবং সেখ মোদথ আলীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ জিলা হাবড়া পরগনে বালিয়ার ফুরফুরা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি এবং তাহাতে কতকগুলিন খড়ুয়া ঘর ও অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহাতে হাপাজাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তর দিগে আলী আহম্মদের ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটী পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে আলী আহম্মদের ভূমি। পশ্চিম দিগে আবদুল গফুরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে পানা হুলহকের ও অন্যান্য ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি তাহাতে খড়ুয়া ঘর ও একটা পুষ্করিণী যাহা টেসরা হুল্লার দখলে আছে ভূমি অনুমান ১।৩ এক বিঘা আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর এবং আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১/৪ এক বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অষ্টাংশের একাংশে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার অষ্টাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে শাজাবদ্দির বাটী। পশ্চিম দিগে নদী। উত্তর দিগে আবদুল গফুরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে নিয়ামত উল্লা ও সেখ রহিমদ্দীর বাটী।

৬৩১

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে অনেক বাঁশ ঝাড় আছে ভূমি অনুমান ।।৪ চৌদ্দ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে নিয়ামৎ উল্লা ও অন্যান্যের ভূমি। পশ্চিম দিগে নদী। উত্তর দিগে সেখ বেকরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল গফুরের ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার মাগুরখালির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খড়ুয়া বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা হানিফ ও নব্বুর অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিম দিগে গোলাম কেদারের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে খাল।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা সেখ গহরের অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে আলী আহম্মদের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি আছে তাহা মাধব কলুর অধিকারে আছে ভূমি অনুমান ৸০ পনেরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আবদুল হকের ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে আলী আহম্মদের ভূমি। এবং উত্তর দিগে গোলাম কেদারের ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ নব্বুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে খেরাজি ভূমি। পশ্চিম ও দক্ষিণদিগে গোলামকেদার ও অন্যান্যের ভূমি। এবং উত্তর দিগে আলী আহম্মদের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ ছক্কুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আইরাজ মিঞার ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে খাদর মিঞার ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ধান্য ভূমি যাহা সেখ নব্বুকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ৪।।৩ চারি বিঘা তের কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমবদ্ধ বিশে

সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৭। বিশেষ সভার কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অবগত করিবেন।

২১। বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাংবৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২১ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

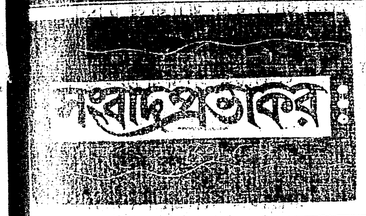

বাঙ্গাল হরকরা পত্রে জনেক পত্রপ্রেরক লেখেন জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি রসয়ালী নামক স্থানের ভূম্যধিকারি মহাশয় ধন লোভে লুব্ধ হইয়া দীন হীন প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব বৃদ্ধিরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা সংগ্রহ করণার্থ লাঠিয়াল রাখিয়াছেন, ঐ দুষ্টেরা লগুড় বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রধারি হইয়া উল্লেখিত গ্রামস্থ প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে নির্দ্দোষি দুঃখি লোকেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপে আদ্দাস উপস্থিত করিলে, তেঁহ মার পিটের মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং ভূম্যধিকারি মহাশয় মহাদোর্দ্দণ্ড প্রতাপে লোক সমূহকে অধিকতর সন্তাপিত করিতেছেন, উক্ত পত্র প্রেরক আরো লেখেন যে তেঁহ কার্য্যান্তরে বগনর নামক গ্রামে গমন করিয়াছিলেন পথিমধ্যে দেখিলেন কতিপয় অস্ত্রপাণি লোক দলবদ্ধ হইয়া উল্লেখিত স্থানীয় থানার নিকট হইয়া যাইতেছে তাহাতে থানার প্রহরী অথবা কর্ত্তাপক্ষ কেহই কাহারদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, ইত্যাদি এই সকল প্রমাণ প্রদর্শাইয়া পত্র প্রেরক কহেন, ২৪ পরগণার নূতন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তরুণ বয়স্ক কার্য্যাক্ষম এবং এতদ্দেশীয় ভাষা রীত্যাদি জ্ঞাত নহেন, আমরা এই কথা কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করিতে পারি না, নব নিয়োজিত মহাশয় নব বয়স্ক নহেন, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় পরিপক্ক এবং প্রকৃতি প্রভৃতি ও উত্তম রূপে অবগত আছেন, ফলে মারপিটের মোকদ্দমা কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, একথাও সত্য বটে, কিন্তু তাহার কারণ আছে যে ব্যক্তি যে স্থানে প্রথমতঃ গমন করেন, সে ব্যক্তি তৎস্থানীয় লোকের কিরূপ মানসিক ভাব তাহা স্বরূপ কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা করিলে উত্তম হয়, নচেৎ সুবিচার সম্পন্ন হয় না, জিলা ভেদে প্রজাদিগের স্বভাবাদির বৈষম্য আছে কোন স্থানে হিংসা কোন স্থানে মাৎসর্য্য কোন স্থানে লোভ কোন স্থানে প্রতি হিংসা এবং কোন স্থানে শঠতা প্রভৃতির প্রাবল্য থাকে, সূক্ষ্ম দর্শি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ২৪ পরগণায় কোন্ রিপু বলবান তাহা জানিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল দুষ্টদিগকে দমন করেন নাই, এই ক্ষণে আপন বিচার ব্যাপ্য প্রদেশ কিরূপ তাহা জানিয়া মারপিট প্রভৃতি মোকদ্দমায় অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন, খিদিরপুরের রামচাঁদ দত্তের দৌবারিকদিগের দৌরাত্ম্য দমন করিয়া ইহার প্রমাণ দেখাইয়াছেন, অতএব হরকরার পত্র প্রেরক বোধ করি কোন পক্ষ বিশেষের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া এরূপ বাগ্ যুদ্ধ করণের সূত্র তুলিয়া থাকিবেন।

কোর্ট আব ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে অভিনব প্রধান সেনাপতি স্যার চারেল্স নেপিয়ার সাহেবকে তাঁহারা বিহিত সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, বেণ্টিঙ্ক নামক জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইলে কএক জন সম্ভ্রান্ত লোক অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবেন, এবং তিনি ঘাটে উপস্থিত হইলে রাজপথের উভয় পার্শ্বে সৈন্য শ্রেণী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার সম্মান করিবেক নগরীয় সেনাপতি ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সিবি

ল ও মেলেটরি সাহেবেরা উপস্থিত থাকিবেন দুর্গ হইতে রীতিমত তাঁহার সম্মান সূচক তোপধ্বনি হইবেক, এই সংবাদ দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইবেন যে সিন্ধু দেশের বিখ্যাত রণজয়ি সেনাপতি স্যার চারেল্‌স নেপিয়ার সাহেব লার্ড গফ সাহেবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার আগমন করণের আর অধিক কাল অপেক্ষা নাই, কিন্তু তাঁহাকে আর পঞ্জাব রাজ্যে গমন করিতে হইবেক না তথাকার সমুদায় কার্য্য লার্ড গফ ও জেনেরল গিলবর্ট সাহেবের দ্বারাই শেষ হইয়াছে তিনি পরম সুখে মৃগয়া করিয়া সময় সম্বরণ করিবেন, এই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে তিনি কলিকাতায় থাকেন, আমারদিগের কদাচ এমত বোধ না, যাহা হউক আমরা নূতন কমাণ্ডরেঞ্চিপ সাহেবের আগমনের প্রতি প্রতীক্ষা করিলাম।

মিরাট হইতে আমারদিগের কোন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে তথায় গ্রীষ্ম ঋতুর আতিশয্য হওয়াতে জ্বর বিকার এবং ওলাউঠা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে প্রতি দিন বহু লোকে তৎ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরলোক গত হইতেছে চিকিৎসকেরা যদ্দা কদাচিৎ দুই এক ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন, প্রতি দিবস রৌদ্রের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহাতে রাজপথে গমন করণে সকলেই শঙ্কিত হয় যাহারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ জন্য ঐ প্রচণ্ড রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়া থাকে তাহারাই উক্ত রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, যাহা হউক সুবৃষ্টির সঞ্চার না হইলে এই নিদারুণ দুর্ঘটনার প্রতিকার হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে।

দিল্লী গেজেট পত্রের কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন পঞ্জাব রাজ্যের ভূম্যাদি এইক্ষণে জরিপ হইবেক না তথায় রাজস্ব নিরূপণের নিয়ম যেরূপ চলিত আছে লাহোর কৌন্‌সেলের মেম্বরগণ ও কমিস্যনর সাহেবেরা তাহারি বিবেচনা করিয়া কিছু কালের নিমিত্ত এক নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবেন, পরে প্রজারা বৃটিস শাসনের সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে ভূম্যাদি যথা নিয়মে জরিপ করিবেন, এবং বৃটিস গবর্ণমেণ্টের বিবেচনানুসারে তাহার প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইবেক।

এতন্মহানগরীয় সমাজ শ্রেষ্ঠ এসিয়াটিক সোসাইটির মার্চ্চ মাসীয় বিবরণ পুস্তক মধ্যে ভারতবর্ষীয় আদি প্রজা অর্থাৎ বন্য পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতিদিগের ভাষা প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধান গৃহীত হইয়া এক বৃহৎ প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত রেবরেণ্ড জে, এচ, প্রাট্‌ সাহেবের রচিত সেতুবন্ধ প্রকরণ, লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল লৌ সাহেবের প্রেরিত মুদ্রাঙ্কিত প্রস্তরের বৃত্তান্ত ও লেডলি সাহেবের টীকা তথা পিড়িটন সাহেবের লিখিত ১৭ সংখ্যক ভারতবর্ষীয় বন্যা প্রভৃতির বৃত্তান্ত পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত অঙ্ক প্রভাকরে প্রকটন করিয়া চিরবাধিত করিবেন ইতি সন ১২৫৬। ১৬ বৈশাখ।

যথা অঙ্ক।

৩ জন লোকে ভিক্ষা করিয়া ১৮ টাকা পাইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির অর্দ্ধেকাংশ দ্বিতীয় ব্যক্তির ৩ ভাগের এক ভাগ তৃতীয় ব্যক্তির ৯ ভাগের এক ভাগ পরস্পরে অংশমতে টাকা বিভাগ করিয়া লইলে ১ এক টাকা অতিরিক্ত থাকে ঐ টাকা অতিরিক্ত হওনের কারণ কি।

কস্যচিৎ সন্দিগ্ধ চিত্ত জনস্য।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসিনঃ" ইত্যঙ্কিত যে এক পত্র আমারদিগের যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা অস্পষ্ট বিধায়ে অপ্রকটিত রহিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

যতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে আলী আহম্মদের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে আবদুল হকের ভূমি।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার লস্করপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে কয়েক খণ্ড ও বন্দ ধন্য ভূমি যাহা নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে অর্থাৎ পরাণ কাঁড়াল ১৩/ তেরো বিঘা, মদন তেওড় ১।০ এক বিঘা পাঁচ কাঠা, স্বরূপ কর ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা, নীলু মাকাল ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা, হারা কামাল ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বিতীয় হারাণ কাঁড়া ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা, দ্বারকা কাড়া ৩৷৷০ তিন বিঘা দশ কাঠা, নারায়ণ কাড়া ২৸০ দুই বিঘা পনেরো কাঠা, কার্ত্তিক সেট ৮৷৷০ আট বিঘা দশ কাঠা, আনন্দ আড়ং ২।০ দুই বিঘা পাঁচ কাঠা, রামকুমার সাতরা ২৸০ দুই বিঘা পনেরো কাঠা, গঙ্গানারায়ণ কর ২৸০ দুই বিঘা পনেরো কাঠা, বংশি মৈত্র ২৸০ দুই বিঘা পনেরো কাঠা, অদ্বৈত কাঁড়া ২/ দুই বিঘা, এবং কাশী সেট ২/ দুই বিঘা সমুদায়ে ৪৯৷৷০ উনপঞ্চাশ বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে বাঁদ। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে কাজি আবদুল হকের ভূমি।

১২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার বেলপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে দুইটা নারিকেল বৃক্ষ তাহা সাবর হুসেনকে খাজানা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর এবং আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে তাহা উক্ত সাবর হুসেনকে খাজানা বিলি আছে ভূমি অনুমান ৸১ ষোল কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার চতুর্থাংশের একাংশে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার চতুর্থাংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে মোহবত আলীর ও অন্যান্যের ভূমি। উত্তর দিগে পতিত ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে সাইদ আর্সেন আলীর বসতি বাটী।

১৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা সাবর হুসেনকে বিলি করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ৸০ বারো ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আমস্ত উল্লার ও অন্যান্যের ভূমি। পশ্চিম দিগে রেয়াজ আলীর ভূমি। উত্তর দিগে রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে সাইয়দ সফত আলীর ভূমি।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী যাহা শিবনপুকুর বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহা সোমল হককে বিলি করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান /২৷৷০ দুই কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আবদুল্লা কাজির ভূমি। পশ্চিম দিগে আমস্ত উল্লার ও অন্যান্যের ভূমি। উত্তর দিগে আতর হুসেনের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে মোহবত আলীর ও অন্যান্যের ভূমি।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৪ চারিকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক যাহা অর্দ্ধেক মহাবত আলীকে জমা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আমস্ত উল্লার ভূমি। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে ইমাম বক্সের ভূমি। এবং উত্তর দিগে গোলাম সফরের ভূমি।

১৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড

ও বন্দ ভূমি তাহাতে এক খড়ুয়া ঘর আছে তাহা স্তই মল্লিককে খাজনা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান ।।১ এগরো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে আবদুল্লা কাজির ও অন্যান্যের ভূমি, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে সাইয়দ, মহতাজ আলীর ও অন্যান্যের ভূমি। এবং উত্তর দিগে রাস্তা।

১৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা রাম সর্ব্বস্ব তেলিকে জমা করিয়া দেওয়া গিয়াছে ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে মহম্মদ নাজিমের ভূমি। পশ্চিম দিগে বাদ। এবং উত্তর দিগে মেয়াজী ভূমি।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার মল্লিকপুরের রামানন্দবাটী নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে নানা প্রকার বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ।।১ এগারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সেখ মোদথ আলীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে সব্রোনিসা বিবির প্রাচীর এবং দক্ষিণ দিগে হারমণ্ডু বিবির পুষ্করিণী।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ আপ্রিল ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে শহর কলিকাতার মৃজাপুর নিবাসি ৺ রাজচন্দ্র দাসের পুত্র শ্যামাচরণ দাস আপন মৃত পিতার বিষয়াদির কর্ত্তা অর্থাৎ এডমিনিষ্ট্রেটর হওনের প্রার্থনায় সুবে বাঙ্গালা ফোর্ট উইলিএম মধ্যে শহর কলিকাতার বড় আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন ইতি।

পাল ইশ্‌মেল্‌ট এণ্ড মারস্যাল।
প্রাক্‌টর।

কলিকাতা।
৫ আপ্রিল।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়মপত্রের ৩। ৪। ১৪। ১৭। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪। সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশজন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশজন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীয়দমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০১ সংখ্যা।) গুরুবার ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৩ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়মপত্রের ৩। ৪। ১৪। ১৭। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪। সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশজন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশজন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৭। বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভাগণকে বিশেষ সভাতে অবগত করিবেন।

২১। বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২২ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গবর্ণমেণ্ট এমত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে মিউনিসিপেল কমিসানরদিগের অধীনে যে ওবরসিয়র নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত না হইয়া আদায়ের টাকা হইতে রীতিমত কমিসন পাইবেন।

(কোন বিশেষ বন্ধু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম।)

“ঘাটেশ্বরা গ্রামে বিখ্যাত চৌধূরী মহাশয়দিগের সংযোজিত দলের সাহায্যক্রমে, বিশেষতঃ শ্রীযুত কালীপ্রসাদ চৌধূরী, যিনি বাঁশবেড়্যা নিবাসি ৺ নৃসিংহ রায় মহাশয়ের বিধবা বনিতা শ্রীযুক্তা রাণী শঙ্করী গুণবতীর প্রতিনিধিস্বরূপে জিলা চব্বিশপরগণার বিচারালয় সকলে নিযুক্ত আছেন, তিনি এবং শ্রীযুত শিবনারায়ণ চৌধূরী, তথা শ্রীযুত রাজকিশোর দাস ঐক্যতায় যে এক বিদ্যালয় স্থাপনা করেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংবাদ প্রভাকর পত্রে সন১২৫৩ কি ১২৫৪ সালে প্রকাশ হইয়াছিল, নিশ্চয় স্মরণ হয় না, আমার প্রত্যাশা ছিল যে ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির সমাচার লিখিয়া আহ্লাদিত হইব, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে উক্ত মহাশয়েরা প্রথমোদ্যমে যে প্রকার প্রযত্ন করিয়াছিলেন অধুনা তাহার শতাংশের একাংশও করেন না। স্বীয়২ সন্তানগণকে ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন নিমিত্ত কলিকাতায় আনিয়া অপরাপরের সন্তানগণের জন্য পূর্ব্ববৎ অনুরাগি হয়েন না, তজ্জন্য তথাকার বিদ্যাগারের ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে এতদ্দ্বারা তাঁহারদিগের পূর্ব্বের সঞ্চিত প্রতিষ্ঠা সকল কলঙ্ক সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার সম্ভব, অতএব সম্পাদক মহাশয়, এবিষয়ে যাহা সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন তাহা ব্যক্ত করিলে বাধ্যতা স্বীকার করিব, তাঁহারদিগের বঙ্গভাষা সুশিক্ষিত সন্তানদিগকে রাজভাষা শিক্ষা প্রদান করান অবশ্য কর্ত্তব্য স্বীকার করিতেছি কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের প্রতি সেরূপ যত্ন করণের অকর্ত্তব্যতা কি আছে? এস্থলে আমার এই জিজ্ঞাস্য মাত্র উক্ত ছাত্রদিগের বিদ্যা বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ রাখিলে শেষে অশেষ উপকার সম্ভাবনা, তাহারা গদ্য এবং পদ্য রচনার উপদেশ পাইলে আলোচনা দ্বারা বিলক্ষণ বর্ণনা করিতে পারগ হইবেক, সংপ্রতি ঐ পাঠশালার অষ্টম বর্ষীয় এক বালক তাহার নাম দুর্গাকুমার চৌধূরী, উক্ত গ্রামের ঐশ্বর্য্যশালী ৺ রামতনু চৌধূরীর পৌত্র অথচ কলিকাতার শোভাবাজারস্থ বাবু ভবানীচরণ মিত্রের দৌহিত্র এইক্ষণে ঐ মিত্র বাবুর বাটীতে আসিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক এক পদ্য রচনা শ্রবণ করিয়া নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দ্বারা সম্পাদক মহাশয়ের অনুভব হইবেক যে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি যত্ন করিলে কত উপকার হওয়ার প্রত্যাশা,,

পদ্য।

“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর।।

“রাজপুরস্থ রাজ্যেশ্বরের স্থাপিত বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংপ্রতি গত রবিবার কলিকাতায় আগমন করাতে জিজ্ঞাসা মতে প্রকাশ করিলেন উক্ত পাঠশালার প্রতি রাজপুরুষদিগের শুভ দৃষ্টি আছে, মধ্যে২ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন,,।

নিজামত আদালত।
২১ আপ্রিল। ১৮৪৯।
স্যার, রবর্ট, বারলো সাহেবের দ্বারা বিচারিত।

শ্রীমতী বিমলা বাদিনী। শ্রীমতী ভুবন প্রতিবাদিনী।

প্রতিবাদিনী খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করত আপনার স্বামির প্রাণ সংহার করে, এ কারণ হুগলি জিলার এডিসেনল সেসন জজ মেং বেণ্টেঙ্গ সাহেব মৌলবির সহিত ঐক্য হইয়া উক্তা ভ্রষ্টাকে যাবজ্জীবনের জন্য কারাবাস করণের আজ্ঞা প্রকাশ করেন, ইহাতে নিজামত আদালতের উল্লেখিত বিচারক মহাশয় সেসন জজের হুকুম বলবান রাখিয়া কারাগারে স্ত্রী জাতির জন্য পরিশ্রমের যে নিয়ম আছে তদনুসারে পরিশ্রম করণের অনুমতি করিলেন।

আগুন দেওয়া।

কয়েক দিন হইল এক স্ত্রীলোক বালীগঞ্জস্থ মেং ব্রৌন সাহেবের বাটীর নিকটে এক খানা খড়ুয়া ঘরে আগুন দিয়াছিল, তাহাতে তাদৃশ হানি করিতে পারে নাই, ঐ দুষ্টা মধ্যে অপর দুই স্থানে উক্ত রূপ দুষ্কার্য্য করিয়া পলায়ন করে, অদ্যাপি কেহ তাহাকে ধৃত করিতে পারেন নাই।

খুন।

কয়েক দিন হইল ভবানীপুরের খীষ্টান স্কুলের সম্মুখে কোন দুরাত্মা একজন মুসলমান দোকানদারকে হত করত প্রস্থান করিয়াছে, তিনি সপ্তাহ হইল মিলেটরিদিগের গোরস্থানে কোন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখা গিয়াছিল, মধ্যে একজন ভদ্র লোক দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন অতএব আশু এবিষয়ের শাসনার্থ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য হইয়াছে।

চৌকীদারের প্রতিফল।

তোরাফ নামক একজন চৌকীদার বল পূর্ব্বক একজন স্ত্রী লোকের নিকট হইতে কএকটা পয়সা লইয়াছিল, সেই অপরাধে পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে এককালীন কর্ম্ম হইতে রহিত করত গুরুতর পরিশ্রমের সহিত দুই মাস কারাবাস করণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রহারের শাসন।

মেরিজন মার্টিন নাম্নী বিলাতী কামিনী আপনার কৌচ্ম্যানকে প্রহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বিচারপতি মেং হিউম সাহেব উক্তা শ্রীমতীর ১০ টাকা দণ্ড করিলেন, তাহা হইতে আঘাত প্রাপ্ত কৌচ্ম্যান ৫ টাকা প্রাপ্ত হইবেক, অপর ১০ টাকা রাজকোষে ন্যাস্ত হইবে।

ফুলতুলিবার দণ্ড।

একজন বিবী লালদীঘি ভ্রমণকালীন বৃক্ষ হইতে একটা ফুল তুলিয়াছিলেন, এই অপরাধে পুলিসের বিচারে তাঁহাকে ১ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।

সপ্তক্ষীরা।
বিদ্যা সমাজ।

গত শনিবারের শেষ।

ইহার পরে যে২ মহাশয়েরা উৎসাহ বর্দ্ধক সদ্বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্বিস্তারিত ক্রমশঃ নিম্নভাগে লিখিত হইল। যথা।

প্রথমতঃ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী ভট্টপল্লী নিবাসী দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাবংশ প্রসূত শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় সভাদিগের শুভ মত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সভাত্ব স্বীকার করিয়া সদ্বক্তৃতা প্রকাশ পূর্ব্বক এক শ্লোক পাঠ করিলেন, বক্তৃতা যথা শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যো দর্য্যাদি গুণপন্ন ব্রাহ্মণ্য সৌজন্য বদান্যতাদি জন্য ধন্যৈক ধাম বংশ প্রসূত শ্রীলশ্রীযুত বাবু দেবনাথ চতুর্ধুরীণ মহাশয় মহোদয় সদাশ্রয় সদাশয় সর্ব্ব সাধারণ জনের মঙ্গল বিষয়ে অন্তঃকরণের সহিত অনুরাগ পূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যানুশীলনোদ্দীপন বিদ্যালয় সংস্থাপন করণাভিলাষে অনুজ শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্ধুরীণ এবং শ্রীযুত বাবু উমানাথ চতুর্ধুরীণের সুমত ও সাহায্য সংগ্রহনানন্তর বহুতর বিলক্ষণ বিচক্ষণ সজ্জন স্বজন সংসঙ্গী হইয়া গৌর পৌষীয় সপ্ত বিংশতি দিবসীয়া প্রাণসায়েরাখ্য স্থানস্থিতা সভা শোভিতা করিয়াছেন, উক্ত দিবসীয় সভাতে সভ্য মহাশয়েরা উৎসাহ পূর্ব্বক সুরূপে শক্ত্যনুরূপে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক স্বরূপ যেরূপ নিয়মাবধারণে সৎ সম্মত থাকিলেন তন্মত শ্রবণে অবনী মণ্ডলস্থিতা মূর্খতাভীতা হইল এবং ঐ সভ্য মহাশয়দিগের শুভমত শ্রবণে সভাস্থ নানা দিগ্দেশীয় পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বীয়২ সুযুক্তি দ্বারা সদুক্তি পূর্ব্বক সভ্যেরা প্রশংসিত হইয়াছেন।

শ্লোক যথা। মোহান্ধকার মবধূয় জড়ত্ব নিদ্রাগুম্মথ্য কোহপ্যজনি সভ্য মতারুণোয়ং। বিদ্যালয়ং রবিরুদেষ্যতি যেন তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ সুদৃষ্টি রিতি সংপ্রতি সম্প্রতীমঃ। অস্যার্থো যথা। ভুবনস্থিত ঘোরতর অন্ধকার বিনাশ করিয়া নিখিল লোক নিদ্রাভঙ্গ করত অরুণোদয় হয় পরে জগদ্বন্ধু সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সর্ব্ব জীবের তুষ্টি এবং শরীরাদির পুষ্টি এবং সর্ব্ব বিষয়ে উত্তম দৃষ্টি দিতেছেন, সংপ্রতি আমরা সম্যক্রূপে এরূপ প্রত্যয় করিলাম যে মহামোহ স্বরূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া এবং জগতের জড়তারূপ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সভাদিগের মত স্বরূপ এ এক আশ্চর্য্য অরুণোদয় জন্মিয়াছে, এ অরুণোদয়ানন্তর বিদ্যালয় রূপ সূর্য্যোদয় হইবেক, সেই বিদ্যালয় সূর্য্যোদয়ে জগতের তুষ্টি এবং বিদ্যা প্রাপ্তিতে সর্ব্ব বিষয়ে পুষ্টি এবং শুভাশুভ সর্ব্ব দর্শনে সুদৃষ্টি হইবেক ইতি।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

গ্রীষ্মের অত্যাচার বর্ণন।
সেফালিকা পয়ার।

ভীষ্ম সম মহাবল গ্রীষ্ম মহারাজ।
আইলেন ধরাতলে ধরি রণসাজ।।
বসন্ত সামন্ত সব জয় করি রণে।
বসিলেন মানুষের মন সিংহাসনে।।
শাসনে শোষণ করে সিন্ধুর সলিল।
হুতাশনে দগ্ধ হয় মলয়া অনিল।।
জরং কলেবর কেহ নহে স্থির।
আই ঢাই করে সদা সকল শরীর।।
প্রভাকর ভয়ঙ্কর খরতর তাপ্।

ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে বাপ,
বাপ্রে বাপ্।। (১)।।

করিয়াছে দৃষ্টি রোধ জীব সবাকার।
ঘোর রিষ্টি সৃজে সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর।।
কত বা রহিব আর চক্ষে দিয়া ঠুলি।
আগুনের কণা সম ধরণীর ধূলি।।
বিকট প্রকট রৌদ্র দৃশ্য যেন কাল।

করেতে দাহন করে আকাশ পাতাল ॥
পাতাল করিয়া ভেদ শুষ্ক করে নীর।
উত্তাপেতে পুড়ে যায় বাসুকীর শির ॥
শমন সমান হলো শমনের বাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (২) ॥

পৃথিবীর কোন সুখ মনে নাহিঁ ধরে।
নিষ্ঠুর নিদাঘে প্রাণ ছট্‌ফট্ করে ॥
অবল সবল যত বল বুদ্ধি হরে।
নিদ্রা নাহি করে বাস নয়নের ঘরে ॥
কেবল বাতাস খাই হাতে লোয়ে পাখা।
পাখার বাতাসে প্রাণ নাহি যায় রাখা ॥
আপনি না থাকি আর আপনার বশে।
পৃথিবী ভিজিয়া যায় শরীরের রসে ॥
সংসার সংহার করে গুমটের দাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৩) ॥

ঘামাচি ঘামের ব্যাটা সাজাইল সাজি।
বাবু ভেয়ে যেন সব নাটুরের মাজি ॥
চিড়িং চিড়বিড় করে সব দেহ।
সকলে বিষম ব্যস্ত সুস্থ নহে কেহ ॥
অবিশ্রাম ঝরে ঘাম রাম২ হরি।
অলসে অবশ অঙ্গ পিপাসায় মরি ॥
ইচ্ছা করে শুষে খাই অকূল সাগর।
উদরি রোগের প্রায় উদর ডাগর ॥
অহরহ ডুবে থাকি জলে দিয়া ঝাঁপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণযায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৪) ॥

মৃগতৃষ্ণা সম তৃষ্ণা প্রতি জলে২।
তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা কভু নাহি হয় মনে ॥
দূরে থাক্ দীন হীন বড় বাবু।
গ্রীষ্মের দমনে সবে হইলেন কাবু ॥
পটাস্২ দম্ ছিপি উঠে ঠেলে।
ঢকাস্২ ঢক্ গালে দেন্ ঢেলে ॥
বরফ মিশ্রিত করি পান করে সোদা।
কালগুণে বিপরীত মুখে লাগে বোদা ॥
জীবনে জীবন জ্বলে বুকে লাগে হাঁপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৫) ॥

অসহ্য সূর্য্যের কর সহ্য নাহি হয়।
অনল উত্তাপে দহে জীব সমুদয় ॥
বাতাসের নলে বড় হয়েছে হতাশ।
হয় দৃশ্য বুঝি গ্রীষ্ম করে বিশ্ব নাশ ॥
চারিদিগে পড়িয়াছে হাহাকার রব।
নদ নদী সরোবর শুকাইল সব ॥
রবি করে করে নাশ ভূচর খেচর।
জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর ॥
স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৬) ॥

ত্রিভুবন কম্পবান গ্রীষ্মের বিক্রমে।
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বভাবের ক্রমে ॥
ভুজঙ্গ ভক্ষক শিখী গোচর সবার।
সংপ্রতি উভয়ে নাই শত্রু ভাব আর ॥
থাকে শিখী বৃক্ষোপরে হিংসা দ্বেষ ভুলে।
নির্ভয়ে ভুজঙ্গ রহে সেই তরু মূলে ॥
ধরিয়াছে ক্রূর অহি ধার্ম্মিকের ভেক।
মুখে পেয়ে ছেড়ে দেয় খাদ্যবস্তু ভেক ॥
রবি তাপে ফোঁস ফাঁস ভুলিয়াছে সাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৭) ॥

ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত কাঁদে যত চাসা।
বিফল হইল সব বছরের আশা ॥
আকাশেতে নীরদ যদ্যপি উঠে ভাই।
নিরাকার দেখে শুধু নীরাকার নাই ॥
চাতকের পাতকের নাহি হয় শেষ।
জলধর ছাড়িয়াছে গগনের দেশ ॥
বুঝা যায় সঠীক ফটিক জল হাঁকে।
জলদে রে, জলদে রে, জলদেরে ডাকে ॥
পিপাসায় বাড়ে আরো প্রেমের প্রলাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৮) ॥

দিবসে প্রচণ্ড তাপে জ্বলায় শরীর।
কার সাধ্য হয় ভাই ঘরের বাহির ॥
শীতল করিতে তনু যদি লই ছাতা।
ছাতার আশ্রয় করি বাঁচেনাকো মাতা ॥
অখণ্ডিত পরমায়ু তবে লাভ হয়।
এবার বৈশাখ মাসে প্রাণ যদি রয় ॥
প্রতপ্ত তপন তাপ হয় সমাধান।
তার তাতে, বালি তাতে, তাঁতে বধে প্রাণ ॥
তাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাফ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (৯) ॥

দারুণ দুঃখের দশা কব আর কায় ॥
ঘর্ম্ম করে চর্ম্মভেদ মর্ম্মভেদ তায়।
দিবানিশি সমভাব সমান শাসন ॥
হইল বিষম শত্রু অঙ্গের বসন।
উলাঙ্গী থাকিতে সদা অভিলাষ করে।
অঙ্গনা অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরে ॥
সম্ভোগির সম্ভোগেতে না হয় সন্তোগ।
সংযোগির ভাঙ্গিয়াছে সংযোগের যোগ।
ঋতু হয়ে রতি দেখি একি ঘোর পাপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্রে, বাপ্,
বাপ্রে বাপ্ ॥ (১০) ॥

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত প্রভাকর কারকেষু।

ডিঙ্গাভাঙ্গা নিবাসী বাবু মহেন্দ্র নাথ পালিত মহাশয়ের অনুজ বাবু শ্রীনাথ পালিতের শুভ বিবাহ গত বৈশাখে উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, ইহাতে সামাজিকতা, দান, এবং আহারাদি বিষয়ে সম্ভবাতীত ব্যয় হইয়াছিল, মহেন্দ্রনাথ বাবুর শীলতায় এবং সুসম্ভাষণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল উক্ত বাবুর জননী উল্‌টাডিঙ্গী নামক স্থানে এক পুষ্করিণী উৎসর্গ করিয়াছেন, তৎকার্য্য প্রশংসার সহিত নিষ্পাদিত হইয়াছে।

কস্যচিদ্বিপ্রস্য।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্তংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০২ সংখ্যা।) শুক্রবার ২৩ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৪ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়মপত্রের ৩। ৪। ১৪। ১৭। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪। সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪। অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশজন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশজন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৭। বিশেষ সভায় কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভ্যগণকে বিশেষ সভাতে অবগত করিবেন।

২১। বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৩বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ সুবে আগ্রার সহিত সুবে বাঙ্গালার তুলনা করত আমারদিগের শ্রীরামপুরের সহযোগী মহাশয় যে সকল সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তৎপাঠে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম, সম্পাদকবর অস্মৎ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা

আগ্রা গবর্ণমেন্টের অনেক তারতম্য দর্শাইয়া কহেন "প্রথমোক্ত স্থানাপেক্ষা শেষোক্ত স্থানে রাজকার্য্য উত্তম নিয়মে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ নিমিত্ত বন্ধু মহাশয় বিস্তর কারণ দর্শাইয়াছেন, প্রথম হেতু এই যে অস্মদীয় শাসনকর্ত্তাগণ অপেক্ষা উক্ত স্থানীয় গবরনরেরা অধিক দিন পদস্থ থাকেন, মেং টামসন সাহেব গত ৬ বৎসর আগ্রা প্রেসিডেন্সির প্রশাসকপদে নিযুক্ত থাকাতে আমারদিগের বাঙ্গালা দেশের গবরনরী পদ ষষ্ঠবার হস্তান্তর হইয়াছে, ইতিমধ্যে এপ্রদেশীয় গবরনর শ্রেণীতে এরূপ মনুষ্য অনেক ছিলেন যাঁহারদিগের কিয়ৎকাল এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাদি সমুদয় শিক্ষার আবশ্যক করে, সুতরাং যে নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত তাঁহারা নিযুক্ত হয়েন তত্তাবৎ কেবল নিয়মাদির তথ্যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ শিক্ষানবিসী করিতেং অবসান হইয়া যায়, অতএব তাঁহারদিগের দ্বারা কোন প্রকার উপকার হওয়া সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা বাঙ্গাল প্রেসিডেন্সির কার্য্য বিবিধ প্রকারে জড়ীভূত হওয়াতে তাহার সুশৃঙ্খলা হয় না, আগ্রাধিরাজ্যে কেবল দেওয়ানী ফৌজদারী এবং রাজস্ব আদায় তথা কিয়ৎ প্রদেশীয় গুদারা সম্বলিত মাসুলাদি গ্রহণ বিষয়ক কার্য্যাদি আছে, বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের ঐ সকল বিষয় ব্যতীত আফিম লবণের একচেটিয়া বাণিজ্য, কলিকাতা কষ্টম হৌসের গুরুতর পরিশ্রম, বাষ্পীয় তরণি, অর্ণবযান এবং জলযাত্রা সঙ্ঘটিত নানা প্রকার কর্ম্ম, এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশীয় তথা বেহার, আসাম, উড়িষ্যা, কটক, আরাকান, তিনাসেরীম এবং সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ প্রভৃতি তাবৎ স্থানের রাজ্যশাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কেবল এক ভাষাতেই তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, বাঙ্গাল গবর্ণমেন্ট সম্বন্ধে হিন্দুস্থানি, বাঙ্গালা, আসাম, উৎকলীয়, ব্রহ্মদেশীয় এবং মালাই প্রভৃতি নানা প্রকার ভাষার ব্যবহার, এই ভাষা প্রভেদের সহিত স্বভাবের বিস্তর বৈষম্য আছে, সুতরাং বিবিধ প্রকার ভাষা এবং প্রকৃতির ভিন্ন জাতীয় প্রজাদিগকে শাসন এবং সুবিচার প্রদান করা এক রাজসভার সাধ্য নহে, এই সকল অসংখ্য কার্য্যজালে জড়ীভূত হইয়া বাঙ্গালা দেশীয় গবরনর রাজসভার সভাপতিত্ব পদে বরণ প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং ভারতবর্ষের কুশল চিন্তায় আরো ব্যাকুল হয়েন, অতএব চঞ্চলচিত্ত একজন পুরুষ এবং কতিপয় সহকারি দ্বারা সুনিয়মে রাজ্য পালন সম্ভব নহে।

পরন্তু আগ্রা গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত সাহেবলোকেরা এক ভাষা দ্বারা কথোপকথন করাতে অর্থাৎ কেবল হিন্দুস্থানিই চলিত হইবায় সুবিচার সুখোৎপত্তি হওয়া সম্ভব, ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় লোক মাত্রেই উক্ত ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে কতিপয় রাজদ্বারে তাহা প্রচলিত হইয়াছে মাত্র, এতদ্দেশ সম্বন্ধীয় সিবিল সাহেবেরা তাহা শিক্ষা করেন না, কেবল হিন্দুস্থানি বাক্য মুখ হইতে নির্গত করিতে পারিলেই কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হয়েন, বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পর্কীয় যে সকল সিবিলিয়ান ইংরাজ আছেন ইঁহারদিগের অর্দ্ধেকাংশ বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, সুতরাং স্বীয় বিচার গৃহে যে সকল কথাবার্ত্তা হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না, কিঞ্চিৎ হিন্দি জানাতে কি হইবেক? যে সকল এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারি দ্বারা কার্য্য পাইবেন তাহারা উভয় ভাষাতে পারদর্শি বিধায় যদেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম করিয়া থাকে, সুতরাং সুবিচার প্রদত্ত হওনের সম্ভাবনা কি? আমলাগণ তাহাতে অর্থ লোভ এ বিধায় অবিচারে ক্ষুব্ধ নহে, যেখানে তিন কোটী লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবেক সেখানে তাহারদিগের ভাষা শিক্ষা না করিলে কি প্রকারে বিচার বিষয়ে সুফলোদয় হইতে পারে?

অপরঞ্চ, বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলীয় লোকের অধিকতর সাহস, তেজঃ এবং আত্মনিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরুষ আছে। বাঙ্গালিরা স্বভাবতঃ নম্র, ভীরু এবং বিনত, সুতরাং দুষ্টেরা তাহারদিগের উপর দৌরাত্ম্য প্রচার করিতে বিপুল পরিমাণে পারগ হয়, বিশেষতঃ অন্যায়োপায়ে ঐ সকল অন্যায়াচার নিবারণ করিতে উদ্যত হওয়াতে আরো অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, যে দেশীয় লোকের যেরূপ স্বভাব, তদ্দেশীয় লোকেরা তদ্রূপ প্রকার বিচার প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালা দেশীয় লোকেরা যেপর্য্যন্ত আমলাদিগকে উৎকোচ প্রদান করণের ঘৃণিত নিয়ম পরিত্যাগ না করিবেন সে

পর্য্যন্ত উত্তমোত্তম নিয়ম এবং বিলাতীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবি পুরুষেরা এ প্রদেশের কোন উপকার করিতে পারিবেন না, বাঙ্গালা দেশীয় দারোগাগণ প্রজাদিগের সুরৎহালের সময় যে সকল দাবি করেন সেই সকল দাওয়া যদ্যপি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় দারোগারা উপস্থিত করেন তবে ভগ্ন মস্তক হইয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়, সুতরাং প্রজাদিগের সাহসে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পরিশ্রমের লাঘব এবং সুবিচার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ হইতে আগত বিবিধ পত্রে বিজ্ঞাত হইলাম, তত্রস্থ ইউনিবর্সিটি নামক বিদ্যাগারের ছাত্রদিগের প্রকাশ্য পরীক্ষা কার্য্য সংপ্রতি সম্পন্ন হইয়াছে, পরীক্ষা সভায় এতন্নগরীয় সুবিখ্যাত ডাক্তর ডফ সাহেব এবং ডাক্তর মৌএট সাহেব উপস্থিত ছিলেন, মান্দ্রাজের প্রধান রাজকীয় বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা পাঠ করিলাম তাহাতে অস্মন্নগরীয় হিন্দুকালেজের সহিত তুলনায় উক্ত বিদ্যামন্দির সর্ব্ব বিধায়ে হীনকল্প সন্দেহ নাই, বালক সংখ্যা ২০০ শতের অধিক নহে, এবং বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে অত্রস্থ ক্ষুদ্র২ বিদ্যালয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

চীনদেশ হইতে সংপ্রতি যে পত্র আসিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে কেণ্টনবাসি বণিকেরা প্রকাশ্য রূপে সভা করত এ প্রকার নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোন ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিকে পসম ও স্বদেশজাত অপরাপর দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, ইহাতে ব্রিটিশ কর্ম্মচারি প্রধান সাহেব তত্রস্থ কমিস্যনরকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছেন যে কেণ্টন নগরে ইংরাজদিগের প্রবেশ করণের নিষেধ আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে সকলেই মনে করিয়াছেন যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবেক, সুতরাং বণিকেরা বাণিজ্য কার্য্য রহিত করণে উদ্যোগি হইয়া অগ্রেই সাবধান হইতেছেন, এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে শীঘ্র যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

বৃষ্টি।

যশোহরের পত্রে অবগতি হইল, সংপ্রতি উক্ত জিলার পূর্ব্ব এবং উত্তর ভাগে অতি সুবৃষ্টি হওয়াতে নীলের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, হুগলি, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি কএক জিলার পত্র দ্বারা জানা গেল, তত্তৎ স্থানে এপর্য্যন্ত বিন্দু মাত্র বারি বর্ষণ হয় নাই, জলাভাবে লোক সকল হাহা কার করিতেছে, বৃষ্টি বিরহে সৃষ্টি নাশের লক্ষণ হইয়াছে।

সিমুলা।

উক্ত স্থানের পত্রে লেখে ভয়ঙ্কর ঝড় এবং বজ্রপতন দ্বারা তথায় একজন বিবী ও তাঁহার আয়ার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং একজন বালক অন্ধ হইয়াছে।

লাহোর।

লাহোরের বন্দোবস্ত বিষয়ের সকল পরামর্শ ধার্য্য হইয়াছে, মেং মেক্সেল সাহেব পোষ্ট আফিসের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

যুদ্ধ স্থলে ধৃত।

এব্রাহিম খাঁ যে ৪১৯ জন মূলতানীয় ব্যক্তিকে ধৃত করেন তাহারা সম্প্রতি অম্বালায় আসিয়াছে, আমারদিগের কোন বন্ধু কহেন, তাহারদের মূর্ত্তি অতিশয় মনোহর নহে,,

ধর্ম্মার্থ দান।

ভারতবর্ষের পদচ্যুত সেনাপতি লার্ড গফ সাহেব ঝিলম নদীর তীরে এক খ্রীষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণার্থ ১০০০ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

রহস্য জনক বিষম ব্যাপার।

সম্প্রতি প্রদেশ হইতে আগত অনেক বিশ্বাসি বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইল যে সোমড়া গ্রামের অদূরবর্ত্তি সুড়াগাছা গ্রামের কোন ঘটক উপাধ্যায় মহাশয় অর্থ লোভে লুব্ধ হইয়া এক অভাবনীয় ঘটনার ঘটক হইয়াছেন, তদ্বিশেষ এই যে এক চাকা গ্রামের জনেক বংশজ ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধ করেন পরে নির্ণীত দিবসে বরপাত্র হরিদ্রা গাত্র হইয়া উদ্বাহ কার্য্য সাঙ্গ করিবা মাত্র দেখিলেন, কন্যা ১০ বর্ষীয় বালক, পুরুষ চিহ্নে মূর্ত্তিমন্ত, শাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধুতি পরিধান করিয়া পলায়ন করিলেন, বরযাত্র এবং বরদাতা উভয়তঃ অবাক্ হইয়া ব্রীড়ায় নম্র মুখ হইয়া রহিলেন।

তৎপরে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবেক।

পদ্য।

ধন্য২ বলিহারি বলী বটে কলি।
রমণী পুরুষ হয় কার কাছে বলি॥
সমুদ্রমন্থন কালে মোহিতে মহেশ।
ধরিল মোহিনী বেশ প্রভু হৃষিকেশ॥
বাঁটিয়ে সুধার ভাণ্ড অমর সকলে।
অমনি অদৃশ্যা ধনী হইলেন ছলে॥
কলিতে সেরূপ নহে ভিন্ন প্রকরণ।
মোহিনী সাজিয়া করে অর্থ আহরণ॥
কিবা কার্য্য সুধাপানে অর্থ যদি পাই।
চিরদিন বেঁচে থাকা প্রয়োজন নাই॥
যদু বংশ ধ্বংস হলো রমণী সাজিয়া।
সুধা পানে হত প্রাণ শাঁপেতে মজিয়া॥
দেখহ কলির কার্য্য বিপরীত হিত।
সীমন্তিনী সাজে করে অর্থ সংগৃহীত
ধন্য২ বলিহারি বলী বটে কলি।
রমণী পুরুষ হয় কার কাছে বলি॥

ভয়ানক ডাকাইতি।

(সংবাদদাতা হইতে প্রাপ্ত)

"সম্পাদক মহাশয়। সংপ্রতি কোন বিশ্বাসিলোক আমারদিগের গ্রাম অর্থাৎ কালনায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তেঁহ নওয়াসরাইর রাস্তা ধরিয়া পদব্রজে আগমন কালীন পীরতলা নামক স্থানে শুনিলেন, উক্ত স্থল সন্নিকট ঢাকছাড়া গ্রামে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে, তদ্বিশেষ উক্ত গ্রামবাসি জনেক ব্রাহ্মণ উল্লেখিত পীরতলায় এক দোকান রাখেন, দুর্ঘটনার দিবস সন্ধ্যাকালীন কতিপয় মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক বাটীতে পদার্পণ মাত্রেই সিংহ দ্বারে "ঘা পাড়িল" তাহাতে ভীতমনা ব্রাহ্মণ কম্পিত কলেবরে দ্বার উদ্ঘাটন করিবা মাত্র দুষ্টদল প্রবল পরাক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতিকে কহিল "আজ্ক্যার ধান বেচা টাকা গুলীন দে, এবং কোথা কি আছে দেখা" দ্বিজবর প্রাণ ভয়ে তত্তাবৎ প্রদান করিলেন, দুরাত্মারা তন্ন২ করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক পীরতলার দোকানে আসিয়া ঝাঁপ ভাঙ্গিয়া প্রবিষ্ট হওন কালীন দোকানের গোমস্তা এবং অন্যান্য লোক চীৎকারধ্বনি করে, তাহাতে তৎপল্লীর চৌকিদার লগুড়হস্ত হইয়া ডাকাইৎদলের নিকট উপনীত হইয়া হাঁক হোঁক করাতে দুর্জ্জনেরা বড়শা দ্বারা তাহার ললাটে কক্ষে এবং উদরে আঘাত পূর্ব্বক মৃতকল্প করত দোকান লুঠ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জাল গুড়াইয়া গমন করিল।

সম্পাদক মহাশয়, পল্লীগ্রামে বাস করা দায় হইল, প্রতারক রাজ দস্যু দারোগা দলের দ্বারা কোন উপকার সম্ভাবনা নাই, কেবল দারোগারই বা দোষ কি? প্রথমতঃ ডাকাইতি হইলে প্রজারা ছাপাইতে পারিলে বাঁচেন, পরন্তু উপর্যুপরি ৩ টা ডাকাইতি দারোগার থানার অধীন স্থানে হইলে কর্ম্ম থাকে না, পরন্তু মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরাও ঐ রূপ ভয়গ্রস্ত বিধায় রিপোর্ট মধ্যে অনেক ছাপাইয়া রাখেন, যেখানে এত ছাপান, সেখানে আমারদিগের এই ছাপান দ্বারা কি ফলোদয় হইবেক, এইক্ষণকার ডাকাইতি পূর্ব্ব সময়ের মত নহে, তৎকালে দস্যুরা অধিক ধনবন্ত পুরুষদিগের বাটীতেই দস্যুতা করিত, এইক্ষণে যে ব্যক্তির সমুদায়ে জলপাত্র এবং ভোজন পাত্র সার, তিনিও দুর্ব্বৃত্তদিগের দুরাচার হইতে বিমুক্ত নহেন, তাঁহাকেও সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া কাল যাপন করিতে হয়, দুরন্তগণ ৫। ৭ জনে একত্র হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপান্তর করিয়া দুই একখান অস্ত্র হস্তে ঘোরতর শব্দ সহযোগে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে মানস পূর্ণ করে, তৎকালে দারোগা সাহেব যদ্যপি রোদে বাহির হইয়া চৌকিদারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, যে অমুক দিগে কিসের গোলযোগ হইতেছে, তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ কহে, "ঐ স্থানে ঝুমুর হইতেছে অথবা অমুকের বাটীতে শ্রাদ্ধ আছে" ইত্যাদি, যদ্যপি তচ্ছ্রবণে প্রতীত না হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েন তবে যামিনীযোগে কিছু না বলিয়া পরদিবস প্রাতে গৃহপতির নিকট হইতে কতিপয় মুদ্রা নজরানা রূপে গ্রহণ করেন, আহা কি চমৎকার; যে ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহার প্রতি এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করা নিতান্ত নির্দ্দয়তা এবং মূঢ়তার কর্ম্ম, সন্দেহ নাই, অতএব যে দেশের রাজকর্ম্মকারিগণ দয়া বিহীন, মূঢ়, সে দেশের গূঢ় ব্যাপার সকল রাজার কর্ণে কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইবেক, এবং তদ্দেশে বাস করা কি তাহা পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কৃতি কহিতে হইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিকস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রগীযদমৃতংপীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৩ সংখ্যা) শনিবার ২৪ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৫ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

আগামি ২৫ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইবেন। ঐ সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসীয় ২০ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে জ্ঞাপন করা যাইবেক।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৯ শকের কার্ত্তিক মাসের প্রচলিত নিয়মপত্রের ৩। ৪। ১৪। ১৭। ২১ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণ জন্য যে কিছু টাকা আছে তাহা ব্রাহ্মসমাজে দান করিবার প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

নিয়ম।

৩। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৪। সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

১৪। অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য অন্যূন দশজন সভ্যের অথবা নিরূপিত সময়ে দশজন সভ্য একত্র না হওয়াতে কোন বিশেষ সভা না হইলে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৭। বিশেষ সভার কোন প্রস্তাব নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে সেই প্রস্তাব বিষয়ে অধ্যক্ষদিগের অভিপ্রায় সম্পাদক সভ্যগণকে বিশেষ মতে অবগত করিবেন।

২১। বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

২৪ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত বৃহস্পতিবার দিবসে স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাতের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার চারেল্‌স নেপিয়ার সাহেব অজবরণ চৌস নামক বিখ্যাত স্থানে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত একত্রে ভোজন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ ক

য়িয়াছেন ঐ সময়ে পোর্টস মৌথ নামক স্থানের প্রজারা এক আবেদন পত্র দ্বারা উক্ত বীরবর সাহেবের শুভ প্রার্থনা করাতে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ১৭ মার্চ্চ শনিবার দিবসে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা বৃহদাড়ম্বর পূর্ব্বক এক খানার ব্যাপার করত নেপিয়ার সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ঐ সভায় ডিউক আব ওয়ালিংটন বিস্কোণ্ট হারডিঞ্জ স্যার জান হবহৌস প্রভৃতি প্রধান২ সাহেবেরা উপস্থিত ছিলেন, ইষ্টইণ্ডিয়া বোর্ডের সভাপতি স্যার জে লসিংটন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ মহারাণী ও অপরাপর রাজপরিবারদিগের মঙ্গলার্থ সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষ বলিলেন যে বীরবর স্যার চারেল্স নেপিয়ার সাহেব ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি যুদ্ধ কার্য্যে যেরূপ নিপুণ তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, মায়েনীর যুদ্ধে যে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন ও সেপাহী সেনাদিগে যেরূপ সাহস দিয়াছিলেন তাহাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রদান করিলেন, তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের রাজ্য রক্ষা কার্য্যে অবশ্য বিশেষ উৎসাহী ও মনোযোগী হইবেন; অতএব তাঁহার পদোন্নতি জন্য আমারদিগের এই গ্লাস পান করা কর্ত্তব্য হয়।

তদনন্তর স্যার চারল্স নেপিয়ার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন সভাপতি ও সভাস্থ মহাশয়েরা আমার মঙ্গলার্থ সুরা পানকরাতে আমি তাঁহারদিগের নিকট বিশেষ বাধিত হইলাম, আমি মহারাণী ও ডিউক বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে ভারতবর্ষে চলিলাম ইহাতে আমারদিগের দেশীয় প্রধান মহাশয়েরা সন্তোষ প্রকাশ করাতে আমার উৎসাহ তরঙ্গ আরো বৃদ্ধি হইল, আমি প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে আমার এমত যোগ্যতা কিছুই নাই যে ভারতবর্ষীয় সেনাদলের অধ্যক্ষতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, কিন্তু দুই কারণেই আমার সেই শঙ্কা নিবারণ হইল প্রথমতঃ পৃথিবীর প্রধান বীরবর ডিউক বাহাদুর আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং মহারাণীর প্রধান কর্ম্মচারি মহাশয়েরা ও কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবগণ সম্মত হইয়া আমাকে পদস্থ করিলেন সুতরাং ইহাতে আমার পারগতার প্রতি এইক্ষণে আমার বিশ্বাস হইয়াছে এবং আমি ভারতবর্ষে গমন করণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, হে সভাস্থগণ এইক্ষণে আমি অধিক বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ সাধারণ দৃষ্টান্তে লোকে বলিয়া থাকেন যে কথায় যত বলা যায় কার্য্যে তত হয় না, আমি পরমেশ্বরের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা করি যে মহারাণী ও ডিউক বাহাদুর আমার হস্তে যে গুরুতর বিশ্বাসের ভার অর্পণ করিলেন আমি যেন যথানিয়মে তাহা রক্ষা করিয়া কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের আশার সুসার করিতে পারি,,।

নেপিয়ার সাহেবের এই বক্তৃতার পর ডিউক আব ওয়ালিংটন প্রভৃতি সাহেবেরা অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত সকলের উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষে রেইলরোড নির্ম্মাণের প্রস্তাব পুনর্ব্বার কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভায় উপস্থিত হইয়াছে, স্যার জান হবহৌস সাহেব এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে অবিলম্বে তিনি এক বিশেষ সভায় ডৈরেক্টর্সদিগ্যে আহ্বান করিয়া রেইলওয়ের অংশের প্রতি শুদ দিবার প্রস্তাব ধার্য্য করিবেন।

---

২২ মার্চ্চ তারিখে হৌস অফ কমান্স নামক প্রজাদিগের বিশেষ সভায় মেং হিউম সাহেব এবং লার্ড জসলিন সাহেব কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার সভাপতি সাহেবকে মূলতানের যুদ্ধঘটিত কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাহার উত্তরচ্ছলে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে পঞ্জাবীয় সমরসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র সকল প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সভার বিবেচনায় সমর্পিত হইলেই সভ্যদিগের সকল সংশয় নিবারণ হইবেক, মূলতান জয়লব্ধ হইলে যে সকল দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেব তাহার অংশ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এই প্রস্তাবের কোন মীমাংসা না করিয়া তদ্বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের অভিমত জানিবার প্রার্থনা করিয়াছেন, মূলতান অধিকার সময়ে তত্রস্থ প্রজাদিগের প্রতি ব্রিটিস সেনাবলীর দৌরাত্ম্যকরণের যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিতপত্রাদিতে তদ্বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই, অতএব অনুসন্ধান দ্বারা যদবধি সটীক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া না য় তদবধি ঐ সংবাদকে মিথ্যা বলিতে হইবেক।

বিলাতীয় কামিনীর বীরত্ব প্রকাশ।

একদা প্রদোষ সময়ে ভাগিরথী তীরস্থ পথে এতন্নগরীর ঘোড়্কারিগর এবং চিত্রকর মেং ডউন্স সাহেব শকটারোহণে বায়ু সেবন করিতেছিলেন সেই সময়ে বিবি মেরি অ্যানমর্টন নাম্নী এক মান্যা স্ত্রীর গাড়ী উক্ত সাহেবের শকটের সন্নিকট হওয়াতে সাহেব তাঁহার সারথিকে আজ্ঞা দিলেন বিবিকা কোচ্ম্যানকো চাবুক দেও, তাহাতে সে ব্যক্তি প্রভুর অনুমত্যানুসারে কোচ্ম্যানকে প্রহার করাতে বিবির গাত্রের অঙ্গে চাবুক স্পর্শ হইয়াছিল, তাহাতে বিবি ক্রোধান্ধা হইয়া স্বীয় কোচম্যানকে আজ্ঞা দিলেন, যেখানে সাহেবের গাড়ী যাইবেক তাহার সঙ্গে২ তাঁহার শকট লইয়া যাইবে, এরূপ হইলে যৎকালীন ডউন্স সাহেব স্বীয় গৃহ প্রবেশ করিলেন বিবিও তথায় উপনীতা হইয়া চাবুক লইয়া সাহেবের কোচ্ম্যানকে যথেষ্ট প্রহার করিতে লাগিলেন, প্রহারে ব্যথিত হইয়া ঐ ব্যক্তি সাহেবের দোতালাস্থিত গৃহে উপস্থিত হয়, বিবি তাহাতেও রাগ শান্তা না হইয়া উপর তালায় যাইয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার প্রহার করিলেন, পরন্তু কোচ্ম্যান বিবির বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ উপস্থিত করাতে সদ্বিচারক মেং হিউম সাহেব প্রতিবাদিনীর ১০ টাকা দণ্ড বিধান করিয়াছেন, অপর বিবিসাহেবের পুত্র কোচ্ম্যানের নামে প্রবাদ উপস্থিত করিলে তাহার ৫ টাকা জরিমানা হইয়াছে, এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবির বীরত্বের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করুন, দিগ্বাসা অট্টহাসা মুক্তকেশা সমরবেশা শিবসীমন্তিনী ঠাকুরাণী শম্ভু নিশম্ভু আদি হননে যৎকালীন আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বোধ করি বিবি ঠাকুরাণী তৎকালে অষ্টনায়িকার মধ্যে এক নায়িকারূপে বিরাজমতী ছিলেন।

গতদিবস প্রাতঃকালে ঘোড়াসাঁকোর এঙ্গোলো ক্রিস্কুল নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বার্ষিকী প্রকাশ্য পরীক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে পরীক্ষা সভায় অনেক বিদ্যানুরাগি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এই অবৈতনিক বিদ্যালয় পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত আছে, প্রথম শ্রেণীর বালকেরা ৪ নম্বর রিডর ১ নম্বর পইটি মার্সমেন সাহেব কৃত বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস, লেনিস্ গ্রামার, ক্লিপ্টস জিওগ্রাফি ইত্যাদি পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করত শিক্ষক ও দর্শক এবং ছাত্র সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীন বিদ্যালয় চিরস্থায়ি হউক।

চীন।

গত ৬ আপ্রিল তারিখে কেণ্টন নগরের দ্বার বিদেশীয় অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যকারিদিগের প্রবেশ নিমিত্ত উদ্ঘাটিত হইবেক, এমত কল্পনা ছিল, উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন সময়ে প্রবাসিদিগের সহিত তত্রস্থ প্রজাদিগের বিবাদ ঘটনের সংপূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, তদ্বিষয়ক বিশেষ সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, চীন হইতে আগত পত্রাদিতে ব্যক্ত আছে কেণ্টন নগরে এক লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, এবং যুদ্ধ সামগ্রী সকল প্রস্তুত আছে, অতএব বোধ হইতেছে ব্রিটিস রাজকর্ম্মচারি গবরনর বনহ্যাম সাহেব এতদিনে বিপদজালে জড়িত হইয়া থাকিবেন।

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

গত গুরুবারের শেষ।

শ্রীযুত বাবু উমানাথ চতুর্ধূরীণের বক্তৃতা যথা।

শ্রীযুত বাবু দেবনাথ চতুর্ধুরীণ সর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের সাধারণ বিদ্যালয়ের বিদ্যা বিষয়ের প্রস্তাবানুসারে যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন হইল সেই সকল নিয়মকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য যেহেতু এনিয়ম পালনে বিদ্যা উপার্জ্জন হইবেক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অতএব এমত সুনিয়মকে যে কোন ব্যক্তি অবহেলন করিবেন তাঁহাকে নাস্তিক বলা যায়, যেহেতু ঐ নিয়ম রক্ষায় বিদ্যা উপার্জ্জন হওয়া নিশ্চিত বোধ হইল তখন বিদ্যা জন্য অবশ্যই ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবেক, এমৎ নিয়মকে অশ্রদ্ধা করিলে সুতরাং ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক হয়, ইহা

তে কাবেই নাস্তিক বলা যায়, কিন্তু ম হাশয়েরা অতি মান্য গণ্য সভ্য মহা নুষ্য এ সদ্বিষয় সদ্ব্যবস্থার দ্বারা সৎ পরামর্শ প্রদান করুন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সকল বিদ্যাহীন হইয়া অজ্ঞান স্বরূপ তিমিরময় যে অর্ণব সেই অর্ণ বে অন্ধবৎ মগ্ন হইয়াছেন, শ্রীযুত দেব নাথ চতুর্ধুরীণ মহাশয় এই বিদ্যালয় তরি স্বরূপ স্থাপন করিয়া আপনি কর্ণ ধার হইয়া এই অন্ধবৎ পতিত ব্যক্তি দিগের উদ্ধার করিয়া জ্ঞান স্বরূপ চক্ষুঃ প্রদান করিবেন, এমত অভিলাষ করিয়াছেন, সামান্য তরির গুণ ধার ক অর্থাৎ মাস্তুল আছে, এতরির কীর্ত্তি স্বরূপ যে গুণধারক সেই গুণধারক আছে, এবং সামান্য তরির গুণ আছে সেই গুণ গুণাকর্ষকেরা আকর্ষণ করি তেছে, এতরির গুণানুবাদ যে গুণের স্বরূপ সেই গুণাচ্ছাদক ব্যক্তিরা আক র্ষণ করিতেছেন এবং সামান্য তরির অরিত্র অর্থাৎ দাঁড় আছে এ তরির কা র্য্য স্বরূপ যে অরিত্র সেই অরিত্র আছে মহাশয়েরা অতি মান্য ও সভ্য মহাশ য়েরদিগের সমীপে আমি এই প্রার্থনা করি যে মহাশয়েরা এই তরির বাহক হউন, যদিস্যাৎ এমত বিবেচনা করে ন যে অকূল সমুদ্র এ সমুদ্র উত্তীর্ণ হ ওয়া সুকঠিন কিন্তু দেবনাথ যে তরির কর্ণধার সে তরি অনায়াসে উত্তীর্ণ ক রিবেক, অতএব মহাশয়েরা এতরির বাহক হউন এই প্রার্থনা করি ইতি।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

নিদাঘ প্রভাত

বর্ণনা।

পয়ার।

মৃদু মন্দ মলয়জ মারুত মধুর।
শীতল সৌরভ ভার লইয়া প্রচুর॥
জলে স্থলে অন্তরিক্ষে করিছে ভ্রমণ।
পরশে সরস সব চরাচর গণ॥
সরোবরে হইতেছে তরঙ্গ উদয়।
ঢল২ টল২ কলরব হয়॥
নিদ্রা আকর্ষণ করে জলের ঝঙ্কার।
অমৃত হিল্লোল যেন শ্রবণে সঞ্চার॥
সলিলে এরূপ খেলা করিছে পবন।
ভূমি ভাগে ভিন্ন ভাবে করে বিচরণ॥
উজ্জ্বল শ্যামল নব পল্লব নিকরে।
ঘন২ দোলাইছে সুখ শূন্য ভরে॥
কখন কুসুমকুলে করিতেছে কোলে।
কখন ধরিয়া গলে মৃদু ভাবে দোলে॥
কভু আসি নায়ক নায়িকা সন্নিধান।
মধুস্বরে সুপ্তি সহ হরে ধ্যান জ্ঞান॥
প্রগাঢ় সুরত শ্রমে কাতর দম্পতি।
যামিনীর জাগরণে নিদ্রাতুর অতি॥
আহাতে শীতল বায়ু লাগিলে শরীরে
অচেতনে শয্যা শায়ী হইছে অচিরে॥
রমণীর কেশজালে বায়ু নৃত্য করে।
কখন চুম্বন লয় পক্ব বিম্বা ধরে॥
ধন্য সমীরণ ধন্য তব সাধ্য সীমা।
জগৎ জীবন ধর অতুল্য গরিমা॥
তব গতি সদা গতি বাকি কোথা আছে
কিছুই না থাকে ছাপা প্রভু তব কাছে
তুমিহে সাক্ষাৎ সদা নিখিল ভুবনে।
তব সত্ত্বা না মানিয়া বাঁচে কোন জনে
আহা তব মৃদু ভাব করিতে বিনাশ।
ঐই দেখ স্বর্ণ বর্ণ অরুণ প্রকাশ॥
কিবা ছটা পরিপাটি জিনি হুতাশন।
দরশনে পায় প্রাণ যত জীব গণ॥
শত২ বিহঙ্গ ডাকিছে এক কালে।
কর্ণ পুরে যেন আসি সুধা সিন্ধু ঢালে
ইতি পূর্ব্বে পিকবর ললিত পঞ্চমে।
আবাহন করে সূর্য্যে দিবস আগমে॥
নিরখি নলিনী বন্ধু সুখ সিন্ধু বাড়ে।
সপ্তমে চড়ায়ে তান কুহরব ছাড়ে॥
অন্য রবে নিদ্রা যায় স্বোদর নিকট।
কোকিলের কলরবে প্রভাব প্রকট॥
ঢল২ কিবা মূর্ত্তি ধরে দিবাকর।
প্রফুল্ল হইল সব ভূচর খেচর॥
এত যে মধ্যাহ্ন কালে জ্বলিত সকল।
প্রভাতের ভাবে তবু আনন্দে বিহ্বল
ধন্য২ ধন্য প্রভু তোমার, প্রভুরে।
কি আশ্চর্য্য কি মাধুর্য্য হেরি ইহ পুরে
কি মহিমা চমৎকার বুঝে উঠা ভার।
কত কালে কত রূপ ভাবের সঞ্চার॥
এই ছিল ঘোর নিশা তিমির সংকাশ
এই প্রভা পূর্ণ দশ দিগ সুপ্রকাশ॥
মনোহর শোভা নানা হেরি নয়নে
এক ভাব জাগরণে অন্য শয়নেতে॥
কিবা অপরূপ এই স্বভাবের ক্রিয়া।
সর্ব্বত্র বিরাজ করে ভাব প্রকাশিয়া॥
দেখহে স্বভাব প্রেমি ভাবক সকল।
ঋতু ভেদে প্রভাতের শোভা পরিমল
নাহি সে হেমন্ত হিম, শস্য পুষ্প ফল।
নাহি সে কুয়াশা ঘেরা দিনেশমণ্ডল॥
নাহি সে নীহার হার বৃক্ষ লতি কায়
নাহি গুরুতর বাস মানুষের কায়॥
নিদাঘ বিষম ঋতু প্রভাব প্রবল।
তথাচ প্রভাত আর প্রদোষে শীতল
আদ্য অন্ত সুখ দাতা গ্রীষ্ম মহাশয়
মাঝে কিছুকাল দুঃখ সহিতেও হয়।

ভাবকস্য।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কো ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৪ সংখ্যা) সোমবার ২৬ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৭ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

আফিমের ইশ্‌তেহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৯ সাল তারিখ ১৪ মে সোম বার পূর্ব্বাহ্ণে দিবা এগার ঘণ্টার স ময় কলিকাতার এক্সচেঞ্জ সন ১৮৪৭। ৪৮ সালের পয়দা আফিমের সপ্তম নীলাম হইবে ঐ নীলামে ৩০৪০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক, তাহার বি বরণ এই।

বেহারের পয়দারশী আফিম ... ২২২০
বেনারসের পয়দারশী আফিম ৮২০

জুমলা সিন্দুক ৩০৪০

২ দফা। উপরের লিখিত বেহা রের পয়দারশী আফিমের অন্দরে ... সিন্দুক আফিম করাসিস গবর্ণমে ন্টের নিমিত্তে মৌজুদ রাখা গেল।

৩ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নি য়ম অর্থাৎ শরত যেরূপ ধারা বাহি ক্রমে আমলে আসিতেছে সেই সকলি বহাল রহিল, উক্ত সমুদয় শরতের বিবরণ সন ১৮৪৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেট এবং এক্সচেঞ্জ গেজেট কা গজে যে ইশ্‌তেহার প্রকাশ হইয়া ছিল তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা পর মিট ও নেমক ও আফিম বোর্ডের দপ্তর খানায় দরখাস্ত করিলে সবি শেষ জানিতে পারিবেন।

৪ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আ মানত পেশগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং ক্লিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালা সের শেষ তারিখ সন ১৮৪৯ সালে র ১৬ মে ও ২৯ মে এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল, অতএব নী লামি খরিদারগণ যে সকল প্রমিস্য রী নোট অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণা র্থে সরট্রেজরার সাহেবের দস্তখতী ট্রেজরী রসিদ অথবা কোম্পানির কা গজ কিম্বা কোন রকম সরকারী সাত বেরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৪৯ সালের ১৬ মে বুধবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পরে আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমে র লাট খালাসী সবাবে কিস্মতের পূরা টাকার দরুণ কোন ট্রেজরী র সিদ সন ১৮৪৯ সালের ২৯ মে মঙ্গ লবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক না, ইতি।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলি শান বোর্ড পরমিট ও নেমক ও আ ফিম ইতি। সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৭ আপ্রিল।

CECIL. BEADON.
Secretary.

সি, বিডন।
সেক্রেটরী।

সংবাদ প্রভাকর

---

২৬ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

স্ত্রীবিদ্যা।

আমরা অত্যন্ত অহ্লাদ পূর্ব্বক প্র

কাশ করিতেছি, অদ্যকার প্রভাত অতি সুপ্রভাত, এই প্রভাতের প্রভাতে এক অব্যক্ত পুলকজনক আলোকের আভা দৃষ্ট হইতেছে, এবং বোধ হইতেছে, যেন অন্ধকার সেই প্রতিভার প্রহার প্রাপ্তে সংহারের সদনে ম্লান হইয়া মৃদুভাবে গমনের উদ্যোগ করিতেছে, এইক্ষণে জগদীশ্বর বিড়ম্বনা স্বরূপ মেঘের প্রাবল্য না করেন, তাহা হইলেই আমারদিগের সৌভাগ্য স্বরূপ সূর্য্যোদয়ের আর কোন ব্যাঘাত হইবেক না।

কতকগুলীন্ (দেশীয় প্রথা) যাহাতে দেশের অপকার ভিন্ন উপকার মাত্র নাই, দেশীয় লোকের কুসংস্কার জন্য তাহা সংপূর্ণরূপে সংচ্ছেদন করা সহজ ব্যাপার নহে, কি আশ্চর্য্য, আমরা যখন সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা করণে সমর্থ হইয়াছি, এবং দোষ ও গুণ সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিতেছি, তখন অবশ্যই অপকৃষ্ট অংশ পরিহার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভাগ গ্রহণ করণে অনুরাগি হইব, পরন্তু যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কল্পে অস্মদাদির অন্তঃকরণ সততই ব্যাকুল হইতেছে, তখন তাহা সম্পন্ন না করিয়া কেন পরমেশ্বরের নিকট অপরাধি হই, এবং এই অতি মহৎ মনুষ্যজন্ম কেন পশুর ন্যায় বৃথায় ক্ষয় করি, যে সমস্ত দেশাচার অতি জঘন্য, তাহার প্রতি দ্বেষাচার করাই উচিত হইয়াছে।

এইস্থলে আমরা অধুনা অপরাপর বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল স্ত্রীজাতির দুরবস্থার কথাই উল্লেখ করিব, যেহেতু পুরুষের সহিত সকল অংশে সমান হইয়াও মহারত্ন বিদ্যাধনে বঞ্চিতা হওয়াতে তাহারদিগের জন্মই বৃথা হইতেছে, অনেক মহানুভব কারুণিক মহাশয়েরা বঙ্গদেশীয়া অঙ্গনাগণের ঐ দারুণ দুঃখ বিমোচনার্থ সর্ব্বদাই মানসিক যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রবলতর প্রচুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এপর্য্যন্ত কেহ তাহার সূত্র সূচনা করিতে পারেন নাই, এজন্য আমরা মনের আক্ষেপ মনেই রাখিতাম, কল্যাণের উপায় না দেখাতে লেখনী ধারণে প্রবৃত্তিই হইত না, সংপ্রতি দয়াময় বিশ্বপতির অনুকম্পায় কোন সর্ব্বগুণান্বিত কৃপাপূর্ণ রাজপুরুষ আমাদিগের সেই ক্লেশ কদম্ব নিবারণ নিমিত্ত যথোচিত যত্ন, চেষ্টা, উৎসাহ, অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম, শ্রম এবং ব্যয় দ্বারা এক মহানুষ্ঠান করিয়াছেন, ঐ শুভানুষ্ঠান অস্মৎ পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গলের ব্যাপার হইয়াছে, তাহা কথনাতীত।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকা বর্গের বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক, আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস্ট্রিট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক, এইস্থলে স্থাপন কর্ত্তার কথাইতো নাই, তাঁহাকে এদেশের মহোপকারী অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া বাচ্য করিতে হইবেক, যেহেতু দেশীয় ভ্রাতারা চিরদুঃখিনী আশ্রিত সহোদরাদিগের প্রতি যেএক অতি প্রয়োজনীয় সদ্ব্যবহার করণে অদ্যাপি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, সাহেব ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য হইয়া তাঁহারদিগকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করত পিতার ন্যায় স্নেহ পূর্ব্বক সেই সদ্ব্যবহার দ্বারা তদ্দিগের অজ্ঞানাবস্থা দূরীকরণার্থ এক বলবৎ উপায় করিতেছেন, সুতরাং এতদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় স্থিরদর্শি মানব মাত্রকেই চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সদ্গুণ সমূহ স্মরণ করিতে হইবেক, কিন্তু শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বদান্যতা; এবং সদ্গুণের বিষয় এইক্ষণে বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা হইতে পারে না, ঐ মহাশয় কিছুদিনের জন্য পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিনা বেতনে বাটী দিয়াছেন এবং নূতন বাটী নির্ম্মাণার্থে এককালীন ৮০০০ অষ্ট সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আর সময়ানুসারে সাধ্যমত আনুকূল্য করণে অঙ্গীকার করিয়াছেন, দক্ষিণা বাবুর নিজ বিভব সাধারণের অগোচর নাই, যাহাতে তিনি সম্ভবমত বিভবাপেক্ষা অধিক দান অতি উচ্চদান করিয়াছেন, প্রায় কোন ধনি ব্যক্তি ইদানীং এতদ্রূপ উচ্চ দানে সাহসি হয়েন না, বিশেষতঃ অপর বিষয়ের দানাপেক্ষা এই বিষয়ের দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান কহিতে হইবেক, অতএব ইহাতে আমরা মুখোপাধ্যায় বাবুকে কি বলিয়া প্রশংসা করিব এমত শব্দ প্রাপ্ত হই না, কেবল এই মাত্র কহিতে পারি, দক্ষিণা বাবুর এই কীর্ত্তি এই পৃথ্বীমধ্যে চিরস্থায়িনী হইয়া প্রতিক্ষণেই আমারদিগের পক্ষে আনন্দদায়িনী হইবেক, অপিচ দক্ষিণা বাবু যখন এতন্মাঙ্গলিক ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রতিষ্ঠাকালীন দক্ষিণা স্বরূপ ৮০০০ টাকা প্রদান করিলেন তখন সম্পন্ন করিতে কখনই যত্নের ত্রুটি করিবেন না, সংপ্রতি অস্মদ্দেশীয় ভাগ্যধর মহাশয়েরা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর দৃষ্টান্তানুসারে দেশহিতার্থে যদিস্যাৎ যথাযোগ্য যত্ন প্রকাশ করেন তবে আমরা অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইয়া অবিলম্বেই দেশের দুর্নাম দূর করিতে পারি।

উক্ত "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন সুনিপুণা বিবী সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিশূন্য, তাঁহারদিগের কন্যাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী নিযোজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে, আমরা প্রফুল্লচিত্তে অনুরোধ করিতেছি হিন্দু মহাশয়েরা দেশব্যবহৃত ঘৃণিত নিয়ম উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্ব স্ব বালিকাদিগকে অধ্যয়ন জন্য তথায় প্রেরণ করুন, ইহাতে কোন সন্দেহের বিষয় নাই, (অবলা বালা) কোন প্রকার দোষ যাহারদের শরীরে নিকটস্থ হইতে পারে না, যাহারা কেবল সারল্য গুণে পরিপূর্ণা, তাহারদিগ্যে পাঠাইতে সংশয়ের বিষয় কি। এই উত্তম বৃক্ষের সুফল অচিরাৎ সুদৃষ্ট হইবেক, যদি কেহ কহেন এতদ্দেশের পরিমাণ অধিক, তাহাতে কলিকাতা মধ্যে একটী বিদ্যালয়ে কয়েকটী বালা শিক্ষা প্রাপ্তা হইলে কি বিশেষ উপকার হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, সৎকর্ম্মের সূচনা যে পরিমাণে হউক তাহাই উত্তম, এবং অল্প হইতেই ক্রমে২ অধিক উৎপন্ন হয়, ক্ষুদ্র একটী বীজ ভূমির গর্ভে বপন করিলে তাহাতে বৃক্ষ হইয়া সেই বৃক্ষে এত ফল হয় যে ঐ ফল হইতে উৎপাদিত তরুগণ পৃথিবীময় বিস্তৃত হইতে থাকে, সুতরাং প্রথমে যাহারা শিক্ষা করিবেক তাহারদের দ্বারা পরে অনেকে শিক্ষিতা হইতে পারিবেক, এবং এই উপমানুসারে হিতার্থি মহাশয়েরা স্থানে২ বিদ্যালয় করিলে পরস্পর বিনিময় এবং সাহায্য দ্বারা কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের ব্যাপার হইবেক।

স্ত্রীলোকদিগ্যে বিদ্যা দান করা কর্ত্তব্য, এইক্ষণে প্রায় অনেকেই তাহা মুক্তমুখে স্বীকার করিবেন, তবে কতকগুলীন্ প্রতিবন্ধকতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু যদবধি তাহার সংহার হইয়া এবিষয়ের সঞ্চার না হইবেক তদবধি কোনমতেই আমারদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি যে এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যাবতী না হওয়াতেই সকল প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে। দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ, অহঙ্কার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে এত আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক, কারণ আমরা যাঁহারদিগের উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাঁহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংসায় প্রমত্তা। বালিকাদিগের কবে বিবাহ হইবেক তাহার নিশ্চয়তা নাই, বিবাহ হইলে তাঁহার একটী স্বতীন্ হইবে কি না তাহাও অনিশ্চিত, অথচ তিনি পঞ্চম বর্ষবয়স্কা হইয়া এক ব্রত করত কল্পনা পূর্ব্বক অগ্রেই তাহার মাথা খাইয়া বসিতেছেন, যথা।

"হাতা২ হাতা, খা স্বতীনের মাতা,"
"বেড়ী২ বেড়ী, স্বতীন্ বেটা চেড়ী,"

ভগিনী ব্রত করিতেছেন, যথা।

"গুয়া গাছে গুয়া ফলে, আমার ভাই চিবয়ে ফ্যালে, আর্ লোকের ভাই কুড়্য়ে খায়।"

বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমারদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন যখন তাঁহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভাল হইব? সুতরাং বিদ্যা দ্বারা তাঁহারদিগের ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে অস্মৎ পক্ষে কত কুশল হওনের সম্ভাবনা। আহা! সেই দিবস কি সুখের দিবস হইবেক—যে দিবসে জননী এবং ভগিনী পুত্র এবং সহোদরগণকে কুনীতি শিক্ষা দানের বিনিময়ে পুস্তক ধরিয়া বিদ্যা বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবেন।

কামিনীরা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে, অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ সূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক, পুরুষেরা সর্ব্বদা সুনীতিরবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে পারিবেন, তাহারদিগের স্বাভাবিক যে শক্তি আছে বিদ্যার অভাব জন্য তাহার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, চালনা হইলে ঐ শক্তি যে কত উজ্জ্বলা হয় তাহা বলা যায় না, পাঠকবর্গের স্মরণ

আছে, আমরা ১০ বৈশাখ শনৈশ্চর বাসরীয় প্রভাকরে " দৈব শক্তি " শিরোভূষণ প্রদান পূর্ব্বক নবম বর্ষীয়া এক হিন্দু বালিকার বিরচিত কয়েক টি কবিতা প্রকটন করিয়াছিলাম, সেই কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই চমৎকৃত হইয়াছেন, তিনিই সংশয়ে জড়িত হইয়া দৈবশক্তির চরণে প্রণিপাত করিয়াছেন, তিনিই অ ঙ্গনাগণকে এখনি বিদ্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ মনে২ উদ্যোগী হইয়াছেন, আমরা গত দিবস প্রাতে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে ঐ বালিকার নিকট গমন পূর্ব্বক এই প্রশ্ন দিলাম, যথা।

"লেখা পড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে
"কোন অংশেছোটোতারা পুরুষেরচেয়ে

তাহাতে বিদ্যানুরাগিণী আমারদিগের সম্মুখে বসিয়া এক ঘণ্টা কালের মধ্যে নিম্ন প্রকাশিত কবিতা রচিয়া ঐ প্রশ্ন পূরণ করিল, যথা।

"লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়।
"না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হোয়ে রয়
"বিদ্যা না শিখিলে রামা পশুর সমান
"অবলা বলিয়া লোক নাহি রাখে মান॥
"মেয়ে বিনে পুরুষেরা না হয় বর্দ্ধন।
"তবে কেন মেয়েদের না করে যতন॥
"মেয়ে বোলে পুরুষেতে করয়ে হেলন।
"তিক্ষরের গুণ তার না করে গ্রহণ॥
"লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে
"কোন অংশেছোটোতারা পুরুষের চেয়ে

আমারদিগের পত্রের কলেবর অতি ক্ষুদ্র, এ কারণ স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এবিষয়ে অধিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, বিজ্ঞ মহাশয়েরা এতদ্দ্বারা অতি সহজেই স্ত্রীজাতির বিদ্যানুশীলনের কর্ত্তব্যতা জানিতে পারিবেন।

শীকজাতির সহিত ব্রিটিস যোদ্ধারা শেষ যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত এবং পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হইলে আমারদিগের গবরনর জেনরল বাহাদুর লাহোর হইতে এমত এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই রাজ্যের মধ্যে যে সকল মঠধারি পাদরি আছেন তাঁহারা ও যে দিবসে ভজনালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া এই মাঙ্গলিক ব্যাপারের নিমিত্ত পিতা এবং পুত্র ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিবেন। যে পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ জাতির হস্তগত হওয়াতে আমারদিগের এবং এতদ্দেশবাসিদিগের কল্যাণ হইয়াছে, এবং উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হইয়াছে। শ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক চর্চ্চে উক্ত দিবস তৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইংরাজ মিসনরি মাত্রেই ভজনাস্থলে স্বচ্ছন্দে তদনুরূপ উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালি মিসনরি মহাশয়েরা কি করিয়াছেন বলিতে পারি না, বোধ করি তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এমত কথা উল্লেখ করিতে পারেন নাই, যেহেতু পঞ্জাবের বিষয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্ম এবং সত্যের অন্যথা করিয়াছেন, সুতরাং এমত স্থলে জগদীশ্বরের সম্মুখে বাইবেল স্পর্শ করিয়া এরূপ উক্তি কিরূপে উক্ত হইতে পারে?

ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইবার সমুদায় অনুষ্ঠান হইয়াছে, রুসরাজ্যের বিদ্রোহি প্রজারা আষ্ট্রিয়ারাজ্য আক্রমণ জন্য সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছে, সার [illegible] ডেনিয়াপতি প্রজার মতে সম্মত হইয়া ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যদ্যপি অস্ত্রধারণ না করেন তবে প্রজারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেক, লম্বার্ডির প্রজারা আষ্ট্রিয়ার প্রতিকূল হইয়াছে, বিনিস নগরের প্রজারাও রণসূত্রের অনুসন্ধান করিতেছে; কেবল ফ্রান্সরাজ্যের [illegible] যুদ্ধের নাম করেন নাই, ডিউক [illegible] মেডানা ৪০০০ আষ্ট্রিয়ার সৈন্য লইয়া টস্কেল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, চারলস আলবর্ট ইটালি হইতে মহারাজ রেজকিকে দূরী করণের চেষ্টায় আছেন, এবং [illegible] কি প্রায় এক লক্ষ সৈন্য লইয়া টরিন নগরাক্রমণার্থ গমন করিয়াছেন, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এই যুদ্ধ হইলে তাহার স্ফুলিঙ্গ [illegible] অন্য দিগেও বিস্তৃত হইবার [illegible] বনা।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ মফঃসল নিবাসিনঃ" ইতি স্বাক্ষরিত যে এক পত্র আমাগের যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা বিবেচনাধীনে রহিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবি [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দি [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ২০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৫ সংখ্যা) মঙ্গলবার ২৭ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৮ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে [illegible]মি ১০ মে বৃহস্পতিবার বেলা [illegible] দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট [illegible] নীচের বারাণ্ডার সরিফের [illegible]খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট [illegible]কাতার সরিফ সাহেব মৃত রাম [illegible]দের বিধবা ও উত্তরাধিকারিণী [illegible] হীরামণি দাসীর বিরুদ্ধে বে[illegible]সিওনৈ এক্সপোনাশ নামক পরও[illegible]নার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে [illegible] প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় [illegible]ক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ শহর কলিকাতার কলু[illegible]টোলার সুরতির বাগানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ১১ নং এক [illegible]তালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বস[illegible]তি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক [illegible]খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান /১।।০ এক [illegible]কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী [illegible]বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার [illegible]মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আ[illegible]সামী মৃত রামধন দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে সার্থক সেনের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গুরুচরণ দের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে রূপচাঁদ রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে সুরতিবাগানের গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ আপ্রিল ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১০ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফপুরের শামিল নিজ মুনসেফপুর, মৌজা ছাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধানাঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা অলকরবৈস, যাহা কুলিগাছি নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরখালি সহিত, মৌজা দশবেশ, মৌজা বরোবলদিয়া, মৌজা বৌচিতলা, মৌজা মকুন্দপুর, মৌজা দাকুল, মৌজা গাডরা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবশ, বিনাম পুকাসারি, মৌজা বৌকুসারি, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বেনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা

বাড়িবঙ্কা, মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজাসন্তোষপুর, বিনাম জপুর, মৌজা বাগয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুটিমারি, মৌজা চড়কপোতা, মৌজা জলকর গেরাডোর গোপীনাথপুর, মৌজা সোণপুকুরিয়া, মৌজা জলকর পাতামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোভিপুর, মৌজা সাহেবনগর তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ও খড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ দিগে এবং পূর্ব্ব দিগে পালচৌধুরিদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরির বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমল পালচৌধুরির বাগান ও খোণা করি ধোবার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পালচৌধুরির বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরির ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তর দিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে পালচৌধুরির ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির পুষ্করিণী। উত্তর দিগে পালচৌধুরির ভাড়াটিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R STOPFORD
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড
সরিফ।

কলিকাতা।
২৫ আপ্রিল ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২৭ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি বীরবর শ্রীযুত স্যার চার্লস নেপিয়ার সাহেব গত রবিবার দিবসে এতন্নগরে শুভাগমন করিয়াছেন, তিনি প্রথমতঃ মায়াপুরে উপস্থিত হইলে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তিন তোপ হয়, এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সাহেব গবর্ণমেণ্টের সোণামুখী নামক নৌকায় আরোহণ করত তাঁহাকে আনয়নার্থ গমন করেন, পরে তিনি গবর্ণমেণ্টের ঘাটে উপস্থিত হইলে কেল্লার সেনারা স্বীয়২ উৎকৃষ্টপরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অস্ত্রধারি হইয়া রাস্তার উভয় ভাগে দণ্ডায়মান হয়, সেনাপতি ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা তাহারদিগের সমভিব্যাহারে থাকেন, আমারদিগের ডেপুটী গবরনর শ্রীযুত স্যার জান লিটলর সাহেব ও কৌন্সলের মেম্বর মহাশয়েরা ঘাটের তটে উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক নেপিয়ার সাহেবকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মান জন্য দুর্গ হইতে ১৯ তোপধ্বনি হইয়াছে, অতএব কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা নেপিয়ার সাহেবকে যেরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই, তিনি গবরনর জেনরল সাহেবের ন্যায় সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত দিবস নেপিয়ার সাহেব কৌন্সেলের নিকট রীতিমত শপথ গ্রহণ করত আপন কার্য্যের ভার লইয়াছেন।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ হইতে পারিবেক যে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার বিজ্ঞবর মেম্বর মহাশয়েরা কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চলিত নিয়মাদির সংশোধন করণের এক নূতন নিয়ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন২ স্থানে আপত্তি হইবায় তাঁহারা সেই নিয়ম একেবারে প্রচার না করিয়া বিলাতের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের বিবেচনার্থ তাহার এক অনুলিপি প্রেরণ করেন, অধুনা অবগত হওয়াগেল যে উক্ত সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের মতে সম্মত হইয়া কথিত নিয়মপত্র প্রচলিত করিবার অনুমতি করিয়াছেন, এবং তাহা কলিকাতা গেজেট পত্রে ছাপা হইয়াছে, কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের কমিস্যনরদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহারা উপযুক্ত রূপে উপস্থিত বিচার সকল নির্ব্বাহ করেন ইহা আমারদিগের প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু রাজপুরুষেরা একালপর্য্যন্ত ঐ বিচারালয়ের প্রতি কিছু মনোযোগ করেন নাই, সুতরাং তাহার অবস্থাহীন হইয়াছে, এবং সুপ্রিমকোর্টের কোন২ উকীল তথায় উপস্থিত হইয়া কমিস্যনরদিগের ক্ষমতা বিষয়ের নানা প্রকার গোলযোগ করাতে অনেকেই বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, যাহাহউক কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা ঐ আদালতের নিমিত্ত কথিত নূতন নিয়ম প্রচলিত করণের অনুমতি করিবায় আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

পঞ্জাব রাজ্যে যে সকল সাহেব কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের অধিকাংশই আগ্রা গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিলেন, এই বঙ্গদেশের সিবিলিয়ান সাহেবের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তি পঞ্জাবে গিয়াছেন, একারণ কেহ২ লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের বিবেচনার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, তিনি যদ্যপি উক্ত দেশ হইতে সমান পরিমাণে সিবিলিয়ানদিগ্যে গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করিতেন তবে তাঁহার পদোপযুক্ত বিবেচনার কার্য্য হইত, যেহেতু পঞ্জাবের শীতলজল এবং মিষ্ট মৎস্যের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমত সময়ে রাজ্যের একভাগের কর্ম্মকারকদিগের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করা কোনমতেই উচিত হইতে পারে না, প্রধান পদস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য যে সকল কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখেন, কারণ প্রজাদিগের সুখ দুঃখ তাহারদিগের কার্য্যের উপর নির্ভর করে।

আমারদিগের শাসনকর্ত্তা লার্ড ডেলহৌসি সাহেব রাজকীয় কার্য্যে বিশেষ পণ্ডিত একথা আমরা বিলক্ষণ রূপেই জ্ঞাত আছি, কিন্তু পঞ্জাবীয় ব্যাপারে তিনি যেরূপ নূতন বিবেচনার অনুগামী হইয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ সমাজে কোন ক্রমে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন না, লার্ড গফ সাহেব এই বঙ্গ

দেশীয় সৈন্যদিগের সাহায্যক্রমেই পঞ্জাবের জয়লব্ধ করিয়াছেন, সুতরাং এই বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা পঞ্জাবের ধনের অংশ প্রাপ্ত অবশ্য হইতে পারেন।

আমারদিগের কোন বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় বোধে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

“সম্পাদক মহাশয়, জগদীশ্বর বুঝি এত দিবসান্তে আমারদিগের দুঃসহ দুঃখ নিবারণার্থে কৃপানেত্রোন্মীলন করিলেন। চাঁদনি নিবাসি জামাল মিয়া নামক নিষ্ঠুর ক্রূর কসাই প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল নারিকেলডাঙ্গার গোলের উত্তরাংশে এক কসাইখানা করত গো এবং বৎসাদি হত্যা করিতেছিল, প্রথম ২।৩ বৎসর ভয় জন্য ঐ কর্ম্ম অতি গোপনরূপে করে, তাহাতে কাহারো বড় ক্লেশ হয় নাই, এইক্ষণে উক্ত হত্যাশালার দৌরাত্ম্যে ত্রস্ত ৩।৪ গ্রামের প্রজাগণ, কি হিন্দু, কি মসলমান সকলে স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে, ক্লেশের কথা কি কহিব, ইহার অসহ্য দুর্গন্ধ যখন বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় তখন মাতার স্তন্যদুগ্ধ পর্য্যন্ত বমন হইতে থাকে, শোণিত সকল জল প্রণালী দ্বারা পরিচালিত হওত প্রায় সকল পুষ্করিণীর জল রক্তিমবর্ণ করিয়াছে, অস্থি মাংস, মাংসাসি পক্ষি, গৃধ্র, শকুনী এবং চীলের দ্বারা প্রতি ঘরে২ নিক্ষেপ হইতেছে, তাহা প্রায় প্রত্যহ প্রাতে প্রতি গৃহস্থের বহির্দ্বারে গৃহ পরিষ্কারান্তে স্তূপাকার হয়, এবং ঐ পক্ষিদিগের দ্বারা বৃক্ষাদি সমুদায় বিনাশকে পাইয়াছে, সংপ্রতি নারিকেলডাঙ্গা নিবাসি দেশহিতৈষী পরম ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের দ্রুটী প্রতিজ্ঞায় বোধ করি আমরা এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইব, (তাঁহার মহদ্গুণ আমি অবকাশমতে জনপদে প্রকাশ করিব) এই মহাত্মা নারিকেলডাঙ্গাস্থ উদ্যানাধিকারী, ধর্ম্মপরায়ণ ধনাঢ্য সুবর্ণবণিক বাবুদিগের আশ্রয়াঙ্গীকারানুসারে ১৯ বৈশাখে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উক্ত বিষয় উত্তোলনার্থ প্রায় ৫০।৬০ জন প্রজা সম্বলিত দরখাস্ত করাইয়াছিলেন, তাহাতে মানিকতলার দারোগা সাহেবের উপর তদারকের হুকুম হয়, পরে কল্য ২৪ বৈশাখ পরম জ্ঞানী পুণ্যবান্ ধর্ম্মাবতার সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ দারোগা শ্রীযুত মুন্সী দবিরদ্দী সাহেব আসিয়া প্রজাবর্গের প্রতি ঘরে প্রতি জনের দুঃসহ দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়াছেন, প্রজা প্রায় ৪।৫ শত লোক রোদন বদনে নিজ২ ক্লেশ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে ৫০।৬০ জনের নাম লিখিয়া জবানবন্দি লইয়াছেন, তাহারদিগের সকলেরি সংপূর্ণ মত যে এই কসাইখানা এইক্ষণে উঠিয়া গেলে আমরা সুখে নগবাস করি ইত্যাদি।

ইহাতে বোধহয় সরলচিত্ত দারোগা মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে স্বীয় সদভিপ্রায় প্রকাশ করত প্রজাবর্গের দুঃখ নিবারণ করিবেন ইতি।

ক্লিষ্ট প্রজাবর্গানাং।”

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

গত শনিবারের শেষ।

শ্রীযুত নন্দগোপাল শান্যালের বক্তৃতা যথা।

এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সমূহের উৎসাহ বারি বিহনে জ্ঞান কলিকা ক্রমেই শুষ্কতা পাইয়া বিদ্যা বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, তদ্দ্বারা অজ্ঞানতা দরিদ্রতা কুশীলতা ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের প্রাবল্য হইতেছে, কারণ বিদ্যাহীন হইলে তাহার দ্বারা কোন প্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে, দেখুন জ্ঞানহীন হইলে বিদ্যাহীন হয়, সুতরাং সদসৎ বিবেচনা থাকে না, অর্থোপার্জ্জনে অশক্ত হয়, পিতামাতা পরিবার এবং বন্ধু বর্গের উপকারে বঞ্চিত হয়, তা কি আক্ষেপের বিষয়, আমরা ভুমিষ্ঠ হওয়াবধি অজ্ঞানাবস্থায় যাঁহারা স্তন্য দুগ্ধাদি দানে জীবন রক্ষা করিয়াছেন এবং এক্ষাল পর্য্যন্ত আমারদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার ক্লেশ সহ্য না করিয়াছেন তা অজ্ঞান বশতঃ সে সকল মহাত্মাদিগের সেবায় বিরত হইতেছি, অনায়াসে কটুবাক্যাদি কহিতেছি হে জগদীশ্বর আমারদিগের সৌভাগ্য সূচক জ্ঞানাঙ্কুর সভার সভ্য মহাশয়দিগের সাহায্য বারি বরিষণে জ্ঞান কলিকা প্রফুল্ল করুন যদ্দ্বারা দেশের সৌভাগ্য চন্দ্রোদয় হইয়া দুর্ভাগ্য স্বরূপ তিমির নাশ হইয়া আলকে পরিপূরিত হউক, মহাশয়দিগের এতাদৃশ উৎসাহ আমারদিগের সৌভাগ্যের ছিন্ন না হয় আমারদিগের প্রার্থনা তাঁহারা চিরজীবি হইয়া চিরকাল রূপ পরোপকারে উৎসাহি থাকুন পিরেষা পৌষস্য সপ্তবিংশতি ইতি।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রগীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৬ সংখ্যা) বুধবার ২৮ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ৯ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

২৮ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

স্ত্রীবিদ্যা।

আমরা গত দিবসীয় পত্রে “বিক্টরিয়া” বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, প্রথম দিবসে এক বিংশতি বালিকা শিক্ষার্থে নিযুক্তা হইয়াছে। এইক্ষণে ক্রমে২ তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহার স্থাপন কর্ত্তা মহাত্মাবর শ্রীযুত ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা সময়ে পাঠশালার কর্ম্মারম্ভ সূত্রে আপনার উদারচিত্তের ভাণ্ডার খুলিয়া সদভিপ্রায় সম্বলিত সবক্তৃতা রূপ অমূল্য রত্ন সকল বিতরণ করত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তৎকালীন তৎস্মরণে তাবতেই স্তব্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাবতেই কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে এই মহাশয় কেবল এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষদিগের উপকারার্থই অবনী মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এতদিবস অস্মদাদির দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার এদেশে আগমন হয় নাই, অধুনা পরমেশ্বরের অনুকম্পায় আমারদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হওনের উপক্রম হইল, কথিত সাহেব হিন্দু স্ত্রীদিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিতে করিতে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সসংস্কার সূচক করুণার ধর্ম্মে নয়ন নীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এই রাজ্যে ব্রিটিস জাতির প্রভুত্ব স্থাপন হওনাবধি অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ সাহেবের সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত শুদ্ধ এক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেই সর্ব্বতোভাবে আমারদিগের যথার্থ হিতৈষি বন্ধু দেখিতে পাই নাই, সেই সদাত্মা ব্যক্তি অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধদিগের ভ্রাতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী, যুবকদিগের বন্ধুর অপেক্ষা অধিক হিতকারী এবং বালক বৃন্দের পিতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী ছিলেন, তিনি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীমণ্ডলে অপর কোন কর্ম্মকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, কেবল এদেশের বালকগণকে বিবিধ বিষয়ের বিদ্যাবিতরণ এবং তাহারদিগের হিত চেষ্টাকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনি ইউরোপ খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু এই বঙ্গভুমি তাঁহার জন্মভুমি অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয়স্থল হইয়াছিল, তিনি স্বজাতীয়দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে তাদৃশ সুখানুভব না করিয়া শুদ্ধ আমারদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে বিশেষ সুখী হইতেন, অস্মদাদির সহিত অধিক ঘনিষ্টতা করাতে ধবলকান্তির মধ্যে অনেকে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন, এবং এক প্রকার গুরু পুরোহিত বারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাহেব এরূপ করাতে তাঁহারা বিবেচনা করিতেন তিনি স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন না।

এই মহাশয়ের নাম আর গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার নাম ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, এই মৃত মহাত্মা এতদ্দেশের যেরূপ হিতকারী বন্ধু

ছিলেন তাহা আবালবৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি কাহারো অগোচর নাই, ইনি আমারদিগের কুশলের কার্য্যে আপনার সমুদয় সম্পত্তি সংহার করিয়াছিলেন তথাচ সংহারের সময় পর্য্যন্ত স্বীয় মানসিক কল্পনা সুসিদ্ধ করণে বিরত হয়েন নাই, বোধকরি তিনি চরম কালে মৃত্যু চিন্তায় চিন্তিত মাত্র না হইয়া কেবল পুত্রতুল্য বালকদিগের চিন্তায় অধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন, উক্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলে কলিকাতাস্থ কোন ব্যক্তি কাতর চিত্তে এক গীত রচনা করেন, ভিখারিরা ভিক্ষাছলে সেই গাণ গাইয়াছিল।

যথা গীত।

“কৃপানিধি ডেবিড হ্যারকে কল্লে হরণ।
মরণের, বুঝি নাই কো মরণ॥
সদা, হাহা হাহারবে, কাঁদে শিশু সবে,
ত্রিভুবনে হবে, আর কি তেমন।
হায়, কে করিয়া প্রীতি, বালকের প্রতি,
পিতৃভাবে করে, স্নেহ বিতরণ॥
হোয়ে শশি সুধাহৃত, চকোরের মত,
ছাত্রগণ যত, করছে রোদন। ১।
খেদে, ভনে রসময়, এই অসময়, কোথা
দয়াময় রইলে এখন।
প্রভু একা আমায় ফেলে, কোথা তুমি
গেলে, কোথা গেলে পাব তোমার চরণ। ২।

এই চিরস্মরণীয় মহাশয় ইহলোক হইতে অদৃশ্য হইলে এরূপ ভাবিয়াছিলাম যে ইংরাজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ভারতবন্ধু ব্যক্তি আর আমরা প্রাপ্ত হইব না, কিন্তু দয়ালু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ সংপ্রতি ধর্ম্মশীল মেং ড্রিঙ্ক ওয়াটর বেথিউনি সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত হেয়ার সাহেবের তাদৃশ বিদ্যা ছিলনা, এবং তিনি উচ্চপদস্থ ছিলেন না, আমারদিগের ব্যবস্থাপক সাহেব অতি সুপণ্ডিত এবং উচ্চপদস্থ, সুতরাং ইহাতে ইঁহার নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইবেক, আমরা বিশিষ্ট রূপে অবগত হইলাম, ইনি বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমতে ধন ব্যয় এবং কায়িক মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম করণে কখনই ত্রুটি করিবেন না, এবং মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট হইতে সম্ভব মত সাহায্য প্রাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বগত সংখ্যক পত্রে লিখিয়াছিলাম শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ নিমিত্ত এককালীন্ ৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন, এইক্ষণে অবগতি হইল, তেঁহ তদর্থে যে সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্য ১০০০০ দশ সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক, এবং ইহার পর যাহা দান করিবেন তাহার মূল্যও ততোধিক হইবেক, এইস্থলে আমরা আর কি লিখিব, শুদ্ধ এই মাত্র কহিতেছি, হে দেশস্থ ভ্রাতাগণ, আপনারা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর এতৎ মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া মানবজন্মের সার্থকতা করুন।

অপিচ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত যখন যে সময়ে এই ব্যাপারের প্রসঙ্গ হইবেক তখন সর্ব্বাগ্রেই দক্ষিণা বাবুর নাম উল্লেখিত হইবেক, এবং অবলা বালারা বিদ্যাবতী হইয়া যে সময়ে সৌভাগ্য শালিনী হইবেন, তৎকালে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা এবং পুলকে পরিপূর্ণা হইয়া বারম্বার দক্ষিণারঞ্জন বাবুর নামোচ্চারণ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে থাকিবেন।

আমরা শুনিলাম উত্তরপাড়া নিবাসি বিদ্যানুরাগি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন গ্রামে অবিলম্বে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন, তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছে, হে শুভাদৃষ্ট, তুমি, শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার, তুমি আর এদেশে অবস্থান করিওনা, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন, আমরা প্রকাশ মতে এবিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

আমরা কোন বন্ধু বিশেষের দ্বারা অবগত হইলাম যে কলিকাতার শোভা বৃদ্ধি কারক কমিস্যনর মহাশয়েরা বসতি বাটীর টেক্স বৃদ্ধি করণের এক নূতন পন্থা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে যদ্যপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে মিউনিসিপেল কার্যের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, এবং তজ্জন্য প্রজাদিগের ও অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক, এসেসর সাহেব এরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তিনি স্বয়ং সমস্ত বাটী ভ্রমণ করত তাহার মাসিক ভাড়া নিরূপণ করিবেন, পরে যে বাটীর টেক্স বৃদ্ধিকরা আবশ্যক বোধ হইবেক সেই বাটীর অধিকারিকে আপন আফিসে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে সেই অতিরিক্ত টেক্স দিবার বিষয় জানাইবেন, তাহাতে যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, এসেসর সাহেব এই

অনুমতি প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে কোনং বাটীর টেক্স বৃদ্ধি করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কমিস্যনরদিগের প্রিয় হইবার নিমিত্ত বিলক্ষণ যত্ন করিতেছেন, কোন সম্ভ্রান্ত বংশ্য ব্যক্তি যিনি পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে এক বাটী প্রাপ্ত হইয়াছেন এসেসর সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সেই বাটীর টেক্স বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করাতে তিনি চমৎকৃত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন যে আমার বাটী যখন নূতন ছিল পূর্ব্বতন এসেসর তখন তাহার ভাড়া নিরূপণ করত টেক্স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে বাটী পুরাতন হইয়াছে তাহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ন্যায্যের বিচার মতে তাহার টেক্স বরং ন্যূন হইতে পারে কোন মতেই তাহা বৃদ্ধি হইতে পারে না, অপিচ তাঁহার এই উক্তিতে কোন ফলোদয় হইল না, বর্ত্তমান এসেসর সাহেব বলিলেন যে পুরাতন এসেসরের ভ্রম হইয়াছিল, তিনি বাটীর যথার্থ ভাড়া ধরিয়া টেক্স নিরূপণ করিতে পারেন নাই, আমরা এই সংবাদ শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, কারণ এইক্ষণে অনেক বাটীর প্রতি যেরূপ টেক্স নির্ণীত আছে তাহা প্রদান করণেই অনেকের ক্লেশ হইতেছেন, ইহাতে আবার টেক্স বৃদ্ধি হইলে কি হইবেক তাহা বলিতে পারি না, এই নগর মধ্যে এমত পরিবার অনেক আছেন যাঁহারা বড় বাটীতে বাস করেন, অথচ স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ করিতে পারেন না, কোনং প্রকাণ্ড বাটীতে কেবল দুই চারিজন স্ত্রী লোক বাস করেন, লজ্জা শঙ্কায় কোন ব্যক্তিকে ভাড়াটিয়া রাখিতে পারেন না, কিন্তু আপনারা অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করেন, এসেসর সাহেব ইহারদিগের বড়বাটী দেখিয়া টেক্স বৃদ্ধি করিলে ইঁহারা কোথায় হইতে প্রদান করিবেন, বিশেষতঃ টেক্স আফিসের কর্ত্তা মহাশয়েরা কালেক্টরি নীলামের নিয়মাপেক্ষা টেক্স আদায়ের নিয়ম অতিশয় কঠিন করিয়াছেন, কালেক্টরিতে কোন জমীদারি নীলাম হইবার অনেক দিবস পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবেরা প্রকাশ্য পত্রে তাহার বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু টেক্স আফিসের সরকারের হস্তে টেক্সের টাকা দিতে কিঞ্চিদ্বিলম্ব হইলে সে তৎক্ষণাৎ এক সপ্তাহের পূর্ব্বের তারিখ লেখিয়া একং খানা নটিস ফেলিয়া যায় এবং তাহার পর দিবসের মধ্যেই সমন আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং টেক্সের নিমিত্ত এইক্ষণেই অনেক প্রজা দুঃখ পাইতেছেন, ইহার পরে আবার টেক্স বৃদ্ধি করিলে অনেক ব্যক্তি কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিবেন।

রাজপুরুষেরা কর ঘটিত যে সমস্ত নিয়ম করেন তাহা একেবারে চিরস্থায়িরূপে নিরূপিত হইলেই উত্তম হয়, রাজা প্রজা উভয়েই আর কোন কথার উল্লেখ করিতে পারেন না, কিন্তু কর ঘটিত নিয়ম সময় ক্রমে পরিবর্ত্তনীয় হইলে তাহাতে কর গ্রাহকদিগের আশা তরঙ্গ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেই পারে, তাঁহারা কেবল কর বৃদ্ধির পন্থা দেখেন সুতরাং প্রজাদিগের যন্ত্রণার আধিক্য হয়, কমিস্যনরগণ যে কারণে বাটীর কর গ্রহণ করিতেছেন, এবং এইক্ষণে গাড়ীর কর ঘোড়ার কর লইবার সূত্র পাত করিয়াছেন, তাহার কিছুই করিলেন না, কেবল অর্থ পিপাসায় মত্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জের প্রতি ক্লেশ কর নিয়ম সকল নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন হায় কি আক্ষেপ।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ থাকিতে পারিবেক যে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক্তর ইসডেল সাহেবকে মেরিণ সারজনের পদে মনোনীত করিয়াছেন, অধুনা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে আমারদিগের গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি সাহেব ঐ নিয়োগ বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই, তিনি হর্স আর্টেলরি সংক্রান্ত ডাক্তর ডেম্পষ্টর সাহেবের উক্ত পদে নিয়োগ করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কেহং বলিতেছেন, যে ডাক্তর ডেম্পষ্টর সাহেব গবরনর জেনরল সাহেবের মতে সম্মত হইবেন না, এই কথা যদ্যপি সত্য হয়, কথিত সাহেব মেরিন সারজনের পদ গ্রহণ না করেন তবে পঞ্জাবীয় রণজয়ি সেনাদলের সমভিব্যাহারি চিকিৎসক মেং জেম্স মেকরাই সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন, যাহা হউক লার্ড সাহেবের এই বিবেচনাকে অতি অন্যায় বলিতে হইবেক যেহেতু ডাক্তর ইসডেল সাহেব কলিকাতা নগরে উপস্থিত থাকাতে তাঁহার দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে, তাঁহাকে মেরিন সারজনের পদে মনোনীত করিলে সর্ব্ব

বিধায়েই উত্তম হয়, এতদ্বিবেচনায় বঙ্গদেশীয় গবরনর সাহেব ইসডেল সাহেবকে কথিত পদে মনোনীত করিয়াছিলেন, অতএব লার্ড সাহেব তাহার অন্যথা করিয়া উত্তম কার্য্য করেন নাই, ইহাতে তাঁহার বিবেচনার প্রতি দোষারোপ হইবার সম্ভাবনা।

সিমুলিয়া হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে পঞ্জাবীয় যুদ্ধে অপমানিত হইয়া লার্ড গফ সাহেব একেবারে স্ফূর্ত্তিহীন হইয়াছেন, তিনি কোন বিষয়েই সুখানুভব করিতে পারেন না, একারণ তাঁহার প্রতি বিজ্ঞ লোক মাত্রেই স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, পঞ্জাব রাজ্যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইলে অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে লার্ড গফ সাহেব অনায়াসে জয়লব্ধ করিয়া এদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাতে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার সম্মান সুখ্যাতির সীমা থাকিবেক না, কিন্তু শীক সেনাপতি শের সিংহ সাহসিক রূপে যুদ্ধ করাতে এবং তজ্জন্য গফ সাহেবের বুদ্ধির ভ্রম হইবায় তাহার কিছুই হইল না, এইক্ষণে অনেকেই লার্ড সাহেবকে যুদ্ধ কার্য্যে অযোগ্য বলিতেছেন, এবং বিলাতেও তাঁহার সম্মান প্রভা মলিন হইয়াছে, রামনগরের যুদ্ধের ভয়ানক ব্যাপার অবগত হইয়া ডিউক আব ওয়ালিংটন প্রভৃতি বিজ্ঞ সাহেবেরাও ভয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাহউক ঐ যুদ্ধের নিমিত্ত গফ সাহেব দুঃখিত হইবেন ইহা কোন মতেই বিচিত্র নহে, এইক্ষণে আমরা সেই কথার অধিক আন্দোলন না করিয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি সুস্থশরীরে স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত জীবনের অবশিষ্টকাল সম্বরণ করুন।

বিলাতের মার্নিং পোষ্ট নামক পত্রে তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন যে শ্রীযুত স্যার জে ডবলিউ হাগ সাহেব কোন এক বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা নগরে আগমন করিতেছেন, কিন্তু সম্পাদক কার্য্যের নামোল্লেখ না করাতে অনেকেই সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, এবং অনুমান দ্বারা কেহ২ তদ্বিষয়ে এক২ টা কথার আন্দোলন করিতেছেন।

আমারদিগের দৈনিক সহযোগি ইংলিসম্যান সম্পাদক লিখিয়াছেন, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টর শেষ হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই, তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই নূতন চার্টর পাইবার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টে প্রার্থনা করিবেন, অতএব বিলাতের প্রধান সাহেবেরা স্যার জে ডবলিউ হগ সাহেবকে এদেশে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি এখানে আসিয়া প্রজাদিগের অবস্থা ও রাজকীয় নিয়মাদির পরীক্ষা করিবেন, এবং তিনি যে রিপোর্ট করিবেন, তদনুসারেই পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ চার্টর প্রদান করণের বিবেচনা হইবেক, ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয়ের এই অনুমান যদ্যপি সত্যহয় তবে এক প্রকার শুভজনক বটে কারণ চার্টর দিবার সময়ে কোম্পানির কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা করা পার্লিয়ামেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। মেম্বর মহাশয়েরা চার্টর পত্রে যে২ নিয়ম লিখিয়াছেন এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তত্তাবৎ রক্ষা হয় কি না তাহার অনুসন্ধান না করিলে এদেশের প্রজাদিগের দুঃখ নিবারণ হইতে পারে না।

ফরিদপুর হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তথায় এপর্য্যন্ত বিন্দু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই; প্রচণ্ড সূর্য্যকরে নীল বৃক্ষ যাহা বপন হইয়াছিল তাহা শুষ্ক বৎ হইয়াছে কৃষকেরা [illegible] ক্ষেত্রে বসিয়া জল২ করিতেছে, [illegible] এব আর কিছুদিন যদ্যপি বৃষ্টি না হয় তবে নীলের পক্ষে বিশেষ [illegible] ত হইবার সম্ভাবনা, এবং ধান্যের পক্ষেও বিস্তর অমঙ্গল হইবেক।

আমরা অবগত হইলাম যে [illegible] ক্ক নামক নৌকার তোড়ে পড়িয়া [illegible] রির ডাকের পান্সি মারা পড়িয়াছে এবং তাহাতে অনেক ডাকের চিটি পুলিন্দা নষ্ট হইয়াছে, একজন [illegible] অগাধ জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ [illegible] য়াছে, যে সময়ে ঐ নৌকা বাষ্প জাহাজের নিকটবর্ত্তি হইয়াছিল [illegible] সময়ে মাজি সাবধান হইতে পারে নাই তাহার দাড় ছিড়িয়া গিয়াছিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কো ২০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীযদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৭ সংখ্যা) গুরুবার ২৯ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১০ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।)

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৪ আপ্রিল।

[illegible]সিয়া পর্ব্বতে পোলিটিকাল এ[illegible] সাহেবের আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ [illegible] সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৩ [illegible] আপনার কর্ম্ম পুনগ্রহণ করেন।

শ্রীযুত জি ইউ ইউল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে পূরণিয়ার [illegible]ক্টরী কর্ম্মের ভার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী আলী মহম্মদ খাঁর [illegible] গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীযুত ই জে সি রিচার্ডসন সাহেবের স্থানে ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্ম পুনগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেবের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট জি এন ওকস সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে মানভূম এলাকার কর্ম্মের ভার শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ২৪ আপ্রিল।

ত্রিপুরার একটিং কালেক্টর শ্রীযুত ও ডবলিউ মালেট সাহেব অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখ অবধি ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন ঐ তারিখে তিনি শ্রীযুত ই জে সি রিচার্ডসন সাহেবের স্থানে ঐ কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২৭ আপ্রিল।

শ্রীযুত এফ এ লশিংটন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ২৪ তারিখে কলিকাতার মাসুল আদায় করণ ও খালের তত্ত্বাবধারণের কর্ম্ম শ্রীযুত মেজর ডবলিউ রথরফোর্ড সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুত কাপ্তান জান পল্টন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১২ তারিখে বেহারের তৈনাতী সৈন্যেরদের অধ্যক্ষতা কর্ম্মের ভার শ্রীযুত কাপ্তান এফ ই বয়েল সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

সংবাদপ্রভাকর

২৯ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় উক্তি স্থলে " বিক্টোরিয়া ,, এই শব্দের পরিবর্ত্তে " বিক্টোরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয় ,, এই শব্দ হইবেক।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ আছে আমরা লিখিয়াছিলাম, বারাণসী ধামে বারাণসী চন্দ্রোদয় নামক এক অভিনব বঙ্গভাষার সমাচার পত্র প্রচার হইবার কল্পনা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান পত্র এই প্রভাকর পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল, সম্প্রতি আনন্দচিত্তে প্রকাশ করিতেছি আমারদিগের জ্ঞানদর্পণ পত্রের সম্পাদক সুধীবর শ্রীযুত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক

গত ২১ বৈশাখ বুধবার দিবসে তাহার প্রথম সংখ্যা উদিত হইয়াছে, আমরা গত দিবস তাহা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যন্ত পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ঐ পত্র প্রভাকর পত্রের ন্যায় কলেবর ধারণ করত লিথাগ্রাফি যন্ত্রে যন্ত্রিত হইতেছে, প্রতি সপ্তাহে দুই খানা করিয়া প্রকাশ হইবেক, মাসিক মূল্য ।।০ অর্দ্ধ মুদ্রা।

এইক্ষণে কাশীতে অনেক বাঙ্গালির বসতি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন গাজীপুর প্রয়াগ, মুজাপুর প্রভৃতি স্থানে অধিক বাঙ্গালি আছে, অতএব তথায় এক খানা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকটন করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, আমরা অনুরোধ করি, তদ্দেশস্থ অস্মজ্জাতীয় সমস্ত মহাশয় কাশী প্রবাসী প্রবীন সহযোগির এই নবীন উৎসাহে অনুরাগি হইয়া দেশের সম্ভ্রম রক্ষা করুন। এবং বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালি মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি সাহায্য বিতরণে ত্রুটি না করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিপি নৈপুণ্যের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন, একারণ যদিও তদুল্লেখের প্রয়োজনাভাব, তথাচ সর্ব্ব সাধারণের সুগোচরার্থ উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় প্রথমোক্তি নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, তৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

" ২১ বৈশাখ ১২৫৬ শাল কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্যাবগত হইতে অনেকে ইচ্ছা করেন অতএব আমরা বারাণসী চন্দ্রোদয় প্রকাশের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

যৎকালীন এই পত্র প্রকাশের অনুষ্ঠান পত্র ও স্বাক্ষর পুস্তক বাহির করি তখন এমত সম্ভাবনা ছিল না যে উপস্থিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব,

অধুনা ভূকৈলাসাধিপতি পরোপকার ব্রত পরায়ণ শ্রীযুক্ত মহারাজ সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু গুরুদাস মিত্র মান্যবর শ্রীযুত বাবু কালীমোহন রায় সাবর্ণ চৌধুরী ও বাবু কাশীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমপুত্র বাবু হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু তারামোহন মিত্র প্রভৃতি মহানুভব মহাশয়দিগের উৎসাহ ও সাহায্যে বারাণসী চন্দ্রোদয় পত্র প্রকাশ ব্রতারম্ভ হইল, এইক্ষণে ভরসা করি পরমকারুণিক গ্রাহক বর্গ আমারদিগের নবীনোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যত্নবান্ হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে বারাণসী রাজধানীতে যে প্রকার বাঙ্গালিদিগের বসতি বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে একখানা বঙ্গভাষার সমাচার পত্র প্রকাশের অত্যাবশ্যক, যেহেতুক এস্থানের নব্য২ বাঙ্গালিরা জাতীয় ভাষার আন্দোলনে একেবারে বিরতি আশ্রয় লইয়া অসভ্য হিন্দুস্থানীয় লোকদিগের রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, হা, কি লজ্জার বিষয়, আমারদিগের রাজপুরুষেরা দ্বীপান্তর নিবাসি হইয়াও বঙ্গভাষার উন্নতি জন্য স্থানে২ বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিতা করিয়া দিয়াছেন, আমরা মাতৃভাষাকে ভিন্ন দেশে প্রচার করিব দূরেথাকুক আপনারাই ক্রমে লুপ্ত সংস্কার হইতেছি, ইত্যাদি বিবিধ কারণে বঙ্গভাষার অনুশীলন কার্য্যে ব্যাঘাত দর্শন করিয়া বারাণসী চন্দ্রোদয় পত্র প্রকাশ করণে প্রবর্ত্ত হইলাম, এইক্ষণে গুণগ্রাহক গ্রাহকবর্গ সন্নিধানে প্রার্থনা করি তাঁহারা আমারদিগের পরিশ্রমের প্রতি নেত্রপাত করেন "

আমরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সংবাদ রসসাগর পত্রের কার্য্য এইক্ষণে অত্যুত্তম নিয়মে নিষ্পাদিত হইতেছে, আমার প্রথম কয়েক সংখ্যা দৃষ্টি করত আমারদিগের মনে তুষ্টির উদয় হয় নাই, কারণ তাহা এক ঘৃণিত সূত্রে অশ্লীলতায় পরিপূরিত হইয়াছিল, পরে অস্মদাদির তরুণ সহযোগী প্রকাশ্যরূপে তদ্দোষ উল্লেখ করত একেবারে পরিহার পুরঃসর লেখনী দেবীকে সুসেবী করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যে পর্য্যন্ত আনন্দান্বিত হইয়াছি তাহা বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারিনা, সংপ্রতি কার্ত্তিক বাসরীয় রসসাগর পত্র পাঠ করিলেই আমারদিগের ন্যায় সকলে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তত্ত্বাসম্পাদক অতি উত্তম বিষয়ে সুমধুর শব্দে উৎকৃষ্ট রূপে গদ্য পদ্য রচনা করিয়াছেন, প্রার্থনা করি ক্ষেত্র বাবুর পবিত্র চরিত্র ক্ষেত্র বিবিধ প্রকার বিচিত্র ভাব স্বরূপ শস্য শোভায় সুশোভিত হউক, এবং দেশীয় বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা সমাদর পূর্ব্বক আনুকূল্য করত সম্পাদকের শ্রম সাফল্য সাফল্য করুন।

মদ্যপেয়ি পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই তাহারা যখন প্রমত্ত হইয়া উঠেন তখন পৃথিবী অতি ক্ষুদ্রবৎ জ্ঞান করে তাহারদিগের আত্মীয়পর কিছুই বিবেচনা থাকে না ইহার এক ভয়ানক দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বগত বাসরীয় ইংলিস ম্যান পত্র হইতে নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

জি এ পেনিংটন নামক একজন পাইলাট টিনা সরিম নামক বাষ্পীয় জাহাজের কর্ম্মকারক মেং সাহেবের বাটীতে সি জোন্স নাম অপর এক জন মেট পাইলটের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন যে কালে তিনি পীড়িত ছিলেন পেনিংটন যখন জোন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁহার স্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না তিনি বন্ধুর পীড়া ও অপরাপর বিষয় ঘটিত অনেক কথোপকথন করিলেন, পরে বিয়ার ওয়াইন এবং ব্রাণ্ডি পান করিয়া একেবারে মত্ত হইয়া উঠিলেন তাঁহার পূর্ব্ব ভাবের অভাব হইল, এবং জোন্স সাহেবের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত বেড়াইবার প্রস্তাব করিলেন জোন্স পীড়িত ও শয্যাগত তিনি তার কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতে মদোন্মত্ত পেনিংটন একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া লাঠির দ্বারা ঐ পীড়িত বন্ধুকে গুরুতর রূপে প্রহার করিলেন তাঁহার উপরোধ অনুরোধ কিছুই শ্রবণ করিলেন না, অপিচ সেই প্রহার জন্য মেং জোন্স সাহেব গত রবিবার দিবসে পরলোক গত হইয়াছেন এবং মেং পেনিংটন সাহেব কারাগারে গিয়াছেন বিচারান্তে যাহা হয় তাহা জ্ঞাত হইলে পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করিব।

ইংরাজী পত্রে বিদিত হইল "শীকেশ্বরী রাণী চন্দ্রকুমারী যিনি ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তিনি এইক্ষণে নেপালে গিয়া রহিয়াছেন।"

রাণীর এরূপে পলায়ন এবং নেপালে অবস্থান করাতে আমারদিগের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ হইতে পারে।

প্রথম সংখ্যক বারাণসী চন্দ্রোদয় পত্রে লিখিত হইয়াছে "উক্তা রাণীর চণ্ডালগড়ের দুর্গ হইতে পলায়ন করার কারণানুসন্ধানে ব্যক্ত হয় যে এজেণ্ট গবরনরের নাজির অর্থ লোভে রাণীকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এই ক্ষণে ঐ বিষয়ের তদন্ত হইতেছে।"

কতকগুলীন যুবক বাঙ্গালি কাশীধামে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা নাম্নী এক সভা স্থাপনের কল্পনা করাতে তাঁহারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বারাণসী চন্দ্রোদয় সম্পাদক যে সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলাম, যেহেতু সংবাদ পত্র এবং সভা ইহারা বিদ্যা, সৌভাগ্য, সভ্যতা ও বিজ্ঞান প্রভৃতির জনক জননী হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের একত্র সংযোগে অধিক সুখের সম্ভাবনাই আছে।

বারাণসী চন্দ্রোদয় পত্রে লিখিত হইয়াছে, গাজীপুরস্থ হিন্দুস্থানি প্রজাদিগের অনুৎসাহ জন্য গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া তথাকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্য তুলিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণ নগরের কোন বন্ধু লেখেন যে সংপ্রতি তথায় সুবৃষ্টি হওয়াতে লোক সকল গ্রীষ্ম দেবের দৌরাত্ম্য হইতে কিছু দিনের জন্য নিস্তার পাইয়াছেন, এবং নীল করেরা আহ্লাদে প্রায় নৃত্য করিতেছেন "

যশোহরে ঐ রূপ বৃষ্টি হওয়াতে ঐ প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

গত বাসরীয় ইংলিস ম্যান পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত স্যার চারেল্স নেপিয়ার সাহেব অধিক দিবস কলিকাতা নগরে অবস্থান করিবেন না তিনি অবিলম্বে সিমুলিয়া পর্ব্বতে যাইবেন অতএব দুই জন প্রধান সেনাপতির পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে কিন্তু সেনাদিগ্যে পারিতোষিক প্রদান করণেরকার্য্য নেপিয়ার সাহেবকে সম্পন্ন করিতে হইবেক, এবং সেনা দলের হ্রাস বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবও তাঁহার দ্বারা বিবেচিত হইবেক।

গত বাসরীয় ইণ্ডিয়ান টাইমস্ নামক পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে আমারদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিস প্রহরী ও তৎসংক্রান্ত অপরাপর কর্ম্মকারকদিগের প্রতি এরূপ অনুমতি করিয়াছেন, যে তাঁহারা

যে সকল ব্যক্তিকে ধৃত করত পুলিসে প্রেরণ করিবেন তাহাবদিগের শরীরের প্রতি কোন আঘাত করিতে পারিবেক না যদ্যপি এই অনুমতি অবজ্ঞা করে তবে তাহারদিগের দণ্ড হইবেক, অতএব এই অনুমতির দ্বারা পাহারাওয়ালাদিগের অত্যাচার নিবারণ হইবার সম্ভাবনা।

সপ্তক্ষীরা।

বিদ্যা সমাজ।

গত মঙ্গলবারের শেষ।

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ চতুর্ধুরীণের বক্তৃতা যথা।

শ্রীযুত পিতৃঠাকুর এবং শ্রীযুত পিতৃব্য মহাশয়েরা অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের সহিত বিদ্যালয় সংস্থাপন উপলক্ষে যে বাদানুবাদ করিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া আমি যে এমত দুর্ব্বোধ চঞ্চল চিত্ত বালক ছিলাম, এতচ্ছ্রবণে এইক্ষণে দেখি আমার সেই চাঞ্চল্যটি অতি স্থাত্ত্বিকতাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, ঐরূপ বালকতাটিও গাম্ভীর্য্যকে পাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ অহো অহো ইত্যাকার শব্দ হঠাৎ স্বভাব জাত একটি শব্দ মুখ হইতে বারম্বার নিঃসৃত, তানন্তর দেখি অস্মৎ মন ইন্দ্রিয় স্তিমিত ভাবে মধ্যাহ্নার্কের ন্যায় মস্তক সমস্ত্র স্থান বিশেষে ভ্রমতমঃ নাশ পূর্ব্বক উদয় হইয়াছেন, তখন তাঁহার অনুকম্পায় শুদ্ধ বুদ্ধি নির্ম্মল চিত্ত হইয়া দেখি যে অত্র সভায় উপস্থিত প্রস্তাব সামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত নহে, এ দেখি একখানি অপূর্ব্ব পুরাণ সৃষ্টি হইল, ভাল যদি বল যে ষট্ সংবাদ ভিন্নতো পুরাণ হয় না, এস্থানে তাহা কোথায় না এস্থানেও ষট্ সংবাদের অপ্রতুল নাই, যেহেতু ইতি পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইবেক, এমত সংবাদ পরম্পরা সম্বন্ধে অনূ্যন ৫ পাঁচ বার শুনা গিয়াছে, অতএব ছয়ের পূরণ এবারের বার জানিবেন, তবে বেদব্যাস বক্তা ঋষিগণ শ্রোতার আবশ্যকতা বটে, বল এস্থলেও তাহা হইয়াছে, যথা, শিরোমণি ঠাকুর মহাশয় বেদব্যাস স্বরূপ বক্তা অপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ঋষিতুল্য শ্রোতা হইয়া এই বিদ্যা প্রস্তাব সদৃশ অত্যাশ্চর্য্য একখানি পুরাণ সৃষ্টি করিলেন, অতএব সভাস্থ মহাশয়দিগের সমীপে এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা অধুনা অত্র কল্পিত বিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ভক্তি পূর্ব্বক এই মহাপুরাণের পুরায়ণ আরম্ভ করুন, যে তৎপাঠে ও শ্রবণে কলিকলুষ কুলের নাশ হইয়া জীব সকল এককালীন্ দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন অলং বিস্তরেণ।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

কবিতা।

এক সদ্য প্রসূত সন্তানের প্রতি।

পয়ার।

কোথা ছিলে কোথাএলে কিছুই না জান
সম্পদ বিপদ সব সমভাবে মান ॥
তব চারু মুখ হেরি মায়াতে মোহিত।
জনক সানন্দ তব জননী সহিত ॥
তুমি কিন্তু তাহা দের নিরখিয়া মুখ।
প্রকাশ না কর কেন মানসিক সুখ ॥
কি ভাব তোমার মনে জানেন ঈশ্বর
অকারণে হাস্য ভরা আস্য মনোহর
অকারণে রোদন করিছ মাতৃ কোলে
নাজান কিরূপ স্নেহ জননীর বোলে ॥
ক্রীড়া ছলে হস্ত পদ করিছ চালনা।
তুচ্ছ বোধ প্রসূতির লালনা পালনা ॥
ইন্দ্রত্বে ঔদাস্য হয় নিরখিয়ে তোরে।
পুলকেতে নয়ন নির্ঝরে বারি ঝোরে ॥
মনে হয় এই ভাব চির দিন রয়।
বিমল আনন্দে গত সকল সময় ॥
ফলে এই সাধ পূর্ণ হইবার নয়।
প্রবল সবল কাল সতত বিজয় ॥
কালে এই সন্তানের বৃদ্ধি হবে যে...।
ক্রমেতে বালক বলি না ডাকিবে ...
অন্তরে বাহিরে কত রবে রিপু ...।
কখন প্রফুল্ল চিত্ত কখন ব্যাকুল ...
বিভুর কৃপায় যদি হয় জ্ঞানবান ...
সুখেতে হরিবে কাল যদবধি প্রা... ॥
নতুবা সংসর্গ দোষে বুদ্ধি হবে ...।
পিতা মাতা দুঃখ হেতু জগতে প্র...
অতএব ওহে প্রভু করুণা নিধান
সন্তানের সুখ কল্পে কুরু কৃপা ...
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বের পা...।
তব পদে সমর্পণ করি এ বালক।
ভোগ মোক্ষ সকলের তুমি হে...
শিশুর বিপদ সদা করুণ বারণ।

জনক ...

☞ এই প্রভাকর পত্র র... ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিক... সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর ... পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ ... গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ...১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✲ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥
॥ ✲ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪০৮ সংখ্যা) শুক্রবার ৩০ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১১ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসা... ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞাত করা যাইতে ... আগামি ২৬ মে তারিখে অথ... হার পূর্ব্বে একখানা বাষ্পীয় জা... ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত ...টিতে প্রেরিত হইবেক।

...রিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

...ডিপার্টমেণ্ট।

... ১৮৪৯।

...বাদপ্রভাকর

---

৩০ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কোন দেশহিতার্থি ব্যক্তির সুখ্যাতির শব্দ কর্ণকুটিরে প্রবেশ করিলে আমরা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া তদ্বিষয় প্রকাশে অত্যন্ত যত্ন করিতে থাকি, এবং সেই মহাত্মা ব্যক্তি অপরিচিত হইলেও তাঁহার কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করি এবং তদ্দর্শনেও বোধ হয় যেন তাঁহাকে প্রতিক্ষণ চিত্তভবনে দর্শন করিতেছি, এই প্রকার সদ্গুণান্বিত ব্যক্তি সকলকে জগদীশ্বর অরোগি ও দীর্ঘজীবি করুন, যাহাতে দেশের অশেষ প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা।

জিলা হুগলির অন্তঃপাতি রায়পুর পরগণার বেণীপুর থানার অধীন “ বলাগড়ী ,, নামক সুবিখ্যাত গ্রাম নিবাসি ধার্ম্মিকবর বিদ্যানুরাগি শ্রীমান্ শ্যামানন্দ গোস্বামি মহাশয় প্রায় তিন বৎসর হইল আপন গ্রামে দেশীয় ভাষার এক দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তথায় বলাগড়ী এবং তদ্দিগস্থ কতিপয় ভদ্রগ্রামের অনূ্যন ১৮০ জন বালক তিনজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক কর্ত্তৃক সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং বঙ্গভাষায় নীতি ইতিহাস প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে, গোস্বামি মহাশয় সর্ব্বদাই স্বয়ং পাঠাগারে গমন পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ ও পরীক্ষাদি গ্রহণ করত বালক ব্যূহের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন, কেবল একাকী তিনি এবিষয়ের সমুদয় ব্যয় সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কাহারো নিকট কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করেন না, এতদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে সাধারণের চাঁদা দ্বারায় এক ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইনি তাহাতেও অনেক আনুকূল্য করিয়া থাকেন, আমরা শুনিয়াছি, গোঁসাই মহাশয় যুবক, তেঁহ এতত্তরুণ বয়সে সর্ব্ব প্রকার অলীকামোদ পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ সৎকর্ম্মেই নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, ইহা দেশের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর তাহা সকলেই বিবেচনা করুন, আমরা এই অবকাশে সুযোগ যুক্ত সময় পাইয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্বতন্ত্র রূপে আর একটী বালিকাবিদ্যালয়

সংস্থাপনা করুন, তাহাতে ভদ্র কুলোদ্ভবা বালারা ৫ বৎসর অবধি ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জাতীয়ভাষায় নানা বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্তা হইলে অতিশয় সন্তোষের বিষয় হইবেক, কারণ ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা দেশের অশেষ প্রকার উপকার দর্শিবেক, অতএব অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র, কথিত মহাশয় ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি, ইহা তাঁহার বিবেচনার অগোচর কি।

পাঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তগত এবং দুরন্ত শীকজাতি প্রকাশ্য সংগ্রামে বিক্রমনিহত হওন সংবাদ প্রচার হইলেও আমারদিগের সংশয় নিরাকৃত হয় নাই, অদ্যাবধি বোধ হয়, যেন দ্বিতীয় যুদ্ধ অবিলম্বে উপস্থিত হইবেক, এরূপ আশঙ্কা মনোমধ্যে উদয় হইবার কারণ এই যে শের সিংহ এবং মহারাণী চন্দ্রকুমারী পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় কারারুদ্ধ হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছেন, অনুমান দ্বারা বোধ হইতেছে যে, দুর্ভাগ্য শীকরাজার অতুল ঐশ্বর্য্য একেবারে সমুদয় অপব্যয় এবং অপচয় হয় নাই, মহারাণী চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের পর শের সিংহকে এক পত্র লেখেন, শেখপুরার দুর্গে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে এককোটী টাকা গুপ্ত আছে, তুমি তাহা লইয়া সমরকার্য্যে ব্যয় করিবা,, এই পত্র দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয় রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারা পথিমধ্যে ধৃত হইবাতে কোন ফলোদয় হইতে পারে নাই, শের সিংহ বিক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে ব্রিটিস পক্ষে কদাচ জয় সম্ভব ছিল না, উক্ত রণপণ্ডিত সিংহ অর্থাভাবে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সৈন্যদিগ্যে বেতন দিতে সমর্থ ছিলেন না, সুতরাং তাহারা তন্মতের অনুগামি হয় নাই, এইক্ষণে রাজমহিষী যদ্যপি শের সিংহের সহিত একত্র হইতে পারেন, তবে বোধ করি আকুণ্ডকুণ্ড ঘটনার অসম্ভাবনা নাই, সত্য বটে, আমারদিগের কর্ত্তা মহাশয় এবং প্রধান সেনাপতি সাহেব পঞ্জাবরাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যাহাতে বিদ্রোহ উপস্থিত না হয় এমত চেষ্টায় অহরহ যাপন করিতেছেন এবং করিবেন, কিন্তু শীকদিগকে বিশ্বাস কি, লার্ড হারডিঞ্জ বাহাদুর যৎকালীন সন্ধি পত্র নিবদ্ধ করণ পুরঃসর প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা সাধারণ প্রজাদিগ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিক্রম দর্শাইয়া ছিলেন, এবং যৎকালে গড়ের মাঠে শীকদিগের স্থানে নীত তোপ সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে সাজাইয়া ঘটা সহকারে যুদ্ধ জয় সূচক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে কোন্ ব্যক্তির না প্রত্যয় হইয়াছিল, যে এই পর্য্যন্ত শীক রাজ্যের শেষ হইল, ইহার পুনরুত্থান হওনের আর সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তৎপরে কি প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল সেই পঞ্জাব রাজ্যে না হইল, কে এমত বিবেচনা করিয়া ছিলেন, যে শীকেরা প্রকাশ্য যুদ্ধে অদমনীয় অশমনীয় ব্রিটিস সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেক, অতএব এই সকল কারণ উপলব্ধি বশতঃ আমারদিগের নিতান্ত বিশ্বাস হইতেছে, পঞ্জাব রাজ্যে আর একবার ভয়ঙ্কর রক্তারক্তির কাণ্ড উপস্থিত হইবেক, কোন২ পাঠক আমারদিগের এই বাক্যে সম্মত না হইয়া এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, যে শীকদিগের পুনর্ব্বার একত্র হওনের সম্ভাবনা কি। তাহারদিগের অর্থ এবং যুদ্ধের আয়োজন হওয়া কিরূপ সম্ভব হইতে পারে; ইত্যাদি।

আমরা উপরোক্ত উক্তির স্বরূপ উত্তর দান করিতেছি, শীকদিগের একত্র না হওনের সম্ভাবনা কি, যৎকালে লাহোর দরবারের সরদারবর্গ মূলরাজের সহিত গোপনে২ পত্রাদি লিখিতেন তৎকালে ব্রিটিস রেসিডেণ্ট সার ফ্রিডিরিক করি সাহেব তাহার বাষ্পও বিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, যখন শের সিংহ ব্রিটিস অনুকূলে গমন করিয়া প্রতিকূল হইলেন, ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারিদিগের তখন চটক্ ভাঙ্গা ছিল, শীকেরা গোপনে২ যে সকল [illegible] কাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল, [illegible] বৎ শ্রবণ দর্শনে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় পক্ষ হইতে তাহারদিগের যশো[illegible] ঘোষিত হয়, এজন্য আমরা [illegible] বিশ্বাস করিতে পারি যে শীকেরা [illegible] পনে২ কার্য্য সিদ্ধি কল্পে মনোযোগী হইবে সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ রাজা গোলাব সিংহ এপর্য্যন্ত স্বাধীন আছেন, তাঁহাকে বন্ধুভাবে ইংরাজের [illegible] না করিয়া ভাবনাশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি কালসর্পের প্রতি আস্থা রাখিলে শেষ পস্তাইতে হয়, গোলাব সিংহ সময় পাইলেই স্বীয় কণ্টক বিস্তার করিবেন, গত যুদ্ধে যৎকালে ইংরাজ পক্ষের পুনঃ২ অশুভ সংবাদ প্রচার হয় তৎকালে গোলাব সিংহের সহায়তা করণ সমাচার বারম্বার সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, পরে পরাজয় পক্ষে শীক পক্ষ শরন করিলে উক্ত রাজা মহাশয় সখ্য সহযোগে ইংরাজ পক্ষের সংশয় দূরীকরণ করিয়াছেন।

পরন্তু ইউরোপ খণ্ডেও খণ্ডপ্রলয় উপস্থিত, রুসিয়াধিপতি টর্কি অর্থাৎ তুরাণ রাজ্যাভিমুখে আগমন করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষস্থ অধিকারের প্রতি তাঁহার বহুদিবসাবধি কুদৃষ্টি আছে, একবার ভয় দেখাইয়া আফগানস্থানে ইংরাজদিগকে ধনে প্রাণে মজাইয়া দিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সেরূপ দুর্দ্দশা কোন কালে কোনস্থলে প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতএব তাহারা আসিয়া এই সময়ে শীক পক্ষ হইলে শীকদিগের পরাক্রমের সীমা থাকিবেক না।

ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

ভূম্যধিকারি সভার উপস্থিত অনুষ্ঠান পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের উপকার। এবং বঙ্গদেশের উপস্থিত পোলীসের বিবরণ। এবং পোলীস ঘটিত প্রচলিত আইন কর্ম্ম বশতঃ বিপরীত ফলোৎপাদক, এবং দেশের দুঃখ, এবং অপব্যয়, এক স্থলে সাধারণে বিজ্ঞাপ্তি হওত সভা কার্য্য প্রচলিত করিবার ইষ্টাপ্রাপ্তি, সাধারণে বিবেচনা এবং কর্ত্তব্যার্থে যাহা কর্ত্তব্য ঝটিতি সমাধা করণার্থ এবং গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি যে পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে প্রজার স্বচ্ছন্দ বাসের যত্ন করিয়েছেন এবং যে গোলোযোগ ঘটনায় সরকারী ব্যয় বাহুল্য এবং লোকের দুঃখ ও অপব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত মফঃসলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের দেশাচার বিজ্ঞাপন হইয়াছে, এবং উপস্থিত অনুষ্ঠান পত্রের প্রার্থনা, সফল ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশ হিত করণের উপায় অভাব, এই সকল দৃষ্টি গোচরার্থে লিখিত যথা।

বঙ্গ দেশে যবনরাজ্যের প্রায় অবসান কালে ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের এবং ফ্রেঞ্চ হোলেণ্ড ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশবাসি ব্যবসায়ি লোকের তেজারত কলিকাতা, বরাহনগর, আগরপাড়া, পাঁড়ুয়া, বেলকুঠি, কুমারখালী, কাশীমবাজার, শান্তিপুর, ঢাকা, লক্ষীপুর, এবং পাটনা ইত্যাদিতে শত২ কুঠি দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি হওয়ায় এতদ্দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ে ধন সঞ্চয় হওয়াবধি রাত্রে ডাকাইতি চুরী দৌরাত্ম্য এদেশে আরম্ভ হয়, ইংরাজী ১৭৬৫ সালে ইংরাজ বাহাদুর দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্তে প্রথমতঃ রাজস্ব সংস্থাপনে ব্যস্ত এবং মুরসিদাবাদে নেজামত সম্বলিত গোলোযোগে সুশাসন অভাব ঘটনায় ইংরাজী ১৭৭২ সাল ২১ আগষ্টে ফৌজদারী আদালত চাকলায়২ স্থাপন হয়। এবং কালেক্টর সাহেবান প্রতি উক্ত কাছারির কার্য্য তদারকের ভারার্পণ ইহাই হয় যে প্রকৃত সাক্ষী প্রাপ্তি এবং দৌরাত্ম্য বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার হইতেছে কি না, তাহা দর্শন করেন। উক্ত রীতি দ্বারা মুরসিদাবাদে নেজামত স্থাপন হয়। যদ্দারা চাকলার ফৌজদারী আদালতের গুরুতর দণ্ড বিষয়ে বিশেষ বিচারের ব্যবহার হয়। এবং মুরশিদাবাদের মালের কমিটীর সাহেবান্ প্রতি উক্ত নিজামত আদালত তদারকের ভারার্পণ হয়, মুরসিদাবাদের রেবিনিউ অর্থাৎ মাল কমিটীর কাছারিভঙ্গ বরখাস্ত, হইলে কলিকাতায় এক দারোগা নিযুক্ত দ্বারা নিজামত আদালত স্থাপন হয়; এবং কৌন্সেলের প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক বিবেচনা পূর্ব্বক দণ্ডাদি অবধারিত হইত, ১৭ অক্টোবর ১৭৭৫ সালাবধি উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য প্রচলিত থাকে, পরে নাএব নাজেম প্রতি ফৌজদারী তজবিজের ভারার্পণ হইয়া নিজামত আদালত পুনরায় মুরসিদাবাদে স্থাপন হয়। তৎকালেই নাএব নাজেম এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ফৌজদারী পদে নিযুক্ত করেন, মৌলবি দ্বারা দণ্ডাদি অবধারিত হইবার নিয়ম হয়, ৬ বৎসরাবধি ফৌজদার দ্বারা কার্য্য প্রচলিতে সুনিয়ম ও সুবিধা বিবেচনা না হইবাতে ৬ আপ্রিল ১৭৮১ সালে ফৌজদারী ও তদধীনের থানাদারী কর্ম্ম রহিত হয়, চাকলার ফৌজদারী আদালত পূর্ব্ব নিয়মানুসারে নাএব নাজেমের বিচারাধীনে স্থায়ী থাকে, কিন্তু দেওয়ানি আদালতের জজ সাহেবান্ মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত হইয়া ডাকাইৎ ইত্যাদি ধৃত করত নিকটস্থ ফৌজদারী আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করিতেন, অনন্তর যাহাতে গবর্ণমেণ্ট দেশের অপরাধ বিষয়ের বিশেষ বিবেচনা করণক্ষম হইতে পারেন তৎ-তাৎপর্য্যে সেই কালেই এক স্বতন্ত্র বিচারস্থল কলিকাতায় স্থাপন হয়। যাহাতে স্বয়ং গবরনর জেনরল বাহাদুর কর্ম্ম দৃষ্টি করিতে পারেন। এবং দণ্ডের বিবরণ মাসিক রিপোর্টে চাকলার ফৌজদারী আদালতের বিচার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল, এবং

উক্ত দপ্তরে রিমেম্ব্রান্সর জনেক সাহেব গবরনর জেনরল বাহাদুরের সাহার্য্যকারী পদে নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন জমিদার বর্গের প্রতি উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের ক্ষমতার ন্যূনতা ক্রমে বিচারের সমূহ ব্যাঘাত ঘটনা হয়, অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবান্ প্রতি পূর্ব্ব দস্ত চোর, ডাকাইৎ ধৃত করণ ক্ষমতার্পণ মাত্র থাকায় বিচার করণের ভারাভাবে নূতন ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় যথা।

ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হইয়া বহুকালাবধি বিচার প্রাপ্তি হইত না, এবং দীন দুঃখি লোক বিচারাভাবে কারাবদ্ধ থাকিত, ইহাতে দোষের দণ্ডাপেক্ষা অধিক দণ্ড প্রাপ্তি ঘটনা হইত, এবম্ভূত কারণে ২৭ জন ১৭৮৭ সালে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবান্ দোষী ধৃত করণ ও বিচার করণের ভার প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু বহুতর হত্যা চুরী ডাকাইতি এবং দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনা হইবায় বিবেচনা হইল যে অপরাধী লোক ঝটিতি ধৃত ও দণ্ডাভাবে দৌরাত্ম্য দূরীকরণাভাব হইতেছে, অতএব অহিত নিবারণ কামনায় ৩ ডিসেম্বর ১৭৯০ সালে সকুট আদালত স্থাপন হয়, মোসলমানের সরানুসারে দণ্ড অবধারিত থাকে, এবং গবরনর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলের মেম্বর মহান্ নেজামত আদালতে উপবিষ্ট হইতেন, উক্ত কালীন জমিদার ও তালুকদারের প্রতি ভারার্পণ ছিল যে স্বীয়২ অধিকারের অপরাধী ধৃত করণ ও থানায় নিযুক্ত করণ ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সপ্তক্ষীরাখ্য।

বিদ্যা সমাজ।

গতবারের শেষ।

শ্রীযুত আনন্দনাথ ওহাদাদারের বক্তৃতা যথা।

বিদ্যা বিষয়ের উদ্যোগ হওয়াতে দেশস্থ ভদ্র কি ইতর তাবতের মন প্রসন্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে তাহা অবশ্যই হইতে পারে, আশ্চর্য্য শ্রবণ করুন এই উদ্যোগে বিদ্যাও হর্ষযুক্তা হইয়াছেন, তদ্বিবরণ আনুপূর্ব্বিক নিবেদিত হইতেছি, গত দিবস প্রাণশায়ের হইতে সপ্তক্ষীরায় বাসস্থলে গমন করিতেছিলাম রাজবর্ত্মের কিয়দ্দূর গমনানন্তর এক নারী ষোড়শী সুবেশা সুকেশা গজেন্দ্রগমনে উদ্বিগ্ন চিত্তে মমসম্মুখেতে প্রত্যক্ষ হইল আমি চমৎকৃত হইয়া অসামান্যা জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিলাম হে মাতঃ আপনি হরগেহিনী কি গোলোক ধাম বাসিনী, কিম্বা বাগ্দাত্রী সরস্বতী কি সাবিত্রী সতী বা হইবেন, আর উদ্বিগ্নের কারণ কি উত্তর করিলেন আমি বিবেকের কন্যা জ্ঞানদা বিদ্যা আমা হইতে মহা মোহাদির বিনাশ হয়, কিয়দ্দিবস আমার আলোচনার বিরহ সাগরে পতিতা হইয়া অবিদ্যা রূপিনী কুম্ভির আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছে স্ত্রীলোক ভয়শীলা আমি ভীতা হইয়া ক্রমে অবসন্না হইতেছি মহৎ জনের সাহায্য ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায়াভাব, আমি কহিলাম হে মাত কাচিন্তা আপনি জ্ঞাতা আছেন, বিষম অথচ ঘোর যে দুর্গম দৈববলে তাহাও লঘু হয় তব বিপদ বার্ত্তা দেব সমীপে বিজ্ঞাপন হইয়া শ্রীমানের সঙ্কল্পরূপ তরণি প্রস্তুতা হইয়াছে, তাহাতে উত্তীর্ণা হইয়া অচিরাৎ তটবর্ত্তিনী হইবেন, আপনকার অভিলষিত স্থানে যে ছাত্রগণের পাঠশালা তাহাও নির্ম্মাণ হইতেছে, [illegible] ক কাল সমাদরে পরম সুখে বাস [illegible] বেন, মাতা কহিলেন কর্ণধার বিহীনে তরণির গতি সম্ভব নহে আমি [illegible] রূপে সমুদ্র হইতে তটস্থা হইব আমি কহিলাম শ্রীমান পার্ব্বতীনাথ ও উমানাথের উদ্যোগ স্বরূপ কর্ণধার [illegible] সভার সভ্য বর্গের আনুকূল্য [illegible] তে দেবনাথের সংকল্প তরণির [illegible] করাইবেন, এই বাক্য শ্রবণে [illegible] সানন্দিতা অথচ প্রফুল্লা হইয়া [illegible] নের দিগের তদতিরেক সভ্য [illegible] প্রশংসা করিবেন, আমার প্রা[illegible] এই যে সুভাপতির সংকল্প ও [illegible] চতুর্থ মহাশয়ের উদ্যোগ তদ্ভিন্ন মহাশয়দিগেয় কায়িক সাহাযা ও নুকূল্যের ক্রমে দৃঢ়তা হয় এ উ[illegible] গ ভঙ্গ হইলে মাতা বিদা আম[illegible] মিথ্যাবাদী জ্ঞান করিবেন আমি জিম্ভিত হইব, সাধারণে উপহাস [illegible] বেন মহতের কর্ম্ম লজ্জা [illegible] করা অতএব আপনারা মহৎ [illegible] অবাবধানে যে বিহিত করিবেন ই[illegible]

শ্রীদেবনাথ চৌধূ[illegible]

সম্পা[illegible]

এই প্রভাকর পত্র রবি[illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকা[illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দি[illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রক[illegible] হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কে[illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মত্তভ্রমীষদ্দমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৪০৯ সংখ্যা) শনিবার ৩১ বৈশাখ ১২৫৬ সাল। ইং ১২ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সা[illegible] ব্যক্তিদিগে জ্ঞাত করা যাইতে [illegible] যে আগামি ২৬ মে তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে একখানা বাষ্পীয় জা[illegible] ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible] হাটিতে প্রেরিত হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসলের কর্ম্মচারী।

[illegible]টিম ডিপার্টমেণ্ট।

[illegible] মে ১৮৪৯।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ২ মে

[illegible]মের কমিস্যনর শ্রীযুত মে[illegible] র এফ জেনকিন্স সাহেব গত মা[illegible] র ৯ তারিখে আপনার কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করেন এবং ডেপুটী কমিস্যনর শ্রীযুত মেজর জে মাথি সাহেবের স্থানে আপন কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত টি সি টুটর সাহেব গত মাসের ১৬ তারিখে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের লোহার ডগাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেন্ট সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্টী কর্ম্ম শ্রীযুত কাপ্তান ডবলিউ এচ ওক্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন।

সংবাদপ্রভাকর

৩১ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা।

চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় "হাস্যরসের কৌতুক তরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া স্মের বক্তে, অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে যে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরাও আমোদিত হইলাম। সম্পাদক মহাশয় প্রবীণ, আমারদের পিতামহ তুল্য পূজ্য, অতএব তাঁহার অবয়বে কালের করাল আক্রমণ হইলেও তিনি অদ্যাপি হাস্যরসে রসিক হইতে অক্ষম নহেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় চিত্ত সন্তোষ জন্মিল, আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম দাদা মহাশয় বুঝি হাস্য রস কৌতুক প্রভৃতি যৌবনের লক্ষণ সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বালিকা শব্দ শ্রবণে তাঁহার যেরূপ রঙ্গরস দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় বীর্য্য বিক্রমের হ্রাস মাত্র হয় নাই, তবে কেবল কুম্ভকর্ণের ন্যায় সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সামান্যতঃ কোন সাধারণ ব্যাপারে ব্যাবৃত্ত হয়েন না, স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়াছেন, এবং চন্দ্রিকা দেবী বৈষ্ণবী হইয়া হরিবোল হরিবোল শব্দ করত শুদ্ধ ইংরাজী পত্র গুলীনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

যাহাহউক, এমত প্রাচীন পুরুষের কৌতুক রঙ্গ দেখিয়া আমারদেরও কৌতুক হইল, কিন্তু কালের বর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়া অনন্তর দাদা [illegible]

[illegible] শর বয়সের বৈগুণ্যে অথবা রজগুণের [illegible] মস্তকাতে বিলক্ষণ হতচেতা হইয়াছেন, গত সংখ্যক পত্রেতে লেখেন যে, " এক একজন নব্য হিন্দু স্বজাতীয় রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন," কর্ম্মে বালিকারদিগকে উপদেশ করিলে " স্বজাতীয় রীতি নীতি পরিবর্ত্তন " হয় না, বরঞ্চ প্রাচীন রীতি নীতি সংস্থাপন হয়। পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই, বরং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই দিয়াছেন। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

অস্যার্থ। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা দিবেক।

যদিও ধর্ম্মসভা সম্পাদকের সহিত বিবাদ করি আমারদের এমত ক্ষমতা নাই, তথাপি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রবীণ সম্পাদকের প্রমাদ দর্শাইলে নবীন লোকেরও দূষণাবহ হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা নব যৌবনকালেও প্রাচীন দাদা মহাশয়ের ন্যায় রসিক হইতে পারিলাম না, একারণ তাঁহার অপূর্ব্ব উক্তির সর্ব্বাংশের উত্তর দেওয়া সাধ্যাতীত, তাঁহার উক্তি " বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎপুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য [illegible] ত্তরা কি ছাগাদির খাদকত্ব শেষ রাখি[illegible] যা, বয়ঃকরে নব্যদিগের কন্যারা প্রথিমধ্যে [illegible] দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবেক ইত্যাদি " ইহাতে বুড়া সম্পাদকের কি অপূর্ব্ব বুদ্ধি, এরূপ উক্তি কি প্রকারে করিলেন তাহা তিনিই কহিতে পারেন, পঞ্চম অবধি নবম বর্ষীয় বালা, যাহারদিগের দৃষ্টি মাত্রেই অন্তঃকরণে স্নেহ, দয়া এবং বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়, পৃথিবীতে এমত কোন পাপাত্মা পুরুষ আছে যে তাহারদের দেখিয়া মদনানলে প্রজ্বলিত হইয়া বলের দ্বারা কৌমার হরণে উদ্যত হইবেক, তিনি কি আয়ুর প্রভাবে অজ্ঞান [illegible] অদ্ভুত ভাব ব্যক্ত করিলেন তাহা আর না করাই যে এক প্রকার নূতন ভাবনার ব্যাপার হইল, তবে বলিতে পারি না পিতামহ নামানুযায়ী গুণানুসারে নূতন সৃষ্টি করিলেন আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং পিতামহ পিতামহের ন্যায় হইলে এ শব্দ লিখিতে পারেন।

পরন্তু পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির খাদ্য খাদক সম্বন্ধ বলিয়া ব্যাঘ্র ছাগলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এদৃষ্টান্তও চমৎকার বটে, মানুষের উপমায় বাঘ ছাগলের কথা ধর্ত্তব্যই হইতে পারে না, এজন্য আমরা ঐ পশুর দৃষ্টান্তে প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেই ইচ্ছা করি না।

অপিচ রক্ষক কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে গমন করিলেও আশঙ্কার বিষয় আছে, ঠাকুর দাদার মনে এমত শঙ্কা কেন হইল, তাহা করিতে পারিলাম না, রক্ষকেরা ভক্ষক হইলে অতিশয় ভয়ের বিষয় বটে, কিন্তু তাহার মূল আছে, পাত্র [illegible] পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া ভয়ই কেন করেন, তবে তাঁহার " মনের ভাব, পেটের কথা," ইহাতে ভয়ের কারণ থাকিলে করিতে পারেন, তাঁহার সেই কারণের কার্য্য বারণের বাধা হইবেক না।

সম্পাদক লেখেন, " যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন," একথার উত্তর আমরা কি লিখিব, বহুবাজার নিবাসী শ্রীমান নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মান্য নহেন, শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মান্য নহেন। শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মান্য নহেন বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, বাবু হরিনারায়ণ দে মান্য নহেন। তবে তাঁহার মতে কাহাকে মান্য বলা যায়, যাঁহারা কুলবিশিষ্ট হইয়া স্বভাবে আছেন এবং স্বাধীনতা দ্বারা সম্ভ্রমের সহিত সময় সম্বরণ করেন তাঁহারদিগকে অবশ্যই মান্য কহিতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন অনেক বিশিষ্টবংশ্য মহাশয়েরা কন্যা প্রেরণ করিতেছেন, এবং করিবেন।

অনেক মানুষের ধন নাই, বড়ং বাড়ী, জুড়িং গাড়ী নাই, কিন্তু উত্তম বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, সৎকর্ম্ম আছে, উৎসাহ আছে, চেষ্টা আছে, ইহাতেও কি তাঁহারা সদ্বংশজ হইয়াও নীচ হইবেন, লঘুত্ব এবং গুরুত্ব কেবল কার্য্যের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম না করিয়া নিয়তই আনাবিল সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহারা কখনই লঘু হইবেক না, সে যাহা হউক, [illegible] মহাশয় যে ভয় করেন তাহা গিয়া, অতএব বার্দ্ধক্যকালে সৎকর্ম্ম সাধনে কেন আর বাধা দেন, স্থির রূপে বিবেচনা করিলে ইহাতে অনেক উপকার দেখিতে পাইবেন, এবং যদি না পান, তবে বলুন, আমরা ধরিয়া দেখাইব।

[illegible]ধিকারি সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত বারের শেষঃ।

সেই সামুদায়িক নিয়ম ১ মে [illegible]৩ সালে সংশোধিতানন্তর ফৌজদারী বিবরণ তদারক ও দণ্ড করণের ন্যস্ততার পোলীসের প্রতি হইয়া প্রচলিত আছে।

উক্ত বিবরণ বিবেচনা করিলে ইংলণ্ডীয় রাজা রাজ্য ভার গ্রহণাবধি পোলীস বিষয়ে স্থির উদ্বিগ্নচিত্তে দেশের অহিতাচার ঘুচাইতে নানা কৌশল ও পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি করেন নাই।

ইংরাজী ১৭৬৫ সালে ইংরাজ বাহাদুর রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া ৭২ সালে এক নিয়ম করেন, পরে ৭৫ সালে উক্ত নিয়ম অহিতানুরোধনে নিয়মান্তর করেন এবং এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ফৌজদারী পদে নিযুক্ত করেন, ৬ বৎসর মধ্যে ফৌজদারী হইতে অহিত বৃদ্ধি হওয়াতে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া জজ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন, এবং জমীদার লোকের কবুলতিতে স্বীয় অধিকারের চোর, ডাকাইৎ ধরিয়া দিবার এবং থানাদার রাখিবার একরার লয়েন তাহাতেও শাসনাভাবে ১৭৯৩ সালাবধি অত্র ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত উপস্থিত নিয়মে কার্য্য প্রচলিত আছে, এবং মাজিষ্ট্রেট তৎপরে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং দারোগা শ্রেণি বেতনাধিক্যে ক্রমশঃ নিযুক্ত করিয়াও খুন, ডাকাইতি দৌরাত্ম্য দিনং বৃদ্ধি হইতেছে।

এবং পোলীসের প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ বিবেচনার্থে সন ১৮৩৭ সালের ৭৫ নম্বর এবং ১৮৩৮ সালের ৯ নম্বর সরকুলর পত্রের প্রত্যুত্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবান স্বস্ব অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করেন তাহার সংক্ষেপ যথা।

পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে আমলা সাক্ষীর জোবানবন্দী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ডেস্ক হইতে চুরি করিয়া লওয়াতে খুনী মোকদ্দমার তজবিজ হইতে পারিলেক না। এবং উপস্থিত বন্দোবস্তে পোলীস সংশোধন কদাচ হইতে পারে না, উপস্থিত দারোগা হইতে যে কর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে তাহাই সাহেবের আশ্চর্য্য বোধ হয়। জিলার পোলীস কদাচ উপযুক্ত নহে লোভী দুরাত্মা চাকর যথা বড় ক্ষুধিত জলৌকা দরিদ্র রোগীর গাত্রে বসান হইতেছে, ইহাদিগের যত ক্ষুধা অধিক হইতেছে তত আহারীয় লোভ বৃদ্ধি হইতেছে।

বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় যে ১৮৩৩ সালাবধি জঙ্গল মহলের সহিত সংযোগে ডাকাইতির অত্যন্ত প্রতিভা ছিল, মাজিষ্ট্রেট পেটিন সাহেবের সদ্বিবেচনায় অনেক নিবারণ হইয়াছে, তিনি সকল বদমাএস এবং ছোটলোককে রাত্রি যোগে একত্রে একস্থানে অবস্থিতি করাইতেন, রাত্রে তদারকে চৌকির মধ্যে রক্ষিত হইত। সাহেব স্বয়ং উক্ত রীতি দোষাবহ অনুমান করিয়াও স্থায়ী রাখিয়াছেন, এবং চৌকিদার মাত্রেই ডাকাইতির বাণীকর, এবং পাবনার মাজিষ্ট্রেট গ্রাম্য চৌকীদারের প্রতি উক্ত অভিপ্রায় লেখেন, এবং হুগলী, বর্দ্ধমান, নওয়াখালী, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, নবদ্বীপ, মেদিনীপুর, মুরসিদাবাদ, ময়মনসীং, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ঢাকা বারাসৎ, ত্রিপুরা, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের লিখনানুসারে গ্রাম্য চৌকিদার লোক চোর ডাকাইতের মূলীভূত ইহাই গবর্ণমেণ্টে বিজ্ঞাপ্তি করান হয়।

১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৮ ধারানুসারে চোর ডাকাইৎ উচক্কা দুষ্ট চরিত্রের লোক ও সন্দিগ্ধ মনুষ্য সকল অর্থাৎ যাহারা ব্যবসা ও পরিশ্রম ব্যতীত দিন গুজরান করে, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া বিচার করিবার অনুজ্ঞা হয়, উক্ত আইনের ১৩ ধারায় গ্রাম্য পাইক ও চৌকিদার পোলীসের দারোগার তাঁবিয়ান করা হয়। অতএব পোলীসের দারোগা ও গ্রাম্য পাইক সহযোগ হওয়াতে দেশের নিগূঢ় বিবরণ অবিজ্ঞতা-

য় উক্ত বন্দোবস্ত ঘটনা হইয়া এ যাবৎ দৌরাত্ম্য নিবারণ হইতেছে না।

এতদ্দেশে বিবাহিত ও নিকাই-ত দুই শ্রেণী জাতি আবহমান প্রচলিত আছে। বিবাহিত শ্রেণী গৃহস্থ পদবাচ্য, নিকাইত শ্রেণি উচক্কা চোর বদমাএস লোচ্চা লোকন্দরা পদবাচ্য অতএব গৃহস্থ পদবাচ্য যথা।

ব্রাহ্মণ ১ ক্ষত্রিয় ২ কায়স্থ ৩ বৈদ্য ৪ রাজপুত ৫ দৈবজ্ঞ ৬ ভাট ৭ পতিত ব্রাহ্মণ ৮ জাতি বৈষ্ণব ৯ সদ্গোপ ১০ পল্লবগোপ ১১ মণিবনিক ১২ কাংস্যবণিক ১৩ গন্ধবণিক ১৪ শঙ্খবণিক ১৫ সুবর্ণবণিক ১৬ তাম্লী ১৭ তেলী ১৮ তন্তুবায় ১৯ মালাকার ২০ কর্ম্মকার ২১ স্বর্ণকার ২২ বারুই ২৩ নাপীত ২৪ আম্বরী ২৫ যোগী ২৬ চাসাধোবা ২৭ ধোবা ২৮ সূত্রধর ২৯ কিত্রকর ৩০ পোদ ৩১ কাপালী ৩২ ভাস্কর ৩৩ গুড়ি ৩৪ নড়ি ৩৫ তৈলকর ৩৬ গাঁড়ার ৩৭ বাইতি ৩৮ কৈবর্ত্ত ৩৯ ধীবর ৪০ মুদক ৪১ তিরকর অর্থাৎ ধনুক নির্ম্মাণকর ৪২ চক্রী অর্থাৎ কাঁচের কর্ম্মকার ৪৩ গঙ্গাপুত্র অর্থাৎ শব দাহকারক ৪৪ শূদ্র কায়স্থ গোলাম কায়স্থ ৪৫ শুঁড়ি ৪৬ কম্বুলিয়া ৪৭ চর্ম্মকার ৪৮ ইত্যাদি। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে চর্ম্মকার ও শুঁড়ী যদিস্যাৎ নিকাইত শ্রেণিতে গণ্য তথাচ অধিকাংশ ব্যবসায়ি দৃষ্ট হইতেছে।

নেকাইত অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে গণ্য যথা।

হাড়ি ১ কাওরা ২ বাগদী ৩ ডোম ৪ তিয়র ৫ জালিয়া ৬ বেদ্যা ৭ সিকারী ৮ চণ্ডাল ৯ দুল্যা ১০ বাজীকর ১১ আউল্ খাচারী—নাগ্রাখাদি ১২ শিউলি ১৩ নিকারী ১৪ পটুয়া ১৫ পাশী ১৬ ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

আমরা শ্রুত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এজুইকেসন্ কৌন্সেলের সেক্রেটরি তথা মিডিকেল কালেজের সম্পাদক এবং অধ্যাপক ডাক্তর মোয়েট সাহেব ঐ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মের নিমিত্ত যে নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হইতেন সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে ৪০০ চারি শত টাকা কর্ত্তন করিয়াছেন, উক্ত মহাশয় পূর্ব্বে প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসা করিয়া উপার্জ্জন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, এ কারণ অধিক বেতন নির্দ্ধারিত ছিল, অধুনা বেতন ন্যূন হওয়াতে চিকিৎসা করণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, বোধ করি ডাক্তার সাহেবের পক্ষে ইহা সুখকর হইবেক না, যেহেতু তাঁহার কর্ম্মের লাঘবতাতো কিছুই হইল না, তিনি নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক কোন্ সময়ে রোগিদেখিবার অবকাশ পাইবেন। বিশেষতঃ নূতনরূপে পশার করা সহজ ব্যাপার নহে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু।

অদ্য মহাশয়ের বহুমূল্য প্রভাকর পত্রে নিম্ন লিখিত “ কস্যচিৎ সন্দিগ্ধচিত্ত জনস্য „ স্বাক্ষরিত এক অঙ্ক প্রকাশ হইয়াছে, তজ্জন্য তদুত্তরে উক্ত ব্যক্তির সন্দিগ্ধতা দূরকরণ জন্য কতিপয় পংক্তি প্রেরণ করিতেছি স্থান দানে বাধিত করিবেন।

যথা, অঙ্ক।

“ তিন জন লোকে ভিক্ষা করিয়া ১৮ টাকা পাইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির অর্দ্ধেকাংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তির ৩ ভাগের একভাগ, তৃতীয় ব্যক্তির ৯ ভাগের একভাগ পরস্পর অংশমতে টাকা বিভাগ করিয়া লইলে ১ টাকা অতিরিক্ত থাকে, ঐ টাকা অতিরিক্ত হওনের কারণ কি „

যথা উত্তর।

প্রথম ব্যক্তি অর্দ্ধেকাংশের হিসাবে (অর্থাৎ ॥০ আট আনা রকমে) ৯ টাকা পাইবেক। দ্বিতীয় ব্যক্তি তিনাংশের একাংশের হিসাবে (অর্থাৎ ।/৬॥— রকমে) ৬ টাকা পাইবেক। তৃতীয় ব্যক্তি নব্ব আংশের একাংশের হিসাবে (অর্থাৎ ৴১৫॥২ দন্তী রকমে) ২ টাকা পাইবেক।

১৭ টাকা।

মোট রকম অংশ ৮৴২ — ২ হইতেছে।

যদ্যপি ষোল আনার পূর্ণ হইত তবে কিছুমাত্র অতিরিক্ত হইত না যেহেতু ষোল আনা পূর্ণ হওনের ৩ দন্তী গণ্ডা কমি আছে, তজ্জন্য তাহাদিগের স্বীয় অংশের ১ টাকা অতিরিক্ত রহিয়াছে।

কস্যচিৎ সন্দেহ ভঞ্জন কারস্য।

মোং ভবানীপুর।

২১ বৈশাখ ১২৫৬।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম, মতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪১০ সংখ্যা) সোমবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৪ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ২৬ মে তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটিতে প্রেরিত হইবেক।

মরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১০ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্টঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগনার ৫৫ গ্রামের অন্তঃপাতি বরাহনগরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতি অথবা ভাড়াটিয়া বাটী ও এক পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৮৴ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগের কিয়দংশে রামধন চক্রবর্ত্তির এক বাটী ও ভূমি এবং কিয়দংশে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে বেচারাম মাইতির এক বাটী ও ভূমি।

২ দফা বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক ফলবান্ বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৪৴ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর এবং পশ্চিম দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মধুসূদন নাপিতের এক বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে বৈকুণ্ঠনাথ রায়ের এক বাটী ও বাগান।

৩ দফা। বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগনার অন্তঃপাতি সেয়ালদহের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করি

15

ণী অনেক বৃক্ষ এবং ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালা বৈঠকখানা আছে তুমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। পশ্চিম দিগে রোস্তম পার্সির বাজার। উত্তর দিগে মুন্সী ফজলকরিমের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে মৌলবী বিরাজল হকের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য দিবসে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মাগারে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইল যে মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসী মৃত হিন্দু প্রজা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আপনার জীবিত কালে এবং মরণের সময়াবধি শ্রীশ্রীযুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের অধীনস্থ বেলিয়াঘাটার খালের কুৎঘাটার দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং অন্যান্য আশয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার পূর্ব্বোক্ত মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসি প্রজা হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অর্পিত হইবেক, যিনি উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির এক মাত্র পুত্র, এবং শাস্ত্রানুযায়ি ব্যবস্থাক্রমে যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েন ইতি।

G. O. BEEBY.
Practor.

জি, ও, বিবি।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীল।

কলিকাতা।
৭ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

এতদ্দিনের পর ভারতবর্ষে লৌহময় বর্ত্ম পৃষ্ঠে বাষ্পীয় শকট পরিচালনের কার্য্য আরম্ভ হইবেক, তাহার সংপূর্ণ সম্ভাবনা হইল, যেহেতু গত স্থলপথগামি ডাকযোগে যে সকল সংবাদপত্র এতন্নগরে আগত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই এক সুখকর বিষয় লিখিত আছে, যে বোম্বাই লাইন অর্থাৎ বোম্বাই হইতে উক্ত বাষ্পীয় শকট গমনের বর্ত্ম শ্রেণী নির্ম্মাণ বিষয়ে আমাদিগের বিলাতীয় কর্ত্তা মহাশয়েরা কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে বিলাতস্থ এবং এতদ্দেশীয় উক্ত লভ্যজনক বিষয়ের অংশি মহাশয়েরাও পরিতুষ্ট হইতে পারেন, ফলে গত মেইলে বিশেষ সংবাদ প্রাপ্তি হইল না, লিডনহাল ষ্ট্রিটস্থ বিধাতা মহাশয়েরা আমারদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় করণার্থ কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তত্তাবৎ যে খে ডাক রওয়ানা হয় তদ্দিবস পর্য্যন্তও সাধারণ সমাজে প্রচার হয় নাই, আমারদিগের বোম্বাই নগরীয় ইংরাজ সহযোগী কহেন, নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছেন, ত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সদিগের মত, ৫ টাকা সুদে এক কোটী বিংশতি বৎসরের মুদ্দতে প্রদান বেন, পরে এই নির্দ্দিষ্ট সময় গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছানুসারে তৎপূর্ব্ব বৎসরের লভ্য পরিমাণে অর্থ করত অংশিদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারিবেন, অথবা ত আরো ২৫ বৎসরের নিমিত্ত পূ য়মে অর্থাৎ ৫ টাকা সুদে টাকা বেন। রেইলওয়ে কোম্পানির ক্ষমতা রহিল যে স্বেচ্ছানুসারে ৬ পূর্ব্বে সংবাদ প্রদান করিলেই মেণ্টকে উক্ত সময়াবধি ব্যয়ের টাকা প্রদান পূর্ব্বক রেইলওয়ে আপনা গের অধীন করিতে হইবেক, রেই য়ে কোম্পানির সহিত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মকারক কোর্ট অফ ডৈরে ক্টর্সদিগের যেরূপ নিয়মাদি ধার্য্য হই য়াছে, তাহার সারমর্ম্ম উপরিভাগে লিখিত হইল, ইহাতেই গ্রাহক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন, যে পূর্ব্বে যে প্রকার হয়, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা ৫০০০০০০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা সত্য নহে; শতকরা পাঁচ টাকা লইয়া ১০০০০০০০ এক কোটী টাকা প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন, এই বিপুল অর্থ ব্যয়ে বোম্বাই হইতে মুরবাড় নামক স্থান পর্য্যন্ত বর্ত্ম প্রস্তুত হইতে পারিবেক, এতদ্ভিন্ন তাহার এক শাখা এবং তৎসম্বন্ধীয় সেতু সংক্রমণাদি নির্ম্মিত হইতে পারে, এমত কল্পনা, বোম্বে টেলিগ্রাফ পত্রের একজন বিলাতস্থ পত্র প্রেরক লেখেন "তিনি কোটী টাকা সংগৃহীত হইলে ভাগীরথীর আদ্যস্থান অর্থাৎ গঙ্গোত্তরী নামক প্রদেশ পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন হইতে পারে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে এই সাধারণ মঙ্গল কর অনুষ্ঠান হইবেক, ইহা পাঠ করত দেশহিতৈষি মাত্রেই তুষ্ট হইবেন, এই বিষয় বহুদিবসাবধি আন্দোলিত হইতেছে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই ধার্য্য ছিল না, হেমন্ত কালের সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কখন প্রকাশ কখন প্রচ্ছন্ন হইতেছিল, মধ্যে এমত সংবাদ প্রকটিত হয় যে উল্লেখিত সূর্য্যের এককালীন উদয় হইবেক না কিন্তু পরমেশ্বর প্রসাদাৎ এতকালের পর পরিপূর্ণ প্রভা ধারণ পূর্ব্বক তাহা পশ্চিমে উদয় হইতেছে, অতএব অবশ্যই অস্মদাদিকে বিশেষ সুখি হইতে হইল, যেহেতু বহু কষ্টের পর ভাগ্যোদয় হইলে তাঁহাতে যেরূপ সুখোৎপত্তি হওয়া সম্ভব তদ্রূপ অনায়াসে লব্ধ ব্যাপারে সুখ সংঘটন হয় না এই ভারতবর্ষের বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি জন্য এক কোটী টাকা ব্যয় হইবেক, বোধ করি এমত প্রকাণ্ড কাণ্ড কস্মিন্‌কালে এই ভারত সাম্রাজ্যে সম্পন্ন হয় নাই, এতদ্বিষয়ের লভ্যের কথা কি কহিব, বিলাতে এই রেইলওয়ের অনুগ্রহে অসংখ্য গ্রাম নগর হইয়াছে, কত কত উপনগর মহানগর হইয়াছে, এবং কত২ শ্রীশূন্য দেশ কমলার গৃহ স্বরূপ প্রভা প্রকটন করিতেছে, বিবেচনা করুন, ভারতবর্ষের মধ্য দেশে যে সকল বাণিজ্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে তত্তাবৎ পথের দুর্গমতা হেতু বশতঃ বিফল হইয়া রহিয়াছে, রেইল রোড প্রস্তুত হইলে উল্লেখিত দুর্গমতা পলায়ন করিবেক, তদ্দ্বারা বাণিজ্য কার্য্যের সুশৃঙ্খলতায় ভারতবর্ষ ক্রমশঃ লক্ষ্মীর অনুগ্রহে বিবিধ বিষয়ে বর্দ্ধিষ্ণু হইবেক, কারণ বাণিজ্য ব্যতীত শ্রিক্ষ সুশ্রা আবির্ভূতা হন না, যথা। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী,, ৪।

আমরা বাণিজ্যের সুগমতা বিষয়ে পুরাবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছি যে যৎকালীন ইংলণ্ডীয়েরা দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ সুরট নগরে বাণিজ্য করণে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে মধ্য দেশেতেই তাবৎ প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শকট যোগে বাণিজ্য করিতে হইলে বহু ব্যয় স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ প্রতিবন্ধকতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, পরে দৈবানুগ্রহ বশতঃ ডাক্তর বৌটন সাহেবের ভাগ্য প্রসন্নতায় এই বঙ্গদেশ মধ্যে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিতে আদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই ক্রমশঃ তাঁহারা এই অখণ্ড ভারতরাজ্যের আধিপত্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং বাণিজ্য কার্য্যের সুগমতায় তাঁহারা দয়া প্রকাশ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে, না করাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পরন্তু আমরা অবগত হইলাম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানি অর্থাৎ যাঁহারা কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত রেইলওয়ে স্থাপনার কল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা ও ওয়েষ্টর্ন ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়মে, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু এ বিষয়ের বিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই।

গত শনিবার রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকা সময়ে বোম্বাই এক্সপ্রেশ দ্বারা বিলাতের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ব্যক্ত করে যে মহারাজ চারল্‌স আলবর্ট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে কেবল আয়রলণ্ডরাজ্য ঘটিত প্রস্তাব সকল গুরুতররূপে আন্দোলিত হইতেছে। ওলিম্পিক থিয়েটর নামক বিখ্যাত নৃত্যাগার অনল দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। আর২ সংবাদ আগামিতে প্রকাশ হইবেক।

ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠানপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত শনিবারের শেষ।

নিকাইত শ্রেণীর মধ্যে গৃহস্থাচারী ষোল অংশের ষষ্ঠাংশ লোক প্রাপ্তি দৃষ্ট হইতেছে, এবং গৃহস্থ ভদ্রাচারি শ্রেণীর মধ্যে ষোল অংশে

র দুই অংশ জারদোষী অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে ধৃত করিতে হইবেক। গৃহস্থ শ্রেণীর ব্যবহার এই যে যদিস্যাৎ গৃহস্থের কর্ত্তা কুকর্ম্মোন্মুখ হয়েন তবে স্ত্রী পুত্র পরিবারে তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে স্বীয় কল্যাণার্থে তাঁহাকে কুকর্ম্ম করিতে নিবারণ করিবেক, যে হেতু পরিবারের কর্ত্তা বিহীনে সংসারের দুঃখ সকলে বিজ্ঞপ্তি আছে। জারসংসর্গে প্রথমতঃ বিবেচ্য যে মদ্য, মাংস, চৌকীদার ঘটিত অপব্যয়, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি গৃহস্থ হইতে প্রয়োজন আধিক্য বিধায় চুরী ডাকাইতি দাঙ্গা মিথ্যা শপথ জাল সাজী ইত্যাদি ব্যতীত ব্যয় নির্ব্বাহ সম্ভবে না, অতএব আবহমান উক্ত শ্রেণী কুকর্ম্মান্বিত পদে ধৃত হইয়াছে, এবং নেকাইত স্ত্রীলোক এক পুরুষা ভাবে অন্য লম্পট সহজে প্রাপ্ত হয় প্রযুক্ত উক্ত কুকর্ম্ম করাইবার প্রয়োজিকা অবশ্যই হয়।

এতৎ গুহ্য বিবরণ অবিজ্ঞাত প্রযুক্ত পাইক চৌকীদার চোর ডাকাইৎ এক দলভুক্ত এবং এক শ্রেণীবদ্ধ এবং ভায়াচারা কুটুম্বিতা ও পরস্পর স্ত্রী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত থাকিবাতে পরস্পর চৌর্য্যবৃত্তি ব্যতীত চৌকীদার ও চোরের গুজরানের অসংযোগ চির দৃষ্ট হইতেছে, অতএব উপস্থিত বন্দোবস্তের আমূল বিবেচনা করিলে দৌরাত্ম্যের প্রাকৃত কারণ প্রতীতি হইবেক, অতএব বঙ্গদেশের পোলীস ও চৌকীদারের সুমর বিবেচনার্থে সন ১৮৩৮ সালে মাজিস্ট্রেট সাহেবানের রিপোর্ট অনুসারে নির্ণীত যথা।

জিলা।	থানা।	বরকন্দাজ।	প্রতি থানায় বরকন্দাজ।	গ্রাম্য চৌকীদার।	প্রতি থানায় গ্রাম্যচৌকীদার
দিনাজপুর	১৭	১৮২	১০	৭৪৭০	৪২৯
মালদহ	৮	৯৫	১২	২১৯২	২৭৪
রঙ্গপুর	২০	৩১২	১৫	৭৫৯৪	৩৭৯
রাজশাহী	১০	১৫৪	১৫	৪২৫৫	৪২৫
বগুড়া	৯	১২৫	১৪	৩২৯৪	৩৬৬
পাবনা	৯	১৩৩	১৫	৩২৫৫	৩৬১
মুরশিদাবাদ	৩৬	৭২৪	২০	৩৫৯৮	১০০
বীরভূম	১৮	২৫৭	১৪	১৩৮৮১	৭৭১
ময়মুনসিংহ	১৩	১৭২	১৩	৫৭৮৭	৪৪৫
ঢাকা	২০	২৪৭	১২	২৭৯৯	২১৫
ছিলহট	১৫	২০০	১৩	৩১৪৬	২০৯
বাকরগঞ্জ	১৩	১৮৩	১৪	২৭৯৯	২১০
ত্রিপুরা	১১	১২০	১১	২৮৮২	২৫৬
নওয়াখালী	৯	১০২	১১	১৭৬১	১৯০
হুগলী	১৮	৩৩৭	২০	৯৫৫৯	৫৩০
বর্দ্ধমান	১০	১৪৮	১৫	৮৯৭৭	৮০
বাঁকুড়া	১২	১৪৯	১২	৫৩৯৪	৪৪৯
চব্বিশপরগনা	১৬	৪৩১	২৭	৩৩৫৮	২[illegible]
বারাসত	৬	১২৭	২০	২০০১	৩[illegible]
যশোহর	১২	১৪৮	১২	৪০৪২	৩[illegible]
নবদ্বীপ	১৬	২০১	১২	৩৭৫৮	২[illegible]
মেদিনীপুর	২৩	২২৫	১১	৪৬৪০	২[illegible]
	৩২১	৪৮০২	৩১৮	১০৫৫৮৯	৭৬
ত্রয়োদশ থানার ফাঁড়িদার				১৫৯৬	
				১০৭১৮৫	

৯ জিলায় থানার দস্তুর ১০। ১১। ১২ বরকন্দাজ ফি থানা।
৯ ঐ ঐ ১৩। ১৪। ১৫ ঐ হারহারি ফি থানা
৩ ঐ ঐ ২০ ঐ বরকন্দাজ .... ১[illegible]
১ ঐ ঐ ২৭ ঐ গ্রাম্য চৌকীদার ৩৩[illegible]
ফি বরকন্দাজ প্রতি চৌকীদার .... ২[illegible]

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়)

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রায় মতন্দ্রমীষদমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৯১ সংখ্যা।) মঙ্গলবার ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৫ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিদিগে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ২৬ মে তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত ঘাটিতে প্রেরিত হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১০ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা তিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তফির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্রম তাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত জিলা নদীয়া পরগনে মাম জোয়ানের বীর নগরের অথবা উলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে হরীশপ্রাণ মুস্তফির পরিবারের বসতি বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঞ্জনৌরের নঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলকুঠি যাহা নঘাট বলিয়া বিখ্যাৎ তাহাতে ৪ জোড়া হৌজ এবং তাহার সকল সরঞ্জাম ও ৮ আট খানা খড়ুয়া গৃহ ও ৪ চারিটা গোলা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪/০ চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে চূর্ণি নদী। পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি। উত্তর দিগে কালাগাছা নামক নীলকুঠি। এবং দক্ষিণ দিগে নঘাটার হাট।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাঁজনৌরের ছাতিমতলা নামক স্থানের শামিল ছাতিমতলা নামক এক নীলকুঠি তাহাতে চারিটা হৌজ

১৭

ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও এক ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ১২ বারোখানা খড়ুয়া গৃহ এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৭৴০ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পুর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাজনৌরের চাকদহ অথবা শিবগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্য স্থিত যে এক কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ।।২ বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে কিশোরি তেলির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কালাচাঁদ স্বর্ণকারের বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে তাঁতিদিগের বাটী ও ভুমি। এবং দক্ষিণদিগে প্রকাশ্য রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD,
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড
সরিফ।

কলিকাতা।
৪ মে ১৮৪৯।

সংবাদ প্রভাকর

৩ জ্যৈষ্ঠ. শকাব্দাঃ ১৭৭১।

স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা সম্পাদক।

গত শুক্রবাসরীয় চন্দ্রিকা পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় অভিনব "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে" সন্দিগ্ধ হইয়া অথবা রহস্য করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন বোধ করি পাঠকগণের মধ্যে অনেকে তাহা দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, এবং তাঁহার সমুদয় আপত্তি নিষ্পত্তি করণার্থ আমরা শনিবারের পত্রে যেরূপ লিখিয়াছিলাম তাহাও অনেকের নয়নগোচর হইয়াছে। ঠাকুরদাদা মহাশয়ের পূর্ব্বকার লেখা মনোগত অভিপ্রায় হইতে উদ্ভব হয় নাই, এইক্ষণে প্রাচীন হইয়াছেন, একারণ বয়সের ধর্ম্মে মুখ ভারতি দ্বারা যত হয়, অর্থাৎ রঙ্গরস আমোদ প্রমোদাদি কাব্য দ্বারা কাল ক্ষয় করিতেই সুখানুভব করিয়া থাকেন, ইহাতেই তিনি "হাস্য রসের কৌতুক তরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া স্মের বক্তে" পরিহাসচ্ছলে ইয়ং বাঙ্গালদিগের সহিত একবার কৌতুক করিয়াছিলেন, দাদা মহাশয়ের অন্তঃকরণে যদিস্যাৎ গন্ধি করণের অভিপ্রায় না থাকিত তবে লীলাবতীর প্রতি "রাজকন্যা" এবং যে বিবি বালিকাবর্গকে শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতেছেন তাঁহার প্রতি "উপাধ্যায়াণী শব্দ" কখনই প্রয়োগ করিতেন না, সুতরাং যখন এরূপ লিখিয়াছেন তখন তিনি বহুরূপির ন্যায় এক প্রকার কৌতুক দেখাইয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

অনুমান করি ঠাকুরদাদা মহাশয় এমত ভাবিয়া থাকিবেন, এই প্রকার দুর্ব্বল উপায়ে যদি অস্মদাদিকে দুর্ব্বল করিতে পারেন তবে অতি সহজেই দুর্য্যোধনের তুষ্টি এবং শকুনির সন্তোষ জন্মাইবেন, কিন্তু তাহা [illegible] হইল না, এই অজেয় ধনঞ্জয়কে [illegible] জয় করিতে না পারিয়াই প[illegible] ভীষ্ম দাদা স্বয়ং শরশয্যাশায়ী [illegible]ন। পিতামহের প্রথমাবধিই এ [illegible] আন্তরিক টান্ আছে, কিন্তু [illegible]ন, পুরুষ অর্থের দাস, এপ্রযুক্ত [illegible] গুরুকে সমভিব্যাহারী করত [illegible] শেষ্যে অন্ধরাজার পরিবারের [illegible] সহায়তা করিতেন, সংপ্রতি [illegible] দ্বারা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত [illegible]।

বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে [illegible] আমরা যাহা লিখি এবং গত [illegible]য় চন্দ্রিকা পত্রে একজন পত্র [illegible] যাহা লেখেন তৎপাঠে সন্দেহ [illegible] বিনাশ হইয়া প্রবীণ সম্পা[illegible] মনে নবীন উৎসাহের আবির্ভা[illegible] হইয়াছে, ইহা কি আনন্দের বিষয় এতকাল চকোরারাধ্যা চারু চ[illegible] চতুর চক্রবাক্ চঞ্চল চঞ্চুর গ্রহ[illegible] করিয়াছিল, এইক্ষণে সেই বিষম [illegible] ও নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার হইয়া [illegible]র সৃষ্টি হওয়াতে পাঠক চকোরের পক্ষে যে প্রকার পরম তুষ্টির ব্যাপার হইয়াছে তাহা বচনীয় হইতে পারে না, এতন্নিমিত্ত আমরা অব্যক্ত সন্তোষ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিতেছি, তিনি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্মদাদিকে কৃতার্থ করুন।

চন্দ্রিকা সম্পাদকের গত [illegible] উক্তি, যথা।

"আমরা গত সংখ্যক চন্দ্রিকা "পত্রে "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয় "[illegible] " বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম "তাহাতে অনেক আশঙ্কার কথাই "[illegible]না করা হইয়াছিল, তাহার কা"[illegible] আমরা পূর্ব্বে তদ্বিশেষ জানি"তে পারি নাই, আমারদিগের অন্য"[illegible] পত্রে "পাঠকস্য" ইত্যাদি "যে পত্র প্রকটিত হইল তাহাতে "লেখক যেরূপ লিখিয়াছেন তদৃষ্টে "[illegible]ত বিশ্বাস হইতেছে যে ইহাতে "কোনরূপ অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা "নাই, যেহেতু পঞ্চম বর্ষ অবধি নবম "[illegible] বালারা প্রহরি কর্ত্তৃক পরি"বেষ্টিতা হইয়া বিদ্যালয়ে প্রেরিতা "হইলে অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা "[illegible]? ফলতঃ তাহারা বিবাহিতা হই"য়া যৌবনকাল প্রাপ্তা হইলে পাঠ"শালে গমন করাতে অবশ্যই দোষ"জনক হইতে পারে"।

এইক্ষণে ধর্ম্মসভার কর্ত্তা মহাশয়েরা কি বলেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, তাঁহারদিগের প্রধান যন্ত্র যে চন্দ্রিকা, তাঁহারা এতদিন যে যন্ত্রের যন্ত্রী হইয়া বাদ্য করিতেন, নৃত্য করিতেন এইক্ষণে তাঁহারদিগের সেই যন্ত্র সেই তন্ত্র পরিত্যাগ করত "স্বতন্ত্র সম" স্বতন্ত্র হইয়া স্বতন্ত্র তন্ত্রের মন্ত্র গ্রহণ করিল, সুতরাং অধুনা পুরাতন যন্ত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বতন্ত্র তন্ত্রের পদ্ধতিক্রমে মন্ত্র না লইলে মন্ত্রণার বিষয় কি হইবেক; যন্ত্র ছাড়া হইয়া থাকা উচিত হয় না, কারণ যন্ত্র না পাইলে যন্ত্রণা পাইবেন।

যেমন বস্ত্র দ্বারা অগ্নি আচ্ছাদিত হইতে পারে না, হস্ত দ্বারা সূর্য্য প্রভা প্রচ্ছন্ন হইতে পারে না, বালুকার সেতু দ্বারা সমুদ্র প্রবাহ অবরুদ্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ মিথ্যার আবরণ দ্বারা সত্যের জ্যোতিঃ কখনই আচ্ছন্ন হইতে পারে না, অতএব চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় যখন মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিহার পুরঃসর সত্যপথাবলম্বন করিয়াছেন তখন আমারদিগের এক মুখী লেখনী শতমুখী হইলেও তাঁহার গুণ বর্ণনা করিতে সমর্থা নহে, যেহেতু তেঁহ এ বিষয়ে স্থাপনকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অধিক অনুরাগী হইয়াছেন, করুণাশীল মেং বেথিউন এবং তাঁহার সহকারি বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তথা বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা এমত নিয়ম করিয়াছেন যে পাঁচ বৎসর অবধি নয় বৎসরের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা যাইবেক, ইহার পরে অর্থাৎ বিবাহ হইলে পরে আর লওয়া যাইবেক না। ঠাকুরদাদা লিখিয়াছেন "তাহারা বিবাহিতা হইয়া যৌবন কাল প্রাপ্তা হইলে পাঠশালে গমন করাতে অবশ্যই দোষজনক হইতে পারে"

এই উক্তিতে দাদা মহাশয়ের এরূপ অভিপ্রায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে বালিকারা বিবাহের পরেও বিদ্যালয়ে যাইতে পারে, যৌবনবিশিষ্টা হইলে যাওয়াতেই দোষ আছে, সুতরাং চন্দ্রিকার মতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গমনে নিষেধ নাই, ফলে তাহা হইবেক না, উর্দ্ধ সংখ্যা নবম বর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।

যখন ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় অস্মদাদির অভিমতের অনুকূল হইয়াছেন তখন নিঃসন্দেহরূপে কহিতে পারি ধর্ম্মসভাধিপতি হিন্দু চূড়ামণি ধার্ম্মিকবর রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন, সভাধ্যক্ষ রাজার পরামর্শ ব্যতীত পত্রাধ্যক্ষ সভাসম্পাদক প্রকাশ্যরূপে এপ্রকার কোন কর্ম্ম অথবা সংবাদপত্রে এতদ্রূপ উক্তি করিতে পারেন না, নিশ্চিত কহিতে পারি, প্রথম বারের লেখা রাজাভিমতে বা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে প্রকটিত হয় নাই, চন্দ্রিকার কোন লেখক বন্ধু কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, ইঁহারা উভয়েই বিরক্ত হইয়া সত্যের মহিমা প্রচারার্থ দোষ সংশোধন করিয়াছেন, বিশেষতঃ সেই লেখার সহিত এই লেখার অনেক বিভিন্নতা দেখিতেছি, পূর্ব্বলেখা অদ্ভুত কৌতুকে কর্কশ বাক্যে এবং দোষে পরিপূর্ণ ছিল, শেষের লেখা সংপূর্ণরূপে পবিত্র, যদিও অল্প, তথাচ সদভিপ্রায়ে সুশব্দে এবং উত্তম রসে বিভূষিত হইয়াছে, ইহাতে সকলেই বিবেচনা করিবেন, এই উক্তিই যথার্থ সম্পাদকীয় উক্তি।

চন্দ্রিকার লেখার দ্বারাই বৃদ্ধ রাজার মত ব্যক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ, বিশেষতঃ তন্মধ্যে শ্রীমান্ ধীমান্ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি প্রাচীন মতের পরম প্রিয় এবং এক

দেশীয় সংবাদপত্রের বিশেষ বন্ধু তিনি, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক, বাবু রামরত্ন রায়, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু গোপাললাল ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বংশ্য মহাশয়গণ। বাবু হরিনাথচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নীলমণি মতিলাল বাবু রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু হরিমোহন সেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাবু কালীচরণ দত্ত, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু রামময় দত্ত, বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, বাবু শিব নারায়ণ ঘোষ, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, শ্রীমতী রাসমণি দাসী, বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক, বাবু কাশীনাথ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু গুরুচরণ সেন, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু মতিলাল শীল তথা বাবু গুরুদাস দত্ত প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু ধনি মহাশয়েরা এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক এবং প্রযত্নবান্ হইয়া উক্ত বিদ্যাগারে আপনাপন গৃহের বালাদিগকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করুন, এই সূত্রে দেশের এবং প্রত্যেক্ পরিবারের যে প্রকার উপকার হইবেক তাহা তাঁহার দিগের অগোচর কি? স্ত্রীজাতিকে চিরকাল হীনাবস্থায় রাখা কদাচই উচিত হয় না, অবিদ্যারা বিদ্যা শিক্ষা করিবে না শাস্ত্রের কোন স্থলে এমত প্রমাণ নাই, শিক্ষার বিধিই ভূরিং পাওয়া যাইতেছে, তাহারা তোমার দিগের ন্যায় সমান অংশে সুখ প্রত্যক্ষ করুক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহারদিগে এরূপে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখাকে তোমারদিগের পুরুষ বলিয়া পুরুষত্ব কিছুই দেখা যায় না, বরং কেবল কাপুরুষত্বই প্রকাশ পাইতেছে বহুদিনাবধি তোমারদের এবং তোমারদের দেশের এরূপ দুর্দশা হওনের তাৎপর্য্যই শুদ্ধ অঙ্গনাগণের মূর্খাবস্থা, তাহারা গুণবতী হইলে কদাচ এরূপ হইত না, পুত্রের দোষগুণ জননীর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, অতএব শুভকর্ম্মে বিলম্ব বিহিত নহে, অমৃত তোমারদিগের করতলেই প্রস্তুত আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন কি বিষ ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য হয়। যদি বলেন, আপনারা ধনি বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া বালাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং দিতেছেন, একথার উত্তর, বাটীতে পড়ার অপেক্ষা কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে পঠনের অনেক বিশেষ গুণ আছে, তাহা হিন্দু কালেজ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখুন, বালক বালিকা দুই তুল্য, সুতরাং উক্ত সদুপায়ে উভয়ের শিক্ষাই উত্তম হইবেক, বিশেষতঃ ধনাঢ্যদিগের উপমানুসারেই মধ্যমাবস্থার মানুষেরা সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, একারণ আপনারদিগের প্রতি অধিক অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পরন্ত সমুদ্র পারের এক ব্যক্তি এদেশে আসিয়া আপনারদিগের কল্যাণের প্রার্থনায় এবম্ভুত বৃহদ্ব্যাপার করিতেছেন আপনারা তাহাতে আহ্লাদ প্রাপ্ত না হইয়া মতান্তর করিতে কি লজ্জা বোধ করেন না, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, শিক্ষাকর্ম্ম সমাজের সভাধ্যক্ষ এবং প্রকাণ্ড ভারতরাজ্যের ব্যবস্থাপক, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার দ্বারা রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে, এইরূপে সেই মহাত্মা এমত হইয়াছেন, যে তোমরা যদি বল (ও সাহেব এই গঙ্গাজলের ভারটী কাঁধে করিয়া আমার বাটীতে দিয়া আইসো আমি একটী মেয়ে দিব) সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে সম্মত হইবেন, আমরা বিশেষ জানি ইঁহার জন্য তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দ্বারেং ভ্রমণ করিতেছেন, অদ্য এক দিবস বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমারদিগের কোন বন্ধুর ভবনে অনাহারে বসিয়াছিলেন, অপিতু দেখুন, দক্ষিণারঞ্জন বাবু ধনের অংশে আপন রদিগের নিকট অত্যন্ত ন্যূন হইয়াও মনের অংশে অতিশয় বৃহৎ হইয়াছেন, একারণ তিনি কত অংশে প্রশংসনীয় হইতে পারেন, তিনি প্রথমে ... টাকা দিলেন, পরে হর্ষচিত্তে দশ পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন, আর তিনিও সাহেবের ন্যায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করত টোং করিয়া পাড়াং, বাড়ীং বেড়াইতেছেন, তিনি টেক্স আফিসের অধ্যক্ষ হইয়া ইংরাজ সরকারের অপেক্ষা পরিশ্রম করেন অনেক তৎপর হইয়াছেন, এক অনেক গাড়ী রাখিয়া আধক্রোশ পর্য্যন্ত বাটী২ বেড়ান নিজ গাড়ী ও নিজ চাকরের গাড়ী দিয়া বালাদিগকে পাঠশালে আনিতেছেন, এবং এবিষয়ে তাঁহার আর যে সকল সদভিলাষ আছে আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি, একারণ বলিতেছি, পরমেশ্বর যদি এতদ্দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে আর এক জনকে দক্ষিণা বাবুর ন্যায় সমান দয়ালু, সমান যত্নশীল, সমান পরিশ্রমী ও সমান উৎসাহী করিতেন, তবে আমাদের ভাবনার বিষয় কিছুই থাকিত না। ইতি

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✲ ॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ ✲ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরব্রজে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু... কতিজ্ঞাগংস্থার স্বতন্ত্রদোষদগূতং চীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর ... স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তা দ্বিরেফাস্ সং ॥

৩৪১২ সংখ্যা।) বুধবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৬ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে, বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বিবি খানম জানের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ শহর কলিকাতার মেরিডিথস লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬৷০ সাড়ে ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহার সঙ্গে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ এবং আর এক অসমাপ্ত ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহা উপরোক্ত ভূমিতে আছে তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে চাঁদ মৈত্রের জায়গাটিয়া ভূমি। পশ্চিম দিগে এক শ্রেণী ঘর যাহা কোম্পানির পুরাতন বারিকঘর বলিয়া বিখ্যাত। উত্তর দিগে মেং পেরেরা সাহেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে মেরিডিথস লেন। সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিতাতার সরিফ সাহেব সোনাতন দে ও গোপীনাথ দের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিয়নৈ এক্সপোনাস নামক পরবনার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সুতানুটি কুমারটুলি হরচন্দ্র মল্লিকের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২৪ নং যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সোনাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে হরচন্দ্র মল্লিকের গলি। পশ্চিম দিগে সোনাতন শাহার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির নর্দ্দমা। এবং উত্তর দিগে হরচন্দ্র শাহার বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুতানুটির হাটখোলার রথতলার ঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭১ নং যে আর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার

দেশীয় সংবাদপত্রের বিশেষ বন্ধু তিনি, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, বাবু রামরত্ন রায়, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু গোপাললাল ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর বংশ্য মহাশয়গণ। বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নীলমণি মতিলাল, বাবু রাধাপ্রসাদ রায়, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু হরিমোহন সেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাবু কালীচরণ দত্ত, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু রামময় দত্ত, বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, শ্রীমতী রাসমণি দাসী, বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক, বাবু কাশীনাথ মল্লিক, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু গুরুচরণ সেন, বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু মতিলাল শীল তথা বাবু গুরুদাস দত্ত প্রভৃতি নানা জাতীয় হিন্দু ধনি মহাশয়েরা এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক এবং প্রযত্নবান্ হইয়া উক্ত বিদ্যাগারে আপনাপন গৃহের বালাদিগকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করুন, এই সূত্রে দেশের এবং প্রত্যেক্ পরিবারের যে প্রকার উপকার হইবেক তাহা তাঁহারদিগের অগোচর কি? স্ত্রীজাতিকে চিরকাল হীনাবস্থায় রাখা কদাচই উচিত হয় না, অবিদ্যারা বিদ্যা শিক্ষা করিবে না শাস্ত্রের কোন স্থলে এমত প্রমাণ নাই, শিক্ষার বিধিই ভুরি২ পাওয়া যাইতেছে, তাহারা তোমার

দিগের আত্মসম্মান অংশের দূর প্রত্যক্ষ হয়ঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব তাহারদিগের এরূপে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখাতে তোমারদিগের পুরুষ বলিয়া পুরুষত্ব কিছুই দেখা যায় না, বরং কেবল কাপুরুষত্বই প্রকাশ পাইতেছে বহুদিনাবধি তোমারদের এবং তোমারদের দেশের এরূপ দুর্দ্দশা হওনের তাৎপর্য্যই শুদ্ধ অঙ্গনাগণের মূর্খাবস্থা, তাহারা গুণবতী হইলে কদাচ এরূপ হইত না, পুত্রের দোষগুণ জননীর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, অতএব শুভকর্ম্মে বিলম্ব বিহিত নহে, অমৃত তোমারদিগের করতলেই প্রস্তুত আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চিরদিন কি বিষ ভক্ষণ করাই কর্ত্তব্য হয়। যদি বলেন, আপনারা ধনি, বাটীতে শিক্ষক রাখিয়া বালাদের শিক্ষা দিতে পারেন এবং দিতেছেন, একথার উত্তর, বাটীতে পড়ার অপেক্ষা কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে পঠনের অনেক বিশেষ গুণ আছে, তাহা হিন্দু কালেজ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারাই দেখুন, বালক বালিকা দুই তুল্য, সুতরাং উক্ত সদৃশায়ে উভয়ের শিক্ষাই উত্তম হইবেক, বিশেষতঃ ধনাঢ্যদিগের উপমানুসারেই মধ্যমাবস্থার মানুষেরা সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, একারণ আপনারদিগের প্রতি অধিক অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

পরন্তু সমুদ্র পারের এক ব্যক্তি এ দেশে আসিয়া আপনারদিগের কল্যাণের প্রার্থনায় এবম্ভূত বৃহদ্ব্যাপার করিতেছেন আপনারা তাহাতে আহ্লাদ প্রাপ্ত না হইয়া মতান্তর করিতে কি লজ্জা বোধ করেন না, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, শিক্ষাকর্ম্ম সমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং প্রকাণ্ড ভারতরাজ্যের সুব্যবস্থাপক, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় এ মুলুকের রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে, এইক্ষণে সেই মহাত্মা এমত হইয়াছেন, যে তোমরা যদি বল (ও সাহেব এই গঙ্গাজলের ভারটী কাঁধে করিয়া আমার বাটীতে দিয়া আইলে আমি একটী মেয়ে দিব) সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে সম্মত হইবেন, আমরা বিশেষ জানি ইহার জন্য তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দ্বারে২ ভ্রমণ করিতেছেন, মধ্যে এক দিবস বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমারদিগের কোন বন্ধুর ভবনে অনাহারে বসিয়াছিলেন, অপিতু দেখুন, দক্ষিণারঞ্জন বাবু ধনের অংশে আপনারদিগের নিকট অত্যন্ত ন্যূন হইয়াও মনের অংশে অতিশয় বৃহৎ হইতেছেন, একারণ তিনি কত অংশে প্রশংসা পাইতে পারেন, তিনি প্রথমে ১০০০ টাকা দিলেন, পরে হর্ষচিত্তে দশ পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছেন, আর তিনিও সাহেবের ন্যায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করত টো২ করিয়া গাং পাড়া২, বাড়ী২ বেড়াইতেছেন, তিনি টেক্স আফিসের অধ্যক্ষ হইয়া সে সরকারের অপেক্ষা পরিশ্রম অনেক তৎপর হইয়াছেন, এক স্থানে গাড়ী রাখিয়া অর্দ্ধক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেড়ান নিজ গাড়ী ও নিজ ব্যয়ে গাড়ী দিয়া বালাদিগকে পাঠশালে আনিতেছেন, এবং এবিষয়ে তাঁহার আর যে সকল সদভিলাষ আছে আমরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছি, একারণ বলিতেছি, পরমেশ্বর যদি এতদ্দেশীয় ব্যক্তির মধ্যে আর এক জনকে দক্ষিণা বাবুর ন্যায় সমান দয়ালু, সমান যত্নশীল, সমান পরিশ্রমী ও সমান উৎসাহী করিতেন, তবে আমারদের ভাবনার বিষয় কিছুই থাকিত না ইতি

সংবাদ প্রভাকর

সাপ্তাহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সমপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতি ভাস্বৎসকলা প্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ... সুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর ... দিবসে ... বিরেফারসং ॥

৩৪১২ সংখ্যা।) বুধবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৬ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব বিবি খানম জানের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই বিষয় বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ শহর কলিকাতার মেরিডিথস লেনের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান আঠারো কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহার সঙ্গে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ এবং আর এক অসমাপ্ত ইষ্টক নির্ম্মিত এক তালা গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহা উপরোক্ত ভূমিতে আছে তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে চাঁদ মৈত্রের ভাড়াটিয়া ভূমি। পশ্চিম দিগে এক শ্রেণী ঘর যাহা কোম্পানির পুরাতন বারিকঘর বলিয়া বিখ্যাত। উত্তর দিগে মেং পেরেরা সাহেবের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে মেরিডিথস লেন। সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব সোনাতন দে ও গোপীনাথ দের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিয়নৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সুতানুটি কুমারটুলি হরচন্দ্র মল্লিকের গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২৪ নং যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।০ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সোনাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে হরচন্দ্র মল্লিকের গলি। পশ্চিম দিগে সোনাতন শাহার বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে কোম্পানির নর্দ্দমা। এবং উত্তর দিগে হরচন্দ্র শাহার বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুতানুটির হাটখোলার রথতলার ঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৭১ নং যে আর এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার

সঙ্গে যে এক খণ্ড বন্দ ভূমি অনুমান /৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী সোনাতন দে ও গোপীনাথ দের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে দ্বারকানাথ সরকারের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে বংশীবদন শাহার বাটী ও ভুমি। এবং দক্ষিণ দিগে রথতলা ইষ্ট্রীট।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৭ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তর খানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত জোজেফ মোফেটের স্ত্রী ও কর্ম্মকর্ত্রী এনা মেরিয়ার বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে ইহা বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ শহর কলিকাতার মৌজা ইটালির ধর্ম্মতলা রাস্তার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী ভুমি অনুমান ।২। বারো কাঠা চারি ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত জোজেফ মোকেটের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ধর্ম্মতলা রোড। উত্তর দিগে পূর্ব্বে ডিঙ্গাভাঙ্গা ছিল এক্ষণে মেং পেরেরা সাহেবের ভূমি। পশ্চিম দিগে বাটী যাহা পূর্ব্বে বেনওএসের ছিল এক্ষণে তাহা মেং রডরিগস সাহেবের অধিকারে আছে। পূর্ব্ব দিগে ঐ সম্পত্তি যাহা পূর্ব্বে মেং আরলি সাহেবের ছিল এক্ষণে তাহা মেং জিডি বাইড সাহেবের সম্পত্তি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৫ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

(ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় ব্রি-
টিস গবর্ণমেন্টের করতলস্থ হইল
পূর্ব্বে সিন্ধিয়া রাজার রাজ্য অর্থাৎ
যন্মধ্যে গুজরাট মালোয়া আ... প্র-
ভৃতি প্রদেশ আবদ্ধ ছিল এবং যে রাজ্যে-
র গোওয়ালিয়র নামক রাজধানী
সেই মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য অন্য... পূ-
ক ইংরাজ রাজা সংগ্রহ করি... ছেন
পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ ...কিতে
পারে, গোওয়ালিয়র স্থান যে সময়
ইংলণ্ডীয়দিগের দ্বারা অধি... হ...
সেই সময় বিধবা রাজমহিষী এ...
তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ...
মাত্র জীবিত ছিলেন, বল দ্বা... রা...
গ্রহণের তাৎপর্য্য এই, রাজম... কো...
মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্রিটিস রেসিডে... সা-
বকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, ...
হাতেই অপমান বোধ করিয়া ... ...
ঙ্গ হইয়া গবরনর জেনেরেল ... ...
পন করেন যে, যেপর্য্যন্ত গো...
য়র রাজ্যের স্বাধীনতা সংক্ষেপ ...
হইবেক সেপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অ...
কার সমস্ত কোন কার্য্যকারক হবে
না, যেহেতু গোওয়ালিয়রের ...
চারিগণ ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের ...
অপমান করিয়া থাকেন। ...
এই বিষয়ের কিছুমাত্র অ...
গ্রহণ না করিয়া একেবারে ...
রাজধানী গোওয়ালিয়র নগ...

...পূর্ব্বক অধিকার করিয়া বসিলেন, অবলা পতিহীনা ভূপতি কামিনীর রোদন এবং কাতরতা প্রভৃতি শ্রবণ করিলেন না। পরন্তু সিন্ধুদেশের আমীরেরা যথার্থতঃ কিঞ্চিদ্দোষি ছিলেন বটে, ফলে তাঁহারদিগের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে, স্যার চারলস নেপিয়ার সাহেব তাঁহারদিগের যে সকল দুর্গতি করিয়াছেন বোধ করি সভ্যজাতির সেনাপতিরা শত্রু প্রতি ঐ ব্যবহার কস্মিন্‌কালে করেন নাই। (শীক রাজ্যের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার ব্যবহার করিলেন, গোওয়ালিয়ররাজ্যেও সেইরূপ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহা প্রাত্যহিক রূপ জনপদে জল্পিত হইতেছে, অতএব তদুল্লেখে প্রয়োজনাভাব।

সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল নেপাল নামক ক্ষুদ্র এক পর্ব্বতস্থলী স্বাধীনতার রসাস্বাদন করিতেছে, নচেৎ সমুদয় স্থানেই ব্রিটিস রাজপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে। এইক্ষণে ব্রিটিস রাজার আশ্রয়ে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেছেন তাঁহারদিগের সমষ্টি নিম্নভাগে লিখিত হইল, যথা।

মহীশুর দেশীয় রাজা। হায়দ্রাবাদের নবাব নাজিম। লক্ষ্ণৌর অধিপতি। নাগপুরের রাজা। সেতারার রাজা, ইঁহার রাজ্য উত্তরাধিকারী অভাব বশতঃ ব্রিটিস অধিকারভুক্ত হইয়াছে। হলকর অধিরাজ। উদয়পুর, মাড়োয়ার জয়পুর প্রভৃতি স্থানের রাজপুত রাজাদিগের রাজ্য। গুজরাটের রাজা।

বিলাতের জলা রিবিউ নামক পত্রের জোর বিচক্ষণ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে কোর্ট অব ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এতদ্দেশীয় প্রধান২ রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের অধিকাংশই বালক, রাজকার্য্য কাহাকে বলে তাহা কিছুই জানেন না, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থান বিশেষে সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা বালকবুদ্ধি প্রযুক্ত অনেক বিষয়ে অবিচার ও পক্ষপাত করেন, তাঁহারদিগের সমীপে কোন প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। রিবিউ লেখকের এই উক্তি পাঠ করিয়া আমারদিগের গঙ্গা পারস্থ সহযোগি মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং গত সংখ্যক পত্রে বালক মাজিষ্ট্রেটদিগের অনুকূলে অনেক অন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অপিচ যুক্তিমতে বিবেচনা করিলে রিবিউ লেখক মহাশয়ের উল্লেখিত লেখার প্রতি কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু বিচার সম্বন্ধীয় রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ কল্পে স্থির বুদ্ধি, ধীর স্বভাব, সূক্ষ্মানুসন্ধান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রয়োজন করে, কিন্তু চঞ্চলচিত্ত বালকগণ এই সকল গুণ দ্বারা কোনমতেই ভূষিত হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা সুবিচার না হইয়া অনায়াসে অবিচার ও পক্ষপাত হয়, কোন২ স্থানের বালক মাজিষ্ট্রেটদিগের অবিচারে এমত সকল অন্যায় কার্য্য হইয়াছে যাহা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে কেবল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, আমারদিগের শ্রীরামপুরের সহযোগি মহাশয় এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার কোন উত্তর করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু রিবিউ লেখক মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব সময়ে বিলাতের পত্রে এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থিত করাতে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু তাঁহার লেখার দ্বারা বিজ্ঞলোকেরা এতদ্দেশীয় রাজকীয় কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও ডৈরেক্টর্সদিগের অবিচার ইত্যাদি ভাবব্যাপার জ্ঞাত হইয়া চার্টরের সময়ে বিহিত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাত হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহার কিয়দংশ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, অবশিষ্টাংশ নিম্নভাগে অতি সংক্ষেপে অনুবাদ করিলাম।

লণ্ডন ও লিবরপুল নামক স্থানে অনেক খুন হইতেছে। স্যার ডডলি হিল সাহেব ৫০ গণিত সেনাদলের কর্ণেল হইবেন। সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধের লুটিত দ্রব্যাদির উৎপন্ন স্যার চারলস নেপিয়ার ও সেনাদিগ্যে বিতরণ করণের অনুমতি হইয়াছে। কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের রেজিষ্ট্রর সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষবাসি ব্রিটিস প্রজাদিগের বিপুলার্থ বিনষ্ট হওয়াতে বিলাতের সম্ভ্রান্ত প্রজারা এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন অবিলম্বে তদ্বিষয়ের মহাসভা পার্লিয়ামেন্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করত ঐ সকল টাকা প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা করিবেন, বিলাতের বাণিজ্য কার্য্যের অবস্থা

ভীর পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। বারাণসীয় উত্তম শাদা চিনির দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। তণ্ডুল অতি অল্প পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। গুড়ের বাজার গরম নহে। ত্রৈমাসিক বিক্রয়ের দিবসে ২০০। ৩০০ বাক্স নীল বিক্রয় হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে বঙ্গদেশীয় ডেপটী গবরনর সাহেব বিজ্ঞবর ডাক্তর ইজডেল সাহেবকে মেরিন সারজনের পদে মনোনীত করাতে গবরনর জেনরল বাহাদুর তাহাতে অসম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন অধুনা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে উক্ত নিয়োগ বিষয়ে লার্ড সাহেব সম্মত হইয়াছেন, এই সংবাদ অতিশয় শুভজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

গত সোমবার দিবসে এক্সচেঞ্জ ঘরে নিম্ন লিখিত দরে আফিম বিক্রয় হইয়াছে, বেহারের ২১৭০ বাক্স আফিম উচ্চদর ১৭০ নূন দর ১০৫০ গড় দর ১০৬০৸৮ সর্ব্বশুদ্ধ ২৩০১৯২৫

বানারসের ৮২০ বাক্স আফিম উচ্চদর ১০৬০ নূন দর ১০৫০ গড় দর ১০৫৪৸৴ সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬৪৯৫০ টাকা।

ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠানপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত সোমবারের শেষ।

অতঃপর ৪৮০২ চারিহাজার আট শত দুই জন বরকন্দাজে ১০৭১৮৫ একলক্ষ সাতহাজার একশত পচাশী জন গ্রাম্য চৌকীদারের চৌকী কিম্বা প্রহরা কি প্রকারে সম্ভাবনা হয়। থানার বরকন্দাজ লোক থানা সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খবরাখবর দিতে ও আনয়ন করিতে কি থানার ১৫ জন বরকন্দাজ মাত্র, অতএব থানার কর্ম্ম করিতে বরকন্দাজের বহু কাল ক্ষয় হইয়া থাকে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এবং থানার তাঁবে গ্রাম্য চৌকীদার হিসাবে কি বরকন্দাজের ২২ জন গ্রাম্য চৌকীদারের ব্যবহার তদারক করা হইতেছে। এক ব্যক্তি বরকন্দাজ হইতে ২২ বাইশ জন চৌকীদারের সদসৎ কর্ম্ম তদারক নির্ব্বাহ কোনক্রমেই হইতে পারে না, এতদ্ভিন্ন কি চৌকীদারের ভ্রাতা, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালকাদি ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব অভাবে আট ব্যক্তি করিয়া ধৃত করিলে উক্ত ২২ জনের অবশ্য পোষ্যমধ্যে ১৭৬ ব্যক্তি কুকর্ম্মান্বিত হয় এবং ২২ বাইশজন চৌকীদার। একুনে ১৯৮ ব্যক্তির প্রতি একজন বরকন্দাজ কর্ত্তৃক শাসন উদ্দিষ্ট বন্দোবস্তে হইতেছে, অতএব থানার দ্বারা শাসন কদাচ সম্ভাবিত হয় না।

গবর্ণমেণ্টের উক্ত সরকুলর পত্রের অষ্টম দফার প্রশ্ন যে গ্রাম্য চৌকীদারের অবস্থা কিপ্রকার এবং কি প্রকার দরমাহা পাইতেছে এবং কি প্রকার বন্দোবস্ত হইলে প্রতুল হয়, ইহার প্রত্যুত্তরে মাজিষ্টেট সাহেবানের অভিপ্রায় যথা।

পাটনা, বেহার, সাহাবাদ, ছাপরা, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ত্রিহুত জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে যে চুরী এবং ডাকাইতি গ্রাম্য চৌকীদারানের অজ্ঞাত ঘটনা হয় না। এবং চৌকীদারান তালুকদার ও জমীদারের বশীভূত লোক সমূহ ইহার উদর পোষণের জন্য সর্ব্বদাই কুকর্ম্মান্বিত হইয়াছিলের স্বীয় দরমাহা স্বয়ং আদায় করা কিম্বা মণ্ডল পাটোয়ারী দ্বারা আদায় করা কুরীতি হইতেছে। ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে জমীদারান কর্ত্তৃক পঞ্চাশ ঘর প্রজার প্রতি এক চৌকীদার এইরূপ নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। চৌকীদারান দোষাদ ও ধুনিয়া অন্ত্যজ জাতি স্বয়ং ডাকাইত।

দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, মুরসিদাবাদ, বীরভূম, ময়মুনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ছিলহট, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নওয়াখালী, হুগলী, চব্বিশপরগনা, নগর, যশোহর, নদিয়া, মেদনীপুর জিলাহায়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের অভিপ্রায় যে গ্রাম্য চৌকীদার সমূহ অযোগ্য, চুরী ডাকাইতির মূলীভূত এবং জমীদার লোকের আজ্ঞাকারী ও বশীভূত ইত্যাদি।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতংপীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪১৩ সংখ্যা) গুরুবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৭ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের

বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লখিয়া,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আটটা উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটা উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

কেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জান্সিটন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের

বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্র২ পূলিন্দা সকল, এক ডজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণেরনিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিস্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

ভূম্যধিকারি সভা।

বিজ্ঞাপন।

১১ মে ১৮৪৯ সাল বাঙ্গালা ৩০ বৈশাখাবধি প্রভাকর পত্রে দ্বিতীয় খণ্ড অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ হইতেছে, পাঠক মহাশয়েরা সমাপ্তি পর্য্যন্ত পত্রিকা শৃঙ্খলা পূর্ব্বক রক্ষিত করণানন্তর বিবেচনা পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা হইবেক, যেহেতু দেশের দৌরাত্ম্য প্রতি যে২ কারণ লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণ প্রতি

পোল্ট্রির ভারার্পণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যোগে অর্থাৎ অধীনে না করিলে দৌরাত্ম্য নিবারণ সম্ভবেনা, অস্মদের বিবেচনায় ইহাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে, অতএব সাধারণ সুবুদ্ধি সমাজের অভিপ্রায় নাম ধাম প্রকাশ হইলে রাজপুরুষ সমূহের বিশেষ প্রতীতি হইবেক, যত্তাৎপর্য্যার্থে সাধারণ মহানের বিশিষ্টরূপে মনোযোগ প্রার্থনা নিবেদন মিতি। ৩ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীকাশীনাথ বসু।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা আমরা সর্ব্ব সাধারণকে অগ্রে জ্ঞাপন করিতেছি যে মে মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজারের বটতলার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺ চন্দ্র মিত্রের বাটীতে মেটর পলিটন নামক এক নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ বিদ্যালয়ে উক্ত দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় শত সংখ্যক বালক পাঠার্থে নিযুক্ত হইয়াছে, যাহারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন তাঁহারা মাসিক এক টাকা বেতন দিবেন, যাঁহারা কবিতা, ব্যাকরণ ও বিবিধ বিধান প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন তাঁহারদিগের আট আনা দিতে হইবেক, তদ্ব্যতিরেক যে সকল বালকেরা কথ, ফলা, বানান ইত্যাদি শিক্ষা করিবেক তাহারদিগের মাসিক চারি আনা বেতন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

৫ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৫।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার।

আমারদিগের গঙ্গাবাসী সম্পাদক পঞ্জাবীয় যুদ্ধ সমাধা হওনের পূর্ব্বে দশাননের মাতুলের ন্যায় বাতুল হইয়া মনেং কত প্রকারে লক্কা ভাগ করিতেন, এইক্ষণে তাঁহার সেই আশা জগদীশ্বর পরিপূর্ণ করিয়াছেন, অর্থাৎ শীকেরা একেবারে হতবল হইয়াছেন, ইহাতে উক্ত জাতির বহু কালের স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত হইল। লাহোরের দুর্গ মধ্যে ইংরাজ জাতির জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে, স্থানেং ঈশু খ্রীষ্টের ভজনালয় স্থাপিত হইতেছে, মিষ্টআষি মিসনরিগণ নামক বাবার শিষ্যদিগকে স্বমতে সংগ্রহ করণার্থ বাইবেল হস্তে লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন, এতদ্রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার সমাধা হওনের নিমিত্ত "বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেসন" নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, উক্ত সভার কর্ম্মাধ্যক্ষেরা যেরূপ নিয়মে বেতন প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিশেষ।

প্রিসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি ৫০০০ টাকা, দুইজন সভাসদ, প্রত্যেকে ৩৫০০। সম্পাদক ২৫০০। পাঁচজন কমিস্যনর, প্রত্যেকে ২৭৫০। ডেপুটী কমিস্যনর [illegible] জন, তন্মধ্যে একজন ১৮০০, চারিজন প্রত্যেকে ১৫০০, ছয় জন প্রত্যেকে ১২০০, এবং সাতজন প্রত্যেকে ১০০০ টাকা। আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর বাইশজন, তন্মধ্যে একা দশজন প্রত্যেকে ৭০০, এবং একাদশ জন প্রত্যেকে ৫০০, অপর চারিজন প্রত্যেকে ৬০০ টাকা, ইহাতে তাবদ্বিষয়ে সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৭০,০০০ সত্তর সহস্র অথবা বার্ষিক ৮০০০০০ আট লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইবেক।

রাজপুরুষেরা যখন অন্যায় পূর্ব্বক পঞ্জাবরাজ্য আপনারদিগের অধিকার ভুক্ত করিলেন তখন যেরূপ বন্দোবস্ত করুন তাহাতে আমারদিগের কোন কথাই নাই, কিন্তু সেই [illegible] চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তটস্থ হইয়া উল্লেখ করিতেছি যে এই কর্ম্ম [illegible] শীল রাজার ন্যায় কর্ম্ম হয় [illegible], ইহাতে ধর্ম্মাত্মার প্রিয়শিষ্য ধা[illegible]ক রাজপুরুষদিগের কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম [illegible] বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, [illegible] অন্যথা জন্য সত্য স্বরূপ [illegible] সর্ব্বেশ্বরের অভিপ্রায়ের অন্যথা হইতেছে, যেহেতু প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনারদিগের [illegible] বন্ধু সম্রাট রণজিৎ সিংহের দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রের রাজ্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বালক জন্মদাতা পিতাকে দর্শন করেন নাই, মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করিতেং জননীর [illegible] পালন হইতে এককালীন বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনি পিতা জানেন না, মাতা জানেন না, ভ্রাতা জানেন না, স্বজন পরিজন কিছুই জানেন না, রাজ্য কাহাকে বলে তাহা [illegible]রূপে

জানেন না, সুখ দুঃখ জানেন না, মান অপমান কিছুই জানেন না, কেবল করুণাময় ইংরাজ জাতির করুণার ছায়ার অধীন থাকিয়া বাল্যকাল ক্ষয় করিতেছিলেন, অপিচ সেবাকারি সেবক, হিতকারি শিক্ষক, স্নেহকারি অমাত্য, এবং উপকারি ব্রিটিসাধ্যক্ষদিগের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রভাবে মধ্যেং একং বার তাঁহার অন্তঃকরণে অবশ্যই একপ ভাবের উদয় হইত যে আমি ভবিষ্যতে এক বৃহদ্রাজ্যের অধীশ্বর হইব, আহা! এইক্ষণে তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা বিবেচনার গম্য নহে! খ্রীষ্টান ধার্ম্মিকদিগের বর্ত্তমান ব্যবহারে তিনি কি জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার স্থির সৌভাগ্য, ভবিষ্যৎ সুখ এককালীন রসাতলে গমন করিল। যখন এ বিষয়ে প্রতিক্ষণেই আমারদিগের হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, চক্ষে জল নিঃসৃত হইতেছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি যে ব্যক্তি শুনিতেছে সেই আক্ষেপ করিতেছে, অন্যায় বাড়িতেছে, তখন ইহাতে দুর্ভাগ্য দলিপ সিংহের মনে যে কি হইতেছে তাহা আলোচনাতে সেহে চৈতন্যের আহ্বান থাকেনা, ত্রিভুবনশূন্য দেখিতে হয়, এবং বোধ হয়, বুঝি শাস্ত্র, ধর্ম্ম, এবং সত্য এ সকলি মিথ্যা, আহা! যিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার অপ্রতিখ্যাত অদ্বিতীয় পিতার ন্যায় সুনিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক আপন দেশের আপন জাতির ও আপন নামের উচ্চ সম্মান রক্ষা করিবেন এই প্রত্যাশায় শীক প্রজারা যাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তের প্রতি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সংপ্রতি তাঁহারা কি এক অসহ্য যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া রোদন বদনে হাহাঃ শব্দে নিশ্বাস নিঃসরণ করিতেছেন, গত বারের মহাযুদ্ধে আমারদিগের [illegible] একহস্ত মহাবীর (লার্ড হারডিঞ্জ বাহাদুর) যিনি স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া জয় প্রাপ্ত হয়েন তিনি তৎকালীন শীকরাজ্য ব্রিটিসাধিকার ভুক্ত করিলে কোনপ্রকারেই কোনরূপে এতদ্রূপ দুঃখের বিষয় হইত না, যেহেতু শীকেরা সংপূর্ণভাবে স্বাধীনাবস্থায় থাকিয়া রাজাজ্ঞাক্রমে সেই যুদ্ধ করিয়াছিল, সুতরাং তাহাতে তাহারদিগের স্বাধীনতা সংহার করিলে লোকতো ধর্ম্মতো কোনদিগেই বিরুদ্ধ হইতনা। এবিষয়ে আমরা হারডিঞ্জ বাহাদুরকে অনেকাংশে প্রশংসা করি, এইক্ষণে বোধ হয় তিনি সেই কালে অনেক দয়ার কর্ম্ম করিয়াছেন, আমারদিগের বর্ত্তমান মহাশয় কি করিলেন, ইনি ভয়ে যুদ্ধের ত্রিসীমানায় গমন করেন নাই, অন্তরে থাকিয়া কেবল হরিনাম জপ করিয়াছেন এবং কর্ত্তাদিগের আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্ত্যয়নের দক্ষিণা লইয়াছেন, কি চমৎকার, ইনি কি বিবেচনায় পালক স্বরূপ হইয়া অবোধ আশ্রিত বালককে কুন্নী এবং টুন্নী দিয়া এক ফুন্নীতেই লাহোর রাজ্য গ্রাস করিয়া বসিলেন, যদি বলেন "একপ না করিলে সর্ব্বদাই তথায় কলহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি হওনের সম্ভাবনা" একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকে, ব্রিটিস রাজপুরুষেরা মহারাণী চন্দ্রাবতী ও লাল সিংহকে কারারুদ্ধ পূর্ব্বক দেশান্তরিত এবং অপর কয়েকজনকে [illegible] দণ্ড প্রদান করাতেই তাহারা বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে কিছুই করে নাই, সে যাহাহউক, তাহার ভিতরে যাহাই থাকুক, কিন্তু এবিষয়ে সত্যের অন্যথা করা হইয়াছে ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক, পরন্তু যদি এমত বলেন যে "দরবার সংক্রান্ত কোনং শীক সরদার গোপনভাবে গত যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" একথার উত্তর এই যে, তাহাতে বালকের কোন দোষ হইতে পারে না, ইংরাজকর্ত্তারা যাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, তাঁহারা আপনারাই মনোনীত পূর্ব্বক লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, একারণ সেই নিযোজিত জনেরা দোষি হইলে সেই দোষ নিয়োগকারির উপরেই অর্শিতে পারে, (বালক) এপর্য্যন্ত পাপ যাহার শরীরের নিকটস্থ হইতে পারে নাই, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যা ইত্যাদি (বালক বলিয়া) দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক এপর্য্যন্ত যাহার প্রতি আপনারদিগের ভার প্রদান করে নাই, এবং অপরাধ অপরাধ ভয়ে অদ্যাপি যাহার নিকটে আগমন করে নাই, সেই দুধের ছেলের কি অপরাধ দেখিয়া তাহাকে নিমাই সন্ন্যাসির ন্যায় তরুণ বয়সে দণ্ড কমণ্ডলু দিয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়া রাজ্য প্রভৃতি যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন কি সুবিচার; যে ব্যক্তি তোমারদিগের ন্যায় সমান সম্মানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিবেক, সেই ব্যক্তি বয়স্থ না হইতেই পথের ভিক্ষা

রী হইয়া এইক্ষণে তোমারদিগের যৎসামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করিল। যে বালক পিতৃবিচ্ছেদেতে পিতৃবিয়োগ জানিতে পারে নাই, মাতৃ সত্ত্বেও মাতৃ বিচ্ছেদে তাহার ক্লেশ জানিতে পারে নাই; কিন্তু অধুনা সেই নিরপরাধী শিশুর অন্তঃকরণে পিতা, মাতা, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের চিন্তার সহিত এককালীন এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখের উদয় হইয়াছে।

(আমারদিগের রাজপুরুষেরা অত্যাচার পূর্ব্বক সিন্ধু এবং গোয়ালিয়ার রাজ্য অপহরণ করেন, যদিও তাহা অত্যন্ত অধর্ম্মের কর্ম্ম হইয়াছে তথাচ তাহাতে এত খেদ হইতে পারে না, যেহেতু তাহা শুদ্ধ অন্যায় অন্য দোষ এবং তদ্দোষে যাহা হইতে পারে তাহাই, কিন্তু পঞ্জাবের বিষয়ের দৃষ্টান্ত কুত্রাপিই দৃষ্ট হয় না, এমত ভয়ঙ্কর ব্যবহার কস্মিন্‌কালে কোন রাজ্যে সংঘটন হয় নাই, ইহার ভিতর একখানি কাণ্ড নহে, সত্য, ধর্ম্ম, অনুগত প্রতিপালন, রাজনিয়ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ের অন্যথা হইয়াছে, এতদ্দিন পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তির মনে ইংরাজ জাতিকে সত্যাশ্রিত, ধর্ম্মাশ্রিত, সুনীতিজ্ঞ, এবং সুসভ্য বলিয়া বিবেচনা ছিল, অধুনা এতদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের তাবতেরি অন্তঃকরণে বিপরীত বোধের সঞ্চার হইয়াছে।

হে ইংরাজীভাষাজ্ঞ এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত যুবকগণ, অস্মদ্দেশ বাসি তাবৎ হিন্দু ও মুসলমান গণ, আপনারা এবিষয়ে কি বিবেচনা করেন; হে সুধার্ম্মিক ইংরাজগণ, অপক্ষপাতি ইংরাজী দের সম্পাদকগণ, বিশেষতঃ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় আপনারা কি কহিবেন, এবিষয়ে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের উত্তম কর্ম্ম হইয়াছে; হে জগৎক্রিয়ারমর্ম্ম বোধক, পরিত্রাণের পথপ্রকাশক ধার্ম্মিকবর পাদ্রিগণ, মহাশয়েরা যখন পঞ্জাবের স্থলে২ চ্যাপল্ ঘরে বাইবেল স্পর্শ করিয়া সত্য ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবেন, তখন কি আপনারা এমত বিবেচনা করিবেন না যে, “আমারদিগের ধবলকান্তি সবল শিষ্যেরা অবল দলিপকে সঞ্চিত সুখে বঞ্চিত করত অবিচার দ্বারা এই পঞ্জাব প্রদেশে প্রভুত্ব প্রকটন পুরঃসর (পিতা ঈশ্বর) পুত্র ঈশ্বর এবং ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বরের) অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্ম করেন নাই,,

হে অদৃষ্ট, তুমি অদৃষ্ট হইয়াও কার্য্য দ্বারা সুদৃষ্ট হইতেছে, তুমি যখন যাহার প্রতি প্রসন্ন হও তখন তাহাকে সর্ব্ব প্রকারেই উচ্চ এবং গৌরবান্বিত কর, তোমার সুদৃষ্টিতে গোষ্পদ রত্নাকর সমুদ্র হইতেছে, তোমার কুদৃষ্টিতে রত্নাকর সমুদ্র বালুকাময় মরুভূমি হইতেছে, তোমার সুদৃষ্টিতে তৃণাদি পর্ব্বত হইতেছে, তোমার কুদৃষ্টিতে পর্ব্বত শিখর নত হইয়া ধূলির হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতেছে, তোমার সুদৃষ্টিতে এই ভারতবর্ষের লোকেরা এককালীন্ সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত হইয়াছিল, অধুনা তোমার কুদৃষ্টিতে সেই ভারতরাজ্যের মানবেরা এককালে মলিন এবং দুঃখি হইয়াছেন, তোমার কুদৃষ্টিতে ইংলণ্ডের লোকে পূর্ব্বে সর্ব্ববিধায়ে অপকৃষ্ট ছিলেন, সংপ্রতি তোমার সুদৃষ্টিতে তাঁহারা সর্ব্বতো ভাবেই সৌভাগ্যশালি হইয়াছেন কিন্তু এই সৌভাগ্যের সঙ্গেই বাহ্য শীলতা, সদ্ভাব, সত্য, এবং ধর্ম্মাদির প্রতি সুদৃষ্টি না রাখেন, তাঁহারা কোনমতেই ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না, পরলোকের কথা কহিতে পারি না, সত্য হইলে অবশ্যই সদসৎ কর্ম্মের ফলাফল আছে।)

গত সোমবার প্রাতঃকালে ফোর্ট উইলিএম দুর্গের সেনারা সুসজ্জীভূত হইয়া কেল্লার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং গবর্ণমেণ্টের মিলিটরী কার্য্যের প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাহারদিগের সমীপে শ্রীযুত সার চারলস নেপিয়ার সাহেবের নিয়োগ বিষয়ক পত্র পাঠ করিলে তাহারা আনন্দসূচক বন্দুক ধ্বনি করিয়াছিল, ঐ সময়ে মিলেটরী সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব উপস্থিত ছিলেন, নেপিয়ার সাহেব তাঁহারদিগ্যে লইয়া অনেক আমোদ করিয়াছেন।

বিলাতের পত্রে ব্যক্ত করে ডাক্তর চারলস সাহেব এতদ্দেশের ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, একারণ রেবরেণ্ড পেনি সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবেন, কিন্তু রসপেনি সাহেবের পদে কোন মহাশয় মনোনীত হইবেন তদ্বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই, কেহ২ বলিতেছেন যে স্কটলেণ্ড দেশীয় মিসনরি রেবরেণ্ড ম্যান সাহেব ঐ পদ পাইবেন।

সংবাদ প্রভাকর

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বের সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃসং ॥

৩৪১৪ সংখ্যা।) শুক্রবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৮ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

“যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ “লরিয়া ,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আটটা উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটা উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

কেবিন অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

“সতলজ ,, নামক সোয়ারের নৌকা “ব্রহ্মপুত্র ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা সকল, এক ডজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা আমরা সর্ব্ব সাধারণকে অগ্রে জ্ঞাপন করিতেছি যে মে মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজারের বটতলার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺ চন্দ্র মিত্রের বাটীতে মেটর পলিটন নামক এক নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ বিদ্যালয়ে উক্ত দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় শত সংখ্যক বালক পাঠার্থে নিযুক্ত হইয়াছে, যাহারা ইংরাজী ও বাঙ্গা-

লা এই উভয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন [illegible] তাঁহারা মাসিক এক টাকা [illegible] দিবেন, যাঁহারা কবিতা, ব্যাকরণ ও বিবিধ বিধান প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন তাঁহারদিগের [illegible] আনা দিতে হইবেক, তদ্ব্যতিরেক যে সকল বালকেরা কথা, ফলা, বানান ইত্যাদি শিক্ষা করিবেক তাহারদিগের মাসিক চারি আনা বেতন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

তিন বৎসর গত হইল কলিকাতা পুলিসের নিয়মাবলী সংশোধন হইয়া প্রচলিত হইয়াছে, এই বর্ষ ত্রয়ের মধ্যে এতন্নগরে অভাবনীয় ঘটনা এবং উপদ্রবাদি সমুৎপন্ন হইয়া প্রজাকুলকে যেরূপ ব্যাকুল করিয়াছে বোধ করি তদ্রূপ বৈকল্য কোন কালেই নগরীয় লোকেরা সম্ভোগ করেন নাই, এই নেত্র পরিমিত নিয়মিত কালে রাজপুরুষদিগের নেত্র ভ্রমান্ধকারে ব্যাপ্ত থাকাতে কোন উপকার দর্শে নাই, এতদ্দেশীয় মান্য মহাশয়েরা নূতন পুলিসের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট করাতেও গবর্ণমেন্ট তাহা প্রদান করেন নাই, পাছে তদ্দ্বারা নব প্রকরণের হীনত্ব প্রকাশ হয়, এ[illegible] [illegible] যাহারা [illegible] ব্যক্তির [illegible] [illegible]ন, কিন্তু সেই নূতন [illegible] এইক্ষণে পুরাতন হইয়া আসিল, এবং তাহার সহস্রং দোষপুঞ্জ রাজকর্ম্মচারিদিগের অন্তঃকরণে [illegible] ন্যায় প্রবল প্রভা ধারণ করিয়াছে, সুতরাং অস্মদ্বিবেচনায় পুলিসের বর্ত্তমান নিয়মাদির পুনঃ সংশোধনের কাল বিলম্ব নাই, শ্রীযুত প্রধান বিচারপতি সাহেব পুলিসের অন্যায় দৃষ্টে বিচারাসনে বসিয়া তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, এবং আমারদিগের কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট সাহেবও বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিশেষ যেরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, অপর নূতন নিয়মাদি সংস্থাপন অবধি সংবাদপত্র তাহার অপকৃষ্টতার আন্দোলন হইয়া আসিতেছে, অতএব অতি ত্বরায় কলিকাতার শান্তিরক্ষণীয় ব্যাপারবৃন্দ নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত হইবেক এমত প্রত্যাশা আছে, তবে কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, অধীনদিগের সাধ্য কি? পুলিসের পরিদর্শক সাহেব অবধি চৌকীদার পর্য্যন্ত তাবৎ পদেই অনেক কুতন্ত্রিলোক আছে, এই সকল লোক নির্বচন হইলে "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হওয়া সম্ভব," গত এক সপ্তাহের মধ্যে যে সকল অসদাচার পুলিস প্রহরিগণ কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে তাহার কতিপয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

প্রথমতঃ। গঙ্গারাম নামক এক জন পরিদর্শক শঙ্করদাস নাম্না এক জন বড়বাজার নিবাসী দালালকে বিনাদোষে কারাগারে নীত করে, এই বিষয়ের তাৎকালীন শঙ্করদাস কহে যে আমি একদা রজনী সময়ে কতকগুলীন শাটীনের টুকরা লইয়া [illegible] দিয়া গমন করিতেছিলাম [illegible] আমার ন্যায় ব্যবসায়ী একজন আমাকে ষ্টেসন হৌসে লইয়া গেল, কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, গঙ্গারামের আজ্ঞানুসারে লইয়া যাইতেছে, পরে উক্ত স্থানে প্রবেশ মাত্র গঙ্গারাম আমাকে হস্ত পদাদি দ্বারা অত্যন্ত প্রহার করিয়া আনার শ্বশুরালয়ে লইয়া গিয়া মদীয় শ্বশুর সমীপে ব্যক্ত করিল, যে "জানিয়া শুনিয়া তোমার জামাতা অপহৃত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে, অতএব তুমি ইহার প্রতিভূ না হইলে ইহাকে কোন মতে কারামুক্ত করিতে পারি না।"

এইক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, ক্ষুদ্রজাতীয় মনুষ্যেরা কিঞ্চিৎ পদ প্রাপ্ত হইলে কেশরী [illegible] বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না, গঙ্গারাম একজন পরিদর্শক হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় [illegible] দর্শাইয়া নিরাপরাধি এক ব্যক্তিকে প্রহার [illegible] কারাগার ভুক্ত করিয়াছিল, ইহাতে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনায় [illegible] হয় নাই যে ইহা প্রকাশ হইলে [illegible]র পক্ষে অমঙ্গল সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ। অনেক ইতর [illegible] শিরোপরি কতকগুলীন ডাব নারিকেল লইয়া বাজারে যাইতেছিল [illegible] মধ্যে একজন চৌকীদার তাহার [illegible] হইতে একটা ডাব গ্রহণ করিলেক, তাহাতে দরিদ্র ডাবওয়ালা [illegible] কারণ জিজ্ঞাসা করাতে চৌকীদার কহিলেক, প্রত্যহ প্রভাতে এই পথ দিয়া যে সকল দ্রব্যাদি বাজারে যায় তাহার প্রত্যেক পণ্য পদার্থে [illegible] কিঞ্চিদংশ দাওয়া আছে, তদুত্তরে নারিকেল বিক্রয়কারী স্বীয় দরিদ্রতার পরিচয় [illegible] নির্দ্দয় পুলিস [illegible] হস্ত [illegible] আঘাত করিলেক।

তৃতীয়তঃ। সরকুলার রাস্তার ধারে গোরস্থানের নিকট মল্লিক বাজার নামক যে পণ্যবীথি আছে সে বাজারের একজন মৎস্য বিক্রেতাকে তৎ[illegible]য় চৌকীদার প্রহারযোগে মৃতবৎ করে, তদ্বিশেষ এই যে ঐ ব্যক্তি [illegible]র ভার লইয়া যাওনকালীন পুলি[illegible] [illegible]রি তাহা অল্প মূল্যে এক বৃহৎ মৎস্য গ্রহণার্থে কিঞ্চিৎ পয়সা উহার [illegible] দিয়া একটা মৎস্য বল[illegible] হস্তগত করিল, তাহাতে বিক্রেতা সম্মত না হওয়াতে চৌকীদার এক গাছা [illegible] দ্বারা তাহার উদরে [illegible]ত করাতে সে ব্যক্তি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণীশায়ী হইল, হননকর্ত্তা [illegible] তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক [illegible] পথ দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে[illegible], তাহাতে বাজারের লোক [illegible]ত হওয়াতে কহিল "যো কোই [illegible] আবেগা ওস্কা হাম ইয়া ভরে[illegible] [illegible] শির তোড়ডালুঙ্গা," ইত্যাদি।

চতুর্থতঃ। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গা[illegible] হস্তে চোরবাগানের গলি হইয়া [illegible] করিতেছিল, এমতকালে তৎ[illegible]ীয় চৌকীদার আসিয়া কহিল যে [illegible]গছা চোরা, তুই আমাকে ।০ আনা পয়সা দে, নতুবা পুলিসে [illegible] যাইব, প্রাচীনা ভয়াতুরা হইয়া [illegible], আনার স্থানে /৫ পাঁচটি পয়[সা] আছে, ইহাই গ্রহণ কর, চৌকীদার তৎক্ষাৎ তাহাই গ্রহণ করিলেক, [illegible] বশতঃ সেই সময়ে জমাদার [উপস্থ]িত হইবাতে প্রবীণা তাহার সমীপে সমুদয় গোচর [illegible] অমনি চৌকীদারকে পুলিসে প্রেরণ করিলেক, তাহাতে তাহার দুই মাস কারাবাস অনুমতি হইয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা অনবরত সম্বাদপত্রে এবং প্রত্যেক রাজপথে প্রত্যহ দৃষ্টি করিতেছি, অতএব পুলিস সংশোধনকার্য্য যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

ভূম্যধিকারি, সভার, অনুষ্ঠানপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত সোমবারের শেষ।

গ্রাম্য চৌকীদারের বেতন প্রতি পাটনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে ন্যূনকল্পে ৶০ আনা ঊর্দ্ধ যত টাকা হউক চৌকীদার বেতন প্রাপ্ত হয়। কোনখানে কিছু চালু মাত্র পাওনা হয়। সারণ জিলার মাং সাহেব লেখেন যে গ্রাম্য চৌকীদার যৎসামান্য রূপে বেতন প্রাপ্ত হয়। সরকার, চাম্পারণ এবং পূর্ণিয়ার মাং সাহেব লেখেন যে ইহারদিগের নিরূপিত বেতন প্রাপ্তি হইলে যথেষ্ট হইতে পারে। ভাগলপুরের ঐ অভিপ্রায়, এবং লেখেন যে কেচিদংশ ২ অবধি ৩ টাকা মাসে পায় ও কেচিদংশ ৫ অবধি ১০ বিঘা জমী পাইয়া থাকে। ত্রিহুতের অভিপ্রায় ॥৶১০ পয়সা অবধি ঊর্দ্ধ দুই টাকা ইহাতে হারহারি ১৷৴১৯ পড়তা হইতেছে পাইয়া থাকে ইহার দের পরিবার ৬।৭ জন ধৃত সাহেব করিতেছেন। দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে ইহারদিগের দরমাহা অযোগ্য, এবং যে সকল লোকের দ্বারা আদায় হয় তাহাদিগেরি বশীভূত এবং জমীদার লোকের আজ্ঞাকারী ও বশীভূত ইত্যাদি। মালদহের মাং লেখেন যে ১৷০ অবধি ২ টাকা পর্য্যন্ত চৌকীদারের বেতন প্রাপ্তি হয়। রঙ্গপুরের মাং সাহেব লেখেন যে অনিশ্চিত দরমাহা প্রজাদিগের স্থানে পাইয়া থাকে। রাজসাহীর মাং সাহেব লেখেন যে ৩ তিন টাকা দরমাহা ইহাদিগের অবধারিত কিন্তু ১।০ টাকার ঊর্দ্ধ প্রাপ্তি হয় না, পাবনার মাং সাহেব লেখেন যে ১।০ অবধি ৩ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন কিন্তু ইহাতে পরিবারের গুজরান হয় না। মুরসিদাবাদের মাং সাহেব উক্ত অভিপ্রায়। বীরভূমের মাং সাহেব লেখেন যে হারহারী ১২৴০ বিঘা জমী পাইয়া থাকে ইহাও অল্প হইতেছে। ময়মুন সিংহ ও ঢাকার মাং সাহেবানের এক অভিপ্রায় যে গ্রাম্য চৌকীদারের বেতন অল্প।

ফরিদপুরের অভিপ্রায় যে চৌকীদারের বেতন অল্প নহে। বাকরগঞ্জ ও ত্রিপুরার অভিপ্রায় যে ৩ টাকা হারে দরমাহা অল্প নহে। নওয়াখালী ও হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে কিঞ্চিৎ কম ৩ টাকা দরমাহা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ভাল হয়। চব্বিশ পরগণা ও বারাসতের অভিপ্রায় যে দরমাহা ৪ টাকা ফি মাসে জানিত বেতন। অন্যান্য লাভ দ্বারা চলিতেছে। যশোহর নদিয়ার মাং সাহেব লেখেন ২ অবধি ৩৷০ টাকা বেতন পাইয়া থাকে ইহা মামুদামিক পাইলে প্রচুর রূপে প্রাপ্তি গণ্য করিতে হইবেক। মেদনীপুরের মাং

সাহেব লেখেন যে কেহ অশ্ব আরোহীর ভূমি প্রাপ্ত আছে কেহ২ পেন্সন বৃদ্ধি ২০ং পাইয়া থাকে কিন্তু হুয়ারী একটাকা চারি আনা ইং চারি পাই হইতেছে ইহাতে গুজরান্ হয় না।

উক্ত সাহেবান্ সামান্য লোকের কথাক্রমে কিম্বা আনুমানিক রিপোর্ট করিয়াছেন অনুসন্ধান এবং তদারক করিলে বিশেষ বিজ্ঞাপ্তি হইত।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

দিল্লীগেজেট পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল রাউলপিণ্ডির যে স্থল সৈন্য ছাউনি নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছে সে স্থানে অতিশয় জলকষ্ট, এ জন্য তথায় একটা কূপ খনন হইতেছে, কিন্তু প্রায় এক শত হস্ত খনন হইয়াছে তথাপি জল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, দিল্লীগেজেট প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে রাউল্পিণ্ডির পরিবর্ত্তে যদিস্যাৎ হসেন আবদুলে ছাউনি হয় তবে এপ্রকার জলকষ্ট হয় না।

প্রাপ্ত বিষয়।

সন ১২৫৬ সালের ২৪ বৈশাখ শনিবারে পরগণে দাঁতিয়া জিলা যশোহরের মধ্যবর্ত্তি প্রসিদ্ধ পাণ্ডিতগণের বাসস্থলী কুসিরাখ্য গ্রাম তত্রত্য নিবাসি সর্ব্বজন হিতৈষি মহা মহোপাধ্যায় রাজকিশোর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে, হায়২! কি ক্ষোভের বিষয়, আহা! যদ্যপি বয়ঃপ্রাপ্তি হইয়াও ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে,তথাপি অদ্বিতীয় এমত সার্ব্ব রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমাবস্থায়ী ইঁহার অদ্ধিতত আমূখ্য হয় না, কারণ সাক্ষাৎ বৃহস্পতি প্রাচীন ও নব্য সামুদায়িক গ্রন্থ পাঠ ও পাঠনাদি দ্বারা হাস্যোপহাস কর্ত্তৃক আনা দিগ্দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহার ব্যবস্থাপত্র এই কথকার রাজপুরুষদিগের নিকটে অতি আদরণীয় ছিল, এবং শ্রীলশ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চতুর্দ্ধুরীণ তথা শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ চতুর্দ্ধুরীণ জমীদার মহাশয়দিগের সভাতে পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে অগ্রগণীয় ছিলেন, তজ্জন্য উক্ত বাবু মহাশয়েরা অত্যন্ত খেদিত হইয়াছেন।

কবিতা।

ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন।

বহুদিন দুর্দ্দিন দিনেশ নিদারুণ।
ধরিয়ে প্রখর তর কর চতুর্গুণ॥
দগ্ধ করে ভারতভূমির সর্ব্ব দেহ।
দেখি দশা দয়া দান না করিল কেহ॥
ভাবেতে ভারতভূমি হইয়া ধীধারা।
ঈশ্বরে দোহাই দেন চক্ষে শতধারা॥
সন্তান সকল, কোলে কাঁদিয়া ব্যাকুল
ক্ষুধায় তৃষায় সবে শব সমতুল॥
দেখিয়ে দুর্দ্দশা বিভু করুণানিধান।
সুধা সরোবর এক করিলেন দান॥
সুখেতে সকলে কর ড্রিঙ্ক ওয়াটর।
উদয় ভারতবর্ষে ড্রিঙ্কওয়াটর॥

নিদাঘের রবি ছবি সম খরতর।
ব্রিটিস ব্যবস্থা করে দগ্ধ চরাচর॥
ঘরে কর চরে কর শেখরে সাগরে।
জলে কর স্থলে কর ফলে তরুবরে॥
তাপিত সকল তনু তীক্ষ্ণতর করে।
ব্যবস্থা তপন দোষ জেনেছে অন্তরে॥
চাতক সমান সবে হইয়ে বিকল।
রোদন করলে ডাকে হা জল যো জল॥
ত্রিবারণে বেথুন্ধর কর প্রকাশন।
অপূর্ব্ব বৃষ্টির বারি হয় বরিষণ॥
চাতক স্বরূপ সবে ড্রিঙ্ক ওয়াটর।
উদয় ভারতবর্ষে ড্রিঙ্কওয়াটর॥

গিরি তলে গোপদল গোধেনু চরায়।
জলাশয় থাকে যথা তথা সদা যায়॥
বিদ্যার্থি বালকবৃন্দ ধেনু বৎস প্রায়।
কাতর হইয়াছিল জ্ঞানপিপাসায়॥
বিদ্যাবারি পরিপূর্ণ বেথুন নির্ঝর।
উজ্জ্বল কর হে আসি সমাজ শেখর॥
বিবিধ তটিনী শ্রেণী করিয়া রচন।
দিগ্ দিগন্তরে সদা করেন প্রেরণ॥
তৃষিত বিদ্যার্থী বারি করিবারে পান।
মাতৃ পার্শ্ব পরিহরি করিছে পয়ান॥
বিমল নির্ঝরে করে ড্রিঙ্ক ওয়াটর।
উদয় ভারতবর্ষে ড্রিঙ্কওয়াটর॥

ভারত দুহিতা যত কুরঙ্গ নয়না।
কুরঙ্গের তৃষা ভ্রমে ভ্রান্ত বরাননা॥
ভ্রমে ভ্রমে চিরকাল না পায় সন্ধান।
ঘোর পাপ পিপাসায় পরিহত প্রাণ॥
কুরঙ্গিনী সম যত কুরঙ্গিনী দল।
সংসারে প্রদীপ্ত দেখে দুঃখ দাবানল॥
অস্থিরা হইয়া চায় বিন্দু বিদ্যাবারি।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চেয়ে ছিল যতেক কুমারী॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু পরম ঈশ্বর।
প্রকটিত করিলেন বিদ্যাবারিধর॥
মৃগ নেত্রাগণ করে ড্রিঙ্ক ওয়াটর।
উদয় ভারতবর্ষে ড্রিঙ্কওয়াটর॥

তৃষিত জনস্য।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ নগর গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

আহ্নিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতি ভাবৎ সকলা প্রভাকরঃ সদর্থ সংবাদন প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতদ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং মিলসে পিবন্তুচতুরশ্চান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪১৫ সংখ্যা) শনিবার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৯ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত কোহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লখিয়া,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট টা উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটা উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

... ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।
ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদ্বিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা সকল, এক মণের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।
ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তফির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্রম তাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য

25

নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত জিলা নদীয়া পরগনে মাম জোয়ানের বীর নগরের অথবা উলা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক পুষ্করিণী ও এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে হরীশপ্রাণ মুস্তফির পরিবারের বসতি বাটী এবং ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাজনৌরের নঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক নীলকুঠি যাহা নঘাট বলিয়া বিখ্যাৎ তাহাতে ৪ জোড়া হৌজ এবং তাহার সকল সরঞ্জাম ও ৮ আট খানা খড়ুয়া গৃহ ও ৪ চারিটা গোলা এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪/০ চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে স্বর্ণ নদী। পূর্ব্ব দিগে এক খণ্ড বন্দ ভাঙ্গাটিয়া ভূমি। উত্তর দিগে কালাগাছা নামক নীলকুঠি। এবং দক্ষিণ দিগে নঘাটার ঘাট।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাজনৌরের ছাতিমতলা নামক স্থানের শামিল ছাতিমতলা নামক এক নীলকুঠি তাহাতে চারিটা হৌজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও এক ইষ্টক নির্ম্মিত গুদাম ১২ বারোখানা খড়ুয়া গৃহ এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭/০ সাত বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত পরগনা পাজনৌরের চাকদহ অথবা শিবগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক কাছারি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥২ বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তফির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে কিশোরি তেলির বাটী ও ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কালাচাঁদ স্বর্ণকারের বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে তাঁতিদিগের বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে প্রকাশ্য রাস্তা।

শরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
শরিফ।

কলিকাতা।
২ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ হইতে পারিবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতের বিচক্ষণ বিচারপতি বিজ্ঞবর মেং আর এচ রেটরি সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে অন্তরীপ গমনার্থ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন অধুনা অবগত হওয়া গেল যে গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব ঐ বিদায় প্রদানে অসম্মত হইয়া রেটরি সাহেবকে একেবারে [illegible] কার্য্য পরিত্যাগ করণের অনুমতি করিয়াছেন, অপিচ কি কারণে তিনি এই অন্যায় আজ্ঞা করিলেন তদ্বিশেষ আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। রেটরি সাহেব প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কোম্পানির অধীনে নিযুক্ত আছেন এবং সুখ্যাতি [illegible] প্রকার রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে বল দ্বারা সিবিল পদ পরিত্যাগ করাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, ইহাতে গবরনর জেনরল সাহেবের কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা।

এই বিষয়োপলক্ষে গত গুরুবাসরীয় হরকরা পত্রে উৎসম্পাদক মহাশয় লার্ড সাহেবের প্রতি অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিত হইয়াছে যে লার্ড সাহেব ইচ্ছা পূর্ব্বক উল্লেখিত অনুমতি করেন নাই, রেটরি সাহেবের বিষয়ে বিলাত হইতে কোন [illegible] আসিয়া থাকিবেক, কারণ তাঁহার সমভিব্যাহারি সিবিলদিগের মধ্যে অনেকেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন কেবল তিনি একাকী সদরের বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, অতএব উপযুক্ত পেন্সিয়ান গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল।

সিবিল পদস্থ কর্ম্মচারিরা ইচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্য পরিত্যাগ করিলেই ভাল হয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে গবরনর জেনরল সাহেবের বল প্রকাশ করা কি সামান্য অন্যায়? বয়ঃ আধিক্য জন্য রেটরি সাহেবের বিবেচনায় কোন ভ্রম হয় নাই, পরিশ্রম করণেও তিনি কাতর নহেন, সদর আদালতে যেরূপ নিয়ম চলিত আছে সেই নিয়মক্রমে তিনি আপন পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, অতএব তাঁহার বিষয়ে বিলাতের কর্ত্তাপক্ষ মহাশয়েরা যদ্যপি উল্লেখিত প্রকার পত্র লিখিয়া থাকেন তবে তাহা অন্যায় বলিতে হইবেক, বহুদর্শি বৃদ্ধলোকেরা বিচারকার্য্য নির্ব্বাহে নিযুক্ত পদস্থ থাকেন ইহা অনেকেরই প্রার্থনা, যেহেতু তাঁহারদিগের দ্বারা অনায়াসে সুবিচার হয়, অতএব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে রেটরি সাহেবকে যে বিদায় দিয়াছিলেন গবরনর জেনরল সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেই সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইত।

এই কলিকাতার বাজারে ও ভিন্ন২ দোকানে যে সকল সের, অর্দ্ধসের, পোয়া, ছটাক প্রভৃতি পরিমাণ ব্যবহৃত হয় তাহার অনেক কমী থাকে, তদ্দ্বারা বিক্রেতারা ক্রয়কারির প্রতি বিস্তর প্রতারণা করে, এই বিষয়ে পুলিসের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, এবং ইহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কোন ক্ষমতা আছে কি না তাহাও বলা যায় না, আমরা অবগত হইয়াছি যে বাজারে দোকানদারদিগের নিকট দুই প্রকার পরিমাণের বাটখারা থাকে, তাহারা যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করে তখন যথার্থ পাঁচ সের ও আড়াই সের দিয়া ওজন করিয়া লয়, কিন্তু বিক্রয়ের সময়ে তাহা আর ব্যবহার করে না, এইরূপে তাহারা অনেক লভ্য করিতেছে, এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি না থাকাতে এই প্রতারণা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এই অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত তাঁহারা কোন নূতন নিয়ম নিরূপণ করেন, এবং তাহাতে পুলিস মাজিষ্ট্রেটদিগের পক্ষে অনুমতি হয় যে তাঁহারা দোকানদার প্রভৃতি ব্যবসায়িদিগের আড়াই সের, সের, অর্দ্ধ সের প্রভৃতি পরিমাণ সকল পরীক্ষা করিয়া তাহার উপরিভাগে এমত কোন চিহ্ন রাখিয়া দেন যে তাহা কোনরূপে কৃত্রিম অর্থাৎ জাল হইতে না পারে, এবং সাধারণে সেই চিহ্ন দেখিয়া দ্রব্যাদি পরিমাণ পূর্ব্বক ক্রয় করে। এইরূপ শাসন মূলক বিধি না হইলে দোকানদারের অত্যাচার কোনক্রমে নিবারণ হইতে পারে না।

আমারদিগের গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব শীকের যুদ্ধে জয়লব্ধ করত কহিনূর নামক যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন অবিলম্বে তাহা বিলাতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং মূলতানের বিখ্যাত সেনাপতি মেজর এডওয়ার্ডস্ সাহেব তাহা লইয়া যাইবেন, ঐ মহারত্ন প্রাপ্ত হইলে মহারাণী ও তাঁহার পারিষদগণ লার্ড সাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ মেজর এডওয়ার্ডস্ সাহেবের আরো পদ বৃদ্ধি হইবেক, তিনি অল্প বয়সে মেজর হইয়াছেন, এইবারে আবার নাইট উপাধি গ্রহণ করিবেন।

গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আমারদিগের প্রধান সেনাপতি সাহেবের তাঁবু ও পারিষদগণ আগামি সোমবার দিবসে ডাকযোগে উত্তর পশ্চিম দেশে প্রেরিত হইবেক, এবং মঙ্গলবার

প্রাতঃকালে স্যার চারল্স নেপিয়র সাহেব কলিকাতা রাজধানী পরিত্যাগ করিবেন, সাহেব অধিক দিন সিমলা পর্ব্বতে থাকিবেন না, শীঘ্র লাহোরে যাইবেন।

নাগপুরের রাজ্যলোভি আপা সাহেব নামক বিখ্যাত অত্যাচারী সংপ্রতি কতকগুলিন রহিলা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং মেজর অমলো সাহেব ইলিচপুর হইতে একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে ভয়ানক রূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আপা সাহেব পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই যে মেজর অমলো সাহেব হত হইয়াছেন, কেহ২ বলেন যে রহিলা সেনাদিগের নির্দ্দয় প্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, কেহ বলেন তিনি যুদ্ধের সময়ে অশ্ব হইতে পতিত হইয়াছিলেন, যাহাহউক এই ঘটনা অতি খেদজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, ব্রিটিস সেনারা আপা সাহেবের পশ্চাদ্ভাগে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে ধৃত করিতে পারে নাই, তিনি এক অগম্য বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠানপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত বারের শেষ।

এমতে এদেশের পূর্ব্ব নিয়মে এই বিবেচ্য যে গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গ্রাম্য চৌকীদার অর্থাৎ পাইক লোক রাজন কর্ত্তৃক ভূমি প্রদানে এবং প্রজা কর্ত্তৃক বিবাহ, পূজা, এবং শ্রাদ্ধে বক্সীস ও পার্ব্বণের উদর্ত্ত অন্নাদি দ্বারা আনুকূল্যে এবং ফসল চৌকীতে ধান্যাদি প্রাপ্তে পাইক মণ্ডল ও প্রজার সর্ব্বদিগে বহুতর দৌরাত্ম্য লাঘব ছিল ১৭৯৩ সালাবধি পাইক চৌকীদার দারোগার বশীভূত হওয়ায় প্রজার স্থানে উক্ত লভ্য সামুদায়িক প্রাপ্তি আছে, কিন্তু প্রজা ও মণ্ডলের সহিত চৌকীদারের সুহৃদ্যতা এবং প্রজা রক্ষা ভার যে প্রকার ছিল তাহা দারোগা বন্দোবস্ত হওয়া অবধি সুতরাং খর্ব্বতা ঘটনা হইয়াছে, যেহেতুক গ্রামের চুরী, ডাকাইতির জবাব দিহি দারোগা ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ভারার্পণ হওয়াতে চৌকীদারের উক্ত ভার লাঘব প্রজার নিকটে অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু প্রজার স্থানে চৌকীদারের যে পাওনা তাহা সংপূর্ণরূপে পাইতেছে। প্রজা উক্ত দেয় অস্বীকারে পাইক কর্ত্তৃক দারোগা ঘটিত অপমান ও ক্লেশের আশঙ্কায় পাইকের প্রাপ্তি অবশ্য দেয় বিবেচনায় দেওয়া হইতেছে।

চৌকীদার ও পাইকের গুজরাণ কি প্রকারে হয় ইহার অবধারণ করণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের অতি সুকঠিন এবং অত্যন্ত দুষ্কর যথা।

প্রথমতঃ উক্ত অন্ত্যজ শ্রেণী সাধারণের অনায়াসে দিন নির্ব্বাহ, দেশের রিত্যনুসারে স্ত্রীলোক, বালক বালিকা, মাত্রে পুষ্করিণীর সামুক এবং ছোট২ মৎস্য এবং বিল ও খালের মৎস্য মারণ চেষ্টা করে যদ্দ্বারা আহার এবং অবশিষ্ট বাজার বিক্রয়ে সংসারের সাহায্য হয়। এবং গৃহস্থ লোকের বাসন পরিষ্কার এবং বাটী ঘর পরিষ্কার করণে তথায় স্ত্রীলোক দ্বারা আহারীয় দ্রব্যের আনুকূল্য অনেক হয়। এবং মৎসামান্য কুড়্যাঘরে বাস করণে তত্র ব্যয় নামান্য মাত্র। এবং গৃহস্থের শস্যের বস্ত্রাদিতে এবং পুরাতন বস্ত্র ইলাম পাওয়াতে শয়নের কাঁথা ও পরিধেয় বস্ত্রের উপকার হয় এবং রাত্রিতে প্রদীপ অপ্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন মৎস্যাধরার জাল বানান এবং বাঁশের নানা প্রকার নির্ম্মাণ করতঃ বিক্রয় দ্বারা সংসারের অপ্রতুল ঘটনা হয় না। এবম্প্রকারে বাগ্দী দুলিয়া বহুতর দিন গুজারাণ করে। এবং হাড়ি, ডোম, কাওরা, শূকর পালন এবং বাঁশের কর্ম্মাদি করতঃ স্ত্রীলোক বালক প্রাচীন নির্দ্দোষে কাল যাপন করে, এবং গ্রাম্য পাইক পাইকি কর্ম্ম প্রাপ্তে গ্রামে মান এবং লোকের আদর পায়। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকথিত প্রজা দ্বারা প্রাপ্তি এবং পাইকি বেতন সহিত ৭।৮ টাকার ন্যূন পাইকের প্রাপ্তি ঘটনা কদাচ হয় না, এ প্রকার লোকের অর্থাৎ পাইক লোকের উচক্কামি, লাম্পট্য, চুরি দোষ, এবং মদ্য মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি ব্যবহার। এবং তাহাদিগের বিরাদার উক্ত স্বভাব প্রাপ্ত, শ্রেণি এবং কুকর্ম্মকারি বহুতর দৃষ্ট হইবেক।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেত্তিতাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদমবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীষুদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪১৬ সংখ্যা) সোমবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২১ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লখিয়া,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট টা উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটা উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক। ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা সকল, এক ওজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য দিবসে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মাগারে এরূপ এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইল যে মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসী মৃত হিন্দু প্রজা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আপনার জীবিত কালে এবং মরণের সময়াবধি শ্রীশ্রীযুত ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের অধীনস্থ বেলিয়াঘাটার খালের কুংঘাটের দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং অন্যান্য তাবদ্বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার পূর্ব্বোক্ত মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসি প্রজা হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অর্পিত হইবেক, যিনি উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির এক মাত্র পুত্র, এবং শাস্ত্রানুযায়ি ব্যবস্থাক্রমে যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েন ইতি।

G. O. BEEBY.
Practor.

জি, ও, বিবি।
ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের
উকীল।

কলিকাতা।
৭ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৯ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহামতি স্যার রবর্ট পিল সাহেব সংপ্রতি এক অতি মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে চিরকাল মুক্তমুখে প্রশংসা করিতে থাকিব, ঐ মহাশয় পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং পেটন সাহেবকে কহিয়াছেন যে "বিচারপতিকে আমি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, পুলিসের লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর প্রজার প্রতি নানা অত্যাচার করিয়া থাকে, তুমি সে বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি কর না, ইহা অত্যন্ত অন্যায়, এতদ্দ্বারা শান্তি সম্বন্ধীয় বিষয়ের অতিক্রম হইতেছে, ইত্যাদি।

পুলিসের বড় মহাশয় শ্রীযুতের শ্রীমুখ নির্গত সদুপদেশ শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অধুনা সুনিয়ম স্থাপনে যত্নশীল হইয়াছেন, এবং এমত এক ঘোষণা করিয়াছেন যে "শান্তি সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মচারি অথবা তাহারদিগের অধীন জনেরা অর্থাৎ চৌকীদার প্রভৃতি লোকেরা কোন আসামী বা অভিযোগ্য কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিতে অথবা মারপিট করিতে পারিবেক না, পুলিস সংক্রান্ত যে কেহ এই আজ্ঞার অন্যথা করত মারপিট কিম্বা দৌরাত্ম্য করিবেক তাহাকে উচিতমত দণ্ড প্রদান করা যাইবেক"

পেটন সাহেব এতদিনের পর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় বটে, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানে আমরা কখনই ত্রুটি করিব না, আমরা পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহাকে এ বিষয়ে সদাদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতে শ্রুতিপাত করেন নাই, যাহা হউক, অধুনা সুনীতি স্থাপনে অনুরাগী হইয়াছেন, এজন্য আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

এতদ্দেশীয় প্রাচীন মহাশয়েরা অদ্যাপি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে উৎসাহি হইলেন না, ইহাই পরমাক্ষেপের বিষয়, বিশেষতঃ আপনারা হিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং অন্যকেও হইতে দিবেন না, তাহাও এক প্রকার অদ্ভুত চমৎকার ব্যাপার। জগদীশ্বর আমারদিগকে ধন দেন নাই, বিশেষ শক্তিও দেন নাই, এজন্য আমরা তাঁহারদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি না, কিন্তু দয়াময় বিভু আমারদিগ্যে মন দিয়াছেন, বিবেচনা দিয়াছেন, সুতরাং ধন না থাকিলেও খেদ করিব না, বিবেচনা দ্বারা মনের কার্য্য অবশ্যই করিব, যখন এতদ্দেশীয় বালিকাগণকে বিদ্যা দান করা অতি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি তখন কিছুতেই এ ভাবের অনাথা হইতে পারে না, আমরা ধনের বশ্য হইব না, অনুরোধের বশ্য হইব না এবং ভয়ের বশ্য হইব না, কেবল উচিত কর্ম্মের বশ্য হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য হইব। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন এবং প্রতিজ্ঞা পালনের যে দুঃখ তাহাকে স্বর্গীয় সুখের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক, অন্যত্য এবং অসৎ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা অমরাবতীর ন্যায় মনোহর অট্টালিকায় উপবেশন পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধ্যক্ষ হইয়া সুখ সম্ভোগ করণাপেক্ষা নিবিড় গহনে সত্য এবং সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অত্যাবশ্যক ও সুখজনক। এই স্থলে লিপি বাহুল্য করণের প্রয়োজনাভাব, প্রাচীন কর্ত্তা মহাশয়েরা কর্ত্তার ন্যায় কর্ম্ম করিলেই ভাল হয়। জাতি মারণ নিমন্ত্রণ বারণ এ সমস্ত ঘৃণিত ব্যাপার কেন করিতেছেন; মহদ্বিষয়ে এতদ্রূপ মর্ম্মান্তিক রাগ প্রকাশ করাতে মহাত্মাদিগের মহত্ত্বের বিপরীত ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে, আপনারা ও পক্ষে যত উৎপাত উপস্থিত করেন তত এ পক্ষে সুপ্রতুল হইবে তাহা জানিতে পারেন নাই, আপনারদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই যুবকেরা অঙ্গীকার রক্ষা এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হওনে উপদেশ পাইতেছেন। অদ্য স্থানাভাবে অধিক লিখিতে পারিলাম না, আগামিতে অবশ্যই আক্ষেপ নিবারণ করিতে বিহিত যত্ন করিব।

গত শনিবার দিবসে ভূম্যধিকারী সভার এক বৈঠক হইয়াছিল, ঐ সভাতে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু প্রমথনাথ দেব, উইলিএম কাবহরি এবং সম্পাদক বাবু কাশীনাথ বসু প্রভৃতি কয়েক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে প্রস্তাবিত নার্য্য আইন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছে, আমরা তদ্বিশেষ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ করিতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিব না। এমত জনরব যে কর্ত্তা মহাশয়েরা অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিপক্ষে অনেক বাগাড়ম্বর করিয়াছিলেন।

[illegible]বার হইতে ১১ তারিখের আগত পত্রে ব্যক্ত করে যে কাপ্তেন, কমেণ্ডেন্ট হেম্পটন সাহেবের অধীনস্থ হিন্দু সেনারা চণ্ডার নিকট গুরি নামক স্থানে নদীতটে আপা সাহেবের রোহিলন্ সেনাদিগের সহিত সংগ্রাম করে, তাহাতে ১০০ জন রোহালিন্ সেনা আহত এবং ৫ জন হত হইবায় তাহারা পরাভব হইল, আপা স্বয়ং সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আর্পণ করিয়াছেন, সেকামের পক্ষে কাপ্তেন কমেণ্ডেণ্ট হেম্পটন্, কাপ্তেন ওয়েটস্ ২ গণিত কেবেলরি দলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডবলিউ, এ, আর; এবং আর্টিলেরি দলের মেজর, টি, লাইসাট্ প্রভৃতি; অপিচ কেবেলরি সংক্রান্ত নয়জন সেনা এবং ১৫ টা অশ্ব আহত হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি বাহাদুর বেঙ্গাল মিলেটরি ক্লাবে অতি সমারোহ পূর্ব্বক আহার করিয়াছেন, শ্রীযুতের ভোজের সময়ে গীত বাদ্য, বক্তৃতা প্রভৃতির অতিশয় ধূম্ ধাম্ হইয়াছিল।

আগ্রা মেসেঞ্জর পত্রে বিদিত হইল যে আমারদিগের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে রাজা লাল সিংহের মাসিক বৃত্তি রোধ করিয়াছেন, ইহার বিশেষ কারণ কিছুই ব্যক্ত হয় নাই, রাজপুরুষেরা যদবধি অপর কোন আজ্ঞা প্রকাশ না করেন তদবধি তিনি ঐ অবস্থায় থাকিবেন।

অপিচ শুনাগেল মহারাণী শীকেশ্বরী পুনর্ব্বার চুনারে প্রেরিতা হইবেন, ফলতঃ এবিষয়েরও কোন নিশ্চিত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

ভূম্যধিকারী সভার অনুষ্ঠান পত্র।
[দ্বিতীয় খণ্ডঃ]

গত শনিবারের শেষ।

অতঃপর উক্ত সরকুলর পত্রের প্রশ্ন যে কি প্রকার বন্দোবস্ত করিলে দেশের মঙ্গল হয় লিখিত হইবায় জিলাহায়ের মাজিষ্ট্রেট সাহেবাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত যথা।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব লেখেন যে ১৮১৬ সালের ২২ আইনানুসারে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে যদি প্রজার শ্রেণী অল্প গণ্য হয় তবে জমীদারের প্রতি ৩ টাকা মাসকাবারি কিম্বা ৮/ বিঘা জমী বন্দেজ চৌকীদারের যাহাতে হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং জমীদারের খাজানা আদায় পাইক লোক না করে।

সারণের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় যে উক্ত আইনানুসারে গ্রাম্য পাইক নিযুক্ত হয় এবং পঞ্চায়ত হয়, এবং বড় মান্য লোক সকল আইনানুসারে মাসিক বেতন আদায়ের ভারে নিযুক্ত করা হয়, এবং চৌকীদার সকল প্রতি সপ্তায় থানায় গণিত হয়, ইহার অন্যথা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট হয়। গ্রাম্য চৌকীদারে সুধারা তাবৎ কদাচ হইবার নহে যাবৎ ভাললোক মফঃসল পুলিসের তদারকে নিযুক্ত না হয়।

পূরণিয়া, ত্রিহুত, পাবনা, ময়মুনসিংহ জিলার অভিপ্রায় যে ৩।০ টাকা গ্রাম্য চৌকীদারের দরমাহা এবং জমীদারের সহযোগ পরিত্যাগ এবং উক্ত আইনানুসারে প্রজার উপরে খাজানা হইয়া গ্রাম্য পাইক দরমাহা পায়।

হুগলির অভিপ্রায় যে উক্ত আইনানুসারে প্রজার নিকট খাজানা আদায় হইয়া ৩।০ টাকা দরমাহা দেও

স্না হয় এবং চাকরাণ জমী তাহাদিগে রোজ খাজান দেওয়া হয় ।

যশোহরের অভিপ্রায় যে উক্ত আইনানুসারে সকলের নিকট খাজা না আদায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এক্তারে পাইকলোক নিযুক্ত হয় ।

ঢাকার অভিপ্রায় যে গ্রাম্য পাইক পরিবর্ত্তে পল্টনের শ্রেণীবৎ বরকন্দাজ নিযুক্ত হইলে ভাল হয় ।

ফরিদপুরের অভিপ্রায় যে জমীদার ও গ্রাম্যলোকের সহযোগ পরিত্যাগে গ্রাম্য পাইক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেতন প্রাপ্তে নিযুক্ত হয় এবং থানা বদলি করা হয় এবং ৪ টাকা দরমাহা হয় ।

ত্রিপুরার অভিপ্রায় যে গ্রাম্য পাইক পরিবর্ত্তনে বরকন্দাজ থানার থানা কুচ করা হয়, ১০ জনের উপর এক হাওয়ালদার, ত্রিশজনার উপর এক জমাদার এবং তিনজন আফিসর উক্ত পদাভিষিক্ত এবং এক সুবেদার রণকর্ম্মে সুশিক্ষিত নিযুক্ত করা হয় ।

চব্বিশপরগনার অভিপ্রায় যে বরকন্দাজ শ্রেণীবৎ গ্রাম্য পাইক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীনে থাকিলে ভাল হয় ।

নদীয়া ও মেদিনীপুরের অভিপ্রায় যে গ্রাম্য পাইকের ৩৷০ বা ৩৷৷০ টাকা দরমাহা জমীদার দিয়া প্রজার স্থানে আদায় করিয়া লইলে ভাল হয় ।

ছিলটের অভিপ্রায় যে গরীব প্রজার প্রতি কোন নূতন বার হইলে দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবেক ।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়)

বৃষ্টি ।

আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কয়েক দিবস সন্ধ্যার পর সর্ব্বত্রেই সুবৃষ্টি হওয়াতে কৃষি কর্ম্মের পক্ষে অত্যন্ত সুযোগ হইয়াছে বিশেষতঃ নীলকরেরা বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, পুরী, কটক, মেদনীপুর, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং হুগলি প্রভৃতি জিলা সকলের মধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলের সম্ভাবনা হইয়াছে ।

কলিকাতা নগরে এবং তদিতরতঃ স্থানাদিতে বসন্ত ও ওলাউঠা রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বৃষ্টির কল্যাণে এইক্ষণে আর তদ্রূপ নাই, অনেক হ্রাসতা হইয়াছে । প্রায় প্রত্যহই মেঘাড়ম্বর হইয়া বারি বর্ষিত হইবায় পৃথিবীর তৃষা ক্ষুধা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং শীতলা হইয়া শীতলাকে আস্তেং বিদায় করিতেছেন, এবং ওলাবিবী স্বীয় স্বামি উষ্টার হস্ত ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চম্পট করিতেছেন ।

পদ্য ।

হইলেন সর্ব্বসহা স্বভাবে শীতলা ।
স্বভাবের ভাব দেখি পলায় শীতলা ।।
বসন্তে করিয়া দেবী বসন্ত বিস্তার ।
ছারখার করিলেন অখিল সংসার ।।
গ্রীষ্ম আগমনে তার বাড়ে আরো ক্রম
যমের সাহসে করে বিষম বিক্রম ।।
নিরন্তর নীরধর নিরীক্ষণ করে ।
নিদাঘ নিপাত হেতু বারি বাণ ধরে ।।
করি বৃষ্টি রাখে সৃষ্টি হয় রিষ্টি নাশ ।
দেখে শুনে শীতলার লাগিয়াছে ত্রাস
ক্রমেং দল বল সব হয় ভুট ।
ঝাঁটা নিয়া গাধা ছেড়ে মারিলেন ছুট
পাছু ধাবমান ওলা পতি তার উটে ।
যোড়া গাঁথা ছিল সবা স্ত্রীপুরুষ দুটে ।।
জোড় মন্ত্রে সর্ব্বদেহ চর্ম্মভেদ করে ।
বধিলে গরুর হয় শমনের ঘরে ।।
ঘোড় বেঁধে জোর জোরে এসেছিল বলে
উঠেছিল হাহারব সকলের মুখে ।।
দেখিয়া এরূপ ভাব অতিশয় রেগে ।
অকালে বরষাবীর উঠিলেন জেগে ।।
ঘনং ঘন খুব তোপ দিলে দেগে ।
জলপান করি শেষ পলাইল ভেগে ।।

স্বভাবের ফিরিয়াছে কুটিল স্বভাব ।
অভাবের হইয়াছে সকল অভাব ।।
নিদাঘের ঘুচিয়াছে প্রবল প্রভাব ।
করি বিশ্ব পরিদৃশ্য অপরূপ ভাব ।।
সুধার সধায় বৃষ্টি দৃষ্টি মনোলোভা ।
ধরাতল সুশীতল সৃষ্টি পায় শোভা ।।
সমীরণ স্নান করি জলদের জলে
স্নিগ্ধ হোয়ে মৃদু ভাবে গন্ধ লোয়ে চলে
বিলোকনে প্রকৃতির কার্য্য এই মত ।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ জীব জন্তু যত ।।
পবনের বাড়িয়াছে অতিশয় মান ।
সমাদরে সকলেই দেহে দেয় স্থান ।।
বাতাসের গুণ গায় যে যেখানে আছে
বিশেষতঃ বাড়ে মান যুবতীর কাছে ।।
ভাবভরা ভব দেখে নয়ন মেলিয়া ।
সুখে তারে বুকে রাখে বসন ফেলিয়া ।।
সাধুং সাধুরে শীতল সমীরণ ।
তোর গুণে বিমোহিত সংযোগি [illegible] ।।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরিক্তে প্রতিদিবস কলিকাতার সিমুলিয়ার হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৩/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয় । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা । [illegible]

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতি ভাস্বৎ সকলা প্রভাকরঃ সদর্থ সংবাদ নব প্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রামং মতভ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অস্যোকাদিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

(৩১৭ সংখ্যা) মঙ্গলবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল । ইং ২২ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible] তীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহি দিগের বিষয় ।

[illegible] যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ [illegible] খিয়া,, নামক বোঝায়ের [illegible] আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান [illegible] সের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত [illegible] তে প্রেরিত হইবেক ।

[illegible] বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট [illegible] উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের [illegible] উপর ১ একটা উত্তম কুটারী [illegible] ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের [illegible] নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হই [illegible] ক ।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ [illegible] আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] লে কাণ্টোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট ।

১৬ মে ১৮৪৯ ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির [illegible] য়ের বিবরণ ।

[illegible] সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক । ক্ষুদ্রং পুলিন্দা সকল, এক ওজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক ।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট ।

১৬ মে ১৮৪৯ ।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন ।

সরিফ সেল ।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শম্ভুচন্দ্র হালদারের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্রমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য

BLEED THROUGH.

নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার পরগনে খাসপুর মৌজা চাঁদপুরের টালিগঞ্জ নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ বৈদ্যনাথ শাহা, রামসুন্দর দাস, চাঁদ রাঁড়, ছিরু রাঁড়, ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৫৸০ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে গঙ্গা তীর। উত্তর দিগে প্যারীলাল মণ্ডলের ঠাকুর বাটী। এবং দক্ষিণদিগে গলি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ মধুসূদন দে, পঞ্চানন ঘোষ, পরিক্ষীত পোদ্দার ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৪৷০ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগে গলি। দক্ষিণ দিগের একাংশে গলি অপরাংশে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৵২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে গঙ্গা তীর। এবং উত্তর দিগে সংক্রম।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভূমি। তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ কমলাকান্ত তরফদার ইত্যাদি সকলে ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৷১০ এক বিঘা দশ কাঠা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভূমি। পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর দিগে রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভাড়াটিয়া ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি যাহাতে রাইয়ত বিলি আছে অর্থাৎ অভয়চরণ ঘোষ ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে মেং জানক্রুক সাহেবের সম্পত্তি ছিল ভূমি অনুমান ৩ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে রাস্তা।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ সুকনী হাকিম ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে তাহা পূর্ব্বে মেং জানক্রুক সাহেবের সম্পত্তি ছিল ভূমি অনুমান ২৵০ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভাড়াটিয়া ভূমি পূর্ব্ব দিগে রাস্তা এবং দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগান।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ ছিরু ঈশ্বরমণি, ও কোমল রাঁড় ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ১৫৵০ পনের বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তর দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমি।

৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে অর্থাৎ ব্রহ্ম রাঁড় ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৷।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গলি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে অর্থাৎ সূর্য্যমণি বেওয়া ইত্যাদি ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ২৵০ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গলি। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি এবং উত্তর দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভূমি। অপরাংশে উক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ পত্তনি খেরাজি ও লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে অর্থাৎ রামগোপাল পোদ্দার ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৵১ এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে গলি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগে রামগোপাল পোদ্দারের আড়ত বাটী।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখেরাজ ভূমি তাহাতে রাইয়ত বিলি আছে, অর্থাৎ তুরুগ আমীন ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান ৵৪ চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।৵০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়

30

BLEED THROUGH.

মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ভূমি। পশ্চিম দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডলের ভূমি। এবং উত্তর দিগে প্রাণকিষ্ট পোদ্দারের ভাড়াটিয়া বাটী।

১২ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগণার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের ভবানীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি তাহাতে হালুইকরেরা ভাড়াটিয়া আছে ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কোম্পানিবাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে পরাণ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি দক্ষিণ দিগে মধু মিস্ত্রির ভূমি। এবং উত্তর দিগে হর সেখের বাটী।

১৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে আজিমাবাদের মৌজা পাথরবাড়ি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৪০ নম্বরে এক তালুক তাহাতে আট মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ পাথরবাড়ি, ভবানীপুর, বড় কালিকাপুর, ধর্ম্মপুর, দেউরবাড়ি, রামচন্দ্র নগর, মহামায়াপুর, এবং বর্ত্তপুর, তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। ঐ তালুকের সদর মালগুজারি কোম্পানির ৫১৮৩/৩ পাঁচহাজার এক শত তিরাশি টাকা তিন আনা তিন পাই।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে বালিয়ার মৌজা নন্দরামপুরের বিবিনা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।০ আট আনা অংশে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামমোহন হালদারের বাটী। দক্ষিণ দিগে ভুবন মোহন হালদারের ও ছোট ঠাকুরদাস হালদারের বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের পুষ্করিণী। এবং উত্তর দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের ঠাকুর বাটী।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহাতে [illegible] খড়ুয়া ঘর আছে ভূমি অনুমান ৩/ তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।০ আট আনা অংশে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে উক্ত শম্ভুচন্দ্র হালদারের পরিবারের বসতি বাটীর উত্তর ও পশ্চিম দিগে রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে রামমোহন হালদারের বাটী।

১৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।০ আট আনা অংশে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গুরুদাস দত্তের বাটী। উত্তর দিগে শিবু চৌকীদারের বাটী। পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে রামমোহন হালদারের পুষ্করিণী ও ভূমি।

১৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক গোলা বাটী এবং তাহাতে অনেক খড়ুয়া ঘর আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গৌর মণ্ডলের ভূমি। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে রাস্তা। এবং উত্তর দিগে শম্ভুচন্দ্র হালদারের গড়।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও একটা পুষ্করিণী আছে যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫/ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।।০ আট আনা অংশে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।।০ আট আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানিবাহাদুরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে ঠাকুরদাস হালদারের ভূমি। দক্ষিণ দিগে রামমোহন হালদারের ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে গোলক হালদারের ভূমি।

১৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার পরগণে মুড়াগাছার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৩১৪ নং লাট হরিনারায়ণপুর নামক যে এক তালুক তাহা পূর্ব্বে লছমিনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা মৃত হরিনারায়ণ মণ্ডল ক্রয় করেন তাহাতে ২৫ মৌজা ও দুই কিসমত আছে বিশেষতঃ তরফ বলরামপুরের শামিল নিজ বলরামপুর, বড়বাড়ি, খাঁপুর, ভগবানপুর, মালিকা, মিনিপঞ্জ, মলাপুখুরিয়া, তরফ গোবিন্দপুরের শামিল নিজ গোবিন্দপুর, দুর্গানগর, কিশোরনগর, তরফ গোয়ানপুরের শামিল নিজ গোয়ানপুর জগদীশপুর, কৃষ্ণপুর, রসা, পিনাসরা, কাইগাছি, মধুশাসন, দৌগাছি, তরফ পুরনার শামিল নিজপুনা, আতসোয়ান, নেওদা, আই দশবাড়ি, রামনগর, কৃষ্ণরামপুর, এবং দুর্গারামপুর, এই তালুক ষোড়শ সমান অংশে বিভক্ত হইয়া তাহার ।৫।— চারি আনা পাঁচ গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তির ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর এবং কিসমত সূতি ঐ প্রকার ষোড়শ অংশে সমানরূপে বিভক্ত হইয়া ৵২।।— দুই আনা দুই গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তির ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর। এবং কিসমত কামারপুল ষোড়শ অংশে সমানরূপে বিভক্ত হইয়া তাহার ৮।।০ সাড়ে আট গণ্ডা হিস্যার ।/ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহার সদর মালগুজারি কোম্পানির ১০৬০।।/৯ এক হাজার ষাইট টাকা নয় আনা নয় পাই।

২০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৩১৪ নং যে এক তালুক তাহা পূর্ব্বে লছমিনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা হরনারায়ণ মণ্ডল কর্ত্তৃক ক্রীত হয় তাহাতে দুই মৌজা আছে বিশেষতঃ মৌজা হরিনারায়ণপুর মৌজা মকুন্দপুর তাহার সদর মালগুজারি কোম্পানি ৫০০।৵৬ পাঁচশত টাকা ছয় আনা ছয় পাই তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার, ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার বৌয়ালীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষ ও গড়খাই এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৮/ আঠার বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত

আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে প্যারীলাল মণ্ডল ও মধুসূদন মণ্ডলের পুষ্করিণী ও ভূমি। পূর্ব্বদিগে রাস্তা। এবং উত্তর দিগে মধুসূদন মণ্ডলের বাটী।

২২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষাদি ও একটা পুষ্করিণী আছে তাহাতে রাইয়ত সকল বিলি আছে ভূমি অনুমান ৫০/০ পঞ্চাশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গড়খাই। পশ্চিম দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে হর মণ্ডলের পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্ব দিগে গড়খাই ও মেং মদ সাহেবের ভূমি।

২৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার মাগুরা পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৯৯ নং যে এক তালুক তাহাতে ৮ মৌজা আছে বিশেষতঃ তফর মুকুন্দপুরের শামিল নিজ মুকুন্দপুর, থাক ডাঁমুড়ি, চক, মাণিকচক, দৌলট, বটরচনা, চক কুটব, বাহারচড়া চক ওয়াদা তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহার সদর মালগুজারি ১৫৭৫/১১ একহাজার পাঁচাত্তর টাকা দুই আনা এগারো পাই।

২৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৫৩ নং যে তালুক কিসমত রামেশ্বরপুর, যাহা পূর্ব্বে রাম রায়ের সম্পত্তি ছিল তাহা কালীপদ চক্রবর্ত্তী দ্বারা ক্রীত হয় তাহাতে ৪ মৌজা আছে বিশেষতঃ নিজ রামপুর, রামচন্দ্রপুর পাবতি এবং চকুন্দবাড়ি তাহা ষোড়শ অংশে সমান রূপে বিভক্ত হইয়া তাহার ৶১৫/ তিন আনা এক গণ্ডা তেরোকাগের ।/০ পাঁচআনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা পরগনে মুড়াগাছার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৩৯৯৮৪৮/০ তিনশত নিরানব্বুই বিঘা উনিশ কাঠা তেরোছটাক তদ্বিশেষ নিজ গজায়, ৫০/২/০ পঞ্চাশ বিঘা দুই কাঠা এক ছটাক, বাইরংজিতে, ও বেড়াতলাতে, ১৩৯।।৩ এক শত উনচল্লিশ বিঘা তেরোকাঠা পনের কাঠা, কুলতে ২৫।৪৮ পঁচিশ বিঘা [illegible] পুরে, ১৯৮০ উনিশ বিঘা পনেরকাঠা, গোরাহাট [illegible] রিতে ১১।৫ এগার বিঘা বারো কাঠা বেড়োখোতা কৃষ্ণপুরে, ২৭।৪ সাতাইশ বিঘা বারকাঠা এবং [illegible] ২৮।২ আঠাইশ বিঘা দুই কাঠা তাহার একুনে [illegible] কোং ১১০০।।৮ একহাজার একশত দশ [illegible] আনা আটপাই তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচআনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভুচন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৭১/১।। একাত্তর বিঘা এক কাঠা আট ছটাক তদ্বিশেষ মৌজা পাইগাছি [illegible] গিয়া বৃক্ষ কৃষ্ণপুর ও পাইগাছিতে ১৫৮৪।। পনেরো বিঘা উনিশ কাঠা আট ছটাক মৌজা বৃন্দাবনপুরে ১২/৪ বারো বিঘা চারি কাঠা মৌজা [illegible] লিতে ৫।।০ পাঁচ বিঘা দশ কাঠা [illegible] ডুলিপুরে ৭।০ সাত বিঘা পাঁচ কাঠা মৌজা সাতসত্তে ২৮০ দুই বিঘা পনেরো কাঠা মৌজা বোদারাতে ৬৮ ছয় বিঘা পনেরো কাঠা মৌজা [illegible] দুলিতে ৭৮৪ সাত বিঘা উনিশ কাঠা এবং মৌজা লেহয়তে ১২৮৪ বারো বিঘা উনিশ কাঠা, তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ

আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শম্ভু চন্দ্র হালদারের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফক,

কলিকাতা।
২০ আপ্রিল ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

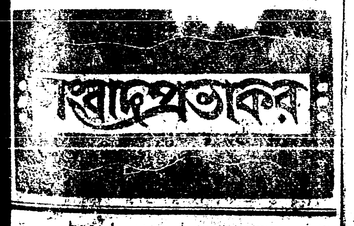

গত ২৫ বৈশাখ রবিবার নিয়মিত সময়ে নিয়মিত সংখ্যক সভ্য একত্র না হওয়াতে সাম্বৎসরিক সভা না হওয়ায় উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বাদপ্রভাকর

১০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ভূম্যধিকারী সভা এবং স্ত্রী বিদ্যা।

আমরা গত দিবস অতি সংক্ষেপে ভূম্যধিকারী সভার বিষয় লিখিয়াছিলাম, অধিকন্তু বিদিত হইয়া ছিলাম জর্জ টমসন সাহেব উক্ত সভার সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই সম্বাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু ঐ মহাশয় অতি যোগ্য পাত্র, অথচ দীর্ঘসূত্রী নহেন, তিনি কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রান্ত, অহোরাত্র্যোগি বাবু কাশীনাথ বসুর সহিত সংযুক্ত হইয়া যথার্থ মনের অনুরাগে কর্ম্ম করিলে সুসিদ্ধ হওনের অনেক সম্ভাবনা আছে, নচেৎ ঠাকুর বংশীয় কতিপয় বিশেষ মহাত্মা ব্যক্তি ব্যতীত অপর, প্রাচীন হিন্দু মহাশয়দিগের দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এমত বোধ্য নহে, আমরা অনেকবার তাঁহারদিগের অনেক প্রকার যোগাযোগ ও ভোগাভোগ দেখিয়াছি, তাঁহারদিগের যে যোগ, সে যোগ নহে, তাহাকে রোগ বলিতেই হইবেক, কারণ রোগের শান্তি হইলেই যোগের শেষ হইয়া যায়, সুতরাং অনুযোগের জন্য যে যোগ সে যোগ সুযোগ নহে, তাহাকে কুযোগ বলিতেই পারি। কর্ত্তাদিগের ভোগের মধ্যে কর্ম্মভোগের অংশই অধিক, এপ্রযুক্ত তাহাতে বিশেষ কথা ব্যক্ত করাই বাহুল্য মাত্র। এই ভূম্যধিকারী সভার যখন সৃষ্টি হয় তখন কি প্রকার ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে হইলে বোধ হইবে বুঝি আমরা এতক্ষণ নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কেবল এক ব্যক্তির জন্যই সেই সমস্ত কাণ্ড হইয়াছিল, অধুনা তাঁহার অভাবে সকল বিষয়েরই অভাব হইয়াছে, তৎকালীন যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন, সুতরাং তদুপলক্ষে অর্থাৎ সকলের উৎসাহের ন্যূনতা হইতে লাগিল, এবং তাহাতেই তাঁহার অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, তদবধি আমরা ভূম্যধিকারী সভার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম, কয়েক মাস হইল আমারদিগের মান্যবর কাশীনাথ বসু মহাশয় প্রযত্নরূপ অমৃত কুণ্ডের জল দ্বারা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করণার্থ বিশেষ চেষ্টা করাতে আমরা যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং যাহাতে ইহার মঙ্গলদর্শে তদর্থে বারম্বার সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, বসুজ বাবুর কোন অংশেই ক্রটি দেখিতে পাই না, তিনি স্বয়ং প্রাচীন হইয়াছেন, অথচ পীড়িত, তথাচ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র মায়া না করিয়া অহরহ শুদ্ধ এই বিষয়েই বিব্রত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃত অনুষ্ঠান সকল দৃষ্টি করিয়াছি, তাহা সর্ব্বতোভাবে দেশহিতজনক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত মূল সভা স্থাপিতা হইল না, অথচ তাহার ডাল পালা হইতেছে, আমরা কাশীবাবুর উপরে কোন কথা কহিতে পারি না, কারণ তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল ইহাতেই আত্মার্পণ করিয়াছেন, এবং নিজ হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কি দোষ; প্রধান মহাশয়েরা পর্ব্বতের ন্যায় ভারি, কিছুতেই চাগিয়া উঠেন না, বিশেষতঃ ব্যয়ের দিগে পদক্ষেপ করা অভ্যাস নাই, ফাকি দিয়া নাম হইলেই সন্তুষ্ট হয়েন, কতকগুলীন মহাশয় দেশের হিত কাহাকে বলে তাহাও জানেন না, শুদ্ধ বামনাইটি রক্ষা করেন, এবং

32

এবং কেবল রেজোলিউটিই বুঝিয়াছে, ... পাওয়া যায় না হইলে অনেক দিন এ কর্ম সম্পন্ন হইত, হায়! কিমাশ্চর্য্য! যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ের ভয়ে চির কালের উপকারের প্রতি ভ্রমেও কটাক্ষ করেন না, কিন্তু জাতি মারার বিষয় হইলে এখনি সকলে কোমোর বান্ধিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন, ও বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ৩১ কন্যা প্রেরণ করাতে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ তথ্যদর্শী বাবু রসিকলাল সেন মহাশয় সিংহ বাবুদিগের দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, মধ্যে একটা কর্ম্ম গিয়াছে তাহাতে সেন বাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই, আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি সদাশয় বাবু ৺ রামকৃষ্ণ সিংহ ৺ নবকৃষ্ণ সিংহ, ৺ নন্দলাল সিংহ প্রভৃতি মহাশয়েরা জীবিত থাকিলে কখনই এরূপ হইত না, রামকৃষ্ণপুরের হেঙ্গামা অবধি এবং শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহারদের প্রতিজ্ঞার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত আছি, মহানুভব বিদ্যানুরাগী বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় অতি সুশীল, তিনি দলাদলির ঢলাঢলিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তিনি ইহার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং প্রস্তাবকর্ত্তার প্রস্তাবে মহাভারত, মহাভারত বলিয়া কর্ণে হস্ত দিয়াছেন, কি করেন, দলচক্র ভৈরবীচক্রের অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর, ভৈরব খেপিলে কি করিতে পারেন, থামাইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং ভৈরবীচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইল।

অপরাপর দলপতি মহাশয়েরদের ফৌজদার, ছড়িদার সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছে, পূর্ব্বদিগের ... প্রেরণ হইতেছে, ... দূত কাশী উৎকল, ... প্রভৃতি সকল স্থলে গমন পূর্ব্বক লোকের চক্ষে ধূলি দিবার নিমিত্ত কারণের ঝুলি খুলিয়া বসিতেছেন, তাঁহার সেই কারণগুলীন যে কেত কারণে হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনিই কহিতে পারেন।

হে পাঠকগণ, দৃষ্টি করুন, ধনাধ্যক্ষ, দলাধ্যক্ষ, বিবাদদক্ষ মহাশয়েরা স্বদেশের মাঙ্গলিক ব্যাপারে কিরূপ মনোযোগি! "ভূম্যধিকারী সভা,, যদ্দ্বারা এতদ্দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের সমূহ প্রকার উপকার হইবেক অদ্যাপি তাহার বীজ বপন করিলেন না, অথচ চমৎকার এই যে, স্ত্রী বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহান্বিত সৎকর্ম্মকারি স্বজাতীয়দিগের জাতি মারিবার নিমিত্ত বিজাতীয় স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, অতএব যে দেশে সুকর্ম্মে বিরাগ কুকর্ম্মে অনুরাগ সে দেশের সুরাগ হওয়া অতি কঠিন।

বাবু বাহাদুর মহাশয়ের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীবিদ্যা বিষয়কে উত্তম বলিয়া জানেন, বিশেষতঃ প্রধান রাজাটী বহুদিন পূর্ব্বেই স্কুলবুক সোসাইটি নামক সমাজে এ বিষয়ে আনন্দচিত্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি আপনার প্রকাশিত মতের অপহ্নব করিতে পারেন? ফলে বিচিত্র নহে, কর্ত্তাদিগের সকলি বিচিত্র, চমৎকার চরিত্র, সর্ব্ব বিষয়েই পবিত্র আছেন, কিছুতেই অপবিত্র হয়েন না, কিন্তু তাঁহারদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, একবারেই ... হইয়াছে।

তিন বৎসর হইল রাজপুরুষেরা গাড়ী ঘোড়ার টেক্স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, কর্ত্তারা এতকাল নাকে সরিষার তৈল দিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া তুলিলেন তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অর্থাৎ আইন পাশ হইয়া গেলে পরে সভা করিয়া কহিলেন "এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবেক,, ভাল তাঁহারদিগের ... ধরি না, সেং হরি সাহেব কি ... লেন, তিনিতো জানেন আইন পাশ হইয়াছে, এখন আর ফিরিবার ..., ফলে তাঁহার দোষ নাই, সংস্কারের দোষ, দলভুক্ত হইবা মাত্রেই ... হারা হইয়াছিলেন, যাহা হউক, ... সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবেক ... রণ কর্ত্তারা যাহা করেন তাহাই ... এ ভ্রমে ভ্রম যায় না, ফলতঃ ... দিগের অভ্রমের বিষয় আমা... প্রার্থনা নহে, কিন্তু অভ্রমের প্রার্থনা বটে, সুতরাং ভ্রম হইলে হয়তো ভ্রম হইলে ভাল।

অবকাশমতে এ বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ ... গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ, ॥ ✱ ॥

॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতভ্রমীষেদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৪১৮ সংখ্যা) বুধবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৩ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লখিয়া,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটা উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

... কেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট

১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝাইয়ের বিষয়।

"সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্রং পূর্লিন্দা সকল, এক ওজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশ চন্দ্র পাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য

33

কাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বি[illegible] ক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা [illegible] পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফ পুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সুবনপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈদ্য, যাহাকুড় গাচা নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, ঈশ্বরকুলি, মৌজা দশঘ্নী, মৌজা বারবলদিয়া, মৌজা বঁইচিতলা, মৌজা মুকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গদরা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবাস, বিনাম পুকামারি, মৌজা বৌকুমারি, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বিনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবাঙ্কা, মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বিনাম জানপুর, মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুঁটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম খর্গপুর, মৌজা চড়কপোঁতা, মৌজা জলকর গারাদোর, গোপীনাথপুর, মৌজা শোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর, পাড়ামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোরিপুর, মৌজা সাহেব নগর, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক [illegible] তাহা উপরে লিখিত [illegible] ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার উখড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার [illegible] প্রাণবাটীর শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব দিগে পাল চৌধুরীর দিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি অনুমান ১২/ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান। পূর্ব্ব দিগে খোনা হরি ধোপার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক কুলের গাছ আছে এবং তাহার সহিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুরা ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮/ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তর দিগে পাল চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ১০/ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক [illegible] বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব [illegible] অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা [illegible] লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই[illegible] চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব [illegible] পাল চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম [illegible] উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর [illegible]। উত্তর দিগে পাল চৌধুরী[illegible]টিয়া ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে [illegible] পাল চৌধুরীর ভূমি।

[illegible]কের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে [illegible] বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে [illegible]।

R. STOPFORD,
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

[illegible]।
[illegible] ১৮৩৯।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

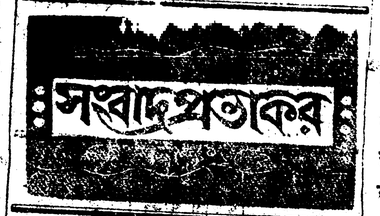

[illegible] বৈশাখ রবিবার নিয়মিত [illegible] নিয়মিত সংখ্যক সভ্য একত্র [illegible] সাম্বৎসরিক সভা না [illegible] উপস্থিত সভ্যদিগের অনুম[illegible] বিজ্ঞাপন করিতেছি যে [illegible] ৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরা[illegible]র সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদ প্রভাকর

১১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

প্রদেশীয় পুলিসের অবস্থা সংশোধন নিমিত্ত সংবাদপত্র সম্পাদকেরা কত লিখিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার কিছুই হয় নাই, রাজপুরুষেরা কেবল কয়েক জিলায় একং অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং দারোগাদিগের কিঞ্চিৎ২ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, অপিচ বিচার বিষয়ক নিয়ম এবং মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ আছে, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং বিচার কল্পে প্রজারা বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, রামপুর বোওয়ালিয়া হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্র প্রেরক তত্রস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ানক অত্যাচার ও অবিচারের যে এক প্রমাণ লিখিয়াছেন; আমরা তৎপাঠে বিশেষ চমৎকৃত হইয়াছি, ঐ বিষয় নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, ইহা যদ্যপি সত্য হয় তবে অসঙ্গত রাজাত্যাচার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

উক্ত জিলার কোন নিভৃত স্থানে একটা সদ্যঃপ্রসূত বালকের মৃত দেহ পতিত ছিল, একজন চৌকীদার তৎকালীন তাহা দৃষ্ট করিয়া দারোগার নিকট সংবাদ করে, তাহাতে দারোগা সাহেব বিষম বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রামে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অনেক নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা সন্দেহ করত তাহারদিগ্যে ধৃত করিয়া অতিশয় পীড়া প্রদান করেন, ফলতঃ তাহাতে মূল বিষয়ের কিছুমাত্র অনুসন্ধান হয় না, পরিশেষ তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অঙ্গনার প্রতি ঐ ঘৃণিত ভ্রূণ হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ভদ্রাঙ্গনাকে ধৃত করিবার পরওয়ানা পাঠাইয়া দেন, তাহাতে দারোগা বিষম সাহসিক হইয়া চৌকীদার, বরকন্দাজ প্রভৃতির দ্বারা সেই ভদ্রলোকের ভদ্রাসন বেষ্টন করত বল দ্বারা কথিতা অবলাকে বাহির করেন, এবং তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে গ্রামের সকল ভদ্রলোকে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্ত্রীলোককে আপনার কাছারীতে আনাইয়া বহুলোকের সম্মুখে উক্ত ভ্রূণ হত্যা ঘটিত বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে ঐ কামিনী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কম্পিত কলেবরে কোন উত্তর করিতে না পারিবায় পরিশেষ মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত স্ত্রীলোকের শরীর পরীক্ষার্থ তাহাকে ডাক্তর খানায় প্রেরণ করেন, এবং ডাক্তর সাহেব তাহাকে বিবসনা করত উক্ত

৩৪

পরী আক্রান্ত সংসার ক্রিয়া এবং ডি
পোর্ট করেন যে এই স্ত্রীলোক যোব
নাগম রহে, ইহার গর্ভস্রাব হয় নাই,
কেবল জ্বররোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া
তেই ইহার দেহ শীর্ণ হইয়াছে। মাজি
ষ্ট্রেট সাহেব এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া
কথিত অবলাকে নিষ্কৃতি প্রদান
করিয়াছেন, কিন্তু পরিবারেরা লজ্জা
ও অপমান প্রযুক্ত তাহাকে গ্রহণ
করেন নাই, অধুনা উল্লেখিতা কামি
নী পাগলিনী প্রায় সজলনেত্রে দ্বারে
দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে।

হে পাঠকগণ, আমরা মফঃসল
পুলিসের অনেক প্রকার অত্যাচারের
বিষয় প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ
অবিচার ও অহিতাচারের ব্যাপার
অবগত হই নাই, যদিও ইহার প্রথম
দোষ দারোগার প্রতিই অর্পিত হই
তে পারে বটে, তথাচ মাজিষ্ট্রেট সা
হেবকে অধিক দোষী বলিতে হইবেক,
যেহেতু তিনি অভিযোগের কোন প্র
মাণ গ্রহণ না করিয়া দারোগার
বাক্যের প্রতি একবারে সম্পূর্ণ বিশ্বা
স করত ঐ অবলাকে ধৃত করণার্থ
পারওয়ানা প্রেরণ করিয়াছিলেন, অত
এব অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজ
পুরুষেরা বালক সিবিলিয়ানদিগের
মাজিষ্ট্রেটী পদে অভিষিক্ত করিবার
এবং পুলিস বিষয়ক নিয়মাদি অপরি
চ্ছিন্ন থাকাতেই এই সকল অত্যাচার
হইতেছে, শিষ্টদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য
রক্ষা ও দুষ্টদিগের শাসন নিমিত্তই
মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে,
সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা নির্দো
ষি ভদ্রলোকদিগের প্রতি অবিচার ও
অত্যাচার করিলে রাজপুরুষেরাই
দোষি হইতে পারেন।

... আগামি বিবার মহারাণী ইংলণ্ডে
শ্বরীর জন্মদিন, এতদুপলক্ষে আমাদি
গের বর্ত্তমান ডেপুটী গবর্ণর শ্রীযুত স্যার
জান লিটলর সাহেব গবর্ণমেণ্ট হৌসে
এক খানার কারখানা করিবেন, গবর্ণ
মেণ্ট সংক্রান্ত সিবিল ও মিলেটরী
সাহেবেরা তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া
ছেন।

ভূম্যধিকারী সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গত সোমবারের শেষ।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের উ
ল্লেখিত সন ১৮১৩ সালের ২২ আই
নের উৎপত্তি। প্রথমতঃ সন ১৮১৩
সালের ১৩ আইন দ্বারা ঢাকা পাট
না ও মুরশিদাবাদ জিলার মাজিষ্ট্রেট
সাহেবানের ইষ্টেসন অর্থাৎ কাছারী
গেরদ নওয়াপড়শে দোকান ইত্যাদি
যে ঘর প্রতি চৌকীদারী বাব করিতে
ঘর প্রতি ৵৹ আনা কর স্থাপন হয়।
উক্ত তিন জিলায় উক্ত পর্য্যায় কর
স্থাপন হইলেই ১৮১৪ সালের ৩ আ
ইনানুসারে উক্ত তিন জিলা এবং
কলিকাতায় অর্থাৎ ২৪ পরগনায় চৌ
কীদারী কর স্থাপন হইল, তৎপরে
১৮১৪ সালের ৯ আইন দ্বারা বঙ্গ
দেশাবচ্ছিন্ন মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের
কাছারীর সান্নিধ্য উক্ত কর স্থাপন
হইল।

পরন্তু উক্ত ১৮১৬ সালের ২২
আইন দ্বারা উক্ত কর সংশোধনানন্তর
কর সংস্থাপিত হইয়া ইদানীং বছত্তর
বার প্রজাকে দিতে হইতেছে, এবং
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের অভি
প্রায় যে গ্রাম্য পাইক লোকের বেতন
এককালে ঐ প্রজার প্রতি বার হইয়া
পাইক পরিবর্ত্তে বরকন্দাজ শ্রেণী
নিযুক্ত হয়।

উপস্থিত অভিপ্রায়ে ১০৭৫০০ এক
লক্ষ সাত হাজার পাঁচ শত গ্রাম্য
চৌকীদারের বেতন, মাসিক কর স্ব
রূপে ৪২৮০০০ চারি লক্ষ আটাইশ হা
জার, বার্ষিক ৫১৩০০০০ এক ...
ষাটি হাজার নূতন কর কেবল বঙ্গ
দেশের প্রজার প্রতি স্থাপন করিতে
হয়।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের ...
নার বরকন্দাজ প্রতি অনুমান ...
হইতেছে যে ৪ টাকা সরকারে ...
না প্রাপ্তে বরকন্দাজ লোক প্রতিপা
লন হইতেছে কিন্তু প্রতি ...
সরকারী দরমাহা ব্যতীত ...
ন্যূনকল্পে ৬ টাকা হইলে ...
ইত্যাদি বাবে অনির্বার্য্য প্র...
ছে, এই হিসাবে ২২ থান ...
চারি হাজার আট শত ...
কেবল বঙ্গদেশীয় প্রজায় ...
আটাইশ হাজার আট শ...
৩৪৫৬০০ তিন লক্ষ পঁয়তা...
জার ছয় শত টাকা বার্ষিক ...
হইতেছে। উক্ত অপব্যয় ...
দোষাবহ অর্থাৎ প্রজাকে ...
আশঙ্কায় অনায়াসে সহ ...
তেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত ...)

... এই প্রভাকর ...
ব্যতিরেকে প্রতি দিবস ...
সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর ...
পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার ...
গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ...
হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ...
২০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ সন্তংচক্রকরণে, ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম শতভ্রমীষ্যামৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফাস্বসং ॥

৩৪১১ সংখ্যা) শুক্রবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৪ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের
বিজ্ঞাপন।

... এবং আসামের মধ্যস্থিত
... টীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত
বোঝাই এবং আরোহি
দিগের বিষয়।

"যমুনা", নামক বাষ্পীয় জাহা
... "খিয়া", নামক বোঝায়ের
... কে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান
... সের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত
... তে প্রেরিত হইবেক।

... বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট
... কুটারী এবং বোঝায়ের
... উপর ১ একটা উত্তম কুটারী
... ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের
... র নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হই
...
... ট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ
আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে
হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি
সে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ
করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের
আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জান্‌ষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের
কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের
বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয়
জাহাজের গমনাগমন এবং
তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের
ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝা
য়ের বিষয়।

"সতলজ", নামক বোঝায়ের
নৌকা "ব্রহ্মপুত্র", নামক বাষ্পীয়
জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া
বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনি
বার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ
পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতরস্ততঃ
স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা সকল, এক ডজ
নের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং
আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হই
লে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে
আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের
আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON,

জে, এচ, জান্‌ষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের
কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

গত ২৫ বৈশাখ রবিবার নিয়মিত
সময়ে নিয়মিত সংখ্যক সভ্য একত্র
না হওয়াতে সাম্বৎসরিক সভা না
হইবায় উপস্থিত সভ্যদিগের অনুম
ত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে
আগামি ১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরা
হ্ন ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের
দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হই
বেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

১২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

গাড়ী ঘোড়ার কর গ্রহণের নিয়ম পত্র বহুদিন হইল নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনর মহাশয়েরা গত ফিব্রুআরি মাসাবধি তাহা প্রচলিত করিয়াছেন, অতএব যে সকল ব্যক্তির গাড়ী ঘোড়া আছে তাঁহারদিগের নিকট ত্রৈমাসিক টেক্সের বিল প্রেরিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, এতদ্দিনে তাহা প্রস্তুত হইয়া থাকিবেক, কিন্তু কাহার কত গাড়ী ও কত অশ্ব আছে এবং কোন্ গাড়ী ও কোন্ ঘোটক কোন্ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন নিয়মের বিধানক্রমে তাহার নিরূপণ না করিয়া একেবারে ঐ আইনপত্র প্রচলিত করা উত্তম হয় নাই, ইহাতে অনেক প্রকার গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা, উক্ত বিষয়ের কর নিরূপণ নিমিত্ত একজন এসেসর অর্থাৎ কর নির্দ্ধারক হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই কলিকাতার রাজপথে যে সকল শকট গমনাগমন করিয়া থাকে তিনি কি তাহার নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন? অতএব অগ্রে গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করত পরিশেষ আইন চলিত করিলেই ভাল হইত।

এই বিষয়ে হরকরা পত্রে কোন পত্রপ্রেরক বিস্তর আক্ষেপ করিয়া [illegible] যদি কতিপয় ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি উহার বিবেচনার্থ অধিলক্ষের সভা করিলেন, গাড়ী ঘোড়ার কর কোনরূপে [illegible] হইবেক না, যে হেতু বড়ং সাহেবেরা এই নিয়মের বিপক্ষ হইয়াছেন, বসতিবাটীর টেক্স গ্রহণের নিয়ম যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহাই বৃদ্ধি হইবেক, আমরা পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই লেখার প্রতি সংপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কারণ ঐ আইনপত্রের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইলে কলিকাতাবাসিগণ যদ্যপি কোন আপত্তি করিতেন তবে তদ্বিষয়ে রাজপুরুষদিগের মনোযোগ হইত, এইক্ষণে ঐ নিয়ম চলিত হইয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে আর কোন আপত্তি হইলে রাজপুরুষেরা তাহা শ্রবণ করেন এমত বোধ হয় না। পরন্তু পত্রপ্রেরক বসতি বাটীর টেক্স বৃদ্ধি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বিষয়ের বিশেষ সংবাদ তিনি কিছুই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, অনেক দিবস হইল এসেসর সাহেব বড়ং বাটীর টেক্স বৃদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট মান্যবর মেং মেকান সাহেব অতি শীঘ্র আপন পদ হইতে অবসর হইবেন, রাজপুরুষেরা কাপ্তেন হিগ্স সাহেবের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে নিযুক্ত না করাতে তিনি ক্ষুণ্ন হইয়া থাকিবেন, এবং সেই ক্ষুণ্নতাই তাঁহার পদ পরিত্যাগ করণের কারণ হইবেক, যাহা হউক, এই বিষয়ে মেকান সাহেব গবর্ণমেণ্টকে দোষি করিতে পারেন, কারণ কলিকাতা পুলিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট পদে তাঁহারা যখন অচিকিৎ[illegible]কে মনোনীত করিলেন তখন মেকান সাহেবের প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত হয় নাই, শান্তিপুরের পূর্ব্বতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মেং লা সাহেব যদিও শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে বিশেষ পারগ হয়েন তথাচ তিনি কলিকাতা পুলিসের কার্য্য পরিচালনে মেকান সাহেবের ন্যায় উপযুক্ত হইবেন না, যেহেতু মেকান সাহেব বহু দিবসাবধি এখানকার পুলিসের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাঁহার অনুসন্ধান দ্বারা কত চোর ডাকাইৎ ও [illegible] হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না, অতএব তাঁহাকে সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট করিয়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার পদে মনোনীত করিলেই উত্তম হইত, যাহা হউক, আমারদিগের এই আক্ষেপ করা বৃথা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিবেন তাহাই হইবেক, অধুনা মেকান সাহেব কার্য্য [illegible] গ করিলে কোন্ মহাশয় তাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়েন তাহা বলা যায় না।

গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে উৎসম্পাদক মহাশয় [illegible]র সৈন্য শিবির হইতে এক প[illegible] প্রাপ্ত হইয়া এরূপ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে ৬ মে তারিখে [illegible] রাজ্যলোভি আপা সাহেবের সহিত ব্রিগেডিয়র হেম্পাটন সাহেবের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আপা সাহেব পরাজয় হইয়াছেন, এবং ব্রিটিস সেনারা তাঁহাকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করিয়াছে, এই যুদ্ধ গৌরী নামক স্থানে হয়, আপা সাহেব ৩০০ রুহিলা সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১২০ জন হত ও প্রায় ১০০ ধৃত হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ সেনারা পলায়ন করিয়াছে, আপা সাহেব পলাইবার জন্য অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিটিস সেনারা তাঁহাকে বেষ্টন করাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, কাপ্তেন ওর সাহেব তাঁহার [illegible]র দুই তিন স্থানে তলবার [illegible] আঘাত করিয়াছেন।

ব্রিটিস পক্ষে কোন ব্যক্তি হত হয় নাই, কিন্তু অনেকে আঘাতি হইয়াছেন, ব্রিগেডিয়ার হেম্পাটন, এবং [illegible] লেসাট সাহেব গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন, কাপ্তেন ইয়েটল্ এবং [illegible] ওর সাহেবের শরীরে তলবারের আঘাত লাগিয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৮। [illegible] দফাদার ও ইংরাজ বাদ্যকর [illegible] হইয়াছে, আপা সাহেব এই [illegible] সৈন্য শিবিরের কারাগারে আছে, তাঁহার বিষয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিবেচনা করেন তাহা বলা [illegible]।

কলিকাতার বিখ্যাত চিত্রকর মেং [illegible] সাহেব সংপ্রতি স্যার চারল্স নাপিয়ার সাহেবের এক চিত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, চিত্র পুত্তলিকার [illegible] নেপিয়ার সাহেবের অবয়বের [illegible] বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তিনি আ[illegible] পরিচ্ছদ পরিধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থান হইলে তাঁহাকে যেরূপ দেখা যায় [illegible] চিত্র প্রতিমূর্ত্তি অবিকল তদ্রূপ হইয়াছে, অতএব আমরা গ্রাণ্ট সাহেবের ক্ষমতার প্রতি ধন্যবাদ করিলাম, অবগত হওয়া গেল যে ঐ প্রতিমূর্ত্তি অবিলম্বে বিলাতে প্রেরিত হইবেক, লিথগ্রাফি দ্বারা তাহার বহু সংখ্যা প্রস্তুত হইলে অনেকে ক্রয় করিবেন।

গত সোমবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে চট্টগ্রামের সম্মুখস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক খানা জাহাজ ও নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, তীরস্থ প্রজাদিগের ঘর সকল উড়িয়া গিয়াছে, বড়ং বৃক্ষাদির সমূলোৎপাটন হইয়াছে।

পুরী প্রবাসী আমারদিগের কোন বন্ধু ডাকযোগে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবিকল প্রকাশ হইলে এক দিবসের প্রভাকরেও স্থানের সংকীর্ণতা হয় একারণ আমরা তাহার সার মর্ম্ম নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, ইহাতেই লেখক মহাশয়ের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবেক।

"আমি তীর্থদর্শনোপলক্ষে বিচিত্র পবিত্র শ্রীক্ষেত্র ধামে আগমন পূর্ব্বক স্বজাতীয় অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তন্মধ্যে কয়েক মহাশয়ের প্রশংসা এবং সদ্গুণের বিষয় আপনাকে পূর্ব্বে পত্রযোগে জ্ঞাত করাতে আপনি প্রভাকরে প্রকাশ করত সাধারণের গোচর করিয়াছেন, সংপ্রতি এক সদাত্মা ব্যক্তির সদ্ব্যবহারের ব্যাপার লিখিতে বাধ্য হইলাম, পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।"

"সম্পাদক মহাশয়, এখানকার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলমণি ব্রহ্ম রায় বাহাদুর মহাশয়ের কারুণ্য, কর্ম্মনৈপুণ্য, উদারতা এবং সৌজন্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, মনুষ্য যে সকল সদ্গুণের দ্বারা জগতে সুখ্যাতি হইতে পারেন জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে সেই সমস্ত গুণাভরণে ভূষিত করিয়াছেন, ইঁহার শরীরে সকলই গুণ, দোষের ভাগ কিছুই দেখিতে পাই না, ইনি সদালাপী, সুভাষী, বিনয়ী, প্রণয়ী, নিরহঙ্কারী, সদ্বিবেচক, সুবিচারক এবং কর্ম্ম তৎপর। নীলমণি বাবুর প্রণয় গুণে এখানকার তাবতেই বদ্ধ হইয়াছেন। যাঁহার সহিত কখনই সাক্ষাৎ নাই-তিনি একবারের আলাপে ইঁহাকে চিরালাপি বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করেন, রায় বাহাদুর আপনার ক্ষমতা এবং পারদর্শিতা দ্বারা ডেপুটী কালেক্টরি কর্ম্মে অত্যন্ত সুখ্যাতি পাইয়াছেন, কৌন্সেলে অতিশয় অনুরাগ আছে, এবং প্রজা মাত্রেই ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, এই মহাশয়ের নিষ্পত্তি কৃত বিষয়ের প্রতি বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই আহ্লাদিত হয়েন, প্রায় কেহই আপিল করেন না, এবং আপিল করিলেও আপিলকারী কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, যেহেতু যথার্থ বিচারের অন্যথা কিরূপে হইবেক, ব্রহ্ম প্রেমিক ব্রহ্মবাবুর সকলি গুণ, দোষের মধ্যে কেবল তিনি সঞ্চয়ী নহেন, ৪০০ টাকা মাসিক বেতন পান, কিন্তু চারিকড়া কড়িও সঞ্চিত থাকে না, সমুদয় টাকা সদ্ব্যয়ে শেষ হইয়া যায়, আমার বোধে ভবিষ্যতের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য হয়, বাবুর যে পৈতৃক সম্পত্তি আছে, বিষয় কর্ম্ম না করিলে তদ্দ্বারা অনায়াসেই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, এজন্য প

36

শ্রিলিত বাক্যে ইচ্ছা হয় [illegible] কলঙ্ক বি বর্ব বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল অথবা নিযুক্ত হইতে পারেন কি, যাহা হউক, আমার প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট এমত যোগ্য মনুষ্যকে সমুদ্র তীরে না রাখিয়া কলিকাতার নিকটে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করেন, এখানে থাকাতে ইহার গুণ সমুহ অথবা কুম্ভস্থিত প্রদীপের ন্যায় হইয়াছে,,

কস্যচিৎ তীর্থদর্শি যাত্রিণঃ ।,,

আমরা উক্ত মহাশয়কে বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত আছি, তিনি যথার্থ যোগ্য বটেন।

প্রভাকর সম্পাদক।

ভুম্যধিকারী সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত বারের শেষ।

সন ১৭৯৩ সালাবধি উপস্থিত নিয়মের গতিক তদারক করিলে উক্ত অপব্যয় ঘটনায় দেশের মলিনতা যে প্র্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা প্রকাশ হইতে পারে। চৌকীদারী কর স্থাপন ১৮১৩ সালাবধি প্রজার স্থানে আদায় এবং চৌকীদার লোক বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু দেশের দৌরাত্ম্য শান্তি মাত্র হয় নাই, ইহাও উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের রিপোর্টানুসারে সুব্যক্ত হইতেছে এবং ইদানীং মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের কাছারির নিকট পর্য্যন্ত ডাকাইতি হওয়া ঘটনা ব্যক্ত হইতেছে।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের অভিপ্রায় মতে বরকন্দাজ সিপাহী শ্রেণীবং নিযুক্ত করতঃ ১০৭৫০০ একলক্ষ সাত হাজার পাঁচশত চৌকীদারের পুরাতন অসেব পুনঃস্থিতি করিলে হইবেক অথচ চৌকীদারের অথবা চোর ডাকাইত শ্রেণী তাহাদিগকে প্রকাশ অতি দৌরাত্ম্যকারী বুদ্ধি হয়, আদৌ মুল অসুবিধা ইহাই এক দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় অসুবিধা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবান বরকন্দাজের ৪ টাকা দরমাহাতে দিন নির্ব্বাহ হয় যে অনুমান করিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, অতএব ৮ টাকা ব্যতীত প্রতি বরকন্দাজের দৃশ্য ব্যবহারে নিরপাত সম্ভবে না অতএব প্রজার প্রতি পুনরায় ৫১৬০৫০ একাদশ লক্ষ ষাটিহাজার গোপনীয় কর প্রাকৃতঃ অবশ্যই দেওয়া হইবেক, যথা, আনত প্রজার প্রতি ৪ টাকা টেক্স করিয়া লওয়া হইবেক। বরকন্দাজের প্রতিপালন জন্য প্রজার অপব্যয় অবশ্যই ঘটনা করা হইবেক।

তৃতীয়। অসুবিধা যে গ্রাম্য পাইক গৃহস্থ প্রজার প্রতিবাসী এবং খিড়কীর পুষ্করিণীর পাহাড়ে এবং নিকটস্থ বাগিচায় বসতি করিবাতে গৃহস্থ প্রজার পরিবার রক্ষক সম্পর্কে বাধ্য বাধকতা চির স্থাপনায় কালযাপন হইতেছে। গৃহস্থের নিকটস্থ অন্ত্যজ হইতে কদাচ দৌরাত্ম্য সম্ভাবনা হয় না, দুরস্থ অন্ত্যজ হইতে আঘাত প্রাপ্তে উক্ত নিকটস্থ শ্রেণী হইতে রক্ষা সর্ব্বদা ঘটনা বরঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে।

অতএব বরকন্দাজ শ্রেণী পল্লীগ্রামে গৃহস্থ প্রজার খিড়কীতে অর্থাৎ জানানা মহলে আগত হইবার রীতি বদ্ধ হইলে দেশের প্রতি অত্যন্ত বিভ্রাট সম্ভাবনা হইবেক এবং সামান্য চুরী ও সিঁদ ওতে খাঁতে যে প্রকার ঘটনা হইতেছে ইহাতে উপস্থিত বন্দোবস্তে ১০৭৫০০ একলক্ষ সাত হাজার প্রায় পাইকেরা অদ্ভুত বরকন্দাজ শ্রেণী হইলেও পাইক তুল্য সতর্ক সম্ভাবনা, হেতুক তাহার বিধান ও রীতি পাইকের স্বজাতীয় বৃত্তি। যেরূপ গৃহস্থ প্রজা রক্ষা করণের চেষ্টা পাইকের সেইরূপ রক্ষা করণ অব বরকন্দাজ কর্ত্তৃক দুর্ঘটন হইবেক। অল্পকাল মাত্রে চুরী করিয়া হস্তান্তর করিলেই গৃহস্থের লোকসান হইল, চুরীর সাক্ষী ঘটনা হয় না, যেহেতু চুরী দ্রব্য ধৃত হইলে যেরূপ হউক। অতএব উক্ত অপরলোক চোর [illegible] ক্ষম হওয়া সম্ভবে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।)

কস্যচিৎ পুষ্পের প্রতি উক্তি।

একাবলী।

একাবলী ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল কুসুম কলি॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অ[illegible]।
ভুলেছ সকল, রসেতে ঢলি॥
জাননা ত্বরিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন করিবে চরণ তল॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ প্রা[illegible]।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর॥
প্রভাত শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান।
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য জাল॥

উপদেশ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষ সমপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতি তাম্বং সকলা প্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনব প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ সন্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকোভিরৈঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪২০ সংখ্যা) শুক্রবার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৫ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible]টীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ "[illegible]থিয়া,, নামক বোঝায়ের নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান [illegible] মাসের ২৬ তারিখে পূর্ব্বোক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

বাষ্পীয় জাহাজের মধ্যে ৮ আট টী উত্তম কুটারী এবং বোঝায়ের নৌকার উপর ১ একটী উত্তম কুটারী আছে, ঐ সকল ঘর আরোহিদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত অতি উপযুক্ত হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, প্রেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সতলজ,, নামক সোয়ারের নৌকা "ব্রহ্মপুত্র,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান মে মাসের ২৬ তারিখ শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ক্ষুদ্র২ পুলিন্দা সকল, এক মণ ওজনের অধিক না হয় তাহার জন্য এবং আরোহণের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে আবেদন করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কালীকুমার মল্লিকরায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্র

কাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় ক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সুতানুটি পাতুরিয়াঘাটার খড়ুয়া পোস্তা নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৬ নম্বরের ইষ্টক নির্ম্মিত এক একতালা ... অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা খড়ুয়া পোস্তা নামে বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫৸০ পাঁচ বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে রমানাথ ঠাকুরের বাটী ও ভূমি অপরাংশে খড়ুয়া পোস্তা। পশ্চিম ও উত্তর এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুতানুটির বাগবাজারের কাঁটাপুকুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ২৸০ দুই বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মৃত রামকান্ত বসুর এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে হরচন্দ্র ... কুঠি ও ভূমি এবং উত্তর দিগে হরিনারায়ণ ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৩ দফা। এবং শহর কলিকাতার মেছুয়াবাজারের কলাবাগান নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১২ বারো বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে ভবানীচরণ দত্তের পুষ্করিণী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে আসমালি দারাঙ্গের এক খণ্ড ভূমি। পশ্চিম দিগে ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগনার কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ও এক তালা গুদাম ঘর সকল আছে ভূমি অনুমান ৪০ চল্লিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কালীকুমার মল্লিক রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা যদ্দ্বারা রোজেমজি পারসীর কুঠিতে যাওয়া যায়। পশ্চিম দিগে উক্ত রোজেমজি পারসীর কুঠি। উত্তর দিগে প্রাণনাথ চৌধুরীর এক খণ্ড ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

আর, ষ্টাপফোর্ড।

... শরিফ।

কলিকাতা।

১২ মে ১৮৪৯।

SUPREME COURT.

PROBATE.

OF the last will and Testament of SREEMUTTY COMUL... DOSSEE, late of Neemoo ... Lane, in Calcutta, Hindoo, deceased, having been this day granted by the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, in its Ecclesiastical Jurisdiction to RUSSICK LOLL CHUNDER, of the same place, the sole Executer therein named.

All persons having claims against the said Estate are requested to make the same known to the said Executor, and those indebted thereto to make their payments to him without delay.

Wm. BE...

Proctor.

22d May 1849.

প্রোবেট।

সুপ্রিমকোর্ট।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় দ্বারা শহর কলিকাতার নিমগোস্বামির লেন নিবাসিনী শ্রীমতী কমলমণি দাসী যিনি একজন হিন্দু প্রজা ছিলেন, এইক্ষণে পরলোক গতা হইয়াছেন, তাঁহার শেষ উইল অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্রের বিধানানুসারে তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয়াদির কর্তৃত্ব করণের ভার উক্ত স্থান নিবাসি রসিকলাল চন্দ্রের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, যেহেতু উক্ত উইল পত্রে তাঁহার নাম লিখিত আছে।

অতএব যে সকল ব্যক্তির উক্ত ইষ্টেটের প্রতি পাওনা আছে তাঁহারা উল্লেখিত একজিকিউটরকে তদ্বিশেষ জানাইবেন এবং যাঁহারা ঋণি আছেন তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত একজিকিউটরের নিকট আপনাপন ঋণ সকল পরিশোধ করিবেন।

উইলিয়ম বিডেল।

উকীল।

২২ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী সভা।

গত ২৫ বৈশাখ রবিবারে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত সংখ্যক সভ্য একত্র না হওয়াতে সাম্বৎসরিক সভা না হইবায় উপস্থিত সভ্যদিগের অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ৯৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

অভিনব বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহে গত বুধবার সন্ধ্যার পর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের এক বিশেষ সভা হইয়াছিল, তথায় অনরবিল ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব, বাবু রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমনাথ রায়, হরিনারায়ণ দে, প্যারীমোহন দে, গৌরীশঙ্কর মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, তারকনাথ গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, হরচন্দ্র ঘোষ, নীলকমল মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সভারম্ভ হইলে বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ক নানা প্রকার প্রস্তাব ধার্য্য হয়; তদনুসারে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, সর্ব্ব শেষে সভাপতি অনরবিল ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সদ্বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অদ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত তদ্বিশেষ লিখিতে পারিলাম না।

দিল্লীগেজেট পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে লাহোরীয় মহারাণী চন্দ্রকুমারী এইক্ষণে কাটামুণ্ড নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এবং তাঁহার দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট প্রতি মাসে এক সহস্র টাকা প্রদান করিবেন। এই সংবাদ যদ্যপি সত্য হয় তবে অতিশয় আক্ষেপজনক বলিতে হইবেক, রাণী চন্দ্রকুমারী যদ্যপি সহস্র দোষে দোষী হয়েন তথাপি তিনি স্ত্রীলোক, বিদ্যাবতী নহেন, তাঁহার প্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের এরূপ কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করা কদাচ উচিত হয় না, ইহাতে তাঁহারদিগের নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। বারাণসীতে রাণীর যে সকল সম্পত্তি ছিল ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট কি বিবেচনায় তত্তাবৎ গ্রহণ করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, রাণী ঐ দ্রব্যাদি বিক্রয় করত তাহার মূল্য কোন স্থানে রক্ষা করিলে প্রতি মাসে এক সহস্র টাকার অধিক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই বিষয়োপলক্ষে গত বাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় রাজপুরুষদিগের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়া পরিশেষ লিখিয়াছেন যে বারাণসীতে রাণীর যেং বস্তু ছিল তাহা তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রতি মাসে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নিরূপণ করিলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়, যাহা হউক, এইক্ষণে এই বিষয়ে আমরা কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে আমারদিগের ডেপুটী গবরনর শ্রীযুত স্যার জান লিটলর সাহেব এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে কলিকাতাবাসি ছয়জন ইংরাজ এবং ছয়জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিকে মনোনীত করিয়া তাঁহারদিগ্যে অভিনব গাড়ী ঘোড়ার টেক্স বিষয়ের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন, অতএব আমরা অনুমান করি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই টৌনহালে উল্লেখিত দ্বাদশ ব্যক্তির এক বিশেষ সভা হইবার সম্ভাবনা।

BLEED THROUGH.

ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গত বারের শেষ।

অতএব এবম্ভুত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের আনুমানিক বন্দোবস্ত দ্বারা উপস্থিত বিভ্রাট শান্তি কদাচ সম্ভবে না, প্রজার প্রতি কর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোন অংশেই নাই, বরঞ্চ উপস্থিত আত্যন্তিক অপায়ুর শান্তি ব্যতিরেকে দেদীপ্যমান প্রজার দুরবস্থা অল্পকালের মধ্যে হইবেক।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের মধ্যে ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত যে গ্রাম্য প্রজার সহিত সহযোগে চুরী হয়, ইহাই সাহেব মহাশয়ের প্রতীত হওয়া অনুবোধন হইয়েছে। এবং ফৌজদারী আইনের মর্ম্ম সূক্ষ্ম বিবেচনায় বর্দ্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্ত কিয়দংশ প্রজা ব্যতীত অন্যান্য প্রজা প্রতি দোষি পদ বাচ্য গবর্ণমেণ্টের সংস্কার স্থায়ি রহিয়াছে এবং মফঃসলের মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের দেশের প্রজার সহিত আলাপ ও মিলন রাহিত্য প্রথা হওয়াতে নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান রোধ হওয়ায় দৌরাত্ম্য শান্তির উপায় চেষ্টা হইতে পারিতেছে না এবং গবর্ণমেণ্টের স্বীয় চাকর দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত ব্যতীত বিশ্বাস হইতেছে না। এতদ্দেশীয় লোকেতে পুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ প্রাপ্ত হই তদীয় জিলার ভদ্রলোকের সহিত আলাপ ও মিলনে হাকিমের নিকটে দোষাদ বিজ্ঞাপনে পরস্পর উপকার অভাব হইতেছে। সরকারী আইনানুসারে কর্ম্ম করিতে হইবেক যে প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার দোষ গুণ কি প্র

কার ঘটনা হইতেছে কি নহে ইহা সরকারী চাকরের অনুসন্ধান ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, একতে গ্রাম্য লোকের সহিত আলাপ ব্যতীত জানিবার উপায় নাই।

পূর্ব্ব ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ২০ ধারানুসারে বদমাএস লোকের প্রতি নজর রাখিলে অপরাধের কর্ম্ম সংঘটন খর্ব্ব হওয়া সম্ভাবনা। এতদ্দেশের পূর্ব্ব ব্যবহার পঞ্চায়ত ও উৎ রায় লোকের ব্যবহার অনুমানে দোষি ব্যক্তি হইলেই সকলের দৃষ্টি পথে থাকিত। অপরাধের কর্ম্ম করিলেই সহজে সাব্যস্ত হওত দণ্ড প্রাপ্ত শাসন হইত এবং সকলে সতর্ক থাকিতে সহসা দুষ্ট কর্ম্ম ঘটনা হইতে পারিত না, এবং উক্ত অভিপ্রায়ে যবনাধিকারে " সোরাহ " শব্দ যত্রাতে লিখিত হয়। অপরাধাঙ্কুরে নিবারণের আইন কোন মতে প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না। অপরাধ হইলে দণ্ড করিবার নানা আইন হইয়াছে। এবং এতদ্দেশীয় লোকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদ হওনে দেশের লোকের অভিপ্রায় ইহাই ছিল যে ইহাঁরা আমূলানুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন পূর্ব্বক দেশের দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায় করিতে ক্ষমবান হইবেন। উপস্থিত রীত্যনুসারে জিলার ভদ্রলোকের সহিত আলাপ বিরহে দুনিয়মের উপায় কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে, এ যাবৎ দৃষ্ট হয় না। এবং পোলীস আমলা আইনানুসারে উক্ত সদুপায় অন্তরও চাকরিয়ার ব্যবহার দোষে স্বীয় রোজগার ইত্যাদিতে বদমাএস বৃদ্ধি হওয়া রক্ষা হইল [illegible]

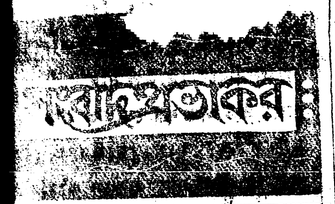

লোক বদমাএস শ্রেণীতে আবদ্ধ হইবার রূপ বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমাগত ১৮০৩ সালের ৫৩ আইন ১৮১৮ সালের ৮ আইন এবং ১৮২২ সালের ৪ আইনানুসারে নানা প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু অপরাধ ঘটনা না হয়, ইহারই উপায় এদেশের চেষ্টা পূর্ব্ব আবহমান ইহাই ছিল যে গ্রাম্য মণ্ডলের নগরাধীন পাইকলোকে এবং পঞ্চায়ত বৈঠক সর্ব্বদা এবং মণ্ডল ও প্রধান পদবাচ্য চিরব্যবহার দেদীপ্যমান ছিল। পরন্তু ১৭৯৩ সালের আইন দ্বারা চৌকিদার প্রতি মণ্ডলের দমন ভার রহিত হওয়াতে চোর ও চৌকিদার পরস্পর যোগ হওয়ায় এবং রাজ দরবারে এই সকল নিগূঢ় ভার [illegible] থাকায় এতাদৃশ দুষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উপস্থিত বিভ্রাট অনা কোন উপায়ে শান্তি হইবার নহে, কেবল মাত্র রাজা ও প্রজা একাভিপ্রায়ে সহযোগে দেশের মঙ্গল ইচ্ছা করিলে দুঃখ দূর হয়। যেহেতুক আদৌ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এবং প্রজার অভিপ্রায় চোরের ইষ্টাপত্তি পোলীসের সংপর্য্য প্রকৃতার্থে ব্যক্ত ইষ্টাপত্তি।

প্রথম পক্ষ।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট এবং [illegible] রক পুরুষ।

দ্বিতীয় পক্ষ।

জমীদার ও ইজারাদারান।

তৃতীয় পক্ষ।

প্রজা ও ব্যবসাদার এবং [illegible]।

চতুর্থ পক্ষ।

চৌকিদার ও পোলীস আমলা চাকরিয়া।

পঞ্চম পক্ষ।

চোর, ডাকাইৎ, বদমাএস গোঁয়ার এবং খন্যা ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়)

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফাস্তঃ ॥

৩৩২১ সংখ্যা) শনিবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৬ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

১৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

[illegible] বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ,,

আমরা ক্রমশঃ কয়েক দিবস লিখিতেছি তাহা পাঠক মহাশয় অবশ্যই দৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিষয়ের সুফল সিদ্ধির নিমিত্ত আমরা দেশীয় মান্য মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, কিন্তু ঐ মহাশয়েরা বধির বৎ হইয়া আমাদিগের বাক্যের প্রতি ভ্রমেও দৃক্পাত করেন না, বরং বিবিধ প্রকার [illegible] দ্বারা ব্যাঘাত জন্মাইবার [illegible] করিতেছেন, বাহা [illegible] আমরা যখন জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এ বিষয়কে কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছি তখন লোকের প্রতিবন্ধকতা হইলেও কদাচ নিরুৎসাহি হইব না, একদা যদি [illegible] উপকার উপজীবিকা নির্ভর করিবে হয়ত তথাচ শরীর সত্ত্বে কোনমতেই অভিপ্রায়ের অন্যথা করিব না, এবং এতৎ সদনুষ্ঠান কারি সদাত্মা মহাশয়েরা যেন কোন ক্রমেই ভগ্নোদ্যম না হয়েন, সৎকর্ম্ম করিলেই প্রায় একপ্র বিঘ্ন সকল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সত্যের প্রভা অতি নির্ম্মল কিছুতেই তাহা সমন্ন হইবার নহে, সুতরাং ভয়ের বিষয় কি ? ক্রুত কার্য্য হওনে আর বড় বিলম্ব নাই, চঞ্চল হওয়া উচিত নহে, ধৈর্য্য হইয়া কার্য্য করিলে তাহা অবশ্যই সম্পন্ন হইবেক। আমরা অদ্য ইহার অধিকান্দোলন না করিয়া নিম্নভাগে কোন সদ্বিদ্বান্ বন্ধুর বিরচিত বিষয় আনন্দ চিত্তে অবিকল প্রকাশ করিলাম, মহানুভব পাঠকবর্গ ইহাতে নয়নাম্বুঃপাত করিলেই সমূহ সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

আমারদিগের বন্ধু যে কয়েকটী উপদেশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবেই স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বিলম্ব ব্যতীত তাহার নিষ্পত্তোপায় হইতে পারে না, [illegible] বৃক্ষ হইয়াছে তখন তাহা বদ্ধমূল হইলে শাখা প্রশাখা [illegible] অবশ্যই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, ফলে অগ্রে মূলের প্রতিই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে অধুনা এই মূলকে নির্ম্মূল করণার্থে কণ্টক সকল চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিতেছে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রং কীট সকল পুনঃ২ দন্তাঘাত করিতেছে, অতএব অচিরাৎ কণ্টক ছেদন এবং কীট নিপাত করাই কর্ত্তব্য।

ভদ্রকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা সংস্থাপন।

যদিও বেদ পুরাণাদি বহুতর গ্রন্থে হিন্দু স্ত্রীদিগের বিবিধ প্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নের বিষয় বর্ণিত আছে, তথাপি কিয়ৎকালাবধি তদ্বিষয়ের সম্যক্ অন্যথাভাব হইয়া উঠিয়াছে, এবং লোকের এপ্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে স্ত্রিদিগের বিদ্যার অধিকার নাই, কিন্তু এক্ষণে অনেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ঐ প্রগাঢ় কুসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক এদেশের বিদ্যাহীনা দুঃখিনীদিগের অজ্ঞানতা জন্য সমূহ দুঃখে দুঃখিত আছেন, তাহারদিগের সহিত কোন অংশে মনের ঐক্য হয় না, তাহারদিগের সহবাসে অন্তঃকরণের

প্রীতি জন্মে না, স্বদেশের মঙ্গল [illegible]ণ বা সুখ বর্দ্ধন বিষয়ক কোন প্রস্তাব তাহারদিগের বোধগম্য হয় না, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন প্রচলিত কুপ্রথা পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া এবং ইউরোপ খণ্ডের গুণবতী রমণীদিগের গুণ ব্যাখ্যা সর্ব্বদা পাঠ করিয়া ও তাহারদিগের সভ্যতা ও ভব্যতা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অনেকে স্বদেশীয় অবলাদিগের অজ্ঞান তিমির বিনাশার্থে উৎসাহ প্রকাশ ও উপায় কল্পনা করিয়া আসিতেছেন, লোক সমাজে বহুদিবসাবধি এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার কর্ত্তব্যতা পক্ষে অনেকে বক্তৃতা করিয়াছেন, কেহ২ আপনাপন ভার্য্যাকে এবং কেহ বা কন্যাকেও যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু সে শিক্ষার কোন ফলোদয় হয় নাই, কেবল সংপ্রতি এই মহৎ কার্য্য সাধনের চেষ্টা হইতেছে। ইহা সকলেরই বিদিত আছে যে বহুগুণালঙ্কৃত পরহিতৈষী বীটন্ সাহেবের মহোৎসাহ ও আনুকূল্যে এই রাজধানীতে ভদ্রকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে এক পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাঁহার কথায় বোধ হয় যে পূর্ব্বাবধি এই পরম কল্যাণকর বিষয় তাঁহার মনোগত ছিল, এবং ভারতভূমিতে আগমনান্তর সেই বাসনা স্বরূপ অগ্নিশিখা ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি বহুব্যক্তির সাক্ষাতে কহিয়াছেন, "আমি এই বিদ্যালয় স্থাপনা ও তাহার নির্ব্বাহের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি," তিনি তদনুরূপই ব্যবহার করিতেছেন। [illegible] শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে বিশিষ্টরূপেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তিনি পাঠশালার গৃহ নির্ম্মাণ নিমিত্ত ৯।১০ সহস্র টাকা মূল্যের এক খণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন, এবং যাবৎ সেই বাটী নির্ম্মাণ না হয় তাবৎ আপনার শিমুলিয়াস্থিত বাটী ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এবং তিনি পরে সম্ভবমত সাহায্য করণে অত্যন্ত উৎসুক আছেন।

প্রথমদিনে ভদ্রকুলোদ্ভবা এক বিংশতি বালিকা পাঠার্থে নিযুক্ত হয় তৎপরেও ক্রমশঃ তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বালিকারা আপাততঃ বাঙ্গালা ভাষা ও সূচিকর্ম্মাদি শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিতেছে, এইক্ষণে দুই জন পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষার উপদেশ দিতেছেন, এবং একজন ইংলণ্ডীয়া বিদ্যাবতী শিল্প কার্য্যের শিক্ষা দান করিতেছেন।

এ পাঠশালার সূত্রপাত অতিশয় প্রশংসনীয় বটে; বালিকাদিগকে স্বদেশীয় ভাষার উপদেশ দেওয়া ও শিল্পকর্ম্মের শিক্ষা দান করা ইহার কোন রূপই নিন্দনীয় নহে, যদি তাহারা কন্যাকালে পাঠশালায় শিক্ষিত হইয়া পরে পিতৃগৃহে ও শ্বশুরালয়ে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে তবে বিস্তর উপকার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এই অভিনব ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইহার দ্বারাই যে সমুদায় মনোগত ফল লব্ধ হইবে এমত বলা যায় না, বালিকারা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করিতে পারিবে, সুতরাং এরূপ সংক্ষিপ্ত সময়ে তাহারদিগের যে সুশিক্ষারূপ জ্ঞানোদয় হইবে তাহার সম্ভাবনা কি, [illegible] তবে এতদ্দ্বারা স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার অ[illegible] বিধি নাই বলিয়া লোকের যে কুসং[illegible] আছে তাহাও যদি নষ্ট হয়, আর যদি তাহারা কন্যাকালে পাঠশালায় বিদ্যারসের আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদের স্বামির গৃহে বিদ্যালোচনা করিবার সামর্থ্য[illegible] জন্মে, তাহাই পরম মঙ্গল। এ অব[illegible] এই উপকারও বহু করিয়া মানি[illegible]তে হয়, ফলতঃ যেমন স্ত্রীলোকেরা কন্যাকালে সাধারণ বিদ্যালয়ে অধ্য[illegible]ন করিবে, সেইরূপ তাহারদে[illegible] প্রৌঢ়াবস্থার নিমিত্ত যদি এই প্রকার প্রথা প্রচলিত হয় যে এক একজন বি[illegible]দ্যাবতী স্ত্রী কোন গৃহস্থের অন্তঃপু[illegible] আসিয়া উপদেশ প্রদান করে, এবং প্রতিবাসিদিগের স্ত্রীগণ তথায় যথা[illegible] নিয়মে সমাগত হইয়া অধ্যয়ন করে[illegible] তবেই তাহারদের বিদ্যা শিক্ষা করা[illegible]র উপকার দর্শে ও অবিলম্বে তাহা[illegible]দের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে উজ্জ্ব[illegible] হইতে থাকে, এবং তাহা হইলে আ[illegible] ১০।১৫ বৎসর পরে বঙ্গদেশের অ[illegible] কানেক স্ত্রী বিদ্যাবতী ও গুণবতী হ[illegible]য়া সংসারের শুভাশুভ বিবেচনায় সমর্থ হইতে পারিবেক, এবং তদ্[illegible] আমরা অতি প্রাচীন কালের স্ত্রী[illegible] সুখ সম সুরীতি নীতির সুখ সম্ভোগে[illegible]র অক্ষয় সন্তোষে প্রাপ্ত হইতে পারি[illegible]

যাহাতে স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষা ফললাভ হয়, তন্নিমিত্ত এক্ষণে না[illegible] প্রকার চেষ্টা করা উচিত, বিশেষ[illegible] যাহাতে রাজসংক্রান্ত একশত বাঙ্গ[illegible] পাঠশালার ন্যায় এই অভিনব স্ত্রী[illegible]দ্যালয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর না [illegible] এবং আশার বিপরীত ফল উৎপন্ন না হয়, এমত উপায় নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বালিকারা [illegible] বৎসর কাল পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে পারিবে, তন্মধ্যেই তাহারদিগের বিদ্যারসের আস্বাদন প্রাপ্ত হইতে পারে, বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, এবং তাহারদের অন্তঃকরণ সুনীতি সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে সঞ্চরণ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত এক্ষণে যত্ন করা উচিত। [illegible] আদৌ নীতিবোধক এবং জ্ঞান প্রদায়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে এ অভিপ্রায় কখনই [illegible] হইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, নিতান্ত [illegible] সংস্কৃত জ্ঞান, বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি, এবং ইংরাজী ভাষা [illegible] ও পদার্থ বিদ্যাদি নানাবি[illegible] শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকে, এপ্রকার [illegible] না হইলে এবিদ্যালয়ের কার্য্য [illegible] হইতে পারে না, নতুবা বালি[illegible] কেবল অক্ষর পরিচয় করি[illegible] পাঠশালা হইতে অবসর করা [illegible] কিছুই শিক্ষা না দেওয়া [illegible] বিষয়ের নূতন উদ্যোগ [illegible] এবিষয়ে সুবিশেষ মনোযোগ [illegible] বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এবং যখ[illegible] ইহার আরম্ভ হইয়াছে তখন [illegible] ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে ও সম্ভা[illegible]ত অকল্যাণ নিবারণার্থে যাহা কর্ত্ত[illegible] সত্বর হইয়া করা উচিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে [illegible]ই অভিনব বিদ্যালয় এক দৃষ্টান্ত [illegible] মাত্র। এক মাত্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের [illegible] সর্ব্ব সাধারণে কিপ্রকারে ভোগ [illegible]রিতে পারে? বালকদিগের ন্যায় [illegible]লিকাদিগকে শিক্ষার্থে দূরস্থ প্রেরণ করা সহজ কর্ম্ম নহে, বিশেষতঃ অনেকেরই গাড়ী কি পাল্কী প্রভৃতি কোন প্রকার যান নাই, তাহারদিগের দূরবর্ত্তি পাঠশালায় গমন করা অতি দুষ্কর, তবে বিদ্যালয় যদি প্রতিবাসির আলয়ের ন্যায় নিকটস্থ হয় তবে কন্যা প্রেরণ করা বিশেষ দুরূহ কার্য্য বোধ করে না, ও বালিকারাও তথায় গমনাগমন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, অতএব কলিকাতার স্থানে২ এতাদৃশ স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন ব্যতিরেকে এই পরম শুভকর কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না।

পরহিতৈষী মহানুভব বিটন সাহেব এবিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না, কিন্তু ইহা সফল হওয়া আর না হওয়া আমারদিগের দেশীয় লোকের উপর বিস্তর নির্ভর করে, তিনি আপনার দয়াস্বভাবে সত্বর হইয়া এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিলেন, এইক্ষণে আমারদিগের তদনুবর্ত্তি হইয়া সাধ্যমত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার ভদ্রলোকের এবং বিশেষতঃ বিষয়াপন্ন ব্যক্তিদিগের ইহাতে সমুচিত অনুরাগ ও আনুকূল্য করা নিতান্ত আবশ্যক, বরঞ্চ ইহা তাঁহারদের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে, এই শাস্ত্রানুমত বিষয়েও দ্বেষ সঞ্চার হওয়া কি দুঃসহ দুঃখের বিষয়! দ্বেষানলে এদেশ দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি ক্ষান্তি নাই, দ্বেষ বশতঃ আমারদিগের রাজ্য গেল, বীর্য্য গেল, সর্ব্বনাশ হইল, তথাপি চিতানল স্বরূপ দ্বেষানল নির্ব্বাণ হইল না, এ বিষয়ে সন্দেহ বা বিপ্রকর্ষ করিবার কোন প্রসঙ্গ নাই, শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট বিধি আছে, কিছুকাল পূর্ব্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং আর২ বিষয়ের ন্যায় ইহা কলিকালনিষিদ্ধ বলিয়াও কুত্রাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আমরা কেবল আপন মূর্খতা বশতঃ কিয়ৎকালাবধি এ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া কি আর তাহা পুনঃ স্থাপিত করা উচিত নহে? একবার অমৃত পানে বঞ্চিত হইলে তৎসঞ্চয়ার্থে আর যত্ন করা কি কর্ত্তব্য নহে? বরং অবিহিত কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে আর উত্তীর্ণ হওয়া কি আবশ্যক নহে? বিহিত ক্রিয়ার অবহেলন পূর্ব্বক পরমেশ্বর সন্নিধানে অপরাধী থাকা ও লোকের নিকট মূর্খ বলিয়া গণ্য থাকাই কি কর্ত্তব্য? অতএব একান্তচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, এই শাস্ত্রীয় ব্যবহার বিষয়ে কেহ যেন আর দ্বেষ প্রকাশ না করেন, পরমেশ্বর প্রসাদে যখন যে বিষয়ের কাল উপস্থিত হয় তখন তাহা আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া উঠে, এ সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে কেবল বাঙ্গালা দেশেই স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার সূচনা হইতেছে এমত নহে, সংপ্রতি মান্দ্রাজ রাজধানীতেও তথাকার দুই জন হিন্দু দ্বারা এক স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব এইক্ষণে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের এই বিহিত বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা অত্যাবশ্যক। এ স্থলে শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়, তিনি বর্ত্তমান বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনার, বরঞ্চ তৎকল্পনারও পূর্ব্বে উত্তরপাড়ায় তদনু

* এইক্ষণে পাঠশালার অধ্যক্ষেরা বালিকা দিগের গমনাগমনার্থে নিজ ব্যয়ে কয়েক খান গাড়ী রাখিয়াছেন।

সংবাদ প্রভাকর।

রূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে সচেষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন, তিনি স্বয়ং বিস্তর আনুকূল্য করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রী রাজপুরুষেরা এবিষয়ে কি বিবেচনা করেন বলা যায় না। ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে যে সর্ব্ব সাধারণ প্রজাগণের বিদ্যালাভ বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ করা যাঁহারদিগের এক প্রধান কর্ম্ম, এদেশীয় লোকের বিদ্যা শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের শৈথিল্য, অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতার উল্লেখ করিতে হয়। যখন এমন একটা মহদ্ব্যাপারের সূত্রপাত হইতেছে তখন তাহাতে অনুরাগশূন্য ও যত্নহীন থাকা কি সভ্যাভিমানী ভদ্রলোকের উচিত? বিটন সাহেব স্বয়ং এইরূপ কহিয়াছেন আমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া এইক্ষণে এ বিদ্যালয় রাজসংক্রান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম না, কারণ তাহা হইলে অত্রত্য রাজপুরুষেরা কত মন্ত্রণা করিতেন, কত বিচার উত্থাপন করিতেন, এবং বোধ হয় অবশেষে ইংলণ্ডস্থিত রাজপুরুষদিগে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ইহাতে এ বিষয়ে বিস্তর কাল বিলম্ব ও বহুতর উৎপাত উপস্থিত হইতে পারিত। শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার কি শেষ হয় বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার প্রতি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রতিবন্ধক ঘটিবার সম্ভাবনা, রাজপুরুষেরা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ থাকিয়া এরূপ নিন্দনীয় হয়েন ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

বাঙ্গালার রাজকীয় সিবিল সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মকারিগণ সংপ্রতি গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকট একখান আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে পজাধীর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত তাঁহারদিগের সম্প্রদায় হইতে কোন২ ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়, অপিচ ঐ দরখাস্ত বিষয়ে গবরনর জেনরল সাহেব কিরূপ উত্তর করিয়াছেন সবিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

ভূম্যধিকারী সভার অনুষ্ঠান পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

গত বারের শেষ।

গবর্ণমেণ্টের এবং তৎ কার্য্যকারক পুরুষের অভিপ্রায় কর গ্রহণ এবং দেশের শান্তি স্থাপন করণ, শান্তি ব্যতীত কর সংগ্রহের ব্যাঘাত।

জমিদার এবং ইজারদার রাজা ও প্রজার কর সংগ্রহের মধ্যস্থ এবং স্বয়ং প্রজা রাজ নির্দ্ধারিত কর প্রদান দাতা শ্রেণিতে গণ্য এবং কর প্রদানের উপস্বত্ব ভোগবান এবং স্বীয় কল্যাণ প্রার্থিত, কল্যাণস্থাপন ব্যতীত কর প্রদান ও উপস্বত্ব ভোগের ব্যাঘাত এবং অবধারিত কর দেওনে সর্ব্বদা সশঙ্ক।

জমিদার ইজারাদার স্বীয় ক্রতাংশ প্রজার স্থানে লওনে প্রজার আপত্তি শূন্য, অধিকাংশ লওনের ইষ্টাপত্তি ঘটনায় বিবাদ উপস্থিতে প্রজার সহিত কলহ ঘটনা কিন্তু পরিণামে আদালতের খরচা এবং প্রজার ক্ষমতার বহির্ভূত হইলেই প্রজা পলাতক জমিদারের বিভ্রাট এবং প্রজার দুর্গম হয়, ইদানীং প্রাচীন জমিদারগণের বিষয় ইষ্টাপত্তি খর্ব্ব হইয়াছে।

চৌকিদার ও পোলীস আমলা প্রভৃতি রক্ষকগণ স্বল্পমূল্যে বেতন ভুক্, চোরের কামনা, রাজ ভাণ্ডার এবং প্রজাবর্গের অর্থ ও জমিদারের ধন হরণ ইহাতে বাধিত হইলে ... করিয়া লওন।

উক্ত বিবরণে রাজা ও প্রজা এক মতাভিলাষি, রাজার কর প্রাপ্তি ব্যতীত ... দেশ সমস্তেরা এবং প্রজার কল্যাণ রক্ষা এবং প্রজা ... নিম বাঞ্ছা প্রত্যক্ষ হইতেছে, ... উভয়ের চেষ্টা ব্যতীত ... হওন সম্ভবে না।

এবং চৌকিদার ও চোর এক ... তাঁহা লোক অতএব রাজা ও ... ভয় প্রযোগ ব্যতীত তাক ... আজ্ঞাকারী চোরের শাসক ... ক্তিকর কদাচ নহে।

উপস্থিত পোলীস বন্দোবস্ত ... চৌকিদার ও পোলীস আমলা ... স্ট্রেট সাহেবানের সুবন্দো ... হইতেছে। প্রজার দ্বারা ... বাদ প্রাপ্ত ব্যতীত যথার্থ ... চর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ... বার উপায় নাই।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।)

উক্ত এই প্রভাকর পত্র ... ব্যতিরেকে প্রতি দিবস ... সিমুলিয়া, হেদুয়া পুষ্করিণী ... পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার ... গলির মধ্যে ৪৪/৩ নম্বর ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ১২ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥

॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থ সংবাদনব প্রভাকরঃ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরণে ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(২২ সংখ্যা) সোমবার ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৮ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ... সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিএম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের ধর্ম্ম কর্ম্মাগারে এরূপ এক আবেদন হইল যে মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসী মৃত প্রজা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আপনার জীবিত কালে ...ণের সময়াবধি শ্রীশ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের অধীন ... খালের কুৎঘাটার দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার স্থাবরাস্থাবর বিষয় বিভব এবং অন্যান্য তাবদ্বিষয়ের কর্ত্তৃত্বভার পূর্ব্বোক্ত মহানগর কলিকাতার পাতুরেঘাটা নিবাসি প্রজা হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অর্পিত হইবেক, যিনি উল্লেখিত মৃত ব্যক্তির এক মাত্র পুত্র, এবং শাস্ত্রানুযায়ি ব্যবস্থাক্রমে যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েন ইতি।

G. O. BEEBY.
Practor.

জি, ও, বিবি।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মালয়ের উকীল।

কলিকাতা।

৭ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

১৬ জ্যেষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

এই মহানগরে এমত জনরব উঠিয়াছে যে হিন্দু কালেজের কোন শিক্ষক নিয়মাতিক্রম পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে বিজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং সময়ে২ তিনি তাহারদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত মুখের সহিত যত্ন প্রকাশ করেন, সর্ব্বদাই কহেন আহার ব্যবহারের সহিত পরমার্থের কোন সম্পর্কই নাই, সাহেব টিফিনের সময়ে কোন২ ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বচ্ছন্দে আপনার আহারীয় দ্রব্যের অংশ বিতরণ করেন, এই সংবাদ যদি সত্য হয় তবে শিক্ষকটিকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে, কারণ ইহাতে কালেজের নিয়মের সংপূর্ণরূপ অন্যথা দেখিতেছি, বাঙ্গালা ১২৩৭ ও ৩৮ সালে এই প্রকার এক গোলযোগ হওয়াতে হুলুস্থূল পড়িয়াছিল, তৎকালীন অনেক হিন্দু মহাশয়েরা কালেজ হইতে বালক ছাড়াইয়া ওরিএণ্টেল সিমিনরি প্রভৃতি অপরাপর স্কুলে প্রেরণ করেন, মহানুভব মেং উইলসন্ সাহেব এবং কালেজাধ্যক্ষ হিন্দু মহাশয়েরা কয়েকবার সভা করত অতি সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক সুনিয়ম সংস্থাপন করাতে বহুদিনের পর সেই উৎপাত নিপাত হইল, অতএব এইক্ষণে যদি এবিষয় প্রকাশ পায় তবে পুনর্ব্বার সেই প্রকার গোলযোগ ঘটনার সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ সংপ্রতি কৃষ্ণনগর কালেজে (সত্য হউক) বা (মিথ্যা হউক) এক

টা সূত্র উঠাতে তথাকার অনেকেই [illegible] ভীত হইয়াছিলেন, শিক্ষকের নিজে র মত যাহা হউক, কিন্তু তিনি বিদ্যাল য়ে বালক বর্গকে তাঁহার মতানুরূপ উপদেশ ও ইচ্ছানুরূপ আহার প্রদা ন করিতে কখনই পারিবেন না, অধি কন্তু বিজাতীয় ধর্ম্ম বিষয়ের ও মতা মতের শিক্ষা দেওয়া অতি ভয়ঙ্কর কহিতে হইবেক। আমরা অদ্য এবি ষয়ে অধিক লিখিতে ইচ্ছা করিনা, অধ্যক্ষগণ বিশেষানুসন্ধান গ্রহণ পূ র্ব্বক বিহিতোপায় করিবেন, নতুবা শাসনাভাবে অনিয়ম হইয়া ক্রমে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারিবেক, আ মরা এই স্থলে আর কিছুই কহিতে চাহি না, কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমুদয় বিদ্যা লয়ে তাবদ্বিষয়ের প্রতি যদ্রূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, কর্ত্তারা তত্তাবতের প্রতি মধ্যেং দৃষ্টি রাখেন।

লাহোর হইতে ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডি য়া পত্রের কোনং সংবাদদাতা এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে এইক্ষণে পঞ্জা ব হইতে প্রতি বৎসর ১২৫০০০০০ এক কোটী পচিশ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হইবেক না, কিন্তু সর দারদিগের জায়গির সকল পরিমাণ পূর্ব্বক তাহার অতিরিক্ত ভুমি সকল গ্রহণ করিলে এবং তাহার প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইলে ঐ টাকা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, শীকজাতিকে বিশে ষরূপে ব্রিটিস শাসনের অধীন করি বার অভিপ্রায়ে ব্রিটিস রাজ কর্ম্মচা রিরা তাহারদিগের কৃষিকার্য্যের উন্ন তি জন্য অগ্রেই মনোযোগ করিয়া [illegible] ছেন, ইরাবত্তী নদী হইতে [illegible] গা নদী পর্য্যন্ত আপাতত এক খাল খনন হইবেক, ঐ খাল মাঞ্জা নামক স্থানের মধ্যদেশ দিয়া যাইবেক, এবং তদ্দ্বারা বণিকেরা মূলতান প্র ভৃতি নানা স্থানে গমনাগমন করিতে পারিবেন, খালের উভয় ভাগে যে সমস্ত দেশ পড়িবেক তথাকার কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইবেক, কোন নূতন দেশ অধিকার করিলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের শুভ সূচক নানা প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু শেষ রক্ষা বিষয়ে বিবি ধ রূপ প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, অত এব পঞ্জাবরাজ্যের প্রজাদিগের উ পকার জনক যে সকল বিষয়ের ক ল্পনা হইতেছে ইহা গল্প না হইলে ই উত্তম হয়।

আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার চারল্স নেপি য়ার সাহেব গত মঙ্গলবার দিবসে চাঁদপালের ঘাটে সোণামুখী নামক বজরায় আরোহণ করিয়াছেন, যে সময়ে তিনি উক্ত ঘাটে গমন করেন সেই সময়ে শ্রীযুত স্যার জান লিটিলর প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন, এডিকং গণ সুসজ্জীভুত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে দুর্গ হইতে নেপিয়ার সাহেবে র সম্ভ্রম সূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, নেপিয়ার সাহেব সোণামুখী বজরা যোগে চুঁচুড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে ডাকের পাল্কী আরোহণ পূর্ব্ব ক সিমুলিয়ার শীতল শিখরাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক [illegible] প্রকাশ করিতেছি যে কর্ণেল ক্যাফার্ড সাহেব সামান্য রোগোপলক্ষে সুরলোক [illegible] পরলোক গমন করিয়া ছেন, তিনি যুদ্ধ কার্য্যে বিশেষ উপ যুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু জন্য অনে কেই দুঃখিত হইবেন।

নবদ্বীপের বন্ধু লেখেন, "তথা [illegible] কয়েক দিবসাবধি গ্রীষ্মের [illegible] মাত্র প্রাদুর্ভাব নাই, সুবৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী এককালীন শীতলা হইয়াছে [illegible] নীলের কর্ম্ম ও আরং [illegible] পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে"।

"সুখসাগর থানার [illegible] পাড়ায় এক যবনের ভবনে [illegible] ডাকাইতি হইয়াছে, এবং [illegible] থানার ভিতরে মাঝেং চুরি ডাকা তি হইতেছে,"।

"মোকদ্দমা নূতন হ[illegible] জিলা হইতে ছয়জন মুন্সে[illegible] রহিত হইবেক, এবং এমত [illegible] বাগদা, পাণিঘাটা এবং [illegible] র মুন্সফদিগের প্রতি কর্ম্ম [illegible] র অনুমতি হইয়াছে"।

বন্ধুর লিখিত বিষ[illegible]

[illegible]রাপুরে কি কৌজাদারির [illegible]

"গত বৈশাখ মাসীয় [illegible] দিবস অপরাহ্নে হঠাৎ [illegible] ঝটিকা বিদ্যুৎ এবং ঝ[illegible] য়া কুমারহট্টস্থ বারেন্দ্র [illegible] টের গুদারার নৌকা জ[illegible] লে আরোহিদিগের মধ্যে কেহং [illegible] রণ কেহ বা কোন দ্রব্য অব[illegible] দ্বারা প্রাণ পাইল, অবশিষ্ট অ[illegible] [illegible] গঙ্গার নীরে পতিত হইয়া এক কালীন্ অদৃশ্য হইল, পরদিন প্রাতে উক্ত ঘাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ জালিয়া পাড়ার ঘাটে ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা পর [illegible] সুন্দরী এক কন্যার স্বর্ণাভরণ যুক্ত [illegible] দেহ লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, দৃষ্ট হই [illegible] তদনন্তর অবগতি হইল ঐ অভা [illegible] রমণী গ্রামস্থ কোন দীন দ্বিজে [illegible] তনয়া, গত ঝড়ের উৎপাতে লিপা হইয়াছে, কিন্তু কৌজদারির এমত [illegible] যে ঐ দুঃখিনী অবলার জনক জ [illegible] প্রভৃতি পরিজনগণ ঘাটে আসি [illegible] তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিতে [illegible] হইলেন না, বরং কহিলেন ঐ জলমগ্না স্ত্রী আমারদের পরিবা [illegible], পরে জোয়ার আইলে ঐ [illegible] ভাসিয়াগেল, কথিতা কুলবতীর গতি [illegible] নের কারণ কেবল দারোগা [illegible] তাহার পরিবারের দুর্গতি হই [illegible] আশঙ্কা, কারণ তিনি যদি জানি [illegible] অমুকের দুহিতা এই ঘট [illegible] করিয়াছে তবে তৎক্ষ [illegible] বল সহিত তাহার বাটীতে [illegible] শোকের কোন রূপ শান্তি না [illegible] হ্যান্ লে আও, ত্যান্ লে [illegible] বাড়ী রেছকে রোপেয়া লে [illegible], ইত্যাদি মিষ্টবাক্য পড়িয়া [illegible] উপর দ্বিগুণ জ্বালা উপস্থিত [illegible], এতন্নিমিত্ত দরিদ্র গৃহ [illegible] তদ্রূপ বিষয় রাজগোচর ক [illegible], কেননা তাহা করিলে কেব [illegible] তাহারদের অর্থনাশ ও বিজাতীয় [illegible] সহ করিতে হয় মাত্র, দারোগা [illegible] অনুচরগণেরা ইহার সংবাদ পাইয়া [illegible], কিন্তু তাঁহারা মৃত দেহের অল [illegible] পাইয়া এবিষয় গোপন [illegible] [illegible] ছিলেন, ইহা এক প্রকার ঐ অ[illegible] [illegible] ভাগিনী তাঁর পিতা মাতার সৌভাগ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হই বেক, কেননা অপেং শেষ হইয়া গেল, দারোগা মহাশয় জানিলে উক্ত কন্যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ স্থের সর্ব্বনাশ হইত, যাহাহউক স ম্পাদক মহাশয়, আমরা আর কত কাল এরূপ ভয়েও অনিয়মে কাল যা পন করিব, বোধ হয় সিবিল সংক্রান্ত কর্ম্মকারিগণ যদবধি সুশিক্ষিত ছাত্র দিগে প্রাচীন উৎকোচগ্রাহি ও শট আমলাগণের পরিবর্ত্তে স্ব২ অধীনে নিযুক্ত না করিবেন, তদবধি প্রজাপু ঞ্জের সুখোদয় হইবেক না ইতি।

৩ বৈশাখ।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল। ৩ মাঘ।

বিশেষ সভা।

উক্ত দিবস বিশেষ সভা হইয়া বিদ্যালয়ে ছাত্র নিযুক্ত করিবার কার ণ পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পাঠার্থি ছাত্র এবং শিক্ষক পদাকাঙ্ক্ষিদিগের পরী ক্ষা হইয়া গ্রাহ্যাগ্রাহ্য পূর্ব্বক যে সক ল লিপি প্রস্তুত হয় তাহা উক্ত সমাজ সভায় পাঠ করাগেল এবং তাহা সভ্য গণের মতানুসারে শ্রীযুত যদুনাথ মুখো পাধ্যায় নামক ছাত্র যে পরীক্ষকগণের বিবেচনায় অযোগ্য বোধ হয় উক্ত মু খোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত প্রিয়নাথ সর কার নামক ছাত্রকে ছাত্র শ্রেণীতে নিযুক্ত পূর্ব্বক গ্রাহ্য হইল, পরন্তু শ্রীযু ত হলধর চক্রবর্ত্তী পরীক্ষকগণের স ম্মুখে পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষাদায়কত্ব পদে নিযুক্ত হ ওনের যোগ্য বোধ হইয়াছিল, উক্ত চক্রবর্ত্তির নিকট পুনঃ পরীক্ষা গ্রহণ জন্য সভ্য শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন সর কার প্রস্তাব করিবায় তাঁহার ঐ প্রস্তা বে সভ্য শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন চক্র বর্ত্তী তথা শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মিত্র পোষকতা করেন, যেহেতু উক্ত প্রস্তা বে সভ্যদিগের মধ্যে অনেকাংশের মত তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ হইবায় উক্ত শিক্ষকের পুনঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা স্থগিত হইয়া তাহাকে নিযুক্ত ক রণের বিষয়ে সভার আদেশ হইল, ই হার পরে যেং মহাশয় সবক্তৃতা প্রকা শ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমাধীন নিম্নে লিখিত হইল ইতি।

শ্রীদেবনাথ চৌধুরী সম্পাদক।

শ্রীযুত বাবু উমানাথ চতুর্ধূরীণের বক্তৃতা যথা।

সভাস্থ মহাশয়েরা মম নিবেদন শ্রবণ করুন, যদ্যপি অস্মদাদির সৃষ্টি কর্ত্তা সেই জগৎ কর্ত্তা যাঁহাকে বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্ত মতে অহরহঃ সচিন্ত চিত্ত হওত, সমাধি যুক্তগণ নিরুপাধি রূপ উপাধি দেন ও তৎসৃষ্টি সেই শ্রেষ্ঠ জগৎ জলবিম্ব বৎ নশ্বর ক্ষণ ভঙ্গুর বলেন, কিন্তু তেঁহ যে পরম কা রুণিকোপাধি ধারণ করিয়াছেন তাহা অবধারণ হইয়াছে, যেহেতু যদিস্যাৎ জগৎ জলবিম্ব বৎ হউক, ফলতঃ তৎ স্থায়িত্ব নিমিত্ত সর্ব্ব গুণাতীত নির্গুণ গুণালম্বিত যিনি, তিনি নিজ দয়ালু গুণে স্বগুণাবলম্বনে যুগক্রমে পরিশ্রমে কি ক্রিয়াযুক্ত না হইয়া থাকেন, দেখুন সত্যযুগে সকলেই সত্যধর্ম্মপরায়ণ ছি লেন, তন্নিমিত্ত আমারদিগের প্রভুদত্তা ত্রয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া তদ্ধর্ম্ম বিস্তা র করণক সাধুজনের মনঃসরোজে

কিরাজমান থাকিলেক্ত এবম্বিধ শ্রেষ্ঠা যুগে বহুবিধ খেচর দুরাচারগণ হইয়া বহুকাল বহুল যুদ্ধ তাহারা বেদ বিধি বিধের উল্লঙ্ঘন পুরঃসর দেবাস্থ হিংসাতে নিয়ত প্রবৃত্ত হইল তখন ধরা অধর্ম্ম প্রায় দেখিয়া পুনরপি সুরম্য অযোধ্যা নগরে মহারাজ চক্রবর্ত্তি সূর্য্যকুল মধ্যবর্ত্তি দশরথ সম্রাট ভবনে ভুবন মোহন বিভু রামচন্দ্র অবতীর্ণ হওত পরে রাক্ষস কুলান্ত করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকে সন্তুষ্টি করিলেন, অপিচ তৎপরে দ্বাপরে কংস শূরাসুর প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দেবদ্বেষি কতিপয়াসুর জন্মগ্রহণ করত ধর্ম্মোচ্ছিন্ন ধর্ম্মকে স্বকর্ম্ম জানে ভদ্ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া নিরন্তর হিংসাযোগে অধর্ম্ম যোগারম্ভ করিল, যদ্দ্বারা পৃথ্বী ভারাক্রান্তা রসাতলগতা প্রায় হইলেন, তখন সেই অভিনব জলদোজ্জ্বলকারী কোমলতর সুকোমল রুচি বৃন্দাবন বিহারী শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া প্রবল বল অসুরদল দলন পূর্ব্বক বসুমতীকে স্থিতি করাইলেন, অতএব স্বসৃষ্টির প্রতি সৃষ্টিকর্ত্তার যেমন প্রীতি আছে তাহা বিশেষ প্রতীতি হইতেছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে অধুনা আধুনিক কলিযুগে নিরুদ্বেগে নানা বংশাবতংস অনেক কংস জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, তথাপি কি চৈতন্যময় প্রভুর কিছুমাত্র চৈতন্য হইতেছে না, ইহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন ছিলাম, রামঃ কি ভ্রম যদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থে মহাসংশয় জড়ীভুত হইয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলাম, অধুনা বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ সূচক মহাশয়দিগের যুক্তিযুক্ত যে কল্প তাহা অস্মৎ শ্রবণে যেন ব্রহ্মযজ্ঞের সংকল্প ও নানা স্থানে বিদ্যানুশীলনে বালক

মুক্তমধ্যে দেখিতেছি যাহা কোলাহলাদে ধ্বনি শব্দে যে প্রকৃতি পাঠার্থিকগণ উপযুক্ত হওত নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে এই মহাযজ্ঞে অচিরাৎ যেই লক্ষ্যং পর সকমাত্র পর শেষ বিধি ইদানীং তিনি নিজ স্বরূপ ব্যক্ত রূপ বিস্তার করত অপুষ্ট আমাদি নাস্তিকদিগকে তত্ত্বার্থ করিবেন তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে, অতএব অত্র সমাজে যাহারা সমস্ত সভ্য সমীপে সবিনয়ে নিবেদন যে এই মহাযজ্ঞ সংপূর্ণ জনা সকলে অনুকূলে সমস্বরে স্বস্ত্যয়ন করিলেই সফল হইতে পারে।

শ্রীযুত শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের, বক্তৃতা যথা।

মর্ত্যে সত্য সমাজ সম্মতি জগৎ প্রাণেন বর্দ্ধিষ্যতে সংসৎ সঞ্চয় পর্ব্বভিশ্চ নিতরাং বিদ্যার্ণবঃ সংপ্রতি। মর্ত্ত্যামজ্জনতোভয়ং নকুরুধ্বং জ্ঞানামৃতং যদ্দ্রুতং লভ্যং তত্র সদামহার্ঘ্য সমতা শুক্তিশ্চসূক্তিঃ পরা।। অস্যার্থঃ আমি এই জ্ঞান করিতেছি এইক্ষণে বিদ্যারূপ সমুদ্রের অতি বৃদ্ধি হইবেক, কারণ ঐ সমুদ্রে সভ্যগণের সম্মতিরূপ বায়ুর সম্বন্ধ হইয়াছে, এবং সমুদ্রের পর্ব্বেতে বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমাদি তিথিতে বৃদ্ধি হয় সে সকল পর্ব্ব সম্বন্ধও আছে, যেহেতু মাসিক সাপ্তাহিক নিয়মিত সভাতে সভ্যগণ পর্ব্বরূপে প্রকাশিত আছেন, অতএব বিদ্যাসমুদ্র অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে মগ্ন করিবেন, অর্থাৎ বিদ্যাসমুদ্রে সকলেই ডুবিবেন তাহাতেও কোন ভয় নাই, যেহেতু ডুবিবা মাত্র জ্ঞান স্বরূপ অমৃত লাভ হইবেক, এবং সমতারূপ রত্নের লাভ এবং অতি

এতৎকুলে মুক্তিস্বরূপ মুক্তির লাভ হইবেক [illegible]

[illegible] যে মহাশয়েরা সভ্য হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চৌধুরী।
„ জগচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
„ জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ রঘুনাথ বসু।
„ গৌরমোহন সরকার।
„ বিশ্বনাথ মিত্র।
„ উমানাথ চৌধুরী।
„ নন্দগোপাল [illegible]
„ অন্নদাপ্রসাদ ব[illegible]
„ কৃষ্ণমোহন চ[illegible]
„ শ্রীরাম ন্যায়রত্ন ভট্টা[illegible]
„ কালীকুমার তর্করত্ন [illegible]
„ মোহনচন্দ্র [illegible] বিদ্যা[illegible]
[illegible]
„ বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

[illegible] স্বাক্ষরিত প্রভাকর [illegible] ইত্যঙ্কিত যে এক পত্র [illegible] যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা [illegible] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গ্লানি সূচক লিখিত থাকাতে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, [illegible] প্রেরক মহাশয় অনুরোধে [illegible] তে দুঃখিত হইবেন না।

☞ এই প্রভাকর [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস [illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং [illegible] হয়।। [illegible] অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা [illegible]

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তং চন্দ্রকরণে [illegible] মুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম সতন্দ্রসীধ্দমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতুরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

[illegible] সংখ্যা) মঙ্গলবার ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ২৯ মে ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।)

[illegible] কোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

[illegible] সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে [illegible] ৩১ মে বৃহস্পতিবার বেলা [illegible] প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্টের [illegible] নীচের বারাণ্ডায় সরিফের [illegible] প্রবেশ দ্বারের নিকট [illegible] সরিফ সাহেব ভরত চন্দ্র [illegible] বরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস [illegible] পরওয়ানার ক্ষমতাতে পব[illegible] অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে [illegible] বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা হুগলি [illegible] পরগনার চুঁচুড়ার ষাঁড়ে[illegible] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে [illegible] ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ও [illegible] এবং তাহার সঙ্গে যে [illegible] ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ [illegible] তাহা কিছু কমী হউক বা [illegible] তাহাতে ও তাহার মধ্যে [illegible] উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী [illegible] শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার [illegible] আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে [illegible] বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃ[illegible] বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে ৶জগন্মোহন শীল দিগরের সাধারণ সদর [illegible]। পশ্চিম দিগে উক্ত জগন্মোহন শীলের এক রাস্তা। উত্তরদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত জগন্মোহন শীলের এক গলি।

২ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনা কাঁঠালতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজি ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে এক গলি এবং গোপীচাঁদ শীলের ভূমি। পশ্চিম দিগে উক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের বসতি বাটী। উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে গলি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগণার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মত্তর বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে বীরনারায়ণ শীলের ভূমি এবং এক পুষ্করিণী। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীল দিগরের বসতি বাটী। উত্তরদিগে এক গলি। এবং দক্ষিণ দিগে এক গলি এবং ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহার কিয়দংশ খেরাজী ও কিয়দংশ ব্রহ্মত্তর ভূমি যাহা গৌরীকান্ত রায়ের ব্রহ্মত্তর বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৩/ তিনবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠক খানা এবং জড়ের ভূমি। পশ্চিম দিগে বলরামজীর

বাটী এবং অনুপচন্দ্র দত্তের বাটী। উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে তিনকড়ি শীলের ভুমি এবং মণ্ডল দিগের ভুমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভুমি অনুমান ।॰ পাঁচ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে জগন্মোহন শীল দিগরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে পূর্ব্বোক্ত ভরতচন্দ্র শীলের বৈঠকখানা বাটী। উত্তর দিগে গোপীচন্দ্র শীলের ভুমি দক্ষিণদিগে একগলি।

৬ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ব্রহ্মত্তর ভুমি যাহা গৌরীকান্ত রায়ের নামে খ্যাত তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বসতি বাটী এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে ভুমি অনুমান ৵২॥ দুই কাঠা আটছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে ৺ জগন্মোহন শীল দিগরের রাস্তা। পশ্চিম দিগে বীরনারায়ণ শীলের ভুমি। উত্তর দিগে উক্ত বীরনারায়ণ শীলের এক গলি। দক্ষিণ দিগে এক পুষ্করিণী।

৭ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত মাধবীতলা রাস্তার যে এক খণ্ড ও বন্দ খেরাজী ভুমি তাহার চতুঃপার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে ভুমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মাধবীতলার ঠাকুরবাটী। পশ্চিমদিগে প্রকাশ্য রাস্তা। উত্তর দিগে এক প্রকাশ্য গলি। দক্ষিণ দিগে ধোবা দিগের পতিত ভুমি।

৮ দফা। পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার চুঁচুড়ার ষাঁড়েশ্বরতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ॥২ বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণদিগে হরপ্রসাদচন্দ্র দিগরের বাটী ও বেহারীলাল শীলের ভুমি।

৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা সদর বাটী [illegible] অনুমান ॥॰ দশ কাঠা তাহা [illegible] কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে বীরনারায়ণ শীলের [illegible] এক বাটী। পশ্চিমদিগে [illegible] ভরতচন্দ্র শীল দিগরের সাধারণ বসতি বাটী। উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা [illegible] এবং দক্ষিণ দিগে গোপীচন্দ্র শীলের [illegible] র এক বাটী।

১০ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে [illegible] খণ্ড ও বন্দ ভুমি তাহাতে এক [illegible] নির্ম্মিত দোতালা বসতি বা[illegible] ভুমি অনুমান ।॰ পাঁচ কা[illegible] কিছু কমী হউক বা বেশী [illegible] তে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র [illegible] যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান [illegible] নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক [illegible] তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশে[illegible]তঃ পূর্ব্বদিগে মধুসূদন পা[illegible] ভুমি [illegible] পশ্চিম দিগে কৃষ্ণমোহন [illegible] বসতি বাটী। উত্তর দিগে উ[illegible] হর শীলের ভূমি। দক্ষিণদিগে [illegible] গোপীনাথ জিউর ঠাকুর বাটী।

১১ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত [illegible] এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ [illegible] বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে [illegible] ও বন্দ ভুমি অনুমান ৸॰ পনেরো [illegible]

[illegible] তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে বৃন্দাবন অধিকের [illegible] বাটী। পশ্চিম দিগে বেহারী [illegible] লের এক বাটী। উত্তর দিগে [illegible] দত্তের এক বাটী। এবং দক্ষিণ দিগে নিতাই শীলের এক বাটী।

[illegible] দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা [illegible] পরগনার চুঁচুড়ার বড়বাজার [illegible] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক [illegible] খেরাজী ভুমি যাহাতে [illegible] ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী [illegible] আছে ভুমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিম দিগে সাদের জমী। উত্তর [illegible] দক্ষিণ দিগে গলি পথ।

১৩ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ [illegible] খেরাজী জমী তাহার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর ও এক [illegible] গৃহ এবং অনেক বৃক্ষাদি আছে [illegible] ধরমপুরের বাগান নামে খ্যাত [illegible] অনুমান ২৫৲ পঁচিশ বিঘা তাহা [illegible] কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে আনন্দনারায়ণ রায়ের রাইয়তী জমী। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে নরদমা।

১৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগান খেরাজী জমী যাহা মালবিয়ারা বাগান নামে বিখ্যাত তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী এবং এক পুষ্করিণী আছে ভুমি অনুমান ১৵১ এক বিঘা এক কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে এক প্রকাশ্য রাস্তা। পশ্চিম দিগে সোনাতন নন্দীর ভুমি। উত্তর দিগে প্রকাশ্য রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে এক নরদমা।

১৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি যাহা মেনবেল্‌স বাগান বাটী বলিয়া বিখ্যাত ভুমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে লালবেহারী দের বসতি বাটী। পশ্চিম দিগে এক প্রকাশ্য গলি। উত্তর দিগে উক্ত লালবেহারী দের বসতি বাটী এবং গোসাইচন্দ্র আঢ্যের ভুমি এবং দক্ষিণ দিগে বেহারীলাল দের এক বাটী এবং ৺ যাদবরায়জীউর ঠাকুর বাটী।

১৬ দফা। এবং শহর কলিকাতার বড়বাজারের ময়রাপটির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৪ নং ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ও দোকান এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাজকৃষ্ণ পালের এক বাটী। পশ্চিম এবং উত্তর দিগে সরকারী গলিপথ। এবং দক্ষিণ দিগে রাজকৃষ্ণ পালের এক দোকান।

১৭ দফা। জিলা হুগলির আরসা পরগনার চুঁচুড়ার ধরমপুরের শামিল রামধন ঘোষের বাগানের মধ্যে যে এক পাঁজা ইষ্টক অনুমান ১০০০০৲ এক লক্ষ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকা

র ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৮ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার থাদনে নামক স্থানের শামিল ও তমধ্যস্থিত গুরুপ্রসাদ ভড়ের দরুণ জমীতে যে এক পাঁজা ইষ্টক অনুমান ১৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

১৯ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা ও পরগনার শামিল ইদগর নামক ময়দানে আরো ৫ পাঁচ পাঁজা ইষ্টক অনুমান ৭০০০০০ সাত লক্ষ তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ভরতচন্দ্র শীলের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ মে ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝা[illegible]য়ের বিষয়।

"কালীগঙ্গা,, নামক বোঝায়ের নৌকা "হরিণঘাটা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া আগামি জুন মাসের ২ তারিখে শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিভস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

পেকেজেস অর্থাৎ পুলিন্দা সকল যাহার পরিমাণ এক ডজন কেয়ের অধিক নহে, এবং ডেকের বোঝাই অর্থাৎ গাড়ী পাল্কী ইত্যাদি, ও আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
২৮ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মিসুর্স কলিন কেম্বেল এণ্ড বরনেট সাহেবেরা আপনারদিগের নীলাম ঘরে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা [illegible] বিডর অর্থাৎ উচ্চমূল্য প্রদাতাকে নিম্ন লিখিত মারগেজ অর্থাৎ বন্ধকী ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার কসাইটোলার হামাম বাটীর [illegible] শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বাটী নং [illegible] এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড [illegible] ভূমি অনুমান ৬ ছয় কাঠা তাহা [illegible] কমী হউক বা বেশী হউক। যে [illegible] মহাশয় এই সম্পত্তি লওনে [illegible] তিনি ঐ বাটী ও ভূমি [illegible] সিবেন, উক্ত সম্পত্তির [illegible] ডিড অর্থাৎ পাট্টা কবুলতি [illegible] কাগজপত্র ভাল আছে, [illegible] ডবলিউ, জি, কেম্বেল সাহেবের নিকট রক্ষিত হইয়াছে, যাঁহার [illegible] মানস হয় তিনি তাহার [illegible] করিলেই তাহা দৃষ্টি করিতে [illegible]ন। বিক্রয়ের দিন [illegible] পরে বিজ্ঞাপন করা যাইবে [illegible]

তাং ২৮ মে ১৮৪৯ সাল।

সংবাদপ্রভাকর

১৭ জ্যেষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা [illegible] হিন্দু ইং[illegible]

লিজেন্সর পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট জিলা নবদ্বীপের অধীনস্থ ছয় স্থানের মুনসেফি বিচারালয় উঠাইয়া দিবার অনুমতি করিয়াছেন, যেহেতু তত্রস্থ মুনসেফদিগের নিকট অধিক মোকদ্দমা উপস্থিত হয় না, কিন্তু তাঁহারদিগের নিমিত্ত প্রতি মাসে গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর টাকা প্রদান করিতে হয়, এই অনুমতি অনুসারে জিলার জজ সাহেব পাণিঘাটা, বাগদহ এবং গোবরডাঙ্গা, এই তিন স্থানের মুনসেফদিগের এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা অবিলম্বে আপনাপন বিচারালয় বন্দ করিয়া রীতিমত রিপোর্ট করিবেন। অপর কোন২ স্থানের মুনসেফি বিচারাগার একেবারে বন্দ হইবেক, তদ্বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই, যাহা হউক, এই ঘটনা সাধারণ প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় অশুভজনক বলিতে হইবেক, এই ক্ষণে তাহারদিগকে কোন মোকদ্দমা করিতে হইলে বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বহু দূরে গমন না করিলে কোন মতে বিচার প্রাপ্ত হইবেন না, রাজপুরুষেরা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় সংক্ষেপ করেন ইহা আমারদিগের প্রার্থনা বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাদিগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইলে সুতরাং আক্ষেপ উপাস্থত হয়, সুবিচার বিতরণ বিষয়ে সুলভ উপায় হইলে সাধারণে সন্তুষ্ট হয়েন, এবং রাজারও কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, নচেৎ ১০ টাকার মোকদ্দমা নিমিত্ত প্রজাকে বিংশতি ক্রোশ দূরে গমন করত তথায় এক মাস কাল অবস্থান করিতে হইলে তাহার ৪০ টাকা ব্যয় ও বিলক্ষণ দৈহিক ক্লেশ এবং বহু দিবস বাটীতে অনুপস্থান জন্য বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ঐ প্রজা ঐ ১০ টাকা আদায় করণাপেক্ষা তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বোধ করিবেন।

আমরা অনুমান করি নবদ্বীপ জিলার অভিনব জজ সাহেবের পরামর্শ দ্বারাই উল্লেখিত মুনসেফি বিচারালয় সকল উত্তোলন করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া থাকিবেক, কারণ মুনসেফদিগের কার্য্যাদির পরীক্ষা জন্য কোন পরিদর্শক নিযুক্ত নাই, তাঁহারদিগের বিষয়ে জজ সাহেবেরা যেরূপ রিপোর্ট করেন গবর্ণমেণ্ট তাহাই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, অতএব কি কারণ বশতঃ পাণিঘাটা, বাগদহ এবং গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মুনসেফি বিচারালয়ে অল্প মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা জজ সাহেবের পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল, একেবারে ঐ সকল বিচারালয় উত্তোলন করণার্থ রাজপুরুষদিগ্যে পত্র লেখা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

কলিকাতা মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই এই তিন রাজধানীতে খুচরা টাকা আদায় কারণ কোর্ট অফ রিকোয়েষ্ট নামক যে তিন বিচারালয় আছে তত্রস্থ কমিস্যনর অর্থাৎ বিচারকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করণের নূতন নিয়ম সংপ্রতি কলিকাতা গেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা অতি বৃহৎ, এজন্য আমরা অনুবাদ পুর্ব্বক প্র[illegible] করে গ্রহণ করিতে পারিলাম ন[illegible] কমিস্যনরগণ ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দেন[illegible] পাওনা ঘটিত মোকদ্দমা সকলে[illegible] চূড়ান্ত বিচার করিতে পারিবেন, এ[illegible] তাহার মীমাংসাকল্পে কোন চলি[illegible] রাজনিয়ম প্রদর্শন করিতে হই[illegible] তাহাও দর্শাইবেন।

শুকসাগর হইতে হিন্দু ইণ্টে[illegible]জেন্সর পত্রের কোন পত্রপ্রেরক [illegible]খিয়াছেন যে তথায় তস্কর ও ডা[illegible]ইৎদিগের অত্যাচার অতিশয় বৃ[illegible] হইয়াছে, প্রজারা ভয়প্রযুক্ত রজ[illegible]যোগে নিদ্রা যাইতে পারে না, [illegible] ৫ মে শনিবার রাত্রে একদল ডা[illegible]ইৎ নানা অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক কা[illegible]পাড়া নিবাসি একজন ধনাঢ্য যবনে[illegible] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার য[illegible] সর্ব্বস্ব অপহরণ করত পলায়ন ক[illegible]য়াছে, ডাকাইৎদিগের দ্বারা তিনজ[illegible] প্রহরী গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত [illegible]য়াছে, পুলিসের লোকেরা এপর্য্য[illegible] ঐ ডাকাইৎদলের কিছুই করি[illegible] পারে নাই।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিব[illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাত[illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষি[illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগ[illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রক[illegible] হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কে[illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

সংখ্যা।) বুধবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৩০ মে ১৮৪৯ সাল। (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...ণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

...শ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় ...জের গমনাগমন এবং ...সম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ... ও দ্রব্যাদির বোঝা ...য়ের বিষয়।

...নীগঙ্গা ,, নামক বোঝায়ে ... হরিণঘাটা ,, নামক বা...জের দ্বারা আকর্ষিত হই... জুন মাসের ২ তারিখে ... দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ ...ক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ ... প্রেরিত হইবেক।

...েজেস অর্থাৎ পুলিন্দা সকল ...র পরিমাণ এক ডজন কেসের ...বং ডেকের বোঝাই ... গাড়ী পাল্কী ইত্যাদি, ও ...রোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া ল... হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতি মত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

২৮ মে ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মিসুয়ার্স কলিন কেম্বেল এণ্ড বরনেট সাহেবেরা আপনারদিগের নীলাম ঘরে প্রকাশ্য নীলামে দ্বারা হায়েষ্ট বিডর অর্থাৎ উচ্চমূল্য প্রদাতাকে নিম্ন লিখিত মারগেজ অর্থাৎ বন্ধকী ভুমি সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার কসাইটোলার হামাম বাটীর গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বাটী নং ৬৫, এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক। যে কোন মহাশয় এই সম্পত্তি লওনেচ্ছু হয়েন তিনি ঐ বাটী ও ভুমি দেখিয়া আসিবেন, উক্ত সম্পত্তির টাইটেল ডিড অর্থাৎ পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি কাগজপত্র ভাল আছে, তাহা মেং ডবলিউ, জি, কেম্বেল সাহেবের নিকট রক্ষিত হইয়াছে, যাঁহার দেখিবার মানস হয় তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেই তাহা দৃষ্টি করিতে পারিবেন। বিক্রয়ের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে বিজ্ঞাপন করা যাইবেক ইতি তাং ২৮ মে ১৮৪৯ সাল।

সংবাদপ্রভাকর

১৮ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১। Salt Tax

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া লবণ বাণিজ্য দ্বারা এদেশের দুঃখি

প্রজাদিগের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে অনেকেই তাহা বিলক্ষণরূপে [illegible] আছেন, এবং আমরাও তদ্বিষয় [illegible] ক্ষে বিস্তর লিখিয়াছি, [illegible] ঐ ঘৃণিত বাণিজ্য সংকারে রাজ[illegible]দিগের অধিক লভ্য হওয়াতে তাহা এপর্য্যন্ত প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, সুতরাং প্রজার ক্লেশ নিবারণ না হইয়া বরং দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে, অপিচ এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে দোষি করিবার নিমিত্ত মেং ব্রোন সাহেব একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যের সকল দোষ একত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ পুস্তক পাঠ করত সংবাদপত্র সম্পাদক মাত্রেই ব্রোন সাহেবের অনুকূলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কেবল শ্রীপাট শ্রীরামপুরবাসি সহযোগি মহাশয় ঐ সাহেবের বিরুদ্ধে বহুবাগাড়ম্বর পূর্ব্বক কতকগুলীন অযৌক্তিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট লবণের দর ক্রমে নূ্যন করিয়াছেন, তিন টাকার কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে প্রত্যেক মোন উত্তম লবণ বিক্রয় হইতেছে, সহযোগি সম্পাদকের এই লেখার দ্বারা বিজ্ঞলোকেরা অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে তিনি লবণের নির্দ্দিষ্ট মূল্য কিছুই জ্ঞাত নহেন, কলিকাতার নিকটস্থ কোন২ গোলা হইতে উল্লেখিত মূল্যে সময় বিশেষে লবণ বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টোগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রত্যেক মোন লবণ ৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, অথচ প্রজারা উত্তম লবণ পায় না, দুই চারিজন প্রধান ব্যক্তি গোলা হইতে লবণ [illegible] তাহা বিক্রয় করি[illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] মহাজনগণ [illegible] বিক্রয় জন্য প্রতি [illegible] ২০। [illegible] অথবা এক শত [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] তাহারা ঐ রওনা প্রাপ্ত মহাজনদিগের নিকটেই উপস্থিত হয়, সুতরাং মহাজনেরা যে দর নিরূপণ করেন সেই দরেই লবণ বিক্রয় হয়, এবং সেই লবণের সহিত মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন সময়ে২ লবণ দারোগাদিগের দৌরাত্ম্য হয়, যে দেশের নদীর জলে ও মৃত্তিকায় লবণ প্রস্তুত হইতেছে সেই দেশে রাজার অত্যাচার জন্য লবণের বিষয়ে প্রজারা এরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে সুতরাং ভূপতি দোষী হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি ঘৃণিত একচেটিয়া লবণ বাণিজ্য পরিত্যাগ করেন এবং প্রজারা স্বাধীনরূপে লবণ প্রস্তুত করত তাহা বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; তবে সাধারণ প্রজাবর্গ অল্প মূল্যে উত্তম লবণ প্রাপ্ত হইতে পারেন, এবং লবণ বাণিজ্য দ্বারা অনেক ব্যক্তির সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, এই বিষয়ে মেং ব্রোন সাহেব অনেক প্রমাণ ও যুক্তিসিদ্ধ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, ফ্রেণ্ড মহাশয় কোন প্রকার কৌশল দ্বারা তাহা অপহ্নব করিতে পারিবেন না, আমরা স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এই বিষয়ে অধিক লিখিতে পারিলাম না।

আমরা জনরব দ্বারা শ্রুত হইয়া গত পরশ্ব দিবসীয় প্রভাকরে হিন্দু কালেজের একজন শিক্ষকের নিয়মাতিক্রম কর্ম্মের বিষয় যাহা লিখিয়াছি [illegible] ঐ দিবস সেই বিষয় লইয়া [illegible] [illegible] গোল গিয়াছে, প্রধা[illegible] [illegible] ও আর২ শিক্ষকেরা [illegible] [illegible] করিয়াছেন, এবং তা[illegible] তে সেই শিক্ষকটিও শিক্ষা পাই[illegible] ছেন, আমরা তাঁহার বিষয় আর [illegible] জানিতে পারিয়াছি, অধুনা [illegible] রহিলাম, যদি ভবিষ্যতে আর [illegible] শুনিতে পাই তবে উচিত মত কা[illegible] করিতে কখনই ত্রুটি করিব না।

কোন বন্ধুর পত্র অবিকল প্রক[illegible] হইল।

"গত সংখ্যক ভাস্কর পত্রে [illegible] ঞ্চিৎ প্রাচীন মতস্থ হিন্দু [illegible] [illegible] ক্ষিত যে এক দীর্ঘ পত্র প্রক[illegible] হই[illegible] ছে, আমি তাহার আদ্য[illegible] [illegible] চমৎকৃত হইলাম, যেহেতু লেখ[illegible] অযৌক্তিক অসাধু প্রযুক্ত [illegible] গে কি প্রকারে উৎসাহি[illegible] [illegible] ভ্রমেও একবার যুক্তির [illegible] করিলেন না, ফলতঃ ই[illegible] [illegible] ভবে বটে, কারণ বাগা[illegible] বাগানের লেখা, ভাবক [illegible] মনোহর কুঞ্জকুটীরে [illegible] ভাব সঞ্চার করিয়াছেন [illegible] শয় দ্বিতীয় এক উপবন [illegible] নানা প্রকার উপসর্গ [illegible] সুতরাং ইহাতে যদ্রূপ [illegible] তাহাই হইয়াছে, কারণ [illegible] লেখ[illegible] লিখিয়াছেন "কোন [illegible] শা[illegible] স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা [illegible] নাই" এই স্থলে জিজ্ঞা[illegible] করি [illegible] প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থাপ[illegible] [illegible] স্থানে স্ত্রীজাতির বিদ্যা [illegible] ধ করিয়াছেন, ইহার [illegible] প্রকটন করুন, তাহা না করিলে বৃথা [illegible] র কথায় কেবল মূর্খতা প্রকাশ করাই [illegible] মাত্র, এ বিষয়ে কুত্রাপিই প্রতি[illegible] [illegible] প্রমাণ দেখিতে পাইবেন না, [illegible] শত সহস্র অনুকূল প্রমাণ মধ্যাহ্ন [illegible] সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্য[illegible] রহিয়াছে। পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপক [illegible] [illegible] আমার অভিযোগী লেখ[illegible] [illegible] আমার ন্যায় অজ্ঞান ছিলে[illegible] [illegible] তাঁহারা এতদ্রূপ অতি প্রধা[illegible] [illegible] কর্ম্মের বিরুদ্ধ হইবেন, এই [illegible] প্রথা "বর্ণি" অর্থাৎ বর্ণা[illegible] [illegible] হিন্দুজাতির উদ্ভবাবধি [illegible] বহু দিবস পর্য্যন্ত প্রকৃষ্ট [illegible] প্রচলিত ছিল, ইদানীং কিছু [illegible] [illegible] বশতঃ দুর্ভাগ্য জন্য [illegible] হইয়াছে, ইহাতেই কি এক[illegible] [illegible] শাস্ত্র নিষিদ্ধ ও নিয়ম বিরুদ্ধ [illegible] বসিল? চমৎকার কথা।

[illegible] লেখকেরা লেখেন "মন্বা[illegible] শাস্ত্রকর্ত্তারা স্ত্রীজাতির তীর্থ দর্শন [illegible] গঙ্গাস্নানাদিতে নিষেধ করিয়া[illegible] [illegible]"

[illegible] বিপক্ষ দলেরা এই আশ্চর্য্য প্রমা[illegible] [illegible] পাইলেন; স্ত্রীলোকেরা [illegible] করিবে না, তীর্থ দর্শন করি[illegible] না, আহা! ইঁহারা আপনারা যে [illegible] [illegible] উপহাসের পাত্র হইয়াছেন শাস্ত্র[illegible] ও কি সেইরূপ করিতে চাহেন? [illegible] আমরা এ কথার অধিকা[illegible] [illegible] করিতে ইচ্ছা করি না, শুদ্ধ [illegible] মাত্র কহিতেছি যে মনুষ্য স্বমত [illegible] বত্নশীল হইলে যুক্তি এবং [illegible] প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল [illegible] বাগাড়ম্বর দ্বারা জয়ী হইতে [illegible] করেন, কিন্তু কোনরূপেই তাহা [illegible] করিতে পারেন না।

এদেশের রমণীগণের গঙ্গাস্নান [illegible] তীর্থ ভ্রমণাদিতে নিষেধ মাত্র নাই, বরং বিধিই অধিক আছে, বিশেষতঃ বিধবাদিগের প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম পালনের আজ্ঞা থাকাতে তদ্বিষয়ের আধিক্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

অপিচ পূর্ব্বকালের স্ত্রীগণ স্বাধী[নাব]স্থায় প্রকাশ্যরূপে পুরুষের সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন, জনকসুতা জানকী স্বীয় স্বামী শ্রীরামচন্দ্র এবং তদনুজ ধানকী লক্ষ্মণের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত যে সকল দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা ভারতেই ব্যক্ত আছে। দুর্য্যোধনাদি কুরুবংশীয়েরা স্ত্রীদিগে সুসজ্জায় রথোপরি গ্রহণ করত ঘোষযাত্রা দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালীন কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন তৎকালীন দ্বারকাপুরস্থ ক্ষুদ্র২ বালিকা পর্য্যন্তও তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিল, গোকুল ও বৃন্দাবনাদির যাবৎ স্ত্রী পুরুষ সেই তীর্থে আসিয়াছিলেন, এই প্রকার কোটি২ প্রমাণ আছে, তদুল্লেখে প্রয়োজনাভাব। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্ত্রীজাতির জ্ঞান ও বিদ্যার অধিক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, অর্থাৎ বিদ্যার যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পূর্ব্বে তাহাই হইত, কিন্তু এইক্ষণে আমারদের সেরূপ করণের ইচ্ছা নাই, কেবল কন্যাকালে বালাবর্গকে নীতিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম্মাদির উপদেশ দিতেই মানস করি, তাহাতে ভবিষ্যতে তাহারদিগের প্রচুর প্রকার উপকার হওনের সম্ভাবনা হইবেক, এবং কন্যাকালে বিদ্যা দানের প্রতি ভয় দর্শাইয়া যাঁহারা নানা প্রকা[র] উপহাস সূচক [illegible] বাক্য বর্ণনা করেন, তাঁহারা কি মনুষ্য বলিয়া অভিমান করিতে পারেন, কি অসম্ভব, কি বিপরীত, কি দ্বেষ, যাহার যে গুণ তাহার অন্যথা কি কখনই হইতে পারে, [যদি] অগ্নের দাহিকা শক্তি হয়, অনলের শীতল গুণ হয়, আকাশের স্পর্শ গুণ হয়, পৃথিবীর শব্দ গুণ হয়, তবে বিদ্যার বিপরীত গুণ হইতে পারে, যখন প্রত্যেক বস্তুই আপনাপন গুণানুসারে বিখ্যাত হইতেছে, এবং যাহার যে গুণ তাহার অন্যথা হইবার নহে, তখন বিদ্যার যে গুণ তাহা অবশ্যই হইবেক। লেখক সময়ের কথা যাহা উল্লেখ [illegible] [illegible] সামান্য কথা, ইতর আমোদে যে কাল ক্ষয় করিয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ বিদ্যার প্রতি ব্যয় করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে। পরন্তু কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রদিগের আচার ব্যবহারের প্রসঙ্গ করিয়া স্ত্রীবিদ্যায় শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন" এ কথার যথার্থ উত্তর করিলে এখনি যুগপ্রলয়ের ন্যায় মহা ব্যাপার হইয়া উঠিবেক, এজন্য মৌনভাব, লেখকেরা আপনারদের এবং প্রত্যেক বৃদ্ধের ও প্রৌঢ়ের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তন্মধ্যে কত উত্তম কত অধম জানিতে পারিবেন, তাহা একত্র করিয়া সুশিক্ষিত যুবকদিগের সহিত তুলনা করুন, ইহাতে উভয় পক্ষের সবিশেষ দোষাদোষ প্রত্যক্ষ হইবেক। অপিচ, বালকের সহিত বালিকাদিগের অনেক প্রভেদ আছে, তাহারা ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে থাকে, ইহারা অবিবাহিত কাল অর্থাৎ

4.7

৯ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইবে, ইহা র পরে আর বাহির হইতে পারিবে ক না।

আমি নিশ্চিত কহিতে পারি যে শুদ্ধ পুরুষের দোষেই স্ত্রীজাতিরা দুশ্চরিত্রা হইয়া থাকে, লেখকেরা যদি লজ্জা শূন্য হইয়া পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করেন তবে আমাকেও তদ্রূপ করিয়া আদি পুরুষের কথা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিতে হইবেক, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর স্ত্রীবিদ্যা বিধায়ক নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যখন লেখকেরা ইহা স্বীকার করিলেন, তখন পাঠশালায় প্রেরণ করা স্বীকার করিতে আর কি অপেক্ষা রহিল, রাজার পুস্তকে পাঠশালায় গমনে নিষেধ নাই, বরং বিধিই আছে, যখন রাজা স্বয়ং এবিষয়ের বিধি দায়ক হইয়াছেন, এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় তাহাতে পোষকতা করিয়াছেন, তখন কলিকাতা নগরে তাঁহারদিগের অপেক্ষা উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান্ লোক কে আছেন, যিনি প্রকাশ্যরূপে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, তবে ক্রূর স্বভাব বশতঃ ভুজঙ্গবৎ ফোঁস্ ফাঁস করিলে কে কি করিতে পারে, তাহাতে আমরা কেবল বিষহরির স্মরণ করিব।

পরন্তু ভাস্কর পত্রে দৃষ্ট হইল, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কালেজের একজন ছাত্র তত্র বালিকাগণকে ইংরাজী বাঙ্গালা উভর ভাষায় তথায় শিক্ষা দান করিতেছেন।

এইস্থলে বিজ্ঞ মহাশয়েরা নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিবেন, বেথুন সাহেব রাজভবনে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করত ভদ্রলোকের বালাদিগ্যে ইংরাজী বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেছেন, কন্যারা অনায়াসেই তথায় পদব্রজে গমন করিতেছে, অতএব "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের,, কি দোষ হইয়াছে, যে কন্যারা কন্যাকালে তথায় যাতায়াত করণে শুদ্ধ জাতীয় ভাষা ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করণে গমন করিতে পারিবেক না, এ বড় হাস্যজনক কথা, যাহাহউক রাজা যৎকালীন আপনি বালিকাদিগে ইংরাজী পর্য্যন্ত শিখাইতেছেন, তৎকালে এখানে বাঙ্গালা শিখিবার জন্য কন্যা প্রেরণে অবশ্যই সকলে অনুরোধ করিবেন।

বিচক্ষণ গবর্নর জেনরল লার্ড আক্লেণ্ড সাহেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ নিমিত্ত চাঁদার দ্বারা যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তাহার ১৬১২ টাকা এপর্য্যন্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহক সভার অধীনে ছিল অধুনা অবগত হওয়াগেল যে ঐ টাকা ফোর্ট উইলিএম দুর্গের সিবিল আর্কেটেক্টর শ্রীযুত কাপ্তেন ফ্রেজর সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে তিনি তদ্দ্বারা আকলেণ্ড সরকস নামক রাস্তার নিকট অপর এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিবেন, এবং তদ্দ্বারা আকলেণ্ড সরকসের শোভা আরো বৃদ্ধি হইবেক।

বোম্বাই টেলিগ্রাফ ও কুরিয়র পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পারস্য মহাসমুদ্রে ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হওয়াতে মহাজনদিগের অনেক জাহাজ ও নৌকা জলমগ্ন ও স্থলের উপর পড়িয়া ভগ্ন এবং বহু প্রাণী বিনাশ হইয়াছে, যে ব্যক্তি এই সংবাদ প্রেরণ করেন তিনি লিখিয়াছেন যে ঐ রূপ মহা ঝড় তিনি কোন কালে পারস্য সমুদ্রে দৃষ্টি করেন নাই, মহাজনেরা জাহাজাদিতে অনেক রেশমের রুমাল বস্ত্র ও অন্যান্য বহু দ্রব্য বোঝাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই, অনেক জাহাজ নঙ্গর ছিঁড়িয়া অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়াছে, কোন জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ে একেবারে স্থলের উপর উঠিয়াছে নাবিক ও আরোহিদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছে, অতএব বায়ুর বিচিত্র[illegible] ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

ইংরাজী পত্র দ্বারা [illegible] হওয়াগেল যে নেপাল রাজ্যের [illegible]মান প্রধান রাজমন্ত্রী সুবিখ্যাত [illegible] বাহাদুর এরূপ অভিপ্রায়ব্যক্ত [illegible]ছেন যে উপস্থিত বর্ষাকালে [illegible]রীয় মহারাণী চন্দ্রকুমারীকে [illegible] রাজধানীতে রাখিবেন, [illegible] যাইতে দিবেন না, তাঁহার [illegible] ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত আপা[illegible] প্রতিমাসে ১০০০ টাকা প্রদান [illegible] পরিশেষ বর্ষা অবসান হই[illegible] রাজ্যে পাঠাইয়া দিবেন, র[illegible] ভিপ্রায়ে নেপালরাজ্যে [illegible] ছেন তাহা কিছুই সিদ্ধ হ[illegible]

☞ এই প্রভাকর পত্র [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস [illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করি[illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রনীরদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

১৪২৫ সংখ্যা) গুরুবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং, ৩১ মে, ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

কালীগঙ্গা,, নামক বোঝায়ে নৌকা "হরিণঘাটা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া আগামি জুন মাসের ২ তারিখে শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ [illegible] এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

পেকেজেস অর্থাৎ পুলিন্দা সকল যাহার পরিমাণ এক ডজন কেসের অধিক নহে, এবং ডেকের বোঝাই অর্থাৎ গাড়ী পাল্কী ইত্যাদি, ও আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া [illegible] তে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতি মত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
২৮ মে ১৮৪৯।

বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে অনুমান হয় আগামি ১৩ জুন তারিখের মধ্যে প্রেরিত হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৬ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার সুতানুটির বাগবাজারের বসু পাড়ার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী তাহার কিয়দংশে দোতালা এবং কিয়দংশে একতালা গৃহাদি আছে বাটীর নং ১ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক [illegible] এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের বাটী। উত্তর দিগে মৃত নবচৈতন্য গোস্বামির এক বাটী। পশ্চিম দিগে জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্ব দিগে উল্লেখিত বসু পাড়ার গলি।

২ দফা। পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক ৩নং বাটী তাহার কিয়দংশে দোতালা ও কিয়দংশে একতালা গৃহ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে পার্ব্বতীমোহন গোস্বামির বাটী। উত্তর দিগে উক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্ব দিগে উল্লেখিত বসু পাড়ার গলি।

৩ দফা। এবং বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার সুতানুটির শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২ নং যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ৬/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে [illegible] হইবেক। তাহা এইরূপে চতু[illegible]ষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটী। এবং পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা।

৪ দফা। এবং বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্যামবাজারের গোপীমোহন দত্তের ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর ২ নং যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের কিয়দংশে রামসুন্দর কর্ম্মকারের বাটী ও কিয়দংশে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের বাটী। পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগের কিয়দংশে আশুতোষ দেবের ভূমি ও কিয়দংশে এক গলিপথ। এবং পূর্ব্ব দিগে অনরবিল কোম্পানির নরদমা।

৫ দফা। এবং বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বাগবাজার ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর ১৪ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী [illegible]মোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও [illegible] ও সম্পর্ক আছে তাহা [illegible] লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়[illegible] বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে রেবতী গোঁসায়ের এক খণ্ড ভূমি। পূর্ব্ব দিগে কেদারনা[illegible] ঘোষের এক খণ্ড ভূমি। এবং পশ্চি[illegible] দিগে রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের এক খ[illegible] ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বে[illegible] করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তা[illegible] জানিতে পারিবেন।

R. STOP[illegible]RD.
[illegible]heriff.

আর, ষ্টাপ[illegible]
[illegible]

কলিকাতা।
২৬ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

১৯ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দা [illegible]।

আমরা অবগত হইলাম যে সদ[illegible] রেবিনিউ বোর্ডের কোন মেম্ব[illegible] দামোদর নদের বাঁধ বন্ধন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগি হইয়াছেন, এবং বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়র মেজর সিম্‌স সা[illegible] হেব ঐ নদের সীমা ও বর্ষাকালে [illegible] হার জল তরঙ্গের প্রাবল্য অবলোক[illegible] পূর্ব্বক যে রিপোর্ট [illegible] অন্যান্য ইঞ্জিনিয়র দিগের [illegible] তাহা সমর্পিত হইয়াছে। সিম্‌স সাহেব [illegible] লিখিয়াছিলেন যে বাঁধ বন্ধন বিষয়ে [illegible] বিস্তর ব্যয় হইবেক অথচ তাহা চিরস্থায়ি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই [illegible] মৃত্তিকা অথবা অন্য কোন কঠিনতর বস্তু দ্বারা সদর নদীর প্রবা[illegible] আবদ্ধ করিলে তাহার স্রোতঃ বৃদ্ধি হইতে পারে, এবং সেই স্রোতঃ [illegible] বিশেষে এমত প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে যে তাহার দ্বারা অতি কঠিন [illegible] দিও ভেদ হয়, অতএব দামোদর নদের প্রবাহ বন্ধ না করিয়া তাহা [illegible] গমনাগমনের সুগম উপায় করিলেই ভাল হয়, সিম্‌স সাহেবের এই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের মনোগত না হইবায় এপর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের কোন অ[illegible] হয় নাই, অধুনা বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে ঐ প্রস্তাব বিষয়ে সদর রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বরদিগের [illegible] হইয়াছে এবং তাহাতে [illegible] ব্যক্তি অনেক প্রকার অভি[illegible] প্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, কেহ২ বলিতেছেন যে এক খাল খনন করত দামোদরের সহিত গঙ্গার সংযোগ করিলে ভাল হয়, যেহেতু তদ্দ্বারা দামোদরের জল গঙ্গায় নির্গত হইতে পারে, সুতরাং শস্যাদি নষ্ট হইতে পারে না, কেহ২ বলিতেছেন যে বাঁধ বন্ধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিলেই ভাল হয়, কিন্তু রাজপুরুষেরা এপর্য্যন্ত কোন অভিপ্রায় ধার্য্য করিতে পারেন নাই, যাহা হউক, দামোদরের জল প্রবাহ নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আদৌ কর্ত্তব্য হইয়াছে, যেহেতু [illegible]দিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, [illegible] পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্ষেত্রে ধান্য বীজ বপন করে এবং [illegible] বৃক্ষাদিও রোপণ করে, [illegible] সময়ে দামোদর প্রবল হইয়া স্বীয় সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবল জল দ্বারা কৃষকের বহু যত্ন সর্জ্জিত ধান্য বৃক্ষ সকল নষ্ট করে, জলের স্রোতে তাহারদিগের ঘর দ্বার পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, সরোবর সকল অগাধ জলে মগ্ন [illegible] মৎস্যাদি বাহির দিগে প্রস্থান করে, উদ্যানের বৃক্ষাদি নষ্ট হয়, অতএব যে ঘটনার দ্বারা প্রায় প্রতি বৎসর প্রজাদিগের এইরূপ অনিষ্ট হইতেছে সেই ঘটনার নিবারণ নিমিত্ত রাজপুরুষেরা বিহিত মনোযোগ ও অর্থ ব্যয় স্বীকার না করিলে কোনমতেই রাজধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, অতএব রেবিনিউ বোর্ডের যে সকল মেম্বর এই বিষয়ে মনোযোগি হইয়াছেন আমরা তাঁহারদিগ্যে ধন্যবাদ করিলাম, প্রার্থনা করি তাঁহারা অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের হিতকারিরূপে পরিচিত হউন।

কলিকাতা পুলিসের অভিনব নিয়মানুসারে যে সকল পাহারাওয়ালা নিযুক্ত হইয়াছে তাহারদিগের দৌরাত্ম্য দিনং বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা দুঃখিলোকদিগের প্রতি প্রতিদিবস নানা প্রকার অত্যাচার করে, গমনশীল তরকারি ও ফল ব্যবসায়িদিগের মস্তকস্থিত ঝুড়ি হইতে বলদ্বারা দ্রব্যাদি তুলিয়া লয় তাহাতে তাহারা নিষেধ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রহার করিয়া থাকে রাজপথে কোন কেরাঞ্চি গাড়ী অথবা গরুর গাড়ী কোন কার্য্যানুরোধে দণ্ডায়মান থাকিলে তাহার রক্ষকের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করে, প্রহার করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু দুই একটা পয়সা পাইলে কিছুই বলে না, সামান্য বারাঙ্গনাদিগের প্রতি বিস্তর দুরাচরণ করে, এই সকল দুঃখিলোক পুলিস কোথায় তাহা কিছুই জানে না, পুলিসের নাম শুনিলেই ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সকল অত্যাচারি পাহারাওয়ালাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ অন্যায় অত্যাচার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবার মানসে ষ্টৈসিয়ান হৌসের দ্বারে গমন করে, তবে দৌবারিক পাহারাওয়ালার দ্বারাই ভর্ৎসিত ও তাড়িত হইয়া থাকে, সাহেবের সহিত তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেয় না, ইহাতে পাহারাওয়ালাদিগের বিলক্ষণ সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা অহিতাচার সহকারে পরস্ব অপহরণ করিতেছে, বিচক্ষণবর প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং পেটন সাহেব এবং কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেব সামান্য অপরাধ জন্য কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঐ দুষ্ট দলের সাহস ভঙ্গ হয় নাই, তাহারা নিশ্চিত জানিয়াছে যে তরিতরকারি ও ফলাদি দ্রব্য ব্যবসায়িদিগের এমত সাহস কিছুই নাই, যে পুলিসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া

কোন প্রকার অভিযোগ করিতে পারে।

কিয়দ্দিবস গত হইল আমারদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব একপ এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অভিযোগে জন্য ধৃত হইলে তাহারা তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না, কিন্তু এই অনুমতি পাহারাওয়ালাদিগের দ্বারা কোন মতেই প্রতিপালন হয় না, তাহারা চোর ধরিলে পয়সা লইবার অভিপ্রায়ে অগ্রেই তাহাকে প্রহার করিয়া থাকে মাতাল দেখিলে তাহার ট্যাঁকে ও জামার জেবে পয়সা অনুসন্ধান করে এবং তাহা না পাইলেই প্রহার করে, অতএব ট্রেসিয়ান হৌসের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে উল্লেখিত পুলিস প্রহরিদিগের এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত কোন প্রকার কঠিন নিয়ম করেন।

যদিও আমরা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিনা, যেহেতু আমরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি, সুতরাং ঐ ধর্ম্মের প্রতি আমারদিগের কোন মতেই বিশ্বাস হইতে পারে না, খ্রীষ্টান্ দিগের ধর্ম্মঘটিত কর্ম্মের প্রতি আমরা কখনই সন্তুষ্ট নহি, তথাচ তাহারদিগের বিদ্যার প্রতি অবশ্যই আনন্দ প্রকাশ করিতে হইবেক, কোন সুপণ্ডিত পাদ্রি অথবা তাঁহার শিষ্য বিদ্যা বিষয়ে সুপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে সম্পাদকীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত সমাদর পূর্ব্বক আমরা তাহার প্রশংসা প্রকাশ করিব।

মহীয়াত্র বিশারদ মহানুভব যুক্ত শ্রীযুক্ত পাদ্রি মিউর সাহেব সংস্কৃত কবিতায় "শ্রীযেশুখৃষ্ট মাহাত্ম্যং" নামক খৃষ্টলীলা সূচক এক অভিনব গ্রন্থ রচনা করত সুসাধু বঙ্গভাষা ভুবিত অর্থ সংবলিত তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন, আমরা কোন পাদ্রিগ্রাম্ যেন যেনু বন্ধু দ্বার্ক প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটা কবিতা নিম্নভাগে প্রকট করিলাম পাঠক মহাশয়েরা তৎপাঠে মিউর সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যার নৈপুণ্য এবং কবিতা শক্তির শক্তি জানিতে পারিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

জগন্মাতুর্গুণান্ গাতুমদ্যতস্তনু বাগহং। সার্থাং মনোহরাং বাণীমর্ষে পরমেশ্বরম্ ।। ১

কশ্চিদ্ বিদেশিশাস্ত্রজ্ঞং বিদ্বাংসং বহুদর্শিনং। সত্যার্থী তরুণঃ কশ্চিদুপসৃত্যেদমব্রবীৎ।। ২।।

ভো আর্য্য কস্যচিৎ সংজ্ঞা খৃষ্টাখ্যা মহাগুরোঃ বারম্বারং ময়াশ্রাবি মুখাৎ তস্যানুযায়িনাম্ ।। ৩।।

মহতাং তু লাম্পুনং কীর্ত্তিঃ সর্ব্বং কাম্পুনি শ্রুতং। তেষাং মহাত্মনাং বার্ত্তাং জ্ঞাতুমর্হসি পণ্ডিতাঃ ।। ৪।।

অতো ব্রূহি খৃষ্টবৃত্তান্তং জিজ্ঞাসা জায়তে মম। না সর্ব্বথা প্রশস্যাহতি নচ মিথ্যোক্তি কীর্ত্তিতো।। ৫।।

তত্ত্বজ্ঞতং চরিত্রং তং জ্ঞাত্বা চাহমিহাগতঃ। তৎসারং শ্রোতুমিচ্ছামি ভবতামনুকম্পয়া।। ৬।।

বিদ্বানুবাচ।

মহাত্মা কর্ম্মজিজ্ঞাসাঃ প্রশংসামি যুবংস্তব। মুদা ব্রাহ্মপরমাথাসি সচ্চরিত্রামৃতেন চ।। ৭।।

ময়া তুলনং যুক্ষসহর্ষে গরিঃ কথয়িষ্যতে। শাপাদপ্রো জগতঃ পাতুবনং তু শ্চ চেষ্টিতং ।। ৮।।

ক্ষীণ বাক্য বুদ্ধি আমি নিতন্তে অক্ষম। জগন্মোক্ত গুণ গানে করিয়া উদ্যম।। পরমেশ সন্নিধানে করি নিবেদন। দেও প্রভু এ দাসরে পাণ্ডিত্য বচন।।১

একজন যুবক সত্যার্থী কোন বহুদর্শি ও বিদেশি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট গমন করিয়া কহিতেছেন।। ২

সত্যার্থির উক্তি।

হে মহাশয় খৃষ্ট নামক কোন এক মহা গুরুর শিষ্যগণের প্রমুখাৎ তাঁহার নাম বারম্বার আমার কর্ণগোচর হইয়াছে (৩)

আর এক্ষণে যে সকল মহাত্মাদের যশঃ অখিল ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাঁহারদের বৃত্তান্ত পণ্ডিতগণের জানা কর্ত্তব্য।। ৪।।

অতএব খৃষ্ট কথা অবগত হইবার নিমিত্ত আমার যে ইচ্ছা হইতেছে বোধ করি তাহা কখন নিন্দনীয় হইবেক না বরং সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় হইবেক।। ৫ ।। মহাশয় খৃষ্টের বিবরণ উত্তম জানেন একারণ আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি আমার বাঞ্ছা এই যে মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার চরিত্রের সারাংশ শ্রবণ করি ।। ৬ ।।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ✽ ।। সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ।। ✽ ।।
।। ✽ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ✽ ।।

।। নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মত্তগ্রামীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

(৫৪২৬ সংখ্যা) শুক্রবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"কালীগঙ্গা" নামক বোঝায়ে নৌকা "হরিণঘাটা" নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া আগামি জুন মাসের ২ তারিখে শনিবার দিবসে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ এবং তদিতস্ততঃ স্থানান্তে প্রেরিত হইবেক।

পেকেজেস অর্থাৎ পুলিন্দা সকল যাহার পরিমাণ এক ডজন কেসের অধিক নহে, এবং ডেকের বোঝাই অর্থাৎ গাড়ী পাল্কী ইত্যাদি, ও আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতি মত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জান্‌ষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

২৮ মে ১৮৪৯।

বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে অনুমান হয় আগামি ১৩ জুন তারিখের মধ্যে প্রেরিত হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জান্‌ষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৬ মে ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৭ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব এক মোকদ্দমার হুকুমানুসারে নিম্ন লিখিত বস্তু বিক্রয় করিবেন। যে মোকদ্দমায় বিশ্বনাথ কর বাদী। এবং বৈকুণ্ঠনাথ কর ও ক্ষেত্রচন্দ্র কর ও নিধিরাম শা সাধুখাঁ এবং রূপচাঁদ শা প্রতিবাদী।

উক্ত প্রতিবাদী সকলের সম্পত্তি ২২৪ দুই শত চব্বিশ থলে শুষ্ক সূঁট। উপরের লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.

Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।

সরিফ।

কলিকাতা।

২৬ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমারদিগের "হাঁক ওলড বাঙ্গাল" হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সের সম্পাদক ইয়ং বাঙ্গালদিগের সৎকর্মের বিরোধী হইয়া অনর্থক কটু কাটব্য উল্লেখ পূর্ব্বক কতকগুলীন মিথ্যা কল্পনা জল্পনা করত যে সকল বাক্য ব্যয় করিতেছেন আমরা তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছি, পূর্ব্বে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম অস্মদাদির ইংরাজী সহযোগী যথার্থ বিষয়ের অপহ্নব করত আপনার অভিপ্রায়কে লজ্জার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কখনই লেখনীকে অপবিত্র করিবেন না, কিন্তু এইক্ষণে তাহার কার্য্য দৃষ্টে আমরা সংশয়ে অভিভূত হইয়াছি, তিনি উচিত কার্য্যের অন্যথা জন্য আপনার প্রাচীন সম্মান এবং সুনামকে এককালীন সংহার করণের উপক্রম করিয়াছেন। "ইয়ং বাঙ্গাল" যদিস্যাৎ এই শব্দের প্রতিই তাঁহার স্বভাবতঃ দ্বেষ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতীকার সহজে হইতে পারে না, কারণ উক্ত স্বভাব সিদ্ধ সংস্কারের উচ্ছেদ করা সামান্য ব্যাপার নহে, এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমত সম্প্রদায় কুত্রাপি দেখা যায় না, যাহারা কেবল ঘৃণার কর্ম্মই করে, অথবা শুদ্ধ সৎকর্ম্ম করিয়াই থাকে, একারণ যুক্তি মতে কোন সম্প্রদায় কেবল সুনিন্দা কিম্বা কেবল প্রশংসিত শব্দে বাচ্য হইতে পারে না, সেই প্রকার কি ওলড বাঙ্গাল, কি প্রতিযোগি সম্পাদকের ন্যায় হাঁক ওলড বাঙ্গাল, কি ইয়ং বাঙ্গাল, এই ভিন্ন২ দলত্রয়ের মধ্যে পরস্পর সকল কর্ম্ম পরস্পরে সকলের পক্ষে সন্তোষজনক হইতে পারে না, নিরপেক্ষ জনেরা কেবল নৈহৃক শ্রেণি অনুরাগ করিয়া থাকেন, আমরা নিশ্চিত রূপে কহিতে পারি যে ইয়ং বাঙ্গালদিগের অনেক গুলীন কর্ম্ম সাধারণের পক্ষে সুখদায়ক হয় না, কিন্তু আবার এপ্রকার অনেক কর্ম্ম আছে যাহার প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিতে রসনা অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এইস্থলে আমরা লিপি বাহুল্য না করিয়া সম্পাদকীয় নিয়মানুসারে সহযোগি ভ্রাতাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি আপনার কার্য্যেরূপ যুক্ত সম্ভ্রমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং আপনার দুর্ব্বলাভিমতকে প্রবল করণার্থ মিথ্যা কলহে প্রবৃত্ত হইবেন না, এতদ্দেশীয় কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক হিন্দু পরমকারুণিক আনরেবিল শ্রীযুত বেথুন সাহেবের সহযোগে স্বজাতীয় দুঃখিনী বালাদিগের বিদ্যানুশীলনার্থ এক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপন করাতে যেরূপ মহৎ কার্য্য হইয়াছে হিন্দু ইণ্টেলি জেন্সর মহাশয় তাহা কি জ্ঞাত নহেন? এবং তিনি কি মনে২ এই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না, অবশ্যই করেন, অতএব বিনা কারণে উপযাচক হইয়া দেশহিত জনক কর্ম্মের প্রতি এতদ্রূপ শাত্রবতা করণের তাৎপর্য্য কি? ইহাতে যে তিনিই কেবল আপনি সমাজে আপনিই কলঙ্কী হইয়েছেন এমত নহে, যাঁহারা তাঁহার মতের অনুকূল এ[illegible] যাঁহারা তাঁহাকে আপনারদিগের [illegible]লের প্রধান সেনাপতিত্ব পদে বর[illegible] করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারদিগে[illegible] অন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে, অধি[illegible] লেখা বাহুল্য মাত্র, হিন্দু ইণ্টেলি[illegible]সর প্রকাশক মহাশয়ের নিকট [illegible]মারদিগের যে সমস্ত সম্ভাবিত সুখে[illegible] প্রত্যাশা ছিল তিনি জ্ঞানী হইয়া[illegible]হার বিপরীত করাতে অত্যন্ত দুঃখে[illegible] ব্যাপার হইয়াছে, বিশেষতঃ তেঁহ প্র[illegible]শ্য রূপে এক মহা ব্যাপারের শত্রু হ[illegible]য়া সুসভ্য ইংরাজ জাতির নিকট উপ[illegible]হাস্য হইতেছেন ইহাই অধিক অপ[illegible]মানের বিষয়, হরকরা সম্পাদক ম[illegible]শয় বারম্বার তাঁহার ভ্রম সংশোধ[illegible] করিয়া কত প্রকার হাস্য কৌতুক [illegible]রিতেছেন, তাহাতেও কি তিনি সম্ভ্র[illegible]র হানি বোধ করেন না, এই উপ[illegible]ক্ষে তাঁহার উক্তি কয়েক বার মিথ্যা হইল তাহা স্পষ্ট রূপে জানতেই [illegible] নিতে পারিলেন। আমারদিগের [illegible]ঙ্গালা সহযোগি ভাস্কর সম্পাদক [illegible]হারায় সেই সকল লেখার দোষ [illegible]স্না যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা [illegible] দেখিয়াছি, অন্য যাহা হউক, ফলে [illegible] রাজী সহযোগী ভ্রমের বিষয় বিশ[illegible] খণ্ডন করিতে পারিবেন, [illegible]টা মিথ্যাকে সত্য করিতে হইলে শত[illegible] মিথ্যা কহিলেও তাহা সত্য হইতে পা[illegible]রেনা, বরং ছলনা ক্রমে নিন্দার গৌ[illegible]রব করাতে সত্যের নিকট বঞ্চিত হ[illegible]তে হয়, অদ্য আর অধিক লিখি[illegible] ইচ্ছা করি না। //

পরন্তু কৈলাসচন্দ্র বসুর কন্যার [illegible]য় যাহা লিখিয়াছেন তাহা অলী[illegible] কারণ তিনি এপর্য্যন্ত কন্যা প্রের[illegible]ণ নাই।

[illegible]জ্ঞানাম্বর চন্দ্রিকা সম্পাদক মহা[illegible]য় আপনার গত দ্বিতীয় পত্রে হিন্দু [illegible]কালেজের একজন প্রাচীন শিক্ষকে[illegible] বিষয় যাহা লিখিয়াছেন আমরা [illegible]তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তিনি [illegible]আমারদিগের লেখার পোষকতা করি[illegible]য়াছেন, কিন্তু তাঁহার লেখাতে দুই [illegible] কিঞ্চিদ্দোষ হইয়াছে, বোধ [illegible] তাহা সংবাদদাতার দোষেই হই[illegible]বেক, যাহা হউক, পুনর্ব্বার [illegible] হইয়াছে, কালেজের যে মহা[illegible] শিক্ষক নিয়মাতিক্রম করিয়া [illegible] তিনি শিক্ষা পাইয়াও সংপূর্ণ [illegible] শাসিত হয়েন নাই, অর্থাৎ [illegible] বিড়াল তপস্বীবৎ বৈষ্ণব [illegible] আবার গোপনে২ মেওং ডাকি[illegible]তেছেন। দেখি, এখন কিছু [illegible] না, এই বিড়াল বনে গিয়া [illegible] তখন বিহিত উপায় করি[illegible]বেক। পরন্তু চন্দ্রিকা প্রকাশক [illegible] "কৃষ্ণনগর কালেজের কোন [illegible] ছাত্রদিগ্যে বিরুদ্ধমতের উপ[illegible] দেওয়াতে পদচ্যুত হইয়াছেন" [illegible] হইলাম উক্ত কালেজের [illegible] শিক্ষক বালকদিগ্যে তদনুরূপ [illegible] প্রদান করেন নাই, বিদ্যার্থি[illegible]গের মধ্যে কেহ২ স্বাধীনতা কার্য্য [illegible]তেই গোলযোগ হইয়াছিল, এই [illegible] তাহা রহিত হইয়াছে, আর [illegible] কথাই নাই, যাঁহারা বালক [illegible] করা বন্ধ করিয়াছিলেন তাঁহা[illegible] পুনর্ব্বার পাঠাইতেছেন, এবং [illegible] বিষয়ে ঐ কালেজের কোন শিক্ষক [illegible]চ্যুত হয়েন নাই, অতএব আমরা [illegible]তেছি প্রবীণ সহযোগি মহাশয় [illegible] সামান্য লোকের কথা প্রমাণে গুরুতর বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করিবেন না, কারণ সমাচার পত্রে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হইলে সকলে তৎপ্রতি অতিশয় অনাদর করিয়া থাকেন।

শ্যামবাজার নিবাসি সদ্বিদ্বান্ বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে "সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নাম্নী ধর্ম্ম বিষয়ক এক মাসিক পত্রিকা অবিলম্বে প্রকাশ করিবেন, আমারদিগের প্রভাকর যন্ত্রে তাহার প্রথম সংখ্যা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, ঐ পত্র প্রকটিত হওনের আর বড় বিলম্ব নাই।

ঝড়ের দৌরাত্ম্য।

কয়েক দিবস ক্রমশঃ দিবারাত্রি গুরুতর ঝড় হওয়াতে ভাগীরথীর তরঙ্গ বৃদ্ধি হইবায় অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, কোন বন্ধু লেখেন খোড়ে নদীর মহনা অবধি সুখসাগর পর্য্যন্ত তিন দিবসে প্রায় ৩০ খানা নৌকা জলশায়ি হইয়াছে, ইহাতে অনেক প্রাণি এবং দ্রব্যাদির হানি হইয়াছে।

এই কলিকাতা মধ্যে কয়েক দিবসে কয়েক খানা নৌকা দুর্ঘটনা বশতঃ অগাধ সলিলে শরীর সমর্পণ করাতে কতিপয় সাহেব ও বিবি এবং অনেক গুলীন্ এতদ্দেশীয় ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

অদ্যাপি ঝড়ের বিশ্রাম হয় নাই একারণ নৌকাপথে গমনাগমনের অতিশয় ব্যাঘাত হইয়াছে, পারার্থি জনেরা ভয়ক্রমে খেয়া নৌকায় উঠিতে পারে না। কলিকাতার নিকটস্থ যাঁহারা প্রতি দিবস নৌকাযোগে কুঠিতে যাতায়াত করেন এইক্ষণে তাঁহারদিগের পক্ষে অতিশয় ব্যাঘাত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্র।

এবৎসর আষাঢ় মাসের ৮ দিবসে রথযাত্রা হওয়াতে রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ভদ্রাভদ্র অনেক হিন্দু পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, এবং অদ্যাপিও লোক সকল যাইতেছে, গমনের বিশ্রাম হয় নাই, বাঙ্গালি এবং হিন্দুস্থানি যাত্রির সংখ্যা অন্যূন ১০০০০০০ দশ লক্ষ হইবেক, তদ্ভিন্ন উৎকল দেশের লোক আছে, তাহারা স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা দেখিতে যাত্রা করিবেক, অনেক প্রাচীন মহাশয় কহিতেছেন, কস্মিনকালে যাত্রির এরূপ অধিক সমারোহ আর হয় নাই, শান্তিরক্ষা এবং আর২ বিষয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক বাজারে, ও আড্ডায় গবর্ণমেণ্টের লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, তণ্ডুলাদি দ্রব্য এপর্য্যন্ত মহার্ঘ্য হয় নাই, ইহার পর কি হইবে বলা যায় না, ফলতঃ যখন এরূপ অসম্ভব জনতা হইয়াছে তখন দুর্ভিক্ষ, মারিভয় এবং দস্যুভয় হওনের বিশেষ সম্ভাবনা আছে, পরন্তু পথের মধ্যে এবং পুরীর ভিতর এই সমস্ত লোকের স্থান কিরূপে হইবে আমরা তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইয়াছি প্রার্থনা করি মেদিনীপুর বালেশ্বর, কটক, এবং পুরী নিবাসি পাঠক মহাশয়েরা এবিষয়ের নিশ্চিত সংবাদ প্রেরণপূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

ভূম্যাধিকারী সভার অনুষ্ঠানপত্র ।

দ্বিতীয় খণ্ডঃ ।

গত শনিবারের শেষ ।

অতএব ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠানানুযায়িক পল্লী ওদারককার নিযুক্ত হওত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের সহিত আলাপ এবং ব্যবহারে পরস্পর অমাত্য তা সঙ্ঘটনে দেশের হিত এবং সরকারী কার্য্যের উপকার বিশেষ বিবেচনার্থে বঙ্গদেশের পোলীস ঘটিত বিবরণ উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবানের রিপোর্ট প্রমাণ জিলার লোক এবং ভূমির সংখ্যা যথা ।

জিলা ।	প্রতি জিলা মাইল	লোক সংখ্যা	থানা	কি থানা যত মাইল	প্রতি থানায় যত লোক
১ দিনাজপুর	৪১৩৬	২২৯৩২০০	১৭	২৪৩	১৩৫৫৪১
২ মালদহ	৩৫০০	৪৩১৭১৫	৮	৪৩৭	৫৩৯৬৪
৩ রঙ্গপুর	৬৫৭০	১২১৪২৭৫	২০	৩২৮	৬০৭১৩
৪ রাজসাহী	৪২৬৪	৯৮৭৬৭৮	১০	২৪৬	৯৮৭৬৭
৫ বগুড়া	৩৯৬৩	৩২১০০০	৯	৪৪০	৩৫৬৬৬
৬ পাবনা	৩৩২৪	৫৯৮৫৭৩	৯	৩৬৯	৬৬৫০৮
৭ মরশিদাবাদ	৪২৩৫	৯৬৯৪৪৭	৩৬	১১৭	২৬৭৯
৮ বীরভূম	৩৮৫০	১৫৮০৬৬৫	১৮	২১৩	৮৭৮১৪
৯ ময়মনসিংহ	৫০২৫	১৬৩৪১৮৩	১৩	৩৬৫	৫৬৭৫১
১০ ঢাকা	২৪০০	৫৪২৫৪০	২০	১২০	২৭১২৭
১১ করিদপুর	৪৫০০	৫৫৬৯৪৯	১১	৪০৯	৫০৬৩১
১২ ছিলট	৫৫৫০	৫০০০০০	১৫	৩৭৪	৩৩৩৩৩
১৩ বাকরগঞ্জ	৪৭৫০	৭৩৭৭৬৫	১৩	৩৬৫	৫৬৭৫১
১৪ ত্রিপুরা	৪৩৮৭	৮০৬৯৫০	১১	৩৯৮	৭৩৩৫৯
১৫ নওয়াখালি	৩০০০	৪৩৩০৯৪	৯	৩৩৩	৪৮১২১
১৬ হুগলী	২৫৫৯	১৫০৮৮৪৬	১৮	১৩৯	৮৩৮২৪
১৭ বর্দ্ধমান	৩৭৭৬	৩৩৪৬৯২	১০	৩৭৭	৩৮৪৬৯
১৮ বাঁকুড়া	২৯০০	১৪৫০০০	১২	২৪১	১২০৮৩
১৯ চব্বিশপরগনা	২২৯৬	৭২২৮১৪	১৬	১৪৩	৪৫১৭৫
২০ বারাসত	৩৫৮৮	৩৩৬৭৪৩	৬	৫৯৮	৫৬১২৩
২১ যশোহর	৫৯৪০	৮৯৩০৬৮	১২	৪৯৫	৭৪৪১৯
২২ নদীয়া	৫৪০০	৮৩৯৯০০	১৬	৩৩৭	৫২৩০৬
২৩ মেদিনীপুর	৬৭৮২	১৩৬৩২২৮	২৩	২৯৪	৫৯২৭০
	১০১৬৪৪	২০২৪৯২৯২	৩৩২	৭১০৯৮	১৩৭৮৩৯৯

প্রতি থানা।

হারহারী কি জিলা	৪৪১৯ ম	৮৮০৪০৪	১৫	৩০৬	৫৮৬৯৩

উপস্থিত মঙ্গেহঙ্গে হারহারী ধৃত করিলে প্রতি জিলায় ৪৪১৯ চোয়াল্লি শ শত উনিশ মাইল অধিকারের মধ্যে ৮৮০৪০৪ আট লক্ষ আশি হাজার চারি শত চারি ব্যক্তির রা... প্রাপ্তি হইয়াছে । ইহাতে প্রতি থানায় ৩০৬ তিন শত ছয় মাইলের মধ্যে ২২৫ দুই শত পচিশ গ্রাম সহমধ্যে করিয়া পঞ্চায়ত অর্থাৎ প্রতি গ্রামে একজন প্রতি বৎসর ওদারক করিলে প্রতি থানায় পাঁচ গ্রাম হিসাবে ... ডিবিজন হয় । দিবারাত্রি মধ্যে ... ঘণ্টা করিয়া তদারক করিলে ৯ ঘণ্টা প্রত্যহ তদারক ঘটনা হয় ... দিবারাত্রে ১০ ঘণ্টার উক্ত তদারক করিতে অক্ষম, অতএব ... দুষ্টদমনোপায় হইবেক ...

২ দফা । মাজিষ্ট্রেটের অধীন উক্ত তদারকের ভার ... হইতে প্রজা মাত্রের প্রতি ভার ... ইহাতে লোক সংখ্যা ... দেশে ২০২৫০০০০ দুই কোটি ... লক্ষ লোক, ইহার মধ্যে ... লক্ষ সাত হাজার লোক ... এবং উক্ত অন্ত্যজ শ্রেণী ... বিংশতি গুণ ধৃত করিলে ... বিংশতি গুণ তদারককার ... হয়, যদ্যপি অন্ত্যজ ... কোন কুকর্ম্ম উদ্যোগ ... তৎক্ষণাৎ গৃহস্থ প্রতিবাসি ... হইয়া তাহাকে কুকর্ম্ম হইতে ... হইতে হইবেক, যেহেতু কর্ম্মার ... শক্তি গুণ অর্থাৎ এক চোরের ... জন রক্ষক শরীরের দ্বারার ন্যায় যুক্ত করা হইল ।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে)

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মৃতঙ্গমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ সং ॥

১৪২৭ সংখ্যা) শনিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল । ইং ২ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

গবর্ণমেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

একখানা বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা ... আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটী ... অনুমান হয় আগামি ১৩ জুন তারিখের মধ্যে প্রেরিত হইবেক ।

... মেরিনের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানষ্টন ।

গবর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেন্ট ।
... ৬ মে ১৮৪৯ ।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন ।

সরিফ সেল ।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ... দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্টের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের ... দপ্তরখানার প্রবেশ দ্বারের নিকট ক লিকাতার সরিফ সাহেব পিতাম্বর শাহা ও প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে কাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়া নার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন ।

১ দফা । বিশেষতঃ জিলা হুগলির পাথরার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে খড়ুয়াঘর ও লাখরাজ একখণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে ঐ বাটী এবং খড়ুয়াঘর আছে ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার পঞ্চম অংশের একাংশে ও তাহার পঞ্চম অংশের একাংশের মধ্যে ও তাহার পঞ্চম অংশের একাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পিতাম্বর শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক ।

২ দফা । এবং পূর্ব্বোক্ত জিলা আইতালের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে খড়ুয়া ঘর ও এক পুষ্করিণী আছে এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক । তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাস্তা । পশ্চিম দিগে দিগম্বর মণ্ডলের ভূমি । দক্ষিণ দিগে রাস্তা । এবং উত্তর দিগে গোকুল মণ্ডলের বাটী ও ভূমি ।

৩ দফা । এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল যে আর একটা ইটের পাঁজা আছে তাহাতে প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার ইট আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী প্রেমচাঁদ শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক ।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৬ মে ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত দিবস রাত্রি আট ঘটিকা সময়ে হিন্দু কালেজের প্রধান প্রকোষ্ঠে এতদ্দেশের পরম হিতৈষি বন্ধু মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণ সূচক সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল, সেই সভাতে মৃত মহাত্মার সদগুণান্বিত কৃতবিদ্য কৃতজ্ঞ বান্ধবেরা সমাগত হইয়া তাঁহারি প্রণয়, স্নেহ, দয়া, সত্ত্ব, সৌজন্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী স্মরণ করত সরলচিত্তে জগদীশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে হেয়ার সাহেবের তুল্য অস্মদ্দেশের সর্ব্বতোভাবে কুশলকারি ব্যক্তি এইক্ষণে আর কাহাকেই প্রায় দেখিতে পাই না, অতএব তাঁহার বিষয়ে এতদ্রূপ সৎকর্ম্ম করাতে যুবকদিগের মহত্ত্বের এক বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, একারণ ইহা ভদ্রলোকের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় হইবেক। [illegible] গত বৎসরের ন্যায় এবারেও ছাত্রদিগের রচনা বিষয়ের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটা পারিতোষিক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, [illegible] হইল তিনি [illegible] প্রকাশ করেন, যথা "হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে ছাত্র উত্তমরূপে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেক তাহাকে ৭৫ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক" সংস্কৃত এবং হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঁচ জন ছাত্র তাহা রচনা করিয়া প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য নামক সংস্কৃত পাঠশালার একজন সুশিক্ষিত ছাত্রের বিরচিত বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে পরীক্ষক মহাশয়েরা তাহাই গ্রাহ্য করিয়া সভ্যদিগের গোচরার্থে সভায় অর্পণ করেন, সভাতে সেই লেখা পাঠ হইলে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, এই লেখক পুরস্কৃত হওনের সুযোগ্য হইয়াছেন, অতএব ইঁহাকেই প্রস্তাবানুসারে ৭৫ টাকা প্রদান করা যাউক, বোধ করি আমরা অবকাশক্রমে উক্ত সভার আর বিবরণ লিখিতে পারিব।

সংপ্রতি সুজনবন্ধু সম্পাদকের সহিত কৌস্তুভ সম্পাদক লিপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ বিবাদ অতি সুখকর বটে, কিন্তু ইহাতে রাগান্ধ হইয়া গ্লানিসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেই দোষের বিষয় হইয়া উঠে, এ কারণ আমরা ভবানীপুরস্থ উভয় সহযোগি ভ্রাতাকে স্নেহপূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কেহই যেন কোধের অধীন না হয়েন, [illegible] হইলেই [illegible] বিষয়ে বিষোদ্ভব [illegible]।

[illegible] বুধবাসরীয় রাত্রি আট ঘটিকা সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্থল [illegible] ডাকযোগে বিলাত হইতে ২[illegible] আপ্রিল তারিখ পর্য্যন্তের যে সম[illegible] সংবাদ আসিয়াছে, তাহা ইংরাজ[illegible] তির পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় [illegible] স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য বিশেষ প্রকাশ [illegible] রিতে পারিলাম না, আগামি প[illegible] তাহার সার মর্ম্ম অবশ্যই প্রকটন [illegible] রিব।

রাজমন্ত্রী মনোনীত করণ বিষ[illegible] হুইগেরা বিশেষ প্রাধান্য প্রকাশ [illegible] য়াছেন।

ইউরোপের স্থানে২ গুরুতর [illegible] ড়ম্বর হইতেছে, ইহাতে পরস্পর [illegible] ল রাজ্যের [illegible] স [illegible] ছেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তা মহাশয়েরা [illegible] রাজ্য উচ্ছিন্নকারি পঞ্জাবীয় সেনা[illegible] গের বীরত্ব বিষয়ে অনেক প্রতিষ্ঠা [illegible] রিয়াছেন।

ভূম্যধিকারী সভার অনুষ্ঠান পত্র [illegible]

দ্বিতীয় খণ্ড।

গতবারের শেষ।

উপস্থিত ভূম্যধিকারী সভার [illegible] ঠাদের অভিপ্রায়ানুসারে সন ১[illegible] সালের ১২ আইন প্রকাশ হইয়া[illegible] যথা।

সুবে বাঙ্গালা, বেহার, এবং [illegible] ষ্যার, হিন্দু ও মোসলমান ত[illegible] কে পোলীসের আমিনী পদে [illegible] হইবেক।

২ ধারা। [illegible] এবং [illegible] তি সনন্দ দেওয়ার হুকুম।

৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আ[illegible] ন মোকরর করিবেন [illegible] ন বাহাদুরের কৌন্সেলে মঞ্জুর [illegible]।

৪ ধারা। নীচের লিখিত লোক [illegible] আমিনী পদ প্রদানে শ্রেয়ঃ হ[illegible], যথা, মালের জমীর ও বাজে [illegible] মালিক, সদর ও মফঃসলের [illegible] দার, লাখরাজকর সরবরাহকা[illegible] [illegible] তালুকের তহসিলদার [illegible] সের তহসিলদার, কোন আ[illegible] [illegible] কি বাজারের কি গঞ্জে[illegible] [illegible] দার উক্ত পদ সকল জিলা[illegible] [illegible] দেয় ইষ্টাপত্তি এমত নহে [illegible] যুক্ত পাত্র আনিয়া দের হইবেক, [illegible] বিশ্বাসি উৎসুক এবং স্বীয় ক[illegible] [illegible] দোষের বিহিত করিতে [illegible] এমত ব্যক্তিকে আমিনী পদ [illegible] হইবেক, যদ্দ্বারা অপরাধ কিম্বা [illegible] এবং দোষী ধৃত হয় মাজিষ্ট্রে[illegible] [illegible] এই অভিপ্রায় প্রতি বি[illegible] মনোযোগী হইবেন।

[illegible] যাবৎ উক্ত লোক সক[illegible] [illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক তাবৎ [illegible] মিনী পদ থাকিবেক, অর্থাৎ তহ[illegible] তহসিলদারী কর্ম্মে না থাকি[illegible] আমিনী করিতে পারিবেন না।

[illegible] থানা চৌকিদারের রেজেষ্ট[illegible] [illegible]। পুলিসের দারোগা। চৌকিদার আমীনের হুকুমে কর্ম্ম [illegible] বেক, এবং আমীন দারোগার [illegible] করিবেক ইত্যাদি।

২০ ধারানুসারে। ডাকাইৎ ধৃত [illegible] ল দারোগার ১০ টাকা প্রাপ্তি [illegible] ধরিয়া দিলে সংকরা ১০ টাকা আমীন পাইবেক।

উক্ত আইন ১৮১৪ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা দ্বারা রদ হয়। বর্ত্তমান কার্য্য কালের জমীর ইজারাদার, তহসিলদার এবং সরবরাহকার সকলেই প্রজা শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে, অথাচ প্রাহকতা পদাভিষিক্ত গণের প্রতি ভারার্পণ হইয়া রোজকারের প্রবৃদ্ধি কর হওয়াতে প্রকার উপকারাভাব হইয়াছিল এবং কিয়দংশ লোকের প্রতি ভারার্পণ বিশেষ হইলে অধিকাংশ লোকের পীড়াকর এবং মনঃক্ষুণ্ণ করা ঘটনা হইয়া প্রার্থিত উপকার হয় না, উক্ত আইনানুসারে সাধারণের প্রতি জুরি শ্রেণীতে ক্ষমতা প্রদানে সকলের প্রতি সকলের তদারক থাকিবেক।

স্বীয়২ গ্রামের এবং পল্লী বিষয়ের তদারক ক্ষমতা গ্রাম্য লোকের আছে কি না ইহা বিবেচনা এবং বিবেচনার ইষ্টাপত্তি বিরহ। যেহেতুক বাতুল ও অন্ধ ব্যতীত, দোষ গুণ দৃষ্ট করিবার এবং বিবেচনা করিবার ক্ষমতা অন্যাপেক্ষা প্রতিবাসির অধিক আছে, গণ্য করিতে হইবেক। ইতর লোকের বাসগ্রামে পরস্পর পড়শ গ্রামের পল্লী তদারককারের সহযোগে রীতি হইলেই তাহাদিগের অপরাধ নিবারণ করা হইবেক, যদিস্যাৎ কেবল ইতর লোকের বাস গ্রাম হয়, তথাচ উক্ত ইতর শ্রেণীর মধ্যে বহুত্তর গৃহস্থাচারী প্রাপ্তি হইবেক ইতি।

শুভ বিবাহ।

"সম্পাদক মহাশয়, আমি অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সগুফীরা নিবাসি কাশীপুর প্রবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় গত বুধবার রজনীযোগে অতি সমারোহ পূর্ব্বক আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বাবু বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরির শুভ বিবাহ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে তিন রাত্রি নৃত্য গীতাদির আমোদজনক সভা হয়, তাহাতে দুই রাত্রি এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সভাস্থ হইয়াছিলেন, শেষ রাত্রে সাহেবের মজলিস হয়, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ মহাশয়েরা তাঁহ বিষয়েই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সামাজিক দান এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় অতি উত্তমরূপেই হইয়াছে, ঘটক কুলীন বিদায়ও ঐরূপ প্রশংসাসূচক হইবেক, আহারাদির ব্যাপার সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উদ্বাহের রাত্রে নানা প্রকার আতোষবাজী দৃষ্টে এবং আলোকাবলী প্রভৃতি আর আর চমৎকার ব্যাপার দর্শনে দর্শক মাত্রেই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কর্ত্তা মহাশয় এই বিষয়ে অকাতরে সরলচিত্তে ধন ব্যয়ে এবং সদালাপে ও প্রিয়বাক্যে সর্ব্বত্রই প্রচুর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতন্মাঙ্গলিক কর্ম্মে সংপূর্ণরূপ সুখ্যাতি ব্যতীত তাঁহার কোন অংশেই নিন্দা হয় নাই।

প্রেরিত পত্র।

চমৎকার বিবাহ।

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

গত বুধবার রাত্রে আন্দুলীয় রাজা রাজনারায়ণ রায়ের পুত্রের সহিত

পুষ্করবাড়ীয় নিবাসি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কন্যাকে পাত্রস্থ করণ উপলক্ষে মন্ত্র পাঠের সময়ে এক অত্যদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল, যথা, দাসের ব্যাটা বর্ম্ম, পূর্ব্বে বাবু ঘোষের ব্যাটার শিশু পালের বিবাহ কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মন্ত্র পড়া পর্য্যন্ত হয় নাই, ইহাতে রাজ মন্ত্রণা, মন্ত্র না পড়িলে বিবাহ হয় না, এজন্য ঘোষজ মহাশয় অতি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হিন্দু হইয়াও অশাস্ত্রমতে দাসের ব্যাটা বর্ম্মকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। চমৎকার কাল, দেশে রাজা নাই, ম্লেচ্ছের অধিকার হইয়াছে, শাসন নাই, সুতরাং যাহার যে ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে, অধুনা দাসের পুত্র বর্ম্ম হইল, ইহার পরে বর্ম্মের ব্যাটারা আবার শর্ম্ম হইবেক, তাহা হইলেই কলির শেষ হইয়া উঠিবেক। মহাশয়, মন্ত্রের পারিপাট্য কি কহিব, যথা রামলোচন ফুল দাসস্য প্রপৌত্রং কাশীনাথ ফুল দাসস্য পৌত্রং রাজনারায়ণ হাফ দাস হাফ বর্ম্মস্য পুত্রং রাজকুমার ফুল বর্ম্মং। শিবনারায়ণ ঘোষ কোয়াটর দাস, থ্রি কোয়াটর বর্ম্মস্য পুত্রীং, এ নাং কন্যাং ইত্যাদি,

এমত আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কুত্রাপি কস্মিন্‌কালে ঘটনা হয় নাই, রাজজী কি এক অনির্ব্বচনীয় সূত্রে বিনাসূত্রে সূত্রধর হইলেন, কিন্তু আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগ্যে সূত্রধর কহিতে পারেন কি না সন্দেহ, ফলে এই সূত্রে তাঁহার পুত্র সূত্রধরের পৌত্র সূত্রধর হইয়া বসিয়াছেন, যাহা হউক, এইক্ষণকার রাজার সুতরাং নূতন বিধি বিচিত্র ভাবধারণ করিয়াছেন তাঁহাকে লাগাম আছে, সুতরাং যেমন বর্ম্ম হওনের নিমিত্তে এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন সেইরূপ বিবাহাদি কর্ম্মকাণ্ডে নূতন এক নূতন সংস্কার পদ্ধতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আর কোন গোলযোগ হইতে পারিবেক না, নূতন জাতি, নূতন আচার, নূতন মন্ত্র এবং নূতন পদ্ধতি হইবেক।

এইক্ষণে ধর্ম্ম সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঘোষজ এবং রাজার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? রাজাতো সকল বিষয়ের রাজার রাজা, ঘোষজ মহাশয়ও স্বয়ং শিব, সংপ্রতি শিব গোত্রে রাজগোত্রে মিশ্রিত হইয়া মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে, বৈবাহিক দ্বয়ের মধ্যে দাস বর্ম্মের কতক২ গোল মাল থাকিবেক, কিন্তু ইহার পরে সংপূর্ণ সূত্রধর, তাহাতে আর কোন কথাটিও খাটিবেক না, দম্পতির যোগে সন্তান হইলে দাস পদে বাচ্য হইবেন না, তিনি রাজবংশী সূত্রধর বর্ম্ম উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, যাহা হউক, আশীর্ব্বাদ করি, নারায়ণে নারায়ণে কুটুম্ব নারায়ণ হইয়াছেন, এইক্ষণে কিছু দিন স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করুন।

পদ্য।

চোখে দেখা দূরে থাক শুনে হাসি পায়।
করিলেন নবকীর্ত্তি আঁছুলের রায়॥
রাখিলেন ভাল নাম নৃপ নটবর।
বিনা সূত্রে নাম সূত্র পুত্র সূত্রধর॥
অসম্ভব দেখি সব বিপরীত কর্ম্ম।
ঘোর কলি কারে বলি কে বুঝিবে মর্ম্ম॥
ক্রমে২ কত কাল যায় হিঁদু ধর্ম্ম।
বাপ দাদা ছিল দাস ব্যাটা হল্যো বর্ম্ম॥
কালের দেখিয়া গতি হারা হই শর্ম্ম।
এই ... চর্ম্মকার সহজে লেখনীয়॥
দলি বর্ম্ম মিত্র কর্ম্ম চুরি দিয়ে হায়।
সূত্রধর বর বর্ম্ম; কন্যা নিজে দায়॥
অসম্ভব কাণ্ড দেখে পারিনেকো ...
দাস দোষে হল্যো তাই, ছুট ...
বিদয় কালে কর্ম্ম ক্রমে, ... নাই পেয়ে
এ, যে, বর, বর নয়, উড়িষ্যার ...॥
নব তন্ত্র নব মন্ত্র নব ব্যবহার।
হয় নি, হবার নয়, হইবে না আর॥
এ কর্ম্ম কি পারে আর, অন্য কেউ ...
করিলেন নৃপবর, রাজবংশী ...
বঙ্গদেশে আরো রাজা আছে ...
এমন কে করে দেখি সাধ্য কার ...
রাজার প্রতিজ্ঞা যত্নে তুলিবেন ...
বর্ম্ম ধর্ম্ম অভিলাষে রাখিলেন ...॥
হাত গড়া ব্যবস্থা হইল তার ...
চিত্রকর মিত্র তাঁয় কত চিত্র ...
রাজমিত্র চিত্রকর সবিচিত্র ...
বাক্যাসের গুণে হয় অশেষ ...
দেখিয়াছি কত রূপ অপরূপ ...
কখনো প্রচণ্ড, কভু শীতল ...॥
সেই রায় দিয়ে রাখ রায় ...
প্রথমের ভাবসূত্রে, লইলেন ...॥
দ্বিতীয়ে দ্বিতীয় ভাব, সূত্র ...
করিলেন বর্ম্ম নামে, উপাধি ...
সবে ভাবে নবধর্ম্ম, হয় কি ...
কর্ম্মকাণ্ডে বর্ম্ম নামে, ঘটিল ...
এখন সে গর্ম্ম প্রতি দ্বিধা না ...
কর্ম্মকালে বর্ম্ম ধর্ম্ম, হইল ...॥
বড় লোকে করে যাহা, তাহে ...
অঘট ঘটনা হোলে সহজেই ...
বাজিল বিজয় ডঙ্কা, মিত্রজে ...
বটে রায় বাহাদুর, বাহাদুর ...

কস্যচিৎ, আন্দুল নিবাসি ...

শিরোমণির শিব্য মন্তব্য ...

ধুন্দুল বাজার। ৪৯। বং ৭০।

☞ এই প্রভাকর পত্র ... রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার ... গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ... হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

...৮ সংখ্যা) সোমবার ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৪ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...মেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

... বাষ্পীয় জাহাজ ঢাকা ... আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটী ... হয় আগামি ১৩ জুন ... মধ্যে প্রেরিত হইবেক।

... সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
...বর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

... ডিপার্টমেণ্ট।
... ১৮৪৯।

প্রভাকর

২৩ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

সাধারণ ... করিয়া থাকেন যে জগদীশ্বর যে ব্যক্তিকে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন তিনি সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধুনা বিবিধ প্রকার কারণ দ্বারা বিশিষ্ট রূপেই প্রত্যক্ষ হইল যে কেবল বিদ্যা দ্বারাই মনুষ্য সদ্‌গুণান্বিত হইতে পারেন না, বুদ্ধি বিবেচনা এবং কার্য্য দ্বারাই সদসদ্ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া থাকে, আমারদিগের "হাফ ওলড বাঙ্গাল" হিন্দু ইণ্টেলি জেন্সর সম্পাদক মহাশয় অতি সদ্বিদ্বান্ বটেন, বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, এবং রচনা বিষয়েও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী তাঁহার লেখা অতি সুরস এবং কৌশলে পরিপূর্ণ, সহযোগি সম্পাদক সম্পাদকীয় কর্ম্মে প্রথমে সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলাম, এবং এইক্ষণেও অনেক বিষয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, কিন্তু ইদানীং দুই এক বিষয় অতিশয় বিরক্তি জনক হওয়াতে দুঃখিত হইতে হয়, তন্মধ্যে আমরা অপর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না, শুদ্ধ এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের বিদ্যার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ এই বক্তব্য যে, "হাফ ওলড বাঙ্গাল সম্পাদক" স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ের পক্ষ হউন বা বিপক্ষ হউন তাহাতে তাদৃশ হানি কিম্বা লাভ বোধ করি না, কারণ জগদীশ্বর যাঁহার মনে যেরূপ স্বভাব প্রদান করিয়াছেন তিনি তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাহার অন্যথা করা অতি কঠিন, কিন্তু মানুষের পক্ষে এরূপ কর্ত্তব্য, তিনি মনে যে বিষয় যথার্থ জানিবেন কার্য্যে তাহার বিপরীত না করেন, তাহা হইলেই সত্যের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়, যিনি মনোগত বিষয়কে গোপনে রাখিয়া প্রকাশ্যে আর এক প্রকার ব্যবহার করেন তিনি সর্ব্ব সময়েই সর্ব্ব সমাজে উপহাসের যোগ্য হইয়া থাকেন, এই প্রযুক্ত উক্ত গুণযুক্ত সম্পাদক মহাশয়কে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি তিনি ভবিষ্যতে আপনাকে এবং আপনার পত্রকে আর পরিহাসের আধাররূপে পরিচিত না করেন।

অধুনা স্ত্রীবিদ্যা লইয়া পক্ষ প্রতিপক্ষেরা যে প্রকার আন্দোলন করি

ত্তেছেন, আমারদিগের সহযোগি ভ্রাতা কোন মতেই তাহা মন্দ বলিতে পারিবেন না, এবং বারম্বার আপন পত্রে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, অথচ শত্রুতা করিতে ত্রুটি করেন না, ইহাই চমৎকার ব্যাপার একটা পুরাতন কথা আছে, "আমাকে বুঝাবে যে, ঘর সর্ব্বস্ব দিবে সে," এইস্থলে হাফ ওলড্ বাঙ্গাল সম্পাদক অবিকল তদনুরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বুঝিয়াও বুঝিবেন না, সুতরাং তাঁহাকে কে বুঝাইতে পারে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "আমাকে বুঝাবে যে, ঘর সর্ব্বস্ব দিবে সে," যাহাহউক, ঘর সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও যদি তিনি বুঝেন তাহাও স্বীকার্য্য বটে, কারণ মূর্খ শত্রুর অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রু অতি ভীষণ, এজন্য তাঁহার আব্দার শুনা উচিত হইয়াছে, ইয়ংবঙ্গাল ভায়ারা এই সময়ে চাঁদা দ্বারা টৌনহালের ন্যায় একটা থাম্ওয়ালা বড় বাটী প্রস্তুত করুন, তাহাতে "এডিটরিএল রুম" যেন অতি বৃহৎ ও মনোহর হয়, সে ঘরে রাস্তার ধূলা আসিয়া না লাগে, তাহা হইলে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে না, স্বচ্ছন্দে সাসি খড়্খড়ি খুলিয়া লেখা যাইবেক, ইহাতে দুই প্রকার উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রথম এই যে ইনি নিরস্ত হইলে অনেক গুলীন্ "হাফ ওলড্ এবং ফুল ওলড্ বাঙ্গাল" মহোদয়েরা ছত্রভঙ্গ না হইয়া বিনারবে অনায়াসেই তৎপশ্চাতে ধাবিত হইবেন, দ্বিতীয় এই যে ইনি বিচক্ষণ এবং বিদ্বান্ হইয়া ক্রোধের অস্ত্রে বোধের বিনাশ করিয়া জয়ের প্রার্থনায় যে বিজয় ডঙ্কার বাদ্য করিতেছেন সেই বাদ্য হইতে ক্ষান্ত হইলে সত্যের সম্মান রক্ষণে সহজেই অনুরাগী হইবেন, মানুষ যে পর্য্যন্ত রাগের অধীন হয়েন সে পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষুঃ মুদ্রিত থাকে, ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে পান না, অতএব যাঁহারা সদ্বন্ধু হইবেন তাঁহারা ঐ ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি না দিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিতেই যত্ন করিবেন, আমরা হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রের বিশেষ বন্ধু, প্রথমাবধিই তাহার কুশল প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, এবং চিরকালই স্বস্ত্যয়ন করিব, একারণ বন্ধুত্ব ধর্ম্মে সরল ভাবে কহিতেছি, "হাফ ওলড্ বাঙ্গাল" বাবুর শৌর্য্য বীর্য্য লেখার প্রাখর্য্য, বক্তৃতার তাৎপর্য্য সাধারণে ধৈর্য্য ধরুন, মাধুর্য্য রসের রসিক হউন, রাগ করিয়া লেখনী ধরিয়া আপন উক্তিকে প্রবলা করণে প্রতিজ্ঞা করিলে সম্পাদকীয় ধর্ম্ম রক্ষা পায় না।

বিশেষতঃ আমারদিগের অধিক দুঃখের বিষয় এই যে তিনি একাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার কৌতুকাভাষ দ্বারা "ইয়ংবাঙ্গালদিগ্যে নিন্দা করিয়া আসিতেছিলেন সংপ্রতি পুনঃ২ আপনিই সেই ইয়ংবাঙ্গালদিগের নিকট নিন্দিত রূপে গণ্য হইতে লাগিলেন" আমরা গত শুক্রবাসরীয় প্রভাকরে লিখিয়াছিলাম, সকল সম্প্রদায় কিছু সকলের স্থানে সকল বিষয়ে সমান সুখ্যাতি পাইতে পারেন না, কিন্তু যাহার যে গুণ তাহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবেক, অতএব যখন "ইয়ংবাঙ্গালেরা" এক মহা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হই

য্যও সন্তুষ্টমত সাহায্য না করিয়া
বিধ রূপে বিভীষিকা দ্বারা বিড়ম্ব
করা কি ভদ্র রূপ হইতেছে। কিন্তু
শ্চর্য্য, সম্পাদক এইক্ষণে বহুরূপী হ
য়াছেন, এক২ বার ভূত হইয়া ঘাড়ে
চাপিতেছেন, আবার রোজা হইয়া
মধ্যে২ মন্ত্র পড়িতেও কসুর করেন
না, যাহাহউক, অনন্ত লীলা বটে,
তিনি মুক্ত মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন বা
লিকাগণকে বিদ্যা দান করা অতি ক
র্ত্তব্য, কিন্তু প্রতি পত্রেই আবার বা
বিদ্রূপ, শ্লেষ করিতেও ছাড়েন না
তিনি ক্রমশঃ কয়েক দিবস বিলক্ষ
আড়েহাত লইতেছেন, ফলতঃ আপ
নার শুভাশুভ কিছুই বিবেচনা করি
তে পারেন না, ইহাই বিপুল বিলাপের
ব্যাপার, যাহাকে ভাল বলিব তাহা
নিন্দা করিব, ইহাতে সকলেই উপহা
স করিতেছে, দেশ বিদেশে সকলে
হাসিতেছে, অধুনা এতদ্দেশে হিন্
জাতির মধ্যে হিন্দু ইন্টেলিজেন্স
ভিন্ন ইংরাজী ভাষার সমাচার প
আর একখানিও নাই, সুতরাং ইনি
আমারদের "সাতরাজার ধন এ
মাণিক" এবং "সবে ঘরের নীলম
হইয়াছেন, এই হেতু ইঁহার অ
কোন দোষ পড়িলে সেই দোষ
শের উপরেই পড়িবেক, ভিন্ন দেশী
সভ্য লোকেরা ভাবিতে পারেন "বু
বঙ্গদেশের সমুদয় সম্পাদক এবং
দ্রলোক মাত্রেরি এইরূপ স্বভাব,"
তএব অনুরোধ করি," সহযোগি ভ্রাত
নীতি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য প
রিচালন পূর্ব্বক স্বীয় দেশের এবং
ম্পাদকীয় কর্ম্মের সম্ভ্রম রক্ষা করুন

আমরা অদ্য দিবসীয় হিন্দু ই

জেন্সর পত্র গত দিবস প্রাতে
ত্ত হইয়া পাঠ করত এককালীন
য়াপন্ন হইয়াছি, যেহেতু গুণসিন্ধু
দক "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যা
য়র" বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় উক্তি
ঐ পত্রের চারিস্তম্ভ পরিপূর্ণ করি
ছেন, সাপ্তাহিক পত্র, ইহাতে এডি
এল শ্রেণীতে কেবল প্রথমে একটী
য়া দিয়াই কর্ম্ম শেষ করিয়াছেন,
ন সেই উক্তি সদুক্তি হইলে এক
য় সুখের ব্যাপার বলা যাইত,
তাহা না হইয়া কেবল কতকগু
কুযুক্তিতেই ভরিয়া গিয়াছে, হর
সম্পাদকের সত্য কথা মিথ্যা ক
র অভিপ্রায়ে শুদ্ধ মিথ্যা বাগাড়
করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে গো
কথা প্রকাশ করিবেন এমন ভয়
াইয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে ভয় ক
তও হয়, ভয়ের ব্যাপার অনেক
ছে, কেননা যখন গৌরচন্দ্রিকা
এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সকল হই
লাগিল তখন যাত্রা আরম্ভ করি
না জানি কি সর্ব্বনাশ করিয়া ব
, প্রকাশ্য বিষয়ের বিবাদ সূত্রে
পনীয় ব্যাপার উল্লেখ করা মনুষ্যে
র্ম্ম নহে, অতি অসভ্য লোকেরাও
াতে ঘৃণা করিয়া থাকে।
ভাকর সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি
লিখিয়াছেন তাহার উত্তর তিনি
বেন আমরা আপাততঃ সে বিষ
কোন কথা উত্থাপন করিতে
করি না।

মারদিগের কোন বিশ্বাসি বন্ধু
লেন, সংপ্রতি মোকদ্দমার স্বল্প
ন্য মহানাদ, নওয়াসরাই, ধনেখালি প্রভৃতি হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চারিটা মুনসেফী চৌকী উঠিয়া যাইবেক। হুগলীর জজ সাহেব সদর আদালতে এমত রিপোর্ট করিয়াছেন যে উক্ত চারিজন মুনসেফের মধ্যে যিনি প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং যশস্বী, তাঁহাকে সদর মুনসেফী পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয়, বোধ করি সদরের কর্ত্তা সাহেবেরা তাহাতেই সম্মত হইতে পারেন, তাহা হইলে মহানাদের মুনসেফ বাবু তারকনাথ ঘোষ তৎপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, যেহেতু তিনি প্রাচীন এবং কর্ম্মতৎপর, গবর্ণমেণ্টে তাঁহার সুরাগ আছে, অতএব বিচারমতে সদর মুনসেফের পদে তাঁহাকেই অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য হয়।

ছোট আদালতের নূতন নিয়ম লইয়া এইক্ষণে সমাচার পত্রে ভারি আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু আমরা এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপাততঃ কোন কথাই উল্লেখ করিতে চাহি না, যেহেতু কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ হইলে অগ্রে তাহার আড়ম্বর করাতে উপকার কি আছে, হাঁ, না আছে এমনো নহে, ফলে দোষগুণের বিশেষ কোন সূত্র না পাইলে সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা করা তাদৃশ বিচার সিদ্ধ বোধ হয় না।

মফঃসলাইট সম্পাদক লেখেন যে নূতন বন্দোবস্ত ক্রমে পঞ্জাবীয় রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত কেবল বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা নিযুক্ত হওয়াতে মাদ্রাজের সিবিল সাহেবেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মনে এমত দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা এই নূতন বিষয়ে নূতন পদে নূতন সম্মানে অংশ প্রাপ্ত হইবেন, ফলে এবিষয়ে কর্ত্তা পক্ষের উত্তম বিবেচনা হয় নাই, এখানকার পক্ষে যেমন বিকসিত নেত্রে সুদৃষ্টি করিলেন, সেখানকার পক্ষে সেইরূপ একবার আড় নয়নে ঈষদ্দৃষ্টি করিলেও হানি ছিল না, এত অধিক না হউক কিঞ্চিৎ হওয়াও ভালছিল।

অদ্যকার হিন্দু ইন্টেলি জেন্সর পত্রে লিখিত হইয়াছে গত ২৩ তারিখ রাত্রি যোগে জিলা হুগলির অন্তঃপাতি সমিসাড়া গ্রামের কৃষ্ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তির ভবনে গুরুতর ডাকাইতি হইয়াছে, দুর্জ্জনেরা উক্ত দত্তের একটী ভ্রাতৃ পুত্রকে আহত করত বহু মূল্যের আভরণাদি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

উক্ত পত্রে লেখে এইক্ষণে কৃষ্ণনগরে হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ লইয়া নানা সভায় নানা প্রকার বাদানুবাদ হইতেছে, এবং তাহাতে জাতি মারামারির ধূম পড়িয়াছে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

সম্পাদক মহাশয়, অদ্যকার হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রে নেটিব নামধারী কোন পত্রপ্রেরক শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের প্রতি যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেকগুলীন্ অন্যায় কথা লিখিত হইয়াছে, পত্র লেখক কোন ওলড্

বাঙ্গাল, অথবা হাফ বাঙ্গাল কিম্বা তাঁহারদের মনোরঞ্জনকারী প্রিয় শিষ্য হইবেন, দ্বেষমদে উন্মত্ত হইয়া একজন সম্ভ্রান্ত লোকের মহিমার বিরুদ্ধে অনর্থক গ্লানিজনক গ্লানি বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, কিন্তু এই লেখার পূর্ব্বে তাঁহার লেখ্য তাঁহার লক্ষ্য যোগ্য অথবা তিনি সেই লেখোর লক্ষ্য যোগ্য কি না তাহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল, আপনার মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিলে কি হইতে পারে? নিরপেক্ষ ভদ্রজনেরা তাহাতে কটাক্ষও করেন না, বিশেতঃ এতদ্রূপ অসঙ্গত উক্তিতে মহল্লোকের মহিমার হানি মাত্র হয় না, বরং তদ্দ্বারা লিপি কর্ত্তাই বিশিষ্ট সমাজে অগ্রাহ্যরূপে গণ্য হইয়া থাকেন, বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় যেরূপ মনুষ্য তাহা সর্ব্ব সাধারণের অগোচর নাই, পরমেশ্বর তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তিনি অতি সরল, প্রিয়ভাষি, সদালাপি, নিরহঙ্কৃত, পরোপকারি, দয়ার্দ্র চিত্ত, দেশ হিতার্থি এবং সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তি, অবনী মণ্ডলে মনুষ্যরূপে বিখ্যাত হওনে যে সকল গুণের আবশ্যক করে তিনি সেই সমস্ত গুণে ভূষিত আছেন, রামগোপাল যখন যে সৎকর্ম্মের সূচনা করেন তখন তাহাতে তাঁহার মনে প্রশংসা পাইবার স্পৃহা প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশা থাকে না, তিনি সেই কর্ম্মকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া মনের যথার্থ অনুরাগেই প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার এতদ্রূপ শত২ কর্ম্ম সকলের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, বিশেষ এ কটী গুণ ব্যতীত মনুষ্য কখনই খ্যাতাপন্ন এবং বহু জনের প্রিয় হইতে পারেন না, কিন্তু এমন মনুষ্যও কেহই নাই যে তিনি সর্ব্বতোভাবে সকলের প্রিয় হইয়াছেন, ইহাতে সুধি জনেরা বিবেচনা করিবেন যে ঘোষজ বাবু এক বিশেষ মহদ্গুণ ব্যতীত কদাচই এবম্প্রকার খ্যাত্যাপন্ন এবং বহুজনের বন্ধু হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি সর্ব্ব প্রিয় কিরূপে হইতে পারেন। কেননা পদ, মান, দ্বেষ, হিংসা এবং মতামত প্রভৃতি পদে২ তাহার শাত্রবতা করিতে থাকে।

পরন্তু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে রামগোপাল বাবুর অন্তঃকরণে কখনই এমত অভিপ্রায় নাই যে তিনি এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, সাহেবেরা তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করেন, তিনি শুদ্ধ উচিত কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি লেখক বা তাঁহার বন্ধু মহাশয়েরা যদি স্ত্রীবিদ্যার যথার্থ বন্ধু হয়েন তবে পাঠশালার তাবৎ কর্ম্মের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃত্ব করুন, রামগোপাল বাবুর নাম পর্য্যন্ত কাটিয়া দিউন, তাহাতে তিনি দুঃখ মাত্র না ভাবিয়া অতিশয় সুখানুভব করিবেন, যাহাতে এ কর্ম্ম সিদ্ধ হয় তাঁহার মনে কেবল সেই ইচ্ছা, নামের প্রত্যাশা মাত্র নাই, অতএব লেখক মহাশয় ভবিষ্যতে অনেক বিবেচনা করিয়া লেখনী ধারণ করিবেন।

কতিপয় হাফ ওলড বাঙ্গাল।

প্রেরিত পত্র।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় পরম কল্যাণ বরেষু।

মহাশয়ের ৩৪০০ সংখ্যা বুধবাসরীয় প্রভাকর পত্রে "কস্যচিৎ সন্দিগ্ধ চিত্ত জনস্য", যে অঙ্ক প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছেন, যথা, তিনজন মনুষ্য ভিক্ষা করিয়া অষ্টদশ মুদ্রা পাইয়াছিল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি আর্দ্ধ অংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তি তিন অংশের এক অংশ, তৃতীয় ব্যক্তি নয় অংশের এক অংশ পরস্পরে অংশ করিয়া লইলে এক মুদ্রা অতিরিক্ত হয়, তাহার কারণ কি; সম্পাদক মহাশয়, আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে এরূপ সন্দেহ মনে উদয় হইলে কোনমতে প্রভাকর পত্রে প্রকাশ করা উচিত নহে, যেহেতু প্রশ্নকর্ত্তা সামান্য বিষয়ে বিবেচনা করিতে অশক্ত হইয়াছেন, পাঠশালার বালকে উক্ত প্রশ্ন উদ্ধার করিতে পারে, তাহাতে আমি প্রশ্নকর্ত্তার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে লিখিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

আদৌ এক মুদ্রার অংশ করিলে সমান ভাগ মিলন হইতে পারে, ব্যবহার বিশেষ, অর্দ্ধেক অংশে ।।০ আট আনা, দ্বিতীয় অংশের এক অংশ ।/৬।।৬ দন্তি, নবম অংশের এক অংশ /১৫।।২ দন্তি, একুনে ৸/২(৬) দন্তি, এক মুদ্রার অর্থাৎ ষোল আনার বাকী (১৭৮১ দন্তি, উক্ত বাকী অর্থাৎ আঠার অংশের অংশ। প্রশ্নকর্ত্তা গ্রহণ না করিলে আঠার মুদ্রা বাকী এক মুদ্রা মিলন হইবেক না, মহাশয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে জ্ঞাত হইবেন ইতি। ৺

তাং ২২ বৈশাখ ১২৫৬ সাল।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

৩৪২৯ সংখ্যা) মঙ্গলবার ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৫ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সংবাদ প্রভাকর

২৪ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত শুক্রবাসরীয় ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়া পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সিবিল ও মিলেটারি কর্ম্মকারকদিগের ঋণের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক অনেক সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "সর্ব্ব কালেই রাজ কর্ম্মচারিরা অপরের নিকট অর্থ কর্জ্জ করিয়া থাকেন, রাজকীয় কোন নিয়মেই তাহার নিষেধ বিধি নাই বিজ্ঞবর রাজমন্ত্রী পিট সাহেব যিনি স্বীয় অসীম বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে বিলাতে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন ঋণের নিমিত্ত তাহার মৃতদেহ ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়াছিল, এদেশের বিখ্যাত গবর্ণর লার্ড হেষ্টিংস সাহেব যেসময়ে বিলাতে গমন করেন সেই সময়ে তাঁহার হস্তে একটি টাকাও ছিল না তিনি কোন আত্মীয় লোকের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করণে বাধ্য হইয়াছিলেন", ইত্যাদি। সহযোগি মহাশয়ের এই লেখা যদিও যথার্থ বটে তথাচ যুক্তিমতে বিবেচনা করিলে রাজ কর্ম্মকারকদিগের ঋণ জালে জড়িত হওয়া শ্রেয়ঃ বোধ হয়না, যেহেতু তদ্দ্বারা রাজ কার্য্যের সমূহ বিশৃঙ্খলতা হইবার সম্ভাবনা জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবেরা যে সকল ব্যক্তিদিগের নিকট কর্জ্জ করেন তাঁহারদিগের এক প্রকার বাধ্য হইয়া থাকেন ঋণ দাতার কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহার মঙ্গল করিবেন সেই চিন্তায় ব্যস্ত হয়েন, সাহেবের আফিসে কোন কর্ম্মকারকের পদ শূন্য হইলে ঋণ দাতা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধপত্র সহিত প্রেরণ করিলে সাহেব সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই তৎপদে নিযুক্ত করেন তাহার বিদ্যা বুদ্ধির কিছু মাত্র পরীক্ষা করেন না, সুতরাং রাজ পুরুষেরা রাজ কার্য্য পরিচালন নিমিত্ত যে সমস্ত নিয়ম করিয়াছেন তাহার সম্যগন্যথা হয়, এতদ্দেশীয় রাজ কর্ম্মচারিগণের যেরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কোন মতেই অল্প বলাযাইতে পারে না পদ বৃদ্ধি সহকারে বেতনের আধিক্যই হইয়া থাকে তাঁহারা যদ্যপি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করেন তবে তদ্দ্বারা তাঁহারদিগের সকল অভাব মোচন হইয়া বরং সঞ্চয় হইতে পারে, অতএব বহু ব্যয়ের অনুগামি হইয়া ঋণ জালে জড়িত হইলে সাহেবেরা বিচার মতে দোষি হয়েন, এই বিষয়োপলক্ষে ফ্রেণ্ড মহাশয় আরো লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি ঋণি কর্ম্মচারিদিগের শাসন নিমিত্ত কোন নিয়ম করেন তবে অনেক সিবিল ও মিলেটরি কর্ম্মকারকদিগের বিপদ উপস্থিত হয়, সহযোগি মহাশয়ের একথাও অতি যথার্থ বটে, সিবিল ও মেলেটরি কর্ম্মকারকদিগের মধ্যে অনেকই ঋণ গ্রস্থ আছেন, তাঁহারা প্রতি মাসে যে টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইতে ঐ ঋণ পরিশোধ করা দূরে থাকুক সকল মহাজনের সুদের টাকাও প্রদান ক

রিতে পারেন না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি সকল কর্ম্মচারিকে কর্জ্জ করণে নিষেধ করেন তবে তাঁহারদিগের অপকার না হইয়া বরং উপকার হইতে পারে, সাহেবেরা কর্জ্জ করণে ক্ষান্ত হয়েন, এবং যাঁহারা এইক্ষণে ঋণি আছেন তাঁহারাও আপনাপন দেনা পরিশোধ করণে যত্নবান্ হইতে পারেন সকলেই স্বীয়২ আয় হইতে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় নির্ব্বাহ করণে অনুরাগি হইলে সুতরাং বহুব্যয় নিবারণ হইয়া ক্রমে সঞ্চয় হইতে পারে, সিবিল ও মেলেটরি সাহেবেরা উপার্জ্জন প্রতীক্ষায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশে আগমন করিয়াছেন, এখানে তাঁহারা ঋণি হয়েন ইহা অতি অন্যায় বলিতে হইবেক, অতএব এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিক্ষেপ না করিলে তাহারদিগের পদোপযুক্ত কার্য্য হয় না।

আমরা অবগত হইলাম যে বিলাত হইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সংপ্রতি এরূপ এক পত্র প্রেরিত হইয়াছে যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চিহ্নিত কোন কর্ম্মকারকেরা কোন প্রকার সংযোজিত কোম্পানি অর্থাৎ সাধারণ ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সহিত কোন সংযোগ রাখিতে পারিবেন না, যদিও এই অনুমতি কোন২ কর্ম্মচারি সাহেবদিগের পক্ষে অলাভজনক বটে তথাচ সাধারণ কর্ম্মকারকদিগের পক্ষে উপকার জনক বলিতে হইবেক, যেহেতু এই অনুমতি প্রচলিত হইলে উল্লেখিত সাহেবদিগের ঋণ বৃদ্ধি অথবা বিপদ হইবেক না, বিশেষতঃ সংযোজিত কোম্পানির কার্য্যে সংযুক্ত হইলেই বাণিজ্য করা হয় কিন্তু বাণিজ্য করা রাজকর্ম্মকারকদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনায় বিলাত হইতে ঐ পত্র প্রেরিত হইয়াছে, অতএব সিবিল ও মেলেটরি কর্ম্মচারিদিগের কর্জ্জ গ্রহণ নিবারণের এইরূপ কোন নিষেধ বিধি হইলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়।

স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাত হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গুজরাটের যুদ্ধে ব্রিটিস পক্ষে জয়লব্ধ হওয়াতে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় সৈন্য ও সেনানীর নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, যে দিবস ঐ শুভ সূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সেই দিবস ডিউক অফ ওয়ালিংটন প্রভৃতি অনেকানেক মান্য লোকেরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অনেক সবক্তৃতা করিয়াছেন, বিশেষতঃ লার্ড এলেনবরা, লার্ড হারডিঞ্জ সাহেব প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ এবং অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন, আমারদিগের পত্রের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র, একারণ আমরা তৎসমুদয় অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিলাতের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ আর কিছুই লিখিত নাই, ফ্রান্স রাজ্যের স্বাধীন রাজকর্ম্মচারিরা পোপের অনুকূলে অস্ত্র ধারণ করণে সম্মত হইয়াছেন, অতএব রুমরাজ্যে গোলযোগ ত্বরায় নিবারণ হইতে পারিবেক।

দিল্লীগেজেট পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেব অতিশীঘ্র [illegible] গমন করিবেন, অতএব সেনাদলের প্রধান২ কর্ম্মচারিরা তাঁহাকে এক কৃতজ্ঞতা সূচক প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিবার প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, অতি ত্বরায় তাঁহারা তজ্জন্য এক সাধারণ সভা করিবেন।

কলিকাতা খ্রীষ্টান আবজরবার পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে [illegible]র আদালতের বিচক্ষণ বিচারপতি [illegible] হকিন্স সাহেব বিলাত গমন করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্দেশে তাঁহার নাম স্মরণার্থ এক চাঁদার অনুষ্ঠান হইয়াছে, [illegible] তাহাতে ১২৫০ টাকা স্বাক্ষর হইয়া[illegible] অনরবিল মেং জে, লইশ, মেং [illegible] করি এবং মেং এম, উইলি সাহে[illegible] সকল টাকার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, সম্ভবমত বিত্ত সংগ্রহ হইলে তাহার বৃদ্ধি হইতে ছাত্রবৃত্তি নি[illegible]পিত হইবেক, এবং পাদরি ডফ সাহেবের প্রণীত ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউশ[illegible] নামক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রে[illegible] প্রতি বৎসর প্রকাশ্য পরীক্ষায় সমা[illegible] তাহা প্রাপ্ত হইবেন।

পতিত ইউনিএন ব্যাঙ্কের ঋ[illegible] পরিশোধনার্থ যে সকল ব্যক্তি টা[illegible] প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহারা [illegible] ছুই দেন নাই তাঁহারদিগের নাম[illegible] কংরূপে গত শুক্রবাসরীয় বাঙ্গাল[illegible] করা পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, কে[illegible] ১৬০ ব্যক্তি টাকা দিয়াছেন, কিন্তু [illegible]হারা দেন নাই তাঁহারদিগের সংখ্যা অধিক।

[illegible] লাহোরের কোন পত্রপ্রেরকের [illegible]ত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে বি[illegible] প্রকার প্রতিবন্ধক নিমিত্ত দেও[illegible]ন মূলরাজের অপরাধের বিচার [illegible]গিত রহিয়াছে, প্রথমতঃ কোন ব্যক্তি [illegible] দেওয়ানের পক্ষীয় উকীলের [illegible] করণে স্বীকৃত হয়েন নাই, তাঁহা[illegible] প্রধান মুন্সী তুলশীরামও অস্বীকার করিয়াছেন, পরে ১৯ গণিত এতদ্দে[illegible]য় [illegible]তিক দলের জজ এডবোকে[illegible] [illegible] সাহেব ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ কর[illegible] [illegible] হইলে বিচক্ষণ সেনাপতি [illegible] গিলবর্ট সাহেব এরূপ আপ[illegible] [illegible]করেন যে গবর্ণমেণ্টের আদেশ [illegible] তিনি আপন অধীনস্থ কোন [illegible] কর্ম্মকারককে স্যার [illegible] সাহেবের আজ্ঞানুযায়ি কার্য্য [illegible] দিবেন না, পরিশেষ এই [illegible] শেষ হইলে ব্রিগেডিয়র [illegible] সাহেব পীড়িত হইলেন, একা[illegible] [illegible] মূলরাজের মোকদ্দমা [illegible] হয় নাই। [illegible]

[illegible] কেহ বলিতেছেন যে সকল [illegible] এবং এণ্ডরসন সাহেবকে [illegible] মূলরাজ যদ্যপি তাঁহার [illegible] করিয়া দিতে পারেন তবে [illegible] প্রাণ দণ্ড হইবেক না, কিন্তু [illegible] মূলরাজের দ্বারা হওয়া কঠি[illegible] [illegible] আদিগের সহিত তাঁহার [illegible] নাই, এবং তিনি তাহার [illegible] নাই, যাহা হউক, [illegible] মূলরাজের বিষয়ে কি [illegible]বিবেচনা করেন আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। [illegible]

[illegible]মিসগা পর্ব্বত হইতে কোন পত্র

[illegible] লিখিয়াছেন যে লার্ড গফ সাহেব আপন কার্য্য হইতে অবসর হইয়াছেন, স্যার চার্লস নেপিয়ার সাহেব তাঁহাকে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেনাদিগের প্রতি এইক্ষণে যে কোন অনুমতি করিতে হইবেক তাহা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিবেন, লার্ড গফ সাহেব যে দিবস ঐ পত্র পাইয়াছেন সেই দিবসাবধি তাঁহার ও তাঁহার পারিষদগণের বেতন রহিত হইয়াছে।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক এই পত্র অবিকল প্রকাশ করিলাম।

“অনেক মনুষ্য ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে এই ভারতবর্ষস্থ বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ যে সকল বিদ্যামন্দির মহানগর কলিকাতা রাজধানীতে এবং প্রদেশ সকলে সংস্থাপিত হইয়াছে, রাজপুরুষেরা প্রতিবর্ষে তৎসমুদয় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগের শিক্ষার পরীক্ষানন্তর বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে নানামত উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান এবং শিক্ষকের বেতন উন্নতি পক্ষে যত্ন করিয়া থাকেন, এতদ্বিষয়ে তাঁহারা কায়িক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে অকাতর, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এই কথার সত্যতা বিষয়ে বিশ্বাস করিতে অক্ষম, যেহেতু রাজপুরুষদিগের সংস্থাপিত জিলা চব্বিশপরগনার অন্তঃপাতি মজিলপুর নামক পল্লীস্থ বঙ্গভাষা শিক্ষালয়ের উন্নতি বিষয়ে গ্রামস্থ সমস্ত বিদ্যানুরাগি মহাশয়েরা পরস্পর ঐক্যতায় অনেক প্রকার প্রযত্ন করিতেছেন, প্রথমতঃ ঐ বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত সাপ্তাহিক এক সভা স্থাপনা করিয়া দীনহীন ব্যক্তির সন্তানদিগের বিদ্যানুশীলনের সৌষ্টবাচার যে যে উপায়ে হইতে পারে, তাহাতে উদ্যোগশীল হইলেন, ক্রমশঃ ঐ সভার প্রভা বিকীর্ণ হওয়াতে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়েরা উক্ত শিক্ষালয়ের শিক্ষার রীতি নীতি পদ্ধতি দেখিয়া ঐ বিদ্যাগারের সংলগ্ন এক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অতিরিক্ত এক ব্যক্তি সুপণ্ডিতকে উপদেশক স্বরূপ নিযুক্ত পূর্ব্বক প্রায় পঞ্চম মাসাবধি ব্যাকরণাদি শিক্ষা যথোপযুক্তরূপে প্রদান পক্ষে বিবিধ প্রযত্ন করিতেছেন, রাজপুরুষেরা অনুকূল হইয়া যদ্যপি ঐ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করণে স্বীকৃত হয়েন, তবে ঐ গ্রামবাসি কোন সজ্জন অধ্যাপকের বেতন নিমিত্ত ৯৫/ বিঘা নিষ্কর ভূমি রাজপুরুষদিগের করে স্বত্ব রহিত হইয়া প্রদান করিতে ইচ্ছুক আছেন, রাজপুরুষেরা ঐ ভূমি স্বীয়াধীনে রাখিয়া উৎপন্নের টাকা আদায় পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে ব্যয় করিতে পারেন ইহাতে তাঁহারদিগের হানি কিছুই নাই, মনোযোগে বরং অনুরাগের আধিক্য হইতে পারে, এবং দেশস্থ উপকারিগণেরা এই হিতজনক কর্ম্মের বর্দ্ধনার্থ নিয়ত এরূপ মনোযোগি থাকিলে, ঐ বিদ্যালয় চিরস্থায়ি হওত সর্ব্ব সাধারণের কি পর্য্যন্ত উপকারজনক হইবার সম্ভব, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে অশক্ত, উক্ত বিদ্যাগারের কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে ভাগ্যবান্ মহানুভবেরা আনুকূল্য করিতে কখন কুটিলতা প্রকাশ

পূর্ব্বক কলঙ্কাভরণ সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বরং স্বীয়২ বিভব বিবেচনায় সর্ব্বহিতজনক কর্ম্মে কায়িক শ্রম ও অর্থের দ্বারা সাহায্য করত লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবে অনুরাগি রূপে পরিচয় প্রদান করিতেছেন এই মহা ব্যাপার সম্পন্ন জন্য দেশস্থ ঐশ্বর্য্যশালি লোকের যেরূপ সংযোগ ও একতার প্রয়োজন, রাজ্যেশ্বরেরও সেইরূপ উৎসাহ ও প্রযত্ন ও পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়াবশ্যক ইহাতে কোনমতে অনাদর হওনের সম্ভাবনা বিবেচনা হয় না, কিন্তু এই পাঠশালা স্থাপনা বধি একাল পর্য্যন্ত রাজানুগ্রহের চিহ্ন কিছুমাত্র দেখা গেল না, বরং দয়া শূন্যতার পরিচয় পদে২ প্রচার হইতেছে, এই বিষয় উপলক্ষে কতবার কত প্রকার আক্ষেপোক্তি ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের প্রকাশ্য পত্র সকলে অপ্রকাশ নাই, বোধকরি রাজ্যেশ্বর এবং রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ গণ বঙ্গভাষার সংবাদ পত্রের মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কিম্বা অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা সকলের প্রতি অনাদর করিয়া থাকেন, নচেৎ কলিকাতা হইতে উক্ত বিদ্যালয় অধিক দূর বা দুর্গম্য নহে, যে নূতন রাজপথ হইয়াছে, ঐ বর্ত্মে অনায়াসে গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি যান বাহনে প্রাতে যাত্রিক হইলে দিবা দুইপ্রহরের মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়, এবং অনেকানেক রাজকর্ম্মচারি মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যালয়কে পশ্চাৎ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দেশে ও পল্লীতে এবং খাড়ির গহনবনে গমন পূর্ব্বক মৃগ বধাদি করত আহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, গত বৎসর মাঘ মাসে অনেক গজ তুরঙ্গ ও শকটাদি লইয়া বহু সমারোহ পূর্ব্বক গমন ও অবস্থিতি করিয়া অনর্থক বহু অর্থ ব্যর্থ ব্যয় পূর্ব্বক অনেক ইংলণ্ডীয় মহাপুরুষেরা পশু বিনাশের দ্বারা বন্দুক স্পর্শ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রতি ভ্রমেও দৃক্পাত করেন নাই, শিক্ষা সমাজস্থ সভাপতি কিম্বা তাঁহার সহযোগি মহাশয়েরা অথবা তাঁহারদিগের অনুমত্যনুসারে তত্ত্বাবধারক উক্ত প্রদেশের রাজকর্ম্মকারিরা তথায় পদার্পণ করিয়া ছাত্রদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক উচিত পুরস্কার ও উৎসাহ প্রদান না করিলে, সুশিক্ষিত বালকবৃন্দ স্বীয়২ সুখ্যাতির শব্দ শ্রবণে অবকাশ অভাব বশতঃ নিরানন্দ হইয়া জ্ঞানালোচনার ইচ্ছাকে ক্রমশঃ উচ্ছেদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতে পারে তাহাতে এদেশের অশেষ মতে অনিষ্ট ঘটনের সম্ভাবনা, অতএব রাজ্যেশ্বরেরা বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রজার প্রতি সানুকূল থাকিবার যে প্রতিজ্ঞা ও অনুমতি তাহা এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে বলবতী সতী ফলবতী নভবতি, ইহা সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি, অন্য দেশস্থ লোক মুখে উপরোক্ত প্রসঙ্গ যাহা শ্রুত হইয়াছে তাহা এতদ্দেশের ব্যক্তিব্যূহের শ্রবণ শূল হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় এই মহোপকার জনক বিষয় স্বকীয় সারল্য স্বভাবতঃ লেখনী দ্বারা স্বীয় পত্রে এবং অন্যান্য ইংরাজীভাষার সংবাদ পত্র দ্বারা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগ্যে বিশেষতঃ কমিস্যনর শ্রীযুত মেং হারবি সাহেব তথা কালেক্টর শ্রীযুত মেং হেমিল্টন সাহেব এবং মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেং এলিওট সাহেবের দয়া সঞ্চয়ার্থ যাহা নিবেদন করা বিবেচনাসিদ্ধ হয় তাহা অনুরোধ সহকারে লিখিয়া স্বীয় মহাধর্ম্ম রক্ষা করিবেন।

শ্রীগোলকনাথ দত্ত দাসস্য।

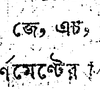

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"সুর্ম্মা" নামক সোয়ারের নৌকা "মহানদী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে

J. H. JOHNSTON

জে, এচ, জান্‌ষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের স্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৪ জুন ১৮৪৯।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৩০ সংখ্যা) বুধবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৬ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

আফিমের ইশ্‌তিহার ।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ১১ জুন সোমবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে ...কাল কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে সন ১৮৪৭। ৪৮ সালের পয়দায়সী আফিমের অষ্টম নীলাম হইবেক এবং ঐ ...সাতে ৩০৪০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার- বিশেষ এই ।

বেহারের পয়দায়শী আফিম	২২২০
বানারসের পয়দায়শী আফিম	৮২০
জুমলা সিন্দুক	৩০৪০

...হার ৩০ ... ২ দফা । উপরের লিখিত বেহার ও বানারসের পয়দায়শী আফিমের অন্দরে ৩৫
...রস ৫ সিন্দুক আফিম ফরাসিস গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে মৌজুদ রাখা গেল ।

...ন্দুক ৩৫

৩ দফা । এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল ইহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ শরত্ত যেরূপ ধারাবাহিকরূপে ...সে আসিতেছে সেইরূপ সকলি বহাল রহিল উক্ত সমুদয় শরতের বিবরণ সন ১৮৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ...রিখে কলিকাতা গেজেট এবং এক্সচেঞ্জ গেজেট কাগজে যে ইশ্‌তেহার প্রকাশ হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা ...মিট সেক ও আফিম বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন ।

৪ দফা । ডিপাজিট অর্থাৎ আমানৎ পেশগির টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের ...া দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন১৮৪৯ সালের ১৩জুন ও ২৬ জুন এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থিরকরা ...অতএব নীলামি খরিদারান যে সকল প্রমিস্যারি নোট অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস ...র্থে একাউণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোম্পানির কাগজ কিম্বা কোন রকম সরকারী ...বরী সম্ভাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন বুধবার বেলা ...প্রহর ৪ ঘণ্টার পরে আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লাট খালাসী সবাবে কিস্মতের পূরা টাকার ...কোন ত্রেজুরী রসিদ সন ১৮৪৯ সালের ২৬ জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর লওয়া যাইবেক ...ইতি ।

৫ দফা । উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেক

দার সন ১৮৪৭। ৪৮ সালের বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক।

	বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৪৯ সালের ৯ জুলাই সোমবার অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	২২২০	৮২০	৩০৪০
ঐ ৬ আগষ্ট ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	২২২০	৮২০	৩০৪০
ঐ ৩ সেপ্টেম্বর ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	২২২০	৮২০	৩০৪০
ঐ ২৯ আক্টোবর ঐ অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	২২০৯	৮০৪	৩০১৩
	৮৮৬৯	৩২৬৪	১২১৩৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড পরমিট নিমক ও আফিম ইতি। সন ১৮৪৯ সাল তারিখ ২৩ মে।

CECIL. BEADON. Secretary.

সি, বিডন। সেক্রেটারী।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"সুর্ম্মা,, নামক সোয়ারের নৌকা "মহানদী,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

৪ জুন ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা গত সোমবাসরীয় প্রভাকরে লিখিয়াছিলাম যে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি বালিকাবিদ্যালয় উপলক্ষে বালিকা প্রেরণ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, ভাস্কর সম্পাদক স্বয়ং তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। আমারদিগের লেখনানুসারে তৎসম্পাদক মহাশয় গত দিবসীয় ভাস্করে "হাফ ওল্ড সহযোগির লেখার যে সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে সন্তোষিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তিনি সম্পাদকীয় বিবাদ স্থলে ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা না করাই উত্তম ছিল, কারণ লেখক যিনি হউন, কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে লেখ্যরূপে লক্ষ্য হইতে পারেন না, যাহা হউক, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় এই অবধি সতর্ক হইয়া লেখনী ধারণ করিবেন, কেননা যিনি উপহাস করণের মানসে যে বিষয়ের বিতর্ক প্রবৃত্ত হয়েন তিনি আপনিই সেই বিষয়ে উপহাসের পাত্র হইলে তদপেক্ষা অধিক লজ্জার ব্যাপার আর কি আছে? ইংরাজী সহযোগি স্বজাতী ও বিজাতীয় জনসমাজে এতদ্রূপ মিথ্যা লেখা দ্বারা নিন্দিত হইবেন আমারদিগের সে প্রার্থনা কখন নহে, অতএব ভ্রম রাখিবার ইচ্ছা ... লে ভ্রম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য হয়।

বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন যে আ... রদিগের কর্ম্মকারকের ... বি... দোষে কয়েক সপ্তাহ ডাকযোগে ... প্রেরণে বিলম্ব হইয়াছে, একারণ আমরা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছি তাহা ক... তীত, সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ... রাধ মার্জ্জনা করিবেন, ভবি... এরূপ না হয় একারণ কার্য্যক... দিগের কার্য্যের উপর বিশেষ ...

...খিলাম। পরন্তু এতজ্জন্য যেং মহা...য় অস্মদাদিকে অনুকম্পা পূর্ব্বক ...ত্র লিখিয়াছেন আমরা পাত্র বিশেষ তাঁহারদিগকে প্রণাম এবং নমস্কার জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, অধুনা স্থাবকাশের সংপূর্ণরূপ অভাব ...ন্য সেই সমস্ত পত্রের উত্তর লিখি...তে অক্ষম হইলাম, ইহাতে গুণাকর মহাশয়েরা ক্রোধাকর হইবেন না, অবিলম্বেই পত্র লিখিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিব না।

চন্দ্রিকা সম্পাদক লিখিয়াছেন ...নগর মধ্যে জনশ্রুতি এবং সম্বাদ পত্রাদিতে প্রকাশ হইয়াছিল যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর আপনারদি...গর বাটীর ও অন্যান্য ভদ্র বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে শোভাবাজার রাজবাটীতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সংস্কৃত কালেজের অনেক ছাত্র দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেছেন কিন্তু আমরা স্বয়ং রাজবাটীতে গমন করিয়া দেখিয়াছি এবং রাজা বাহাদুরের স্বমুখে শুনিয়াছি যে রাজবাটীতে দ্বিতীয় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই,,।

কয়েক দিবস হইল আমরা ভাস্কর পত্র হইতে উক্ত সংবাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম, এইক্ষণে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন তিনি রাজভবনে গিয়া দেখিয়াছেন ও রাজার মুখে শুনিয়াছেন যে নৃপনিকেতনে দ্বিতীয় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, ইহাতে আমরা কোন কথা উল্লেখ করিতে পারি না, কেননা, তিনি চক্ষে দেখিয়াছেন এবং কর্ত্তার মুখে কাণে শুনিয়াছেন, যাহাহউক, এইস্থলে কেবল একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যে "দ্বিতীয় স্ত্রীবিদ্যালয়,, স্থাপিত হয় নাই, এই শব্দের অর্থ কি! দ্বিতীয় শব্দটী কেন উল্লেখ করিলেন তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এইক্ষণে সপ্তক্ষীরার বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্য অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, বালকের সংখ্যা প্রায় ১৫০ হইয়াছে, তাহারা ব্যাকরণ, নীতি, ইতিহাস এবং অঙ্কাদি বিবিধ বিষয়ের সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেছে, উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে, সেই সভায় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিদ্যার্থি বূহের কল্যাণার্থ সম্যক্ প্রকারেই যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে অনেকেই রচনা এবং বক্তৃতা করিতে পারদর্শি হইতেছেন।

এতন্মাঙ্গলিক ব্যাপারের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমান্ বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়কে কিরূপ সাধুবাদ প্রদান করিয়া মনের সন্তোষ ব্যক্ত করিব তাহা স্থির করিতে পারি না, যেহেতু তিনি ইহার অনুষ্ঠান করিয়া সুফল সিদ্ধির নিমিত্ত ধনের দ্বারা ও মনের দ্বারা যেপর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে যে স্বজাতীয় ভাষার আলোচনা বিষয়ে কেহই প্রযত্ন করেন না, ইহার সূত্র সূচনা করা দূরে থাকুক বরং প্রসঙ্গ হইলে কেহ২ উপহাস করিয়া থাকেন, সুতরাং এই প্রকার অনাদর প্রযুক্ত অস্মদাদির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাষা কৃষ্ণপক্ষের সমল শশাঙ্কের ন্যায় অভিমানে ম্রিয়মান হইয়া ক্রমে বিনাশের গ্রাসে পতিত হইতেছে, কি পরিতাপ! এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অসাধন জন্য কাহারো মনে কি একবার লজ্জার উদয় হয় না? অধুনা অধিকাংশ ব্যক্তিই আপনার ভাষায় মনের যথার্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে অক্ষম হইয়াছেন, যাহা হউক, এইক্ষণে এতদ্দেশের এতদ্রূপ দারুণ দুঃখজনক দুঃসময়ে দুই এক মহাত্মা মহাশয় পরমেশ্বরের প্রসাদে স্বদেশীয় বালকদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এবম্প্রকার সদনুষ্ঠান করিতে উৎসুক হইয়াছেন ইহাই আমারদিগের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, অতএব আমরা পল্লীগ্রামস্থ ভূম্যধিকারি এবং ধনাঢ্য মনুষ্য মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা স্ব স্ব অধিকার অথবা গ্রামের মধ্যে দেবনাথ বাবুর প্রণীত পাঠালয়ের ন্যায় পাঠশালা স্থাপনা পূর্ব্বক মানব দেহের সার্থকতা করুন।

পদ্য।

জগতের উপকারে রত যার মন।
শুদ্ধ করে শুদ্ধ মনে প্রেম প্রকটন ॥
শুভকর্ম্ম বিনা নাই অন্য আলোচন।
সাধুজন সহ সদা শাস্ত্র আলাপন ॥
পরনিন্দা পরিবাদে বিষন্ন বদন।
প্রতিক্ষণ করে শুধু হিত প্রতীক্ষণ ॥
জলধর সম করি স্বভাব ধারণ।
চিত্ত সুখে নিত্য করে বিত্ত বিতরণ ॥
দীনের দারুণ দুঃখ করিতে মোচন।
করুণার ধর্ম্মে হয় সজললোচন ॥
সকলেতে সমভাব সম দরশন।
কিছু মাত্র ভেদ নাই অধন সধন ॥
আত্মবোধে আত্মভাব সবাই স্বজন।
নব পরিচিত হয় বহু পুরাতন ॥

নিয়ত লজ্জার বাসে আবৃত নয়ন।
বদনেতে বিগলিত অমৃত বচন॥
প্রবাহিত প্রেমমদে শান্তিরূপ বন।
ধন পূর্ণ অট্টালিকা দেখে যেন বন॥
মানসিক ভাব কভু না হয় গোপন।
সন্তোষের সহ করে সকল জ্ঞাপন॥
আপনার সুখে নাই আপনং।
জানিয়াছে এ সংসার প্রকৃত স্বপন॥
নিরূপণ করি পণ প্রতিজ্ঞা পালন।
অভিপ্রায় নাহি ছাড়ে আপন আসন॥
রতন সঞ্চয় হেতু বিশেষ যতন।
কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
যাহার কৃপায় যত শিশু যুবাগণ।
জ্ঞাননেত্রে করে দৃষ্টি সৃষ্টির কারণ॥
সদানন্দে করি সার তত্ত্ব নিরূপণ।
এক ভাবে এক ভাবে নিত্যনিরঞ্জন॥
অবনীর প্রিয়বন্ধু এমন যে জন।
সকল জীবন তার, সফল জীবন॥

গত সংখ্যক চন্দ্রিকা পত্রে লিখিত হইয়াছে যে "মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে ১ জুন রাত্রি ৮ ঘন্টার সময়ে হিন্দু কালেজে এক সভা হয় ইত্যাদি,, এই লেখাতে প্রাচীন সম্পাদকের অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে যেহেতু উক্ত সাহেবের জন্ম দিবস উপলক্ষে সেই সভা হয় নাই, যে কারণের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১ জুন রজনীতে ঐ বার্ষিক সভা হইয়া থাকে তাহা সমুদয় সংবাদ পত্রে প্রকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা মুক্ত নেত্র দর্শন করিয়াও যখন ভ্রম হইল তখন প্রাচীন কালের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কি কহিব।

আমরা অতিশয় খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত সোমবার রাত্রিতে স্নানযাত্রার মেলায় নৌকারোহণে যে সকল যাত্রি মাহেশে গমন করিতেছিল তন্মধ্যে কয়েকখানা নৌকা তুফানে জলমগ্ন হওয়াতে অনেক মনুষ্য হত হইয়াছেন, পরন্তু শ্রুত হওয়া গেল মঙ্গলবার দিবসেও ঐরূপ দৈব ঘটনায় আর কয়েকখানা নৌকা মারাপড়িয়াছে।

দিল্লীগেজেট পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পঞ্জাবরাজ্য পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, লাহোর, মূলতান, লিয়া, জিলম এবং অপর এক অংশের নাম এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

ঐ পঞ্চম ভাগও নানা বিভাগে ভুক্ত হইয়াছে, যথা, লাহোর পঞ্চ ভাগ, মূলতান তিন ভাগ, লিয়া চারি ভাগ, জিলম চারি ভাগ এবং উক্ত অজ্ঞাত স্থান দুই ভাগ।

এই সমস্ত দেশ বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেসিয়ানের অধীনে থাকিবেক, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মকারকের বিশেষ প্রয়োজন তাঁহারা সকলে এপর্য্যন্ত মনোনীত হয়েন নাই, পঞ্জাবরাজ্যের হিসাব ও আডিটের কার্য্যালয় এইক্ষণে আগ্রায় আছে, কিন্তু তাহা ত্বরায় উক্ত রাজ্যে উঠিয়া যাইবেক।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই রাজ্যে অল্প টাকার কর্জ্জ আদায় বিষয়ে যে এক বৃহৎ আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহার অনেকাংশ দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলাম এতদ্দ্বারা প্রজার পক্ষে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু দুই এক ধারার বিধি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা প্রতিপালন করা বাদি প্রতিবাদির পক্ষে বড় সহজ হইবেক না, যাহাহউক, আমরা স্বাবকাশমতে তাহাতে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে [illegible] নই আলস্য করিব না, এই আইনের ২২ ধারায় যাহা লিখিত হইয়াছে পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

যথা।

"২২ ধারা। এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্যে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের [illegible] কৌন্সেলের হুকুম ক্রমে এক [illegible] করা যাইবেক, এবং * রসুমের [illegible],,

যাহার অধিক নহে।	প্রত্যেক [illegible] ঠির সহিত	[illegible]
১০ টাকা	৵০	৵০
২০ ,,	।০	।০
৫০ ,,	॥০	॥০
১০০ ,,	১৲	[illegible]
২০০ ,,	১।০	২৲
৩০০ ,,	১॥০	৩৲
৪০০ ,,	১৷০	[illegible]
৫০০ ,,	২৲	[illegible]

যশোহরের পত্রে বিদিত হইল [illegible] থায় মধ্যেং সুবৃষ্টি হওয়াতে জীবে[illegible] পক্ষে অতিশয় উপকার হইতেছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কো[illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ * ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ * ॥
॥ * * উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম সতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৩১ সংখ্যা) গুরুবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৭ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[গ]বর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত [গ]ৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [ব]োঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"সুর্ম্মা,, নামক সোয়ারের [illegible] "মহানদী,, নামক বাষ্পীয় [জ]াহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান [illegible] মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন [illegible]িক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদি[ত]ে প্রেরিত হইবেক।

[illegible]ট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ [আ]রোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি[সে] রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ [ক]রিতে হইবেক।

[illegible]রিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible]ম ডিপার্টমেণ্ট।
[illegible] জুন ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত চক ও তিনটা একতালা গুদাম আছে তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বর পালের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে গঙ্গানদী উত্তর দিগে আশুতোষ দেবের ভূমি। এবং পূর্ব্বদিগে অনরেবিল কোম্পানির রাস্তা যাহা চিৎপুরের রাস্তা বলিয়া বিখ্যাত।

২ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটী ও ভূমি। উত্তর দিগে এক গলিপথ পশ্চিম দিগে কমল নিয়োগীর বাটী ও ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাধামোহন নিয়োগীর এক পুষ্করিণী।

নিয়ত লজ্জার বাসে আবৃত নয়ন।
বদনেতে বিগলিত অমৃত বচন॥
প্রবাহিত প্রেমনদে শান্তিরূপ বন।
ধন পূর্ণ অট্টালিকা দেখে যেন বন॥
মানসিক ভাব কভু না হয় গোপন।
সন্তোষের সহ করে সকল জ্ঞাপন॥
আপনার মুখে নাই আপনং।
জানিয়াছে এ সংসার প্রকৃত স্বপন॥
নিরূপণ করি পণ প্রতিজ্ঞা পালন।
অভিপ্রায় নাহি ছাড়ে আপন আসন॥
রতন সঞ্চয় হেতু বিশেষ যতন।
কার্য্যের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥
যাহার কৃপায় যত শিশু যুবাগণ।
জ্ঞাননেত্রে করে দৃষ্টি সৃষ্টির কারণ॥
সদানন্দে করি সার তত্ত্ব নিরূপণ।
এক ভাবে এক ভাবে নিত্যনিরঞ্জন॥
অবনীর প্রিয়বন্ধু এমন যে জন।
সফল জীবন তার, সফল জীবন॥

গত সংখ্যক চন্দ্রিকা পত্রে লিখিত হইয়াছে যে "মৃত ডেবিড হেয়ার সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে ১ জুন রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে হিন্দু কালেজে এক সভা হয় ইত্যাদি" এই লেখাতে প্রাচীন সম্পাদকের অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে যেহেতু উক্ত সাহেবের জন্ম দিবস উপলক্ষে সেই সভা হয় নাই; যে কারণের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১ জুন রজনীতে ঐ বার্ষিক সভা হইয়া থাকে তাহা সমুদয় সংবাদ পত্রে প্রকৃষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা মুক্ত নেত্র দর্শন করিয়াও যখন ভ্রম হইল তখন প্রাচীন কালের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কি কহিব।

আমরা অতিশয় খেদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গত সোমবার রাত্রিতে স্নানযাত্রার মেলায় নৌকারোহণে যে সকল যাত্রি মাহেশে গমন করিতেছিল তন্মধ্যে কয়েকখানা নৌকা তুফানে জলমগ্ন হওয়াতে অনেক মনুষ্য হত হইয়াছেন, পরন্তু শ্রুত হওয়া গেল মঙ্গলবার দিবসেও ঐরূপ দৈব ঘটনায় আর কয়েকখানা নৌকা মারা পড়িয়াছে।

দিল্লীগেজেট পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পঞ্জাবরাজ্য পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, লাহোর, মূলতান, লিয়া, জিলম এবং অপর এক অংশের নাম এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

ঐ পঞ্চম ভাগও নানা বিভাগে ভুক্ত হইয়াছে, যথা, লাহোর পঞ্চ ভাগ, মূলতান তিন ভাগ, লিয়া চারি ভাগ, জিলম চারি ভাগ এবং উক্ত অজ্ঞাত স্থান দুই ভাগ।

এই সমস্ত দেশ বোর্ড অফ এডমিনিষ্ট্রেসিয়ানের অধীনে থাকিবেক, রাজকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল কর্ম্মকারকের বিশেষ প্রয়োজন তাঁহারা সকলে এপর্য্যন্ত মনোনীত হয়েন নাই, পঞ্জাবরাজ্যের হিসাব ও আডিটের কার্য্যালয় এইক্ষণে আগ্রায় আছে, কিন্তু তাহা ত্বরায় উক্ত রাজ্যে উঠিয়া যাইবেক।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই রাজ্যে অল্প টাকার কর্জ্জ আদায় বিষয়ে যে এক বৃহৎ আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহার অনেকাংশ দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলাম এতদ্দ্বারা প্রজার পক্ষে উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু দুই এক ধারার বিধি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা প্রতিপালন করা বাদি প্রতিবাদির পক্ষে বড় সহজ হইবেক না; যাহাহউক, আমরা স্বাবকাশমতে তাহাতে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ত্রুটি নই আলস্য করিব না, এই আইনের ২২ ধারায় যাহা লিখিত হইয়াছে পাঠকগণের গোচরার্থে তাহা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

যথা।

"২২ ধারা। এই আইনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জন্যে শ্রীযুত গবরনর সাহেবের [illegible] কৌন্সেলের হুকুম ক্রমে এক [illegible] করা যাইবেক, এবং * রসুমের [illegible]"

যাহার অধিক নহে।	প্রত্যেক [illegible] ঠির সহিত [illegible]	[illegible]
১০ টাকা	৵০	৵০
২০ ,,	।০	।০
৫০ ,,	॥০	॥০
১০০ ,,	১৲	[illegible]
২০০ ,,	১।০	২৲
৩০০ ,,	১॥০	৩৲
৪০০ ,,	১৸০	৪৲
৫০০ ,,	২৲	৫৲

যশোহরের পত্রে বিদিত হইল তথায় মধ্যেং সুবৃষ্টি হওয়াতে জীবোর পক্ষে অতিশয় উপকার হইতেছে।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

১২৩

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

৬০

॥ * ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ * ॥
॥ * ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রনীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিয়ল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৩১ সংখ্যা) গুরুবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৭ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটিতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"সুর্ম্মা" নামক সোয়ারের [illegible] "মহানদী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান [illegible] মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন [illegible] ক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদি [illegible] প্রেরিত হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি[illegible] রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible] ডিপার্টমেণ্ট।
[illegible] জুন ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার বাগবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার তাহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত চক ও তিনটা একতালা গুদাম আছে তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান ৪/ চারি বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বর পালের বাটী ও ভুমি। পশ্চিম দিগে গঙ্গানদী উত্তর দিগে আশুতোষ দেবের ভুমি। এবং পূর্ব্বদিগে অনরেবিল কোম্পানির রাস্তা যাহা চিৎপুরের রাস্তা বলিয়া বিখ্যাত।

২ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভুমি অনুমান তিন বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে উক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাটী ও ভুমি। উত্তর দিগে এক গলিপথ পশ্চিম দিগে কমল নিয়োগীর বাটী ও ভুমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাধামোহন নিয়োগীর এক পুষ্করিণী।

৩ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত মহানগর কলিকাতার শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি যাহা নেয়গী বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৫/ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রামনিধি পালের বাগাৎ ভূমি। পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। দক্ষিণ দিগে এক গলি পথ এবং উত্তর দিগে উক্ত রামনিধি পালের এক খণ্ড ভূমি।

৪ দফা। এবং বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর এক খণ্ড বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি তাহাতে এক পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৫/ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ও রাজেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তরদিগে এক গলি পশ্চিম দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পূর্ব্বদিগে শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্যামবাজার নামক বিখ্যাত বাজার।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোড।
সরিফ।

কলিকাতা।
২ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সম্বাদপ্রভাকর

২৬ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১

সুবিখ্যাত সর্ব্ব মান্য ধর্ম্ম সভাপতি ধার্ম্মিক হিন্দু রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ের বিশেষ ... তিনি বিধাতার ন্যায় ইহার স্থাপ... কর্ত্তা হইয়াছেন, বাঙ্গালা ১২৩১ ... লে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি ... য়া "স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক,, নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থে তি... স্ত্রী শিক্ষাকে শাস্ত্রসিদ্ধ লোকাচার প্রসিদ্ধরূপে উল্লেখ করত সংপূর্ণরূপে স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার লেখায় ভদ্রকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গমনের বিশেষ বিধি এবং গুরুতর অনুরোধ আছে অতএব সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ লোকাধ্যক্ষ ধর্ম্ম সভার কর্ত্তা মহাশয় যখন স্বহস্তে পুস্তক লিখিয়াছেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার আর কি অপেক্ষা রহিল? ২৬ বৎসর গত হইল তিনিই আমারদিগের অভিমত ব্যবস্থাপক মহাশয়ের অভিপ্রেত কার্য্যের ব্যবস্থাপক হইয়া বসিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কি সেই ব্যবস্থাদাতা আপন প্রণীত পূর্ব্ব ব্যবস্থার অবর্হা করিয়া দেশের দুরবস্থার বিরোধী হইতে পারেন? তিনি অতি জ্ঞানী এবং প্রবীণ, আপনার মানসিক বিষয় গোপন রাখিতে পাপ বোধ করেন, এজন্য স্বদেশীয় লোকের তর্ক বিতর্কের পূর্ব্বেই সংশয় সংচ্ছেদনের নিমিত্ত এবং প্রকাশ্য সভার সহযোগে গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, অনরবিল যো... বেথুন সাহেব উক্ত গ্রন্থ পাঠ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে অনেক সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন, এবং সভা মধ্যে সেই আহ্লাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা দেশ বিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থে তদ্গ্রন্থের কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম,

...তৎপাঠে সকলেই রাজদৃষ্টান্তানুগামী কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে অনুরাগি হইবেন।

রাজা বাহাদুরের উক্তি।

"আগে যে সকল দেশ কহিয়াছি তাহার মধ্যে গৌড় দেশের স্ত্রীগণ আপন দেশের বিদ্যা রহিত হইয়া অতি দুঃখে কাল ক্ষেপণ করেন। তাহাতে স্ত্রীগণের অপরাধ নাই, কেননা তাঁহারা শিশুকালে যখন বাপ মায়ের বাটীতে থাকেন তখন তাঁহারদের পিতা মাতা পুত্রাদিকে বিদ্যা শিখিবার জন্যে পাঠশালায় পাঠান, কিন্তু লোক পরম্পরা মাত্র সিদ্ধ জনরব প্রযুক্ত স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ে দোষ জ্ঞান করিয়া কেবল গৃহ মার্জ্জনাদি কর্ম্ম শিক্ষা করাণ। স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ে দোষের লেশও নাই। ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্ত্রী সকলকে কেবল প্রায় পশুর মত করিয়া যাবজ্জীবন দুঃখভাগী করেন।

যদ্যপি স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিখিতে শাস্ত্রে এবং ব্যবহারে দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বকার সাধ্বী স্ত্রীগণ কদাচ বিদ্যা শিখিতেন না। মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনুসূয়া, বাহ্বট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী, রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি পূর্ব্বকার স্ত্রী সকল নানা শাস্ত্র পড়িয়া সেই২ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন, এবং এখনকার রাণী ভবানী, হঠীবিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, ইহারাও লেখা পড়া এবং নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যা শিক্ষাতে তাহাদের কোনরূপে মান হানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই, বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে।

বিদ্যা না থাকিলে মনের মধ্যে কেবল মন্দ চেষ্টা দুর্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং অনাথা কিম্বা বিধবাদি হইলে মনের কাতরতাতে নানা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। বিদ্যার চর্চা থাকিলে পাপ কর্ম্মে অশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মে মতি হয়, এবং মনস্বরূপ মাতলা হস্তিকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দিয়া নিবারণ করিয়া আপন পদে ও জাতিতে থাকিয়া নির্বিঘ্নে তাহাদের কালযাপন হইতে পারে।

এইক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে বিবি লোকের আনুকূল্যে কন্যারদের পাঠের নিমিত্তে যেং পাঠশালা হইয়াছে, তাহাতে যেং কন্যা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা কেহ বা এক বৎসরে কেহ বা দেড় বৎসরে লেখা পড়া সুন্দরমতে শিক্ষা করিয়াছে। এবং ভাষা পুস্তক যাহা তাহারা কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে, যাহা বালকেরা অনেক বৎসরেও পারে না। ইহাতে অনুমান হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যা অভ্যাস করে, তবে পুরুষাপেক্ষা অতি শীঘ্র বিদ্যাবতী হয়। অতএব তাহারদিগকে যেমন ঘরের কার্য্যাদি শিক্ষা করাণ তেমন বালক কালে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করাণ উচিত হয়। যদি তাহারা এই অল্প কালের মধ্যে সকল বিদ্যা শিখিতে না পারে তথাপি বর্ণ জ্ঞান থাকিলে অধিক বয়সেও আপন২ বাটীতে ঘরের কার্য্যের অবকাশে আগে যাহা শিখিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া বাড়াইতে পারে। এবং আপন২ কন্যা সন্তানদিগকে বিনা খরচেও পাঠশালায় না পাঠাইয়া শিক্ষা করাইতে পারে। পরে ক্রমে২ এই ধারানুসারে সকল স্ত্রীলোকেরই ব্যবহারিক বিদ্যা হয়। এবং ব্যবহারিক বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীধন ও গৃহাদির আবশ্যক কর্ম্মে কোন ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতারণা করিতে পারে না। যেহেতুক নিজ আবশ্যক বিষয়ের হিসাব লিখিয়া রাখিয়া সেই হিসাবে লোককে বুঝাইতে এবং আপনিও বুঝিতে পারে, আর মনোভিলষিত পত্রাদি আপন প্রিয়ের নিকট পাঠাইয়া নিজ বিষয় তাহাকে জানাইতে পারে, এবং স্ত্রী পুরুষের বিদ্যাবত্তা থাকিলে পরস্পর কথাবার্ত্তা দ্বারা কি পর্য্যন্ত সুখোদয় হয় তাহা লিপি বাহুল্য।

যদি তোমরা বল স্ত্রীলোকের পাঠ ব্যবহার সিদ্ধ নহে, তাহার কারণ আমরা অনেক পুরাতন ও এখনকার স্ত্রীলোকের পাঠ বিষয়ের প্রমাণ দিয়া লিখিয়াছি, তাহাতেই ব্যবহার সিদ্ধ কি না জ্ঞাত হইবা। যদি শাস্ত্রীয় দোষ কহিয়া স্ত্রীলোককে শিক্ষা না করাও সেও অনুচিত।

এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে আপন২ পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে নিজ বাটীতে রাখিয়া তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ। এবং যাহারা নির্ধন তাহারদিগকে যাবৎ বয়স্থা না হয় তাবৎ পাঠশালায় পাঠান। যেহেতুক বাল্যকালে কোনরূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যথা।

বাল্যে শিক্ষিত বিদ্যানাং সংস্কারঃ সুদৃঢ়ো ভবেৎ ॥"

গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে জিলা হুগলির বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতি প্রশংসিতরূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, বাদি প্রতিবাদি সকল লোকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, পক্ষপাত কাহাকে বলে তাহা তিনি কিছুই জানেন না, সংপ্রতি তিনি ফৌজদারী কারাগারের দারোগাকে পদচ্যুত ও বংশবাটীর থানার দারোগাকে সস্পেণ্ড করাতে তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইয়াছে, যেহেতু প্রথমোক্ত দারোগা দুঃখি কয়েদিদিগের আহারীয় পয়সা হইতে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ করিতেন, এবং তাহারদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন কয়েদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে পয়সা ব্যতীত তাহাকে কারাগারে প্রবেশ করিতে দিতেন না, শেষোক্ত দারোগারও অতি গুরুতর দোষ হইয়াছিল, যেহেতু তিনি কোন দোষি লোকের অনুসন্ধান করিবার ছলনায় ত্রিবেণী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর বসতি বাটীর বহির্দ্বার বল দ্বারা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। পুলিস সম্বন্ধীয় প্রধান২ কর্ম্মকারকদিগের দুরাচরণ নিবারণ নিমিত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা বিহিতরূপ মনোযোগ করেন ইহা আমারদিগের প্রার্থনা বটে, পত্রপ্রেরক মহাশয় জিলা হুগলির ফৌজদারী কারাগারের দারোগার যে গুরুতর দোষ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি পদচ্যুত হইতেই পারেন, যেহেতু উৎকোচগ্রাহি মনুষ্যেরা কোন মতেই রাজকার্য্যের যোগ্য হইতে পারেন না, অতএব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় উক্ত দারোগাকে পদচ্যুত করত উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু বংশবাটীর দারোগার অপরাধের বিষয় এপর্য্যন্ত সপ্রমাণ হয় নাই, তিনি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর বাটীর বহির্দ্বার ভঙ্গ করিয়াছিলেন এ কথা যথার্থ বটে, ফলতঃ তিনি গোয়েন্দার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহা হউক, দারোগা যখন সস্পেণ্ড হইয়াছেন তখন উচ্চ বিচারালয়ে তাঁহার অপরাধের বিচার অবশ্য হইবেক, তাহা হইলেই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের অনুমতির দোষাদোষ জ্ঞাত হওয়া যাইবেক, অতএব দারোগার বিষয়ে এইক্ষণে আমরা কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে মেং আর, এচ, মিটন সাহেব ঢাকা ডিবিজনের কমিস্যনর হইয়াছেন, অতএব মেদিনীপুরের জজ মেং এচ, টি, রেক্স সাহেব জিলা চব্বিশপরগনার জজ হইবেন, মেং ডবলিউ, লিউক সাহেব বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুরে যাইবেন, মেং জে, এস, টরেন্স সাহেব ২৪ পরগনার কালেক্টরী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, এবং কালেক্টর মেং এচ, সি, হেমিলটন সাহেব বর্দ্ধমানে গমন করত লিউক সাহেবের পদে নিযুক্ত হইবেন।

মঙ্গলবাসরীয় হরকরা পত্রে লিখিত হইয়াছে যে গাড়ী ঘোড়া ও গো সংযোজিত শকটাদির প্রতি [illegible] নিরূপণের নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে গত সোমবার দিবসে গরুর গাড়ীওয়ালারা ঐক্য হইয়া গাড়ী চালনা করেনাই ইহাতে বণিকদিগের পক্ষে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, যেহেতু ঐ দিবস তাঁহারা জাহাজ হইতে কোন দ্রব্যাদি তুলিতে অথবা জাহাজে পাঠাইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ এই প্রচণ্ড ঝড়ের সময়ে গঙ্গার [illegible] বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক দ্রব্যাদি ভিজিয়া গিয়াছে, গাড়োয়ানেরা [illegible] গরুর গাড়ীর দ্বারা তাহারদিগের অধিক উপার্জ্জন হয় না, [illegible] নির্দ্দিষ্ট কর প্রদানে তাহারা অক্ষম, যাহা হউক গাড়োয়ানদিগের [illegible] প্রতি অবশ্য প্রশংসা করিতে হইবেক।

মফঃসলাইট পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল, উত্তর পশ্চিম রাজ্যের লিউটিনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত [illegible] সন সাহেবের পীড়া দিনঃ বৃদ্ধি হইতেছে, পর্ব্বতে গমন করিয়া তিনি সুস্থ হইতে পারেন নাই, অতএব অতি ত্বরায় উত্তমাশা অন্তরীপে অথবা বিলাতে গমন করিবেন, এবং তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সমভিব্যাহারি সেক্রেটরী মেং এচ, এম, আলিয়ট সাহেব তাঁহার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কুচিদ্ভ্রামংভ্রাম য়তন্দ্রগীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

[illegible] সংখ্যা) শুক্রবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৮ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible] বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] আসামের মধ্যস্থিত [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [illegible] এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"[illegible]" নামক স্তোয়ারের [illegible] "[illegible] নদী" নামক বাষ্পীয় [illegible] টানিত হইয়া বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন [illegible] পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদি [illegible] প্রেরিত হইবেক।

[illegible] স্থান, পেসেজ অর্থাৎ [illegible] আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি[illegible] দরখাস্ত সকল অর্পণ [illegible] হইবেক।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।
[illegible] ডিপার্টমেণ্ট।
[illegible] জুন ১৮৪৯। [illegible]

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডার সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত হরিমোহন ঠাকুরের সরবাহেবর উমানন্দন ঠাকুরের উত্তরাধিকারী ললিতমোহন ঠাকুর ও উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ব্রজেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে বেণ্ডীসিওনৈ এক্সপোনাস নামক রওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৪।১ চারি বিঘা ছয়কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে হরিমোহন ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। পূর্ব্ব দিগে উক্ত আসামী উমানন্দন ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। পশ্চিম দিগে রাস্তা এবং রাজা রাজনারায়ণ রায়ের এক খণ্ড ভূমি। এবং উত্তর দিগে উক্ত আসামী উমানন্দন ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৫।২ নম্বরের এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভদ্রাসন অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১৮ আঠারো কাঠা তাহা উভয় দিগে উপরোক্ত বাটীর লাগাও তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশে

ষতঃ দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিগে উপরোক্ত আসামী উমানন্দন ঠাকুরের এক খণ্ড ভূমি। উত্তর দিগে এক রাস্তা। এবং পশ্চিম দিগে জিতু সাহার এক খণ্ড ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ২৭ নং এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ভদ্রাসন অথবা বসতিবাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে নিলুবসাখের এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। পশ্চিমদিগে নরহরির এক খণ্ড ভূমি ও বাটী। এবং উত্তর দিগে মণ্ডল ইষ্ট্রিট।

৪ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগনার উলটাডিঙ্গির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাগান এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহাতে এক পুষ্করিণী ও নানা প্রকার বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ১৬/ ষোল বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে মৃত্যুঞ্জয় সুরের এক বাগান। পূর্ব্ব দিগে স্বরূপ ধরের বাগান। উত্তর দিগে সাধু ওস্তাগরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার কাজীডাঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান ৩৯/৪ উনচল্লিশ বিঘা চারি কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে নরনারায়ণ সেঠের এক খণ্ড ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার বাগজলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বিল যাহা কুনিরবিল নামে বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে একখণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৯/ নয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গোবর্দ্ধন মণ্ডলের ভূমি। পূর্ব্ব ও উত্তর দিগে মুন্সী আমীরের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার সিঁতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ জোড়াটিয়া ভূমি অনু[illegible] ৬/০ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী [illegible] বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার ম[illegible] ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসা[illegible] মৃত উমানন্দন ঠাকুরের যে স্বত্ব[illegible] অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা [illegible]রে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়ম[illegible]সারে বিক্রীত হইবেক তাহা এই[illegible] চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দি[illegible] কৃষ্ণ বসুর ভূমি। পূর্ব্ব দিগে প্রা[illegible] মল্লিকের বাগান। পশ্চিম দিগে [illegible] সেনের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে [illegible] গোসাঞ্জের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করি[illegible] এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানি[illegible] পারিবেন।

R. STOPFORD[illegible]
Sheri[illegible]
আর, ষ্টাপফোড।
সরিফ[illegible]

কলিকাতা।
৩১ মে ১৮৪৯।

সংবাদ প্রভাকর

২৭ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ [illegible]।

আমরা অতি যত্ন পূর্ব্বক নি[illegible] পত্র প্রকটন করিলাম, পাঠক মহ[illegible]য়েরা ইহা দৃষ্টি করিলে লেখক [illegible]শয়ের লেখার প্রতি সাধুবাদ প্র[illegible] করিবেন, যেহেতু কোন এক দু[illegible] বিষয় যেরূপে বর্ণনা করিতে হয় [illegible]

[illegible]হাই করিয়াছেন, এই পত্র পাঠ [illegible]রেতে২ আমরা নয়ননীরে নিমগ্ন [illegible]য়াছি, এবং যে সময়ে ইহার মু[illegible] [illegible]গন করিব সেই সময়েই অন্তঃক[illegible] [illegible] দারুণ যন্ত্রণার উদয় হইবেক, কা[illegible] [illegible] এক আমরা পাদরিদিগের অত্যা[illegible]রেই বিব্রত হইয়াছি, তাহার উপর [illegible]বার রাজাত্যাচার প্রবল হইলে [illegible]ানসত্তেই পৃথিবী মধ্যে বাস হইতে [illegible]রে না। এইক্ষণে এমত স্থান আর [illegible]াপি দেখা যায় না, যে স্থানে আম[illegible] [illegible]সঙ্কোভাবে সুখ সম্মান প্রাপ্ত হই[illegible] পারি, যাহা হউক, সকলি অবস্থার [illegible] [illegible]র্ভর করে, আমারদিগের [illegible]াধ্য এককালীন সূর্য্যের ন্যায় [illegible] ধারণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে [illegible]ন অদৃষ্ট নাম ধারণ পূর্ব্বক অদৃষ্ট [illegible]য়াছেন।

[illegible]ন্যবর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
[illegible]প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু।

যদিও আমি মহাশয়ের পত্রিকা [illegible]ণ করি না, তথাপি এই ভরসাবল [illegible] করিতেছি যে প্রভাকরের প্রভা[illegible]গের প্রতি সমান, এজন্য নিম্ন লি[illegible] কতিপয় পঙ্ক্তি মহাশয়ের সদনে [illegible]ণ করিতেছি, কৃপা পূর্ব্বক কটাক্ষ [illegible] পুরঃসর অশুদ্ধ শোধন করত [illegible]করে পত্রারূঢ় করিয়া চিরবাধিত [illegible]বেন।,,

[illegible] পরনিন্দা করা অত্যন্ত গর্হিত বটে, কিন্তু স্বদেশের প্রতি অন্যা[illegible]রণ দেখিয়া কি প্রকারে মূক [illegible] ন্যায় মূক হইয়া থাকি? যে স্বদেশের প্রতি স্নেহ করাই জগ[illegible]রের এক নিয়ম, ও মনুষ্যের মহৎ কার্য্য। সম্পাদক মহাশয়গো, মিসনরিদিগের অত্যাচারে বুঝি আর হিন্দু ধর্ম্ম থাকে না, তাঁহারদিগের চাতুর্য্য কি পর্য্যন্ত কিছুই কহিতে পারি না, তাঁহারা এই আত্ম অভিমান করিয়া থাকেন যে আমরাই "এনলাইটেণ্ড,, ও সত্যবাদি, হায়! শঠতা কি এনলাইটেণ্ড জাতির প্রধান ধর্ম্ম? এই এক দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছি তদ্দ্বারা তাঁহারদিগের সত্যাসত্যের চিহ্ন জগন্মণ্ডলে আশু প্রকাশ পাইবেক, সকলেই জ্ঞাত আছেন যে কৃষ্ণনগরে মিসনরিদিগের এক ইংরাজী বিদ্যালয় আছে ও তাহাতে ভদ্রাভদ্র অনেক বালক বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, সংপ্রতি উক্ত বিদ্যালয়ের কোন হিন্দুজাত খ্রীষ্টান শিক্ষক কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তি ভাজ্জাঙ্গলা নামা পল্লীগ্রামের কোন ত্রয়োদশ বয়স্ক বিপ্র তনয়কে কৌশল পূর্ব্বক অর্থাৎ ভুলাইয়া খ্রীষ্টান করিয়াছেন, তাঁহার গুণের কথা কি কহিব, তিনি ইহার পূর্ব্বে স্বীয় ছাত্রগণকে কহিতেন যে "যিনি২ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মান্য কর তিনি২ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর,, ইহাতে যে২ বালক কর ঊর্দ্ধ না করিত তাহারদিগকে ছল করিয়া অর্থাৎ পাঠাভ্যাস কর নাই, এই কথা বলিয়া দণ্ড বিধান করিতেন এবং যে২ বালক দণ্ড ভয়ে কিম্বা শিক্ষক মহাশয়ের প্রসন্ন লাভার্থে অথবা শ্রেণীর উচ্চ স্থানাভিলাষে মৌখিক কহিত যে আমি খ্রীষ্টানধর্ম্ম মান্য করি, তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শ্রেণীর প্রথম স্থান দিতেন ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিসনরি সাহেব দ্বারা মুদ্রা অথবা পুস্তক প্রদান করাইতেন। ইতিপূর্ব্বে এক দিবস যৎকালে খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতেছিল তখন উল্লেখিত ব্রাহ্মণ পুত্র ঐ সমস্ত লোভে লোলুপ হইয়া ও শিক্ষক মহাশয়ের প্রতারণায় বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টান হইতে সম্মত হইলে পর ঐ শিক্ষক তাহাকে গৃহে যাইতে না দিয়া আপন বাটীতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, পরে তাহার পিতা নিয়মিত কালে পুত্রকে গৃহে সমাগত না দেখিয়া ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণকে স্বীয় পুত্রের বাটী না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল যে সে সাহেবের ভবনে আছে ও আমারদিগকে কহিলেক যে তোমরা অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ স্নেহের বশীভুত হইয়া সাহেবের বাটীতে গমন করিলেন, তাঁহার গমনের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে মিসনরি সাহেব ও শিক্ষক মহাশয় পরামর্শ করিয়া তাঁহারদিগের কোন নিকটস্থ কুঠিতে (ব্যাপ্টাইজ) করণার্থ প্রেরণ করিবার স্থির করিলে পর উক্ত বিপ্র সাহেবের ভবনে উপস্থিত হইয়া অশ্রুমুখে বিনতি পূর্ব্বক কাতর বাক্যে কহিতে লাগিলেন যে "মহাশয় আমার সন্তান কোথায়, যদি তাহাকে রাখিয়া থাকেন তবে ছাড়িয়া দেন,, তখন সত্যবাদী ধার্ম্মিক পাদরি সাহেব অম্লানবদনে কহিলেন যে "তোমার সন্তান কোথায়; আমি তাহা জানি না,, এই সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ হইয়া ম্লানবদনে সদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তদনন্তর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিলে তিনিও অদৃষ্ট বশতঃ এ বিষয়ে মনোযোগ করি

লেন না, যেহেতু "চোরে চোরে মাশতুত ভাই," তখন বিপ্র পুত্র প্রাপ্তাশয়ে এককালে নিরাশ হইয়া দাবাদগ্ধ কুরঙ্গের প্রায় ইতস্ততঃ বৃথা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সম্পাদক মহাশয়েরা, ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা আর কি কহিব, জীবিত পুত্রে মৃত পুত্রবৎ একেবারে বিয়োগ হইল, ইহার অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এবং মিসনরি ভায়াদিগের ধূর্ত্ততা পদে২ প্রকাশ হইতেছে, যদি কহেন যে সে বালক স্বেচ্ছাধীন খ্রীষ্টান হইয়াছে, তবে এই কথা কহিতে ইচ্ছা করি যে দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ বয়স্ক বালকের কি ধর্ম্ম বোধ সূক্ষ্ম রূপে হইতে পারে? ও দুই পাঁচ পাত বাইবেল পড়িলে কি ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে? ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে, তবে ইহাই কহিতে হইবেক যে উক্ত বালককে কেবল ছল দ্বারাই খ্রীষ্টান করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু ঐ বালককে এস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণের তাৎপর্য্য কি ছিল? এই অশুভ ঘটনাতে প্রায়ই সমস্ত বালক যমালয় স্বরূপ পাদরির স্কুল পরিত্যাগ করিয়াছে এবং উক্ত স্কুলের কোন২ শিক্ষক বন্ধু এই অন্যায় আচরণ দেখিয়া কর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখনকার মহারাজা বাহাদুর অত্রস্থ বালকগণের পিতা মাতাকে উক্ত স্কুলে স্ব স্ব সন্তান পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছেন, আর একটা স্বতন্ত্র বিদ্যাগার সংস্থাপন করিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, অনুমান করি অতি ত্বরায়ই বিদ্যাগার স্থাপিত হইবেক। ইহার বিস্তারিত ক্রমশঃ প্রকাশ করিব ইতি।

কস্যচিৎ কৃষ্ণনগরবাসি জনস্য,

কৃষ্ণনগর নিবাসি ভদ্র মহাশয় দিগের প্রতি আমরা বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি তাঁহারদিগের সন্তানেরা মূর্খ হইয়া ঘরে থাকুক তথাচ আর পাদরির স্কুলে প্রেরণ করিবেন না, সন্তানের শিক্ষার জন্য সাধ্য মতে যত সদুপায় করিতে পারেন তাহা করুন, নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর অবিলম্বে এক সাধারণ সভা আহ্বান পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করুন, যে স্থলে রাজদ্বারে নালিস করিলে বিচার পাওয়া যায় না সেই স্থলে আত্মসার করিয়া আত্ম রক্ষা করা উচিত হয়। প্রং সম্পাদক

বিখ্যাত সেনাপতি শ্রীযুত স্যার উইলিয়ম গমস সাহেব কেথেরিণ আপকার নামক জাহাজারোহণ পূর্ব্বক সারচোপদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, যেহেতু বিলাতের কর্ত্তাপক্ষ মহাশয়েরা তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যে তিনি লার্ড গফ সাহেবের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইবেন, কিন্তু তাঁহার সকল আশা বিফল হইয়াছে, তিনি এখানে আসিয়া অবগত হইয়াছেন যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে শ্রীযুত স্যার চারেলস নেপিয়ার সাহেব গবর্ণমেণ্ট হৌসে রীতিমত শপথ করত উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন, বিলাতের প্রধানগণ স্যার উইলিয়ম গমস সাহেবকে পত্র লিখিয়া পরিশেষ কি কারণে স্যার চারেলস নেপিয়ার সাহেবকে প্রধান সেনাপতির পদে মনোনীত করিলেন আমরা তাহা বিবেচনা করণে অক্ষম হইলাম, অপিচ ইংরাজী সহযোগি মহাশয়েরা লিখিয়াছেন যে চিলানওয়ালার যুদ্ধে ব্রিটিস সেনারা পরাজিত হওয়াতে বিলাতের প্রধানগণ ভীত হইয়াছিলেন একারণ স্যার উইলিয়ম গমস সাহেবের নিকট উক্ত পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, পরে রামনগরের যুদ্ধে জয়লব্ধ হওয়াতে তাঁহারদিগের সেই ভয় নিবারণ হয়, এবং তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক নেপিয়ার সাহেবকে প্রধান সেনাপতির পদে মনোনীত করেন, যাহা হউক, স্যার উইলিয়ম গমস সাহেবের আশা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি অবশ্য দুঃখিত হইতে পারেন, যেহেতু কলিকাতা [illegible] আগমন জন্য অকারণ তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং পুনর্ব্বার [illegible] পদ্বীপে গমনার্থও অর্থ ব্যয় হইবেক।

লাহোর হইতে কোন সংবাদ দাতা লেখেন যে ব্রিগেডিয়র [illegible] সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, জল বায়ুর পরিবর্ত্তন জন্য অবিলম্বে অনরকুলি নামক স্থানে গমন করিবেন। মূলরাজের অপরাধের বিচার অবিলম্বে আরম্ভ হইবেক, তাহা সন্দর্শনার্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লাহোরে আগমন করিয়াছেন, ঐ বিচার আরম্ভ হইলে বিচার গৃহে সকলেই গমন করিতে পারিবেন। লাহোরের [illegible] দ্বার সকল প্রতি দিবস বন্ধ হই[illegible]

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগের গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩[illegible] সংখ্যা) শনিবার ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ৯ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]র্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [illegible] এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"[illegible]," নামক সোয়ারের [illegible] "[illegible]নদী," নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান [illegible] মাসের ১৩ তারিখে সুন্দরবন [illegible] পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদি [illegible] প্রেরিত হইবেক।

[illegible]ফুট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত [illegible] কল অর্পণ করিতে হইবেক।

[illegible]মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible]ম ডিপার্টমেণ্ট।

[illegible] জুন ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৪ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব উমেশচন্দ্র পালচৌধুরির বিরুদ্ধে বেণ্ডীসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্রমভাবে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা নদীয়া পরগনে বাগুয়ানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তালুক তাহাতে ৪১ মৌজা আছে বিশেষতঃ তরফ মুনসেফ পুরের শামিল নিজ মুনসেফ পুর, মৌজা হাটখোলা, মৌজা মধুপুর, মৌজা ধান্যঘরা, মৌজা সুবলপুর, মৌজা রঘুনাথপুর, মৌজা জলকর বৈসা, যাহা কুড়গাচা নামে বিখ্যাত, মৌজা সাদরাবি, মৌজা কৃষ্ণপুর, মৌজা জিরাট, মৌজা সুলতানপুর, মৌজা ছয়ঘরিয়া, মৌজা জয়রামপুর, মৌজা ঈশ্বরকুলি, মৌজা দশমী, মৌজা বারবলদিয়া, মৌজা বইচিতলা, মৌজা মুকুন্দপুর, মৌজা দাকুলা, মৌজা গদরা, মৌজা শিবনগর, মৌজা চন্দ্রবাস, বিনাম পুক্কামারি, মৌজা বৌকুমারী, মৌজা তারিণীনগর, মৌজা রামচন্দ্রপুর, বিনাম ছোট আন্দুলিয়া, ডিহি রাজপুরের মধ্যে মৌজা নিজ রাজপুর, মৌজা রাধাকান্তপুর, মৌজা বাড়িবাঙ্কা, মৌজা গোঙ্গরা, মৌজা রাজিবপুর, মৌজা সন্তোষপুর, বিনাম জানপুর, মৌজা বাগুয়ান, মৌজা সাতপোতা, বিনাম পুঁটিমারি, মৌজা অন্নদাপুর, বিনাম ধর্ম্মপুর, মৌজা, চড়কপোঁতা, মৌজা জলকর গারাদোর, গোপীনাথপুর, মৌজা সোনপুকুরিয়া, মৌজা জলকর, পাড়ামারি, মৌজা হরনগর, মৌজা গোপালপুর, মৌজা গোবিপুর, মৌজা সাহেব নগর, তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত অসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত

কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ও খড়া পরগনার শ্রীনগর চাকলার অন্তঃপাতি রাণাঘাটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৬/ ছয় বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে এক রাস্তা। দক্ষিণ দিগে এবং পূর্ব্ব দিগে পালচৌধুরীদিগের বাগাৎ ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর বাগাৎ ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ১২/ বারোবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক রাস্তা। উত্তর দিগে নীলকমল পাল চৌধুরীর বাগান ও খোপা হরি ধোপার বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে পাল চৌধুরীর বাজার।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ বগাৎ ভূমি তাহাতে অনেক ফুলের গাছ আছে এবং তাহার সহি[illegible] যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা ঘর ও এক খড়ুয়া ঘর তাহা ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান ৪/ চারিবিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে নীলকমল পালচৌধুরীর ভূমি। পূর্ব্ব উত্তর দিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পালচৌধুরীর বাগান। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা নারিকেল বাগান বলিয়া বিখ্যাত ভূমি অনুমান ৮৵০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী উমেশচন্দ্র পালচৌধরীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে বাজার। উত্তরদিগে পালচৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম দিগে দেওয়ান রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা বাটী এবং পূর্ব্বদিগে উক্ত উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর পুষ্করিণী।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর [illegible] খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে [illegible] নেক বৃক্ষ ও তাহা ইষ্টক নির্ম্মি[illegible] চীর দ্বারা বেষ্টিত ভূমি অনুমান [illegible] দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক [illegible] বেশী হউক তাহাতে ও তাহার ম[illegible] ও তাহার উপর পূর্ব্বো[illegible] আসামী [illegible] মেশচন্দ্র পালচৌধুরীর [illegible] ধিকার ও সম্পর্ক আছে [illegible] লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মান[illegible] বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে [illegible] সীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে [illegible] চৌধুরীর ভূমি। পশ্চিম [illegible] উমেশচন্দ্র পালচৌধ[illegible] উত্তরদিগে পাল চৌধ[illegible] ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উমেশ[illegible] পালচৌধুরীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে [illegible] এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত [illegible] পারিবেন।

R. STO[illegible]RD.

আর, ষ্টা[illegible]

কলিকাতা।

২ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র [illegible] কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে [illegible] কলিকাতার গরাণহাটার [illegible] ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থা[illegible] অপর এক দোতালা বাটী নম্বর [illegible] এবং বড় বাজারের কালাকর ষ্ট্রি[illegible] ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠ[illegible] খানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে [illegible] [illegible]ছল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যা[illegible]বেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহা[illegible] প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করি[illegible] অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া[illegible] সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারি[illegible]বেন।

65

[illegible]প্রভাকর

জ্যেষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

[illegible] রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের [illegible] হওয়াতে অনেক বিষয়ে [illegible] হইয়াছেন, রাজপুরুষে [illegible] সুনিয়মে বিচার বিতরণ করা[illegible] কি [illegible] কি নির্ধনী সকলেই স্বীয়২ [illegible] রক্ষা পূর্ব্বক কালযাপন [illegible]ন, প্রজার বিদ্যা বৃদ্ধি বিষ[illegible] গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ যত্ন দেখা [illegible]ইতেছে, সাধারণের উপকার কল্পে [illegible]দিগের অনুরাগের ত্রুটি নাই, [illegible] প্রায় সকল দেশেই উত্তম [illegible] ও সরাবর এবং স্থানে২ নদ নদী [illegible] নিমিত্ত সেতু বন্ধন হই[illegible]ছে, এতদ্ভিন্ন ব্রিটিস রাজপুরুষেরা [illegible] অনেক বিষয়ে আমার[illegible] উপকার করিতেছেন, তত্তা[illegible] একত্রে লিখিতে হইলে প্রস্তাব [illegible] হয়, একারণ আমরা এই স্থলে [illegible] অধিক উল্লেখ করিলাম না, [illegible] আমারদিগের এই মাত্র পরমা[illegible]ক্ষেপ যে কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের উচিত মনোযোগ ও সাহায্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রায় প্রতিবৎসর, রাঢ় অঞ্চলের কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অপিচ ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিছুই বিবেচনা করেন না, কেবল রাজস্ব প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজ করের সকল টাকা প্রাপ্ত না হইলেই নীলামের ডাকে জমীদারের জমীদারী বিক্রয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাতে কৃষকের ক্লেশ শতগুণে বৃদ্ধি হয়, জমীদারেরা রাজকোষ পূরণার্থ তাঁহারদিগের প্রতি অধিকতর অত্যাচার করেন, কৃষকগণ একে দামোদর নদের অত্যাচারে মলিনচিত্ত তাহাতে আবার ভূম্যধিকারির তাড়নায় একেবারে জ্বলিতাঙ্গ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া নিশ্বাস নিঃসরণ পূর্ব্বক ভূপতির অকল্যাণ করিয়া থাকে।

বহু দিবস গত হইল বিলাতের হৌস অফ কামন্স নামক প্রজাদিগের সাধারণ সভায় কোন২ বিচক্ষণ মেম্বর মান্যবর মেং ব্রৌন সাহেবকে এতদ্রাজ্যের কৃষিকর্ম্মকারি প্রজাদিগের অবস্থা ঘটিত কোন২ প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অতি আক্ষেপ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "গবর্ণমেণ্ট অর্থ লোভ জন্য ভূমির উৎপন্ন হইতে অধিক টাকা সংগ্রহ করণের অভিপ্রায় করাতে কৃষকেরা সমূহ ক্লেশে পতিত হইয়াছে, যে বৎসর দৈবানুগ্রহে ক্ষেত্রে অধিক শস্য জন্মে সে বৎসরও তাহারদিগের সেই ক্লেশের নিবারণ হয় না, তাহারা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে যে সকল শস্য উৎপাদন করে তাহার প্রায় সমুদয় অংশ ভূম্যধিকারিরা রাজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কোন দোষ নাই, যেহেতু তাঁহারা তাহা না করিলে রাজতাড়না নিবারণ করিতে পারেন না, জমীদারকে কর দিয়া কৃষকেরা যে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহারদিগের আহার বস্ত্রের সাহায্য হয় না, বরং ক্ষেত্র কর্ষণের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা অধিক সুদ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া বীজ ধন্যাদি আহরণ ও অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, অতএব ভারতবর্ষের কৃষকদিগের ন্যায় দুঃখিলোক কোন রাজ্যেই নাই, তাহারদিগের দুরবস্থা দৃষ্টি করিলে কঠিন অন্তঃকরণেও করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে।"

মান্যবর মেং ব্রৌন সাহেবের এই উক্তির দ্বারা এতদ্দেশীয় কৃষিকর্ম্মকারিদিগের স্বরূপ অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কোন প্রকার সুনিয়ম করিতেন এবং তাহারদিগের অবস্থার প্রতি স্নেহ রাখিতেন তবে কথিত সাহেবের রসনা হইতে এই সকল বাক্য কদাচ নির্গত হইত না।

পরন্তু এগ্রিকলচুরাল সোসাইটির কোন বিচক্ষণ মেম্বর কৃষকদিগের অবস্থা সংশোধনার্থ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে বিলাতে যে প্রকার হল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এতদ্দেশে তাহার ব্যবহার হইলে এবং কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশ মধ্যে স্থানে২ তদ্বিদ্যালয় করিলে এই রাজ্যের উর্ব্বরা ভূমি হইতে নানা প্রকার শস্যাদি উৎপত্তি হইতে পারে,

কিন্তু ঐ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট সম্মত না হওয়াতে প্রস্তাবকর্ত্তা মহাশয়ের পরিশ্রম মাত্র সার হইয়াছে, অতএব ভূপতির পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এতদ্দেশীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি জন্য তাঁহারা বিহিত মনোযোগ করেন, কারণ ক্ষেত্র হইতে বিবিধ প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুররূপে প্রাপ্ত না হইলে দেশীয় লোকদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারে না।

কলিকাতা পুলিসের অভিনব সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং লা সাহেব প্রথমে যেরূপ আসরজারি করিয়া বসিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তাঁহার দ্বারা পুলিস সংক্রান্ত ক্ষুদ্র২ অত্যাচারিদিগের দুরাচরণের অনেক প্রতীকার হইতে পারিবেক, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা প্রতি দিবস যে সকল শমন ও ওয়ারেণ্ট করিবার অনুমতি করিয়া থাকেন তাহা বিতরণ করিবার নিমিত্ত ২৭ জন পেয়াদা নিযুক্ত ছিল, মেং লা সাহেব তাহারদিগের সকলকেই পদচ্যুত করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা সকলেই বাদি ও প্রতিবাদির নিকট হইতে উৎকোচ স্বরূপ পয়সা গ্রহণ করিত, বহু দিন হইল রাজপুরুষেরা পুলিস সম্বন্ধীয় শমন ও ওয়ারেণ্টের খরচা রহিত করিয়াছেন, কিন্তু ঐ পেয়াদারা উল্লেখিত কোন প্রকার অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলে পয়সা ব্যতীত পদ চালনা করিত না, এবং বাদিদিগের কোন কথা শুনিত না, প্রত্যেক শমনে ।০ আনা ও ওয়ারেণ্টে ।।০ আনা গ্রহণ করিত, এতদ্ভিন্ন অনেক দুঃখিলোককে সময়ে২ পুলিসে অভিযোগ করিতে উৎসাহ প্রদান করিত এবং তাহারদিগের আবেদনপত্র লেখকের নিকট লইয়া যাইত এবং তাহাতে সে যাহা প্রাপ্ত হইত তাহারও অংশ লইত, এইরূপে ঐ ২৭ জন পেয়াদার অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মেং লা সাহেব অনুসন্ধান দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়া একেবারে তাহারদিগের সকল ব্যক্তিকেই পদচ্যুত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অবশ্যই সুখ্যাতি হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

যে সকল সাহেবেরা ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায়২ হট্২ করিয়া বেড়াইতেন এবং গরুর গাড়ী ও কেরাচি গাড়ীর গাড়োয়ানদিগ্যে অকারণে চাবুক মারিতেন, গত শুক্রবার বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে তাঁহারা সকলেই সুসজ্জীভূত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পুলিসের বাটীতে মেং লা সাহেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সাহেব তাহারদিগ্যে দৃষ্টি করত সকলকেই পদচ্যুত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারদিগের দ্বারা পুলিসের কোন উপকার নাই, তাঁহারা কেবল অত্যাচার করিয়া বেড়াইত।

অপিচ মেং লা সাহেব তৃতীয় ডিবিজনের নায়েব, দফাদার ও অপরাপর পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মকারকদিগ্যে প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া তাহারদিগের প্রত্যেক্ ব্যক্তিকে এরূপ শপথ করাইয়াছেন যে তাহারা যথা নিয়মক্রমে পুলিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেক, তাহাতে কোন অন্যায় ব্যবহার ও দুরাচরণ করিবেক না।

দরখাস্ত লিখিবার নিমিত্ত পুলিসের দ্বারে যে সকল লোক বসিয়া থাকিত লা সাহেব তাহারদিগ্যে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং এরূপ অনুমতি করিয়াছেন যে বিচারার্থিরা যে ভাষায় ইচ্ছা সেই ভাষায় দরখাস্ত করিবেক।

আমরা আরো অবগত হইলাম যে লা সাহেব শান্তিপুর হইতে ৩০ জন সেঠিয়াল আনাইয়া তাহারদিগ্যে কলিকাতার পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, অতএব লা সাহেবের এই সকল বিবেচনাকে সুবিবেচনা কহিতে হইবেক, যাহা হউক, তিনি কিরূপ নিয়মে পুলিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন আমরা এইক্ষণে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম, তদ্বিষয়ে কোন কথার উল্লেখ মাত্র করিলাম না।

গত দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ভাগলপুর ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে এবৎসর নীল [illegible] জন্মে নাই, সুতরাং নীলকরদিগের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিলাত হইতে কোন [illegible] পত্র লিখিয়াছেন যে মহামান্য বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী [illegible] জান রসল সাহেব ও তাঁহার [illegible] ব্যাহারি হুইগ মতাবলম্বিরা অতি শীঘ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর [illegible]

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সগ প্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যংভ্রাম মতন্দ্রমীযদমূভং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

[illegible] সোমবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১১ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

[illegible] বাষ্পীয় জাহাজের [illegible]জ্ঞাপন।
[illegible] আসামের মধ্যস্থিত [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [illegible] আরোহিদিগের [illegible] বিষয়।
[illegible] নামক সোয়ারের [illegible] নামক বাষ্পীয় [illegible] টানিত হইয়া বর্ত্তমান [illegible] তারিখে, সুন্দরবন [illegible] উল্লেখিত স্থানাদি [illegible] বেক।
[illegible] পেসেজ অর্থাৎ [illegible] নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] সাহেবের আফি[illegible] দরখাস্ত সকল অর্পণ [illegible]
[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
[illegible] মেণ্টের ষ্টিমরেসেলের [illegible] কর্ম্মচারী।
[illegible] ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

৩০ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

হইয়া গাড়ী চালনায় বিরত হওয়াতে বণিকদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, আমরা অবগত হইলাম যে এই ক্ষতি নিবারণ নিমিত্ত সদুপায় করিবার অভিপ্রায়ে চেম্বর অফ কমর্সের মেম্বর মহাশয়েরা গত শনিবার দিবসে এক সভা করিয়াছিলেন, ঐ সভায় অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল, [illegible] তাও অল্প হয় নাই, কিন্তু [illegible] বিষয়ে সভাস্থদিগের অভিপ্রায় কিছুই ধার্য্য হয় নাই, কেহ২ বলিতেছেন যে বণিকেরা কলিকাতা নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক কমিসানরদিগের সহিত এরূপ বন্দবস্ত করিবেন যে তাঁহারদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল গাড়ী নিযুক্ত থাকিবেক তাহার টেক্স তাঁহারা দিবেন, তজ্জন্য গাড়য়ানদিগের নিকট কোন বিষয় পাঠাইতে হইবেক না, যাহাহউক যে পর্য্যন্ত উল্লেখিত সভার সমুদায় বিবরণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ না হয় তদবধি আমরা এই জনশ্রুতির প্রতি সংপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, আমরা আরো অবগত হইলাম যে কলি[illegible]

বানীপুর, খিদিরপুর, বেলেঘাটা ইত্যা দি স্থানে গিয়াছে, এবং গাড়ুয়ানেরা অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি গ্রহণ করত নানা স্থানে গমনাগমন করিতেছে, কোন মতেই নগরে আসিতে স্বীকৃত হয় না, যাহাহউক গাড়ুয়ানদিগের এই গোল যোগে দ্রব্য বাহক মুটেদিগের বিলক্ষ ণ আদর বৃদ্ধি হইয়াছে কোন দ্রব্যাদি কোন স্থানে প্রেরণ করিতে হইলে স কলেই তাহাদিগ্যে ডাকিয়া থাকে, সু তরাং তাহারা অধিক পয়সা প্রাপ্ত না হইলে কোন মোট গ্রহণে স্বীকৃত হয় না, অপিচ এই গোলযোগ নিবারণ নিমিত্ত রাজপুরুষদিগের পক্ষে আশু কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, নচেৎ বণিক বর্গের ও অপর সাধার ণের বিস্তর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আমারদিগের কখনই এমত প্রা র্থনা নহে যে প্রকাশ্য পত্রের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা কোন অতথ্য বিষয় লইয়া মিথ্যা বাগাড়ম্বর করত জনসমাজে নিন্দিত হয়েন, বিশেষতঃ আমারদিগে র প্রাচীন ঠাকুরদাদা চন্দ্রিকা প্রকাশ ক সর্ব্বদা বার্দ্ধক্য কালের ধর্ম্ম রক্ষা করেন ইহাই নিতান্ত মানস, কিন্তু কি করি তিনি পরবশ হইয়াছেন, সুত রাং পরের অধ্যক্ষতায় যাহা হইবার তাহাই হইতেছে, ফলে খেদের বিষয় এই যে “ এমত সোণার চন্দ্রিকা যৎ সামান্য পেচকের চঞ্চুর প্রহারে অপ বিত্রা হইল, অধুনা আমরা অন্য কথা র প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া ভাস্কর পত্র হইতে নিম্নস্থ বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

“ আমরা গত ১৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বাসরীয় ভাস্করে আনন্দিত হইয়া এই পাঠশালার সমাচার লিখিয়াছি লাম, তদ্দৃষ্টে অন্যান্য সমাচার পত্রে বিশেষতঃ প্রভাকরে এই বিষয় প্রকা শ হয় ইহাতেই চন্দ্রিকা সম্পাদক লে খেন ,, নগর মধ্যে জনশ্রুতি এবং স ম্বাদ পত্রাদিতেও প্রকাশ হইয়াছিল যে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর আপনার দিগের বাটীর ও অন্যান্য ভদ্র বালি কাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে শোভাবাজা রের রাজ বাটীতে এক বিদ্যালয় স্থাপ ন করিয়া সংস্কৃত কালেজের অনেক ছাত্র দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা দিতেছেন কিন্তু আমরা স্বয়ং রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিয়াছি এবং রাজা বাহাদুরের স্বমুখে শুনিয়া য়াছি যে রাজ বাটীতে দ্বিতীয় স্ত্রী বি দ্যালয় স্থাপিত হয় নাই ,, আমরা পূ র্ব্বেই চন্দ্রিকাতে এবিষয় দেখিয়াছিলা ম তথাচ অভিপ্রায় ছিল না, প্রাচীনা চন্দ্রিকার প্রতি কটাক্ষ করি, এবং চন্দ্রি কা লেখক শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ ভ ট্টাচার্য্যের সাক্ষাতেও ইহাই ব্যক্ত করিয়া ছি কিন্তু তৎপরে দৃষ্ট হইল জ্যৈষ্ঠ মা সের পঞ্চ বিংশতি দিবসীয় প্রভাকর পত্রে ইহার আন্দোলন উপস্থিত হই য়াছে এবং প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার প্রকৃত উত্তর করিতে হইলে চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়কে অবশ্য আমারদি গের মত আশ্রয় করিতে হইবেক, তথাপি চন্দ্রিকা সম্পাদকের অভি সন্ধি ছিল, আমারদিগের মিথ্যা কথন সপ্রমাণ করেন অতএব আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এক দিবস প্রাতঃকা লে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইদিগে আসিবে ন আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে যাইয়া পাঠশালায়, এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে বালিকাদিগের সংখ্যা গণনা ক রিয়া দেখাইয়া দিব এবং এই পাঠশা[লা] যে দিবস হইয়াছে তাহার নিশ্চয় প্র মাণ সেই স্থানেই পাইবেন, আমরা গবাক্ষে বসিয়া রাজবাটীর কথোপক থন শুনিতে পাই, চন্দ্রিকা সম্পাদক রাজবাটী হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে থাকেন ইহাতেও আমারদিগের ক[থা] মিথ্যা করিতে চাহেন এ [illegible] সাহসের কর্ম্ম, রাজা রাধাকান্ত বা দুর কি পূর্ব্বে তাহার বাটীতে পাঠশা লা করিয়া বালিকা গণকে শিক্ষা দান করেন নাই, এবং [illegible] বৎসর হইল কোন বিশেষ কারণে তাঁহার বাটীর বালিকা পাঠশালা [illegible] ছিল না, এইক্ষণে রাজা বাহাদুর পু নর্ব্বার স্ত্রী শিক্ষার পাঠশালা করি[য়া] ছেন, প্রতিবাসিগণের বালিকারা রাজ বাটীতে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ ক রিতেছে, এ সমাচার [illegible] দোষ কি, বরং আহ্লাদের বিষয় [illegible] ন্যাই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলা[ম] চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় আমার[দি] গের লিখিত সত্য বিষয় কেন মি[থ্যা] মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন করিতে চাহেন, [illegible] বিষয় কেহ গোপন করিতে পা[রে] ন না,, ।

ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় [illegible] লিখিয়াছেন যদিও তাহাই যথেষ্ট হই য়াছে তথাচ কেবল একটী কথা জিজ্ঞা সা করি, আমারদিগের পূর্ব্ব প্রশ্নে র উত্তর করণে কি কারণ বৃদ্ধ [illegible] মৌন রহিলেন, অপিচ আপনি [illegible] ত্য বাক্য রটনা করিতেছেন [illegible] কিন্তু স্বয়ং শনিবারের দোষ পা[illegible]

রাজা বাহাদুরকে কেন মন্ত্রী করিতে চাহেন, রাজা অতি সম্ভ্রান্ত এবং পণ্ডি ত ব্যক্তি, অতএব প্রকাশ্য পত্রে মিথ্যা বাদিত্ব দোষে তাঁহার অগৌরব করা কখনই কর্ত্তব্য হয় না, অদ্য সঙ্কেত করিলাম, আগামিতে তিনি যেরূপ লেখেন তাহাতে তদনুরূপ বিবেচনা করা যাইবেক।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্ম রণ থাকিতে পারিবেক যে আমারদি গের গবর্ণর জেনরল লার্ড ডেলহৌ সি সাহেব উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গম ন করিবার পূর্ব্বে গোয়ালীয়র রাজ্যে র মহারাণী তাঁহার নিকট একরূপ এক আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যে তাঁহার রাজ্যের রাজকীয় কার্য্য নি র্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি মনো নীত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে অ তিশয় ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, অত এব তাঁহারদিগের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত কোন সদুপায় নিরূপিত হয়, এই আবেদন পত্র পাঠ করত শ্রীশ্রীযু ত গোয়ালিয়র রাজ্যের রেসিডেন্ট সা হেবের প্রতি অনুমতি করিয়াছিলেন, যে তিনি মহারাণীর অবস্থা ও রাজ কর্ম্মচারিগণের ব্যবহারের অনুসন্ধান করিবেন, এই অনুমতিক্রমে রেসিডে ন্ট সাহেব অনুসন্ধান করাতে রাজ স ভার একজন প্রধান কর্ম্মচারির দোষ প্রমাণ হইয়াছে, এবং রেসিডেন্ট সা হেব তাঁহাকে অনিশ্চিতরূপে পদ চ্যুত করিয়াছেন, এবং অপর দুইজন প্রধান কর্ম্মচারি পদচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৌ মামা যাদু যাঁহার বিরুদ্ধে মহারাণী অভিযোগ করেন, এবং যিনি সকল অত্যাচারের মূলাধার তিনি অদ্যাবধি পদস্থ আছেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অ ধিক শক্তি ধারণ করত রাজকার্য্য নি র্ব্বাহ করিতেছেন, রেসিডেন্ট সাহেব তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই, অতএব কেহ২ বলিতেছেন যে উক্ত সাহেব গব রনর জেনরল সাহেবের অনুমতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, যাহাহউক গোয়ালিয়র রাজ্যের তিন জন প্রধান কর্ম্মকারি অপদস্থ হও য়াতে রাজকার্য্যের বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলতা হইতেছে, রাণী রাজকীয় কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পা রেন না, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ আছেন রাজকর্ম্মচারিরা তাঁহারদিগ্যে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জানেন, বৌমামা যাদুর উকীল নকুমল পন্থিনাথ জবল পুরে ব্রিটিস রেসিডেন্ট মেং বুশবি সা হেবের নিকট একরূপ এক আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন যে মহারাণীর একজন বিশ্বাসি ভৃত্য পাকরা হাজরা রাজসৈন্যদিগ্যে রাজবিরোধি হইবার উপদেশ করিতেছে, ইহাতে রেসিডে ন্ট সাহেব ঐ ভৃত্যকে পদচ্যুত করিয়া ছেন, রাণী তাঁহাকে পদস্থ রাখিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ প্রবল হওয়াতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণবিশিষ্ট মান্যবর শ্রীযুত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
মহাশয়েষু।

সম্পাদক মহাশয়, ১৭৭০ শকাব্দা ২৩ চৈত্র বুধবাসরীয় মহাশয়ের অমূ ল্য প্রভাকর পত্রে অস্মদাদির ভ্রম জন্য দুইটী প্রশ্ন মীমাংসার্থে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রশ্নে র উত্তরস্থলে “কতিপয় যুবক দেবস্য,, ১৭৭১ শকাব্দা ৩ বৈশাখ শনিবাসরী য় ৩৩৮৫ সংখ্যা পত্রে যাহা পত্রারূঢ় করিয়াছিলেন তাহা প্রাপ্ত মাত্র সমুদয় পাঠ পূর্ব্বক হাস্য সম্বরণ করিতে পারি লাম না। উক্ত স্বাক্ষরকারি লেখকেরা লিখিয়াছেন, দেব, এই উপাধি কায়স্থ দিগের আধুনিক নহে, বোধ হয় বল্লা ল সেন কৃত কায়স্থের শ্রেণীবদ্ধ হওনা বধি প্রচলিত আছে। অতএব যদ্যপি তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানেন না তবে সংবাদপত্রে লেখনীকে চালনা করা অনুচিত ছিল, বরং সুশিক্ষিত হইয়া অথবা বিজ্ঞ জনগণকে জিজ্ঞাসা করি য়া প্রশ্নের উত্তর মহাশয়ের পত্রে পত্রা রূঢ় করিলে সন্তোষজনক এবং ভ্রম দূর হইত, শিশু বুদ্ধি অদ্যাপি অতীত হয় নাই।

লিখিয়াছেন, মদমত্ততা প্রযুক্ত প্রশ্নকারকগণ কোন দেববংশের উপর লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, নচেৎ কায় স্থেরদিগের দেব উপাধি কতকাল হইয়াছে কেবল লিখিলেই হইত। অ স্মদাদির কোন ব্যক্তির উপর লক্ষ্য নাই, তবে যিনি যাহা কহেন, প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে কোন গ্রন্থাদিতে চারি যুগের মধ্যে কায়স্থের দেব উপাধি শুনা যায় নাই, এবং এমত কেহ কহে ন নাই যে অমুক সময়ে অমুক কর্ত্তৃ ক কায়স্থের দেব উপাধি হইয়াছে, বরং দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ভীষ্ম দেব ভিন্ন অন্য কাহারো দেব উপাধি শুনা যায় নাই, অধুনা কলিতে গলি

ত্তেং শুনিতেছি যে কায়স্থদিগের দেব উপাধি বাচ্য হইতেছে ।

যৎকালীন চারি জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের উৎপত্তি তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস উপাধি হয়, অতএব ইহার মধ্যে কায়স্থের দেব উপাধি উল্লেখ নাই, আর যখন আদিশূর রাজার যজ্ঞোপলক্ষে কান্যকুব্জ দেশ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন, ঐ ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পঞ্চজন কায়স্থ আইসেন, কিয়দ্দিবস পরে ঐ দাসদিগের বংশ বৃদ্ধি হইলে পর বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুলবন্ধ হয়, তাহাতে উহারদিগের প্রধান শ্রেণী ঘোষ, বসু, মিত্র, ইহা ভিন্ন বঙ্গদেশস্থ গূহক কুলীন, ইহারা কুলের অধিকারি, এতদ্ভিন্ন মৌলিক ৭ সপ্তঘর, দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, অবশিষ্ট ৭২ ঘর অর্থাৎ নাগ, পাল, আদিত্য, রাণা, রাহা, রাউত, সোম, সাম, নন্দী, কুণ্ডু ইত্যাদি, এবং যাহারদিগের তৎকালে দাস উপাধি ছিল একাল পর্য্যন্ত ঐ দাসই আছেন, অপরঞ্চ দে, দত্ত আত্মাভিমান বশতঃ কুল ত্যাগ করেন, অস্মদাদির বোধে ঐ আত্মাভিমানিগণ আপনারা শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য কেহ বর্ম্মা, কেহ২ দের বিনিময়ে দেব কহিতেছেন, নচেৎ দেব কোন স্থানে প্রমাণ দেখা যায় নাই, যাহা হউক, ঐ দেব মহাশয়দিগের নিকটে অস্মদাদির আরো এক প্রশ্ন এই যে যদি তাঁহারা আপনারদিগ্যে সাধারণ দেব উল্লেখ করেন তবে তাঁহারদিগের পত্নী যদি তাহা করেন তবে ব্রাহ্মণীও কায়স্থ পত্নীর উল্লেখের যে প্রভেদ সে ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রভেদ, তাহাকে অভেদ উল্লেখ করিলে অতি ব্যাপ্তি দোষ জন্মে কি না ?

অধুনা অনেক ব্যক্তি বর্ম্মা হইতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ আন্দুল নিবাসী রাজা বর্ম্মা হইবার প্রত্যাশে অনায়াসে নানা কাণ্ড করিতেছেন, অতএব তাঁহার মানস বৃক্ষ এবার ফলবান হইলে আবার কোন্ দিন ব্রাহ্মণ হইবার ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিবেন, কি আশ্চর্য্য, কলিতে অর্থের দ্বারা সকলে সকল করিতে পারেন, কেহ দেব, কেহ বর্ম্মা হইয়াছেন, বোধ করি কোন্ দিন কেহ বা সালগ্রাম হইয়া বসিবেন, কিন্তু সন্ত্যাসীর না হইলেই বাঁচি ।

যুবক দেবস্য লিখিয়াছেন কায়স্থের দেব উপাধি আমরা কোন গ্রন্থ দৃষ্টে লিখিতে পারিলাম না কিন্তু বাল্যাবস্থায় গুরু মহাশয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কদলী পত্রে লিখিয়াছি । যথা । সেবক শ্রীগৌরীকুমার দাস দেবস্য । বাবুদিগের কি অগাধ বিদ্যাগো, যে কদলী পত্রের লেখাকে প্রচুর প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, কিবা স্মরণ গো যে একাল পর্য্যন্ত কদলী পত্রের লেখা স্মরণ রাখিয়াছেন, কিন্তু কোন্ স্থানে বসিয়া লিখিয়াছেন বুঝি তাহা স্মরণ নাই, তাহা স্মরণ থাকিলে তাহাও লিখিতেন অতএব এমত স্মরণ ও লিখন বিবেচনা করিলে সকলে অবশ্যই বোধ করিবেন যে তিনি কদলী বনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন ।

যুবক দেবস্য যুবত্ব স্বভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি কতকগুলীন কটু ভাষা [illegible] র হানি বিরহ, যথা, গঙ্গায় সারি গাইয়া যাইলে গঙ্গায় ক্ষতিজনক নহে, যদ্যপিও বালকের কথায় উত্তরের আবশ্যক ছিল না, তথাচ উচিত কথার অনুচিত কহিয়াছেন, ইহা অতি অনুচিত, অতএব উত্তরকাল সাবধানের জন্য এই কয়েক পংক্তি নীত্যুক্তি লিখিলাম । সম্পাদক মহাশয়, অস্মদাদির কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ কিম্বা দ্বেষ করিয়া প্রশ্ন করিবার মানস নহে, কেবল কায়স্থের দেব উপাধি কত দিন কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক হইয়াছে, ইহার নিগূঢ় প্রমাণ পাইলে অস্মদাদির সন্তোষ জানিবেন ।

যুবক দেবস্য লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যদি এতদুত্তরে সন্তুষ্ট না হন তবে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকটে এই প্রশ্ন প্রেরণ করিলেই উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতে পারেন । অস্মদাদির সংবাদ পত্রের দ্বারা প্রশ্ন করার মর্ম্ম এই যে [illegible] ভাবদ্দেববংশ জানিতে পারিবে [illegible] এই মানসে প্রভাকর পত্রে পত্রারূঢ় করিয়াছি, আর শ্রীযুত রাজা [illegible] পি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অস্ম[illegible] দূর করেন তবে পরমাপ্যা[illegible] আশীর্ব্বাদ করি, নচেৎ [illegible] সম্পাদক মহাশয়কে সর্ব্বদা [illegible] দ্বারা বিরক্ত করিব ।

কতকগুলীন্ [illegible]

বীরভূম ।

☞ এই প্রভাকর [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস [illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং [illegible] হয় । অগ্রিম বার্ষিক [illegible] ১০ টাকা ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্ষচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রণীষদগৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

[illegible] সংখ্যা ।) মঙ্গলবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল । ইং ১২ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

[illegible] বাষ্পীয় জাহাজের [illegible]জ্ঞাপন ।

[illegible] আসামের মধ্যস্থিত [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [illegible] আরোহিদিগের [illegible] বিষয় ।

[illegible] নামক সোয়ারের [illegible] ,, নামক বাষ্পীয় [illegible] টানিত হইয়া বর্ত্তমান [illegible] তারিখে সুন্দরবন [illegible] পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানাদি [illegible] হইবেক ।

[illegible] স্থান, পেসেজ অর্থাৎ [illegible] নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] সাহেবের আফি[illegible] দরখাস্ত সকল অর্পণ [illegible] হইবেক ।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

[illegible] এচ, জানিষ্টন ।

[illegible] ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

[illegible] টমেণ্ট ।

[illegible] ৪৯ ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয় ।

“ সোণ ,, নামক সৈন্যের নৌকা “ নর্ম্মদা ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৯ তারিখে সুন্দরবন পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্তত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক ।

যে সকল পুলিন্দা যাহার পরিমাণ এক ডজন কেসের অধিক নহে তাহার নিমিত্ত ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট ।

১১ জুন ১৮৪৯ ।

সংবাদ প্রভাকর

৩১ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১ ।

দিল্লীগেজেট পত্রে শ্রীযুত ডাক্তর এডলিন্ সাহেবের লিখিত যে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে পতিত ইউনিএন ব্যাঙ্কের ন্যায় বানারস ব্যাঙ্কের মূলধনের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে, ব্যাঙ্ক হইতে ক্ষতি বই লভ্য হয় নাই, কিন্তু ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা বাজার সম্ভ্রম রক্ষা জন্য মূলধন হইতে কোন সময়ে ৮ ও কোন সময়ে ১০ পরসেণ্টের হিসাবে ডেবিডেণ্ড দিয়াছেন, ডৈরেক্টর্সদিগের মধ্যে কোন সাহেব বানারস ব্যাঙ্কের স্যার বানারস ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখিয়া প্রচুর অর্থ বাহির করিয়া লইয়াছেন, কোন সাহেব আপনার নামে অনেক স্যার গ্রহণ করত বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, [illegible]

ত উপযুক্ত মূল্যে কোন ব্যক্তি তাহা ক্রয় না করাতে তিনি আপনেচ্ছায় সেই সকল স্যার বাতীল অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বানারস ব্যাঙ্কের বিষয়ে ডাক্তর এডলিন্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তত্তাবৎ যদ্যপি সত্যহয় তবে অতিশয় দুঃখ জনক বলিতে হইবেক, কারণ একে ইউনিএন ব্যাঙ্কের বিপদে জড়িত হইয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহাতে আবার বানারস ব্যাঙ্কের চলিত কার্য্য রহিত হইলে ও অংশিগণ মহাজনদিগের দেনা পরিশোধ করণে বাধ্য হইলে কি হইবেক কিছুই বলা যায় না।

আমরা আরো অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের সিবিল সম্পর্কীয় কোন২ সাহেব উল্লেখিত ব্যাঙ্কের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, এই কথা যদ্যপি সত্য হয় তবে চমৎকার বলিতে হইবেক, কারণ রাজপুরুষেরা নিশ্চিতরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারদিগের চিহ্নিত ভৃত্যদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্ক ঘটিত কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন তবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি উচিতমত দণ্ড বিধান করিবেন, সিবিলিয়ানদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সংযোজিত কোম্পানির সংস্থাপিত ভিন্ন২ ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয় করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারদিগের কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত কোন ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর অথবা টরষ্টি হয়েন নাই, যে সময়ে ইউনিএন ব্যাঙ্কের প্রথম গোলযোগ প্রকাশ হয় সেই সময়ে অংশিদিগের অনেক ব্যক্তি একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন যে সিবিল ও মেলেটরি কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাঁহারা ইউনিএন ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি ডৈরেক্টর হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন তবে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইতে পারে। অপিচ গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, যেহেতু গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা একটা বিশেষ২ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদ্যপি ব্যাঙ্কের ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন তবে সেই সমস্ত কার্য্যের ব্যতিক্রম হইতে পারে, আবেদন কারিগণ এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে আর কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। অপিচ কোন সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মকারক যদ্যপি বানারস ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর হইয়া থাকেন তবে তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী বলিয়া গণ্য হইবেন, কারণ কলিকাতা নগরে যে নিয়ম প্রচলিত আছে মফঃসলে কোন মতেই তাহার বিপরীত হইতে পারে না, যাহাহউক এই বিষয়ে হরকরা ইংলিসম্যান প্রভৃতি প্রায় সমুদয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা আপনাপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এডলিন্ সাহেবের পত্র সকল ইংরাজী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, অতএব এই বিষয়ে ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা কিরূপ উত্তর করেন আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম কিন্তু আমরা লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্কের অংশিগণ চলিত কার্য্য রহিত করিয়া যদ্যপি মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার প্রস্তাব করেন তবে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়, তাঁহাদিগ্যে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

গত বাসরীয় ইংলিসম্যান প[illegible] প্রকাশ হইয়াছে যে সিমুলিয়া ও[illegible] রি প্রভৃতি স্থানে এরূপ জনরব হ[illegible] ছে যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স স[illegible] বেরা লার্ড ডেলহৌসি সাহেবকে [illegible] প পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি ত[illegible] বর্ষের সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বর[illegible] সমভিব্যাহারে লইয়া অবিলম্বে লা[illegible] রে গমন করিবেন, এবং তথাকার [illegible] জকীয় বিষয়ে যে যে নিয়মের আ[illegible] ক হয় কৌন্সেলের দ্বারাই তৎ[illegible] নির্দ্ধারিত হইবেক, গবর্নর জেন[illegible] সাহেব ঐ কৌন্সেলের সভাপতি [illegible] নিযুক্ত থাকিয়া সকল বিষয়ে আ[illegible] র মতামত ব্যক্ত করিবেন, বঙ্গদে[illegible] ডেপুটী গবরনর সাহেব কলিকা[illegible] থাকিবেন এবং এখানকার যে২ [illegible] তাহা তাঁহার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইবে[illegible] এই বিষয়ে ইংলিসম্যান সম্পা[illegible] মহাশয় এরূপ অভিমত ব্যক্ত ক[illegible] ছেন যে কৌন্সেলের মেম্বর মহা[illegible] রা লাহোরে গমন না করিয়া ব[illegible] সিমুলিয়া পর্ব্বতে গবর্নর জেন[illegible] সাহেবের সহিত সংযুক্ত [illegible] রেন [illegible] তথায় বসিয়া লাহোর প্রভৃতি স[illegible] স্থানের রাজকীয় বিষয়ের বিবে[illegible] করেন তবে সর্ব্ববিধায়ে উত্তম [illegible] যাহাহউক যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ে[illegible] টীক সংবাদ কলিকাতা গেজেটে [illegible] প্রকাশ না হয় তদবধি এই [illegible] প্রতি আমরা সংপূর্ণ বিশ্বাস ক[illegible] পারিনা।

গত রবিবার রজনী অনুমান [illegible] প্রহরের সময়ে বোম্বাই এক্স[illegible] দ্বারা বিলাত হইতে যে সকল স[illegible] কলিকাতায় আসিয়াছে তদ্দ্বারা [illegible] ত হওয়াগেল যে ২৯০০০ ফৌজ [illegible] ২৪ টা তোপ সহিত জন রাজ্যে [illegible]

ত হইয়াছে, তথায় যুদ্ধারম্ভ হইবার বিলম্ব নাই, পঞ্জাবীয় যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি ও সৈন্য জয়ি হইয়াছে তাহারদিগের পুরস্কার প্রদান করিবার প্রস্তাব এপর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হয় নাই, হৌস আব কামান্স নামক [illegible] দিগের সাধারণ সভায় মেং হেউম্ সাহেব দোষিদিগের প্রাণদণ্ড [illegible] নিয়ম রহিত করণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অ[illegible] ব্যক্তি তাঁহার অভিমতের বিপক্ষ হওয়াতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে [illegible] নাই, ইণ্ডিয়া হৌস নামক সভায় [illegible] দেশের পদচ্যুত মৃত মহা[illegible] প্রতাপ সারেনের প্রস্তাব উপস্থিত [illegible] ছিল, হল্ট মেকেঞ্জি, মেজর [illegible] কেণ্ট প্রভৃতি প্রধানগণ উক্ত [illegible] অনুকূলে অনেক সদ্বক্তৃতা করি[illegible] লেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ [illegible] হওয়াতে ঐ বিষয়ের কোন মী[illegible] নাই, আমরা অতিশয় আ[illegible] পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে [illegible] পূর্ব্বতন প্রধান সেনাপতি [illegible] জেম্পার নিকোলাস সাহেব পর[illegible] গত হইয়াছেন।

[illegible]মরা কোন বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়, বুঝি এতদিনে [illegible] দিগের রাজ্যের বর্ত্তমান অসভ্যতা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ সুখোৎপত্তি হওনের অঙ্কুর রোপিত হইল, অর্থাৎ সংপ্রতি মহাশয়ের বহুমূল্য প্রভাকর ও অন্যান্য ইংরাজী সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত মেং বেথুন সাহেব অস্মদাদির দেশস্থ স্ত্রীজাতির অজ্ঞতার পক্ষে বিলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহারদিগের জ্ঞান প্রাপনের সপক্ষ হইয়া এতন্মহানগরে স্ত্রীজাতির কারণ এক বঙ্গভাষার পাঠশালা স্থাপিতা করিয়াছেন, এমত শ্রবণে যে পর্য্যন্ত আহ্লাদিত ও সুখি হইলাম তাহা লেখনাসাধ্য। সম্পাদক মহাশয়, অস্মদাদির রাজ্যে ধবলকান্তি সবল পুরুষদিগের আগমনাবধি দিন২ বিদ্যার এমত প্রকারে বৃদ্ধি হইতেছে যে প্রায় সর্ব্ব দেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজী ইত্যাদি ভাষার পাঠশালা নির্ম্মিতা হইবায় অনেকানেক ব্যক্তির জ্ঞান লভ্য হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নানা প্রকার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কিন্তু অস্মদাদির দেশীয় স্ত্রীজাতির মূর্খতার প্রাবল্যে যে২ কুকর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা লেখনে লেখনী অশক্তা, প্রবল হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপু তাহারদিগের শরীরে বিশেষ প্রবল ভাবে বাস করে, ও তাহারা এবম্প্রকার বৈরি সমূহের বশীভূতা হইয়া তাহারদিগের পরামর্শানুসারে প্রায় সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহারদিগের অশিবরূপ অজ্ঞানতা দূরি করণ জন্য কেহই সদুপায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, এইক্ষণে সৌভাগ্য প্রযুক্ত কৃপাবান্ শ্রীযুত মেং বেথুন সাহেবের এই সদনুষ্ঠান দ্বারা আমরা এমত ভরসা করি যে এবম্প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হইবায় স্ত্রীজাতির বহুকালের অজ্ঞানতিমির জ্ঞানজ্যোতির শুভাগমনে এককালে দূরীকৃত হওনের সম্ভাবনা, যদ্যপিও এক পাঠশালা দ্বারা দূরস্থ সাধারণের কি উপকার দর্শিতে পারে? তথাচ ক্রমে২ স্ত্রীজাতির বিদ্যালোচনার বৃদ্ধি অবশ্য২ হইবেক, এবং এক বিদ্যাবতী যুবতী কর্ত্তৃক অন্য দশ বালিকার উপকার হওনের উপায় হইবেক, আরো মহানগর কলিকাতাস্থ শ্রীলশ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রচুর প্রযত্ন পূর্ব্বক স্বীয় ভবনে এই মত এক স্ত্রীশিক্ষার পাঠশালা স্থাপিতা করিয়াছেন এবং তাহাতেও কতকগুলীন্ বালিকা বিদ্যার্থে গমনাগমন করিতেছে, আরো মহাশয়ের তিমির নাশক প্রভাকরে এমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযুত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জমীদার মহাশয় স্বীয় উত্তরপাড়া গ্রামে এই প্রকার এক পাঠশালা স্থাপনাভিলাষে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি জন্য এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়, এমত সদনুষ্ঠান হইবায় সাধারণের কত মঙ্গল উৎপত্তির হেতু হইতেছে, কারণ আমরা যৎকালে এমত নয়নে দেখিব যে স্ত্রীজাতিরা স্ব স্ব ভবনে আপনাপন হস্তে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে থাকিবেক এবং অহরহ অনিষ্টকারি আলস্য পরিহার পুরঃসর বিদ্যালোচনায় রতা হইবেক, তৎকালে যেপর্য্যন্ত হৃদয় মধ্যে সুখোৎপত্তি হইবেক তাহা ব্যক্ত করিতে নিতান্ত অক্ষম, তাহারা বর্ত্তমানাবস্থায় জ্ঞানাভাবে সর্ব্বদা প্রায় সামান্য বিষয়ের কথা পরস্পর হৃষ্টচিত্তে কথোপকথন করিয়া থাকে, অতএব যৎকালে তাহারদিগের জ্ঞানালোচনার প্রতি প্রীতি হইবেক ও সেই ভাবে

অহরহ আত্মীয় অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বামির সহিত কথোপকথন করিবেক তখন আমরা নিশ্চয় সুখি হইব, যাহা হউক, আমরা এইক্ষণে কেবল শ্রীযুত মেং বেথুন সাহেবকে একান্ত মনে ধন্যবাদ দিতেছি, আর পরমেশ্বরের নিকট সতত এই প্রার্থনা করিতে থাকিব যে তাঁহার এবম্প্রকার সদাশা সফলা হউক।

শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ।

ভবানীপুর।
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬।

রূপক।

এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাচ।

পদ্য।

কষিত কণক কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি তপস্বির প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥
পাখি নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সর্ব্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাললাগে তার॥
দৃশ্য মাত্র সর্ব্ব গাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁষ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক্ গন্ধে পেট ভরে॥
কড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা২।
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার, বৃথায় জীবন॥
নগরের লোক সব এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন কেনা কেনা কে না করে রব॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম সাধু২ সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন রুচি হয় বিষে।
নুণ পোড়া পোড়াজল ভাল লাগে কিসে॥
উলুবেড়ে আলো কোরে করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর॥
বেনোগাঙ্গে জোর ভাঁটা তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি কোরেছে তব বহু উপকার।
নুণ খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাক তার॥
ক্ষীরদ মথন কালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ সুধার কারণ॥
সাগর সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে॥
অমৃত ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার॥
এমন অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গফিস্ বলে॥
ব্যয় হেতু কোনমতে না হয় কাতর।
খানায় আমায় কত করি সমাদর॥
ডিস্ ভোরে ফিস্ লয় মিস্ বাবা যত।
পিস্ কোরে মুখে দিয়ে কিস্ খায় কত॥
তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাস।
এই কয় মাস আর নাহি খায় মাস॥
তোমায় অধরে ধরি বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরির গেলাসে দেয় মুখ॥
খেচিলর যারা তারা প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে আয়োজন করে॥
হেসে২ ঘেঁসে২ কাছে গিয়া বসে।
পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে॥
টেক্ ফিস্ বোলে ডিস্ কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গ ভোগ এঁটো খেতে পেলে॥
বাঙ্গালির মত তারা রন্ধন না জানে।
আদ্সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥
হ্যাদেরে নিদয় বিধি ধিক্২ তোরে।
কি হেতু বেলাক্ হিঁদু কোরেছিস্ মোরে॥
গোরা হোলে হোরা মেরে চোড়ে মনোরথে
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের সতে॥
প্রেমানন্দে মিস্ করি সুখে খায় মিস্।
বলিহারি যাই তোরে, ওরে ম্যাঙ্গফিস্॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ কোরে সোঁৎ ঠেলে ভাঁটি গাং ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি গোঁপ নেড়ে॥
শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ত্রিকুটে বেচে পূজা দিব, মিঠে জলে...
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন...
পেট ভোরে খেতে যেন পাই এ...
তোমার তুলনা নহে কোটি কল্প...
লঘু হোয়ে হও তুমি সকলের গুরু...
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু।
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতা...
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয়...
খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই...
প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণা...
কত জলে থাক তুমি নাহি তার...
তোমায় আমায় হয় সহজে কি...
কতরূপে ভারসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের...
গাভীন হইলে তুমি রস তায় ক...
রাঁড়া হোলে বাড়ী সুখ নাহি হ...
তোমার ডিম্বের স্বাদ সুধার সমা...
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা ক...
প্রসব করিবে যত তবু রবে তা...
আমাদের আশীর্ব্বাদে হবেনা...
জন্মএয়ো হও তুমি রসবতী স...
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গ...
কোনমতে নাহি মেটে বাসনা...
যত পাই তত খাই তবু বাড়ে...
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিম্বা...
উদর পবিত্র হয় দেবা মাত্র গ...
আচার ছাড়িয়া যদি আচার মি...
সে আচারে কোনরূপে অনাচার...
কুলাচার কেবা ছাড়ে হোলে কু...
আচারে আচারে বাড়ে সকল...
যাতে পাই তাতে খাই করি না...
হায়রে, তপস্যা তোর, তপস্যা কি...

অহং ...।

চাই এণ্ডাওয়ালা তপ...

☞ এই প্রভাকর পত্র ... ব্যতিরেকে প্রতি দিবস ক... সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর ... পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষি... গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ... ১০ টাকা।

---

১৩৩ ৮৩

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্কচিদ্ভ্রান্তংভ্রাম্যতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

...খ্যা) বুধবার ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ সাল। ইং ১৩ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...বাষ্পীয় জাহাজের ...বিজ্ঞাপন।

...প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় ...র গমনাগমন এবং ... আরোহিদিগের ... দ্রব্যাদির বোঝা ...র বিষয়।

... নামক সৈন্যের ... উইলিএম বেণ্টিঙ্ক ,, ...র জাহাজ দ্বারা টানিত ... জুন মাসের ১৯ তারি... ও তদিতস্তত স্থানা... হইবেক।

...২ স্থান, পেসেজ ...হিদিগের নিমিত্ত ভাড়া ... কাণ্ট্রোলর সাহেবের ...মত দরখাস্ত সকল অ... হইবেক।

...সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

...মেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

...ডিপার্টমেণ্ট।
...জুন ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের বিধানানুযায়ি জিলা ২৪ পরগনার দেওয়ানী আদালতের প্রকাশিত পরবানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা নিমি বিবির নিম্ন লিখিত ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতার যোড়াতলার ফিনিক বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামি নিমি বিবির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা দক্ষিণ দিগে সেখ আহাম্মদের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে বান্দা বিবির বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগের কিয়দংশে উক্ত সেখ আহাম্মদের ভূমি এবং কিয়দংশে এক গলি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ড।
সরিফ।

কলিকাতা।
৮ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৶ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠক

খানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এইং বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সম্বাদপ্রভাকর

৩২ জ্যৈষ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাশয় কয়েকবার বালিকা বিদ্যালয়ের বিষয়ে ভাস্কর প্রকাশক মহাশয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যারূপে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করাতে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম তিনি এরূপ ঘৃণিত কলহ পরিহার পূর্ব্বক স্বদোষ স্বীকার করত সম্পাদকীয় সম্ভ্রম রক্ষা করুন, আমারদিগের ,, হাফ ওলড বাঙ্গাল ,, সহযোগী তদনুসারে আপনার গত সংখ্যক পত্রে আপন ভ্রম ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, রাম বল, যাম দিয়া জ্বর গেল, রোগি ব্যক্তি স্বমুখেই স্বীয় বিকার স্বীকার করিলেন, যাহা হউক, অস্মদাদির সদুপদেশ এই ব্যাপারে তাঁহার পক্ষে মহৌষধ স্বরূপ হইয়াছে।

গোপনে বিদ্যাভ্যাস করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক বিলক্ষণ বিদ্যাবতী হইয়াছেন, তাঁহারা সরল সাধু ভাষায় গদ্য ও পদ্যাদি লিখিতে পারেন, তাঁহারদিগের অভিপ্রায়ের কোন দোষ হয় না, যদিও ইহার অনেক প্রমাণ এই প্রভাকর পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তথাচ আমরা কোন বন্ধু বিশেষের পত্র সম্বলিত শান্তিপুরের কোন ভদ্রকুলবালার বিরচিত এক বিষয় প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুর উক্তি সম্বলিত নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম, এতৎ পাঠে পাঠকবর্গ বিশেষতঃ স্ত্রীবিদ্যার বন্ধুগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন, এবং এই লেখা দ্বারা সদ্বিবেচক মনুষ্য মাত্রেরই এরূপ প্রতীতি হইবেক যে কামিনীগণ কোন বিষয়েই বিদ্যানুশীলনে অক্ষমা নহে, বালকদিগের ন্যায় মেধা ধারণাদি গুণে তাহারাও ভূষিতা হইয়াছে, বিশেষতঃ প্রৌঢ়ালয়ে গোপনে অনুশীলন করিয়া তাহারা যখন এতাদৃশ বিদ্যাবতী হইয়াছে তখন অল্প বয়সে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গমন করত যথা রীতিক্রমে শিক্ষা করিলে তাহারদিগের যেরূপ উপকার হইবেক তাহা বিচক্ষণ মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন। স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের ত্রিবিধ প্রকার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, কতকগুলীন বৃদ্ধলোক যাঁহারা বিদ্যাক্ষে কেবল অর্থ করী বিবেচনা করিয়া থাকেন, জাতি মারণ, পুরোহিত বারণ, বিষ্ণু স্মরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল দলাদলির অলীকামোদে মত্ত আছেন তাঁহারা স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা অকর্ত্তব্য বলিয়া অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি সাধ্যানুসারে বিপক্ষতা করিতেছেন। কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার সমুদয় গুণ বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছেন তাঁহারদিগের মধ্যেও অভিমতের ঐক্য নাই, কতকগুলীন মনুষ্য বলিতেছেন যে স্ত্রীদিগ্যে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু মেং বেথুন সাহেব যে বিদ্যালয় করিয়াছেন [illegible] নহে, ভদ্রলোকদিগের বাটীতে বিদ্যালয় করিয়া গোপনে২ বালাদিগ্যে উপদেশ করা উচিত। আমরা [illegible] প্রথমোক্ত মতানুগামি মহাশয়দিগের প্রতি কোন কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু স্বদেশের [illegible]র প্রতি তাঁহারদিগের [illegible] কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার কর্ত্তব্যতা [illegible] যাঁহারা অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিপক্ষতা করিতেছেন, তাঁহারদিগের অভিমতে কেবল [illegible] প্রকাশ হইয়াছে, এবং সেই [illegible] গন্ধে দেশ আমোদিত করিয়াছে, যাহা হউক, স্ত্রীজাতির শিক্ষার নিমিত্ত স্থানে২ গোপনীয় বিদ্যালয় [illegible] শিক্ষার প্রথা কোনমতে [illegible] রূপে প্রচলিত হইতে [illegible] দিন হইল অনেক ব্যক্তি [illegible] বাটীতে অঙ্গনাদিগ্যে শিক্ষা [illegible] করিতেছেন, তাহাতে কত স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী হইয়াছে? অতএব [illegible] শিক্ষা প্রকাশ্যরূপে প্রচলন করি[illegible] স্ত্রী শিক্ষার নিয়ম সাধারণরূপে [illegible]ত হইতে পারে, পরিশেষ [illegible] প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে গোপনী[illegible][illegible] বিষয়ে তাঁহারদিগের অধিক [illegible] ও অধিক অনুরাগ হয়, আমরা [illegible] উক্তি সমভিব্যাহারে যে ভদ্র [illegible] বিরচিত বিষয় প্রকাশ [illegible] যদ্যপি প্রথমতঃ প্রকা[illegible] শিক্ষা প্রাপ্তা হইতেন তবে [illegible] আরো আধিক্য হইত এবং ইহার ন্যায় অনেক স্ত্রীলোক [illegible] ধারণ করিতেন, যেহেতু [illegible] বিদ্যালয়ে বহু স্ত্রীলোকের [illegible] সম্ভাবনা আছে, যাহা[illegible]ক, অদ্য এই বিষয়ে আর অধিক [illegible] বন্ধুর পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

[illegible] প্রেরিত বিষয়।

[illegible] বালিকাবৃন্দের শুভা[illegible] শ্রীযুত বেথুন সাহেব ভারত[illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত হই[illegible] কারণ এই মহাত্মা তাহারদি[illegible] প্রতি প্রসন্ন হইয়া যে এক মহো[illegible] করিলেন তাহা চির[illegible] হইবেক, এতদিনের পর অস্ম[illegible] বিমোচন হওনের এক [illegible] প্রস্তুত হইল, অবলা[illegible] সুকোমল মানস ক্ষেত্রে বিদ্যার [illegible] হওয়াতে বহুবিধ উত্তম [illegible] সম্ভাবনা রহিল, এদে[illegible] স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ অতিশয় [illegible] তাহারদিগের অন্তঃকরণে স[illegible] উদয় হয়, সুতরাং সা[illegible] বিদ্যা শিক্ষা করিলে অনা[illegible] সুকোমল সাধুভাষায় মনোভি[illegible] ব্যক্ত করণে সমর্থা হইবেক, এবং [illegible] বিদ্যাবতী হইলে আমারদের [illegible] কি এক রমণীয় আভরণ স্বরূপ হয় তাহা কথনাতীত, আমি প্রত্য[illegible] দেখিয়াছি যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়া দুই এক বালিকা কালক্রমে এমত পণ্ডিতা হইয়াছেন যে তাঁহাদের লিখিত পত্রাদি পাঠ করিলে কখনই মনে এমত বিশ্বাস জন্মেনা যে তাহা স্ত্রীলোকের লেখা, ঐ স্ত্রীলোকেরা যে২ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহার সমুদয় মর্ম্ম তাঁহারদিগের মনোগত হইয়াছে, তাঁহারদিগের চিত্ত অহর্নিশি তাহাতেই নিযুক্ত আছে, আর তাঁহারা এমত ভাবুকা হইয়াছেন যে কোন বিষয় বিশেষে তাঁহারদিগের লিখিত মতামত পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, বিদ্যা প্রভাবে তাঁহারদিগের মনের মালিন্য সকল দূরীকৃত হইয়াছে, সদসদ্বিচার ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করণে তাঁহারা বিলক্ষণ পারদর্শিনী হইয়াছেন, মূর্খতারূপ কুঝাটিকাবৃত সকল বস্তুই যে বিরূপ দর্শন হয় তাহা ঐ বিদ্যাবতীরা বিলক্ষণ রূপেই বিজ্ঞাত আছেন, বিদ্যার জ্যোতিতে তাঁহারদিগের মনোগত ধ্বান্তরাশি উচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহারা সকল বস্তুই প্রকৃতাবস্থায় সন্দর্শন করিতেছেন, হায় কি আক্ষেপের বিষয়! যে কামিনীগণ বিদ্যানুশীলনে এতাদৃশ সক্ষমা, তাঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জনে সংপূর্ণরূপে বঞ্চিতা হইয়া মহাক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন এবং যাঁহারা বিদ্যাবতী হইয়াছেন তাঁহারদিগের বিরচিত কোন বিষয় এপর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় না, যেমন রত্নাকরের অতলস্পর্শ জলমধ্যস্থিত গহ্বরে কত সহস্র২ উৎকৃষ্ট কিরণবিশিষ্ট মণিরত্নাদি পড়িয়া আছে যাহা মনুষ্যের দৃষ্টিপথে কখনই পতিত হয় না, নিবিড় অরণ্য মধ্যে কত শত সুচারু গন্ধময় পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে, যাহারদিগের সেই সৌরভি গন্ধ কাহারও নাসিকায় প্রবেশ করে না, কতিপয় বিদ্যাবতী কামিনীও সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহারদিগের বিষয় এতদ্দেশীয় সভ্য ভব্য বিদ্যানুরাগি মহাশয়দিগের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, এবং তাঁহারদিগের লিখিত কোন পত্রাদি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইলে সকল বিজ্ঞলোকেরা বুঝিতে পারিবেন, যে বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে? এবং তাঁহারদিগের [illegible]খন প্রণালী ও মনোগতাভিপ্রায়ও কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং সাধারণ নারীবর্গাপেক্ষা তাঁহারা কিরূপ শ্রেষ্ঠতর ও সুপণ্ডিতা হইয়াছেন।

ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়।

ফরিদপুর ও ময়মুনসিংহ হইতে যে সকল পত্র আসিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে কয়েক দিবসাবধি তথায় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে নদ নদীর এরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছে যে নিম্নস্থ ভুমি সকল ডুবিয়া গিয়াছে এবং উচ্চ ভুমিও ক্রমে২ জলমগ্ন হইতেছে, নীল ও অন্যান্য ফসলের সংপূর্ণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, নদ নদীর জল ন্যূন না হইয়া যদ্যপি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় তবে ক্রমে২ ঐ সকল দেশ প্লাবিত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

বীরভুম হইতে আমারদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে তথায় এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই। অপর দস্যু ভয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

গোয়ালিয়র রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আমরা গতবাসরীয় পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম পাঠক মহাশয়েরা তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন, অপিচ অবগত হওয়াগেল যে ভুবন সিংহ নামক ঠাকুর বংশীয় একজন অত্যাচারী রাজবিপক্ষ সেনাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া লছমনগড় প্রভৃতি কয়েক স্থান অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ রেসিডেন্ট সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক রেজিমেণ্ট পদাতিক অর্দ্ধ রেজিমেণ্ট কেবেলরি ও ছয়টা তোপ প্রেরণ করিয়াছেন, কর্ণেল গ্রেব সাহেব এই সেনাদলের অধ্যক্ষ হইয়া ভীম সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন যুদ্ধ কিরূপ হয় তাহা কিছুই বলা যায় না, যাহাহউক এই সকল ভয়ানক ঘটনা রাণীর ও তাঁহার শিশু সন্তানের পক্ষে অতিশয় ক্লেশ জনক বলিতে হইবেক, কারণ একে রাজকার্য্যের অধ্যক্ষগণ তাঁহারদিগের বিপক্ষ হইয়াছেন এবং যাহাতে তাঁহারদিগের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের হানি হয়, সর্ব্বদা এমত চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে আবার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইলে রাজকীয় কার্য্যের সংপূর্ণ বিশৃঙ্খলতা হইবেক বৌমামা যাদু প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা এই যুদ্ধের সকল দোষ মহারাণীর উপর নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবেন, অতএব রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে সতর্ক হইয়া কার্য্য করেন।

লাহোর হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ৩১ মে তারিখে দেওয়ান মূলরাজের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইয়াছে, কমিস্যনরগণ প্রকাশ্য স্থলে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এবং মূলরাজ তাঁহারদিগের সম্মুখে উপস্থিত আছেন, বিচার দর্শকদিগের দ্বারা লাহোরের সকল বাটী পরিপূর্ণ হইয়াছে, বিচারস্থলের লোক সমারোহ বর্ণনা করা যায় না, রাজপথেও বহু লোকের গোলযোগ হইতেছে, মূলতান হইতে বিস্তর লোক আসিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে অধিকাংশ রাজবিপক্ষ ও পদচ্যুত সৈন্য, তাহারা নগর মধ্যে অতিশয় গোলযোগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারদিগের অভিপ্রায় মূলরাজের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিবেক, যাহাহউক লাহোর রাজধানীতে অধিক লোকের সমাগম হওয়াতে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে অতি শীঘ্র শীকদিগের সহিত ব্রিটিসদিগের যুদ্ধারম্ভ হইবেক ইংলণ্ডীয় বিবিলোকেরা অতিশয় ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা রাজপথে বহিষ্কৃতা হয়েন না, সেনাদিগের স্ত্রীগণ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শিবির মধ্যে আছে, ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পদাতিক ও অশ্বারোহি সেনাগণ নানা অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সজ্জীভূত হইয়া বিচারস্থলের চতুর্দ্দিগে ও নগরের ইতস্ততঃ স্থানে দণ্ডায়মান আছে, গোলেন্দাজ সেনারা তোপে গোলা ও বারুদ পূরিয়া প্রস্তুত আছে, বিপক্ষগণ যদ্যপি কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত করে তবে তাহারদিগের দমন করণে ত্রুটি করিবেক না, মেজর সি বি এডওয়ার্ডস সাহেব রাজধানীর রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া সকল সেনাদলের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, জেনরল গিলবর্ট সাহেব বিচারাসনে বসিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ ঘটনা কিছুই হয় নাই অপরাপর সংবাদ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করা যাইবেক।

বিচক্ষণ কৌন্সেলি মেং [illegible] লড সাহেব ইষ্টইণ্ডিয়া [illegible] কোম্পানির সেক্রেটরির পদ হইতে অবসর হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীশ্রীরক্ষাকালী পূজা।

শ্রীযুত প্রভাকরকারকেষু।

কলুটোলা নিবাসি [illegible] সম্ভ্রমশীল শ্রীযুত বাবু মা[illegible]চন্দ্র [illegible] মহাশয়ের পটলডাঙ্গাস্থ [illegible] গত শুক্রবার, এবং শনিবার [illegible] যথা শাস্ত্রসিদ্ধ প্রথা [illegible] ক্রমে অতি সমারোহ পূর্ব্বক [illegible] পাবনী প্রণবরূপিণী ত্রৈলোক্য[illegible] মহামায়া রক্ষাকালী পূজা [illegible] এই পবিত্র কর্ম্মে ভক্তাধ্য[illegible] তরে ধন ব্যয় করিয়াছেন [illegible] দান ভোজনাদি অতি [illegible] হইয়াছে, আমি স্বচক্ষে [illegible] করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই[illegible] না করি তাঁহারা অরোগি [illegible] এই প্রকার সৎকর্ম্ম দ্বারা [illegible] পরমধন সঞ্চয় করুন।

কস্যচিৎ [illegible]।

☞ এই প্রভাকর [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস [illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণী [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্র[illegible] হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাগংভ্রাগ শতব্রুমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরশ্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

[illegible] সংখ্যা) শুক্রবার ১ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১৪ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]র বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় [illegible] গমনাগমন এবং [illegible] আরোহিদিগের [illegible] ও দ্রব্যাদির বোঝা[illegible]র বিবর।

[illegible] নামক সৈন্যের [illegible] লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক,, [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত [illegible] জুন মাসের ১৯ তারি[illegible] [illegible]বাদ ও তদিতস্তত স্থানা[illegible] হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেজ [illegible] আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের [illegible] রীতিমত দরখাস্ত সকল অ[illegible]রিতে হইবেক।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

[illegible]মেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible]ডিপার্টমেণ্ট।

[illegible] ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

১ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

সুপ্রিমকোর্টের পূর্ব্বতন রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা মাতাপিতাহীন বালক বালিকা ও স্বামিহীনা স্ত্রীলোকদিগের যে বিপুলার্থ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিলাতস্থ কোন২ সম্ভ্রান্ত সাহেবেরা মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে এক আবেদন পত্র প্রদান করণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, কারণ মহারাণীর বিচারালয়ে বিশেষ কর্ম্মকারকদিগের হস্তে যে টাকা রক্ষিত হইয়া থাকে বিচারমতে মহারাণী তাহার দায়যোগ্যা হইতে পারেন, অপিচ এই প্রস্তাব লইয়া সংবাদ পত্রে ভারি আন্দোলন হইতেছে, কেহ২ লিখিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবের ফিজ অর্থাৎ খরচা দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিরা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন যে সকল মৃত ব্যক্তিদিগের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হয়েন নাই তাঁহারদিগের সকল টাকা ত্রেজরিতে প্রেরিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের একোণ্টেণ্ট জেনরল সাহেব তাহার হিসাবাদি রক্ষা করিতেছেন, অতএব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিরা যখন এতদ্রূপে রেজিষ্টর আফিসের লভ্য ভোগ করিতেছেন, তখন তাঁহাদিগেরই উল্লেখিত ক্ষতি পূরণ করা কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু কোন২ সহযোগি এই অভিপ্রায়ের বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করত মহারাণীর রাজকোষ হইতে ঐ টাকা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিতেছেন, যাহাহউক মূল বিষয়ে সহযোগি মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ের কোন বিভিন্নতা নাই, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে রেজিষ্টর সাহেবের অবিবেচনায় যাঁহারদিগের সম্পত্তি বিনাশ হইয়াছে, রাজকোষ হইতে তাঁহারা এই টাকা অবশ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন।

রেজিষ্টর আফিসের ভয়ানক ব্যাপার প্রকাশ হইলে অনেকে অনুমান

করিয়াছিলেন যে ইউনিএন ব্যাঙ্কের দ্বারা আফিসের যে টাকা ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না, রেজিষ্টর মেং টারটন সাহেব কোথা হইতে ঐ বিপুলার্থ প্রদান করিবেন, সুতরাং পিতামাতা হীন বালক বালিকা ও অবীরাগণকেই ঐ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবেক, অধুনা বিলাতের বিচক্ষণ সাহেবেরা ঐ বিষয় লইয়া গুরুতর রূপে আন্দোলন করাতে আমারদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে টাকা পাইবার অধিক বিলম্ব হইবেক না, পরন্তু মহারাণী অথবা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ইঁহারদিগের মধ্যেকে তাহার দায়ী হইবেন, এই প্রস্তাব অতি গুরুতর বটে, কারণ কোম্পানিরা যদি দেন তবে ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে দিবেন, কিন্তু বিশেষ কর্ম্মচারির দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে প্রজার ধনে তাহা পূরণ করা কিরূপে সম্ভব হইবেক, অপিচ মহারাণী যদ্যপি ঐ টাকা দেন তাহাও বিলাতের রাজকোষ হইতে দিবেন, অতএব যুক্তিমতে বিলাতের প্রজারাও তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন, অপিচ আমারদিগের বিবেচনায় রেজিষ্টর আফিসের উৎপন্ন হইতে ঐ টাকা প্রদান করিলেই সর্ব্ববিধায়ে উত্তম হয়, যাহাহউক, বিলাতে সাহেবদিগের আবেদন পত্র পাঠ করিয়া মহাসভা পার্লিয়ামেন্টের বিচক্ষণ মেম্বর মহাশয়েরা কিরূপ বিবেচনা করেন আমরা তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, যে কিয়দ্দিবস হইল টাকশালের ঘাটের তটে যে ব্যক্তি গুরুতর আঘাতী হইয়া পতিত ছিলেন তাঁহার নাম দুর্গাচরণ দত্ত, তিনি অদ্যাবধি মেডিকেল কালেজে আছেন, এবং তাঁহার গলদেশের যে অংশ কর্ত্তন হইয়াছিল তাহা অনেক আরোগ্য হইয়াছে, অপিচ পুলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে ঐ ভয়ানক ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন তাহাতে অনেক গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ হইয়াছে, তিনি এক কাগজে এরূপ লিখিয়াছেন যে মদনমোহন শীলের স্ত্রীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল, এবং তিনি গোপনভাবে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমন করিতেন, এই ব্যাপার মদনমোহন শীল লোক পরম্পরা অবগত হইয়াছিলেন, পরে যে রজনী প্রভাতে ঐ ঘটনা হয় সেই রাত্রি অনুমান দুই প্রহরের সময়ে মদনমোহন আপনার ভাদ্রবধূর ঘরে গমন করাতে তিনি সেই অবকাশে ঐ প্রিয়তমার নিকটে গিয়া তাহার সহিত বারাণ্ডায় বিহার করেন, কিন্তু মদনমোহন তাহা দেখিতে পান, পরে অতিশয় গ্রীষ্মবোধ হইবায় রাত্রি অনুমান দুইপ্রহর চারিঘটিকার সময়ে তিনি গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তাহাতে মদনমোহন শীল অপর চারিজন ভৃত্যের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ ঐ দুর্গাচরণ দত্তের মুখ নাসিকা ও চক্ষুরাদি বন্ধন করত তাঁহার গলদেশে তীক্ষ্ন ছুরীর আঘাত করে, এবং মৃতবৎ জানিয়া অগাধজলে ফেলিয়া দেয় কিন্তু আঘাতি ব্যক্তি বহুক্লেশে একখানা নৌকার রজ্জু অবলম্বন করেন এবং নৌকাওয়ালারা তাঁহাকে তটে রাখিয়া যায়, পরে পুলিসের সারজন ও চৌকীদারেরা তাঁহাকে মেডিকেল কালেজে প্রেরণ করেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আঘাতি ব্যক্তির হস্তাক্ষর লিখিত এই বিবরণ গ্রহণ করিলে, তাঁহার আত্মীয়গণ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া মদনমোহন শীলের বিরুদ্ধে পুলিস হইতে বেঞ্চ ওয়ারেণ্ট পাইবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু সাহেব তাঁহারদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন না, পরিশেষে তাঁহারা কৌন্সেলি ডিকেন্স সাহেবকে পুলিসে প্রেরণ করিলে ঐ ওয়ারেণ্ট [illegible] এবং মদনমোহন শীল [illegible] হইলে প্রতিভূ প্রদান পূর্ব্বক [illegible]ক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এক[illegible] পুলিসে উপস্থিত আছেন, মাজি[illegible] সাহেব এপর্য্যন্ত মোকদ্দমা [illegible] রাখিয়াছেন।

এই বিবরণ সমাপ্ত [illegible] সম্যান পত্রের পত্রপ্রেরক [illegible] লিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি [illegible]র আক্ষেপ করিয়াছেন, [illegible] মোকদ্দমার কিছুই করেন নাই, [illegible]নমোহন শীলের যে চারিজন ভৃত্য ভয়ানক ব্যাপারে লিপ্ত ছিল [illegible] তাহারদিগেরও অনুসন্ধান করা[illegible]রত হইয়াছেন, এই [illegible] সত্যহয় তবে খেদজনক [illegible]বেক।

বন্ধুর প্রেরিত বিষয়।

গত বারের শেষ।

আমি স্ত্রীলোক লিখিত এক পত্র [illegible] পনকার প্রভাকরে প্রকাশার্থ [illegible]

[illegible]রিতেছি, ইহা শান্তিপুর নিবাসিনী [illegible] কামিনীর লেখা, এই স্ত্রীলোক [illegible] অল্প বয়সে পতিহী[illegible] হইয়া মনোদুঃখ নিবারণার্থ বিদ্যাভ্যাসে [illegible] করিয়াছিলেন, এই সুন্দরী [illegible] বধূ সেই বাটীতে আমার [illegible] বিবাহ করেন, সম্পর্কের নৈ[illegible] বন্ধুর সহিত ঐ গুণবতীর [illegible] ছিল, এবং কোমল ও [illegible] তাঁহাকে কখন২ [illegible] লিখিতেন, ঐ সকল [illegible] দেখিতে পাইলাম, তাহার [illegible] ও কোন২ পত্রে অতি [illegible]বিশিষ্ট পয়ার, ত্রিপদী, [illegible] তোটক ছন্দাদি পাঠে [illegible] এমত সন্দেহ হইল যে [illegible] লেখা স্ত্রীলোকের কখনই [illegible] আমার মনে বিশ্বাস জন্মা[illegible] ঐ সকল পত্রাদি যে ঐ [illegible] লেখা তদ্বিষয়ে অনেক [illegible]ইলেন, কিন্তু কিছুতেই [illegible] ভঞ্জন হইল না, অব[illegible] এই প্রস্তাব করিলাম যে [illegible] যখন শ্বশুরালয়ে যাইবে [illegible]দেশীয় স্ত্রীলোকের বর্ত্ত[illegible] বিষয়ে ঐ বিদ্যাবতীকে [illegible] এবং তাঁহাকে আরো [illegible] যে তিনি যে কয়েক দি[illegible] থাকিবেন তাহার [illegible] লেখাইয়া আমার [illegible] দিবেন, এবং তিনি [illegible] যে প্রস্তাবিত বিষয় ঐ স্ত্রী[illegible] লিখিতেছেন, আমি বন্ধু[illegible] এইরূপে যদ্যপি লে[illegible] আনিতে পারেন তবে আমার [illegible] জন্মিবেক যে প্রদর্শিত পত্রাদি ঐ স্ত্রীলোকের লেখা বটে, এই কথা স্থির হইলে পর অতি অল্প দিবসের মধ্যে আমার বন্ধু শ্বশুরালয়ে গমন করত নিম্ন লিখিত পত্র লেখাইয়া শান্তিপুর হইতে প্রেরণ করেন, আমি এত দিবস এই পত্রখানি নিকটে রাখিয়াছিলাম, অধুনা প্রকাশ করণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এ কারণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইল।

স্ত্রীলোকের রচিত শব্দ এবং হস্তের অক্ষর যেরূপ ছিল অবিকল তাহাই প্রকাশ করা গেল। যথা,

" বরং গর্ভশ্রাবো বরমপিচ নৈবাভি গমনং। বরং জাতঃ প্রেতো বরমপিচ কন্যাবজনিতা। বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপিচ গর্ভেষু বসতিঃ।,,

" আমি অনেক দিবস পর্য্যন্ত মানস করিয়াছি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা কি প্রকার মনোদুঃখে এবং দুরবস্থায় নিয়ত কালক্ষেপ করে তদ্বিষয়ে কিছু লিখি, কিন্তু নানা প্রকার ব্যাঘাত বশতঃ পারি নাই, এইক্ষণে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি উক্ত বিষয়ে লিখিলাম। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া অপহেলা না করিয়া মন প্রদান করিলে এ অধিনিকে চিরবাধিত করিবেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতিরা জন্মিয়াবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত যে প্রকার অবস্থাতে থাকে এবং পিতা মাতারা তাহাদিগকে কি প্রকার ভেদাভেদ করিয়া জ্ঞান করেন প্রথমে তদ্বিষয়ে কিছু লিখি। স্ত্রীলোকেরা যে অবধি গর্ভধারিণী হয় সেইপর্য্যন্ত তাহার আত্মীয়বর্গেরা দেবদেবি নিকট প্রার্থনা করেন যে একটী পুত্রসন্তান হউক। কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহে কালী করেন যেন তোমার একটী বেটাছেলে হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে কেহ কখন বিস্মৃত ক্রমে কহেন না যে এ জনের একটী মেয়ে অর্থাৎ কন্যাসন্তান হউক, তাহার পর দশ মাস দশ দিবস গত হইলে প্রসব হইবার নিমিত্তে ওই গর্ভিনি যখন শুতিকা গৃহে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার স্বামী পিতা মাতা ইত্যাদি সকলে সর্ব্বদা এই অনুসন্ধান করেন যে কি ছেলে হইল, গর্ভিনি কেমন আছে বলিয়া একটি কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করেন না। যদি পুত্রসন্তান জন্মে তবে তাহারা সকল বন্ধুগণ একত্র হইয়া কোলাহল শব্দ করিয়া শঙ্খ ধ্বনী, বাদ্য ধ্বনী, দান ধ্যান দেব দেবী অর্চ্চনা ইত্যাদি নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু যদি গর্ভধারিনির দুর্দ্দশা প্রযুক্ত কন্যাসন্তান জন্মে তবে মস্তকে বজ্রাঘাতের ন্যায় নিরানন্দের শব্দ পরিজনের মধ্যে উঠে। তুমি অবশ্যই জ্ঞাত আছ যে পুত্রসন্তান জন্মাইলে রজক এবং নাপিত ইত্যাদি, আত্মীয় বর্গের নিকট ওই আনন্দ সমাচার দিলে পর নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহারা দান করেন তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক দেন, কিন্তু কন্যাসন্তান জন্মিলে ওই সকল আত্মীয় ব্যক্তির নিকট পাওয়ার আশা দূরে থাকুক্ কন্যাসন্তান হইয়াছে বলিয়া সংবাদটিও জানাইতে পারে না। এই প্রভেদ যে কেবল লৌকিক ব্যবহারে ব্যবহার্য্য হইয়াছে এমত নহে। আমি শ্রুত আছি যে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহার অধিক প্রভেদ করি

য়াছে, যথা, পুত্রসন্তান হইলে গর্ভিনি কুড়ি দিবস পর্য্যন্ত অশুচি ভোগ করে; কিন্তু কন্যাসন্তান হইলে অত্যন্ত হেয় বলিয়া এক মাস অশুচি ভোগ করিয়া থাকে, তদনন্তর এক মাস গত হইলে ঐ গর্ভিনি যখন সুতিকালয় হইতে বাহির হয় তখন পুত্রসন্তানের ঠিকুর্জি হয় এবং তাহার কল্যাণার্থে প্রতি বৎসর জন্মতিথি পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, কন্যার জন্মতিথি দূরে থাকুক্ কোন্ মাসে জন্ম হইয়াছে তাহা নির্ণয় থাকে না। এই প্রকার প্রভেদেতে পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুত্রসন্তানের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্তে হাতে খড়ি অর্থাৎ প্রথম বিদ্যারম্ভ হয় এবং তন্নিমিত্তে শিক্ষক নিযুক্ত হয়, কিন্তু কন্যাসন্তানের প্রথম হাতে খড়ি গৃহের ছোটছোট কর্ম্ম, যথা, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড়খানা কাচা, বাটিটে মাজা ইত্যাদি, ছেলের যেমন তালপাত কলাপাত কাগচ ইত্যাদি ক্রমে২ হাতে হয়, মেএরা তদ্রূপ গৃহের কর্ম্মাদি ক্রমে২ শিক্ষা করে। এই প্রকার সমভাবে দুজনার বিদ্যাভ্যাস হয়। আমি শ্রুত আছি যে যে পিতা আপন পুত্রদিগকে সুশিক্ষা না দেন এমত পিতা মাতা পুত্রের শত্রু।

যথা, মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালোনপাঠিতঃ। সভামধ্যে নশোভন্তে হংস মধ্যে বকো যথা ॥

কিন্তু কন্যা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক্ বরং নানা প্রকার নিষেদ আছে, তাহার প্রমাণ এই যে স্ত্রীলোকদিগের বেদের, ব্যাকরণের এবং আর কি তাহা আমি বিশেষ অবগত নহি, ইহাতে অধিকার নাই, অধিকার থাকা দূরে থাকুক্ কর্ণে শ্রবণ করিতেও নিষেধ আছে, এই কারণ প্রযুক্ত অবলা বালারা বাল্যাবস্থাপর্য্যন্ত অতিশয় নীচ যে সকল গৃহের কর্ম্ম তাহাতেই বিলক্ষণ নিপুণা হয়। যাহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিজিবি হয় তাহারা গোটাকতক শ্লোক পাঁচালি হলো বা যিনি ভাল রসিকা হইতে ইচ্ছা করেন তিনি দুইটা চারিটা নিধুর টপ্পাতে বিলক্ষণ সুপক্ক হন এবং এই বিদ্যা যাহার থাকে তাহার প্রায় মাটিতে পা পড়ে না, এবং তিনি বক্তা বলিয়া দেশে বিখ্যাত হন, এবং বাটীতে আর পাড়াতে জত ছোট২ বালিকা আছে তাহারাও এই মত বিদ্যাতে দুবেলা উপদেশ পায়।

জদিও স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু২ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে পূর্ব্বকালে অনেক২ বিদ্যাবতি স্ত্রীলোক জন্মিয়াছিলেন। লীলাবতি এমত গুণবতি এবং বিদ্যাবতি ছিলেন যে তিনি শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিতকে জোতিষ বিদ্যায় পরাজয় করিয়াছিলেন। লোকাচারে স্ত্রীশিক্ষা এইক্ষণে উপহাসের কথা হইয়াছে এবং এই কারণ প্রযুক্ত আমাদিগের সহিত পশুদিগের কোন প্রভেদ নাই, যেহেতুক আহার নিদ্রা কাম ক্রোধ যেরূপ প্রকার আমাদিগের আছে, তদ্রূপ তাহারদিগেরও আছে, এবং ধর্ম্ম ও বিদ্যাতে তাহারা যেমন বিহীন তেমনি আমরাও বিহীন, এই জন্য হিতোপদেশে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, যথা।

আহারনিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ, সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং। ধর্ম্মোহি তেষা মধিকো বিশেষো, ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃসমানাঃ। এবং আরো লি[illegible]
রাছেন অনেক সংশয়োচ্ছেদি প[illegible]
কার্থস্য [illegible] শকং। সর্ব্বস্য লোচ[illegible]
শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥

তদ্রূপ আমরা চক্ষু থাকিতে [illegible]
কাণা এবং কর্ণ থাকিতেই কালা [illegible]
য়াছি।

এই প্রকার অবস্থায় [illegible]
সর পর্য্যন্ত এই মত আমো[illegible]
দে যায়, তাহার পর কাল বিবা[illegible]
কাল উপস্থিত হয়, আমার অনু[illegible]
হয় যে ভূমণ্ডলের সকল দেশেই [illegible]
হের স্থাপনা হইয়াছে, জগদীশ্বর [illegible]
পুরুষদিগকে ইন্দ্রিয় দ্বারা [illegible]
য়ে কি আশ্চর্য্য প্রকারে [illegible]
ছেন, কারণ সংসারের এত [illegible]
ক্ষণে ভোগ করিয়াও উভ[illegible]
দৃঢ়তর প্রণয় বদ্ধ হয়, [illegible]
দুজনের মধ্যে কিঞ্চিৎ ম[illegible]
হারের প্রভেদ হয় তবে [illegible]
সীমা থাকে না, সুতরাং [illegible]
বিধি সুবিধি হইত তবে [illegible]
মত সুখের মুখাবলোকন [illegible]
রিত।,, ক্রমশঃ প্র[illegible]

“ অহং কৌতূকদর্শক ,, [illegible]
এক পত্র আমারদিগের [illegible]
সিয়াছে তাহা পরে প্রক[illegible]

☞ এই প্রভাকর [illegible]
ব্যতিরেকে প্রতি দিবস [illegible]
সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্ক[illegible]
পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার [illegible]
গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকা[illegible]
হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible]
১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রশীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

([illegible] সংখ্যা) শুক্রবার ২ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১৫ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]র বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় [illegible]জাহাজের গমনাগমন এবং [illegible]সম্বন্ধীয় আরোহিদিগের [illegible]ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝা[illegible]য়ের বিষয়।

[illegible] ,, নামক সৈন্যের [illegible] লার্ড উইলিএম বেন্টিঙ্ক ,, [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত [illegible] বর্ত্তমান জুন মাসের ১৯ তারি[illegible] [illegible] ও তদিতস্তত স্থানা[illegible] প্রেরিত হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেজ [illegible] আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের [illegible] রীতিমত দরখাস্ত সকল অ[illegible] করিতে হইবেক।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible]ন ডিপার্টমেণ্ট।
[illegible] জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

২ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

সংপ্রতি কলিকাতা গেজেট পত্রে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য অতি উপকারজনক বটে, মহারাণী ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ যাঁহারা এই ভারতবর্ষের নানা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, খরচা জরিবানা, ষ্টাম্প বিক্রয় ভূমির কর, লবণের মূল্য ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারদিগের হস্তে প্রচুরার্থ রক্ষিত হইতেছে, অতএব তাঁহারদিগের মধ্যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি ঐ সকল টাকা অথবা তাহার কোন অংশ অপহরণ করেন, তবে উপযুক্ত বিচারকের দ্বারা তাঁহারদিগের সেই গুরুতর অপরাধের বিচার হইবেক তাহাতে ঐ অপরাধ যদ্যপি সপ্রমাণ হয় তবে বিচারপতি তাঁহারদিগ্যে ১৪ বৎসরের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ অথবা তিন বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

যে সকল ব্যক্তি আফিসিএল এসাইনি, রিসিবর জুষ্টিস অফ দি পিস ও করণর ইত্যাদি পদে নিযুক্ত আছেন এবং পরিশেষে নিযুক্ত হইবেন, কার্য্যপরিচালন দ্বারা তাঁহারদিগের

হইতে যে সমস্ত টাকা আসিবেক তাঁহারা যদ্যপি তৎসমুদয় অথবা তাহার কিয়দংশ অপব্যয় করেন অথবা কোন বিধায়ে নষ্ট করেন তবে উল্লেখিত অনুমতি তাঁহারদিগের প্রতিও বলবতী হইবেক।

ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা এইরূপ নানা কৌশলে উক্ত আইন পত্র সমাপ্ত করিয়াছেন সমুদয়ের মর্ম্ম অনুবাদ করিতে হইলে আমারদিগের পত্রের কলেবর পরিপূর্ণ হয়, যাহাহউক এই আইন পত্র গবর্ণমেণ্টের ও প্রজাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক বলিতে হইবেক, রাজকর্ম্মচারি ও এসাইনিগণ আপনাপন কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিবেন, আর রাজকোষের ও অপর লোকের কোন টাকা অপব্যয় অথবা অন্যকোন রূপে নষ্ট করিতে পারিবেন না, এবং ঐ কর্ম্মচারিগণ যদ্যপি এই আইনের মর্ম্ম অবহেলন করেন তবে তাঁহারা গুরুতর রূপে দণ্ডার্হ হইবেন, কোন প্রকার কৌশল দ্বারা তাহাতে রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, আমরা অনুমান করি রাজকর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সংপ্রতি কোন২ কর্ম্মালয়ে অর্থ ঘটিত বিষয়ে বিবিধ প্রকারগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল একারণ ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা এই আইন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাহউক আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে এই আইন পত্র কৌন্সেলের সমীপে দ্বিতীয়বার পঠিত হইবেক।

বুধবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে লিখিত হইয়াছে যে গরুরগাড়ীর গাড়োয়ানেরা গাড়ী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং বণিকদিগের ও অপর সাধারণের দ্রব্যাদি বোঝাই গ্রহণ করত নানাস্থানে গমনাগমন করিতেছে তাহারা ডেপুটী গবরনর সাহেবের সহযোগে কৌন্সেলের নিকট এরূপ দরখাস্ত করিয়াছিল যে দিনান্তে যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে গরুর আহার ও তাহারদিগের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, অতএব তাহারা অভিনব নিয়মের বিধানানুসারে আপনাপন গাড়ীর কর প্রদান করিতে পারিবেক না, কৌন্সেলের মেম্বরগণ অথবা ডেপুটী গবরনর সাহেব এই আবেদন পত্র পাঠ করিয়া এরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির প্রতি কর নির্দ্ধারণের নিয়ম মধ্যে যে ধারায় গরুরগাড়ীর করের কথা লিখিত হইয়াছে দতনুসারে আপাতত তিনমাস গরুর গাড়ীর কর গৃহীত হইবেক না, এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহারা তাহারদিগের আবেদন পত্রের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

অযোধ্যা রাজ্যের রেসিডেণ্ট সাহেবের সহকারি কাপ্তেন বর্ড সাহেব কোন কারণবশতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় ৬৫ গণিত পদাতিক সৈন্যের লিউটিনাণ্ট এ এল বস্ক সাহেব তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, অযোধ্যা রাজ্যের রাজকুমার পরলোক গত হইয়াছেন, কিন্তু মহারাজা এপর্য্যন্ত আরোগ্য না হওয়াতে কোন ব্যক্তি ঐ দুঃখজনক সংবাদ তাঁহাকে বিদিত করেন নাই, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে প্রধান ভূম্যধিকারিদিগের সহিত পুনর্ব্বার বিবাদ আ[illegible] হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত রাজসেনা[illegible] কোন স্থানে প্রেরিত হয় নাই।

উজিরাবাদ হইতে ২ জুন তা[illegible]খের যে এক পত্র আসিয়াছে তাহা[illegible] বিশেষ সংবাদ কিছুই লিখিত হয় না[illegible] সেনারা তাম্বুতে অবস্থান পূর্ব্বক অ[illegible]শয় ক্লেশ ভোগ করিতেছে, প্রতিদি[illegible] বেলা দুইপ্রহরের সময়ে গ্রীষ্ম প[illegible] মাপক পারা ১০২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠি[illegible] থাকে তাহাতে গ্রীষ্মের [illegible] শয্য হয়, কোন স্থানে উত্তম জল পা[illegible] য়া যায় না, গবর্ণমেণ্ট সেনাদিগে[illegible] নিমিত্ত যদ্যপি বারিক প্রস্তুত না [illegible] ন, অথবা এতদ্দেশে আসিতে না [illegible] তবে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে অনে[illegible] নিধন হইবেক।

পত্রপ্রেরক মূলরাজের অপরা[illegible] র বিচারের কথা কিছুই লেখেন না[illegible] কিন্তু তাঁহার লেখার ভঙ্গিতে বো[illegible] হইতেছে যে ঐ গুরুতর [illegible] স্ত শেষ হয় নাই, কমিস[illegible] য়ানের প্রতি কিরূপ অনুম[illegible] তাহা জানিবার জন্য সাধারণে [illegible] চিত্ত হইয়াছেন, বিচার মধ্যে [illegible] হইয়া মূলরাজ যদ্যপি [illegible] তবে পঞ্জাবীয় প্রজা সমাজে [illegible] গবর্নমেণ্টের সুখ্যাতি হ[illegible] হউক বিচারক মহাশয়েরা নিরপে[illegible] রূপে বিচার করিবেন [illegible] সন্দেহ নাই।

গত দিবস অপরাহ্ণ সময়ে এ[illegible] কলচুরাল ও হটি কলচুরাল সো[illegible] টির মেম্বরদিগের এক বিশেষ স[illegible] হইয়াছিল।

আমরা জঙ্গিপুরস্থ বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পা[illegible] মহাশয়দিগের বিদিতার্থ প্রকাশ [illegible]লাম।

জঙ্গিপুরের অন্তঃপাতি থানা মুজা[illegible] অধীনস্থ বেলিয়াগ্রামে রামানন্দ পালের বাটীতে গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ রজনী [illegible] একদল ডাকাইৎ হঠাৎ উপস্থিত [illegible] তাহার অনেক দ্রব্যাদি অপ[illegible] পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে যে সম[illegible] বাটীমধ্যে প্রবেশ করে [illegible] অপর বাটীর একজন প্র[illegible] তাহারদিগের বিপক্ষতা করাতে [illegible] আঘাতী হইয়াছে, এই [illegible] দারোগার কর্ণগোচর হইলে [illegible] প্রাতে ঐ পালের বাটী [illegible] হইয়া গ্রামের গোমস্তা [illegible] প্রজাদিগের প্রতি বিস্তর [illegible], এবং কিছুদিন তথায় [illegible] অভীষ্ট সাধন পূর্ব্বক [illegible] গোমস্তা ও কোটাল এবং [illegible] প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া [illegible] মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নি[illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু মাজি[illegible] সুবিচারে তাহারা নি[illegible] নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, [illegible] দারোগাকে অতি অন্যায় বি[illegible] হইবেক, কারণ যাহারা [illegible] কি বিবেচনায় তাহা[illegible] মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট [illegible] অকারণ বহুক্লেশ প্রদান [illegible] পরন্তু এপ্রদেশে সুবৃষ্টি হও[illegible] পক্ষে বিশেষ উপকার [illegible] মধ্যে২ বৃষ্টিও হইতেছে ভা[illegible] জল বৃদ্ধি হওয়াতে নৌকা স[illegible] গমনাগমন করিতেছে।

[illegible] সন ১২৫৬ সাল।

বন্ধুর প্রেরিত বিষয়।

স্ত্রীলোকের লিখিত বিষয়।

গত বারের শেষ।

এদেশে কন্যার বিবাহ প্রায় ৮। ১০ বৎসর বয়ক্রমের সময়ে হইয়া থাকে স্ত্রীলোকেরদিগের মূর্খ হইবার আর এক প্রধান কারণ এই যে ৮। ১০ বৎসর বয়ক্রমে অর্থাৎ বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত পরের ঘরে গিয়া কারাগারে কএদির ন্যায় বদ্ধ হইয়া চিরকাল দাসিত্বতাতে কালক্ষেপণ করে, এপ্রযুক্ত এমত দুরবস্থায় পতিতা হয়। বিবাহ বিষয়ে কন্যার কোন ক্ষমতা থাকে না, পিতা অথবা যিনি বাটীর কর্ত্তা হয়েন তিনি যাহা করিবেন কন্যার অবশ্যই তাহাতে স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ প্রথমতঃ যখন বিবাহ হয় তখন কন্যার কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হইলেও লজ্জা প্রযুক্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না, এজন্য পিতা প্রথমে উত্তম ঘর দেখিয়াই কন্যা দান করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে ছেলেটী বলদ বা কানা কুঁজা খোঁড়া হউকনা কেন তাহাতে কিছু বাধা হয় না, এবং এই কারণ প্রযুক্ত কথিত আছে যে "যথায় সুন্দরী নারী পতি ভাল মেলে না" ইউরোপ দেশীয়দিগের মধ্যে এ বিষয়টী যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা লিখিয়া কি জানাইব, তুমি তাহাদিগের আচার ব্যবহার বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত দেখিতেছ, অতএব অবশ্যই ভাল জানহ তাহাদিগের মধ্যে পিতা মাতার অনেক হাত আছে বটে, কিন্তু বর কন্যার মত না হইলে বিবাহ কোনমতে নির্ব্বাহ হয় না, কারণ এ বিষয়টী ছেলেখেলা নয় যে পুত্তলিকার বিবাহ দিয়া শোয়াইয়া রাখার মত। এই বিবাহেতে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিকের সুখের নির্ভর করে এবং দুইজনের যদি দুই মত হয় এবং যেমন আমি দেখিতেছি দুই মত হইতেছে তবে ঠিক বিপরীত হইয়া উঠে। আমি অনেক পুরুষ দেখিয়াছি, যাহারা কেবল স্ত্রীর নিমিত্তে বাটী পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অনেক স্ত্রী দেখিয়াছি যাহারা স্বামীর কুব্যবহার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। যাহা হউক বিবাহ হইলে পর শ্বশুরালয়ে গিয়া আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য একটী আত্মীয় নিকটে থাকে না, কারণ সেখানে সকলেই উপরি লোক। স্বভাবের পুনরায় বৈলক্ষণ্য না হইলে তাহারদিগের সহিত প্রণয় হয় না, কারণ বাল্যাবস্থাপর্য্যন্ত যাহাদিগের সহিত আহ্লাদ আমোদাদি করিয়াছি তাহাদিগের সহিত আর প্রায় সাক্ষাৎ করিবার পন্থা থাকে না, এজন্য যদি কোন অভাগিনী শ্বশুরালয়ে গিয়া ক্রন্দন করেন তবে সকলে বিরক্ত হইয়া কহেন "মা গো এ মেয়েটা কি কাঁদুনে"। যে আত্ম স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া হাস্যে কালক্ষেপণ করে তাহাকে সকলে নির্লজ্জ কহে। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে ৮। ১০ বৎসর বয়ক্রমের সময় কোন ছেলে বিদেশে পরিচিত ব্যক্তির নিকট কোনমতে থাকিতে পারে না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে অভাগিনীদিগের এমত স্থানে বাস করিতে হয় অথচ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা উল্লেখ করিবার জো থাকে না। আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে স্ত্রী পুরুষে প্রায় অধিক প্রণয় থাকে না, তাহার কারণ

এতদ্বিষয়ে পুরুষেরা প্রায় লম্পট, সমস্ত নিশি পরের গৃহে আমোদ প্রমোদে থাকেন, এমত ব্যবহার স্ত্রীলোকদিগের কখনই সহ্য হয় না এবং সেই জন্য প্রায় পরস্পর দেখা হয় না। পুরুষ যদ্যপি গুণযুক্ত হয় তবে সে ব্যক্তি তাহার অগুণযুক্তা স্ত্রীর সহিত কখনই আন্তরিক আমোদ প্রমোদ করিতে পারে না, তবে কি করিবে, মন রাখিবার নিমিত্তে হা হুতেই কাল ক্ষেপণ করে, যথা যখন পরস্পর অনেক দিবসের পর দেখা হয় তখন নাগর মন রাখিবার জন্য "তবে কেমন আছ," বলিয়াই প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন, স্বামীর সহিত তো এই প্রকার হয়, বাটীর আর২ সকলের সহিত যেরূপ প্রণয় হয় তাহা আমি কি লিখিব, গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাহার চূড়ান্ত করিয়া লিখিয়াছেন । যথা,

ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার, ভাতার জরা ।
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিনী,
ননদী নাগিনী, বিষের ভরা ॥

এবং পতির সহিত কি প্রকার ভাব হয় তাহা বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের পতি নিন্দাতে ভারতচন্দ্র রায় বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা কি প্রকার চঞ্চল এবং তাহাদিগের মনের গতি কি প্রকার, তাহা সুন্দরকে দেখিয়া যতেক রমণিগণ কি প্রকার আপন২ মনাভিলাষ পরস্পরের কথোপকথনে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা

"দেখিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর,
স্মরে জর জর, যত রমণী ।
কবরী ভূষণ, কাঁচুলী কষণ, কটির
বসন, খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে, দেখাইয়া ঠারে,
এবলে উহারে, দেখলো সই ।
মদন জ্বালায়, মরম গলায়, বকুল
তলায়, বসিয়া ওই ॥
আহা মোরে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে ।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া, সাগর পারে ॥
কহে একজন, লয় মোর মন, এ
নব রতন, ভুবন মাঝে ।
বিরহ জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া,
হারে মিশাইয়া, পরিলে সাজে ॥
আর জন কয়, এই মহাশয়, চাঁপা
ফুলময়, খোঁপায় রাখি ।
হরিদ্রা জিনিয়া, তনু চিকণিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি ॥
ধিক বিধাতায়, হেম যুবরায়, না
দিল আমায়, দিবেন কারে ।
এই চিতগামী, যে নারীর স্বামী,
দাসী হয়্যে আমি, সেবিব তারে ॥"

এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনের গতি কি প্রকার আমি বিবেচনা করিতে পারি না, ইহারা বিদ্যাবিহীনা বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় প্রবল এবং মনকে সুপথে গতি না দেখাইয়া সর্ব্বদাই কুপথে এবং কুচিন্তায় লওয়ায় ।

মহানগর কলিকাতার করণর মেং পেডিংটন সাহেব সংপ্রতি রাজকীয় ব্যবস্থাঘটিত এক কঠিনতর প্রস্তাব জনপদে উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্বিশেষ এই যে ছোটআদালতের কমিসানর বাবু রসময় দত্ত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু পেয়াদারা কোনরূপেই তাঁহাকে ধৃত করিতে পারে নাই, একদিবস করণর সাহেব ঐ ব্যক্তিকে জুরি রূপে আহ্বান পূর্ব্বক আপন সমীপে আনয়ন করিবায় ছোট আদালতের পেয়াদা তাঁহাকে ওয়ারেন্ট দেখাইয়া ধৃত করে তাহাতে পেডিংটন সাহেব অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু সে কিছুই শ্রবণ করে না, পরিশেষ উক্ত সাহেব বাবু রসময় দত্তকে একপ এক পত্র লেখেন যে জুরির পদে নিযুক্ত হইয়া যখন কোন ব্যক্তি কোন প্রকার রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তখন ওয়ারেন্ট দ্বারা তিনি কোনমতেই [illegible]তে পারেন না, অপিচ দত্ত বাবু সাহেবের ঐ কথা কিছুই মান্য করেন নাই, ইহাতে পেডিংটন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদিগের নিকট [illegible] য়ের বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন, [illegible] শেষ কিহয় কিছুই বলা যায় না ।

সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শিঙ্গাপুরে ওরিএণ্টেল ব্যাঙ্কের এক শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তথা হইতে এক লক্ষ [illegible] লোর নোট সকল প্রকাশ হইয়াছে ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয় । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেবল ১০ টাকা ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

সংখ্যা

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

২৪৩৯ সংখ্যা । শনিবার ৩ আষাঢ় ১২৫৬ সাল । ইং ১৬ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

[illegible]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

[illegible] পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং [illegible]ম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝা[illegible]য়ের বিষয় ।

[illegible]লোণ ,, নামক সৈন্যের নৌকা লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৯ তারিখে এলাহাবাদ ও তদিতস্তত স্থানাভিমুখে [illegible]রম্ভ হইবেক ।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ।

[illegible] সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেন্ট ।
[illegible] জুন ১৮৪৯ ।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন ।

সরিফ সেল ।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন চৌধুরী এবং ভৈরবচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বেণ্ডীসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামদ্বারা ইহা বিক্রয় করিবেন ।

বিষেষতঃ কতকগুলীন রেজিন অর্থাৎ ধুনা যাহা পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন চৌধুরির সম্পত্তি ।

ধুনা এইক্ষণে মহানগর কলিকাতার আড়পুলি সাকিনের একখণ্ড ভূমিতে আছে ।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন ।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ড ।
সরিফ ।

কলিকাতা ।
১৪ জুন ১৮৪৯ ।

সংবাদপ্রভাকর

৩ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১ ।

মফঃসলাইট সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন প্রধান সেনাপতি লার্ড গফ সাহেব অতি শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন, অতএব সৈন্য সংক্রান্ত প্রধান২ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় এইক্ষণে এক সভা করত লার্ড সাহেবকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করেন, ৫০ জন সেনানী এই কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি আপনাপন সম্মতি প্রদান করিয়াছেন অধুনা অপরাপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাঁহারদিগের সহিত সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে, বহুদিবস হইল লার্ড গফ সাহেব এই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, এবং তিনি যুদ্ধও অল্প করেন নাই, কিন্তু শীকের যুদ্ধে তাঁহার যে সকল অবিবেচনা প্রকাশ হইয়াছে

কোন যুদ্ধে সেইরূপ হয় নাই, চিলানওয়ালার রণক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ কার্য্যে সংপূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার অনুমতির দোষে অনেকানেক প্রধান কর্ম্মকারক হত ও আহত হইয়াছেন, লার্ড সাহেব শীকের যুদ্ধে যদ্যপি বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেন তবে সেনাসম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিতেন তজ্জন্য মফঃসল লাইট সম্পাদক মহাশয়কে কোন অনুরোধ করিতে হইত না, যাহাহউক এই বিষয় লিখন কালীন আমারদিগের অন্তঃকরণে অসীম দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, যেহেতু প্রধান পদস্থ মহাশয়েরা উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করত সুখ্যাতি সঞ্চয় করেন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে সুতরাং আক্ষেপ করিতে হয়, অপিচ বিলাতের পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সদিগের সাধারণ সভায় লার্ড গফ সাহেবের বিশেষ সুখ্যাতি হইয়াছে, সকল লোকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, মান্যবর মেং সেফ্টর্ড সাহেব লার্ড গফ সাহেবের অনুকূলে এরূপ সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই, অতএব লার্ড সাহেব ভারতবর্ষে কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত না হউন কিন্তু তিনি বিলাতে উপস্থিত হইলে তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৫ মাঘ।

নিয়মিত সভা।

উক্ত দিবস সভা হইয়া সম্পাদক কর্ত্তৃক যে সকল বিজ্ঞাপন হইয়াছিল প্রথমতঃ তাহার প্রথম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, উক্ত বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম এই যে গত পৌষ মাসীয় সপ্তবিংশতি দিবসীয় সভায় যে সকল নিয়ম স্থির হইয়াছিল তাহার ১৫ ধারার মধ্যে সম্পাদকের এক প্রতিজ্ঞা করণের কথা লিখিত হইয়াছিল, যেহেতু ঐ কথা সাধারণ নিয়মের মধ্যে লিখিত হওয়ায় অসঙ্গত বোধে ও তাহা সভার কার্য্য পুস্তকে লিখিবার প্রার্থনায় এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করা যায়, সমাজ তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত বিষয় কার্য্য পুস্তক ভুক্ত করিতে এবং তদ্বিবরণ সমাচার পত্রিকা দ্বারা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, তদ্বিবরণ ইত্থং যে সম্পাদক কহিয়াছিলেন, যাবৎ সমাজ হইতে ধন সংগ্রহের কার্য্য সমাধা না হইবেক অর্থাৎ এক বৎসরপর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থ ধর্ম্মার্থে ৬০০ ছয় শত তঙ্কা তেঁহ নিজে দিবেন, ইহাতে প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে ৫০ পঞ্চাশৎসংখ্যক ছাত্র নিযুক্ত করণ নিমিত্ত সমাজের বিবেচনা হয়, তদনন্তর সম্পাদক কহিলেন যে আপাততঃ ১০০ এক শত ছাত্র নিযুক্ত করা স্থির করুন, তাহাতে ৬০০ ছয় শত টাকার অধিক ব্যয় হইলেও তাহা তেঁহ নিজে দিবেন, এই কথা বলায় তাহাতে সমাজ সম্মত হইয়াছিলেন।

পরে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, ঐ বিজ্ঞাপন পুস্তকাধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রতিভূ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন কি না? ইহাই জিজ্ঞাস্য হইয়াছিল, কিন্তু সমাজ উক্ত অধ্যক্ষের নিকট প্রতিভূ গ্রহণে নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলেন।

পরে তৃতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, উক্ত বিজ্ঞাপনের তাৎপর্য্য এই যে অত্র সমাজের অধীন যে গ্রন্থ[illegible] সভা আছে তাহার মর্ম্ম এই যে ঐ সভা হইতে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক [illegible] প্রকার উত্তমং গ্রন্থ রচনা হইয়া [illegible] অধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের [illegible] বৃদ্ধির বিশেষ উপযোগি হইবেক কিন্তু উক্ত সভা ভিন্ন যদি কোন [illegible] ত কর্ত্তৃক ছাত্রগণের পাঠ[illegible] কোন প্রকার উত্তম পুস্তক [illegible] য়া সমাজে উপস্থিত হয় [illegible] উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাকে বিশেষ সম্মান[illegible] ত পারিতোষিক দেওনের [illegible] করেন তবে অশেষ বিশেষ [illegible] বিদ্যোন্নতি ও যথোচিত এক [illegible] কার্য্যের সূচনা হয় এবং [illegible] বাসী ইহ পরলোক হিতৈ[illegible] গুরু মহামহোপাধ্যায় সভ্য [illegible] নন্দচন্দ্র শিরোমণি ঠাকুর [illegible] নাস্তিক নিরাশ নামক গৌড়ীয় [illegible] ভাষানুবাদ সহিত নিজ [illegible] পুস্তক সমাজে প্রদান করিয়াছেন, ঐ পুস্তক বিদ্যালয়ের সুবন্দো[illegible] প্রশংসিত মহাশয়কে [illegible] যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদত্ত হইতে [illegible] য়মানুসারে ঐ বিষয় সমাজে বিজ্ঞাপন হয়। সমাজ এই বিজ্ঞাপনে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনানুরূপ নিয়ম স্থির করণে ও পারিতোষিক দেওনে সুসম্মত হইলেন।

পরে চতুর্থ বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, ঐ বিজ্ঞাপনের মর্ম্মার্থ এই যে উক্ত নিয়মের ৩০ ধারামতে কর্ম্মচারির দেওয়া টাকার স্বাক্ষরিত পত্র সক[illegible] নিয়মিত সভার দিবস [illegible]জে দর্শাইবার কারণ সম্পাদকের [illegible] প্রেরণ করা ও তাহা তেঁহ পুনঃ[illegible] হওয়া এবং সেই২ টাকার সং[illegible] অর্থাৎ হিসাব ও তৎসম্বলিত [illegible] থাকাতে কার্য্য বাহুল্য [illegible] উক্ত নিয়ম উত্তোলন প্রার্থনা, [illegible] ধনরক্ষকের নিকট কি নিয়[illegible] গচ্ছিত হইবেক তাহার কোন [illegible] না থাকায় নূতন নিয়ম [illegible] করণের প্রার্থনা ছিল। [illegible] এতদুত্তরে আদেশ করিলেন [illegible] কর্ম্মচারির দেওয়া টাকার স্বা[illegible] পত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরণ [illegible] কোন প্রয়োজন নাই, অত[illegible] নিয়ম রহিত করা যায়, এবং [illegible] নিকট যখন যে সংখ্যক [illegible] হইবেক তাহার স্বাক্ষ[illegible] উক্ত অধ্যক্ষের নিকট হইতে [illegible] নূতন নিয়ম স্থাপিত করা [illegible]

[illegible] পঞ্চম বিজ্ঞাপন পাঠ করা [illegible] তন্মর্ম্ম, রক্ষক এবং পরিচারক [illegible] কার্য্য বিধান নিমিত্ত গত সভা[illegible] আদেশমতে এই বিজ্ঞাপন হইয়া[illegible]

[illegible]হাতে সমাজ আদেশ করিলেন [illegible] রক্ষক নিযুক্ত করণের [illegible], যেহেতু বালকদিগের [illegible]বেক্ষণ করা ও পরিচারকীয় [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত থাকা পরিচারকগণ কর্ত্তৃক সমাধা পাইবেক, অতএব উক্ত দুই পদের কার্য্য পরিচারকগণ দ্বারা সমাধা করণ নিমিত্ত কার্য্য বাহুল্যমতে নিয়ম স্থাপিত করা যায়।

পরে ষষ্ঠ বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তন্মর্ম্ম, কর্ম্মচারির প্রেরিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যয়ের লিপ্যাদি সমাজে উপস্থিত করণ বিষয়।

সমাজ উক্ত সংখ্যা পত্রের লিখিত ব্যয় ১৭৮৵৫ এক শত আটাত্তর টাকা তিন আনা এক পাই গ্রাহ্য করিলেন।

পরে সপ্তম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তন্মর্ম্ম, বিদ্যালয়ে ঈশ্বরী সরস্বতী পূজা হওন নিমিত্তক।

সমাজ সংক্ষেপ ব্যয়ের মধ্যে অর্থাৎ যথা শাস্ত্র ঈশ্বরী পূজা করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক তদুপলক্ষে নৃত্য গীতাদি বিষয়ে নিরর্থক ব্যয় করিতে নিষেধ করিলেন, পুনশ্চ পূজার দিবসাবধি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে দুই দিবস পর্য্যন্ত অবকাশ দিতে অনুমতি করিলেন, এবং বেলাবসান হওয়া প্রযুক্ত সভা সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য সমাধা না হওয়াতে তত্তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে অতিরিক্ত সভা স্থাগিত করণানুমতি প্রকাশ পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করিলেন।

এই দিবস সভার আদেশমতে শ্রীযুত বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য সভ্যত্ব পদে তথা শ্রীযুত ইন্দ্রচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য গ্রন্থসূচকত্ব পদে নিযুক্ত হয়েন ইতি।

সম্পাদক।
শ্রীদেবনাথ চৌধুরী।

সভাস্থ সভ্য মহাশয়দিগের নাম।

শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চক্রধূরীণ।
,, ,, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, ,, নন্দগোপাল শান্যাল।
শ্রীযুত বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, মোহনচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য।
,, বাবু কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, ,, গৌরমোহন সরকার।

ভবানীপুর সিমিনরী।

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

গত ২৫ জ্যৈষ্ঠ লিখিত লিপানুযায়ি "ভবানীপুর সেমিনরী" বিদ্যালয়ে ২৯ জ্যৈষ্ঠ বৈকালে বিদ্যালয়স্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ চট্টো ও শ্রীযুত হরিচন্দ্র মুখো ও শ্রীযুত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র হালদার ও শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু ও দর্শকগণ মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু নবগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি ও শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ দে ও শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র ও হিতাকাঙ্ক্ষিগণ মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন বন্দ্যো ও শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ মুখো ও শ্রীযুত বাবু মদনমোহন চট্টো ও শ্রীযুত নীলমণি মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু হরীশচন্দ্র বন্দ্যো ও শ্রীযুত বাবু রামসাগর কুণ্ডু ও শ্রীযুত বাবু সুন্দরনারায়ন মিত্র ও শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রভৃতি একত্রিত হইয়া যে সভা হয় তাহাতে মান্যবর রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত বাবু নবগোপাল মল্লিক মহাশয় ও শ্রীযুত পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের পোষকতায় উপস্থিত ভার

দীয় লোকের ঐক্যমতে এই ধার্য্য হয় যে অদ্য গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত ভাবদীয় ভদ্র ধনি ও বিদ্বান্ ব্যক্তি আগমন না করায় তাঁহারদিগের প্রস্তাব ও মনোভিলাষ শ্রবণ বিরহে ভবানীপুর সিমিনরীর স্থায়িত্ব জন্য ও তৎসংক্রান্ত নূতন এক বাঙ্গালা পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে কোন উপায় স্থির করা শ্রেয়ঃ নহে, এমতে সভাস্থ সকলের নিতান্ত অভিলাষ যে তাঁহারদিগের সহিত এস্থলে সাক্ষাৎকরিয়া অত্র বিষয়ে সুপরামর্শ নির্দ্ধারণ করেন, গ্রামস্থ সকল ভদ্র ও ধনি মানি ও বিদ্বান ব্যক্তি সমূহ দুই সপ্তাহ পরে পুনরায় সভাস্থ হওনার্থ সজ্জন কর্ত্তৃক আহ্লাদিত হয়েন অতএব নিবেদন যে মহাশয় আগত রবিবার দুইপ্রহর দুইটা অবধি ৫ টার মধ্যে বিদ্যালয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক পরম বাধিত ও চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীহরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

৫ আষাঢ় সন১২৫৬ সাল।
ভবানীপুর সেমিনরী।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত প্রভাকরকারকেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আমি এক দিবস আপন মঠে তটিনী তটে নিদ্রিত ছিলাম, ঐ অবস্থায় হঠাৎ যেন কে আমার সম্মুখে আসিয়া কহিতেছেন, ওরে, তুই গাত্রোত্থান কর, এই সংগীত গান কর, এবং দশ জনকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা কর, এই বলিয়া তিনি আপনিই গান করিতে লাগিলেন।

যথা গীত।

দশ মাস গর্ভে যারে করেছে ধারণ।
প্রসব করেছে কত করিয়া যতন॥
এক মাত্র সেই পুত্র অন্য নাই আর।
জনমের সুলক্ষণ ব্যক্ত আছে যার॥
জারে যে দিয়েছে জন্ম যারে যে প্রকার
জন্মসূত্রে কর্ম্মসূত্রে ব্যাখ্যা হয় তার॥
জার জে প্রকার এক, বুদ্ধি হয় ক্ষীণা
সূত্রধর হোতে চায় সূত্র দোষ বিনা?॥
সমুদয় ঘটিয়াছে মেঘের লক্ষণ।
বর্ষণের দোষে এত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সকলের মূল হয় বীজ আর জল।
কর্ষণের দোষে ফলে কুফল সুফল॥
জননীর ছেলে কিন্তু সুবোধ সন্তান।
গুপ্ত বাপে ব্যক্ত করে লইয়া বিধান॥
লোকাচার রক্ষা হেতু ব্যবস্থা লইয়া।
আপনারে ব্যাখ্যা করে পতিত বলিয়া
কার রাজ্য কেবা হরে কেবা হয় রাজা
খোলাকেটে বিপ্রমরে মনেভেবে সাজা
কি বোলে পড়াব মন্ত্র, মন্ত্র পড়ে কেটা
যজমান বলে দেখি এত বড় লেঠা॥
জননী স্মরণ করি ভাবে ভাক্ত ভুঁয়ে।
কি বোলে পড়িব মন্ত্র গঙ্গাজল ছুঁয়ে
কে লইবে মম পিণ্ড প্রকাশিয়ে দয়া।
পাইলে আমার পিণ্ড ফেটে যাবে গয়া
দূর হৌক্ কায্ নাই এরূপ প্রকার।
নব মতে নব জাতি করিব প্রচার॥
এই ভেবে বাহাদুর পূর্ব্ব ভেক্ ছাড়ি।
অভিমানে উচ্চ ভেক্ রাখিলেন দাড়ি
দাড়ি রাখা নয়, এত দাড়ি রাখা নয়
দিলেন নাড়ীর কথা ধর্ম্মে পরিচয়॥
জুটিয়াছে দলবল সব অপরূপ।
যেরূপ দেবতা তার বাহন সেরূপ॥
নারদের বাহন সে নিজে হয় ঢেঁকি।
সে কি কভু খাঁটি হয় নিজে যেই মেকি
নূতন করিল যাহা আহা মরি২।
ধরিল বেদের মত বেদ পরিহরি॥
নব জাতি নব তন্ত্র নব মন্ত্র ঘটে।
একাকী এরূপ করা বাহাদুরি বটে॥
টাকা পেয়ে বাঁকা ভাব আর কিছু নাই
অমৃত সাপের মুখে বলিহারি যাই॥
কত ঠাটে হাটে ঘাটে মঠে আর ...টে
দশ দিগে যশ গায় রেও আর ভাটে
হাড়ি শুঁড়ি মুচি ম্লেচ্ছ ছাড়া কেউ নয়
ব্যবসার ধর্ম্ম তার টাকা পেলে হয়॥
দেশে২ বাজিতেছে বাহাদুরি কাড়া।
হিঁদু আর মুসল্মান্ দুই দিগ্ ছাড়া॥
ভাল২ এখন্ এ সব থাক্ চাপা।
রাখিলেন ভাল কীর্ত্তি বাহাদুর ...পা
পূর্ব্বকার কথা তাঁর কিছু নাই ছাপা
তবু মনে ভয় হয় পাছে হন্ খাপা॥
যা হোক্ তা হোক্ তাহে ফল কিবা
(আছে।
সমস্যা জিজ্ঞাসি এক পণ্ডিতের কাছে
"জননীর এক মাত্র কুমার রতন।
শিশুকালে করে তারে লালন পালন॥
বড় হোলে সেই ছেলে অন্য ভাব তার
প্রসুতীর ইচ্ছা করে সন্তান সংহার॥
শুনিতে বিচিত্র কথা অতি ভয়ঙ্কর।
গোপনে পাঠায় দূত গঙ্গার উপর॥
পরমায়ু মহৌষধি রক্ষা করে মাকে।
আয়ু সত্ত্বে কেবা তার কি করিতে পারে
প্রবল সহায় বলে হলো পরিত্রাণ।
বাঁচিলেন সেই দায় পাইলেন প্রাণ॥
সমস্যা পূরণ কর যত বুধগণ।
কি হেতু হইল বল এমন ঘটন॥
পুত্র হাতে পিণ্ড পারে প্রসুতীর আশ
সে পুত্রে করিতে চাহে আপনি বিনাশ
এর্ মাঝে অতিশয় মর্ম্ম আছে ...।
"পণ্ডিতেরে ধাঁদা লাগে কি বু...

মহাপুরুষ এই গান করিয়া ... মাকে আর২ যে সকল কথা ... ন তাহা ক্রমে লিখিয়া পাঠাই... পনি প্রকাশ করিতে বিরত ... না।

দেশেরবার্ত্তা বুঝ্তে পারি কল্লে ...
যণ্ডারাম দাসে ভনে জাঁতে ...

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং॥

...৪৪০ সংখ্যা) সোমবার ৫ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১৮ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

... পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

... সোণ ,, নামক সৈন্যের ... লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক ,, ... বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত ... বর্ত্তমান জুন মাসের ১৯ তারি ... এলাহাবাদ ও তদিতন্তত স্থানা ... প্রেরিত হইবেক।

ক্রুট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ ... আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া ... হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের ... আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল ... করিতে হইবেক।

... রিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

... ডিপার্টমেণ্ট।
... জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কাসাকর ষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

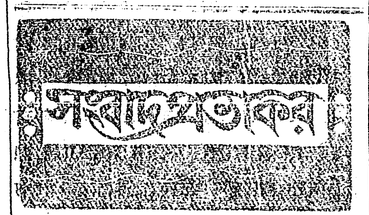

৫ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

পোষ্ট আফিসের চলিত নিয়মের বিশৃঙ্খলতার কথা আমরা কতবার উল্লেখ করিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না, কিন্তু কি আক্ষেপ তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অথবা পোষ্টমাষ্টর জেনরল সাহেবের কিছুমাত্র মনোযোগ হইল না, স্থানে২ যে সকল ডাকমুন্সি নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সাধারণের পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থলোভ প্রযুক্ত কত প্রকার ছলনা ও প্রতারণার অনুগামি হইতেছেন তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করণে অক্ষম, জিলায়২ প্রায় সিবিল সম্পর্কীয় চিকিৎসকদিগের প্রতি ডাক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করণের ভার আছে, কিন্তু তাঁহারা আপনাপন কার্য্যেই বিব্রত থাকেন, সর্ব্বদা ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং অধীনস্থ ডাকমুন্সিরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া থাকে, এইরূপে ডাকের কার্য্যে বিস্তর অন্যায় হইতেছে এবং তজ্জন্য বহুলোকে বিবিধ বিধানে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, বহুদিবস গত হইল সিবিল সংক্রান্ত কোন সম্ভ্রান্ত সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট ডাকমুন্সিদিগের বেতন বৃদ্ধি করত তৎপদে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগ্যে মনো

নীত করণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগ হয় নাই, কান্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ডাকবাহক নিযুক্ত করণের ঘৃণিত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, জিলার সদরস্থান ব্যতীত মফঃসলের ভিন্ন২ গ্রামে ডাক গমনাগমনের সুনিয়ম কিছুই হয় নাই, হুগলি হইতে কোন পত্র গরিকা অথবা অন্য কোন গ্রামে প্রেরণ করিতে হইলে ডাকমুন্সি একজন পেয়াদার দ্বারা তাহা পাঠাইয়া থাকেন সেই পেয়াদা নির্দ্দিষ্ট ডাক মাশুলের অতিরিক্ত আপন পরিশ্রমের জন্য তিন আনা পয়সা প্রাপ্ত না হইলে চিঠি প্রদান করেনা, কিন্তু তাহার পথের ব্যয় দুই পয়সার অধিক হয় না, এইরূপ অন্যায় নিয়মক্রমে পেয়াদারা যে সমস্ত পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে ডাকমুন্সিরা তাহার অংশ গ্রহণ করেন, অপিচ জিলার পোষ্টমাষ্টরগণ ও এথানকার পোষ্টমাষ্টর জেনরল সাহেব এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন না, এতদ্ভিন্ন ডাকের পত্রযোগে নোট অথবা পুলিন্দায় কোন দ্রব্যাদি প্রেরিত হইলে সময় বিশেষে ডাকঘরের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা তাহা হৃত হইয়া থাকে, অতি অল্প দিবস হইল কোন২ স্থানের ডাকমুন্সির বাটী হইতে অনেক খোয়া নোট ও চিঠি প্রকাশ হইয়াছে, এইরূপ ডাকমুন্সিদিগের সকল অত্যাচারের কথা একদা লিখিতে হইলে আমারদিগের পত্রের কলেবর পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা আর অধিক না লিখিয়া অতিনব পোষ্টমাষ্টর জেনরল ও তাঁহার সহকারী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা নিয়মিত রূপে কেবল পত্রা দিতে নাম স্বাক্ষর না করিয়া সময়ে২ ডাক মুন্সিদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন, জিলার সিবিল সম্পর্কীয় চিকিৎসকদিগের উপর ডাক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করণের যে ভার অর্পিত আছে আমারদিগের বিবেচনায় কোনমতেই তাহা উত্তম বোধ হয় না, যেহেতু চিকিৎসকেরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন, বিশেষতঃ যে সময়ে পীড়াদির প্রাদুর্ভাব হয় সেই সময়ে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে আহার করিতে অথবা রজনীযোগে স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক নিদ্রার সহিত বিহার করিতে পারেন না, সুতরাং ডাকের বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ কখন করিবেন, অতএব ডাকের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবার ভার অপরের হস্তে অর্পিত হইলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইতে পারে, ডাকমুন্সির পদে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন সময়ে২ তাঁহারদিগের কার্য্যে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগ্যে পুরস্কার করিলে এবং অকর্ম্মণ্য ও অনুপযুক্তদিগ্যে উচিত শাসন করিলে ভাল হয়, যেহেতু তদ্দ্বারা উল্লেখিত কর্ম্মচারিরা স্বীয়২ কার্য্যে বিশেষ মনোযোগি হইতে পারেন, এইক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত আছে ইহাতে তাহারদিগের পদবৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি হইবার কোন বিশেষ সম্ভাবনা না থাকাতে উপযুক্ত মনুষ্যেরা ডাকমুন্সি হইবার প্রত্যাশা করেন না, যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব ডাকমুন্সিদিগের পরিশ্রম বিবেচনা পূর্ব্বক রাজপুরুষেরা বেতন নির্দ্ধারণ করিলে এসমস্ত গোলযোগ ও অনিয়ম অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে।

প্রস্তাব সাঙ্গ সময়ে আমারদিগ্যে আর একটি বিষয় লিখিতে হইল, মফঃসলের ভিন্ন২ গ্রামে যে সকল ফাঁড়ি আছে পুলিস প্রহরিরা তথা হইতে পত্রাদি লইয়া প্রতিদিবস সদর স্থানে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কার্য্যালয়ে গমন করিয়া থাকে এবং প্রত্যাগমন সময়ে শূন্য ঝুলি কক্ষে করিয়া আইসে তাহারদিগের দ্বারা [illegible] ডিতে ডাকের চিটি ও পুলিন্দা [illegible] প্রেরিত হইলে ডাকের উপকার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে পারে এবং [illegible]রা সাধারণ প্রজাদিগের কতপ্রকার উপকার হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না, এইক্ষণে প্রদেশমধ্যে পত্রাদি [illegible] করিবার যে নিয়ম আছে তাহা কোন বিধায়ে উত্তম বোধ হয় না, ইহাতে কেবল ডাকমুন্সি ও পেয়াদাদিগের দৌরাত্ম্যের আতিশয্য হইয়াছে, এই বিষয়োপলক্ষে সময়ানুসারে আমরা পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব, [illegible] ভাব।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

জিলা ময়মুনসিংহের [illegible] কাগমারি পরগনার অধীন [illegible] গ্রাম নিবাসি বহু শাস্ত্রজ্ঞ [illegible]দ্ভব সুকবি শ্রীযুত বাবু রামমোহন [illegible] রত্ন মহাশয় সুসাধু বঙ্গভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ব্রহ্ম খণ্ড, প্রকৃতি খণ্ড, গণেশ খণ্ড এবং জন্ম খণ্ড অনুবাদ করিয়াছেন, কোন সুপণ্ডিত বন্ধু কর্ত্তৃক আমরা সেই পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক তাহার কিয়দংশ পাঠ করত আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছি, যেহেতু গ্রন্থাধ্যক্ষ কবিবর মহাশয় তাহাতে আপনার বিশেষ বৈচক্ষণ্য, লিপি নৈপুণ্য এবং কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমারদিগের স্থাবকাশ অতি অল্প, এ[illegible] এপর্য্যন্ত সমুদয় পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত লোলুপ হইয়াছি, অতএব [illegible] সকলাংশ পাঠ করিয়া মনের [illegible]প নিবারণ করিব, উক্ত গ্রন্থের [illegible] অতি বৃহৎ, এই প্রভাকর [illegible]ন্যায় চারি পেজি ফার্ম্মার ৪৪৯ পৃষ্ঠায় বহুরা গ্রামের হরিশচন্দ্র দত্ত কোম্পানির বিদ্যাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, অনুরোধ করি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা যত্ন পূর্ব্বক উক্ত পুস্তক [illegible] করত পাঠ করিবেন, অনুবা[illegible]ভা কবি মূলের যথার্থ মর্ম্মার্থ রক্ষা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ভাষা কবিতায় [illegible]রূপে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন সেরূপ প্রায় দেখা যায় না, সুতরাং তিনি এতন্মহতী কীর্ত্তি [illegible] পৃথ্বীসমাজে সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রশংসার সহিত প্রিয়রূপে পরিগণিত হইবেন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ আমরা ঐ গ্রন্থ হইতে নিম্নস্থ বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

"বৃন্দাবন বর্ণন।
লঘুত্রিপদী।

[illegible] কানন, হেরে দেবগণ,
নাম তার বৃন্দাবন।
ক্রীড়ারম্য স্থান, কি তার বাখান,
রাধা কৃষ্ণের রমণ॥

কুন্দ তরুচয়, অতি শোভা হয়,
বিরজার তীরে নীরে।
প্রফুল্ল কমল, শ্বেত শতদল,
কম্পিত মন্দ সমীরে॥
কস্তুরী কহ্লার, নানা তরু আর,
সৌরভ সুদূরে গতি।
নবীন পল্লব, তরুবর সব,
পুষ্প মনোহর অতি॥
চম্পক মন্দার, চন্দন সুসার,
কদম্ব কেলিকদম্ব।
শীতল সমীরে, গন্ধ বহে ধীরে,
কৃষ্ণ যাহে অবলম্ব॥
মালতী লবঙ্গ, আর নাগরঙ্গ,
আম্র নিম্ব সে বিশাল।
সুফল পনস, সুধা তুল্য রস,
নারিকেল বেল তাল॥
বদরী খর্জ্জুর, রসেতে প্রচুর,
গুবাক জম্বু জম্বির।
কদলী শ্রীফল, দাড়িম্ব সকল,
পানেতে স্নিগ্ধ শরীর॥
সফল লম্বিত, মেদনী চুম্বিত,
ফলেতে আবৃত পাত।
অত্যুচ্চ পিয়াল, তার তুল্য তাল,
অশ্বত্থে সঘন বাত॥
তিন্তিড়ী শাল্মলী, তাহে কত কলি,
রক্তবর্ণ যার ফুল।
সেই বৃন্দাবনে, শোভে তরুগণে,
ফল কুসুমে সঙ্কুল॥
মল্লিকা ধাতকী, কুমুদ কেতকী,
মকুন্দ মাধবিলতা।
যুথিকা পলাষ, সদা সুপ্রকাশ,
কভু নহে মলিনতা॥
বেষ্টিত প্রাচীর, নিকুঞ্জ কুটীর,
পঞ্চাশত কোটি তাহে।
মত্ত অলিকুল, হইয়া আকুল,
মধুপান করে যাহে॥

রত্নের প্রদীপ, তাহার সমীপ,
শৃঙ্গারের শয্যা যত।
চন্দন আগর, সুগন্ধি বিস্তর,
ধূপমালা জ্বাল কত॥
মনেতে উল্লাস, তথা করে বাস,
পঞ্চাশত কোটি গোপ।
কৃষ্ণ তুল্য সব, বিবিধ বিভব,
তথা জরা মৃত্যু লোপ॥
এই বৃন্দাবন, করে নিরীক্ষণ,
কোটি যোজন বিস্তার।
চতুর্দ্বারান্বিত, রত্নেন্দ্রনির্ম্মিত,
এ বন বর্তুলাকার॥
সহস্র গোপাল, তার দ্বারপাল,
আশ্রম রত্নময়।
গোপ ভৃত্য ভক্ত, কৃষ্ণে অনুরক্ত,
পঞ্চাশত কোটি হয়॥
শত কোটি আর, গোপের আগার,
ততোধিক মুনি ধাম।
কৃষ্ণ ভক্তগণ, করে অনুক্ষণ,
আনন্দে তাহে বিশ্রাম॥
দশ কোটি মান, অধিক নির্ম্মাণ,
পার্ষদগণের পুর।
হীরাতে জড়িত, মণিতে খচিত,
শোভে প্রবাল প্রচুর॥
দশকোটি মিত, রত্নে গঠিত,
পার্ষদ প্রবরাগার।
পার্ষদ প্রবর, প্রত্যেকে সুন্দর,
সবে শ্রীকৃষ্ণ আকার॥
রত্নে প্রচুর, বটে কোটি পুর,
শোভা তার পারাবার।
গোপীগণ বাস, সতত উল্লাস,
শুদ্ধ ভক্ত শ্রীরাধার॥
তাদের কিঙ্করী, কত সহচরী,
সকলের সুবিশ্রাম।
অতি সুনির্ম্মল, মুক্তা ঝলমল,
দ্বাত্রিংশত কোটি ধাম॥

শ্রীরামলোচন, কর নিরীক্ষণ,
জ্ঞাননেত্রে হৃৎকমলে।
ত্যাগি অন্য কাম, এ গোলোক ধাম,
দর্শন কর বিমলে।,,

আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, মেডিকেল কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন গুপ্ত মহাশয়ের এক চিত্র প্রতিমূর্ত্তি উক্ত কালেজের থিয়েটর ঘরে স্থাপিত হইয়াছে, গত শুক্রবার দিবসে তজ্জন্য তৎস্থানে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল, অনরবিল মেং বেথুন সাহেব সেই সমাজে সমাগত হইয়া বক্তৃতা পূর্ব্বক পণ্ডিতজীর অনেক প্রশংসা করিলেন, পণ্ডিতজী তৎকালীন বাঁধাপাগড়ি, বনাতের চাপ্‌কান, জরির নাগরা এবং শাল লইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এতদ্রূপ পরিচ্ছদ ধারণ দ্বারা এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে অসহ্য সহ্যগুণ প্রকাশ করাতে সকলেই মহোল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে অনেকে ছবির ছবি এবং রবির ছবি বিবেচনা করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সুপণ্ডিতবরেষু।

যথা বিধি সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং। নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগদ্ব্যাপক প্রভাকর পত্রে যৎকিঞ্চিৎ স্থান দানে আনুকূল হইবেন।

দলাদলি ভাঙ্গিবার সূচনা।

পদ্য।

গরিব নেওয়াজ মহারাজ গোষ্ঠীপতি।
বেদলদমন মহামতি দলপতি ॥
মম নিবেদন এই কর অবধান।
দলাদলি ভেঙ্গে কর বিদলের ত্রাণ ॥
ঘোরঘটা দেখে তারা করে কানমান।
ফলারের বিরহে বাঁচে না আর প্রাণ ॥
দেয়ান দেয়ানা হলো ভাবিয়া২।
হায়২ করে সব অমাত্য লইয়া ॥
যত ছিল জারিজুরি ডুবিল পাথারে।
পেটুকের পটু বিদ্যা নিপুণ আহারে ॥
কপালে যা ছিল কেবা খণ্ডিবারে পারে
খাবার পোলাও আগে না দিল উদরে
যতেক মাইত্তি তারা করে এই গান।
আরবার ডাকিলে খাইব নাহি আন ॥
না বুঝে বলেছি কত করেছি সগুন।
সগুন অগুণ হলো সে গুণে আগুন ॥
স্বজাতির হিংসা দেখি শঙ্কা করি মনে
না আইল না খাইল ইহার কারণে ॥
উথলিল লোভ আর সম্বরিতে নারে।
জাতি ক্ষয় নাহি ভয় নির্দ্দয় অন্তরে ॥
যে রাগের রাগে আগে রাগিল বিরাগে
গড়াগড়ি দেয় এবে তার অনুরাগে ॥
স্বপক্ষ বিপক্ষ হলো কৃষ্ণপক্ষ ছলে।
সে পক্ষ না করে রক্ষ এ পক্ষের বলে
নিরর্থক অনুরোধ প্রবোধ সঞ্চারে।
থাকিতে না পারে আর ধৈর্য্য পরিহরে
পূর্ব্বের প্রসঙ্গ আর নাহি করে মুখে।
আয় বোলে ডাকিলে খাইবে কালামুখে
চেয়েছিল যেই জন হাতি কিনিবারে।
ছাড়িয়া গিয়াছে সেই কেবা কিন্তে পারে
দলাদলি ঢলাঢলি বাকী কিছু নাই।
চূণ কালি চিত্র গালে দেখিলে জুড়াই
পত্র একাদশ সর অর্দ্ধ শশি প্রতে।
আজ খেয়ে পর পরে জার শিরে শোভে
বড়২ বানরের বড়২ পেট।
লঙ্কা লজ্জিতে হোলে মাতা করে হেঁট ॥
দম্ভ কোরে এসেছিল শের সিং বীর।
স্বাধীন থাকিব না খাইব ফিরিঙ্গির ॥
সৈন্যের অভাব নাই সামর্থ সহিতে।
বুদ্ধির বিহনে মলো সংগ্রাম না হোতে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল শীক সৈন্যগণ।
হিন্দু আনি নাখুচাব থাকিতে জীবন ॥
ফিরিঙ্গী মিলিলে ছলে নষ্ট হবে দেশ
বেদ বিধি ধর্ম্ম কর্ম্ম নারহিবে শেষ ॥
গোহত্যা হইবে রাজধানীর ভিতরে।
নিমন্ত্রণ করি খানা দিবে অতঃপরে ॥
সেসকল জারি জুরি রহিল কোথায়।
সংগ্রামে সরদার শীর গড়াগড়ি যায় ॥
তদ্রূপ ঘটিয়াছে বেদলের দলে।
আপনি প্রসন্ন হলে কিবা কায বলে ॥
পুরোহিত অধ্যাপক দেওয়ান [illegible]।
টাকিয়া আছেন সবে বিড়াল [illegible]
পতিপুত্র ত্যায়াগিয়ে যেন ব্রজ [illegible]।
কৃষ্ণভজে এড়াইল গর্ভের যন্ত্রণা ॥
তেমনি বুঝিয়া তিনি করিলেন [illegible]।
অসার ত্যজিয়া সার কৃষ্ণপদে [illegible] ॥
বেদলের ভাব দেখি করিল [illegible]।
শ্রীঅংশে বহুবিঘ্নানি বিধির [illegible] ॥
কোনমতে নারে তারে ফিরাইতে [illegible]
কৃষ্ণ কলঙ্কিনী নাম রটিল গো [illegible] ॥
বিপক্ষ বিষেতে মন নাহইল [illegible]।
অনায়াসে উল্লাসে হইল স [illegible] ॥
বেদলের গর্ব্ব খর্ব্ব অশেষ প্রক [illegible]।
দলাদলি ভাঙ্গিয়া করহ এক [illegible] ॥
অধিকারী যেইজন একর্ম্মের [illegible]।
অনুমতি দিয়া যশ রাখ এইবা [illegible] ॥
জৈষ্ঠমাসে পাকা আম্র খুরি [illegible]
সাদামাঠা কাচা ভাত অমল [illegible] ॥
প্রসাদ মানিয়া জ্ঞানে খাইবে [illegible]।
হুজুরের সঙ্গে গিয়ে দেখিব [illegible] ॥

অহং কৌতুক [illegible]

☞ এই প্রভাকর পত্র [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলি[illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষি[illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে [illegible] হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূ[illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিরন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৩৪১ সংখ্যা) মঙ্গলবার ৬ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১৯ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝা[illegible]য়ের বিষয়।

[illegible] সোণ ,, নামক সৈন্যের [illegible] লার্ড উইলিএম বেণ্টিঙ্ক ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুন মাসের ১৯ তারিখে আলাহাবাদ ও তদিতস্তত স্থানা[illegible] প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া [illegible]তে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

[illegible] জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

মিস্তুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মনোযোগার্থ নিবেদন করিতেছেন যে তাঁহারদিগের অশ্ব বিক্রয়ের বাজারে বেনডিগলেণ্ড নামক স্থান হইতে প্রেরিত একযুত ঘোটক সাধারণের দৃষ্টার্থ উপস্থিত আছে, বর্ত্তমান ইংরাজী মাসের ২২ এবং ২৩ তারিখে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চমূল্য দাতাকে ঐ সকল ঘোটক বিক্রয় করণার্থ বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে।

মিস্তুয়ার্স কুক এণ্ড কোম্পানি আপনারদিগের বন্ধু বান্ধবগণকে লিখিত রূপে অবগত করাইতেছেন যে বেনডিমনলেণ্ড অশ্ব সকল যে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুতীকৃত হয় তজ্জন্য অন্যান্য আমদানীর ঘোটক হইতে উপস্থিত অশ্বের প্রতি অধিক মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, এই অশ্ব সকল এমত বিশেষ শান্ত স্বভাব যে এই যুতের মধ্যে একটী ঘোটককেও দুরন্ত দেখা যায় না।

কলিকাতা।
১৪ জুন ১৮৪৯। }

সংবাদপ্রভাকর

৬ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

প্রজার সহিত রাজার ব্যবহার।

বিলাতের সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের সহিত আমারদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, ফলতঃ প্রকাশ্য বিষয়ের সংযোগ দ্বারা অসাক্ষাতের দুঃখ নিবারণ হইয়া প্রতিক্ষণেই সাক্ষাতের সুখ প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব আমরা এই স্থানে বসিয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাঁহারদিগ্যে নমস্কার করি, তাঁহারা বিলাত হইতে অস্মদাদির প্রদত্ত এতৎ কৃতজ্ঞতার যৌতুক গ্রহণ করুন। সম্প্রতি ঐ মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের এতদ্রূপ প্রীতিঘটিত আনন্দ প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রজাদিগের স

হিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন ও কোন২ কার্য্যে প্রজারা রাজার উপর তুষ্ট বা রুষ্ট আছে এবং কি কি কর্ম্মে যথার্থ রাজধর্ম্মের অন্যথা হইতেছে তাঁহারা সুনিগূঢ় অনুসন্ধান দ্বারা তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করত কুরীতির উচ্ছেদ পূর্ব্বক সমুদয় সুরীতির সংস্থাপনে সংপূর্ণরূপে যত্ন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা এই সৌজন্য, বৈচক্ষণ্য এবং কারুণ্য জন্য অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন, আমরা বিশ্বজয়ি ব্রিটিশাখ্য পৃথ্বীপালের এক২ কর্ম্মে প্রচুর পীড়া প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ২ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া থাকি, তথাচ রাজপুরুষেরা তাহাতে শ্রুতিপাত করেন না, এখানকার গবর্ণমেণ্টের লোভের জিহ্বা এবং দন্তের কি চমৎকার গুণ, যাহাতে লাভের কিঞ্চিৎ মিষ্টতা আছে তাহাতে এপ্রকারে দীর্ঘরসনা বিস্তার করেন যে বিন্দুমাত্র রসকস কিছুই থাকে না, একেবারে ছিবিড়া সার হয়। ভূমির বিষয়ে যে সকল নিয়ম করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে পঞ্চাশ বৎসরের পরে এদেশের জমীদারেরা প্রকৃতাবস্থায় অবস্থান করিতে পারেন এমত বোধ হয় না, একে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণেই অনেকের দফা রফা হইয়াছে তাহার উপরে আবার নূতন জরিপের যে হাঙ্গামা শুনিতেছি তাহা হইলেই কুইন কুইনের প্রথানুসারে মাপ হইয়া সর্ব্বনাশের সূত্র উঠিবেক, তখন লাভের গন্ধ পাইলেই অন্ধ হইয়া আপনারদিগের পূর্ব্বকৃত দশসালা বন্দোবস্তিকাণ্ডের উপর দৃষ্টি করিবেন না। এই সকল বিষয় আমরা লিখিয়া২ ক্লান্ত হইয়াছি, কি করি জগদীশ্বর কেবল লেখনী ভিন্ন আর কোন সম্বল প্রদান করেন নাই, সুতরাং সেই লেখনীর শ্রমে কার্য্য সিদ্ধ না হইলে কাযেই মনের আক্ষেপে নিরব হইয়া থাকিতে হয়, একে ধনাগমতৃষ্ণায় রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্মকল্পে বিবেচনা বিহীন হইয়াছেন, তাহার উপর রাজপ্রিয় সম্পাদকেরা প্রজ্বলিত লোভানলে ধুনার উক্তি দিয়া মনসার নৃত্যের ধূম্‌ধাম্ বৃদ্ধি করিতেছেন, এদেশে যে সকল ইংরাজলোক আছেন তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই বাঙ্গালির অত্যন্ত দ্বেষ করিয়া থাকেন, বরং অনেকের এমত ইচ্ছা আছে যে অদ্যই আমারদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া ইস্কেবেঞ্জরের গাড়ীতে জুড়িয়া রাস্তা পরিষ্কারের কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, বাঙ্গালিরা কি প্রকার জন্তু বহু সংখ্যক ইংরাজেরা অদ্যাপি তাহা জ্ঞাত হয়েন নাই, তাঁহারা বাঙ্গালিকে কখনই মানুষ জ্ঞান করেন না, তবে কুক্কুর শৃগাল ইত্যাদির মধ্যে এক প্রকার উত্তম জানোয়ার বলিয়া জানেন, আমরা অভিমান প্রযুক্ত যে সকল কথা লিখিতেছি ইহা প্রায় মিথ্যা নহে, অনেক ইংরাজ টেবিল টাক্ অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্র হইয়া আহার করণ কিম্বা কথোপকথন কালীন এই প্রকার কথার আন্দোলন করিয়া থাকেন, তদ্বিশেষ কোন২ বিচক্ষণ হিন্দু স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, ইংরাজের মধ্যে যে সকল সরল, দ্বেষহীন, অপক্ষপাতি মহাশয় ব্যক্তি এখানে আছেন তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য তাঁহারা সহসা সাহসি হইয়া কোন কথা উল্লেখ করিতে পারেন না, ধরাধিপ রাজা এবং জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে ভয় করিতে হয়, ইংরাজ সম্পাদকের মধ্যে দুই জন অগ্রগণ্য লোক স্বার্থের নিমিত্ত আপনারদিগের অভিপ্রায় এবং লেখনীকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, পাদ্রি সম্পাদকেরা [illegible]তি সুসভ্য হইয়াও আমারদিগের পক্ষে বজ্রার মুরাদের ন্যায় শুদ্ধ দৃশ্য সৌন্দর্য্য হইয়াছেন, তাঁহারা রাজ্যের অবস্থা ও রাজকীয় ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি মাত্র না রাখিয়া কেবল ধর্ম্ম২ করিয়া খুন্ হইতেছেন, হতভাগা বাঙ্গালিদিগের পোড়া কপালে গুরু শিষ্য দুই সমান জুটিয়াছেন, খ্রীষ্টান রাজপুরুষেরা নানা প্রকার এদেশের সুখ ও সুখাকর অর্থ [illegible] হরণ করিতেছেন, পুরোহিত [illegible] সাহেবেরা ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সমুদয় উচ্ছিন্ন দিয়া একাকার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হা, জগদীশ্বর তোমার মনে এই ছিল, আমারদিগের স্বাধীনতা গেল, রাজ্য গেল, [illegible] গেল, ভূমি গেল, মান গেল, [illegible] গেল, ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, [illegible] সকলি যাউক্, এ আবার কি সর্ব্ব[illegible] এইক্ষণে ইংরাজের অধিকারে [illegible] ছেলে লইয়া ঘর করা ভার [illegible] পাদ্রি সাহেবেরা অনায়াসে [illegible] রোধি হিন্দু জাতির অন্তঃপুর [illegible] বলের দ্বারা বালক বালিকা [illegible] বধূগণকে বাহির করিয়া [illegible] ছেন, আমরা ধর্ম্মে কর্ম্মে [illegible] বঞ্চিত হইতে লাগিলাম, জো[illegible] ছেলে মেয়ে হরণ করিলে [illegible] নালিশ হওনের উপায় নাই, [illegible] ধর্ম্মবিষয়ে হস্তপেক্ষ করিব না [illegible]

তাহাতে বিলক্ষণ এক কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন, ছলের দ্বারা হউক, বা বলের দ্বারা হউক অথবা উপদেশ দ্বারা হউক মিসেনারি কর্ত্তৃক হিন্দু বালক শিশু ধর্ম্মে গৃহী[illegible]লে রাজপুরুষেরা যখন প্রজার [illegible]নাশ গ্রহণ করেন না তখন আমরা তাঁহারদিগের [illegible] বিষয়ক প্রতিজ্ঞাকে চাতুর্য্য ভিন্ন [illegible] কোন কথা উল্লেখ করিতে পারি না, আমরা তবে এতদ্রূপ আক্ষেপ [illegible]কাশ করিতে পারিতাম না। যদি [illegible] রাজা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী না হ[illegible]ন, যেহেতু আমরা তাহাতে পাদ্রি[illegible]তে রাজাকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দেখি[illegible] অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া রাখি[illegible] যখন রাজা খ্রীষ্টান, রাজ পুরো[illegible]হিত পাদ্রি সাহেবেরা খ্রীষ্টান এবং [illegible]হারা পাদ্রি কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয় [illegible]রাও খ্রীষ্টান হইতেছে তখন [illegible] আমারদিগের খেদ বাক্য না [illegible]বলে তাঁহারদিগের ঐ প্রতিজ্ঞাকে [illegible] মতে কি বলা যাইতে পারে, [illegible]হাতে অনেকেই অনুমান করেন [illegible]জাদিগ্যে খ্রীষ্টান করণে গোপনে রাজার ইঙ্গিত আছে, তাহার তাৎপ[illegible] প্রজারা রাজার সহিত এক ধর্ম্মা[illegible] হইলে ভবিষ্যতে আর কেহই ব্রিটিশ জাতির রাজ্যচ্যুত হওনের প্রা[illegible] করিবেন না, বরং কোন ভিন্ন ধ[illegible]শ্রিত রাজা খ্রীষ্টান রাজার বিরু[illegible] যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া অস্ত্র ধারণ ক[illegible] দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃ[illegible] প্রজা মাত্রেই আপনারদিগের ধর্ম্মা[illegible] রাজার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সাধ্য মতে যত্ন করণের ত্রুটি করিবে[illegible] না, যাহাহউক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি প্রজাকে খ্রীষ্টান করণে রাজার ইঙ্গিত থাকুক বা না থাকুক্ কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে না থাকিলেও থাকা সিদ্ধ হইবেক, সংপ্রতি মান্দ্রাজ নগরে সুপ্রিম কোর্টে হিন্দু জাতির সহিত পাদ্রিদিগের এক ভয়ঙ্কর মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে জর্জ সাহেব পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের অপ্রাপ্ত বয়সের সমুদয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও যেরূপ চমৎকার বিচার করিলেন তদ্দৃষ্টে তত্রস্থ প্রজা মাত্রেই সশঙ্কিত হইয়াছেন, এবং এই কলিকাতায় কয়েকবার এইরূপ মোকদ্দমায় অত্যন্ত অবিচার হইয়াছিল, সেই অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অদ্যাবধি হিন্দু সকলে দিবারাত্রি ত্রাহি২ শব্দ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট কোন রাজ্যেই বাঙ্গালির মত যথার্থ রাজভক্ত প্রজা প্রাপ্ত হইবেন না, ইহারা স্বভাবতঃ অতি ভীরু ও দুর্ব্বল, রাজবিদ্রোহিতাচরণ দূরে থাকুক সামান্য বিষয়ের বিবাদ কলহের ছায়াস্পর্শ করে না, কেবল, রাজার মঙ্গল প্রার্থনায় নিয়ত নিযুক্ত আছে, স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও জ্ঞাত নহে, শুদ্ধ কেরাণীগিরি প্রভৃতি গোলামি কর্ম্ম পাইলেই সন্তোষিত থাকিয়া ডাল্‌ভাৎ আহার পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, অতএব এমত নিরপরাধি কৃতজ্ঞ প্রজাদিগ্যে ধর্ম্মবিষয়ে ও রাজ্য সম্বন্ধীয় অপর: বিষয়ে অতিশয় দুঃখিত রাখা কোন মতেই উচিত হয় না, ইংরাজেরা এমেরিকান্‌দিগের দ্বারা যেরূপ পীড়িত হইয়াছিলেন, দুর্ভাগা ভেতো বাঙ্গালিগণের দ্বারা ভবিষ্যতে তদ্রূপ হওনের কোন সম্ভাবনাই নাই, বরং খ্রীষ্টান করিলে বিপরীত ঘটনার সম্ভব আছে, কারণ প্রজারা হিন্দু ধর্ম্মচ্যুত হইলে নানা উপায়ে বলিষ্ঠ এবং সাহসিক হইয়া বহুদিন পরে স্বাধীনতা সংস্থাপনে যত্ন করিতে পারে।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়)

কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, বহুকষ্টে তিনি এক দিবস পুলিসে গমন করিয়াছিলেন, এইক্ষণে শয্যাগত আছেন, ডাক্তরেরা এরূপ পরামর্শ দিয়াছেন যে অবিলম্বে নৌকারোহণ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে জলপথে গমন করা কর্ত্তব্য হয়।

মেং এডওয়ার্ড, এ, ডৌ সাহেব সুপ্রিমকোর্টের উকীল হইয়াছেন।

লাহোর দরবারে ব্রিটিস রাজপুরুষেরা দেওয়ান মূলরাজের মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার শেষ হয় নাই, তিন দিবসে কেবল দুইজন সাক্ষির জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে।

নিয়োগ।

গত ২৭ জানুআরি তারিখের বিধানানুসারে সব-আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু কালাচাঁদ দে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

ঐ ঐ বাবু উমাচরণ সেট ঐ ঐ।

জিলা ২৪ পরগনার আকিসিএটিং সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট অফ দি রিবিনিউ সরবে মেং এ, গ্রোট্ সাহেব ১৮২২ সালের ৭ নিয়মানুসারে জিলা হুগলি, মেদি

নীপুর, পূর্ব্ববর্দ্ধমান, ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং যশোহরের সংপূর্ণ কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পুরুষোত্তম হইতে আমারদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা ও রথযাত্রা দর্শনার্থি যাত্রির অন্য বর্ষাপেক্ষা ত্রিগুণ পরিমাণে সমাগম হওয়াতে আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় দুর্মূল্য হইয়াছে এক মুদ্রায় আট সের তণ্ডুল বিক্রয় হইতেছে অন্যান্য দ্রব্য তদ্বৎ মহার্ঘ প্রযুক্ত দীন যাত্রিদিগের দিন২ অতিশয় ক্লেশানুভব হইয়াছে এবং রৌদ্রাতিশয্যে অনেকে পীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

প্রেরিত পত্র।

মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীলশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

আমার এই পত্রখানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া আপনার অমূল্য অতুল্য প্রভাকর পত্রে স্থান দানে চিরবাধিত করিবেন।

আমি বহুকালাবধি এই রাজধানীতে বাস করিয়া সংবাদপত্র সমূহ বিশেষতঃ সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, ভাস্কর, জ্ঞানদর্পণ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় ইত্যাদি সংবাদপত্র প্রযত্নরূপে পাঠ করিয়া গ্রহণ করিয়া রাখি এবং সকল সমাচারপত্র হইতে নূতন২ সমাচার প্রাপ্ত হই, কিন্তু প্রায় ছয় মাস অতীত হইল মহাশয়দিগের দৈনিক সহযোগি পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকের পত্র পাঠ করিয়া কিছুই নূতন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই, ইতিপূর্ব্বে উক্ত পত্রে নানা প্রকার নূতন২ সমাচার এবং ভিন্ন২ দেশীয় ভিন্ন২ ভাষার সমাচার পত্রের উত্তমোত্তম বিষয়াদি অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকটন হইত এবং অত্রত্য অনেকানেক নূতন সংবাদ নগরীয় ইংরাজী পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা প্রয়োজনীয় জ্ঞানে যত্ন পূর্ব্বক অনুবাদ করত স্বীয়২ পত্রে প্রকাশ করিতেন, এইক্ষণে তাহার কিছুমাত্র দর্শন হয় না, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশক মহাশয় কেবল কতকগুলীন বৃথা সমাচার লিখিয়া পত্র পরিপূর্ণ করেন, পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভ পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিয়োগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন, তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে বহুকালের পুরাতন বিষয় সম্পাদকীয় উক্তি মধ্যে প্রকাশ করেন, তৎপরে চতুর্থ পৃষ্ঠাতে এতন্নগরীয় অন্যান্য সমাচার পত্রের উচ্ছিষ্ট সংগৃহীত হয়, এমতে পরকীয় পরিশ্রমার্জ্জিত খাদ্যাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ করেন, যেমন পরের ধনে পোদ্দারি নাট, ইহাও তদ্রূপ দৃষ্ট হইতেছে, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় পত্র প্রকাশ করিয়া কেবল সম্পাদকীয় নামে কলঙ্ক প্রদান করিতেছেন, অন্য সমাচার পত্র হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিলে গ্রাহকদিগের নিকট এবং ভদ্রসমাজে নিন্দনীয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এবম্প্রকার নিন্দনীয় হওনাপেক্ষা সম্পাদকীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, আমি এক দিবস কোন ভদ্রসমাজে গমন করিলে সেই স্থানেও এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের বিষয় উত্থাপন হইলে সকলেই সমাচার চন্দ্রিকা, প্রভাকর, ভাস্কর পত্রত্রয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তৎ[illegible] আমি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের [illegible]মুল্লেখ করিলে তাঁহারা সকলেই [illegible]বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন যে ইতিপূর্ব্বে উক্ত পত্র জ্যোতির্ম্ময় ছিল বটে এবং সকলেই গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, এইক্ষণে সেই প্রভার একাংশও নাই, কেবল নাম পূর্ণচন্দ্রোদয় আছে, চন্দ্রের যে কলঙ্ক দোষ তাহা হইতে কখন মুক্ত হয় না, ইহা সত্য বটে, তথাপি [illegible]র্ম্মল সুশীতল অংশু প্রদান করিলে সাধুসমাজে দোষ আচ্ছাদিত হইয়া গুণ প্রকাশ পায়, আবার বিজ্ঞবর সম্পাদক মহাশয় নববর্ষ প্রবৃত্ত [illegible] লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার [illegible] কলেবর বৃদ্ধি হইল, কিন্তু [illegible] তাহা কিছুই নয়নগোচর হইল [illegible] অতএব আমরা বন্ধুস্বভাবে উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি যে তিনি কিঞ্চিদ্ব্যয় [illegible] করিয়া একজন লেখককে নিযুক্ত করুন, নচেৎ আপন পত্রে সর্ব্বদা [illegible] সমাচারপত্র হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া সংপূর্ণ করিলে সম্পাদকীয় [illegible]মার খর্ব্বতা প্রকাশ করা মাত্র।

কস্যচিৎ সমাচার পত্র পা[illegible]।

☞ এই প্রভাকর পত্র [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলি[illegible] সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর [illegible] পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে [illegible] হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✲ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ ✲ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✲ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্তং ভ্রান্ত মতন্দ্রনীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বাদ্বিরেকারসং ॥

৩৪৪৩ সংখ্যা। গুরুবার ৮ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ২১ জুন ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকল[illegible] জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর[illegible] রাস্তার গরাণহাটার গুরুদাসের [illegible] ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে [illegible] এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ [illegible] বাজারের কালাকর ইষ্টিটে [illegible]চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠক [illegible] নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল [illegible] এই বাটীত্রয় ভাড়া দেওয়া যা[illegible] যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া [illegible] সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

---

৮ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

প্রজার সহিত রাজার ব্যবহার।

গত বারের শেষ।

আমরা যুক্তিমতে কেবল সেই রাজাকেই অতি সদ্বিচারক সুধার্ম্মিক রাজা বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি যে রাজা স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের এবং অধিকারস্থ প্রজাদিগের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া সুশাসনের সহিত সুনিয়মে সমুদয় রাজকার্য্য পরিচালন করেন, এবং যুক্তিমতে কেবল সেই রাজাই প্রজাপুঞ্জের নিকট প্রিয়পাত্ররূপে পরিগণিত হইয়া চিরপ্রভুত্ব স্থাপনার্থ যথার্থরূপ আশীর্ব্বাদ প্রাপণের যোগ্য হইতে পারেন যে রাজা প্রজাপীড়নে পরাঙ্মুখ হইয়া পুত্রবৎ প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হয়েন, যেমন মেঘ কর্ত্তৃক বারিবর্ষণে সমুদয় ভূমি আর্দ্র হইয় ফলশালিনী হয়, সেইরূপ সদ্গুণান্বিত রাজা কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণ প্রজা মাত্রেই সমভাবে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া শান্তির সহিত সুখের অবস্থায় অবস্থান করে, আমারদিগের শ্বেতকুলের রাজপুরুষেরা কতকগুলীন উৎকৃষ্ট নিয়মক্রমে রাজকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করাতে অতি প্রশংসিত ও ধর্ম্মশীল রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন বটে, কিন্তু যে কতিপয় নিয়ম আমারদিগের সুখাকর না হইয়া দুঃখদায়ক হইতেছে এবং যদ্দ্বারা যথার্থ রাজধর্ম্মের বিপরীতাচরণ প্রকাশ পাইতেছে তাহার দোষোদ্ধার করিয়া কারুণ্য স্বভাবে কৃপা বিতরণ না করিলে প্রতিষ্ঠা পুষ্পের সৌরভে জগন্মণ্ডল আমোদিত হইবেক না, ফলতঃ যখন আমরা প্রজার সহিত রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া এবিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তখন ক্রমে২ রাজকার্য্যের সকল দোষ গুণ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না, ইহাতে যদিস্যাৎ অস্মদাদির এই সকল উক্তি রাজার কর্ণগোচর হইয়া সদুপায় হওনের সম্ভাবনা না হয় তবে আমরা কি করিতে পারি, কিন্তু রাজা প্রজা উভয়ের মঙ্গল জনক স্বরূপাত্তিপ্রায় ব্যক্ত করতঃ অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিয়া ঈশ্বর সমীপে নিরপরাধি হইতে পারিব।

আমরা গত পত্রে নানাবিধ করের কথা উত্থাপন করিয়াছি, কিন্তু তাহার দোষ গুণ কিছুই লিখিত নাই, অদ্য অপর অপর বিষয়ক করে কর্ণার্পণ না করিয়া কেবল ইষ্টাম্পের বিষয় লিখিতেছি ইহাতে বিহিত বিবেচনা

করিবেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী, রাজস্ব, নিমক প্রভৃতি যত বিষয় আছে ঐ সকল ব্যাপারেই রাজার হাটে মূল্য দিয়া কাগজ ক্রয় করিতে হয়, সেই হাটে হাট না করিলে কোন মতেই কার্য্য সিদ্ধ হওনের সম্ভাবনা থাকে না, ফৌজদারী নিমক ও কালেক্টরি ব্যাপারে যদিও কাগজের মূল্য অধিক নহে, কিন্তু তাহাতে সামান্য২ বিষয়ে সামান্য লোকের পক্ষে সামান্যরূপ ক্লেশ হয় না, কারণ ব্যক্তি বিশেষে তৃণকে পর্ব্বত বহনের ন্যায় ভারবোধ হইয়া থাকে, রাজভাণ্ডারের যেরূপ পরিমাণ তাহাতে আট আনা একটাকা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র বটে কিন্তু এমত মনুষ্য অনেক আছে যাহারদিগের সেই আট আনায় লক্ষ টাকার ন্যায় সমান ভার বোধ হয়, যদি বলেন অক্ষম ব্যক্তিদিগের পক্ষে পাঁপরের নিয়ম আছে, কিন্তু পাঁপরে যত বিষয় নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা আমারদিগের অগোচর নাই, অপিচ কালেক্টরি সম্পর্কীয় অনেকানেক বিষয় দেওয়ানীর সহিত সমান সম্বন্ধ রাখে তাহাতে দেওয়ানীর হিসাবে কাগজ কিনিতে যদ্রূপ অর্থের আবশ্যক করে তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, ঐ সকল বিষয়ের সঙ্ঘটন কালীন নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া প্রজারা যে প্রকার আক্ষেপ করেন তাহা মনে করিতে অতিশয় দুঃখবোধ হয়, পরন্তু দেওয়ানীর ব্যাপার বড় ভয়ানক, কারণ তাহাতে বিষয়ানুসারে কাগজের মূল্য নিরূপিত হইয়াছে, যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা সে দুঃখে দুঃখ জ্ঞান না করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা অক্ষম তাঁহারদিগের পক্ষে কি সর্ব্বনাশ, কোন ক্রমেই রাজসদনে বিচার প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আমরা এমত মনুষ্য অনেক দেখিতেছি যাঁহারা ষ্টাম্পের মূল্য দানে অসমর্থ হইয়া আপনাপন যথার্থ বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এক জনের পিতা জীবিতাবস্থায় যোত্র করিয়া অনেককে বা দুই এক জনকে কর্জ্জ দিয়াছিলেন, তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্রের আর তদ্রূপ অবস্থা রহিল না, তখন সেই ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় পিতার অধমর্ণ গণের নিকট হইতে সেই সকল ঋণ দানের ধন আদায় করা কি রূপ কঠিন বোধ হয়, যেহেতু প্রথমেই খত্তি বাবুদের নালিসে কাগজের টাকা কোঁচড়ে বান্ধিয়া পরিশেষ অন্য খরচার চেষ্টা করিতে হয়, আমরা অনেক ভদ্র সন্তানের এইরূপ দুরবস্থা দেখিতেছি, তাঁহারা খরচার অভাবে কর্জ্জ দানের ও গচ্ছিত রাখনের টাকা আদায় করিতে না পারিয়া অতি দুঃখে কাল যাপন করিতেছেন, অতএব বিচার কল্পে এই "ষ্টাম্পকাগজ" সাধারণ প্রজার বিচার প্রাপণের পক্ষে কিরূপ শাত্রবতা করিতেছে সুবিচারক মহাশয়েরাই ইহার বিচার করুন, রাজার নামাঙ্কিত চিহ্ন করা কাগজ মূল্য দিয়া না কিনিলে বিচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না হায়, ইহা কি চমৎকার রাজনিয়ম, এমত নিষ্ঠুর নিয়ম ব্রিটিসাধিকার ভিন্ন অপর কোন দেশেই প্রচলিত দেখি না। কি আশ্চর্য্য, রাজা বিচারের ব্যাপারে ব্যাপারী হইয়া এক প্রকাশ্য বাজার বসাইয়া ব্যাপার করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজ নিয়মের এই ব্যাপার ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে, ইহাতে আবার এক কাণ্ড দেখুন, যেখানে ষ্টাম্পকাগজ উপস্থিত নাই সেখানে চলিত শাদা কাগজে লেখা পড়া হইয়া পরে হাকিমদিগের নিকট অর্পণ [illegible] ন একখানা নির্ণীত মূল্যের ষ্টাম্প তাহার সহিত গাঁথিয়া দিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, অপর যে বিষয়ে ৮ টাকা বেতনের কাগজের আবশ্যক তাহাতেও ঐরূপে পূর্ব্বে ৪ টাকার কাগজে লিখিত হইয়া পরিশেষে তাহার সহিতে আর ৪ টাকার কাগজ আটা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়, ইহার তাৎপর্য্য [illegible] বল মূল্য, কাগজ নহে, তাহা [illegible] মার্কামারা কাগজ ভিন্ন অন্য কাগজে লেখা হইত, অতএব বিজ্ঞ মহাশয়েরা প্রণিধান করুন যখন প্রজার প্রতি বিচার বিতরণ করা রাজার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তখন তাহাতে এরূপে অর্থোপার্জ্জনের সূত্র সঞ্চার করা কিরূপ কর্ম্ম হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশিত বিষয়)

বহুলোকে একত্র সংযোজিত হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন সেই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হয়, এবং তাহাতে যে লভ্য হইয়া থাকে সকলে সমান অংশে তাহা বণ্টন করিয়া লইলেই সর্ব্বাধায়ে উত্তম হইতে পারে এবং ঐ সংযোজিত দলের পরস্পরের প্রণয়ের আধিক্য জন্মে, বহুলোকের অর্থে যে বাণিজ্যালয় অথবা অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান হয় তাঁহারা ভাবতে উহার তত্ত্বাবধারণ করিতে পারেন না কারণ সমুদয় সংযোজিতদলের এরূপ নিয়ম আছে যে তাঁহারা এক সাধারণ সভায় সকল অংশিদিগ্যে আহ্বান করিয়া সকলের সম্মতিক্রমে কয়েক ব্যক্তিকে কার্য্য পরিচারকরূপে মনোনীত করিয়া থাকেন, অপিচ ঐ সংযোজিত পরিচারকগণ যদি সকলের লাভের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া যথা নিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তবে কার্য্যোন্নতি সহকারে লাভের আধিক্য ও সমান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি আপনাপন লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং ঐ সংযোজিত বণিকদলের অর্থ দ্বারা আত্মীয়গণের উপকার করিবার চেষ্টা করেন তবে কোন মতেই প্রশংসাভাজন হইতে পারেন না, তাঁহারদিগের দ্বারা অপরাপর অংশিদিগের সংপূর্ণ ক্ষতি হয়, অতএব এই স্থলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে একদাই সকল কার্য্য সিদ্ধির উপায় হইয়াছে, সংযোজিত বণিকদলের পরস্পর একতা সম্বর্দ্ধিত হয় ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা, যেহেতু এরূপ বণিকদলের দ্বারা নানাবিধ বৃহৎ কার্য্য নিষ্পাদিত হইতে পারে, যথা রেইল ওয়ে কোম্পানি ও ডক্কিং কোম্পানি, ষ্টিম টগ এসোসিএসন ইত্যাদি, এই সকল কোম্পানি নামে বহুলোক সংযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারদিগের ধনে ঐ বৃহৎ২ বাণিজ্য ব্যাপার প্রচলিত হইয়া তদ্দ্বারা নানা রূপ লভ্য হইতেছে এবং তাহাতে সাধারণেরও অনেক উপকার হইয়াছে, ঐ সকল বিষয়ে যদ্যপি বহুলোকে সংযুক্ত না হইতেন তবে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা তাহার কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান হইত না।

সাধারণের সংযোগে ইউনিএন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে প্রথমতঃ তদ্দ্বারা বিস্তর লভ্য হইয়াছিল, যে সময়ে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ফেইল হয় ও বড়২ হৌস সকল অবসন্ন হইয়া পড়ে সেই সময়ে ইউনিএন ব্যাঙ্ক সকল লোকের দেনা পরিশোধ করিয়া অটল মেরুর ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, পরে কার্য্য পরিচারকগণ আপনাপন লাভের প্রতি মনোযোগী হইবায় এবং ব্যাঙ্কের টাকায় আত্মীয়গণের উপকার করাতেই তাহার পতন হইল, অতএব সংযোজিতদলের পরস্পর প্রণয়ের অভাব হইলে বিবিধ প্রকার ব্যাঘাত হইয়া থাকে, যাহা হউক, ইউনিএন ব্যাঙ্কের পতনে সংযোজিত বণিক কোম্পানি মাত্রেই সতর্ক হইয়াছেন এবং সকলেই আপনাপন বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমে২ অনেক ভয়ানক ব্যাপার প্রকাশ হইতেছে, বানারস ব্যাঙ্কের বিষয়ও সামান্য নহে, ১১ জুন তারিখে অংশিদিগের এক সভা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা সংবাদ স্থলে প্রকাশ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিবেন। অপিচ এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক যে সংযোজিত বণিক কোম্পানিদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে অনায়াসেই সাধারণের উপকার ও তৎ সম্বন্ধীয় অংশিগণের লভ্য হইতে পারে, কিন্তু ঐ কোম্পানির পরস্পর প্রণয়ের অভাব হইলেই তাহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, অতএব বণিক কোম্পানিদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা সতর্ক হইয়া কার্য্য করেন।

আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইলাম যে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি সাহেবেরা সংপ্রতি এরূপ নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে মাষ্টর আফিসে পূর্ব্বে যে সকল সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইত এইক্ষণে প্রকাশ্য কোর্টে তাহারদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবেক। এই নিয়মের অন্যান্য বিবরণ আমরা পরে প্রকাশ করিব।

আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি শ্রীযুত স্যার চারলস নেপিয়ার সাহেব পঞ্জাবীয় রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করণের এক বিশেষ পন্থা করিয়াছেন, তিনি অতি প্রণয়ভাবে নম্রোক্তি দ্বারা রাজা গোলাব সিংহকে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার অধীনে যত কামান আছে তিনি অবিলম্বে তত্তাবৎ ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন, তাহাতে কোন অন্যথা করিবেন না। রাজা গোলাব সিংহ এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া উত্তর লিখিয়াছেন যে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অনুমতি সর্ব্বদাই মান্য করেন, কস্মিন্‌কালে তাহা অবজ্ঞা করেন না, আপন অধীনস্থ তোপ সকল প্রেরণ করণেও সম্মত আছেন, কিন্তু তাঁহার সেনারা তাহাতে সম্মত হয় না, এই উত্তরে স্যার চারলস নেপিয়ার সাহেব সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তিনি পুনর্ব্বার গোলাব সিংহকে এরূপ পত্র লিখিবেন যে যে সকল সেনারা তাঁহার অভিপ্রায়ে অসম্মত হইয়াছে তাহারদিগ্যে পদচ্যুত করাই উচিত হয়, তাহা না করিলে প্রধানের প্রভুত্ব কোনমতেই রক্ষা হইতে পারে না।

ফরিদপুর হইতে ইংলিসম্যান

পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তারাপুর নামক স্থানে নবগঙ্গা নামক এক নূতন নদীর স্রোতঃ প্রকাশ হইয়াছে, এবং নানা স্থান হইতে অসংখ্য হিন্দু প্রজা তথায় সমাগত হইয়া নানা উপচারে তাহার পূজা করিতেছে, যাত্রির সংখ্যা দুই তিন লক্ষ হইবেক, তাহারা মহোৎসবে মত্ত আছে, কেহ হোম, কেহ বলিদান করিতেছে, কেহ বা ঐ পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতেছে, জিলার নীলকুঠির সাহেবেরাও এই মহোৎসবে বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে নীলকুঠির আমলাগণ কুঠিতে কালী পূজা করিয়াছিলেন, তাহাতেও সাহেবদিগের আমোদের ত্রুটি হয় নাই, অতএব ঐ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে সাহেবগণ হিন্দুদিগের দেব দেবী পূজায় সহায়তা করেন ইহা চমৎকার বটে, অপিচ পত্রপ্রেরকের এই উক্তির প্রতি ইংলিসম্যান সম্পাদক উত্তর করিয়াছেন যে "উল্লেখিত ব্যাপারে সাহেবদিগের সাহায্য করা কেবল আমোদ মাত্র, দেব দেবীর মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া কেহ২ যেরূপ আমোদ করেন, কথিত সাহেবেরাও সেইরূপ তাহার পূজা করত আমোদ করিয়াছেন, কোম্পানিরা যখন এই দেশে বাণিজ্যালয় করিয়াছিলেন তখন তাঁহারদিগের দ্বারা হিন্দুজাতির দেব দেবীর পূজা হইত, এবং রাজকর্ম্মচারিরা তাহাতে আমোদ করিয়া তদ্বিষয়ের সকল ব্যয় কোম্পানির খাতায় লিখিয়াছেন, আমরা অনুমান করি সংবাদদাতা রুমদেশের কোন ইংরাজের ব্যবহারের বৃত্তান্ত অবগত নহেন, ঐ স্থানের কোন সাহেব ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনার টুপি খুলিয়া উক্ত দেবের সম্মান করাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে এরূপ অসঙ্গত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি এতাবন্মাত্র উত্তর করিয়াছিলেন যে এই দেবরাজ কোন্ দিবস পূর্ব্বের ন্যায় শক্তি ধারণ করিবেন, ইহা আমি কিছুই জানি না, একারণ ইঁহাকে সম্মান করিলাম, অতএব কোম্পানিরা ঐরূপ পরিহাসমূলক অভিপ্রায়ে দুর্গার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকিবেন, এবং জমীদারদিগ্যে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত নীলকর সাহেবেরাও ঐ ভাবের অনুগামি হইয়াছেন।"

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয়ের এই অভিপ্রায় যেরূপ পরিহাসজনক তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, ইহাতে আমরা কোন উক্তি প্রয়োগ করিলাম না।

প্রকাশ্য পত্রের বিজ্ঞাপন অনুসারে গত ২১ জুন তারিখে বানারস ব্যাঙ্কের অংশিদিগের এক সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় অনেকানেক ইংরাজ ও হিন্দুস্থানীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সভারম্ভে ডৈরেক্টর্সদিগের সহিত অংশিগণের অনেক বিবাদ হয়, পরিশেষে ব্যাঙ্কের বিবরণ পুস্তক দ্বারা এরূপ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে যে ডৈরেক্টর্সগণ দুই হাজার অতিরিক্ত অংশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহা বিক্রয় না হওয়াতে তত্তাবৎ অগ্রাহ্য করিয়াছেন ও অনেকে ব্যাঙ্কের অংশ ব্যাঙ্কে দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব বানারস ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর্সদিগের ব্যবহারের কথা পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল এইক্ষণে তাহা সত্য বোধ হইল।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের
বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"গোমতী" নামক বো... নৌকা একখানা বাষ্পীয় জা... দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমা... মাসের ২৬ তারিখে সুন্দরবন... ক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও ... স্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হই...

অদ্য তারিখ অবধি উক্ত ... জে বোঝাই গ্রহণ নিমিত্ত বো... ফিসে সাধারণের দ্রব্য সকল ... হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সা...
আজ্ঞানু...।

J. H. JOHN...
জে, এচ, জানি...।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবে...
কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
২১ জুন ১৮৪৯।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম সতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

...৩১৭ সংখ্যা) শনিবার ২৪ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ৭ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের
বিজ্ঞাপন।

...পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় ...হাজের গমনাগমন এবং ...সম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ...ড়া ও দ্রব্যাদির বোঝা য়ের বিষয়।

...ভাঙ্গা" নামক সোয়ারের ... একখানা বাষ্পীয় জাহাজের ... টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই ...র ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিব... ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আ... ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে ...রিত হইবেক।

...টে অর্থাৎ স্থানাদির নিমিত্ত ... লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ...সেলের কাণ্ট্রোলর সাহেবের ... রীতিমত দরখাস্ত সকল অ... করিতে হইবেক।

...রিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের
আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের
কর্ম্মচারী।

...ম ডিপার্টমেণ্ট।
... জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সংবাদপ্রভাকর

২৪ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

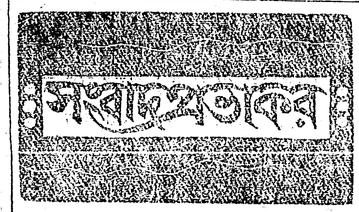

কলিকাতা নগরের ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে যে নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া থাকিবেন, এই নগরের ভূমির প্রত্যেক্ কাঠার প্রতি তিন আনা অর্থাৎ প্রত্যেক্ বিঘার বার্ষিক খাজানা ৩৸০ আনা নিরূপিত হইবেক, নিষ্কর ভূমির অধিকারিগণ যদ্যপি ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাদে তাহা ভোগ করিতে থাকেন তবে তাহার প্রতি কর নিরূপিত হইবেক না, কলিকাতার কালেক্টর সাহেব প্রদেশীয় রাজস্ব সংগ্রহ করণের নিয়মক্রমে খাজানা আদায় করিবেন, যদ্যপি কোন ব্যক্তি তাহা প্রদান না করেন তবে তিনি তাহার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবেন, তাঁহার প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ও ছোট আদালতের বিচারকদিগের কোন ক্ষমতা থাকিবেক না, যদ্যপি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের অসন্তোষজনক কোন কথার উল্লেখ করেন তবে সাহেব তাঁহার দণ্ড করিতে পারিবেন এবং কমিস্যনর সাহেব ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির নিকট তাহার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইবেক না। ঐ আইন পত্র দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি আরো ক্ষমতা

অর্পিত হইয়াছে যে তাঁহায় বিচারে যে সকল ব্যক্তি দোষি হইবেক তিনি তাহারদিগের ৫০০ টাকাপর্য্যন্ত দণ্ড ও তাহারদিগ্যে ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

আইনকর্ত্তা মহাশয়েরা উক্ত আইনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে মফঃসলের কালেক্টর সাহেবেরা যেরূপ নিয়মক্রমে ভূমির খাজানা সংগ্রহ করেন কলিকাতার কালেক্টর সাহেব সেইরূপে এখানকার রাজস্ব গ্রহণ করিবেন, অপিচ প্রদেশীয় কালেক্টর সাহেবের প্রতি তদতিরিক্ত অনেক শক্তি অর্পিত হইয়াছে, কারণ ১৮২২ সালের ৯ আইনের ৩৭ ধারার বিধানক্রমে প্রদেশীয় কালেক্টর সাহেবেরা ১০০ টাকা দণ্ড ও ১৫ দিবসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, যদি বলেন, ১৮৪১ সালের ৩০ আইন অনুসারে ঐ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, ফলতঃ সে তাঁহারদিগের বিচার করিবার শক্তিতেই সম্বর্দ্ধিত আছে, কিন্তু অভিনব নিয়মপত্রের বিধানমতে কলিকাতার কালেক্টর সাহেব একেবারে ৫০০ টাকাপর্য্যন্ত দণ্ড ও ছয় মাসপর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করণের ক্ষমতা ধারণ করিবেন।

প্রাগুক্ত নিয়মের বিশৃঙ্খলতা বিষয়ে আমরা উপরিভাগে যে দৃষ্টান্ত দর্শাইলাম এইরূপ আরো অনেক আছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না, যাহা হউক, এই নিয়ম সর্ব্ববিধায়েই পীড়াজনক হইয়াছে, ইহা প্রচলিত হইলে কলিকাতাবাসি প্রজাগণ অশেষ যন্ত্রণায় পীড়িত হইবেক, একে বাটীর টেক্স, গাড়ীর টেক্স, ঘোড়ার টেক্স প্রদানের [illegible]মেই সকলেই ক্লিষ্ট হইয়াছেন তাহাতে আবার রাজপুরুষেরা ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে এরূপ কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলে সাধারণের যেরূপ দুঃখ বৃদ্ধি হইবেক তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, অতএব নগরবাসিদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে এক সভা করত এই নিয়ম পরিবর্ত্তন জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

আমরা কোন সদ্বিদ্বান ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম লেখক মহাশয় নাবিকদিগের দুঃখের কথা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কঠিন অন্তঃকরণেও করুণারসের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

“আমি স্বাবকাশ বিরহে মহাশয়কে অবগত করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম এইক্ষণে নিম্ন লিখিত কয়েক পঁক্তি মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন পুরঃসর সংবাদ প্রভাকর পত্রেক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

গত ৯ আষাঢ় শুক্রবার প্রথম রথের দিবসে বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে আমরা চারিজন বন্ধু একত্রিত হইয়া রথযাত্রার যাত্রিগণের মেলা দর্শনার্থে প্রসিদ্ধ মাহেশ গ্রামে গমনোদ্যোগি হইয়া নৌকা ভাড়া করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাগবাজারের ঘাটে উপস্থিত হইলাম, তথায় দৃষ্ট হইল কতকগুলীন চিত্র বিচিত্র তিলকধারি হিন্দুস্থানি বৈরাগি এক গৃহমধ্যে জগন্নাথ দেবের সুচারু মোহনমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের [illegible] পন্থা করিয়াছে। পরন্ত উক্ত জগন্নাথ দেব বাবু আশুতোষ দেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন, কি বৈরাগিরা জগন্নাথের বার্ষিক পূজার লালসায় [illegible] রাই স্থাপনা করিয়াছে তাহা বিশেষ জ্ঞাত নহি। ঐ ঘাটে একখানি তিন দাঁড়ের পান্সী ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনে তদুপরি আরোহণ [illegible] স্থে নাবিকদিগকে নৌকা ছাড়িতে ক[illegible] হিলাম, নাবিকেরা নৌকা ছাড়িবার চেষ্টা করিতেছিল এমত সময়ে [illegible] বৈরাগিদল হইতে এক জন [illegible] নাবিকদিগের নিকটে পয়সা চাহিল, তাহাতে নাবিকেরা কহিল, [illegible] সের মধ্যে এই মাত্র ভাড়ায় [illegible] য়াছে ইহাতে যৎসামান্য [illegible] বেক অতএব তোমাকে আ[illegible] দিব? এই উক্তি শুনিবা মাত্র [illegible] খোট্টা বৈরাগী তৎক্ষণাৎ রাম সেনানির ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নৌকাতে আসিয়া একজন দাঁড়ির [illegible] হইতে একখান বস্ত্র লইয়া [illegible] রিল, নিরুপায়ি দাঁড়ী এরূপ অত্যাচার দর্শনে ভেবা গঙ্গারামের [illegible] বাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। রাগি বৈরাগিদিগের এই অন্যায় ব্যবহার দৃষ্টে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া তরণী হইতে নাবিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা এবম্প্রকার বলপূর্ব্বক দুঃখিদিগের দ্রব্যাদি কোন্ ক্ষমতায় লইয়া থাকহ, তাহাতে উত্তর করিলেক “ছাতুবাবুকা হুকুম হ্যায়, জগন্নাথ স্বামিকা সেবা চলেগা,, আমরা কহিলাম আশুতোষ বাবু পরম দীনদয়াল হইয়া জগন্নাথের সেবার্থে আর [illegible]তেকধারিদিগের উদর পরিতোষের নিমিত্তে দরিদ্র নাবিকদিগের প্রতি যে [illegible] ক্লেশ কর অনুমতি প্রদান করিবেন ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে [illegible] দ্বারা বোধ হইতেছে তোমরা [illegible] স্বেচ্ছানুসারে দলবদ্ধ হইয়া দ[illegible] এত ব্যবহার করিতেছ, অতএব [illegible] ব্যক্তি বলদ্বারা বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া [illegible] তাহাকে এইক্ষণে পোলিসে যাই[illegible] হইবেক, এই কথা শ্রবণে একজন [illegible] কোপিত হইয়া উত্তর করিল [illegible]বাতকা পরওয়া ক্যা হ্যায়, হাম [illegible] সাত ভাই হ্যায় নছওয়া এক [illegible] জুয়েদরহি,,।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয় গো এমত [illegible] স্বভাব সাহসি ব্যক্তিরাও ধর্ম্মপথ [illegible] বলিয়া পরিগণিত হয়, কোম্পানি বাহাদুর পাঞ্জাব যুদ্ধকালীন ইহারদিগকে সৈন্যদল ভুক্ত কেন করেন নাই?।

অনন্তর বস্ত্রহারা নাবিক তথাকার [illegible] নম্বরের পাহারাওয়ালাকে রাজ[illegible] হইতে ডাকিয়া আনিয়া হরণকারিকে দেখাইয়া দিল, চৌকিদার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “তোম্‌কিস্কা হুকুমসে ইস্কা কপড়া ছিন্ লিয়া,, বৈরাগির উত্তর “হামকো পয়সা নাহি দিয়া, ইসিওয়াস্তে কাপড়া ছিন্ লিয়া,, জিজ্ঞাসা “তোম্‌কো পয়সা লেনেকো কোন্ কহা,, উত্তর “ছাতু বাবু বোলা, আওর সারজন সাহেব এক দিন আয়ারহা হাম্‌কো কহা তোম মাঝিয়োঁসে পয়সা লেতে রহো,, পাহারাওয়ালা সাহেব এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার এজূহার জবান বন্দী লইয়া মোকদ্দমার বিল্‌কুল তফ্‌সিলাত সারেওয়ার ওকেফহাল হইয়া হুকুম দিলেন, “আচ্ছা কপড়া ফের দেও,, চৌকিদারের এই বিচার শ্রবণে আমরা তাহাকে কহিলাম, যে ইহারা আপন মুখে ব্যক্ত করিল যে আশুতোষ বাবু ও সারজন সাহেবের নিকটে এইরূপে পয়সা লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার তুমি কি বিবেচনা করিয়া চলিলে, ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তোমার জানা আবশ্যক, অতএব বাদি প্রতিবাদি উভয়কে ইনস্পেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া গিয়া সপ্রমাণ করহ নচেৎ তোমার পক্ষে মন্দ হইবার সম্ভাবনা। চৌকিদার আমারদিগের এতদুক্তি শ্রবণে বৈরাগীর উপড় হস্তের প্রতি দৃষ্টি করিতে না পারিয়া উভয়কেই ঐ জুদ্দার ইন্‌স্পেকটরের নিকটে লইয়া গেল। আমরা প্রায় দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত তাহারদিগের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিলাম পরে বেলা অবসান হইবায় অন্য নৌকা আরোহণে বাধ্য হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাহারদিগের কিরূপ বিচার করিয়াছেন, তিনি এবিষয় জ্ঞাত আছেন কিনা, আর বৈরাগিদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচারের অনুমতি দিয়াছেন কিনা বিশেষ জানিয়া স্বাবকাশ মতে মহাশয়ের অবগতি জন্য লিখিব।

মহাশয় গো ভাবিয়াছিলাম বুঝি দেব বাবুদিগেরই দুঃখিদের প্রতি কৃপাদৃষ্টির কিঞ্চিৎ অভাব হইবে, আবার ঐ স্থানের রাজার ঘাটেও ঐ প্রকার সুবিচারের সোপান দৃষ্ট হইল, এক জন কৌপীনধারী সহসা আসিয়া আমারদিগের নৌকার উপর চাপিয়া বসিয়া নাবিককে কহিল “অরে পয়সা দেকে নাও খোল,, সম্পাদক মহাশয় প্রথম ঘাটে বাবুর বলিয়া নাবিকেরা কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাতে অবিলম্বে তাহার প্রতিফল পাইয়াছিল এ রাজার ঘাট ইহার কোন কথাই নাই সুতরাং মাঝিকে তৎক্ষণাৎ পয়সা দিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় এতাবৎ অত্যাচার দৃষ্টে ধনি মহাশয়দিগের প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে অবধূতদিগকে আশ্রয়ের স্থান প্রদান করতঃ এতদ্রূপ বৃত্তির অনুমতি করা যদি যথার্থ হয়, তবে কেবল সামান্য দুঃখি লোকের যন্ত্রণার সোপান প্রস্তুত করা হইয়াছে। যদি দয়ারই অনুষ্ঠান করিতে হয় তবে পরের পীড়া দিয়া তাহা প্রকাশ্য করা উচিত নহে বিশেষতঃ সাধারণ উপকার জন্য যে ঘাট প্রস্তুত করিয়া একবার উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন দরিদ্র নাবিকদিগের নিকট হইতে তাহার করগ্রহণে কর বিস্তার করা নিতান্ত অনুচিত বলিতে হইবেক। তবে যদি বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের বাণিজ্যের দ্রব্যাদি উঠাইবার কারণ ঘাটের ভাড়া লয়েন তাহা সঙ্গত হইলেও হইতে পারে, পরন্তু ক্ষুদ্র নাবিকদিগের নিকট হইতে পয়সা লইবার প্রথা কোনমতেই সঙ্গত নহে, তাহা হইলে যাহারা স্নান করিতে আইসে তাহারদিগের নিকট হইতেও প্রয়াগধামের পূর্ব্ব নিয়ম মত ঘাটের কর লইতে হয়। ফলতঃ গঙ্গাবাসি ভেকধারি ভিক্ষারিরা স্নানকারিদিগের নিকটেও উপায়ের ত্রুটি করে না, কিন্তু বলপ্রকাশ করিতে অশক্ত, যেহেতু স্নানকারিদিগের প্রায় কলিকাতাই বাস

স্থান, হেক্কা হোক্কা করিলে অমনি চৌকিদার ডাকিয়া দিবে, আর না বিকেরা প্রায় বিদেশি পল্লিগ্রামবাসি ইতরজাতি, তাহারদিগের আদ্দাশ গ্রাহাই বা কে করে, কোন অত্যাচার ঘটিলে প্রহরিকে ডাকা দূরে থাকুক তাহারা রাজদূতদিগের কালাপোশাক চকমকে চাপ্রাস দেখিয়াই সংপূর্ণ ভীত হয়, সুতরাং দৌরাত্ম্য সহ্য করে এবং পয়সা দিতেও বাধ্য হয়। আহা! দরিদ্র নাবিকেরা বহু কষ্ট ও ক্লেশে কিঞ্চিদর্থ উপার্জ্জন করত আপন স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করে, তাহারও সংপূর্ণরূপে উপায় বিরহ, তাহারদিগের পরিশ্রমের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কোন্ আরোহি অগাধ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন না হইবে? যখন প্রচণ্ড প্রখরতর তপন কিরণে পৃথিবী তাপিতা হইয়া নিজ শরীরের ঘন ঘর্ম্ম রস ঊর্দ্ধদেশে পরিচালন করিতে থাকে, তখনও তাহারা দাঁড় বাহিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত হয় না, যখন শ্যামল কৃষ্ণবর্ণ কাদম্বিনী অতি তর্জ্জন গর্জ্জনে করাল নাদ নিঃসরণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বারি বর্ষণে অবিরত রত, সৌদামিনী সহসা চিকিমিকি ঝিকি ঝিকি জ্যোতির আভাতে দৃষ্টিপথ অবরোধ করিতে থাকে এবং পতনীয় কুলিশ মহা ভয়ঙ্কর শব্দে মানব মণ্ডলির হৃদয় কম্পিত করে, তরণি বাহকেরা সে সময়েও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় শিখিগণের ন্যায় দাঁড় হস্তে নৃত্য করিতে থাকে, আর মাজি চাতকের মত সেই জলদ বারির প্রত্যেক্ বিন্দুকে সুখদায়ক বোধ করে। যখন হেমন্তের গুরুতর প্রবল প্রবাহিত বায়ু দ্বারা অম্বরাচ্ছন্ন ব্যতীত হস্ত পদাদি অবসন্ন হইয়া কার্য্য সাধনে অক্ষম হয়, নাবিকেরা অনায়াসে নিরাশ্রয়ে নীরোপরি অবাধে পরিশ্রম করিতে কষ্ট বোধ করে না, ইতিমধ্যে যদি দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ তরণী জলমগ্না হয় তবে তাহারদিগের দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না, একেবারে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

হা! কাহার সমীপেইবা আক্ষেপ করিব, অন্তঃকরণের ক্ষোভ প্রকাশ করিলেই বা কি হইবে? ভাগ্যবান মহাশয়েরা কখন পান্সীতে আরোহণ করেন নাই, ভগ্ন ছোয়ের প্রতি নেত্র পাত করেন না, দুর্ভাগা নাবিকদিগের অনির্ব্বচনীয় ক্লেশও অবলোকন করেন না, দৈবাৎ কখন শারীরিক অসুস্থতা জন্য বায়ু সেবনের প্রয়োজন হইলে প্রায় বোট বজরা পিনিশ ইত্যাদির দ্বারাই ভ্রমণ হইয়া থাকে, সুতরাং এমত ক্ষীণাবস্থাবস্থিত ব্যক্তিরা কি প্রকারে ধনাঢ্যদিগের দয়ার পাত্র হইবে? পুলিস অধ্যক্ষদিগকে আর কি কহিব? তাঁহারা রাস্তার উপর কালাপোসাক আচ্ছাদিত এক২ পুত্তল পাহারাওয়ালা নাম দিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছেন, তাহারা দুই চারিটা পয়সা পাইলে কালাপাহাড়ের মূর্ত্তি ধারণ করে, পয়সার লোভ না দেখাইলে কালা হইয়া বসে, অতএব পুলিস অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগি হইয়া দীনহীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ নিবারণ করুন।

কস্যচিৎ কলিকাতাবাসিনঃ।
২০ আষাঢ় ১৭৭১ শক,,

গত বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে যে কয়েকটা তোপধ্বনি হইয়াছিল তাহাতে অনেকের অন্তঃকরণে অনেক প্রকার অনুমান হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা ঐ বিষয়ের নিশ্চিত সংবাদ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম।

৪ জুলাই তারিখে আমিরিকা রাজ্য স্বাধীন হয়, একারণ তত্রস্থ প্রজারা প্রতি বৎসর ঐ দিবসের সম্মানার্থ তোপধ্বনি ও আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদ্রে যে সকল আমিরিকার জাহাজ থাকে তাহার কর্ম্মকারকগণ কোন বৎসর [illegible] মোদ করিতে পারে নাই, অপিচ [illegible] মান বর্ষে উক্ত রাজ্যের কালেক্টর ও অপরাপর জাহাজি কর্ম্মচারিগণ ঐ আমোদ প্রকাশ করণের প্রার্থনায় গবর্ণমেন্টের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং রাজপুরুষেরা তাহাতে সম্মত হইবায় "ইগেল,, নামক আমিরিকার জাহাজ হইতে ঐ আনন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং আমিরিকা দেশীয় সাহেবেরা ঐ জাহাজে অনেক আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন।

মূলতান অধিকারকারি [illegible] য়ার জেনরল হুইস সাহেব কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩১৮ সংখ্যা) সোমবার ২৬ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ৯ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[গবর্ণ]মেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝাইয়ের বিষয়।

"লাতাভাঙ্গা,, নামক সোয়ারের [illegible] একখানা বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবসে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতরস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থানাদির নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলের কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।
ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৪ জুলাই ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রামরত্ন রায়ের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগনার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৫/০ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে মথুরানাথ মুন্সির ও অন্যান্যের বাগাৎ ভূমি। দক্ষিণ দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে শ্রীকৃষ্ণ বাগচির বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রামচরণ ভট্টাচার্য্যের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের বেলেঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ৫/০ পাঁচ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে দেবনারায়ণ প্রামাণিকের ভূমি। পশ্চিম দিগে বংশীবদন শাহার ভূমি। পূর্ব্ব দিগে রাসমণি দাসীর ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার চিৎপুরের সুরের বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে আর এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান /৩ তিন

কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে মৃত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর দিগে হারু পোদ্দারের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে রাস্তা।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের কাশীপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে এক তালা ও এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও আস্তবল ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ১০৷৷০ দশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগের একাংশে বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ভূমি, অপরাংশে ঠাকুর দাস চট্টোপাধ্যায়ের ভূমি, অন্যাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পূর্ব্ব দিগে এক পুষ্করিণী যাহা বেনেপুকুর নামে বিখ্যাত। পশ্চিম দিগে চিৎপুরের রাস্তা। এবং দক্ষিণ দিগে শ্যামাচরণ বসুর ভূমি।

৫ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক বাজার যাহা রামরত্ন রায়ের বাজার বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার সঙ্গে যে এক খন্দ ও বন্দ ভূমি অনুমান ২৫৷ পঁচিশ বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক এবং তাহাতে এক ইষ্টক নির্ম্মিত চাঁদনি আছে তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজার। দক্ষিণ দিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ও অন্যান্য লোকের ভূমি অপরাংশে মথুর নন্দীর ভূমি। পশ্চিম দিগে চীৎপুরের রাস্তা। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সির ও অন্যান্যের ভূমি।

৬ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের সিঁতির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৭০৷ সোত্তর বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে মৃত রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের ভূমি। উত্তর দিগে রাস্তা। দক্ষিণ দিগে মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে গলি।

৭ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত জিলার বহরমপুরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গৌরমোহন সেকরার ভূমি। উত্তর দিগে গুরুপ্রসাদ কুণ্ডুর ভূমি। পশ্চিম দিগে রূপচাঁদ ভাদুড়ির বাটী ও ভূমি। এবং পূর্ব্ব দিগে রাস্তা।

৮ দফা। এবং শহর কলিকাতার সুতানুটির দরমাহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে এক পুরাতন ভাঙ্গা পাকা বাটী আছে ভূমি অনুমান ১৷৷০ এক বিঘা দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রামরত্ন রায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে দেবনাথ ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে বৃন্দাবন সুর ও অন্যান্যের ভূমি। পূর্ব্ব দিগে পার্ব্বতীচরণ সুরের ভূমি। এবং উত্তর দিগের একাংশে রাস্তা, অপরাংশে উক্ত পার্ব্বতীচরণ সুরের খোলার ঘর ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ... ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে ... এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ ... বড় বাজারের কালাকর ষ্ট্রিটে ... চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠক ... নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ... এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যা... যে কোন মহাশয় এই বাটী ... লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা ...ভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ... সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

...বাদপ্রভাকর

২৩ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

...ক ব্যবসায়ি ব্যক্তিদিগের পরস্পর প্রণয় থাকিলে যেরূপ সুখের কার্য্য হয় তাহা সাধারণের অবিদিত নাই, কিন্তু তাঁহারা বিবাদে মত্ত হইলে অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, যদিও এই বিষয়ের প্রমাণ অনেক আছে তথাচ এক বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, পাঠক বর্গ পাঠ করত চমৎকৃত হইবেন।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ হইতে পারিবেক, আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে দামোদর নদতীরে বাঙ্গাল কোল কোম্পানি ও মাইনিং কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের পরস্পর ভারি দাঙ্গা হইয়াছে, এবং দারোগা ঐ বিবাদ স্থলে গমন করত বিবাদ কারিদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন, অপিচ মাইনিং কোম্পানির প্রধান কর্ম্মকারক মেং উইলিএম থিউবোল্ড সাহেব ঐ সংবাদ অপহ্নব করণার্থ কোল কোম্পানির প্রতি অভিযোগ করাতে মেং ডবলিউ এফ ফরগিউসন সাহেব তাঁহার বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, এবং সংবাদপত্রে তাঁহারদিগের ভারি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহাতে অনেক গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ হইতেছে, অতএব এক ব্যবসায়ি লোকদিগের এইরূপ বিবাদ হইলে তাহারদিগের কার্য্য বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে না, বৃথা বিবাদে বিপুলার্থ ব্যয় হইবারও সম্ভাবনা, বিশেষতঃ যে স্থানে ঐ বিবাদ হয় সেই স্থানের নিৰ্ব্বিরোধি প্রজাদিগের অকারণে বিস্তর ক্লেশ হইয়া থাকিবে, আমরা অবগত হইলাম যে দামোদর নদতীরে উল্লেখিত কোম্পানিরা বিবাদ করাতে প্রজাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে, রাজপুরুষেরা ঐ নদতীরে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করাতে কিছুকালের নিমিত্ত ঐরূপ বিবাদ স্থগিত হইয়াছিল, এবং প্রজারাও ক্লেশ প্রাপ্ত হয় নাই, অপিচ উক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ পরিত্যাগ করাতে এবং রাজপুরুষেরা তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর কোন ব্যক্তিকে মনোনীত না করিবায় ঐ কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতররূপে বিবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে দামোদর নদের নিকটস্থ কয়লার খনিতে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন, নচেৎ প্রজাদিগের অশেষ প্রকার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

গত শনিবার রজনীযোগে বোম্বাই এক্সপ্রেশ দ্বারা বিলাত হইতে ২৪ মে তারিখ পর্য্যন্তের সংবাদ কলিকাতায় আসিয়াছে ওরিএন্টেস নামক বাষ্পীয় জাহাজের হাঁড়ি ভগ্ন হইয়াছিল, এজন্য ঐ সংবাদ আসিবার একপ বিলম্ব হইয়াছে, যাহা হউক, আমরা তাহা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ১৯ মে তারিখে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী জন্মতিথির খানা খাইয়া ও আমোদ করিয়া একখানা খোলা গাড়ীতে কন্যা পুত্র লইয়া আগমন করিতেছিলেন এমত সময়ে আয়রলেণ্ড দেশীয় একজন দুঃখি কৃষক তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি পিস্তল করিয়াছিল, ঐ শব্দ শ্রুত মাত্র মহারাণী একেবারে কম্পিতা হইয়া কোচম্যানকে কহিলেন যে কি হইল; তাহাতে সে উত্তর করিল যে মহারাণীর বিরুদ্ধে পিস্তল হইল, এতচ্ছ্রবণে রাজপুত্রেরা ক্রন্দন করিয়া উঠিল, তৎপরে চতুর্দ্দিগ হইতে বহু

লোকে গাড়ীর নিকটে সমাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বর সমীপে মহারাণীর দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রিন্স আলবর্ট সাহেব অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন, চতুর্দ্দিগে কোলাহল শব্দ হইল, গির্জাতে মহারাণীর ও তাঁহার পরিবারের কল্যাণার্থ ভজনা হইয়াছিল, নৃত্যাগার ও বড়২ অট্টালিকা সকল আলোকমালায় মনোলোভা শোভা ধারণ করিয়াছিল।

ঐ পিস্তলকারির নাম জেম্‌স হেমিল্টন, সে অতি দুঃখী গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত লালাইত, কেবল বিখ্যাত হইবার অভিপ্রায়ে মহারাণীর প্রতি পিস্তল করিয়াছিল, কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানুসারে ঐ অসংসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই, যাহা হউক, ঐ ব্যক্তি এইক্ষণে কারাবদ্ধ হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার ঐ গুরুতর অপরাধের বিচার হইবেক।

বিলাতে যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা নিবারণ না হইয়া বরং দিন২ বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হইতেছে, রুসিয়াধিপতি আষ্টেরিয়র সাহায্যার্থ অনেক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, এবং টর্কির রাজাও ঐ পক্ষে আনুকূল্য করিবেন, ফ্রান্সরাজ্যের রাজসভায়ও যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ধার্য্য হইয়াছে, নেপোলিটান আষ্টেরিয়া স্পানিস ও ফ্রেঞ্চ সেনারা রুমদেশ আক্রমণ করিয়াছে।

মণ্ট্রিল নামক স্থানে গুরুতর বিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে তথাকার গবরনর জেনরল সাহেবও বিধিমতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যান্য সংবাদ আমরা পরে প্রকাশ করিব।

কলিকাতা পুলিসের অভিনব সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট মেং ডবলিউ টি লা সাহেব প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট রীতিমত শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক জষ্টিস অফ দি পিসের ক্ষমতা ধারণ করিয়াছেন, মেং লা সাহেব বহু দিবস পর্য্যন্ত নীলকুঠিতে ছিলেন এজন্য এতদ্দেশীয় দুষ্টলোকদিগের রীতি নীতি ও চরিত্র সকল বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি পুলিসের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আমরা জনশ্রুতি দ্বারা প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি শ্রীল শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মাহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের রাজকার্য্যের প্রশংসা ধ্বনি কর্ণ সংযোগে অদর্শনের দুঃখ নিবারণ করিয়া থাকি, কীর্ত্তিমান নৃপতি নিরন্তর পক্ষপাত বিহীনতা পূর্ব্বক সুনিয়মে স্বরাজ্য পালন দ্বারা যশঃপতাকা উড্ডীয়মানা করিতেছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সংপ্রতি এক বিষয়ে করুণার খর্ব্বতার সংবাদ কোন বিশ্বাসি ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ভাগকি নিবাসি গুণরাশি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শি ৺রাধাগোবিন্দ ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি বিখ্যাত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের রাজসভার পণ্ডিত ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে রাজপুরুষদিগের সভার শোভাকর থাকিয়া প্রতিপালন হইয়া জীবিতকাল যাপন করিয়াছেন অধুনা তিনি লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার উত্তরাধিকারি ভ্রাতৃপুত্র বিবিধ বিদ্যায় বিচক্ষণ বিজ্ঞবর শ্রীযুত রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পদ প্রাপ্তির যোগ্য, বিচক্ষণ নৃপবর তাঁহাকে নৈরাশ করিয়া কি হেতু বশতঃ এড়াঙ্গ নিবাসি শ্রীযুত রামতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি উক্ত ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অপেক্ষা শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য পক্ষে ন্যূনকল্প, শুনিলাম তাঁহাকে তৎপদস্থ করিয়াছেন, যদ্যপি পূর্ব্ব পণ্ডিতের উত্তরাধিকারিকে নিযুক্ত না করিয়া অন্য ব্যক্তি সুপণ্ডিত নিযুক্ত করা মহারাজের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল তবে মুরশিদাবাদস্থ সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নিযুক্ত করিলেই সভার শোভা উজ্জ্বল হইত, যখন তাহা না করিয়া পাত্রান্তর করিয়াছেন তখন সাধারণের অন্তঃকরণে উক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের প্রতি অকৃপা প্রকাশই বিবেচনা হইতেছে, যেহেতু যে ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজসভার পাণ্ডিত্যপদ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্ভ্রান্ত মান্যরূপে গণ্য ছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের সন্তান উদ্ভব মহাত্মা ঘৃণ্য ও অমান্য হইয়া তদপেক্ষা বিদ্যাক্ষীণ ব্যক্তি মান্যাগ্রগণ্য হইলেন, ইহার অধিক আক্ষেপ আর কি আছে? মহারাজাধিরাজ সংবাদ প্রভাকর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন, এতচ্ছ্রবণে সুগোচরার্থ নিবেদন লিখিলাম, স্বকীয় সদ্বিবেচনা দ্বারা সুবিচার করিবেন।

শ্রীগোলোকনাথ দত্ত শর্ম্মা।

নিবাস মজিলপুর।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকল্যাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম্য গতন্দ্রশীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৩৯ সংখ্যা।) মঙ্গলবার ২৭ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১০ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্নমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

মাতাভাঙ্গা,, নামক সোয়ারের নৌকা একখানা বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবসে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থানাদির নিমিত্ত যাহারা লইতে হইলে গবর্নমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অবশ্য করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

৯ জুলাই ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধূরির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগনার পঞ্চান্ন গ্রামের বরাহনগরের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী আছে ভূমি অনুমান ৮৵০ আট বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধূরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিগে রাস্তা। উত্তরদিগের একাংশে রামধন চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি অপরাংশে জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমি। এবং পশ্চিমদিগে বেচারাম মৈত্রের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে একখণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃক্ষাদি আছে ভূমি অনুমান ৪৵০ চারি বঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধূরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এই রূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম দিগে রাস্তা। পূর্ব্ব দিগে মধুসূদন নাপিতের বাটী ও ভূমি এবং দক্ষিণ দিগে রামরত্ন রায়ের বাটী ও বাগান।

৩ দফা। এবং জিলা চব্বিশপরগ

নার সিয়ালদহের শামিল ও অন্তর্গ
স্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দবাগাৎ ভূমি
তহাতে একটা পুষ্করিণী ও অনেক বৃ
ক্ষাদি আছে এবং তাহাতে এক এক
তালা ইষ্টকনির্ম্মিত বৈঠকখানা আছে
ভূমি অনুমান ৪/০ চরি বিঘা তাহা
কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা
তে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর
পূর্ব্বোক্ত আসামী রায় বৈকুণ্ঠনাথ
চৌধূরির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক
আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও
স্থান ও নিয়মানুসরে বিক্রীত হই
বেক। তাহা এই রূপে চতুঃসীমাব
দ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে অনরবিল
কোম্পানি বাহাদুরের রাস্তা। পশ্চি
মদিগে রস্তম পারসীর বাজার। উ
ত্তর দিগে মুন্সী ফজলকরিমের ভূমি
এবং পূর্ব্ব দিগে মৌলবী সেরাজল
হকের ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে
এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে
পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবো
ধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা
সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা
অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তা
মলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমা
ক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মু-
দ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কা-
র্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য
২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়ো-
জন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ
করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সংবাদ প্রভাকর

২৭ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

পৃথিবীস্থ সমুদয় সভ্য রাজাদি
গের এমত সুনিয়ম আছে যে তাঁহারা
আপনাপন অধীনস্থ প্রজাদিগের অ
বস্থার অনুসন্ধান করেন, এবং কোন
দেশের দুরবস্থা দেখিলে ভাণ্ডার হই
তে সাহায্য করিয়া থাকেন, যদি অনা
বৃষ্টি ও বহুবৃষ্টির দ্বারা কোন বৎসর
কোন স্থানে নিয়মিত মত শস্য না
জন্মে সেই স্থানে ভূম্যধিকারির নিক
ট সেই বৎসর রাজস্ব গ্রহণে বিরত
হয়েন, এবং প্রকাশ্যরূপে আজ্ঞা দেন
যে প্রজারা জমীদারের খাজানা প্র
দান করিবেক না, কিন্তু আমারদিগে
র বর্ত্তমান রাজ্যাধিপতিগণের এইরূপ
নিয়ম কিছুই নাই, তাঁহারা (রেবি
নিউ) অর্থাৎ রাজকর পর্য্যটন বিষ
য়ের বিবেচনাকালে অতিশয় নির্দয়
হন, এবং গুরুতররূপে ভূম্যধিকারিদি
গের প্রতি শাসন করিতে থাকেন, নি
য়মিতকালে জমীদারের নিকট রাজ
স্ব আদায়ের বিলম্ব দেখিলে তৎক্ষ
ণাৎ জমীদারি লাটবন্দি করিয়া বসে
ন, এইরূপ কঠিন নিয়মে কত লোক
যে কাতর আছেন আমরা তাহা ব্যক্ত
করিতে পারি না, অতএব বিবেচনা
হইতেছে, ইংরাজ বাহাদুরেরা যে প্র
কার সুসভ্য দয়াশীল ও সদ্বিদ্বান্ তা
হাতে এই প্রকার ব্যবহার করা তাঁহা
রদিগের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

সকল রাজকীয় ব্যবস্থাপত্রে লি
খিত আছে, যে ভূপতি প্রজার নিক
টে বিবেচনা পূর্ব্বক ভূমির উপস্বত্ব
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ
জমীদারকে ও অপর ভাগ কৃষিকর্ম্ম
কারিদিগকে প্রদান করত শেষ ভাগ
আপনি লইয়া তদ্দ্বারা অধীনস্থ অবল
সধন সর্ব্ব সাধারণের ধন প্রাণ রক্ষা
করিবেন, কিন্তু রাজা ধনলোভে মত্ত
হইলে এবং আপন ইষ্টচিন্তায় অত্যা
চার করিলে তাঁহার যশঃ প্রতিভা ক
লঙ্ক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, এবং যে দেশে
রাজকীয় ব্যাপারে প্রজাদিগের বিশে
ষ প্রভুত্ব আছে তিনি সেই দেশের
রাজা হইলে তাঁহার পদ শূন্য হইবার
সম্ভাবনা।

এতদ্দেশীয় লোকেরা বহুকালা
বধি পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে
ইহারদিগের এমত ভীরু স্বভাব হই
য়াছে যে রাজা প্রবলরূপে অত্যাচার
করিলেও সহসা কোন কথা বলিতে
পারেন না, শুদ্ধ খেদ জন্য ক্ষুণ্ণ মনে
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমে
শ্বরের দোহাই দিয়া কাল যাপন ক
রেন, অতএব রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়
দিগের পক্ষে নিতান্ত উচিত যে তাহা
রা এদেশীয় মনুষ্যদিগের অবস্থা নির্ণ
য় করত পরিশেষ রাজকর পর্য্যটন
ব্যাপারের নিয়ম করেন, যেহেতু স্বয়ং
ধর্ম্ম রাজকার্য্যের দ্বারা রাজা প্রজা
উভয়ের প্রতি পুরস্কার ও দণ্ড নির
পণ করিয়া থাকেন।

যদি কেহ কহেন এই রাজ্যের
রাজকীয় ব্যাপারে প্রতি বৎসর অধি
ক টাকা ব্যয় হয়, ভূপতি কঠিন নিয়
মে রাজস্ব সংগ্রহ না করিলে কিরূপে
সেই ব্যয় প্রদান করিবেন? উত্তর
আমারদিগের কদাচ এমত মানস
নয় যে গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া রাজস্ব
পরিত্যাগ করিবেন, দৈব বিড়ম্বনায়
যে বৎসর কোন দেশে শস্যোৎপ
ত্তির প্রতি ব্যাঘাত হইলে সেই বৎ
সর সেই দেশের প্রতি কিঞ্চিদ্বিবেচ
না করেন, এবং দেশের অবস্থা নিরূ
পণ নিমিত্ত লোক নিযুক্ত থাকে। আ
মারদিগের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে,
এদেশের পরম হিতেচ্ছুক বন্ধু শ্রীযুত
[illegible] সাহেব প্রায় সাত বৎসর হইল
[illegible] আসিয়াছিলেন, তিনি এক
দিন বিলাতে শ্রীলশ্রীযুত কোর্ট অফ
ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের সমীপে উ
পস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন,
যে বঙ্গদেশের অনাবৃষ্টি ও বহুবৃষ্টি প্রযুক্ত
যে স্থানে শস্যাদি না জন্মে গবর্ণমে
ণ্ট সেই বৎসর সেই সকল স্থানের
জমীদারদিগের নিকটে বল দ্বারা রা
জস্ব আদায় করেন, সুতরাং জমীদা
রেরা দীনহীন উপায় বিহীন প্রজা
দিগের নিকটে প্রবল দৌরাত্ম্য প্রচা
র পূর্ব্বক আপনাপন কর গ্রহণে প্র
বৃত্ত হন, তাহাতে সেই সমুদয় স্থানে
অনাহার জন্য মহামারি ও দুর্ভিক্ষ
আসিয়া উপস্থিত হয়, বিবেচনা করি
[illegible] গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জমীদা
র ও প্রজারা কোন ক্রমেই দোষি ব
লিয়া গণ্য হইতে পারেন না ইত্যা
দি, তামসন সাহেবের কথা অতি য
থার্থ, গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি রুষ্ট
দৃষ্টি প্রদান করিলে দেশের অনিষ্ট
হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত প্রজারা অল্প
লোভে কলঙ্ক ও পাপে জড়িয়া পড়ে,
তাহাতে প্রাণিবর্গের প্রাণ বিয়োগের
সম্ভাবনা, অতএব আমরা রাজা ও
প্রজা উভয়ের হিতার্থে ব্যবস্থাপক সভা
জাধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে নিবেদন করি
যে তাঁহারা প্রত্যেক জিলার অবস্থা
অনুসন্ধান নিমিত্ত কোন সদুপায় ক
রুন, যে তদ্দ্বারা অবগত হইয়া যে
বৎসর যে যে দেশের অবস্থা অতি অ
পকৃষ্ট বোধ হইবেক এবং ফসল অল্প
জানা যাইবেক সেই বৎসর সেই দে
শের জমীদারের নিকট বিবেচনা ক
রিয়া রাজস্ব লন, ও প্রজাদিগের
প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত কোন উপায় ক
রেন, ইহা হইলেই প্রজার সুখে রাজা
র উন্নতি ও সুখ সম্মান প্রদীপ্ত হই
বেক এবং চৌর্য্য কার্য্য এককালীন
রহিত হইবেক, ইহা আমরা অনেক
বার লিখিয়াছি এবং অদ্যও লিখি
লাম।

গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে
লিখিত হইয়াছে যে শীকজাতির অন্তঃ
করণ হইতে এপর্য্যন্ত স্বাধীন হইবার
প্রত্যাশার উচ্ছেদ হয় নাই, তাহারা
স্থিরতররূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন
কার্য্য গ্রহণ করিবেক না, অতি অল্প
দিবস গত হইল লাহোরীর ব্রিটিশ
সেনাপতি সাহেব কতকগুলীন শীক
সৈন্যকে ব্রিটিস সেনাদলে নিযুক্ত
করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন,
কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাহাতে স্বীকৃত
হয় নাই, তাহারা ইংরাজের নাম শু
নিলেই ক্রোধ করিয়া থাকে, যাহা
হউক, শীকদিগের সকল লোকের
একরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্রি
টিস রাজকর্ম্মচারিগণ অতিশয় ভীত
হইয়াছেন, এবং হেডকোয়াটর অর্থাৎ
প্রধান সেনাপতি সাহেবের বাসস্থানে
এই বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে,
আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগি ইংলিস
ম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন
যে শীকেরা পরাজয় হইয়াছে বটে,
কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহারদিগের মধ্যে এক
তার অভাব হয় নাই, ঐ জাতির ধর্ম্ম
শাস্ত্রে লিখিত আছে পঞ্জাবরাজ্য
ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবেক, অধুনা
সেই ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তাহার
দিগের চৈতন্য হইয়াছে, সুতরাং
পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ অস্ত্র ধারণ করিবেক,
যদবধি তাহারদিগের ঐক্য থাকিবেক
তদবধি অস্ত্র চালনায় বিরত হইবেক
না।

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয়ে
র এই উক্তিকে অতি যথার্থ বলিয়া
স্বীকার করিতে হইবেক, স্বাধীনতা
জীব মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার,
যখন বন বিহারি কোন সামান্য পক্ষি
কে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া ক্ষীর সর নবনী
ত দ্বারা প্রতিপালন করিলে সে বশী
ভূত হয় না, সর্ব্বদা বনাভিমুখে পলা
য়ন করিবার চেষ্টা করে, তখন কোন
পরাক্রান্ত জাতিকে একেবারে অধীন
তা শৃঙ্খলে বদ্ধ করা কিরূপে সম্ভব
হইতে পারে? বিশেষতঃ শীকজাতির
সাহস ও শক্তির কিছুই অভাব নাই,
যুদ্ধের কৌশল সকলও বিলক্ষণ অব
গত আছে, অধিকন্তু তাহারদিগের
মধ্যে একতার উচ্ছেদ হয় নাই, অত

এব তাহারা সুযোগ পাইলেই যুদ্ধানলে অহংকার প্রদান করিবেক, ব্রিটিস রাজপুরুষেরা শীঘ্র তাহারদিগে। এই বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালিজাতির ন্যায় অধীন করিতে পারিবেন না।

পাঠক মহাশয়দিগের বিশেষ স্মরণ থাকিতে পারিবেক যে, কিয়দ্দিবস গত হইল আমরা এই প্রভাকর পত্রে লিখিয়াছিলাম যে প্রদেশীয় কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অকারণ একজন ভদ্রকুলাঙ্গনাকে ভ্রূণ হত্যা করণাপরাধে দোষার্হা করিবার নিমিত্ত বল দ্বারা আপন বিচারালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহাকে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়াছিলেন এবং তথাকার ডাক্তর সাহেবের দ্বারা তাহার শরীর পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ঐ স্ত্রীলোক দোষ যোগ্যা হয়েন নাই। অপিচ এই সংবাদ ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক কর্ত্তৃক লিখিত হইবায় প্রদেশীয় পুলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং ডেম্পিয়ার সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ অসঙ্গত অত্যাচারের অনুসন্ধান করণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন, ইহাতে পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ অতিশয় ভীত হইয়া ইংলিসম্যান পত্রের সংবাদদাতার অনুসন্ধান করিতেছে, অতি অল্প দিবস হইল তাহারা কোন ধনাঢ্য বাবুকে উক্ত সংবাদ লেখক বলিয়া নির্দ্দেষ করাতে তিনি আপন মোক্তারের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন যে উক্ত ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত নহেন।

অপিচ সংবাদপত্রের লিখনানুসারে মেং ডেম্পিয়ার সাহেব এই বিষয়ের অনুসন্ধান করণে প্রবৃত্ত হইবায় আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, কারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা দোষহীনা ভদ্রকুলাঙ্গনার প্রতি অকারণে অনিষ্টাচরণ করিলে ব্রিটিস বিচারে কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা।

আমরা পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বরগণ অবিলম্বে সিমুলিয়া পর্ব্বতে গমন করত গবরনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সংযুক্ত হইবেন, ভারতবর্ষের ব্যবস্থাদি ঐ স্থান হইতে প্রকাশ হইবেক, বঙ্গদেশীয় ডেপুটী গবরনর সাহেব কেবল একাকী কলিকাতায় থাকিবেন, অপিচ বাঙ্গাল হরকরা পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল ঐ সংবাদ সত্য নহে, কৌন্সেলের মেম্বরগণ কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইবেন না, কিন্তু লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এইক্ষণে কিছুকালের নিমিত্ত উক্ত পর্ব্বতে অবস্থান করিবেন, পঞ্জাব রাজ্যের রাজকীয় গোলযোগ শেষ না করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবেন না, গবরনর জেনরল সাহেবেরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিলেই কৌন্সেলের মেম্বরদিগের পশ্চিমরাজ্য গমনের আকাশভেদি জনরব জনপদে উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কোন কালেই সত্য হয় না, গবরনর জেনরল সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তর পশ্চিমরাজ্যে কৌন্সেল সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, ফলতঃ কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, আমরা অনুমান করি লার্ড ডেলহৌসি সাহেব কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের উল্লেখিত বিরূপাভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের নিমিত্ত দশটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৯ জুলাই ১৮৪৯।

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৬০ সংখ্যা।) বুধবার ২৮ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১১ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"মাতাভাঙ্গা,, নামক সোয়ারের নৌকা একখানা বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১২ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবসে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থানাদির নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৩ জুলাই ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের নিমিত্ত দশটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৯ জুলাই ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

গাজিপুরে ফ্রেট অর্থাৎ দ্রব্যাদি বোঝায়ের ভাড়া।

"ভাগীরথী,, নামক সৈন্যের নৌকা "দামোদর,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া ও "কালীগঙ্গা,, নামক বোঝায়ের নৌকা "ইণ্ডস,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ বস্তা ও পুলিন্দার নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারি সাহেবের দপ্তরখানায় রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১০ জুলাই।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।
সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব আবদুল গনির বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ সহর কলিকাতার কলিঙ্গার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সহিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে গলি। পশ্চিমদিগে মৌলবী আবদুল গনির বাটী ও ভূমি। উত্তরদিগে মেং কেরি সাহেবের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে অনরবিল কোম্পানির রাস্তা।

২ দফা। এবং সহর কলিকাতার তালতলার বাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২৯।২৩ নং যে এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী অবাদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে নীলমণি হরকরার ভূমি। পশ্চিমদিগে সেখ মুনদিনের ভূমি। উত্তরদিগে মহিন্দি সেকের ভূমি। এবং দক্ষিণদিগে কাদেরবক্স মুন্সির ভূমি।

৩ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ২৯।৪ নং দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩৷৷০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকারি ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমারদ্ধ বিশেষতঃ পুর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে কেদারবক্স মুন্সীর ভূমি।

৪ দফা। এবং পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ৵৩৷৷০ তিন কাঠা আট ছটাক তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী আবদুল গনির যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত কাদেরবক্স মুন্সীর ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
৩০ জুন ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও দৈহিকশক্তি দ্বারা এই অবনী মণ্ডলে এমত সুকৌশলে স্থাপিত করিয়াছেন যে তাঁহারা পরিশ্রম ব্যতীত ও বুদ্ধির চালনা ভিন্ন কোনরূপেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, সেই জগৎপিতা ভূমিকে শস্য প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যোৎপাদনের শক্তি দিয়াও তাহাতে এমত কৌশলজাল বিস্তীর্ণ করিয়াছেন যে মনুষ্যকোন [illegible] বিশেষ পরিশ্রম না করিলে [illegible] উর্ব্বরা শক্তি প্রকাশ হয় না, অতএব এই স্থলে অবশ্য বলিতে হইবেক যে মানবগণের নানা প্রয়োজন এ[illegible] বনীর শোভাবর্দ্ধনের কারণ হইয়াছে, সেই অনন্ত কৌশলপরায়ণ [illegible] মনুষ্যদিগের বুদ্ধিকে ক্রমশঃ [illegible] মী ও উন্নত করাতে তাঁহারা এই অবনী হইতেই কতপ্রকার শোভাকর ও মনোহর দ্রব্য আহরণ করিতেছেন এবং শিল্পবিদ্যার সূত্র সহকারে [illegible] দ্রব্য পরিষ্কৃত ও ধৌত ও মি[illegible] রিয়া আপনাপন সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করিতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আহা! ভয়ঙ্কর বিষধর [illegible] নিশ্বাস দ্বারা জীবন বিনাশ [illegible] পর্য্যন্ত জর্জ্জরীভূত হইয়া থা[illegible] সেই সর্পকে ধৃত করত তা[illegible] গ্রহণ করিয়া বিষম বিকারাদি [illegible] রোগ বিনাশক মহৌষধ প্রস্তুত করিতেছেন, এবং সেই বিষহীন [illegible] বক্ষে রাখিয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন পূর্ব্বক সাধারণকে আপনাপন বুদ্ধির প্রমাণ দর্শাইতেছেন। বৃহদর[illegible]

[illegible]জিত বিপুল শক্তিধারি শার্দ্দূলগণ, যাহার ভয়ে গহনস্থিত অপরাপর পশুপুঞ্জ নিভৃত স্থানে গোপন হয়, মনুষ্যের মাংসাহারে যাহারা পরিতৃপ্ত হয় বুদ্ধি প্রভাবে সেই শার্দ্দূলদিগ্যে পিঞ্জর বদ্ধ করিয়া তাহার সহিত বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন ও তাহার অস্থি চর্ম্ম গ্রহণ করত নানা প্রকার কৌশল দেখাইতেছেন।

এই পৃথিবীর যে দিগে যে বস্তুর [illegible] দৃষ্টি করি সেই দিগে সেই বস্তু [illegible] মানববুদ্ধির অসীম কৌশল প্রকাশ হয়, গগনমণ্ডলে যে সূর্য্য শশাঙ্ক বিচিত্র নক্ষত্রগণ বিরাজমান আছে [illegible] ব্যতীত অপর কোন উপায় দ্বারা তাহার সহিত আমারদিগের অন্য [illegible] সংযোগ নাই, কিন্তু কি [illegible]! মনুষ্য স্বীয়২ অনির্ব্বচনীয় [illegible] সহকারে রাশিচক্র নিরূপণ পূর্ব্বক তাহারদিগের গতি ও স্থিতি রীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং গণিত বিদ্যা [illegible] সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ধূমকেতুর [illegible] ইত্যাদি কাল নির্ণয় করিতেছে [illegible]নুষ্যদিগের দ্বারা এই পৃথ্বীতল [illegible] কত২ আশ্চর্য্য দ্রব্যের প্রকাশ [illegible] ও বৃহদর্ণব, যাহার কল২ [illegible] ধ্বনি শ্রবণে শরীর শুষ্কচিত হয়, [illegible] অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক তা[illegible] অতিক্রমণ করত নানা দেশ [illegible] করিতেছেন, এবং ঐ সমুদ্রে [illegible] হইতে অশেষ প্রকার দ্রব্য [illegible] করিয়া অসীম সুখের ভাজন [illegible]তেছেন।

[illegible] মনুষ্যবুদ্ধির প্রাখর্য্যের [illegible] দৃষ্টান্ত অনেক আছে, তৎ সমু[illegible] লিখিতে হইলে এক মাসে [illegible] স্থানের সঙ্কীর্ণতা হইবার [illegible], যাহা হউক, স্থিরতররূপে [illegible] করিলে ইহাতে কেবল পরম [illegible] পরমাত্মার অখণ্ড কৌশল ও [illegible] রচনার প্রামাণ্য হয়, তিনি [illegible] দিগ্যে যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি প্রদান করিয়াছেন সেই শক্তি সহকারেই নানাবিধ অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, মনুষ্য যত অনুশীলনের অনুগামী হইয়া থাকেন ততই তাঁহার বুদ্ধি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে২ প্রখর শক্তি ধারণ করে, যত পরিশ্রমপরায়ণ হয়েন ততই তাঁহার অভাব সকল মোচন হইতে থাকে, কিন্তু অনুশীলনে বিরাগ ও আলস্যের অধীন হইলে তিনি মনুষ্য বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না, পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অসীম ক্লেশসাগরে ভাসমান হয়েন এবং অপযশরূপ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে থাকেন।

পরমেশ্বর এই অবনীকে মনুষ্যদিগের সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নাট্যশালাবৎ, চন্দ্র সূর্য্য ইহার আলোকাধার হইয়াছেন, নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ প্রকাশ পূর্ব্বক শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, পবন ব্যজনবৎ ক্রীড়া করত জলতরঙ্গ ও বৃক্ষ শাখা সহিত সংযুক্ত হইবায় নানাবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে, বিহঙ্গম সকল অতি সুমধুর স্বরে নানা রাগে গান করিয়া আনন্দ প্রদান করিতেছে এবং মানবগণ এই বিচিত্র নাট্যমন্দিরে প্রকাশমান হইয়া বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করিয়া সেই অনন্ত মহিমান্বিত পরমাত্মার বিচিত্র সৃজন তাৎপর্য্য ও বিবিধ বস্তুর স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, যে ব্যক্তি স্বভাবের মূল স্বরূপ পরমেশ্বরের সুনিগূঢ় তাৎপর্য্য সুপ্রকাশ নিমিত্ত সূক্ষ্মবুদ্ধির অনুগামী হইয়াছেন তিনি এই নাট্যশালাকে স্বপ্নবৎ সুখপ্রদ বোধ করিতেছেন, যিনি দেহকে চিরপ্রাপ্য বোধ করিয়া ক্ষণিক সুখের অভিলাষী হইয়াছেন ও মুক্তা প্রস্তরাদি খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সকলের চিত্ত হরণ করিতেছেন, শিখরবাসি শিখিকুল উচ্চ পুচ্ছ প্রসারণ পুরঃসর তাঁহার প্রতি পরিহাস করিতেছে। যিনি অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া এই নাট্যশালায় অহঙ্কার করিতেছেন, ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত সহকারেই তাঁহার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে। যিনি আলস্যের অধীন হইয়া উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতেছেন তিনি ক্রমে২ মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছেন, ভেকগণ বিক্রম ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি পরিশ্রম ও যত্নশীল হইয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন তিনিই এই রঙ্গভূমির সকল সুখ সম্ভোগের পাত্র হইয়াছেন।

বিশ্ব বিরচক পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভাণ্ড মধ্যে অচিন্তনীয় মায়ার প্রভাবে কত প্রকার চমৎকার ব্যাপার হইতেছে তাহা বুদ্ধির অগম্য, তিনি মনুষ্যদিগ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে সৃজন করিয়াও এমত কৌশলে বিনাশের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন যে প্রতিক্ষণ তাঁহারদিগের সকল অভিমান ম্রিয়মান হইয়া ভাবকদিগের অন্তঃকরণে এক অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার করিতেছে, কিন্তু চমৎকার এই যে মানবগণ প্রতিক্ষণ ঐ মহদ্দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিয়াও আত্মভাবে মত্ত আছেন, এবং অহংজ্ঞানে গর্ব্ব ও অভিমান করিতেছেন, অতএব উৎকৃষ্ট বুদ্ধি প্রাপ্ত মনুষ্যদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা কোন ক্রমে আলস্যের অধীন ও কোন বিষয়ে ভগ্নোদ্যম না হয়েন, অনুশীলন

রূপে তাঁহারদিগের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা তাঁহারদিগের বিজ্ঞাননেত্রকে অবরোধ করিতে যেন না পারে, যে কারণে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখেন, দেহকে অনিত্য বলিয়া জানেন, সুকার্য্য সাধনে যত্নবান হয়েন, কুকার্য্য কণ্টকে আবৃত না হয়েন, পরোপকার ব্রত পালনে সাধ্যানুসারে উন্মুখ থাকেন, এবং কোন ব্যক্তির মনে পীড়া না দেন ও পরমেশ্বরের নিয়মাদির অনুবর্ত্তি থাকিয়া সেই সর্ব্ব স্বামী সর্ব্বান্তর্যামী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার আরাধনা ও ভজনা করেন, ইহা হইলেই তাঁহারদিগের বিচিত্র বপু ধারণ সার্থক হয় এবং তাঁহারা ইহকালে পরম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক বিপুল যশঃ লাভ করত পরকালে মোক্ষফল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

রূপক।

আনারস।

পয়ার।

বন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপোর শোভে, মাতার উপর ॥
এমন সুন্দর মূর্ত্তি, দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই ॥
ঈষৎ শ্যামল বর্ণ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায় ॥
প্রত্যেক নয়ন মাঝে, রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু, উঠিয়াছে ॥
ভাবক স্বভাব ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে, রাঙ্গা নয়, নয়নের রাগ ॥
রূপের সহিত গুণ, সমতুল্য হয়।
সুগন্ধে আমোদ করে, ত্রিভুবনময় ॥
নাহি করে মুখ ভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয় ॥
চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত।
দৃষ্টি মাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত ॥
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে ॥

লোকে বলে আনারস, আনা রস নয়।
আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয় ॥
তারে তার জানা যায়, রস ষোলআনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে।
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে ॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্ব মনোহরা ॥
রস যত, যশ যত, বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয়, ধনিদের কাছে ॥
এক আদ সের খায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হোলে মন, নাহি পায় মন ॥
মনে মনে, কত মনে, আশার উদয়।
ফলে ফলে, কোনকালে, মন নাহি হয় ॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন তিনি, মঙ্গলের দেশে ॥
আমাদের আনারসে, ষোলআনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন বিমুখ ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ ॥
ক্ষীরদ নহতো তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধা পূর্ণ, তব কলেবর ॥
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান।
মত হোয়ে লোকেরে, অমৃত কর দান ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব, তোমার মহিমা ॥
সে বড় দূরের কথা, সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গ ফল, হাতে ফল পেলে ॥
কৃপণের কর্ম্ম নয়, তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই, নাহি পায় তার ॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোখ শুদ্ধ খেয়েফ্যালে, চোখখেকো লোকে ॥
ফলে আমি মিছা কেন, নিন্দা করি তায়।
সাদপূরে বাদ দিতে, বুক ফেটে যায় ॥
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু, চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকেপাছে, চোখখেকো বলে ॥
লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি ॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচেউঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল ॥
একবার যে জন, না পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয়, বৃথা জন্ম তার ॥
শাদাচোখো নিরামিষ্য, ভ্রান্তিশীল যারা।
তোমার যথার্থ সুখ, নাহি পায় তারা ॥
আস্বাদন নাহি জানে, পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থারা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে ॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হলে এক যোগ, ধরা করি বশ ॥
তার সহ আনারস, তোর আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে, সুখে গাই যশ ॥
বুঝহ রসিক জন, রস বোধ যার।
সে রসে যে অরসিক, রস কোথা তার ॥
রসে রসে রস পেয়ে, রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি, দোষ দেয় দ...
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব, হোয়ে যাক শা...
নন্দনবনেতে ছিলি, দেবরাজ প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ছিল, ইন্দ্র তোরে নিয়ে।
বাসবের অঙ্কে সদা, করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ, সহস্র লোচন ॥
নানারূপ নবরূপ, রসালাপ যোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়া, ছিলে ইন্দ্রভোগে।
দেবতার ইচ্ছা মনে, করে সুখভোগ।
কোন মতে না হইল, সেই যোগাযোগ।
সুরকুল প্রতিকূল, পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধ কল হোয়ে শেষ, দিলে অভি...
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মান, বনে কর বাস।
আনারস নাম তাই, এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ, বনে কর স্থিতি।
সাধু সাধু সাধু বটে, দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হোলো, আনা...
গোপন হইবে কিসে, বনে করি বা...
লুকাবে কেমন কোরে, শরীরের ব...
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার, বাস গেল জ...
রস পেয়ে জানা গেল, স্বর্গথেকে আ...
নানা রস শ্রেষ্ঠা তুমি, তোমায় ...
জানারস হোয়ে পেলে, আনার...
শচীর স্বপত্নী হোয়ে, সদা থাক ...
চোক্ষে দেখা দূরে থাক, গন্ধে হয় ...
অরুচির রুচি হয়, মুখে দিলে পা...
কেবল তোমায় খায়, বেচে বাড়ী ...
তিনলোক জয় করে, তব আস্বাদ...
বালকের কাছে তুমি, জননীর স্তন ...
তোমার সমান কোথা, আর নাকি ...
যুবতী অধরামৃত, যুবকের কাছে ...
হরিনাম সুধা তুমি, বৃদ্ধের নিকট ...
প্রকট বদনে হাসি, দেখিতে ...
ত্রিজগতে তবগুণে, বাধ্য আছে ...
বিন্দুরস পান করি, প্রাণ পায় ...
অন্তে যেন এই হয়, আমার কপা...
গালে এসে বাস কোরো, মরণের ...

একখানী আনারস।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম্য সতত্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বাস্তদ্বিরেফারসং ॥

(১৫৬১ সংখ্যা।) গুরুবার ২৯ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১২ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

...র্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

...কা এবং আসামের মধ্যস্থিত ...টীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত ...ঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

... যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহা... মান জুলাই মাসের ১৩ তারি... ...কা এবং আসামের মধ্যস্থিত ...টীতে প্রেরিত হইবেক।

... জাহাজে আরোহিদিগের নি... ...টা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর ...।

... অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ ...রোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে ... কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি... ...রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ ... হইবেক।

...রিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON,
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

...ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৯ জুলাই ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

গাজিপুরে ফ্রেট অর্থাৎ দ্রব্যাদি বোঝায়ের ভাড়া।

"ভাগীরথী,, নামক সৈন্যের নৌকা "দামোদর,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া ও "কালীগঙ্গা,, নামক বোঝায়ের নৌকা "ইণ্ডস,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ বস্তা ও পুলিন্দার নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারি সাহেবের দপ্তরখানায় রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১০ জুলাই।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কলাকর ষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যা...

হইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটি ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

২৯ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

দামোদর নদ তীরস্থ বাঙ্গাল কোল কোম্পানি ও কোলমিনিং কোম্পানি দিগের কর্ম্মকারকগণের পরস্পর যে বিবাদ হইয়াছিল এবং তজ্জন্য মেং ফরগিউসন সাহেব এবং থিওবোল্ড সাহেবের যে বিবাদ হইতেছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া থাকিবেন, অপিচ মেং থিওবোল্ড সাহেব ইংলিসম্যান পত্রে সংপ্রতি যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে বঙ্গদেশীয় গবরনর সাহেব অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক দামোদর নদ তীরে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি উক্ত কয়লা প্রকাশক কর্ম্মকারক দিগের বিবাদ সকল নিবারণ পূর্ব্বক নির্ব্বিরোধে প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিবেন, এই ঘটনা প্রজার পক্ষে অতি শুভজনক বলিতে হইবেক, যদিও রাজপুরুষেরা উক্ত স্থানে পূর্ব্বে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিয়াছিলেন তথাচ তিনি শীঘ্র ঐ পদ পরিত্যাগ করিবায় ও তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্ষমতা সমর্পিত না হইবায় কোল সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারকদিগের বিক্রম নিবারণ হয় নাই, অতএব আমরা বিনয় পূর্ব্বক বর্ত্তমান ডেপুটী গবরনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেরূপ বিবেচনায় কয়লার খনিতে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিয়াছেন সেইরূপ সুবিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে অতিরিক্ত ক্ষমতার দ্বারা ভুষিত করুন।

অতি অল্প দিবস হইল শীক রাজ্যে যুদ্ধানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইবার সংবাদ প্রায় সমুদয় সমাচারপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, এবং আমরাও তদ্বিষয়ে আশঙ্কার উল্লেখ করিয়াছিলাম, অপিচ কয়েক দিবসাবধি তদ্বিষয়ের আর কোন প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায় নাই, অতএব ব্রিটিস রাজপুরুষেরা মহারাজ গোলাব সিংহের রাজ্যাক্রমণ করিবেন কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, দিল্লীগেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে উজিরাবাদে একদল সৈন্য শ্রেণী প্রস্তুত হইবেক এবং তাহারা অবিলম্বে জম্বুনগরে গমন করিবেক, মহারাজ গোলাব সিংহ যুদ্ধ ব্যতীত তোপ ও অপরাপর যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন না, তাঁহার অধীনস্থ সেনারাও যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু ঐ বিষয়ের অন্য সংবাদ প্রকাশ না হওয়াতে আমারদিগের অন্তঃকরণে অনেক প্রকার সন্দেহ হইতেছে, এবং আমরা অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি যে যদ্যপি ঐ যুদ্ধ যথার্থ হয় তবে আগামি শীতঋতু সময়ে হইবেক।

গত সোমবাসরীয় হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে মৃত মেং হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় শিক্ষা কৌন্সেলের অধীন হওয়াতে তথায় নানা প্রকার গোলযোগ হইয়াছে, সুতরাং বালক দিগের অনুশীলন বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইতেছে, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয়েরা নিম্নস্থ শ্রেণীর বালকদিগ্যে দশ বারখানা পুস্তক দিয়াছেন, সুতরাং তাহা ক্রয় করণে অপারগ হইয়া অনেকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে, এইক্ষণে যাহারা নিযুক্ত আছে নূতন২ পুস্তকের ক্রয়ের জন্য তাহারদিগের অবিভাবকেরও সম্যক্ ক্লেশ হইতেছে, অপর বালকেরা ঐ সমস্ত পুস্তকের অর্থ বুঝিতে পারে না, এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে যে টানাপাখা হইয়াছে তজ্জন্য বালকদিগের নিকট হইতে চাঁদা লওয়া ছিল, এবং ঐ পাখাটানিবার নিমিত্ত যে ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে বালকেরাই তাহার বেতন দিয়া থাকে, অতএব কোন শিক্ষক বাটীতে ইষ্টক আনাই বার নিমিত্ত ছাত্রদিগের নিকট হইতে গাড়ীভাড়ার পয়সা লইয়াছিলেন, অতএব শিক্ষাকৌন্সেলের নিকবর সভাপতি সাহেবের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এই বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করেন।

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেবের হিসাবাদি আডিট অর্থাৎ পরীক্ষা জন্য গবর্ণমেন্ট দুইজন উপযুক্ত মনুষ্য নিযুক্ত করিয়াছেন, জেনরল ট্রেজরির বর্ত্তমান দেওয়ান শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের একৌন্টেন্ট মেং কুক সাহেব ঐ পদে মনোনীত হইয়াছেন, রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে যদ্যপি একরূপ আডিটর নিযুক্ত করিতেন তবে রেজিষ্টর আফিসের ভয়ানক ব্যাপার কদাচ সঙ্ঘটিত হইত না।

আমরা অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নস্থ পত্র প্রকটন করিলাম।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়।

বিদ্যার প্রয়োজন।

বঙ্গদেশের অঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বহুকালাবধি বিস্তর বাদানুবাদ হইয়া আসিতেছে এবং এক্ষণ পর্য্যন্ত হইতেছে, এতদুপলক্ষে সম্প্রতি শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ও নেটিব ফিমেল এডিউকেশন নামক প্রভৃতি পুস্তক সকল বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে এবং প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে ও শুভায় প্রায় মধ্যে২ সর্ব্বদাই আন্দোলন হইয়া থাকে সুতরাং এবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে লেখকের ভাব প্রচার করা আবশ্যক বটে স্ত্রীশিক্ষা বিধানকল্পে যে সকল মহাশয় বিরোধি আছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিদ্যা কি পদার্থ এবং তাহার ফল কি তাহা প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

কিম্বপুত্রেণজাতেন যোনবিদ্বাননধার্ম্মিকঃ
কাণেন চক্ষুষা কিম্বা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলং॥
বিষ্ণুশর্ম্মা।

সে পুত্রে কি প্রয়োজন যে পুত্র বিদ্বান্ কিম্বা ধার্ম্মিক নহে, কাণ চক্ষুতে কোন্ ফল দর্শেনা প্রত্যুত কাণচক্ষুঃ কেবল পীড়ার কারণ।

অতএব কাণ চক্ষুঃ স্বরূপ মূর্খপুত্র ফলতঃ মূর্খতা যে নিবিড় অন্ধকার তুল্য একরূপক অতি মনোহর যাদৃশ অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ মূর্খতা প্রযুক্ত হিতাহিত উত্তমাধম সৃষ্টির অনন্ত কৌশল এবং স্রষ্টার নিয়ম প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারেনা।

ত্রিপদী।

হায় হায় একি খেদ, ভেবে হয় মর্ম্ম ভেদ,
পড়িয়া দারুণ অন্ধকারে।
ধরাতলে করি বাস, অথচ নাহিক আশ,
সৃষ্টির নিয়ম জানিবারে॥ ১
শেষ নামে বিষধরে, মস্তকে ধরণীধরে,
বিস্তারিয়া সহস্র ফনায়।
ভুজঙ্গ কমঠোপর, এইরূপে পরপর,
আধেয় আধার গণনায়॥ ২
ফনিরাজ ফণান্তর, অবনী গ্রহণান্তর,
ভয়ঙ্কর ভূকম্প উদয়।
স্বভাবতঃ সংস্কার, যত আছে এ প্রকার,
কে পারে কহিতে সমুদয়॥ ৩
দুরাচার দৈত্যরাহু, বিস্তারিয়া দুই বাহু,
দিনমনি শশী করে গ্রাস।
গৃহমাঝে থাকি বসি, নক্ষত্র পড়িছে খসি,
নিরখিয়া মনে মহাত্রাস॥ ৪
শাল তাল তরুবরে, ভূত প্রেত বাস করে,
ভয়ক্রমে না যায় নিকটে।
সূর্য্য সহচর গ্রহ, প্রকাশিয়া অনুগ্রহ,
রক্ষা করে বিষম শঙ্কটে॥ ৫
আকাশেতে ধূমকেতু, কেবল অনর্থ হেতু,
শিখাবন্ত বিকট আকার।
যুদ্ধ ইতি মারিভয়, নাহি জানি কিবা হয়,
দুর্ঘটনা অশেষ প্রকার॥ ৬
আরোহন করি রথে, প্রভাকর শূন্যপথে,
অতি বেগে করেন গমন।
করিবরে নিজকরে, বারি আকর্ষন করে,
পরিশেষ হয় বরিষণ॥ ৭
দানবারি বজ্রধরে, ভয়ঙ্কর বজ্রধরে,
হৃদয়ে কলঙ্ক ধরে শশী।
হিমালয় ধরাধর, ব্যক্ত বিশ্ব চরাচর,
তনয়া পার্ব্বতী সুরূপসী॥ ৮
শাস্ত্র আর দেশাচার, এইরূপ অবিচার,
কত তার করিব বর্ণন।
আপ্তহয়েনানালোকে,অনায়াসেজ্ঞানিলোকে
সে সব করেন নিরীক্ষণ॥ ৯

অতএব বিদ্যা দ্বারা তাবৎ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়, এ বিষয়ে লিপি বাহুল্য প্রয়োজনাভাব, এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা পশ্চাৎ লেখাগেল।

প্রবন্ধ রচনা।

সৃষ্টি প্রবাহ পরম্পরা নিয়মে জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং এনিয়ম যে অতি সুচারু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই যিনি ঈশ্বরীয় নিয়মকে উত্তম বোধ না করেন তাঁহার ভ্রান্তি অসীমা, যেহেতু যদি মনুষ্য সকল স্বয়ং যুবা ভুমি হইতে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে বাধ্যবাধক সম্বন্ধ কিছু মাত্র থাকিত না * এবং কলাদির ন্যায় উচ্চ বৃক্ষে জন্ম হইলে গৃধ্র শ্যেন শকুনী প্রভৃতি পক্ষিদিগের লক্ষ্য মধ্যে পতিত মাত্রেই তাহারা ভক্ষণ করিত, অধিকন্তু ঐ সকল বিহঙ্গ যদিও অত্যুচ্চ আকাশে বিহার করে তথাচ তাহাদিগের দৃষ্টি বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয় †।

পুরুষেরা বৃত্তি ভেদে স্ব স্ব কার্য্যে নৈপুণ্য প্রাপ্তি জন্য যত্নবান্ হয়েন

---

* Paley's moral and Political Philosophly. Paze 270.

† Buffon's Natural History. Paze 193 185.

কিন্তু স্ত্রীলোক দ্বারা কেবল গৃহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তথাচ এতদ্দেশের ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরা কোন২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে যদ্দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ হয় অতএব প্রতিপালনের ভার পুরুষের প্রতি সংপূর্ণরূপে থাকাতে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অপ্রয়োজন বোধ হইয়াছিল কিন্তু বিদ্যা দ্বারা সচ্চরিত্র হওয়া ও লৌকিক ব্যাপার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা প্রভৃতি যে সমূহ গুণ তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিলনা এবং স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় সূচিবিদ্যা প্রভৃতি যে শিল্পবিদ্যা তাহাও এতদ্দেশের কামিনীরা শিক্ষা করেন না ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে যে স্ত্রীলোকেরা শরীর ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জন্মের সার্থকতা করেন না কেহ২ কহেন যদবধি দেশের প্রাচীন প্রথাপুঞ্জের পরিবর্ত্তন না হয় তদবধি বামলোচনাদিগের বিদ্যালোচনার সূচনা বিবেচনাসিদ্ধ নহে, এ কথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু কেবল দেশীয় প্রথা নহে, শাস্ত্রকেই বলবান বলিতে হইবেক, যেহেতু শাস্ত্রে অষ্টমবর্ষ নবমবর্ষ ও দশমবর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাকাল নির্ণয় করিয়াছেন কিন্তু নারীপরিগ্রহের প্রধান তাৎপর্য্য পুত্র ইহা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয় সম্মত।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

সদ্বংশোদ্ভব সজ্জনের সৎকর্ম্মের উপযুক্ত প্রশংসা করিলেই ক্রমশঃ তাহার সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি গুণের গরিমা ব্যক্ত হইতে থাকে, অতএব নিম্নে আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

জিলা বীরভূমের অন্তঃপাতি সের গড় পরগনার অন্তর্গত নাচন গ্রাম নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বহুকালাবধি মুরশিদাবাদ প্রদেশের কাশিমবাজারস্থ মহারাজার সংসারে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতা ও সুক্ষ্মদর্শিতা, অপক্ষপাতিতা ও বিশ্বাসস্থ গুণে প্রতিপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ পদস্থ হয়েন, এবং একালপর্য্যন্ত রাজমহিষী শ্রীমতী হরসুন্দরীর আশ্রয়ে সম্ভ্রান্ত দেওয়ানী পদে অতি মান্যরূপে বিলক্ষণ অনুরাগের সহিত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে উত্তম, যেহেতু তিনি দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি অতিশয় ভক্তি করেন, সাধ্যমতে সৎকার্য্য করিতে ক্রটি করেন না, অতিথি সেবা, দান, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, ব্রত, হোম, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই বিধি পূর্ব্বক করিয়া থাকেন, আশ্রিত প্রতিবাসি পোষ্যবর্গকে অতি সমাদরে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার অধীনে যাহারা আছে তাহারদিগের ক্লেশের লেশ মাত্র নাই, সকলেই পরম সুখে বাস করিতেছে, বিদ্যাদান বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত যত্ন দৃষ্টি হইতেছে, তিনি স্বদেশস্থ বিপ্র সন্তানগণের সংস্কৃত, ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নার্থ এক চতুষ্পাটী স্থাপন্ন করিয়া নিজ ব্যয়ে তাহার সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, দেশস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তিনি শ্রবণ মাত্র পদব্রজে অথবা স্বীয়ার্থ ব্যয় পূর্ব্বক যানবাহনে গমন করত পীড়ার প্রতীকারার্থ ভিষকগণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া আশা ও ভরসা প্রদান করিয়া থাকেন, দেশহিতজনক কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারের সূত্র সঞ্চার দেখিলে তৎপক্ষে সাহায্য প্রদানে ব্যগ্র হয়েন, তৎপ্রমাণ এই কলিকাতাস্থ হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের অনুকূলতায় অপ্রকাশ নাই, কোন দায়গ্রস্ত ব্যক্তির ক্লেশ দেখিলে তাহার পরিত্রাণার্থ যথোচিত চেষ্টা করেন, স্বদেশস্থ শ্রীযুত তারাচরণ ন্যায়র[illegible] ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যিনি শূদ্রাদির দান গ্রহণ করেন না, পুরুষানুক্রমে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তাঁহার [illegible] দায় উপস্থিত দেখিয়া স্বীয়ান[illegible] অতিরিক্ত দান করিয়া যশঃ [illegible] করিতেছেন, উক্ত মহাত্মা অতি [illegible]ন, প্রিয়ভাষী ও প্রণয়শীল, নির[illegible] এবং মর্য্যাদক, তাঁহার সহিত [illegible] যখন সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি [illegible] সন্তোষিত হয়েন, অতএব এমত [illegible]নের সদ্গুণের বৃত্তান্ত সংবা[illegible] প্রকাশ না করিলে পক্ষপাত [illegible] ক্ষাভরণ শরীরে ধারণ করিতে [illegible]

" কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবা[illegible] ইত্যঙ্কিত যে এক পত্র আমার[illegible] যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা [illegible] বিবেচনাধীনে রহিল।

☞ এই প্রভাকর পত্র [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাগংভ্রাম মতভ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

[illegible]৬২ সংখ্যা) শুক্রবার ৩০ আষাঢ় ১২৫৬ সাল। ইং ১৩ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[illegible]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible]টীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত [illegible]ঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

" যমুনা ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারি[illegible] ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত [illegible]টীতে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের নিমিত্ত দশটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, প্যাসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফি[illegible] রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

[illegible]মেরিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৯ জুলাই ১৮৪৯।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

গাজিপুরে ফ্রেট অর্থাৎ দ্রব্যাদি বোঝায়ের ভাড়া।

" ভাগীরথী ,, নামক সৈন্যের নৌকা " দামোদর ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া ও " কালীগঙ্গা ,, নামক বোঝায়ের নৌকা " ইণ্ডস্ ,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক উল্লেখিত স্থানে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ বস্তা ও পুলিন্দার নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারি সাহেবের দপ্তরখানায় রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১০ জুলাই।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরানহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৩ এবং বড় বাজারের কালাকর ষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যা

ইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সম্বাদপ্রভাকর

৩০ আষাঢ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

বিলাতের কোন গোপনীয় পত্র দ্বারা অবগত হইয়া ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় গত মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা এডমিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ বিষয় রক্ষকদিগের নিমিত্ত যে নূতন আইন প্রকাশ করিয়াছেন কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা অতি শীঘ্র তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবেন, যেহেতু ঐ আইনপত্র মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের নিযোজিত এডমিনিষ্ট্রেটর সাহেব মৃত ব্যক্তিদিগের উইলপত্র প্রমাণে যে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহা হইতে রীতিমত কমিসান লইতে পারিবেন, অপিচ মৃত ব্যক্তিরা যে সকল গোপনীয় ব্যক্তির প্রতি বিষয় রক্ষার ভারার্পণ করিবেন তাঁহারা কোন প্রকার কমিসান লইতে পারিবেন না। যুক্তি মতে বিবেচনা করিলে এই নিয়মকে কোনমতেই উত্তম বলা যায় না, কারণ ইহাতে নিয়মকর্ত্তা মহাশয়দিগের সংপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে, এই বিষয় উল্লেখ করত কলিকাতাবাসি ও বোম্বাই নগরীয় প্রজারা গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের নিকট এক আবেদনপত্র প্রদান পূর্ব্বক নিয়মের অন্যায় ধারা সকল পরিবর্ত্তন করণের অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতাবাসি প্রজাদিগের আবেদনপত্র বিলম্বে প্রেরিত হইবায় লার্ড সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ফলতঃ বোম্বাই নগরের প্রজাদিগের অভিলাষ এক প্রকার সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এক রাজধানীর প্রজাদিগ্যে পীড়া প্রদান করিয়া অপর রাজধানীর প্রজার প্রতি অনুকূল ভাব প্রকাশ করা শ্রীশ্রীযুক্তের পক্ষে যেরূপ অন্যায় হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক, এই বিষয় যখন বিলাতস্থ কর্ত্তাপক্ষ মহাশয়দিগের বিবেচনায় অর্পিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ইহার বিচার করণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তখন লার্ড সাহেবের উল্লেখিত অন্যায় বিবেচনার সংশোধন হইতে পারিবেক।

বহু দিবস হইল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এই রাজ্যের প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, পরন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা এমত কোন সুনিয়ম নির্ণীত হয় নাই যে আমরা তাঁহার সুখ্যাতি করিতে পারি, বরং এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ বিষয়ক আইন জন্য তিনি বিজ্ঞ সমাজে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাহা হউক, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাঁহার অন্যায় অনুমতি সংশোধন নিমিত্ত উচিত মত মনোযোগ করিলে প্রজাদিগের অবস্থার মঙ্গল হইবেক, এবং তাহাতে লার্ড সাহেবও বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গত বুধবার অপরাহ্ণ দুই প্রহর পঞ্চ ঘটিকা সময়ে টৌন হালে কলিকাতাবাসিদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন বিষয়ে বিবিধ প্রকার বাদানুবাদ হয়, শিক্ষা কৌন্সেলের বিজ্ঞবর সভাপতি শ্রীযুক্ত অনরেবল মেং বিথুন সাহেব সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমতঃ সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সেক্রেটরি ডাক্তর মোএট সাহেব এক রিপোর্ট পাঠ করেন তদ্দ্বারা জানা গেল যে দ্বারকানাথ বাবুর স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন জন্য ৬০৯০ টাকা জমা হইয়াছে তাহা হইতে নানাবিষয়ে অধিক ব্যয় হয় নাই অবশিষ্ট সকল টাকা গবর্ণমেণ্টের একেন্সিতে জমা আছে কিন্তু যে অভিপ্রায়ে চাঁদার অনুষ্ঠান হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় দুই জন চিকিৎসা বিদ্যার্থি ব্যক্তিকে ঐ মূল ধনের উৎপন্ন হইতে বিলাতে প্রেরণ করিবেন, এইক্ষণে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না যেহেতু যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহা অতি অল্প তদ্দ্বারা ঐ মহৎকার্য্য কোনরূপেই সম্পন্ন হইতে পারে না অতএব রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ টাকা দ্বারা আল্মহৌস অর্থাৎ দানবাটীতে এতদ্দেশীয় দুঃখি লোকদিগের অবস্থান নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, অপিচ সভাপতি সাহেব তাহাতে আপত্তি করাতে তাহা গ্রাহ্য হইল না পরে মেং নাইটন সাহেব ঐ টাকার উৎপন্ন হইতে অভিনব নরমেল স্কুলে স্কালার সিপ অর্থাৎ ছাত্রীয় বৃত্তি প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন, অপিচ তাহাও ধার্য্য হইল না পরিশেষ বাবু রাজেন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও নাইটন সাহেবের পোষকতায় নির্দ্ধারিত হইল যে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের টাকা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইবেক এবং শিক্ষা কৌন্সেলের সভাপতি ও মেম্বরগণ এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি মূলক যে বিষয় উত্তম বোধ করিবেন সেই বিষয়েই ঐ টাকার উপস্বত্ব ব্যয় হইবেক, এই প্রস্তাবের পর সভাপতি ও সম্পাদক মহাশকে যথাবিধি ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাস্থ মহাশয়েরা বিদায় হইলেন।

[illegible]ভূমিস্থ কোন বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ভয়ানক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ প্রকাশ করিলাম।

“সম্পাদক মহাশয়, ৫৬ মহাশ[illegible] দার্পণে মনুষ্যগণ যেরূপ ক্লেশে [illegible]পন করিতেছে তাহা সামুদায়িক লিখিতে হইলে লেখনী আক্রা[illegible] দেখুন, কর্ত্তাটির আগমনের এম[illegible] যে আষাঢ গত হয় এপর্য্যন্ত [illegible] দৃষ্টির অগোচর হইবায় জলাশয় [illegible] জল বিহীনে পঞ্জর সার হইয়া [illegible] ১ দিবস যে বৃষ্টি হইতেছে [illegible] কেবল বৃষ্টি মাত্র, অধুনা কর্ত্তার [illegible]ভিব্যাহারে করালবদনা ভয়ঙ্করা ওলা দেবী আগমন পুরঃসর কেবল অসংখ্য জীবের জীবন ধ্বংস করিতেছেন, তাহা সংবাদপত্র দ্বারা অনেকানেক স্থানের অশুভজনক সংবাদ পাইতেছি, এইক্ষণে এস্থানে এবৎসর যে প্রকার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব সেরূপ দেখা দূরে থাকুক কখন কাহারো শ্রুতিগোচর হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়, মফঃসল হইতে আসামী ফরিয়াদী সাক্ষিগণ যাহারা বিচার জন্য জিলায় আসিতেছে তাহারদের অনেক ব্যক্তিকে এখানকার হাকিমানের নিকট হাজির হইতে হয় না, এককালে শমন ভবন গমন করিয়া যথা বিহিত মোকদ্দমাদি তথায় করিতে হয়, এজন্য জিলা হইতে তাবল্লোক পলায়নপরায়ণ হইয়াছে, জেলখানার কয়েদিগণ অনেক মরিতেছে, তজ্জন্য জেলখানা রক্ষকগণ কয়েদিদিগ্যে বাহিরে রাখিয়াছে, সর্ব্বদা ক্রন্দনের ধ্বনি ও অমুকের হলো অমুক গেল এই শব্দ বিনা অন্য কিছু শুনা যায় না, যাহারদিগের এই জিলার নিকটবর্ত্তি স্থানে বাটী তাহারা সকলে পলায়ন করিয়াছে, জিলায় প্রায় লোক নাই, এমত মারিভয় এস্থলে কখনো দেখা যায় নাই, শ্রীযুত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১০ দিবসের জন্য কাছারী বন্দ করিয়াছেন, শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর মোকদ্দমা প্রভৃতি কর্ম্ম ঐ কয়েক দিবসের জন্য বন্দ করিয়াছেন, কারণ মোক্তার প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা জিলা হইতে পলায়ন করিয়াছে, কোম্পানির ত্রেজরি বন্দ কোনমতে হইতে পারে না, একারণ কাছারী বন্দ হয় নাই, শ্রীযুত জজ সাহেব বাহাদুর ও শ্রীযত প্রধান সদর আমীন সাহেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত সদর মুনসেফ মহাশয়দিগের কাছারী বন্দ হয় নাই, কিন্তু অনেক উকীল মোক্তার ছুটী লইয়া বাটী প্রস্থান করিয়াছেন, এ নিমিত্ত তাঁহারদিগের কাছারী প্রায় বন্দ বলা যায়।,,

---

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়।

গত বারের শেষ।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।
পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং।

মনুঃ

পুত্রহেতু স্ত্রী পরিগ্রহ এবং পিণ্ড প্রয়োজন বশতঃ পুত্র বিত্তার্থে ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং।

বাক্ সত্য বচনার্থায় দুর্গমপিতরন্তিতে

বিষ্ণুশর্ম্মা।

প্রাণ ধারণের নিমিত্তে যাহাদিগের ভোজন, সন্তানের নিমিত্তে যাহাদিগের স্ত্রী সঙ্গ এবং সত্যের নিমিত্তে যাহাদিগের বাক্য কহা তাহারা দুর্গতিতে তরে।

অতএব শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে বাল্যকালে বিবাহের প্রয়োজনাভাব, যে মন্বাদি শাস্ত্রে কন্যাকাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতেই পুনর্ব্বার তাৎপর্য্য বিধি লিখিয়াছেন, কিন্তু আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা কোন বিষয়ে তাৎপর্য্য বাক্য গ্রহণ করেন না, এই প্রকার উপাসনা ভেদে কোন স্থানে সাকার উপাসনা লিখিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত বাক্যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার বিধি প্রদান করিয়াছেন, তথাচ সাকার উপাসনার মত বলবৎ হইয়া রহিয়াছে, যে শাস্ত্রে গঙ্গার মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে সেই শাস্ত্রে লেখেন।

আজন্ম মরণান্তংহি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ
মণ্ডূক মৎস্য নক্রাদ্যাঃকিন্তেমুক্তাভবন্তিহি
কূলার্ণবং।

জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরকে আশ্রয় করিয়া আছে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় গঙ্গাতেই হইতেছে যে মণ্ডূক মৎস্য নক্রাদির তাহারা কি মুক্ত হইবে অর্থাৎ কদাচ হইবে না।

এই প্রকার কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল বিষয়ের বিধি লিখিয়াছেন জ্ঞানকাণ্ডে পুনর্ব্বার সেই সকল খণ্ডন করিয়াছেন। যথা,

আত্মানদী সংযম পূণ্যতীর্থঃ
সত্যোদকাঃ শীলতটা দয়োর্ম্মি;
তত্রাভিষেকং কুরুপাণ্ডুপুত্র
নবারিণা শুদ্ধতি চান্তরাত্মা।।
মহাভারতং।

আত্মা স্বরূপ নদী, ইন্দ্রিয় দমন স্বরূপ পুণ্যতীর্থ, সত্য স্বরূপ জল, সৎস্বভাবও দয়াস্বরূপ তরঙ্গ হে পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠীর সেইখানে অভিষেক কর, যেহেতু জলেতে অন্তরাত্মার শুদ্ধি হয় না।

এরম্বিধ বহুবিধ নিদর্শন প্রদর্শন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে অস্মদ্দেশের ব্যক্তি বৃহ প্রায় প্রকৃত তাৎপর্য্য বাক্য গ্রহণ করেন না, তজ্জন্য দেশের এপ্রকার অপকার হইতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। এদেশের অনেক অবোধ মনুষ্যের এরূপ বোধ আছে যে বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্র মন্দ হয় এ কুসংস্কার সামান্য আশ্চর্য্য নহে, যাদৃশ সুধাকর হইতে খরতর কর বর্ষণ হওয়া অসম্ভব, তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা কুচরিত্র হওয়া অসম্ভব, ফলতঃ স্বভাব সর্ব্বকালেই বলবান আছে।

স্বভাবো য়াদৃশো য়স্য নজহাতি কদাচন
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং নযায়তে
চাণক্য।

যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহা কদাচ যায় না, যেমন অঙ্গারকে শতবার ধৌত করিলে তাহার মলিনত্ব দূর হয় না।

ভগবান্ তুলসীদাস কহেন, যে সদ্গুরুর সদুপদেশে স্বভাব উত্তমতাকে প্রাপ্ত হয়, যাদৃশ অগ্নির আসঙ্গে অঙ্গার শ্যামাঙ্গ পরিত্যাগ করে, সে যাহাহউক এক্ষণে অস্মদাদির স্ত্রীশিক্ষার প্রতিই বিশেষ বক্তব্য বাক্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর করিতে না পারিলে শিক্ষাকল্পে কদাচ উন্নতি হইবেক না, অত্র সন্দেহ বিরহ।

স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীন কাল অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

এতদ্দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা যদিও সর্ব্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয় নাই, তথাচ কোন২ রাজ কন্যা এবং পণ্ডিতের কন্যা ও ঋষিপত্নী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা, রুক্মিণী, লীলাবতী, চিত্ররেখা, মৈত্রেয়ী, বিদ্যা ও কর্ণাট রাজার পত্নী প্রভৃতির বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, শারদানন্দ গুরুর কন্যা যিনি কবিকালীদাসের পত্নী হইয়াছিলেন, তিনি বিবাহ বাসরে এই কবিতা পাঠ করেন।

কিং নকরোতি বিধি যদি রুষ্টঃ
কিং নকরোতি সএবহি তুষ্টঃ
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা যম্বা
তস্মৈদত্তা বিপুল নিতম্বা

অর্থাৎ বিধাতা রুষ্ট হইলে কি না করেন, উষ্ট্র শব্দ কখন রকারের এবং কখন যকারের লোপ করে এতাদৃশ যে মূর্খ তাহাকে পরমাসুন্দরী স্ত্রী প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষ আগামিতে হইবে,

যবনদিগের সুপরাত পর্ব্বাহ দিবসে অনেকে আতোষ বাজী লইয়া রাজ পথে গোলোযোগ করিয়াছিল অপিচ পুলিসের লোকেরা তাহাদিগের এক ব্যক্তিকে ধৃত করত পুলিসে কনিষ্ঠ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করাতে তিনি তাহার এক টাকা দণ্ড করিয়াছেন, এবং তাহাকে এরূপ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে পুনর্ব্বার আর আতোষবাজী লইয়া আমোদ না করে।

কলিকাতা পুলিসের আসিনর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং লা সাহেব জুয়া খেলা নিবারণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, সম্প্রতি তিনি [illegible] পাড়া হইতে একদল জুয়াখেলুকে ধৃত করিয়াছেন, খেলা ভিন্ন [illegible]দিগের অন্য উপজীবিকা কিছু নাই অতএব মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ [illegible]দিগের বিলক্ষণ রূপে দণ্ড করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দীল্লিগেজেট পত্র দ্বারা [illegible] হওয়াগেল যে তথাকার ব্যাঙ্কের ডৈরেক্টর্স মহাশয়েরা অতি সতর্ক [illegible] কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

☞ এই প্রভাকর পত্র [illegible] ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ [illegible] গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ✻ ।। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ।। ✻ ।।
।। ✻ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ✻ ।।

।। নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ।।
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেকারসং ।।

[illegible]৬৩ সংখ্যা) শনিবার ৩১ আষাঢ ১২৫৬ সাল। ইং১৪ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি১৯জুলাই বৃহস্পাতিবারবেলা [illegible] প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্টের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পীতাম্বর [illegible] এবং প্রেমচাঁদ শাহার বিরুদ্ধে [illegible] নিয়নৈ এক্সপোনাস্ নামক পর[illegible] ক্ষমতাতে পবলিক সেলে [illegible] প্রকাশ্য নীলামে এই সকল [illegible] বিক্রয় করিবেন।

[illegible] দফা। জিলা হুগলির অন্তঃপাতি [illegible]টরা নামক স্থানের শামিল ও [illegible]স্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী ও তৎসংলগ্ন যে সকল খড়ুয়া বাটী ও ঘর আছে ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ লাখরাজ অর্থাৎ নিষ্কর ভূমি যাহার এক অংশে উক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছে ভূমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অংশ হয় নাই, তাহার ।/পাঁচ আনা অংশে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের মধ্যে ও তাহার ।/০ পাঁচ আনা অংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে সমুদয় দ্রব্যাদি সহিত বিক্রীত হইবেক।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত জিলার পাইতল নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী ও তাহার সহিত কয়েকখানা খড়ুয়া ঘর আছে ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী পীতাম্বর শাহার যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে সকল দ্রব্যাদির সহিত বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে রাস্তা। পশ্চিম দিগে দিগম্বর মণ্ডলের ভূমি। দক্ষিণ দিগে রাস্তা। এবং উত্তর দিগে গোকুল মণ্ডলের বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
৭ জুন ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

৩১ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা নগরীয় ভূমির কর উপলক্ষ করিয়া গত গুরুবাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় এই রাজধানীর পূর্ব্ব বিবরণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

"আমরা অনুমান করি অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে ইংরাজী ১৬৯০ সালে জান কারনুক সাহেব সূতানুটি নামক গ্রামে ইংলণ্ডীয় রাজপতাকা উড্ডীয়মানা করেন, কিন্তু ঐ ঘটনার দুই বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়, পরে ১৬৯৮ সালে ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মকারক মেং বার্ড সাহেব যবন নৃপতি ও নবাবের অনুমতিক্রমে সূতানুটি কলিকাতা ও গোবিন্দগড় এই তিন স্থান ক্রয় করত এতদ্রাজধানীর সীমা নিরূপণ করেন, তাহাতে ইহার উত্তর দক্ষিণ সীমা ইংরাজী তিন মাইল ও পরিসর এক মাইল নির্দ্ধারিত হয়, নবাব বাহাদুরেরা এই স্থানের নিমিত্ত ১১২০ টাকা প্রতি বৎসর গ্রহণ করিতেন, যাহা হউক, ঐ সময়ে এই স্থলে ইংরাজদিগের কৌন্সেল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অধিপতি সাহেব ২০০০ টাকা বাৎসরিক বেতন ও ১০০০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন, মেম্বরদিগের বেতন কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় নাই, অনুমান দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাঁহারদিগের বাৎসরিকবৃত্তি ৬০০ টাকা, কুঠি রক্ষকদিগের ৪০০ টাকা, লেখক অর্থাৎ কেরাণিদিগের ২০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাঁহারদিগের প্রধানগণ এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন যে নগরের ভূমির কর হইতেই এই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, এই নগর ক্রয় করিয়া তাহার ৫ বৎসর পরে এখানকার কৌন্সেলের অধিপতি সাহেব বিলাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের নিকট এমত এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ভূমির কর একরূপ বৃদ্ধি হইবেক যে তদ্দ্বারা এখানকার সকল ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক।

পরন্তু ইংরাজী ১৭১৭ সালের পূর্ব্বে কলিকাতার উপস্বত্ব কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই, কেবল স্থানে২ দুই চারিখানা বাটী হইয়াছিল, কৃষক লোকেরাই তাহাতে বাস করিত, চাঁদপালের ঘাটের দক্ষিণাংশে ভয়ানক জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলের দক্ষিণপার্শ্বে দুই খানী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, তাহাতে কতক গুলীন মনুষ্য বাস করিত, কিন্তু কলিকাতাবাসি শীলবংশীয় বণিকেরা তাহারদিগ্যে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, এইক্ষণে যে স্থান চৌরঙ্গি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, ঐ স্থানে কতক গুলীন ক্ষুদ্র২ ঘর ও তাহার চতুর্দিগে জল প্রণালী ছিল, ১৭২০ সালে এই নগরের শোভাবর্দ্ধনার্থ এক ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করণের ভার অর্পিত ছিল, বিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র ঐ কর্ম্মকারক সাহেবের সহিত সংযুক্ত থাকেন, তিনি নায়েব জমীদার নামে বিখ্যাত ছিলেন [illegible] সংগ্রাহক [illegible] এল সাহেব তাঁহাকে কালা [illegible] বলিয়া সম্বোধন করিতেন, গোবিন্দরাম মিত্র ৩২ বৎসরপর্য্যন্ত অবিবাদে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহার উপরস্থ সাহেব কর্ম্মকারিগণ সময়ে তিরস্কৃত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সম্মানের কোন হানি হয় নাই, নগরবাসিরা তাঁহাকে জমীদার বলিয়া জানিতেন, তিনি কোন অত্যাচার করিলেও কোন ব্যক্তি সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথার উল্লেখ করিতে পারিতেন না, তিনি নগর রক্ষক ও ভূমির কর সংগ্রাহক ও নানাবিধ বিষয়ে রাজবিচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় বিষয়েই বিচার করিতেন, এবং দোষিদিগের অর্থ দণ্ড অথবা কারাগারে প্রেরণ কিম্বা বেত্রাঘাত দ্বারা শাসন করিতে পারিতেন, মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়াই দণ্ডাজ্ঞা বিধান করিতেন, হন্তাদিগের প্রতি তাঁহার এরূপ কঠিন অনুমতি ছিল যে যেপর্য্যন্ত তাহারদিগের প্রাণ বিয়োগ না হইত তদবধি তাঁহার ভৃত্যেরা প্রহার করিত, অপিচ এ কঠিন অনুমতি বিষয়ে তিনি কৌন্সেলের প্রেসিডেণ্ট সাহেবের, আদেশ গ্রহণ করিতেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতি রাজস্ব সংগ্রহ করণের যে ক্ষমতা ছিল তদনুসারে তিনি কলিকাতা নগরের ভূমির কর সংগ্রহ করিতেন, পরে ১৭৫২ সালে কলিকাতা নগর চারি অংশে বিভক্ত হয়, যথা, ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর, সূতানুটি এবং বাজার কলিকাতা, এই ভাগ চতুষ্টয়ের ভূমির পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৫[illegible]২/ বিঘা, কোম্পানিরা প্রত্যেক বিঘার প্রতি বাৎসরিক রাজস্ব তিন টাকা নিরূপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌন্সেল হইতে নগরীয় ভূমির কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে সংপ্রতি যে এক নিয়মপত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক বিঘার রাজস্ব তিন টাকা বারো আনা হইয়াছে, যাহা হউক, উল্লেখিত ভূমির [illegible]৩৩/ বিঘা ভূমি কোম্পানিদিগের অধীনে আছে, তাহার কর সংগ্রহ হয় না, মহারাষ্ট্রীয়েরা যে সীমা [illegible] করিয়াছিলেন তাহার পার্শ্বে [illegible] অনেকে অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সিমুলিয়া, মৃজাপুর, মলঙ্গা, হোগোলকুঁড়িয়া এই কয়েক স্থানে প্রায় ৩০৫০/ বিঘা ভূমি আছে, ঐ ভূমি সূতানুটি প্রভৃতি গ্রামের অধীন না হওয়াতে তাহার অধিকারিরা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করেন না, যবন রাজকর্ম্মচারিগণ যে সময়ে কোম্পানিদিগ্যে সনন্দপত্র প্রদান করেন সেই সময়ে এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে তাঁহারা জমীদারদিগ্যে সন্তুষ্ট রাখিবেন, তাঁহারদিগের ভূমির প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করিতে পারিবেন না এবং তাঁহারদিগের স্বাধীনতাকেও রক্ষা করিবেন।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়।

গত বারের শেষ।

মহারাজ লক্ষণসেনের পত্নী পরম পণ্ডিতা ছিলেন, তাঁহার কৃত কবিতা পশ্চাৎ লেখা গেল।

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্যকান্তঃকৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি

অবিরত বারিপতন হইতেছে এবং ময়ুর সকল নৃত্য করিতেছে, অদ্য কান্ত কিম্বা কৃতান্ত আমার দুঃখের শান্তি করিবেন।

ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বিদ্যাবতী ছিলেন, তাহা আচার্য্য নিজগ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই প্রচার করিয়াছেন, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ করেন, কিন্তু বেদান্ত স্ত্রীলোক সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল না, যে হেতু কর্ণাট রাজার পত্নীর সঙ্গে কবি কালীদাসের যে বিচার হয় তাহাতে তিনি তাঁহাকে বেদান্তের পরাস্ত করেন, এবং বিদ্যাসুন্দরের বিষয়েও এইরূপ আখ্যান আছে অধিকন্তু শাস্ত্রে কহেন।

স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং।
ত্রয়িণঃ শ্রুতি গোচরাঃ॥
ভাগবতং।

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণের শ্রুতি গোচর হইতে পারেন না।

কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদান্তের উপদেশ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইত তবে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নীকে কদাচ তাহার শিক্ষা প্রদান করিতেন না, রুক্মিণী শিশুপালের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির জানিয়া পত্রিকাসহ দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্র প্রাপ্ত মাত্র অচিরাৎ তথায় গমন পূর্ব্বক অন্যান্য ভূপতিগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করিলেন, মহর্ষি বাল্মীকী প্রণীত অদ্ভুত রামায়ণে প্রচার আছে যে সত্যভামা নারদকে সঙ্গীত শাস্ত্রের উপদেশ করেন, বাণরাজার কন্যা উষা যদুবংশীয় রাজকুমার অনিরুদ্ধকে স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া কাতরা হওয়াতে তাঁহার সহচরী চিত্ররেখা চিত্রসংস্কারে বিচিত্র বিশ্বকে চিত্রপটে দেখাইয়াছিলেন *। ইদানীন্তন কেবল রাণীভ

* চিত্র বিদ্যা এতদ্দেশে অত্যল্প প্রচার ছিল কিন্তু এই এক প্রসিদ্ধ আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায় শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ বীর বিক্রমাদিত্যের পত্নী ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে বহুরূপি কবি কালীদাস কহিয়াছিলেন।

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রেনে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপজানামি ভানুমত্যাস্তিলংযথা

বাণীর নাম শ্রুত হওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা রূপে গুণে ধন্যাছিলেন, এই সকল নিদর্শন প্রদর্শনের তাৎপর্য্য এই যে বিদ্যাশিক্ষা যদিস্যাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে অবিধি হইত তবে পুরাকালে শ্রুতি স্মৃতি নীতি বিশারদ পণ্ডিতেরা কদাচ স্ত্রীশিক্ষার বিধি প্রদান করিতেন না।

বর্ত্তমানাবস্থায় স্ত্রী শিক্ষার উপায়।

আদৌ যদবধি এতদ্দেশের অবলা কোকিলাগণ গৃহ পিঞ্জরে বদ্ধ আছেন তদবধি ইঁহাদিগের বিশেষ সদুপায় দৃষ্ট হয় না, অতএব ইঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য, যদি বল স্বাধীনতা দেওয়াতে কুচরিত্র হওনের সম্ভাবনা, তাহার উত্তর, অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিয়া মনেতে অহোরাত্র উপপতি করণের অভিলাষ করা কিন্তু উপায় না থাকাতে সিদ্ধা না হওয়া জন্য সতী হওয়া অর্থাৎ উড়িতে না পারিয়া পোষমান্যকে যথার্থ উত্তম স্বভাব কহিবেন, কি স্বাধীনতাবস্থায় ধর্ম্মপথে থাকাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কহিবেন? যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকল মনে, মনঃ শুদ্ধ না হইলে কিছুই হয় না। যদি বল স্বাধীনতা প্রদান করিলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে ইউরোপ খণ্ডের কোন স্ত্রী সতী থাকিত না তবে যে ইটালি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অপবাদ শ্রবণ করা যায়, সে প্রকার ভারতবর্ষের কামরূপ রাজ্যেরও কলঙ্ক আছে।

সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ।
বিষ্ণুশর্ম্মা।

উত্তম অধম মধ্যম তিন প্রকার লোক সর্ব্বত্র আছে।

যদিস্যাৎ কথিত বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহ অসম্মত হয়েন তবে এই উপায় হইতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে স্বতন্ত্র পাঠশালা হয়, যাহাতে পিতা মাতা স্বং তনয়াকে পঞ্চম বর্ষাবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক হইয়া প্রেরণ করিতে পারেন যাহাতে ধর্ম্ম হানির কোন প্রকারে সম্ভাবনা না হয়, এবং ইহাতে লৌকিক নিয়মের কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, এবং স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে এপ্রকার পুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যাহাতে তাঁহারা এই ছয় বৎসরের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, অপিচ অনুবাদিত পুস্তক সকলের মর্ম্মাবগত হইলেই তাঁহারা অনায়াসেই সকল দেশের রীতি নীতি ও আহার ব্যবহার জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যদিস্যাৎ প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণে পিতা সম্মত না হয়েন তবে তিনি উক্ত নিয়মে স্বয়ং কন্যাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন যেহেতু ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আদেশ আছে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব সধারণের উপকারাভাব, এজন্য কন্যাকালে কন্যাদিগ্যে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাতে কখনই দোষ জনক হইতে পারেনা।

স্ত্রীশিক্ষার ফল।

(স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলে দেশের কত মঙ্গল হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, ধর্ম্মের উন্নতি এবং লৌকিক কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ প্রভৃতি অসংখ্য উপকার হয়। ইতু * যম পুকুর প্রভৃতি যাহা বালিকা সম্প্রদায়ে এক প্রকার উপাসনার অঙ্গ হইয়াছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হয় ষষ্ঠী, শীতলা, মার্কণ্ড প্রভৃতি ক্রমে লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, এবং মাতা প্রথমাবস্থায় পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন। তাহা হইলে পিতা বিদেশে চিরকাল সুস্থ থাকেন, অতএব এতাদৃ মহতী ক্রিয়া যে স্ত্রীশিক্ষা তাহাতে আমারদিগের দেশস্থ লোক মনোযোগী হউন, হে পরমাত্মন্ আমাদিগকে যথার্থ জ্ঞান প্রদান কর।)

৪ বৈশাখ। ১৭৭১ শক।

গত সোমবার দিবসে এক্… ঘরে স্নিম্ন লিখিত দরে আফিম… য় হইয়াছে।

বেহারের ২১৮৫ বাক্স … গড় দর ১০৫৯ টাকা সর্ব্বশুদ্ধ … ২৩১৫১৫০ টাকা বানারসের … বাক্স আফি[illegible]দর ১০৫৪ টাকা … শুদ্ধ কোং ৮[illegible]৫০ টাকা।

ইংলিসম্যান পত্রে লিখিত … ছে যে কোন এক জন বিখ্যাত … সাহেব যিনি এক প্রকাশ্য সং… তু কোম্পানির কার্য্যে জড়িত … ছিলেন সম্প্রতি তিনি ইন্সালভে… ণার্থ আবেদনপত্র প্রেরণ করি… ন, তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ দেনা ২… লক্ষ টাকা।

---

* বোধ হয় ঋতু শব্দের বিকৃতি হই… হইবেক।

† Native Female Education Re… K. M. Benerjee.

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

।। ※ ।। সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ।। ※ ।।
।। ※ ।। উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ।। ※ ।।

।। নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম সতন্দ্রসীবদসৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ …
।। অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ।।

…৬৪ সংখ্যা) সোমবার ২ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১৬ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য … তঙ্কা মাত্র।

…মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

…পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং …সম্বন্ধীয় আরোহিদিগের …ড়াও দ্রব্যাদির বোঝা…য়ের বিষয়।

…ন্তলোজ,, নামক সোয়ারের …একখানা বাষ্পীয় জাহাজের …নিত হইয়া বর্ত্তম[illegible] জুলাই …২৫ তারিখ বু[illegible] দিবসে …রথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলা… ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রে…বেক।

…টে অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ …রোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে …গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কা… সাহেবের আফিসে রীতিমত … সকল অর্পণ করিতে হইবেক। …বিগের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জান্‌ষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

…টিম ডিপার্টমেণ্ট।
… জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কাসাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

সংবাদপ্রভাকর

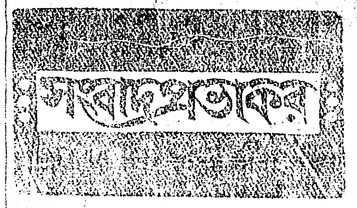

২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

নূতন পুলিসের নূতন পরিচ্ছদধারি প্রহরিগণ, যাহারা পাহারাওয়ালা নামে বিখ্যাত হইয়াছে তাহারদিগের অত্যাচারে দুঃখিলোকেরা বিশেষ রূপে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে, যদিও বিচক্ষণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ কর্ম্মচারিগণের কয়েকজনকে পদচ্যুত করত বিশেষ শাসন করিয়াছেন এবং বিচক্ষণ পুলিস সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সেংলা সাহেব তাহারদিগের কার্য্য বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন,

তথাচ পাহারাওয়ালাদিগের অহিতাচার কিছুই দমন হয় নাই, আমরা কোন বন্ধু বিশেষের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে গত শনিবার সন্ধ্যার সময়ে সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি কাঁসারিপাড়ায় একটী বালক খেলাচ্ছলে আনিত একজন বেহারার প্রতি হস্তস্থিত সামান্য ছড়ির দ্বারা প্রহার করিয়াছিল, তাহাতে পাহারাওয়ালা সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বালককে পুলিসে লইয়া যাইবার উদ্যোগ ও তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করে, এই অত্যাচারে ঐ বালক ক্রন্দন করাতে কয়েকজন ভদ্রলোক তাহার পরিত্রাণার্থ অনেক অনুরোধ করেন, কিন্তু সে তাহা কিছুই শ্রবণ করিল না, পরিশেষ কাঁসারিপাড়ার কয়েকজন কাশারি আসিয়া বল দ্বারা ঐ বালককে গ্রহণ করত পাহারাওয়ালাকে পুলিস ষ্টেসনে সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট লইয়া গিয়াছিল, সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমুদয় ব্যাপার শ্রবণ পূর্ব্বক অনুমতি করিয়াছেন যে অদ্য ঐ বিষয়ের বিচার করত যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন, যাহা হউক, এই বিষয়ে কাঁসারিগণ যদ্যপি হস্তক্ষেপ না করিত তবে পাহারাওয়ালা ঐ বালককে পুলিসে লইয়া গিয়া অকারণ ক্লেশ দিত, কিন্তু তাহার ঐ সামান্য দোষের কোনরূপ অভিযোগ হইত না, পাহারাওয়ালা চোরদিগের কিছুই করিতে পারে না, কেবল নির্দ্দোষিদিগের প্রতি অত্যাচার করে, অতএব পুলিস সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট মেং লা সাহেবের কর্ত্তব্য হয় যে তাহারদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

পূরণিয়া হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে তথাকার কোন পরগনার একজন সরবরাহকারের পদশূন্য হইয়াছে, এবং সেই পদে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে অনেকেই আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু এক বালক সে রাজকার্য্য কিছুই জ্ঞাত নহে, কোন সম্ভ্রান্ত সিবিল কর্ম্মকারকের অনুগ্রহে তিনিই ঐ পদ পাইবার যোগ্য হইয়াছেন, আপাততঃ ঐ বালকের বেতন ৫০০ টাকা নিরূপিত হইবেক। পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই লেখা যদ্যপি সত্য হয় তবে অতি দুঃখজনক বলিতে হইবেক, কারণ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টরূপে অনুমতি [illegible]য়াছেন যে জিলার প্রধান পদস্থ সাহেবদিগের অধীনে কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিতে হইলে তাঁহারা পরীক্ষা পূর্ব্বক উপযুক্ত মনুষ্যদিগ্যেই তাহাতে মনোনীত করিবেন, তাঁহারা কার্য্য প্রদান দ্বারা কোন ব্যক্তিকে দয়া করিবেন অথবা উপরোধানুরোধক্রমে অনুপযুক্ত বালকদিগ্যে সম্ভ্রান্ত পদে নিয়োগ করিবেন গবর্ণমেণ্টের কোন আইনপত্রেই এরূপ লিখিত হয় নাই, অতএব জিলা পূরণিয়ার প্রধান পদস্থ সিবিল সাহেবদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা সতর্ক হইয়া কার্য্য করেন।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদকের লিখিত বিষয়।

গত সোমবারের শেষ।

এই কলিকাতা নগরে গবর্ণমেণ্টের আসন সংস্থাপন হইবার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল নিয়ম ও কার্য্য করিয়াছিলেন আমরা অনুমান করি তাহা প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন, ১৭[illegible] সালে মেং হৌলিন সাহেব এই নগরের জমীদার হইয়াছিলেন, অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ করণের সকল ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, ঐ সাহেবের লেখা হইতে উপরি উক্ত বিবরণ গ্রহণ করা গেল, কৌন্সেলের মেম্বরগণ ঐ সময়ে অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতেন, মেং হৌলিন সাহেব তাহা প্রকাশ করাতে সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন এবং ঐক্য মতে বিলাতে পত্র লেখাতে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি করিয়াছিলেন যে তিনি কৌন্সেলের কনিষ্ঠ মেম্বরের পদেই নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইবেক না, কিন্তু তিনি আপন নির্দ্দোষিত্ব সপ্রমাণার্থ বিশেষ কারণ প্রদর্শন করাইবার ডৈরেক্টর্সদিগের চৈতন্য হইল, এবং অনুমতি করিলেন যে হৌলিন সাহেব [illegible] দিবস বঙ্গদেশে গমন করিয়াছেন সে[illegible] সময় বিবেচনায় তিনি পদ প্রাপ্ত হইবেন, আর কলিকাতার রাজকর সংগ্রহ করণের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত থাকিবেক, বিশেষতঃ সেরাজাদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করত ইংরাজদিগ্যে যৎপরনাস্তি শাস্তি প্রদান করেন এবং এই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব রহিত হয় সেই সময়ে ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা হৌলিন সাহেবের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কর্ণেল ক্লাইব সাহেব যখন বঙ্গদেশে ব্রিটিস পরাক্রম পুনঃ স্থাপনের প্রতিজ্ঞায় মান্দ্রাজ হইতে জাহাজারোহণ করেন সেই সময়ে ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যে মেং হৌলিন সাহেবের দ্বারা কোম্পানির বিস্তর উপকার হইয়াছে, অতএব তাঁহার যে বেতন আছে তদতিরিক্ত আর চারি হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করা গেল, কিন্তু তিনি অধিক দিন ঐ উক্ত বেতন সম্ভোগ করিতে পারেন নাই, অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তাহার প্রতিপক্ষেরা প্রবল হইলেন, এবং বিলাতের ডৈরেক্টর্স সভায়ও অনেকের পদ পরিবর্ত্ত হইল, সুতরাং তিনি ক্রমে২ অপদস্থ হইলেন।

মেং হৌলিন সাহেব পদ পরিত্যাগ করিলে কলিকাতা নগরের অন্যান্য উৎপত্তি রহিত হইল, কোম্পানিরা কেবল ভূমির কর সংগ্রহ করণের ক্ষমতা ধারণ করিলেন, সুতরাং প্রদেশীয় কোন সিবিল কর্ম্মকারক কলিকাতার কালেক্টরের পদ গ্রহণে সম্মত হইলেন না, যেহেতু ঐ সময়ে সিবিল কর্ম্মকারকদিগের ব[illegible] করণের ক্ষমতা ছিল, এক২ [illegible] সাহেব এক বৎসরের মধ্যে তদ্দ্বারা লক্ষ টাকা লভ্য করিয়াছিলেন, যাহা হউক, মেং হৌলিন সাহেবের পদে ব্যক্তি মনোনীত করণ বিষয়ে গবরনর লার্ড হেষ্টিংস সাহেব অতিশয় চিন্তিত ছিলেন, অপিচ বহু দিবস পরে অর্থাৎ ১৭৮১ সালের আগষ্ট মাসে মেং হৈবিলিন সাহেব কলিকাতার কালেক্টর হইলেন, এই নিয়োগের ছয় বৎসর পূর্ব্বে নগর মধ্যে সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয় সংস্থাপিত হয়, এবং তথাকার বিচারপতি সাহেবদিগের সহিত কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের এরূপ পরামর্শ হইয়াছিল যে রাজস্ব আদায় নিমিত্ত নগরের কোন ভূমি বিক্রয় হইতে পারে কি না? তাহাতে কোম্পানির কৌন্সেলি মেং ডেবিশ সাহেব এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে যে সকল বাটী খালি আছে, যাহাতে কোন লোক নাই, রাজস্বের নিমিত্ত সেই সমস্ত বাটী অবশ্য বিক্রয় হইতে পারিবেক, অতএব কোম্পানিরা রাজস্বের নিমিত্ত তত্তাবৎ নীলাম করিবেন, আর যে২ বাটীতে লোক আছে সেই২ বাটীর রাজস্ব আদায় না হইলে অধিবাসিদিগের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবেক, এবং কলিকাতা পুলিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই বিষয়ে কোম্পানির সাহায্য করিবেন, ডেবিশ সাহেব আরো বলিয়াছিলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ করণার্থ যে সমস্ত এতমাম্‌দার নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদিগের দ্বারাই এই নীলামের কার্য্য সম্পন্ন হইবেক, যাঁহারা রাজস্ব প্রদান না করিবেন ঐ কর্ম্মকারকগণ তাঁহারদিগ্যে কারাগারে বদ্ধ করিবেন, ও তাঁহারদিগের কাণ মলিয়া দিবেন, হায়! কি চমৎকার, ঐ ভয়ানক সময়ে রাজপুরুষেরা এই অন্যায় অভিমত গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, পরে ১৭৮৯ সালে মেং সিটন সাহেব কলিকাতার কালেক্টর হইয়াছিলেন এবং রাজপুরুষেরা সকল ভূমি গ্রহণ করিয়া এরূপ এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অধিবাসী অর্থাৎ প্রজারা রাজস্বের সকল টাকা প্রদান না করিলে তাঁহারদিগের ভূমি সম্পত্তি সকল প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রীত হইবেক, অর্থাৎ যাঁহারা রাজস্বের টাকা দিবেন তাঁহারাই তাহা অধিকার করিবেন, পরন্তু ১৮১২ সালে মেং থ্যাকরি সাহেব এই অন্যায় নিয়ম পরিবর্ত্তন করণাভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করিয়াছিলেন যে তাহাতে প্রজাদিগের বিস্তর ক্ষতি সহকারে কোম্পানির বিস্তর হানি হইতেছে, অতএব টেক্সের নিমিত্ত প্রজার দ্রব্যাদি বিক্রয় করণের নিয়মক্রমে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি ভূমি বিক্রয় করণের নিয়ম প্রচলিত রাখেন তবে সুপ্রিমকোর্টে তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা জন্য প্রধান রাজকর্ম্মচারি সাহেবেরা অতিশয় ভীত হইয়া ১৮১৬ সালে ঐ বিষয়ে এডবোকেট জেনরল সাহেবের অভিমত গ্রহণ করিলেন, তাহাতে এডবোকেট জেনরল সাহেব যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, রাজপুরুষেরা সম্যগ্রূপে তাহার অনুগামি হইতে পারিলেন না, যেহেতু তাহাতে রাজস্ব সংগ্রহ করণে কাল বিলম্ব ও ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়ম করিয়াছিলেন যে ভূমির রাজস্ব আদায় নিমিত্ত প্রথমতঃ যথা নিয়মক্রমে তলব চিঠি প্রকাশ হইবেক, এবং যাঁহারা খাজানা প্রদানে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন সাধ্য সত্ত্বে টাকা দিবেন না, এডবোকেট জেনরল সাহেবের অভিমতক্রমে তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাইবেক।

ইহার শেষ পরে হইবেক।

আমরা নিম্ন লিখিত অনুষ্ঠান পত্র তৎসম্পাদক শ্রীযুত বাবু রাধা বল্লভ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

অনুষ্ঠান পত্র।

মনুষ্যের মস্তকে কর স্পর্শ পূর্ব্বক অস্থি প্রভৃতির সংস্থান জ্ঞানে মানসিক ভাব নিরূপণের যে বিদ্যা ইংলণ্ডীয় বিবিধ গ্রন্থে বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ পরিচয় থাকাতে এতদ্দেশস্থ বহুতর ব্যক্তি আমাকে স্বং শিরোদর্শন করাইয়া স্বীয়২ আন্তরিক ভাবের সহিত আমার উক্তি ঐক্য হওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আমাকে সর্ব্বদা অনুরোধ করিয়া কহেন যে ঐ বিদ্যা বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে লোকের মহোপকার হয় অতএব আমি ইংরাজী নানা পুস্তক হইতে উক্ত বিদ্যা গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু মুদ্রাঙ্কন ব্যতিরেকে তাহার সর্ব্ব সুলভতা সম্ভাব্য নহে এবং বিদ্যোৎসাহি জনগণের সাহায্য বিনা তাহা পুস্তকরূপে মুদ্রিত হওয়াও কঠিন অতএব প্রার্থনা করি এই আশ্চর্য্য বিদ্যার প্রকৃত ফল জ্ঞানেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহ পুরঃসর পুস্তক গ্রহণের অঙ্গীকার স্বরূপ স্বাক্ষর করিয়া সাহায্য করেন কিমধিকমিতি।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস।
সাং চুনাগলি।

পুস্তকের মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি এক মুদ্রা।

বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি দুই মুদ্রা।

যদি কোন মহাশয়ের প্রতি উক্ত বিদ্যা আশ্চর্য্য বোধ হয় তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহার শিরোদেশের বাহ্য অস্থি স্পর্শ দ্বারা মনের গুণাগুণ ও ভাব ব্যক্ত করত সটীক প্রতীতি জন্মাইয়া সন্তুষ্ট করিব।

হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে মান্যবর শ্রীযুত কর্ণেল চিপ সাহেব কে সি বি উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু গত শনৈশ্চরবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ২৪ মে তারিখে বিলাত হইতে মেইল প্রেরিত হয়, কিন্তু ঐ দিবসে উক্ত বিষয়ে কোন অভিমত নির্দ্ধারিত হয় নাই, ইংরাজী পত্রে কেবল এতাবন্মাত্র লিখিত হইয়াছে যে বিশেষ২ কর্ম্মচারি মাত্রেই ঐ উপাধির দ্বারা ভুষিত হইবেন।

আমরা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম যে কোন সম্ভ্রান্ত কর্ণেল সাহেব সংপ্রতি ইন্সালবেণ্ট কোর্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করত ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, অপিচ গত শনিবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ সাহেবের নাম কর্ণেল পিউ, তিনি বানারস ব্যাঙ্কের ঘৃণিত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, ঐ ব্যাঙ্কে নীল আফিম চিনি কয়লা ইত্যাদি প্রস্তুতকারি ভিন্ন২ কোম্পানির অংশ সকল বন্ধক গৃহীত হইত, এবং ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা ব্যাঙ্কের স্যার ব্যাঙ্কে রাখিয়াই টাকা গ্রহণ করিতেন, যাহা হউক, এই অন্যায় কার্য্য দ্বারা কর্ণেল পিউ সাহেব বিপদে পড়িয়াছেন।

আমারদিগের অভিনব প্রধান সেনাপতি সাহেব সংপ্রতি এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন যে সৈন্যদল সংক্রান্ত সাহেবদিগের জুয়াখেলা একেবারে নিবারণ করিবেন, তাঁহার অনুমতি পত্র প্রকাশ হইলে যদ্যপি কোন সাহেব ঐ খেলায় আমোদ করেন তবে তাঁহার কঠিনতর দণ্ড হইবেক। নেপিয়ার সাহেব যদ্যপি এই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তবে সুখের বিষয় বটে, যেহেতু জোয়াখেলা দ্বারা অনেকানেক কাপ্তেন কর্ণেলের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাঁহারা ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন।

ঢাকা হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তথায় অপর্য্যাপ্তরূপে বৃষ্টি হওয়াতে অনেক গ্রাম অগাধ জলে মগ্ন হইয়াছে, ৮ ও ৯ জুলাই দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল, ক্ষেত্রে যে সকল ধান্য [illegible] হইয়াছিল তাহার ছয় আনা অং[illegible] নষ্ট হইবেক।

বোম্বাই [illegible] টাইম্‌স গেজেট পত্রে লিখিত হইয়াছে যে রুমরাজ্যের স্বাধীন রাজকর্ম্মচারিগণ এখানকার রোমানকেথোলিক ধর্ম্মঘোষকদিগে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে পোপ বাহাদুর অপদস্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই আর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ মান্য করিবেন না।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম্য মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৪৬৫ সংখ্যা) মঙ্গলবার ৩ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১৭ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

[গবর্ণ]মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আ[illegible]হিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝা[ই]য়ের বিষয়।

সতলোজ, নাম[ক] সোয়ারের নৌকা একখানা বাষ্পী[য় জা]হাজের দ্বারা টানিত হইয়া [illegible] জুলাই মাসের ২৫ তারিখ [illegible] ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব পিটর পেরেরা সাহেবের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

উক্ত পিটর পেরেরা সাহেবের সওদাগরী দ্রব্যাদি যিনি মিসয়ার্স হগস্ এণ্ড কোম্পানি উপাধিতে কার্য্য করিতেন তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
৯ জুলাই ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৩ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

দেওয়ান মূলরাজের বিষয়ে ঠিক সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ৭ জুলাই তারিখের বানারস রিকার্ডর পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে লার্ড ডেলহৌসি সাহেব উক্ত দেওয়ানের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবেক না, তিনি যাবজ্জীবনের জন্য চুণারের দুর্গে কারাবদ্ধ থাকিবেন, অপিচ

পশ্চিম প্রদেশের কোন পত্রে এই সংবাদ লিখিত হয় নাই, দিল্লীগেজেট সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে মূলরাজ স্বীয় প্রাণদণ্ডের অনুমতি শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ কোন দুঃখচিহ্ন প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু তৎপরে দুই দিবস আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং এক আবেদনপত্র প্রস্তুত করত গবর্নর জেনরল সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন, ২৮ জুন তারিখে লার্ড সাহেব তাহা প্রাপ্ত হয়েন, বিচারকগণ মূলরাজের প্রতি দয়া প্রকাশ করণের যে অনুরোধ করিয়াছিলেন লার্ড সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, অতএব ফাঁসিকাষ্ঠে মূলরাজের প্রাণদণ্ড হইবেক।

দুইজন সম্পাদকের এই ভিন্ন২ উক্তি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছি, কোন পক্ষে বিশ্বাস করিব তাহা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, মূলরাজের বিপক্ষ সাক্ষিগণ যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাতে তিনি সংপূর্ণ দোষী হইতেও পারেন না, কারণ প্রধান বিপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত ভৃত্য, তাঁহারা বিরূপ সাক্ষ্য দিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র নহে, যাহা হউক, আমরা মূলরাজের বিষয়ে সঠীক সংবাদের প্রতি প্রতীক্ষা করিলাম।

গত রবিবার রজনী দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাত হইতে ৭ জুন তারিখ পর্য্যন্তের সংবাদ আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে লার্ড ডেলহৌসি সাহেব "মারকুইস" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মহারাণী লার্ড গফ সাহেবকে বিকানীরের পদে নিয়োগ করিয়াছেন, অনরবিল মেং এমস সাহেব ইংলণ্ডাধিরাজ্যের ব্যবস্থাপক হইয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে গমন করত তথাকার ফৌজদারী নিয়মাদি সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এদেশের পরম হিতেচ্ছু বন্ধু শ্রীযুত জর্জ তামসন সাহেব হৌস অফ কামান্স নামক প্রজাদিগের সাধারণ সভায় সেতারাদেশীয় রাজার বিষয় এপর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে পারেন নাই, তিনি লেমসেষ্টর নামক স্থানের বিদ্যানুশীলনের সভার এক জন লেকচরর অর্থাৎ উপদেশকেরপদ গ্রহণ করিয়াছেন। মান্যবর ... সার রবর্ট মেডাক সাহেব এক দিবস লার্ড গ্রে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবরাজ্যের গত যুদ্ধের সমুদয় বিবরণ এক পুস্তকে প্রকাশ হইয়াছে। আয়রলেণ্ডের প্রজাদিগের দুরবস্থা এপর্য্যন্ত দূরীকৃত হয় নাই।

বর্দ্ধ হইতে প্রাপ্ত।

গত ২৬ আষাঢ়ের সংবাদ প্রভাকর পত্র দেখিয়া বিদিত হইল যে, অশেষ গুণরাশি শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়ের কোন বন্ধু মজিলপুর নিবাসী শ্রীগোলকনাথ দত্ত দাসস্য এই নামাঙ্কিত পূর্ব্বক বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহতাব চন্দ্র বাহাদুরের রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহকরণ বিষয়ের কিঞ্চিৎ প্রশংসা প্রকাশের প্রসঙ্গ করিয়া পশ্চাৎ রাজসভা পণ্ডিত তালকি নিবাসী সুপণ্ডিত রাধা গোবিন্দ ন্যায় বাচস্পতির পরলোক প্রাপ্তি হইবায় তাঁহার পদে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ বিবিধ বিদ্যায় বিচক্ষণ সত্ত্বেও কীর্ত্তিমান নৃপতি বাহাদুর তাঁহার প্রতি করুণার খর্ব্বতা দ্বারা তাঁহাকে নৈরাশ করিয়া এড়াল নিবাসী শ্রীরামতনু তর্কসিদ্ধান্ত যিনি পাণ্ডিত্য বিষয়ে উক্ত ন্যায়বাগীশ অপেক্ষা ন্যূনকল্প তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহা জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করত বর্দ্ধমানাধিপতির সুগোচর কারণ নিবেদন স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য, কোন বিষয়ে সত্যাসত্যের প্রতি যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া হঠাৎ কোন মহাত্মার প্রতি যে দোষক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করা ইহাই নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, হে প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়, যে প্রকার প্রভাকরের প্রভাকর নিকর নানাদেশীয় রত্নাকরাদি জলাশয় হইতে সলিল সমূহ সমাকর্ষণ করিয়া সময়ানুসারে অবনীমণ্ডলে বর্ষণ করিয়া জী... বিশেষ উপকারী হইয়াছে ... এনকার সংবাদ পত্র নানা দিগ্দেশীয় সদসৎ সমস্ত মনুষ্যের দোষ গুণ সংগ্রহ পূর্ব্বক পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করিয়া সাধারণের উপকারী হইয়া প্রভাকর নাম ধারণ করিয়াছে অতএব ইহা আপনকার অবশ্যই বিদিত আছে যে শ্রীল মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর বিবিধ বিষয়ে বিচক্ষণ, স্বীয় বুদ্ধি নৈপুণ্য ও সদদার অন্তঃকরণের স্বাভাবিক সদ্গুণের দ্বারা অবিচারকে দূরীকরণপূর্ব্বক সুবিচার দ্বারা স্বকীয় বহুবিধ বিপুল রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া তদ্দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় কীর্ত্তিমণ্ডলে

ভূমণ্ডল নিরন্তর মণ্ডিত করিতেছেন, এই মহিমার্ণব রাজাধিরাজের অন্তঃকরণে করুণাময় পরমেশ্বর এমত করুণা গুণ অর্পণ করিয়াছেন যে তাঁহার কোন কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যূনতা বা বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি কোন মহদ্দোষ করিলে তজ্জন্য তাহাকে পদচ্যুত করিয়া কিছুকাল পরে তাহার দুরবস্থা ও অনির্ব্বচনীয়তা শ্রবণ করিয়া ঐ করুণা গুণের দ্বারা নৃপতি মহোদয়ের অন্তঃকরণ এমত বাধ্য হয় যে সেই ব্যক্তি মহাদোষে দোষী থাকাতেও তাহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া কোন কর্ম্মের ভার না দিয়া তাহার নিবৃত্তি যোগ্য মাসিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি একবার এই রাজবংশের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার অসত্ত্বে তাহার বংশে উপযুক্ত কেহ থাকিতে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের বর্ত্ত অন্যের প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ... এই প্রকার সুনিয়ম দ্বারা যিনি ... য় তাবৎ কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন ক...তেছেন এবং যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা করুণা রসে প্লাবিত রহিয়াছে এমত মহিমান্বিত মহাপুরুষের কোন আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি করুণার খর্ব্বতা হওয়ার সম্ভাবনা, শ্রীযুক্ত গোলোকনাথ দত্ত মহাশয়ের বুদ্ধিতেই সম্ভাবিত হইল, যদ্যপি "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" মতিমান্ মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়, এই প্রসিদ্ধ বাক্যানুসারে প্রধান প্রধান দিক্পাল ভূপালদিগেরও মতি ভ্রান্তি মানিতে হয় এবং তাহা কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষও হইয়াছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল জনশ্রুতি দ্বারা বাধ্য না হইয়া বিশেষ অবগতি পূর্ব্বক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলে অথবা এ বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞাত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেও দত্ত মহাশয়ের সদ্বিবেচনা প্রকাশ হইত।

উক্ত বিষয়ের তাবৎ মূল বৃত্তান্ত আমি বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, তাহা সাধারণের জ্ঞাপন জন্য বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম, বর্দ্ধমানাধিপতি মহামতি মহামহিমান্বিত নৃপতি বাহাদুরের এই বর্দ্ধমান রাজধানীতে বহুকাল হইতে এক বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, নিদান, অলঙ্কার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র এবং ইংরাজী ও বঙ্গভাষা ইত্যাদির অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ সুপণ্ডিত রাধাগোবিন্দ ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ে ন্যায়ের অধ্যাপন করিতেন, সংপ্রতি ঐ মহাত্মার পরলোক প্রাপ্তি হইবায় ধীমান্ মহারাজাধিরাজের এই সদভিপ্রায় হইল যে তত্তুল্য কোন সুপণ্ডিত মহাশয়কে তৎপদে অভিষিক্ত করিবেন, এজন্য আমাকে আহ্বান করিয়া ন্যায়দর্শনে অদ্বিতীয় পারদর্শী কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিতকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিতে অনুমতি করিলেন, আমি ঐ অনুমত্যনুসারে মুরশিদাবাদ নগরস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে অতি দূর দেশ জন্য স্বীকার করিবেন না, এই সন্দেহক্রমে পত্র না লিখিয়া ন্যায় শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিতবর নবদ্বীপস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি, শ্রীযুক্ত মাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ত্রিবেণীস্থ শ্রীযুক্ত রামদাস তর্কবাচস্পতি এবং ভাটপাড়া নিবাসি শ্রীযুক্ত হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণকে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছি, ইহাতে নবদ্বীপস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় এখানে আসিয়া তাহার নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার আশয়ে পত্রাদি দ্বারা সংবাদ করিতেছেন, তদ্ভিন্ন কোন পত্রের প্রত্যুত্তর এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাতে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক একজন স্থিরতর না হওয়াতে নিযুক্ত হইতে বিলম্ব জানিয়া উক্ত ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের যে সকল ছাত্র ন্যায় অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারদিগের পাঠ ক্ষতি সম্ভাবনায় সুবিজ্ঞ সদ্বিচারক নৃপতি বাহাদুর এড়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য যাহার তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি দত্ত মহাশয় জ্ঞাত না থাকা জন্য লেখেন নাই, তিনি নবদ্বীপস্থ উক্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্যের ছাত্র, শব্দ শাস্ত্রাদিতেও উত্তম, এই রাজবাটীর একজন সভাপণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত নৈয়ায়িক সুখ্যাত পণ্ডিত নিযুক্ত না হয়েন সেইপর্য্যন্ত ঐ সকল নৈয়ায়িক ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে উক্ত তর্কসিদ্ধান্ত এইক্ষণে ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেছেন, ইহাতে দত্ত মহাশয়ের সংশয় হইতে পারে যে যদ্যপি যেপর্য্যন্ত স্বর্গীয় ন্যায়বাচস্পতির সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ কোন অধ্যাপক নিযুক্ত না হয়েন সেইপর্য্যন্তও ন্যায়বাচস্পতির বংশোদ্ভব ভ্রাতৃপুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশকে তাঁহার পিতৃব্য পদের অধ্যাপনা কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া শ্রীযুক্ত রামতনু তর্কসিদ্ধান্তকে নিযুক্ত করিবার কারণ কি? সম্পাদক মহাশ

BLEED THROUGH.

র প্রণিধান করিবেন যে এবিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজের কি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে? যদি রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশকে সংপ্রতি কের জন্য নিযুক্ত করিতেন তবে পশ্চাৎ যখন অভিপ্রায়মত্ত কোন সুপণ্ডিত প্রাপ্ত হইলে তৎপদে চিরকালের জন্য তিনি নিযুক্ত হইবেন তখন ন্যায়বাগীশ একবার নিযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার উক্ত পদ হইতে অবসর হওয়া জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত অনুতাপিত হইবে, তর্কসিদ্ধান্তের সে প্রকার অনুতাপ হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনি রাজসরকারে সভাপণ্ডিত মহালে নিযুক্তই আছেন, অপিচ রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত অপেক্ষা রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ পাণ্ডিত্য বিষয়ে উত্তম, যাহা দত্ত মহাশয়ের জনশ্রুতিতে বুদ্ধিগম্য হইয়াছে, যদি তাহাই যথার্থ হইত তবে তাঁহার পিতৃব্য পদে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্তে পাত্রান্তরকে অনুসন্ধান হইত না। আর দত্ত মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছেন যে স্বর্গীয় ন্যায়বাচস্পতি পুরুষানুক্রমে রাজপুরুষদিগের সভার শোভাকর থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, অতএব ইহাও দত্ত মহাশয়ের জানা কর্ত্তব্য যে মহাত্মা ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং এরাজধানীতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা গৌরবে বিদ্যালয়ে ন্যায় শাস্ত্র পাঠনাকর্ম্মে ব্রতী ছিলেন, সভাপণ্ডিত মহালে নিযুক্ত ছিলেন না, এবং পুরুষানুক্রমেও এরাজধানীতে [illegible] ছিলেন না, তাঁহার বিদ্যার [illegible] এপ্রকার ছিল যে তিনি যখন যে সভায় গমন করিতেন তখন সেই সভার শোভা তাঁহারই দ্বারা সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইত, তাঁহার অতুল্য সম্মান অতুল্য পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি এরাজধানীর পাণ্ডিত্য কর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, এইক্ষণে ইহা প্রার্থনীয় যে তত্তুল্য কোন পণ্ডিতবর তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া ন্যায়দর্শন বিদ্যা বিতরণ করত বর্দ্ধমান রাজধানী উজ্জ্বল করুন, যাহা সুধীবর মহারাজাধিরাজের মানস হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর সংপূর্ণ করুন।

এইক্ষণে দত্ত মহাশয় উক্ত প্রকাশিত বিষয়ের সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের অধ্যাপক নিয়োগ করায় অবিচার কি সুবিচার হইয়াছে তাহা বিচার করিবেন, কেবল জনশ্রুতির কলরবে কর্ণকুহরকে পূর্ণ করিয়া আক্ষেপ করত আমারদিগের আক্ষেপের পাত্র হইবেন না কিমলং বিস্তরেণেতি। [illegible] কস্যচিৎ বর্দ্ধমান রাজধানীস্থ সভাপণ্ডিতস্যেদং নিবেদনং।

তত্ত্বপ্রকরণ।

পদ্য।

সংসারি হইলে তুমি, এতদিন পর।
পাইয়াছ মনোহর, কলেবর ঘর॥
ফাঁদিয়াছ ভাল তুমি, সুখের সংসার।
দারা কন্যা পুত্র মিত্র, বহু পরিবার॥
কল্যাণদায়িনী শান্তি, গৃহিণী তোমার।
সাধ্বী সতী পতি প্রতি, শ্রদ্ধা অতি তার॥
সুশীলা রূপসী রামা, সুনির্ম্মল মন।
শান্তিগুণে শান্তি সুখে, কর আলিঙ্গন॥
সত্য নামে তব সুত, শান্ত সেই অতি।
সর্ব্বগুণে গুণযুক্ত, সদা শুদ্ধমতি॥
এমন সন্তান আর, নাহি পায় কেহ।
সরল স্বভাবে তুমি, কর তারে স্নেহ॥
করুণা প্রথমা কন্যা, কত গুণ তার।
দ্বিতীয়া দুহিতা দয়া, তুল্য নাই যার॥
বিবেক বৈরাগ্য দুই, কুলিন জামাই।
কুলে শীলে তাহাদের, সমান আর নাই॥
[illegible] জোরে, আছে দল।
[illegible] কর্ম্ম করি ভাল, পাইয়াছ ফল॥
ক্ষমতা যেমন আছে, সেই ভাব ধর।
সমতা [illegible] প্রতি, প্রীতি সহ কর॥
[illegible] আর আদি।
উভয়ের গুণ কত, প্রকাশিব আমি॥
পরিবার তোমার, যাহাতে সুখে রয়।
নিয়ত তাদের মনে, যত্ন এই হয়॥
প্রিয় সন্তোষের তব, [illegible] মন।
মন সঙ্ক [illegible], নাহি কোন জন॥
কোনদিগে অপ্রতুল, নাহি হবে আর।
সংসারের যত কার্য্য, তারে দেহ ভার॥
এমন গুণের ভাই, আর কোথা পাব।
ভেয়ে২ ঐক্য রাখ, সুখ্য পাবে ভাব॥
সন্তোষ সন্তান তার, জ্যাষ্ঠা তুমি যার।
অখণ্ড আনন্দ ফেরে, হাতে২ তার॥
প্রণয় ভগিনী পুত্র, তারে কাছে ডাক।
সদাকাল সন্তোষেরে, সঙ্গে২ রাখ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি মাসী পিসী, তারা দুই [illegible]
বয়সের গণনায়, নাহি পাই কূল॥
মুক্তিরূপ মহারত্ন, তারা করে।
শম দম শয্যাপরে, [illegible] আছে ঘরে॥
নিবৃত্তি প্রাচীনা [illegible], মাতা যিনি তব।
তাঁর গুণ কত [illegible], বিভু যাঁর ধব॥
তুমিত্তো সর্ব্ব [illegible], বুঝে দেখ ভাবে।
মাতৃ সেবা [illegible], পিতৃপ্রেম পাবে॥
ইন্দ্রিয় [illegible], হিতকারি যত।
তোমার [illegible] কর্ম্ম, অবিরত রত॥
দে [illegible] বশীভূত, [illegible] ছাই।
পরস্পর গলাগলি, দলাদলি নাই॥
জাতি ভেদ ধর্ম্ম ভেদ, অভিমান যত।
জ্ঞানের গ্রাসেতে পড়ি, সব হোলো [illegible]॥
আপনি আচার্য্য ধর্ম্ম, কুল পুরোহিত।
তাঁহার কৃপায় হবে, সমুদয় হিত।
নিজে ধর্ম্ম করিতেছে, মাঙ্গলিক ক্রিয়া।
মিছে কেন অভিমান, ধর্ম্ম সভা নিয়া।

[illegible] এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

১০২

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা সুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ [illegible] ॥

(৪৬৬ সংখ্যা।) বুধবার ৪ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১৮ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।)

[illegible] মেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

[illegible] র পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদি [illegible] বোঝা [illegible] য়ের বিষয়।

"সতলোজ,, না [illegible] সোয়ারের [illegible] একখানা বাষ্পী [illegible] জাহাজের [illegible] টানিত হইয়া ব [illegible] জুলাই [illegible] সর ২৫ তারিখ [illegible] বসে [illegible] গীরথী পরিক্রমণ পুর্ব্বক অ [illegible] ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রে [illegible] হইবেক।

[illegible] অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে [illegible] লে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কা [illegible] লের সাহেবের আফিসে রীতিমত [illegible] সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

[illegible] রিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON,
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

[illegible] টিন ডিপার্টমেণ্ট।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

পঞ্জাবে পুনর্ব্বার এক গুরুতর উপদ্রব হওনের জনরব উঠিয়াছে, এই মাত্র ঐরাবতীনদীর তীরস্থিত শিবির হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তদ্বিশেষ নিম্নভাগে প্রকাশ করাগেল।

"আগামি শীতঋতুর আগমনেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবেক, যেহেতু গোলাব সিংহের ২৫০০০ সেনা সংগ্রামার্থ আমারদিগের সীমার সন্নিকটেই প্রস্তুত রহিয়াছে,,।

শীকরাজ্যে পুনরায় আর একটা যুদ্ধ হওনের অনেক সম্ভাবনা আছে, যেহেতু তথাকার বীরপুরুষেরা অদ্যাপি স্বাধীনতার আস্বাদন ভুলিতে পারে নাই, ইহাতেই অনুমান হয় যেপর্য্যন্ত তাহারদিগের হস্তে ভাল পত্রের খড়্গ ন্যস্ত না হইবেক, সেপর্য্যন্ত রুধির তরঙ্গে নৃত্য করিতে ক্ষান্ত হইবেক না, অদ্যাপি অবনী শোণিত পানে বিরতা হইলেন না, কয়েক বর্ষাবধি বসুধা কেবল লোহিত সুধা পান করিতেছেন, সংপ্রতি বিলাতের পত্রে যে সকল ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিতেছে তদ্দৃষ্টে কেবল আশঙ্কার প্রবাহই বৃদ্ধি হইতেছে, ইউরোপের চতুর্দ্দিগে সংগ্রামের বেড়া অনল লগ্ন হইয়াছে, স্থলপথগামি ডাকযোগে বিলাত হইতে যে সমস্ত পত্র আইসে তাহা শুদ্ধ যুদ্ধঘটিত সমাচারে পরিপূর্ণ থাকে।

হংগেরি ও আষ্ট্রিয়া প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের রাজসেনারা যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করত সংগ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, রুসিয়াধিপতি হংগেরির প্রতিকূলে সাহায্য করিতেছেন, এই ভয়ানক সংগ্রাম শীঘ্র শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই, রুমরাজ্যের প্রজাগণ বিখ্যাত পোপ বাহাদুরের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করাতে ৩০০০০ সহস্র ফ্রেঞ্চ সৈন্য তাহারদিগ্যে আক্রমণ করিয়াছে, এপর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, ফ্রান্স রাজ্যের অভিনব রাজসভার প্রধান কর্ম্মচারিগণ পোপের পরাক্রম পুনঃ স্থাপ

BLEED THROUGH.

ন করিবেন, কি রুষদেশ আপনার দিগের অধিকারভুক্ত করিয়া লইবেন তাহার নিশ্চিত সংবাদ এপর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই, যাহাহউক, ফ্রেঞ্চ সেনাপতি সাহেব কিঞ্চিৎ প্রবল হইলেই সমুদয় ব্যাপার জানা যাইবেক, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী এপর্য্যন্ত কোন পক্ষে অনুকূলা হয়েন নাই, তাঁহার অধীনস্থ প্রধান২ রাজকর্ম্মকারকগণ অতি মনোযোগি হইয়া উল্লেখিত যুদ্ধানুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, অপিচ রুষরাজ্যের সমরানল মিসরপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেই তাঁহারা যুদ্ধ করণে বাধ্য হইবেন, যেহেতু ঐ দেশ দ্বারাই ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সংযোগ হইয়াছে, একারণ কেহ২ মিসরদেশকে ভারতবর্ষ প্রবেশ করণের দ্বার বলিয়া থাকেন, বোম্বাই নাগরীয় সৈন্যদল সকল প্রস্তুত হইতেছে, মিসর রাজ্যে যুদ্ধানল প্রবেশ করিলেই তাহারা তথায় গমন করিবেক, এবং ইংলণ্ডের সেনাবলী তাহারদিগের সহিত সংযুক্ত হইবেক।

অপিচ এই যুদ্ধ যদ্যপি আরম্ভ হয় এবং পঞ্জাব রাজ্যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তবে এখানকার রাজকর্ম্মকারিদিগের সমূহ বিপদ কহিতে হইবেক, তাঁহারা কোন দিগ্ রক্ষা করিবেন, মিসর দেশে যুদ্ধ হইলে বিলাতের সহিত এই দেশের সংযোগ সংচ্ছেদনের সম্ভাবনা, যাহাহউক, আমরা এই সকল যুদ্ধ বার্ত্তা অবগত হইয়া বিশেষ শঙ্কুচিত হইয়াছি, এবং আমারদিগের অন্তঃকরণে নানা প্রকার উদ্বেগ উপস্থিত হইতেছে, অতএব পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যের ভয়ানক যুদ্ধে অপরিমিত রুধির পান করিয়াও বসুধার ক্ষুধা নিবারণ হয় নাই, ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধারম্ভ হওয়াতে তাঁহার শোণিত পানের অভিলাষ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে, অপিচ এই সকল ভয়ানক ব্যাপার কিরূপে শেষ হয় তাহা কিছুই বলা যায় না, জাতি বিশেষের হীনবল ও প্রবল হওয়া ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তিনি কাল সহকারে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ও বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিতেছেন, এই ব্যাপারের অপরাপর সংবাদ প্রাপ্ত হইলে আমরা শীঘ্র পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করিব।

ভবানীপুরস্থ বন্ধুর পত্র অবিকল প্রকাশ করা গেল।

"গত সংখ্যক সুজনবন্ধুত "কস্যাচিৎ নিমন্ত্রিতাপমানিত জনস্য" ইত্যাঙ্কিত প্রেরিত পত্রে ভবানীপুরস্থ অভিনব পাঠশালাঘটিত সভার বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে আমরা তৎপাঠে চমৎকৃত হইলাম, যেহেতু কৌস্তুভের লেখার সহিত পত্রপ্রেরকের লেখার তুলনা করিলে পাঠশালার ব্যাপার প্রকৃত নাটশালার ব্যাপার হইয়াছে, অর্থাৎ উপস্থিত নিমন্ত্রিত সভ্যদিগের সমক্ষে একরূপ স্থির করিয়া সভাভঙ্গের পর অসাক্ষাতে আর এক প্রকার জল্পনা করা ভদ্র কল্প হয় না, মাধবচন্দ্র বাবু সৎকর্ম্মের যত অনুষ্ঠান করেন ততই মঙ্গলের বিষয়, কিন্তু তাহাতে বিবেচনা, শীলতা, সভ্যতা, এবং সত্যের প্রয়োজন করে, ইহার বিপরীত হইলেই হিত হওনের সম্ভাবনা থাকে না, শান্যাল বাবু শেরপুরের শের বটেন, এখানকার শের হইতে পারেন না, সেখানে করতোয়া নদী, তথায় যাহা করেন শোভা পায়, এখানে পতিতপাবনী গঙ্গাকে সর্ব্বদা স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহাকে জননী বলিয়া তাঁহার পুত্র হইতেছেন, সুতরাং এখানে সাবধানে কর্ম্ম করণের ও কথা কহনের আবশ্যক করে, যদিও ধনের বলে এইস্থলে সেই শেরপুরের শের হইয়া বসিয়াছেন, তথাচ তাঁহার যেমন মন দেখিতেছি, সে মনে শের হওয়া দূরের কথা, এবং শের হওয়াও দূরের কথা, আপাততঃ ছটাক্ কাঁচ্চা হইলেও মঙ্গলের বিষয়, যাহাহউক, গত বিষয়ের আন্দোলন করণে প্রয়োজনাভাব, ভবিষ্যতে যেন মাধব বলিতে রাধামাধব না বলিতে হয়"

গত ৭ জুলাই তারিখে বারাণসীধামে গেঞ্জেসষ্টিম নেবিগেশন কোম্পানির তত্রস্থ অংশিদিগের এক বিশেষ সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় নারায়ণ দাস, গুরু[illegible] মিত্র, পুরুষোত্তম দাস, হরিচা[illegible] দামোদর দাস, [illegible]র দত্ত [illegible] কুরসেধ বাহাদুর, কাশীনাথ [illegible] ব্রজমোহন দাস, নুমান[illegible]দ, [illegible] মল ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত বণিকগণ উপস্থিত ছিলেন, সভারম্ভ হইলে কলিকাতাস্থ কমিটির কতিপয় কর্ম্মকারকের লিখিত এক ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, পরে মেস্তর ষ্টুয়ার্ট সাহেবের লিখিত অপর এক পত্র দ্বারা ব্যক্ত হয় পাটনা, বারাণসী, মুজাপুর ও গাজীপুর এই চারিখানা জাহাজ এইক্ষণে গঙ্গার উপর ভাসমান হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে ও চূনার নামক জাহাজ প্রস্তুত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, মেং [illegible]কর্ড সাহেব সমুদয় কার্য্যের অধ্যক্ষ হওয়াতে তাঁহার পরিশ্রম দ্বারা প্রায় দশ সহস্র টাকা লভ্য হইয়াছে, এই লভ্য জন্য সভাস্থ সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাবু কাশীনাথ মল ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক কর্ণেল পিউ সাহেবের প্রতি আক্ষেপ করণে ক্রুটি করেন নাই, পরে সভাস্থ মহাশয়েরা অন্যান্য নানা বিষয়ে কথোপকথন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদকের লিখিত বিষয়।

গত সোমবারের শেষ।

উল্লেখিত ঘটনার পর কলিকাতা নগরের ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে বিবিধ প্রকার গোলযোগ হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তদ্বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন নাই, ঐ কর সংগ্রহ করণের ভার এমত সক[illegible] সিবিলদিগের প্রতি অর্পণ করিতেন [illegible]হারা অন্যান্য বিশেষ কার্য্যে বিব্রত [illegible]তেন, এবং সময়ক্রমে যে সকল ত[illegible] কর্ম্মকারক ঐ পদে মনো[illegible] হতে তাঁহারা করের টাকার নিমিত্ত দায়ি হইতেন না, সুতরাং ভূমির রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল, বিল সকল ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এক নামে বাহির হইত এবং সেই নামের বর্ণাদি সময়ে২ বিরূপ হইত, কিন্তু ভূমি বিক্রয় দ্বারা কত লোকের হস্তান্তর হইত কালেক্টর আফিসে তাহার কিছুই লেখা ছিল না, এবং কালেক্টর সাহেবও তাহা জানিতে পারিতেন না, সুতরাং ঐ সকল বিল কোনমতেই আদায় হইত না, যাহার নামে বিল হইত তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কি অন্য কাহাকে ভূমি বিক্রয় করিয়াছেন, ৫০বৎসরপর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান হয় নাই, যে সকল ব্যক্তিদিগের ভূমি সম্পত্তি ছিল না তাহারা অপর কোন মৃত ব্যক্তির ভূমির খাজানা দিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহার বিল দেখাইয়া সেই ভূমি আপনারা অধিকার করিয়া লইত, এইরূপ বিবিধ গোলযোগে কালেক্টরের কার্য্যের নিয়মাদি অতিশয় অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, পরে সুপ্রিম কোর্টের কোন রেজিষ্টর সাহেব কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন যে "কোম্পানির একজন সামান্য কর্ম্মকারকের এমত ক্ষমতা কিছুই নাই [illegible]নি ভূমির কর সংগ্রহ জন্য কোন ব্যক্তির দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারেন" ঐ সাহেব আরো বলিয়াছিলেন যে "কোম্পানিদিগের কর গ্রহণের ক্ষমতাকেই আমি অবজ্ঞা করিলাম, তুমি তাঁহারদিগের কৌন্সেলির নিকট এই বিষয়ের অভিমত গ্রহণ করিবে" এই আপত্তি দ্বারা নিশ্চিত হইল যে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা অর্পিত না হইলে তাঁহারা কোনমতে কর সংগ্রহ করিতে পারেন না, অতএব এই বিষয়ে এডবোকেট জেনরল সাহেবের অভিমত গ্রহণ না করিয়া একেবারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তথাকার মেম্বর মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক কলিকাতা নগরের রাজস্ব সংগ্রহ জন্য অভিনব নিয়মপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ভূমির উপস্বত্ব সংগ্রহ নিমিত্ত প্রদেশীয় কালেক্টর সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবও সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদেশীয় ভূমির কর যেরূপে সংগ্রহ করিয়া থাকেন এখানকারও তদ্রূপে করিবেন। ৭০ বৎসর হইল পার্লিয়ামেণ্ট দ্বারা এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে মহারাণীর বিচারালয়ের বিচারকগণ কোম্পানিদিগের রাজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, কলিকাতার রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমুদয় বিচার জিলাকোর্টে অর্থাৎ ২৪ পরগনায় হইবেক।"

কলিকাতাস্থ ভূমির করসম্বন্ধীয় নিয়মের কথা উল্লেখ করত আমারদিগের শ্রীরামপুরস্থ সহযোগী মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা উপরিভাগে লিখিলাম, অপিচ এবিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য ছিল তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি, ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা প্রদেশীয় কালেক্টর সাহেবদিগের অপেক্ষা কলিকাতার কালেক্টরের প্রতি অনেক অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ পদে যে ব্যক্তি মনোনীত হইবেন তিনি যদ্যপি কোন বালক সিবিলিয়ান হয়েন তবে তাঁহার দ্বারা নগরবাসিগণ বিশেষরূপে পীড়িত হইবারি সংপূর্ণ সম্ভাবনা আছে, কমিস্যনর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির নিকট তাঁহার বিচারের পুনর্ব্বিচার হইবেক না, রাজপুরুষেরা ভূমির রাজস্ব গ্রহণ করেন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, যেহেতু তাহা কোম্পানিদিগের প্রাপ্য বটে, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে সুতরাং আক্ষেপ করিতে হয়, যাহা হউক, এই আইন বিষয়ের বিবেচনা জন্য কলিকাতা

বাসিদিগের এক সভা করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে ।

লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, বিলাতস্থ কমিটির মেম্বরগণ সি, এইচ, কেমিরণ সাহেব রাইট আনরেবল স্যার এডওয়ার্ড রায়েন সাহেব এবং কর্ণেল উড সাহেব মেং কলি সাহেব মেং ফলি সাহেবের সহিত তদ্বিষয়ের সকল কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; ঐ প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি উচ্চে ছয় ফিট হইবেক ।

দমদমার সৈন্য সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারকগণ সেনাপতি ছইস সাহেবের সম্মানার্থ এক মনোহর ব্যাপার করিবেন ।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৭ ফাল্গুন ।

বিশেষ সভা ।

উক্ত সভায় সভ্য ও সম্পাদক কর্ত্তৃক যে সকল বিজ্ঞাপন হয় তন্মধ্যে প্রথমতঃ সম্পাদক কৃত প্রথম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তত্তাৎপর্য্য যথা, সভ্যগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সভা সংক্রান্ত কার্য্যে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন, তৎসম্বন্ধীয় শাসনের নিয়মাদি স্থাপনকল্পে উক্ত বিষয় দ্বিতীয় সভায় উত্থাপন করণ নিমিত্ত সমাজের আদেশ ছিল, তদ্ধেতু এই বিজ্ঞাপন হয় । তাহাতে সমাজ আদেশ করিলেন যে তাচ্ছীল্যকারি সভ্যের নাম সভ্য শ্রেণী হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক তৎস্থানে দ্বিতীয় স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তিকে সমাজ মনোনীত করিবেন । পরে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তত্মর্ম্ম যথা সমাজাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন দেওয়ান যায়, নিয়মানুরোধে সমাজে তাহা জিজ্ঞাসা হয় । সমাজ অক্ষরমালা ও বর্ণলিপি ও বর্ণমালা এই পুস্তকত্রয় আপাততঃ বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন । ইহার পরে সভ্য শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্দ্ধুরীণের প্রথম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, উক্ত বিজ্ঞাপন বিদ্যালয়ের কোন নাম নির্দ্দিষ্ট হওন নিমিত্ত এবং সভ্যগণ সম্পাদককে পত্র লিখিবার যে ধারা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাতে সম্পাদকের নাম লিখিত হইবেক কি না তদ্বিষয়ক কোন নিয়ম সাব্যস্ত না কায় তন্নাম পত্রে লিখিত হওন প্রার্থনামূলক এবং সপ্তক্ষীরার মহাজনি সমাজের অধ্যক্ষগণের মধ্যে কোন২ ব্যক্তি গ্রন্থসূচক সভায় অঙ্ক পুস্তক সূচনা কার্য্যে আবদ্ধ থাকায় প্রতি রবিবারে তৎকার্য্য নির্ব্বাহার্থে বিদ্যালয়ে গমন করিতে হয়, যেহেতু উক্ত বারে ঐ মহাজনি সমাজের বাণিজ্য সভা হওনের দিন নিরূপণ আছে, অতএব এক দিবসে সমকালীনে এক ব্যক্তির দ্বারা উভয় কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব হেতু তদ্বিষয়ে সমাজে বিবেচনা কর্ত্তব্য, এই প্রার্থনা তাৎপর্য্যায়ক হইয়াছিল । সমাজ আদেশ করিলেন যে বিদ্যালয়ের নাম স্থান এবং সমাজ ঘটিত নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য এবং সভ্যগণেরা সম্পাদককে যে পত্র লিখিবেন তাহাতে তাঁহার নাম লিখিত করা আবশ্যক, এবং মহাজনি সমাজের সাপ্তাহিক সভা রবিবারের দিবসে না হইয়া তজ্জন্য আর এক দিনাবধারণ করেন, তদ্বিষয়ে উক্ত সমাজের অধ্যক্ষকে লিপি দ্বারা অনুরোধ জানান যায় । পরে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তদাভাষ যথা, সভায় প্রস্তাব নিমিত্ত তৎক্ষমতাপন্ন সভ্যাদি ব্যক্তিগণ স্বকপোল কল্পিত যে সকল বিজ্ঞাপন সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন সম্পাদক তাহা নিয়মানুসারে বিজ্ঞাপন পুস্তকে লিখিত করেন, ঐ পুস্তক সমাজে উপস্থিত হইলে পুনরপি সেই সকল বিজ্ঞাপনের অনুলিপি সভ্যগণেরা কার্য্যপুস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের নিম্নভাগে স্বাভিপ্রায় লিখিয়া থাকেন, কলিজ্ঞার্থে [illegible] জ্ঞাপন পুস্তক কেবল নাম মাত্র, তাহা হইতেই কার্য্যপুস্তকে প্রত্যেকের অনুলিপি গ্রহণ করা এক প্রকার নিরর্থক কার্য্য বাহুল্য বোধ হইতেছে, অতএব কার্য্যপুস্তকে তাহার অনুলিপি না করিয়া যদি প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর এক২ [illegible] অর্থাৎ নম্বর স্থাপন করা যায় [illegible] কার্য্যপুস্তকে সমুদয় [illegible] জ্ঞাপনের [illegible] পি না করিয়া [illegible] সেই বিজ্ঞাপনের সংখ্যা মাত্রে তে স্থাপিত পূর্ব্বক তন্নিম্নভাগে স্বাভিপ্রায় লিখিত হইলে সর্ব্বদা যে কার্য্য লাঘব হইতে পারে ।

ইহার শেষ পরে হইবে ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয় । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

104

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম সতন্দ্রমীয়দগৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৬৭ সংখ্যা) গুরুবার ৫ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল । ইং ১৯ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

[illegible]র পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝা [illegible]য়ের বিষয় ।

" সতলোজ,, নাম [illegible]য়ারের নৌকা একখানা বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া [illegible] জুলাই মাসের ২৫ তারিখ বুধবার [illegible] ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তন্মধ্যস্থতঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক ।

[illegible]কেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাপ্তেনের সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক ।

মেরিণের সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন ।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

[illegible]ম ডিপার্টমেণ্ট ।

[illegible]৪ জুলাই ১৮৪৯ ।

বিজ্ঞাপন ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগর সংশোধক কমিস্যানরদিগের কৃত ১৮৪৮ সালের ২ নম্বরী আক্ট অনুরূপ ব্যবস্থা রাজধানীর গবরনর ও ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়া জারি হইয়াছে তাহা কলিকাতাবাসিদিগের অতিশয় প্রয়োজনীয় বোধে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় উত্তম অক্ষরে এবং উত্তম কাগজে সুজনবন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয় কলিকাতার ধর্ম্মতলার ১৩৭ নং ভবনে ওরিএণ্টেল প্রেসে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, মূল্য ।০ আনা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন ।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয় ।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি ।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ।

সংবাদ প্রভাকর

৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১ ।

প্রজার সহিত রাজার ব্যবহার ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে বর্ত্তমান চার্টর অর্থাৎ সনন্দপত্র গ্রহণ করেন তাহার ৮৭ ধারার মর্ম্ম যথা ।

" তৃতীয় এবং চতুর্থ উইলিএমের ৮৭ ধারা ।

" এই নির্দ্দিষ্ট হইল যে ভূপতির অধীনস্থ ভারতরাজ্যের অধিবাসিগণ রাজকীয় কর্ম্ম করণে যদি নিশেযোপযুক্ত হয়েন তবে তাহারদিগের জাতি

ধর্ম্ম, আকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবেক।,,

(ভারতবর্ষবাসি) এই শব্দের যথার্থ অর্থ কেবল হিন্দু অর্থাৎ বার্ণ, কেননা এই রাজ্য ভরত রাজার রাজ্য, তাঁহার নামানুসারে রাজ্যের নাম ভারতরাজ্য অথবা ভারতবর্ষ হইয়াছে, এজন্য বল পূর্ব্বক কহিতে পারি এতদ্রাজ্যে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন জাতির অধিকার নাই, যবনেরা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা অস্মদ্দেশ আক্রমণ করেন, এবং ইংরাজেরা যেরূপে এ দেশের অধিপতি হইয়াছেন তাহা কাহারো অগোচর নাই, অধুনা এতদ্রূপ নানা কারণে এতদ্দেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বি নানা জাতীয় ব্যক্তির বসতি হইয়াছে, সুতরাং তত্তজ্জাতীয় জনেরা আপনারদের ভবিষ্যতের চিরকালের নিবাস স্থল বলিয়া এই দেশের প্রতি সংপ্রতি সম্প্রীতি করিতেছেন, যদিও এই দেশ উল্লেখিত নব নিবাসি ব্যক্তি ব্যূহের আদি স্থল না হওয়াতে তাঁহারা আমারদিগের সহিত সমানরূপে অভিমান এবং গৌরব করিতে পারেন না, তথাচ আমরা অপর জাতির ন্যায় দ্বেষি এবং ক্রূর না হইয়া সরল স্বভাবে তাঁহারদিগ্যে স্বদেশীয় মনুষ্যরূপে পরিগণ্য করণে কোনরূপ আপত্তি করিতে ইচ্ছা করি না, অর্থাৎ স্বজাতীয়ের ন্যায় তাঁহারদের সহিত সমভাবে সদ্ব্যবহার করিতেছি, বরং ফিরাঙ্গি ও সবল যবনেরা জাতীয় স্বভাবদোষে সময়েং আমারদিগের প্রতি কুব্যবহার করিলেও তাহা সহ্য করিয়া থাকি।

অপর দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা ইদানীং এতদ্দেশের প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে কতকগুলীন আধুনিক যবন, আরমানি, পর্টুগিস, এবং ফিরাঙ্গি প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক রাজকীয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন ও তাহার প্রার্থনা করিয়া থাকেন, চীনেম্যান প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার প্রার্থি নহে, তাহারা শুদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। ইংরাজেরা এদেশে বাস করেন না, তাঁহারা উপার্জ্জন করিতে আগমন করেন, সুতরাং অভিলাষ সিদ্ধি হইলেই কোঁছোড় পরিপূর্ণ করিয়া প্রস্থান করেন, ব্যবহার এবং [illegible] দ্বারা তাঁহারদিগের সহিত আমারদিগের আত্মীয়তার ব্যাঘাত হইতেছে, কারণ তাঁহারা এদেশের প্রজা হইলেন না, দুঃখের ভাগ লইলেন না, কেবল সুখের পায়রা হইয়াছেন, যতক্ষণ আহার পান, ততক্ষণ নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, আহার সাঙ্গ হইলেই "বককক্কুম্" ডাক্ ছাড়িয়া উড়িয়া যান, অতএব দেশের সম্বন্ধে যে দ্বেষের সম্বন্ধ, ব্রিটিস জাতিরা আমারদিগের প্রতি তাহাই করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রজাত্ব স্বীকার করিলে কদাচ তদ্রূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না, স্বদেশীয় ভ্রাতা বলিয়া অস্মদাদিকে দয়া পূর্ব্বক সুখের অংশ বিতরণ করিতেন।

কি চমৎকার! বিলাতের মহাপুরুষেরা এবং এখানকার কর্ত্তারা ভ্রমেও একবার ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, তাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বি এবং সভ্যাভিমানি হইয়া পদেং সত্য এবং অঙ্গীকারকে পদের নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পুনর্ব্বার ইজারা দেওন কালীন সনন্দপত্রের যে ৮৭ ধারা নির্দ্দেশ করিলেন গবর্ণমেণ্ট আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "ভারতরাজ্য নিবাসি লোকেরা রাজকীয় কর্ম্মে যোগ্য হইলে জাতি বর্ণ এবং ধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া তাঁহারদিগকে রাজকার্য্যে অভিষিক্ত করা যাইবেক।,,

লোকে কথায় কহে রাজা পরিবর্ত্ত হইলেও রাজার আজ্ঞা পরিবর্ত্ত হয় না, কিন্তু আমারদিগের অদৃষ্ট ক্রমে রাজার পরিবর্ত্ত নাই, অথচ রাজাজ্ঞার পরিবর্ত্তন হইতেছে, চার্টরের উক্ত ধারা অস্মৎপক্ষে বন্ধ্যা গাভী হইয়াছে, দেখিতে উত্তম বটে, কিন্তু এক ফোঁটা দুগ্ধের প্রত্যাশা নাই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অন্যায় পূর্ব্বক তাহা প্রতিপালন করিলেন না, প্রতিজ্ঞার বিপরীত [illegible] ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন, এ[illegible]রা আপনারা [illegible] ষশ [illegible] গ্রহ [illegible] না আবার রাজ্যেশ্বরের কলঙ্ক করিতেছেন, যেহেতু [illegible]ত আশায় বঞ্চিত হইলেই প্রজারা রাজার উপর আক্ষেপ করিয়া থাকেন, কথিত ধারার বিধানে স্পষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা সিবিলের পদ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না, কর্ত্তারা স্বীকার করিয়া দ্বেষ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হইলেন, বিলাতনিবাসি ধর্ম্মশীল তথ্যদর্শি মেং সালিবান প্রভৃতি নিরপেক্ষ মহাশয়েরা আমারদিগের পক্ষ হইয়া এবিষয়ে কতবার কত প্রকার বাগ্‌যুদ্ধ করিলেন প্রধানেরা তথাচ বধির হইয়া রহিলেন, রাজা মিথ্যাবাদী এবং অবিচারী হইলে প্রজারা কি করিতে পারেন, বিশেষতঃ এদেশের ভেতো বাঙ্গালি, যাহারদের কোন ক্ষমতা নাই, এখানকার প্রজারা ইউরোপীয় লোকের ন্যায় বলিষ্ঠ হইলে কখনই এমত অন্যায় করিতে পারিতেন না, প্রজারা একাধিপত্যে বিরক্ত হইয়া উপরাজ্যের করিত, ইহার দৃষ্টান্ত [illegible] প্রভৃতি রাজ্য দ্বারাই বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইতেছে, আমরা ভাৎ খাই, [illegible]শী বাজাই, রগড়ের কি ধার ধারি, [illegible] ধরিতে জানিনা, কিন্তু দৈহিক [illegible]ঙ্গের লঘুতা জন্য মানসিক বলের [illegible]তা হয় নাই, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচ[illegible] করিতে পারি, ইহাতে অন্যায় হ[illegible]লে সহজেই আক্ষেপ করিতে হয়, [illegible]ইস্থলে জিজ্ঞাসা করি এতদ্দেশীয় [illegible]ক্তিদিগকে সিবিলের পদে কেন নি[illegible] করেন না, জাতি ধর্ম্ম এবং আকৃতির প্রসঙ্গ করিতে পারিবেন না, এবং [illegible]নুপযুক্তই বা কিসে [illegible]তে পারেন কারণ অস্মদ্দেশীয় যে [illegible] ব্যক্তি [illegible]বান সদর আমিনি, [illegible]মিনি, [illegible]ফি, ডেপুটী কালেক্টরি, এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অতি সুনিয়মে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, সে প্রকার কটাবর্ণের কটা মানুষ এদেশে বিরাজমান আছেন, আমরা নিশ্চিত রূপে কহিতে পারি যে সকল সিবিলেরা এদেশে আগমন করিতেছেন এবং যাঁহারা এখানে আছেন তাঁহারদিগের অনেকের অপেক্ষা এখানকার সুশিক্ষিত যুবক জনেরা অনেকাংশে উপযুক্ত, বিদ্যা, বিবেচনা, বৈচক্ষণ্য, নৈপুণ্য ইত্যাদি দেশ, জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণের অধীন নহে, কেবল উপদেশ এবং স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা উদ্ভব হয়, অতএব সে অংশে আমারদিগের কোন রূপ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না, তবে যে সিবিলের পদ প্রদান করেন না সে কেবল হিংসা এবং অহঙ্কারের ধর্ম্মই কহিতে হইবেক, রাজা যে জাতি হউন, তিনি রাজা, তাঁহার নিকট ধর্ম্ম ও জাতির প্রভেদ নাই, সকলি সমান, হায়, কি দুখ? আমারদিগের রাজা সেই রাজধর্ম্মের অতিক্রম করত কেবল আপন জাতির সুখ স্বচ্ছন্দতা ভালবাসিয়াছেন, ইঁহারদিগের চক্ষু আছে দেখিতে পান, কর্ণ আছে শুনিতে পান, এবং বুদ্ধি আছে বুঝিতে পারেন, ফলে [illegible]চর্য্য এই যে, দেখিয়াও দেখিবেন [illegible] শুনিয়াও শুনিবেন না, এবং বুঝিয়াও বুঝিবেন না।

সিবিলেরা নামে সিবিল, কিন্তু কর্ম্মে সিবিল নহেন, তাহার মধ্যে কতকগুলীন্‌কে ডেবিল বলিলেও বলা যায়, তাঁহারা কেবল টেবিল ধরিয়া অভিমানের ফেবিল পড়িতে এবিল হইয়াছেন, ঐ মহাশয়েরা উচ্চপদ পাইয়া শুদ্ধ সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এদেশের সিবিল লোকেরা সিবিল হইলে রাজা প্রজা উভয় পক্ষেই মঙ্গল, রাজার ব্যয়ের স্বাশ্রয়, প্রজার সুবিচার প্রাপ্তি, এবং বাড়ারভাগ রাজার প্রতিজ্ঞা এবং ধর্ম্ম রক্ষা।

আমরা স্বাবকাশমতে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

আমরা কোন বন্ধু বিশেষের দ্বারা অবগত হইলাম যে মেডিকেল কালেজের বিচক্ষণ শিক্ষক শ্রীযুত ডাক্তর জ্যাক্সন সাহেব আপন পদ হইতে অবসর হইয়াছেন, শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে মেটিরিয়া মেডিকা ও মেডিসিন এই দুই বিষয়ের মিশ্রিত উপদেশ করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই, অধুনা ডাক্তর মৌয়েট সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি উক্ত উভয় বিষয়েই ছাত্রদিগ্যে শিক্ষা প্রদান করিবেন, আমরা আরো জ্ঞাত হইলাম জ্যাক্সন সাহেবের কোন দোষ নাই এক ব্যক্তির দ্বারা দুই প্রকার মিশ্রিত উপদেশ প্রদান কোনমতেই হইতে পারে না।

ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগ্যে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট অর্থ কর্জ লইয়া ঋণজালে জড়িত হইলে শান্তিকার্য্যের সংপূর্ণ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা, অতএব অবিলম্বে আপনাপন ঋণপরিশোধ করিবেন, যদিও এই পত্র দ্বারা কোন এক বিশেষ কর্ম্মচারি সাহেবের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে তথাচ ইহার অভিপ্রায়কে অতি উত্তম বলিতে হইবেক, কারণ রাজকর্ম্মকারিগণ ঋণি হইলে ঋণদাতাদিগের উপরোধানুরোধ পত্রধারা রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইতেই পারে, আমরা আরো অবগত হইলাম যে মফঃস্বল দেশ মধ্যে যে সকল কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেবেরা ঋণজালে বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারদিগের নিকটও ঐরূপ পত্র প্রেরিত হইবেক।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৭ ফাল্গুন।

বিশেষ সভা।

গত বারের শেষ।

সমাজ আদেশ করিলেন যদ্যপি

উপরি উক্ত বিষয় কার্য্য লাঘবকল্পে অত্যুত্তম কল্প বটে, কিন্তু যেহেতু এক পুস্তকে বিজ্ঞাপন লিখিত থাকা ও তৎসংখ্যা মাত্র অন্য পুস্তক অর্থাৎ কার্য্যপুস্তকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তন্নিম্ন ভাগে উত্তর লিখিত হইলে প্রস্তাব সদৃশ উত্তর হইল কি না তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অবশ্যই সেই বিজ্ঞাপন পুস্তক পাঠ করিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকিবেক, অতএব ইহাতে বরং বিজ্ঞাপনপুস্তক উত্তোলন করিয়া পৃথক্ কাগজে বিজ্ঞাপনাদি লিখিত হইয়া তৎসমুদিত গ্রথিত করা ও তাহাই সমাজে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের নিম্নভাগে সমাজাভিপ্রায় লিখিত হওয়া ও পরে অর্থাৎ কার্য্যাবসানে তৎসমুদয়ের অনুলিপি কার্য্য পুস্তকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয়। সম্পাদক কর্ত্তৃক তৃতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল ফলিতার্থে গত সভায় এতদনুরূপ এক বিজ্ঞাপন পাঠ হইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষের নিকট প্রতিভূ গ্রহণ করা অনাবশ্যক বোধ হয়, নিয়মানুসারে ঐ বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার্থে এই বিজ্ঞাপন হয়। সমাজ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ উক্ত অধ্যক্ষের নিকট প্রতিভূ গ্রহণ করা অপ্রয়োজনীয় বোধে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রকাশ করিলেন।

চতুর্থ বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, এতদনুরূপ গত সভায় এক বিজ্ঞাপন পাঠ হইয়া নূতন গ্রন্থকর্ত্তার সম্মান বর্দ্ধন ও তাঁহাকে পারিতোষিক দেওন বিবেচনা সাব্যস্ত হয়, নিয়মানুসারে ঐ বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার্থে এই বিজ্ঞাপন হয়। সমাজ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ গত সভার প্রকল্পনামতে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, গত সভায় এতদনুরূপ এক বিজ্ঞাপন পাঠ হইয়া ধনরক্ষকের নিকট হইতে কর্ম্মচারির দেওয়া টাকার স্বাক্ষরিত পত্র না লওয়া এবং উক্ত অধ্যক্ষের নিকট যে টাকা গচ্ছিত হইবেক তাহার স্বাক্ষরিত পত্র তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা বিবেচনা হয়, নিয়মানুসারে উপরি উক্ত দুই বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার্থে এই বিজ্ঞাপন হয়। সমাজ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ গত সভার প্রকল্পনামতে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রকাশ করিলেন।

ষষ্ঠ বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, গত সভায় এতদনুরূপ এক বিজ্ঞাপন পাঠ হইয়া পরিচারকদিগের কার্য্য বিধানের বিষয় অনেক বিবেচনা হইয়াছিল, নিয়মানুসারে ঐ বিষয় পুনর্ব্বিবেচনার্থে এই বিজ্ঞাপন হয়। সমাজ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ গত সভার প্রস্তাবমতে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রকাশ করিলেন।

সপ্তম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তন্মর্ম্ম যথা, নিয়মের ১৩ ধারায় আদেশ আছে যে নিয়ম স্থাপিত বিষয় প্রস্তাবের চূড়ান্ত বিবেচনা এক সভায় হইবেক না, কিন্তু যেহেতু কার্য্য বিবেচনায় উক্ত নিয়মের মর্ম্ম অতি ক্লেশদায়ক বোধে তাহা পরিবর্ত্ত হওনের প্রার্থনা। সমাজ আদেশ করিলেন যে বিশেষ২ কার্য্যে উক্ত ধারার নিয়ম পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এবিষয় আগামি সভায় পুনর্ব্বিবেচনা করায় পরে সভা ভঙ্গ হইল।

ইহার শেষ পরে হইবে।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু।

সম্পাদক মহাশয় মদক্তি কয়েক পংক্তি আপনকার অমূল্য প্রাত্যহিক পত্রৈক পার্শ্বে স্থানদান পূর্ব্বক চিরবাধিত করিবেন।

আমি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক আপনাকে অবগত করিতেছি বহরমপুরে যে নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, অদ্য উক্ত বিদ্যালয়ের রেজিষ্টর বহিতে [illegible] জন ছাত্রের নাম দৃষ্ট হইল, অতএব শারদীয় পূজার অগ্রে বালকদিগের সংখ্যা এক শতাধিক হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই, অধুনা যে [illegible] জন ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন তাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ের যোজক। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার ও তাঁহার সাহায্যকারি শ্রীযুত বাবুর [illegible] সাদ মিত্র উভয়ে সুশিক্ষিত [illegible] ব্যক্তি। তাঁহারদিগের দ্বারা [illegible] বিদ্যা [illegible] কর্ম্ম অতি সচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ও তাঁহারদিগের পরিশ্রম সন্দর্শনে বোধ হইল যে তাঁহারা আগামি সাম্বৎসরিক পরীক্ষায় বালকদিগকে সুন্দররূপে উত্তীর্ণ করাইতে পারিবেন।

দর্শকস্য।

সাং মুরশিদাবাদ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৬৮ সংখ্যা) শুক্রবার ৬ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ২০ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যা[illegible]র বোঝায়ের বিষয়।

"সতলোজ,, ন[illegible] [illegible]োয়ারের নৌকা একখানা বাষ্প[illegible] [illegible]হাজের দ্বারা টানিত হইয়া [illegible] জুলাই মাসের ২৫ তারিখ [illegible]বার দিবসে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলের সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

কমিস্যারিএট বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি এক্সিকিউটিব কমিস্যারিএট আফিসে গোরুর গাড়ী যোগাইবার চুক্তি গ্রহণেচ্ছুদিগের শিলকরা দরখাস্ত সকল গ্রহণ করা যাইবেক, ঐ সকল গোরুর গাড়ী বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ অবধি এক কিম্বা দুই অথবা তিন বৎসরের নিমিত্ত গৃহীত হইবেক, ঐ সকল গাড়ীতে সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবেক, উক্ত চুক্তি দৈনিক বা মাসিক ভাড়ার নিয়মানুসারে হইবেক, এবং সময়ে২ ঠিকাভাড়ার নিয়মেও দিতে হইবেক, ঐ গাড়ী সকল যেং স্থানে যাইবেক তাহা পরে ব্যক্ত করা যাইবেক, কিন্তু গাড়ী সকলের গতি উত্তম হইবেক, কোন স্থানে কোন গাড়ী কোন কারণ জন্য নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিক দিবস বদ্ধ থাকিলে মাসিক ভাড়ার চুক্তি অনুসারে দেওয়া যাইবেক, যাঁহারা এই চুক্তি গ্রহণেচ্ছু হয়েন তাঁহারদিগ্যে নিয়মানুরূপ কার্য্য করণের প্রতিভূ স্বরূপ ৬০০০ টাকা নগদ অথবা কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবেক, এবং কমিস্যারিএট আফিসে যে এক নিয়মপত্র প্রদর্শিত হইবেক তাহার বিধানানুরূপ কার্য্য করিতে হইবেক, চুক্তি গ্রহণেচ্ছুগণ ঐ ৬০০০ টাকা চুক্তিগ্রহণের পণ অর্থাৎ বায়নার স্বরূপ উক্ত দরখাস্তের সহিত প্রদান করিবেন।

J. C. SCOTT, *Coptain.*
Depy. Asst. Comy. Genl.
জে, সি, স্কাট। কাপ্তেন।
ডেপুটী আসিষ্টাণ্ট কমিস্যারি জেনরল।

ফোর্ট উইলিএম।
কমিস্যারিএট আফিস।
১৯ জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কা-

র্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সংবাদপ্রভাকর

৬ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা নগরের ভূমির কর নিরূপণ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা যে নূতন নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন তদুপলক্ষে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, অপিচ গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে “নগর নিবাসিনঃ” ইত্যঙ্কিত যে প্রেরিত পত্র প্রকটিত হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নভাগে লিখিত হইল, পাঠকবর্গ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

“ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতাবাসি প্রজারা উল্লেখিত নিয়ম পরিবর্ত্তন জন্য অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদনপত্র প্রদান করিলে ভাল হয়, অপিচ ঐ আবেদনপত্র প্রস্তুতও হইয়াছিল, কিন্তু শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর তাহার বিপক্ষ হওয়াতে তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই, আমরা অনুমান করি অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে উল্লেখিত রাজারা কলিকাতা নগরের সুতানুটি হাটখোলা এবং হোগোলকুঁড়িয়ার জমীদার, কোম্পানিরা ঐ সকল স্থলের ভূমি তাঁহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষকে দিয়াছিলেন, সুতরাং প্রস্তাবিত আইনপত্র প্রচলিত হইলে ঐ রাজাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা।”

“পরন্তু যুক্তিমতে বিবেচনা করিতে হইলে এই নগরের ভূমির কর কোন মতেই নিরূপিত হইতে পারে না, যেহেতু যে ভূমির উৎপন্নের মূল্য আছে ভূপতি কেবল তাহারি কর লইয়া থাকেন, অপিচ কলিকাতার ভূমি হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, সুতরাং এই সকল ভূমি পতিত বলিলেই বলা [illegible] অধিকন্তু কলিকাতার কালেক্টর সাহেব রাজস্বের নিমিত্ত কোন২ প্রজার ভূমি ও দ্রব্যাদি বিক্রয় করাতে সুপ্রিম কোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল, ঐ অভিযোগের মোকদ্দমায় মহারাণীর বিচারপতি সাহেবেরা এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে কলিকাতার সকল ভূমি নিষ্কর, কালেক্টরের এমত কোন ক্ষমতা নাই যে তাহার কর নিরূপণ করেন অথবা সেই কর সংগ্রহ জন্য কোন প্রকার বল প্রকাশ করিতে পারেন। অপর ঐরূপ এক মোকদ্দমা যাহা পুনর্ব্বিচারার্থ বিলাতে প্রিবিকৌন্সেলের নিকট প্রেরিত হয় তাহাতেও ঐরূপ অনুমতি হইয়াছিল, অতএব এই সকল প্রমাণ সত্ত্বে রাজপুরুষেরা কি প্রকারে কলিকাতার ভূমির রাজস্ব গ্রহণ করিবেন? বিশেষতঃ প্রত্যেক বিঘার প্রতি তিন টাকার হিসাবে খাজানা নিরূপিত হইলে এবং তদনুসারে ৩০ অথবা ৪০ বৎসরের খাজানা একেবারে সংগ্রহ করিলে অনেকের বাটী বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা” পত্রপ্রেরক মহাশয় এইরূপ অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, সকল লিখিতে হইলে চারি দিবসের পত্র পরিপূর্ণ হয়, অতএব আমরা তাহার স্থূল মর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

পত্রপ্রেরক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন কোন ব্যক্তি ইহার একটি কথা অপহ্নব করিতে পারিবেন না, কলিকাতার ভূমির কর নিরূপিত আছে কি নিরূপিত হইবেক ইহা কেহই জ্ঞাত নহেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন ভূমি ক্রয় করেন তখন তিনি কদাচ বিবেচনা করেন না, যে ঐ সম্পত্তির রাজস্ব দিতে হইবেক, টেক্স প্রদানের বিষয়ই তিনি জ্ঞাত থাকেন, অতএব অভিনব নিয়মপত্র প্রকাশ করায় ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের অকর্ত্তব্য হইয়াছে তাঁহারা সুপ্রিমকোর্টের আজ্ঞাকে অ[illegible] করিবার যে সমস্ত কৌশল ক[illegible] উক্ত বিচারালয়ের বিচারপতি মহাশয়েরা তাহা কোন মতেই মান্য করিবেন না, কারণ মহারাণীর ভূমির রাজস্ব বিষয়ে তাঁহারা যখন একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং মহারাণীর প্রিবিকৌন্সেলে যখন তাহার চূড়ান্ত বিচার হইয়াছে তখন তাঁহারা কি বলিয়া ভূমির কর সম্বন্ধীয় বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন?

এই দেশের প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজপুরুষেরা নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, তথাচ তাঁহারদিগের ধনাগম চেষ্টার নিবারণ

হয় না, কি আক্ষেপ! কলিকাতার ভূমির কর অন্যায়রূপে নিরূপিত হইয়াছিল একারণ তাহা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে আবার কি বিবেচনায় সেই বিষয়ে এক [illegible]র্য আইন প্রকাশ করিয়া বসিলেন? এবং কালেক্টর সাহেবের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবারই বা কি কারণ বিবেচনা করিলেন? অতএব তাঁহারদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে ঐ আইনের পাণ্ডুলেখ্য কৌন্সেলের সি[illegible]ন্তায় তুলিয়া রাখেন, এই বিষয়োপলক্ষে যদিও পূর্ব্বে আমরা বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ ইংলিসম্যান পত্রের পত্রপ্রেরকের অনুকূলে কিঞ্চিল্লিখিলাম।

ময়মুন সিংহের কোন বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

“এপ্রদেশে কোন সংবাদপত্র প্রচার হওয়া অথবা মুদ্রা[illegible]রা পুস্তকাদি প্রস্তুত করার শ্রে[illegible]কাতে এদেশের দুরবস্থা অন্য [illegible]শের ন্যায় সংশোধন না হইয়া বরং ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, হা! কি খেদের বিষয়, অস্মদাদির জন্মভূমি ইত্যগ্রে যবন ইত্যাদির করাল গ্রাসে পতিত থাকাতে এবং তদ্ভাষা প্রচলিত থাকা হেতুক কেহ দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিতে প্রবর্ত্ত হইলে তাহার অধিক যাবনিক ভাষাতে শব্দ বিন্যাস করিয়া থাকেন, আর এদেশীয় বিদ্যার্থিগণমধ্যে অধিক লোক অর্থ হীন বিধায় পুস্তকাদি অপ্রাপ্তে যথা রীতি বিদ্যাশিক্ষাতে সমর্থ হয়েন না এবং অত্রদেশে কোন সংবাদ পত্র প্রকাশের নিয়ম না থাকা হেতু ভিন্ন২ দেশের বিবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ সমূহ সতত প্রাপ্ত হইতে পারেন না, এবং অত্রস্থলের সংবাদ সকল ভিন্ন২ দেশের লোকের অবগত হওয়া দুষ্কর। অতএব দেশ হিতৈষী পরগণে পুখরিয়া প্রভৃতির ভূম্যধিকারী বিজ্ঞবর শ্রীলশ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের আনুকূল্যে এদেশের রাজধানী জিলা ময়মুন সিংহ অর্থাৎ নসিরাবাদ নগরে ছাপা যন্ত্র সংস্থাপন ও দেশীয় ভাষাতে (সম্বাদ দিবাকর) নামক পত্র নিচের লিখিত নিয়মে প্রকাশ এবং বিদ্যার্থিগণের হিতার্থে নানাবিধ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত কারর মানস করিয়া নি[illegible] লিখিতেছি, যাঁহার২ উক্ত সং[illegible]দ পত্রাদি গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি অনুগ্রহ বিতরণে প্রেরিত পুস্তকে নাম ধাম স্বাক্ষর করিবেন তবেই অবিলম্বে অত্র মহদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তমান হওয়া যাইতে পারে ইত্যলং বিস্তরেণ।

২ ধারা। প্রস্তাবিত সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের নূতন আইন ও রাজকর্ম্মে নিয়োগ ইত্যাদি যাহা গেজেটে প্রকাশ হইয়া থাকে তত্তাবৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবিধ সংবাদ এবং কেহ কোন ঘোষণাপত্র কিম্বা পুস্তক প্রেরণ করিলে তাহাও ভিন্ন২ দেশীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রে প্রচার করা যাইবেক এবং উক্ত পত্র সাপ্তাহিক নিয়মে মাসে চতুর্থবার প্রকাশ হইবেক, এই মহদনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত মাসিক মূল্য ৸০ আনা আর অগ্রে প্রদান করিলে বাৎসরিক মূল্য ৮ মুদ্রা মাত্র গ্রহণ করা যাইবেক।

৩ ধারা। কলিকাতা প্রভৃতি ভিন্ন২ নগর হইতে [illegible] পত্র ও পুস্তকাদি এতদ্দেশে [illegible] পূর্ব্বক পাঠ করার ব্যবহার আছে, তাহাতে কেহবা দূরস্থান হইতে আলস্য বশতঃ আনাতে অক্ষমতাপন্ন কেহবা ডাকের বেতন ইত্যাদি দেওয়াতে ব্যয় বাহুল্য বিবেচনায় সংবাদ পত্রাদি পাঠে ক্ষান্তমতি আছেন, এইক্ষণে অস্মদাদির মানস সফল হইলে নিয়ত ভরসা আছে অতি সল্প ব্যয়েতে জনসমূহের মহদুপকার লভ্য হইবেক।

৪ ধারা। ভূম্যধিকারিগণ এবং ব্যবসায়িগণ প্রভৃতি আপন২ আবশ্যক মত লিখন পঠন নিমিত্ত সর্ব্বদা কাগজাদি ছাপা করিয়া লইতে পারিবেন, ঐসকল কাগজাদি লোক দ্বারা লেখাইতে যাদৃশ পরিশ্রম ব্যয় এবং কাল বিলম্ব হয় তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইবেক।

শ্রী * সম্পাদক।

মোকাম নসিরাবাদ জিলা ময়মুন সিংহ সন ১২৫৬ তারিখ।

এতদ্দেশের হিতার্থে রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেটে আইন ইত্যাদি যাহা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা এবং সাধারণ ব্যক্তির উপকার সম্বন্ধে বিবিধ সম্বাদ সহকারে সংবাদ দিবাকর নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করা একান্ত মানস করিয়াছি যেহেতু দেশহিতৈষি মান্য সম্ভ্রান্ত তাবৎ ব্যক্তির অনুরাগ ব্যতীত এই গুরুতর বিষয় সংপূর্ণ করা যাইতে পারে না এবিধায় উক্ত পত্রের ভূমিকা সহকারে এই পত্র মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিয়া বাঞ্ছিত আছি প্রে

রিত পুস্তক বাক্স করিয়া উৎসাহ প্রদান করিবেন [illegible] বিবরেণ। সন ১২৫৬ সাল [illegible] তারিখ মো তাবক্ষে সন ১৮৪৯ সাল ইংরাজী তারিখ।

মোকাম নসিরাবাদ জিলা ময়মুন সিংহ।

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ৭ ফাল্গুন।

বিশেষ সভা।

গত বারের শেষ।

নিয়ম।

১ ধারা। পুস্তকাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিভূ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।

২ ধারা। গ্রন্থসূচক সভা ভিন্ন অত্র সমাজের অধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগি কোন পুস্তক যদি অন্য কোন গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক রচিত হইয়া সমাজে উপস্থিত হয় তবে গ্রন্থকর্ত্তাকে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক উচিত পারিতোষিক সমাজ হইতে প্রদত্ত হইয়া উক্ত গ্রন্থ লওয়া যাইবেক।

৩ ধারা। বর্ত্তমান বৎসরের ২৭ পৌষের প্রকাশিত নিয়মের ৩৮ ধারার যে অংশে ধনরক্ষক কর্ম্মচারির দেওয়া টাকার স্বাক্ষরিত পত্র সকল সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ আছে তাহা অনাবশ্যক বোধে রহিত হইল, ফলিতার্থে কেবল টাকার সংখ্যাপত্র পাঠাইলে কার্য্য সমাধা হইবে।

৪ ধারা। ধনরক্ষকের নিকট বর্ষন যে টাকা গচ্ছিত হইবেক তাহার স্বাক্ষরিতপত্র উক্ত অধ্যক্ষের নিকট হইতে লইয়া সম্পাদক তাহা আপন নিকটে যত্নে রক্ষা করিবেন।

৫ ধারা। পরিচারকগণ ছাত্রদিগের পুস্তক ও কালী ও লেখনী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত রাখিবেক, এবং শিশু ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং ঘণ্টা বাজাইবেক।

সভায় উপস্থিত সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, নন্দগোপাল সান্যাল।
,, ,, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ,, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, ,, গৌরমোহন সরকার।
,, ,, বিশ্বনাথ মিত্র।
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, কালীকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য।
,, বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য।

রূপক।

বর্ষার রাজ্যে গ্রীষ্মের আক্রমণ।

ত্রিপদী।

গ্রীষ্মঋতু মহীপতি, প্রবল প্রতাপ অতি,
মহাশয় মহামহোদয়।
আর আর ঋতু যত, বিক্রমে করিয়া হত,
আপনি হলেন সর্ব্বময়॥
বরষা ভরসা হীন, সশঙ্কিত রাত্রিদিন,
কোন খানে আশ্রয় না পায়।
বিরহি নারীর আঁখি, গোপনে তথায় থাকি,
কোনরূপে বিপদ কাটায়॥
বরষার পরিবার, অদর্শন সবাকার,
অসার ভাবিয়া লুকাইল।
ভেক ভায়া অতি ভীত, গ্রীষ্ম ভয়ে চমকিত,
মৌনভাবে কোথায় রহিল॥
ময়ূর ময়ূরীগণ, নাহি রস আস্বাদন,
শত্রু ভয়ে নাহি দেয় দেখা।
আর নাহি নৃত্য করে, মধুর মধুর স্বরে,
একবার নাহি করে কেকা॥
যদ্যপি কখনো হয়, গগনে জলদোদয়,
কি কহিব তাহার দুর্দ্দশা।
কৃষক চাতক চয়, সদা ঊর্দ্ধ মুখে রয়,
মনে করি জীবনের আশা॥
নাহি তায় বিন্দুপাত, কিসে হবে বজ্রাঘাত,
বজ্রাঘাত নিজে তার বুকে।
নাহি সে গভীর ডাক, নাহি সে তড়িত
জাঁক, বিষয় বিপাকে মরে দুখে॥
দৃষ্টি হয় মেঘ ঘটা, নাহি তায় বৃষ্টি ছটা,
ভাব দেখে মনে হয় স্থির।
গ্রীষ্মের দারুণ দাপে, মেঘ মগ্ন মনস্তাপে,
পড়ে তার নয়নের নীর॥
যত আছে জলাশয়, জলাশয় কেহ নয়,
শুষ্কময় বিরস অন্তর।
পথে নাই পঙ্ক লেশ, ধূলিময় সর্ব্বদেশ,
উষ্ণবায়ু বহে নিরন্তর॥
বলিতে শ্রাবণ মাস, কিন্তু নহে সে আভাস,
জ্যৈষ্ঠমাস হয় অনুভব।
যেমন গ্রীষ্মের ধর্ম্ম, সতত শরীরে ঘর্ম্ম,
মর্ম্মপীড়া পায় লোক সব॥
কুটিল কালের র[illegible] করিতে যুবতী [illegible],
[illegible]বাজন [illegible]হি পায় সুখ।
বৃদ্ধের [illegible]র, মাথা ব্যথা হেতু
সার [illegible]রে বিধাতা বিমুখ॥
গ্রীষ্ম [illegible]র, হরিলেন অধিকার,
বরষা [illegible]নিত।
যদি শরদের রাজ্য, আপনি করেন গ্রাহ্য,
তবে ন্যায্য হয় সমুচিত॥
যেমন কালের ধর্ম্ম, তেমতি জীবের কর্ম্ম,
এর মর্ম্ম বোঝা অতিভার।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, কার রাজ্য কেবা
হরে, পঞ্জাবেতে দেখ ব্যবহার।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নাক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রানংভ্রাম্য মত্তভ্রমরাদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফাবলং ॥

৩৪৬৯ সংখ্যা) শনিবার ৭ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ২১ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেন্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদি [illegible] বোঝা[illegible]য়ের বিষয়

"মন্তলোজ,, নাম[illegible]রের নৌকা একখানা বাষ্পী[illegible]জের দ্বারা টানিত হইয়া [illegible] জুলাই মাসের ২৫ তারিখ বুধবার [illegible] ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেন্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক। মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৪ জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

মৌরাশিপাট্টা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে [illegible] করা যাইতেছে যে পরগণে মেদনমল্ল তরফ কালীকাপুরের অন্তঃপাতি মৌজে মেল্যা তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর সীমানা আড়া পঞ্চগ্রাম, ও জাড়দহ, দক্ষিণ সীমানা আউলেপুরের বাঁদ। পূর্ব্ব সীমানা দারকালীকাপুর ও লক্ষ্মীনারায়নপুর। পশ্চিম সীমানা রামনাথপুর ও নারায়ণপুর ও রামপুর ও হাসনপুর, এই চতুঃসীমামধ্যে অনুমান ৩০০ বিঘা জমী পাট্টায় লেখা, কিন্তু পরিমাণে তাহার অধিক হইবেক, এই জমী সন ১২৫৬ সাল অবধি ৬৫ সাল পর্য্যন্ত বিনাকরে অর্থাৎ মালগুজারি মৌরসি পাট্টায় দেওয়া যাইবেক, পরে ১২৫৬ সালে প্রত্যেক বিঘা ৵০ আনার হিসাবে ১২৬৭ সালে প্রত্যেক বিঘা ।০ আনার হিসাবে ১২৬৭ সালে প্রত্যেক বিঘা ।৵ হিসাবে এবং ১২৬৯ সালে প্রত্যেক বিঘা ।।০ হিসাবে পুর্ব্ব দস্তুর মালগুজারী দিতে হইবেক; যে কোন ব্যক্তি এই নিয়মে ঐ ভূমি গ্রহণেচ্ছু হইবেন তিনি বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার রায় চৌধুরীর নিকট সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

আবাদকারিণী শ্রীমতী নীলমণি দাসি

শ্রীবসন্তকুমার রায় চৌধুরী

[illegible]টরণী।

সাং বারুইপুর।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা নগর সংশোধনার্থে কমিস্যনরদিগের কৃত ১৮৪৮ সালের ২ নম্বরী আক্‌ট অনুরূপ রাজস্থা রাজধানীর গবরনর ও ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল কৌন্সেলে মঞ্জুর হইয়া জারি হইয়াছে তাহা কলিকাতাবাসিদিগের অতিশয় প্রয়োজনীয় বোধে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় উত্তম অক্ষরে এবং উত্তম কাগজে সুজনবন্ধ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয় কলিকাতার ধর্ম্মতলার ১৩৭ নং ভবনে ওরিএণ্টেল

প্রেসে [illegible] প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, মূল্য [illegible]।

সংবাদ প্রভাকর

৭ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

আমরা গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে মান্যবর শ্রীযুত মেজর বর্চ সাহেব পুলিসের কার্য্য হইতে অপদস্থ হইয়াছেন, তিনি ঋণ জালে জড়িত হইবায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এইরূপ কঠিন বিবেচনা করিলেন, যাহাহউক বর্চ সাহেব অতি উপযুক্ত মনুষ্য, তিনি কলিকাতা পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়া নগরবাসিদিগের বিস্তর উপকার অর্থাৎ অনেক দুষ্টলোককে শাসন করিয়াছেন, এবং মাজিষ্ট্রেটি পদে নিযুক্ত হইয়াও নানা বিষয়ে সুবিচার বিতরণ দ্বারা প্রজাদিগ্যে সুখি করণে ত্রুটি করেন নাই, কেবল অপরিমিত ব্যয় দ্বারা ঋণগ্রস্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং এই দোষ অতি সামান্য দোষ, রাজপুরুষেরা এই সামান্য দোষে গুরুতর দণ্ড করিলেন, বিচারক ঋণি হইলে ঋণদাতার উপরোধ অনুরোধ দ্বারা তিনি অনায়াসে অবিচার করিতে পারেন, এ আশঙ্কা অতি যুক্তিমূলক বটে, কিন্তু মেজর বর্চ সাহেব এপর্য্যন্ত ঐরূপ কোন দোষে দোষী হয়েন নাই, আমরা তাঁহার বিচার বিবরণ অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার বিচারের দোষ দৃষ্ট হয় নাই, তিনি সকল বিষয়েরই সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ দোষি ব্যক্তিদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছেন, নির্দ্দোষি লোক মাত্রেই তাঁহার বিচারে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাহউক, আমারদিগের এই আক্ষেপ করা নিরর্থক হইতেছে, রাজপুরুষেরা অধীনস্থ প্রধানকর্ম্মচারিদিগের অপরিমিত ব্যয় নিবারণ নিমিত্ত এই কঠিন নিয়মের অনুগামি হইলেন, তাঁহারা যখন কাপ্তেন বর্চ সাহেবকে অপদস্থ করিলেন [illegible] ন্যান্য ঋণিকর্ম্মচারিদিগের প্রতি তাঁহারদিগের দৃষ্টি বিস্তীর্ণ হইবেক, এবং ঐ কর্ম্মচারিরাও বিলক্ষণরূপে শাসিত হইবেন, অপিচ কাপ্তেন বর্চ সাহেবের দ্বারা প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হওয়াতে আমরা দুঃখ বোধ করিতেছি, কোন ব্যক্তিকে অপদস্থ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার অপরাধ প্রমাণ করিতে হয়, কিন্তু বর্চ সাহেবের এমত কোন দোষ প্রকাশ হয় নাই, যাহাতে তিনি উক্ত দণ্ডে দণ্ডী হইতে পারেন।

আমরা উপরি উক্ত বিষয় লিখিয়া সমাপ্ত করিলে গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেব কোন ব্যক্তির নিকট ঋণজালে বদ্ধ আছেন, কি না তাহার অনুসন্ধান জন্য প্রধান পুরুষেরা মেং কালবিন ও ডেপিয়ার সাহেবকে কমিস্যনর রূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহারা উভয়েই পুলিসে উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন পরে যাহা হয় তাহা জ্ঞাত হইলে আমরা পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করিব।

ডাকঘরের দারোগাদিগের অত্যাচারের কথা আমরা কতবার লিখিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না, কিন্তু রাজপুরুষেরা কোন মতেই তাহা শ্রবণ করিলেন না, আমারদিগের সকল আক্ষেপ অরণ্যে রোদনবৎ বিফল হইল, কিন্তু ঐ কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার ক্রমে২ অতি গুরুতর হইতেছে, আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বর্দ্ধমানের কোন ডাকমুন্সি অত্যন্ত প্রতারণা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিস্তর টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, অত্যল্প দিবস হইল পোষ্টমাষ্টর মেং টেলর সাহেব প্রদেশীয় ডাকঘরের অবস্থা অবলোকনার্থ গমন করত [illegible]ক ব্যাপার অবগত হইয়াছেন [illegible] মুন্সি অতিরিক্ত ডাক আড[illegible] ব্যয় গ্রহণ করিতেন কিন্তু তাহা কোন স্থানেই সংস্থাপিত হয় নাই, এই প্রতারণার দ্বারা ডাকমুন্সি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রায় লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাহউক, এই বিষয় লিখন কালীন আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল দুঃখ হইতেছে, সংবাদ পত্রের মাশুল [illegible]করণার্থে সাধারণে এত অনুরোধ করিলেন রাজপুরুষেরা তাহা কিছুই শুনিলেন না, কিন্তু এইক্ষণে একজন ডাকমুন্সি চক্ষে ধূলি দিয়া লক্ষটাকা অপহরণ করিল, ঐ টাকা যদ্যপি সংবাদপত্রের বিস্তার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতেন তবে সাধারণের পক্ষে কতউপকার হইত তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, রাজপুরুষেরা মাশুলের বিষয়ে একটি পয়সাও ছাড়িবেন না, কিন্তু কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা এত ক্ষতি হয় তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন, যাহাহউক, এই ব্যাপারে উল্লেখিত সাহেবের প্রশংসা করিতে হইবেক, যেহেতু তাঁহার অনুসন্ধান দ্বারাই ডাকমুন্সির এই অন্যায় অত্যাচার প্রচার হইয়াছে, অতএব পোষ্টমাষ্টর সাহেবদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় আপনাপন অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

আমরা জঙ্গীপুরস্থ বন্ধু কর্ত্তৃক [illegible] লিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয়, প্রায় ২০।২৫ দিবস গত হইল [illegible] নিকটস্থ নূতন গ্রাম নিবাসি [illegible] বাগদির ঘরে রাত্রিযোগে [illegible] জন চোর ঝাঁপ কাটিয়া প্রবেশ করত তাহার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, পর দিবস প্রাতে ঐ বন্য জঙ্গীপুরের ফাঁড়ির জমাদারকে সংবাদ দিবায় জমাদার তাহার এজাহার গ্রহণ করে, এবং ঐ অভিযোগকারি সন্দেহ বশতঃ কোন ব্যক্তিকে চোর নির্দ্দেশ করিবায় জমাদার তাহার বাটীতে গিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিবায় অপহৃত দ্রব্যের দুই তিন খানা বস্ত্র ও দুই তিনখানা তৈজস তাহার বাটীতে প্রাপ্ত হওয়ার পরে দারোগা আসিয়া ঐ চোরের এজাহারে তিন ব্যক্তিকে ধৃত করত তাহারদিগের প্রত্যেকের এজাহার লইয়া মোং বহরমপুরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সাহেব যথা রীতিমত বিচার পূর্ব্বক তাহারদিগের সকলকেই সেশন জজ সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছেন, এবং সেশন জজ সাহেব পূর্ব্বের সাক্ষিদিগ্যে এবং ফাঁড়ির জমাদারকে আপন সমীপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহারাও তথায় গমন করিতেছে, যেরূপ বিচার হয় তদ্বিশেষ পরে লিখিব।"

"প্রায় এক সপ্তাহ হইল জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতি অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে বাহুড়া নিবাসি এক ব্রাহ্মণের একটী বধূ গলদেশে রজ্জু দিয়া প্রাণ [illegible] করিয়াছেন, ঐ বধূর বয়ঃক্রম অনুনান ১৫ বৎসর হইবেক, তিনি পরম রূপবতী ছিলেন, থানার দারোগা এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া রীতিমত সুরথাল করিয়া তাঁহার স্বামী ও শবকে মোং বহরমপুরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছেন।"

"পূর্ব্বে যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে রাঢে আমন ধান্য ও গঙ্গার পূর্ব্ব পারে আউস ধান্য বিলক্ষণরূপে রোপিত হইয়া বৃক্ষ সকল ভাল জন্মিয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে বৃষ্টি বিরহে তাহা শুষ্ক হইতেছে, ইহার মধ্যে যে বৃষ্টি হইয়াছিল সে অল্প, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই।"

"এখানকার দ্রব্যাদির বাজার দর।

রেসম /৩৷৷০ সের অবধি /৮৷৷০ সের। কোরা ৫৷০ অবধি ৫৸০ কি থান। তণ্ডুল টাকায় কাঁচি ১৷৷০ মোন অবধি ২৷৷০ মোন। বুট ১৸০ সের। ঐ কাটি মটর ৩/ মোন। ঐ কলাই ২।০ [illegible] ঘৃত /৩ সের ৬৷০ [illegible] সের।

জঙ্গীপুর [illegible] ৭ ১২৫৬ সাল।"

আমরা ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে লেডি ডেলহৌসি পীড়িতা হইয়াছেন এবং লার্ড ডেলহৌসি সাহেবেরও শরীর সুস্থ নহে, তিনি ইতিমধ্যে নৃত্যগীতাদির দ্বারা আমোদ করণের যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহা রহিত করিয়াছেন, কোন২ সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিয়াছেন যে তিনি অবিলম্বে সিমুলিয়া পর্ব্বত পরিত্যাগ করিবেন।

গত বাসরীয় ইণ্ডিএন টাইম্‌স নামক পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে কাশীজী নামক বাষ্পীয় জাহাজের কল বন্দ হইয়াছিল, কিন্তু মৃজাপুর নামক জাহাজ হঠাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তি হওয়াতে শৃঙ্খল সংযোগে তাহাকে কলিকাতায় টানিয়া আনিয়াছে, কাশীজী শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ মহিমাস্পদ শ্রীলশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় মহিমার্ণবেষু।

সম্পাদক মহাশয়, আপনার জগন্মান্য প্রভাকর পত্রিকায় অনবরতই দেশের সৌভাগ্য বর্দ্ধক বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়া থাকে, এবং সজ্জন মণ্ডলীর গুণকীর্ত্তন ও দুষ্ট পাষণ্ডবৃন্দের মহদ্দোষ সমূহ প্রকটন দ্বারা "দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন" অশেষ বিশেষ রূপে হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রদেশীয় রাজকর্ম্মচারি ব্যূহের অবি

চার বা অ... ...য়ে মহাশয়ের লেখনী নিবৃত্ত... হইলেও সেই দুরাত্মা দুরাচা... র দুর্বৃত্তি অদ্যাবধি দূরি করণের কোন চিহ্নও দৃষ্ট হয় না, প্রাগুক্ত অহিতাচারিগণের ছল কৌশলে স্ব২ অর্থোপার্জ্জন হইলেই হইল, তাহাতে দীন হীন পুঞ্জের সর্ব্বস্বান্ত বা মান হানি হউক না কেন, তৎপ্রতি বারেকও নেত্রপাত করে না, অথবা আলস্য বশতঃ কি আত্মীয়ানুরোধে পক্ষপাত অবিচারাদি বহুবিধ অশুভজনক কার্য্য সকলও নিষ্পাদন করিতেছে। আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষেও নেত্রপাত করে না, হায়, কি পরিতাপ! এতাধিক পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

সংপ্রতি রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অনাদর বিষয়ক এক উদাহরণ (যাহা সাধারণ সমীপে বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের সুগোচর করা অত্যাবশ্যক বোধে) নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকটিত দ্বারা চিরবাধিত করিবেন।

জিলা বারাসতের অন্তঃপাতি জাগুলিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক যুগির বাটীতে ৭ আষাঢ় যামিনী প্রায় এক প্রহরের সময়ে কতিপয় দস্যু সমাগত হওত গৃহস্থের যথা সর্ব্বস্ব সকলি অপহরণ করিয়াছিল। এই ভয়ানক সংবাদ থানার দারোগার দ্বারা বিদিত হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমত্যনুসারে ক্রমে২ তিনজন শান্তিরক্ষক অর্থাৎ দারোগা, বখসী, পদবিশিষ্ট তিন ব্যক্তি উক্ত পল্লীতে গমন পুরঃসর প্রথমতঃ পরস্পরেই বৃহদাড়ম্বর করিলেন, কিন্তু তাহাদিগের দৌর্ভাগ্য বশতঃ শেষে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইয়া উঠিল, কেননা মাসাবধি তাঁহারদিগের সোরসোরাবৎই সার, কিন্তু আসল কর্ম্মে কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না, অর্থাৎ কেহই কিছু করিতে পারিলেন না, লাভের মধ্যে এই হইল, কতিপয় দণ্ডাযোগ্য নির্দ্দোষির দণ্ড বিধান হইল এবং গৃহস্থ ও তৎপ্রতিবাসিগণের থানাদারদিগের উদর পূর্ণা হেতু কেবল বিপুলতার্থ ব্যয় হইল।

আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি যে যদ্যপি প্রাগুক্ত থানাদার মহাশয়েরা বিহিতমত যুক্তি ও কৌশল... কারে তস্করগণের তথ্যানুসন্ধান কারিতেন তবে অবশ্যই তাহারদিগকে ধৃত করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল বৃথা গণ্ডগোল দ্বারা তথায় সময় সম্বরণ করিলেন, সুতরাং বিলম্বে কদাচ এবম্ভূত কার্য্যাদি সুসিদ্ধ হইতে পারে না, যাহা হউক, এই ক্ষণে তত্তৎ প্রধানগণ সমীপে আমরা করপুটে এই নিবেদন প্রকাশ করিতেছি যে তাঁহারা এবিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগি না হইলে প্রজাদিগের চির দুঃখ উন্নতিকে পাইবেক, এবং কদাচ দেশের শান্তিরক্ষা হইতে পারে না, কেননা শান্তিচ্যুতকারিরা যথোপযুক্ত বিশেষ শাস্তি না পাইলে অবশ্যই পরম উৎসাহকে অবলম্বন করিবেক, তাহা আমরা প্রত্যক্ষই প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি, যেহেতু উল্লেখিত গ্রামে প্রায় প্রতি যামিনীতেই ডাকাইতির আশঙ্কা হইতেছে, অতএব এপ্রকার দৌরাত্ম্যাসি শিরোপরি দোদুল্যমান থাকাতে প্রজারা কিরূপে সুস্থিরতায় অবস্থান করিতে পারে? তাহারা নিশাকালে নিদ্রার সহিত কোনক্রমেই সাক্ষাৎ করিতে পারে না, এবং স্ব২ ধন জন জাতি মান রক্ষণার্থে নিয়তই অপার তরঙ্গশীল চিন্তার্ণবে ভাসমান হইতেছে, প্রধান কর্ম্মচারি মহাশয়েরা নাবিকরূপে তত্রস্থ প্রজাপুঞ্জকে উদ্ধার না করিলে আর কে করিবে? বিশেষতঃ উক্ত জিলার গুণশালী জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেং ই, জ্যাকসন সাহেব যিনি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকিয়াও কার্য্যগতিকে অর্থাৎ দারোগা আদি প্রবঞ্চকদিগের অলীক রিপোর্ট বা বিজ্ঞাপন ... ...ন্ত রহিতে বাধিত হইয়াছেন, ... সা করি তিনি পুনরায় এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্বয়ং বা যোগ্যপাত্র নিয়োগ দ্বারা ... শেষানুসন্ধান ক... দুরাত্মা... ...গ্যদণ্ড বিধানে ... র্থি প্রজ... অভয় প্রদান করিলে তাঁহা... যশঃরাশি শশি রশ্মির ন্যায় ... ব্রহ্ম বিস্তার হইবেক, নতুবা পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক ঘটিবার সম্ভাবনা।

কস্যচিত্তন্নার্থি প্রজার।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৯/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতভ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদাদ্দিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৭১ সংখ্যা) মঙ্গলবার ১০ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ২৪ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়া ও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয়।

"সতলোজ" নাম... ...রের নৌকা একখানা বাষ্পীয় ...জের দ্বারা টানিত হইয়া ব... জুলাই মাসের ২৫ তারিখ বুধবার ...সে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক আলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিনের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমরেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

১৪ জুলাই ১৮৪৯।

কমিস্যারিএট বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি ...ষ্ট মাসের ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি এক্সিকিউটিব কমিস্যারিএট আফিসে গোরুর গাড়ী যোগাইবার চুক্তি গ্রহণেচ্ছুদিগের শিলকরা দরখাস্ত সকল গ্রহণ করা যাইবেক, ঐ সকল গোরুর গাড়ী বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ অবধি এক কিম্বা দুই অথবা তিন বৎসরের নিমিত্ত গৃহীত হইবেক, ঐ সকল গাড়ীতে সৈন্যদিগের চিকিৎসালয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবেক, উক্ত চুক্তি দৈনিক বা মাসিক ভাড়ার নিয়মানুসারে হইবেক, এবং সময়ে২ ঠিকাভাড়ার নিয়মেও দিতে হইবেক, ঐ গাড়ী সকল যেং স্থানে যাইবেক তাহা পরে ব্যক্ত করা যাইবেক, কিন্তু গাড়ী সকলের গতি উত্তম হইবেক, কোন স্থানে কোন গাড়ী কোন কারণ জন্য নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিক দিবস বদ্ধ থাকিলে মাসিক ভাড়ার চুক্তি অনুসারে দেওয়া যাইবেক, যাঁহারা এই চুক্তি গ্রহণেচ্ছু হয়েন তাঁহারদিগ্যে নিয়মানুরূপ কার্য্য করণের প্রতিভূ স্বরূপ ৬০০ টাকা নগদ অথবা কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবেক, এবং এই অফিসে যে এক ফারম অর্থাৎ নক্সা দেখান যাইবেক তদনুসারে ঐ চুক্তি নির্দ্ধারিত হইবেক, চুক্তি গ্রহণেচ্ছুগণ ঐ ৬০০ টাকা চুক্তি গ্রহণের বায়নার স্বরূপ উক্ত দরখাস্তের সহিত প্রদান করিবেন।

J. C. SCOTT. *Captain.*
Depy. Asst. Comy. Genl.

জে, সি, স্কাট। কাপ্তেন।

ডেপুটী আসিষ্টাণ্ট কমিস্যারি জেনরল।

ফোর্ট উইলিএম।

কমিস্যারিএট আফিস।

১৯ জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

মৌরাশিপাট্টা।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পরগণে মেদনমল্ল তরফ কালিকাপুরের অন্তঃপাতি মৌজে মেল্যা তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর সীমা

না আ[illegible] ও জাড়দহ, দক্ষিণ সীমানা [illegible] বাঁধ। পূর্ব্ব সীমানা [illegible]লিকাপুর ও লক্ষ্মীনারায়ণপুর। পশ্চিম সীমানা রামনাথপুর ও নারায়ণপুর ও রামপুর ও হাসনপুর, এই চতুঃসীমামধ্যে অনুমান ৩০০ বিঘা জমী পাট্টার লেখা, কিন্তু পরিমাণে তাহার অধিক হইবেক, এই জমী সন ১২৫৬ সাল অবধি ৬৫ সালপর্য্যন্ত নিষ্করে অর্থাৎ বিনা মালগুজারিতে মৌরসি পাট্টায় দেওয়া যাইবেক, পরে ১২৬৬ সালে প্রত্যেক্ বিঘা ৵০ আনার হিসাবে ১২৬৭ সালে প্রত্যেক্ বিঘা ।০ আনার হিসাবে ১২৬৮ সালে প্রত্যেক্ বিঘা ।৵ হিসাবে এবং ১২৬৯ সালে প্রত্যেক্ বিঘা ।।০ হিসাবে পুর দস্তর মালগুজারী দিতে হইবেক, যে কোন ব্যক্তি এই নিয়মে ঐ ভূমি গ্রহণেচ্ছু হইবেন তিনি বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুত বসন্তকুমার রায় চৌধূরীর নিকট সমুদয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

আবাদকারিণী শ্রীমতী নীলমণি দাসী
শ্রীবসন্তকুমার রায় চৌধূরী
টরণী।
সাং বারুইপুর।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সংবাদপ্রভাকর

১০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

(এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা যাহা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তদ্বিষয়ে দেশস্থ বিচক্ষণ মহাশয়েরা [illegible]ছু মাত্র মনোযোগ করেন না, [illegible]তান্ত আক্ষেপের বিষয়, বিশেষতঃ প্রকাশ্য পত্রের মহানুভব অধ্যক্ষেরা ইহাতে ঔদাস্য করাতে আমারদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যাহাতে একাল পর্য্যন্ত কেবল নানাবিধ দেশহিতজনক জ্ঞানবর্দ্ধক বিষয় প্রকটিত হইতেছে এবং দেশের কুরীতি সংশোধন ও সুরীতি সংস্থাপন যে পত্রের প্রধনাভিপ্রায় হইয়াছে এইক্ষণে সেই পত্রের কর্ম্মকর্ত্তারা এতন্মহদ্বিষয়ে এককালীন মৌনাবলম্বন করিলেন, ইহাতে সাধারণে বিবেচনা করিতে পারেন যে "স্ত্রীশিক্ষা বিষয় তত্ত্ববোধিনী সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ নহে" ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট কর্ম্ম সাধনে কি জন্য এইক্ষণে পরাঙ্মুখ হইলেন তাহা তাঁহারাই কহিতে পারেন,) কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা ইহাতে দৃঢতর যত্ন করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে, আমরা পাঠকবর্গের গোচরার্থ তদ্বিশেষ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

যথা।

"চতুর্থ ভাগ।

"৩৯ সংখ্যা।

"১ কার্ত্তিক ১৭৬৮ শক।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডলের কিয়ৎ ভাগকে পরিষ্কৃত দেখিলে পথিকের মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু বিপরীত ভাগকে বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা সংযুক্ত দেখিলে তিনি ভীত চিত্ত হয়েন। তদ্রূপ এতদ্দেশীয় পুরুষ মণ্ডলী মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার ক্রমশঃ বাহুল্য প্রযুক্ত দেশহিতৈষি ব্যক্তির চিত্তে স্বদেশের সৌভাগ্যের আশা প্রবলা হয়, কিন্তু অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রী মণ্ডলীর দৃঢবদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাহার সে আশা [illegible] পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়। বিদেশী রাজ[illegible] পরাক্রমে পরাভূত হইয়া ব[illegible] প্রজারা যে প্রকার স্বাধীনত[illegible] ক্রমশঃ বিস্মরণ হইয়া অধী[illegible]তাকেই তাহারদিগের স্বাভাবিক অবস্থারূপে চিন্তা করে, তদ্রূপ এতদ্দেশীয় স্ত্রী সকল চিরকাল দুর্ভাগ্য দশা ভোগ করিয়া আপনারদিগকে স্বভাবতই ভাগ্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে, এবং নিরাশ চিত্তে বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থাতে সুতরাং নিমগ্না থাকে। বাল্য যৌবনাদি কোন কালকে তাহারা মনুষ্য লোকের উপযুক্ত রূপে যাপন করে না, সুখের উপায় তাহারদিগের কোন কালেই সঞ্চিত হয় না। বাল্য কালে কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না যাহাতে ভবিষ্যতে দুঃখের মোচন হইতে পারে। তথাপি তাহারদিগের জীবনের অন্য অন্য সমুদয় দুরবস্থার তুলনায় এই বাল্যকালই সুখের কাল; তৎকালে পিতা মাতার ক্রোড়ে আদৃতা রহিয়া তাঁহারদিগের স্নেহ বাক্যে লালিতা হয়, স্বেচ্ছামত সঙ্গীনীদিগের সংসর্গে ক্রীড়া কলাপে অনুরাগিণী থাকে, স্বীয় ভ্রাতাদিগের ন্যায় কষ্ট সাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তাড়িতা না হইয়া আপনারদিগকে সুখবতী জ্ঞান করে। কিন্তু বাল্যকালে যে মূর্খতা আহ্লাদজনক, চির জীবন তাহাই বিষম যন্ত্রণার হেতু হয়। কন্যাকাল গতেই বিবাহের সঙ্ঘটনা সহিত তাহারদিগের দুঃখ প্রবাহের আরম্ভ হয়। স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসী প্রায় গণ্য করেন, পতি গৃহে আগমনাবধি সে পিঞ্জর রুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় চির কাল রুদ্ধ থাকে, এবং সামান্যতঃ দাসীত্ব কার্য্যেতেই যাবৎ বয়ঃ ক্ষেপণ করে। অনেক স্থলে স্বামী আপনার ভার্য্যাকে এবং ভার্য্যা[illegible]নার স্বামিকে কেবল পশুবৎ [illegible] সুখের উপযোগি মাত্র বোধ করে। ধনই স্ত্রীদিগের নিকটে সংসারের এক মাত্র সার বস্তু; অতএব কোন উপায়ক্ষম পুরুষের ভার্য্যা স্বামির ধন মদে মহা গর্ব্বিতা হইয়া তাহার অন্য অন্য ভ্রাতৃবনিতাদিগকে অতি হেয় রূপে ব্যবহার করে, নিরুপায় পুরুষের ভার্য্যা আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যহীনা বোধে সর্ব্বদা মনোদুঃখে তাপিতা থাকে, এবং তাহার ভাগ্যবতী যাতার প্রতি দ্বেষ মাৎসর্য্যেতে পূর্ণা হয়। কেবল স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারের পারিপাট্যকে স্ত্রীরা মর্য্যাদার চিহ্ন ও স্বামির সম্প্রীতির প্রধান সঙ্কেত স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহারদিগের মনোভাণ্ডারে জ্ঞান ধর্ম্মাদি অন্য কোন রত্ন স্থান প্রাপ্ত হয় না। অন্য স্ত্রীকে কোন নূতন অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে স্বীয় অঙ্গকে তদ্দ্বারা শোভিত করিবার নিমিত্তে ব্যাকুলা হয়, পতির নিকটে ব্যগ্রতার সহিত তাহার প্রার্থনা করে, সে অক্ষম হইলে অভিমানে নিমগ্না হয়, কদাপি ক্রোধভরে তাহাকে কটু ভৎর্সনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, সে ভাগ্যহীন ব্যক্তি ধনাভাবে স্বভাবতই কাতর, তাহাতে স্বীয় ভার্য্যায় এপ্রকার আচরণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হয়।"

"ধনবতী ভার্য্যা যাহারা, গৃহকার্য্যে যাহারদিগের পরিশ্রম আবশ্যক নহে, তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া আলস্যেতে বা বৃথা বাক্য চর্চ্চাতেই যাবৎ দিবস ক্ষেপণ করে। চিত্তকে শান্ত রাখিতে পারে, তাহারদিগের এমত কোন উপলক্ষ নাই; নিষ্কর্ম্মির মনঃ স্থিরের প্রধান উপায় যে জ্ঞানের চর্চ্চা তাহাতে তাহারা সমর্থা নহে। একাকিনী কদাপি শয্যাতে গাত্রপাত করিয়া কাল হরণ করিতেছে, কদাপি পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অস্থিরা হইয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টি করিতেছে, কদাপি বহিঃস্থিত পতির চরিত্রের প্রতি কত প্রকার সংশয় উপস্থিত করিতেছে। কোন কোন ভাগ্যহীনা অবলার গুপ্তচরী দাসীগণ তৎপতির লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্মুহু বহন করিতেছে, এবং অন্য অন্য সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিন্দা বাক্যে তাহার যাতনাকে শতগুণ প্রবলা করিতে থাকে।")

"মধ্যাহ্নকালে আতপচ্ছায়ার প্রভেদ যে[illegible]ক, তদ্রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূ[illegible]সনাপন্ন হইয়া যিনি ক[illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন, ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ তাঁহার তদ্রূপ প্রভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়। তিনি তাঁহার সেই ত্যক্ত ধর্ম্মে স্বীয় গৃহিণীকে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। (জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের আরাধনা যে আমারদিগের শাস্ত্রের এক মাত্র প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, উপদেষ্টাদিগের কৌশলে ইহা এদেশীয় স্ত্রীদিগের কর্ণগোচরও হয় না, পৌত্তলিক ধর্ম্মকেই পরম পুরুষার্থ বোধে প্রগাঢ় যত্নের সহিত তাহারা অনুষ্ঠান করে, এবং অশাস্ত্রীয় এমত কত ব্যবহার করে যাহা তাহারদিগের মূর্খ স্বামিরাও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। বিশ্বাসের অভ্যাস তাহারদিগের এপ্রকার প্রবল যে ধর্ম্মের নামে যে কোন বাক্য, তাহাই শিরোধার্য্যরূপে গ্রহণ করে।) আহা কি নিষ্ঠুর সংসার, যে এপ্রকার দুর্ব্বল বুদ্ধি অবলাদিগকে দয়া করা দূরে থাকুক, কত নির্দ্দয় প্রতারক তাহারদিগের বিশ্বাসের প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করে—কত কৃত্রিম ধর্ম্মচ্ছলে অধর্ম্ম আচরণে তাহারদিগকে আকৃষ্ট করে! শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপদেশ করে, স্বার্থহীন এমত উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে? যে কোন কাল্পনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরিতা হয়, পুত্র কামনা, তাহার দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, রোগের শান্তি, সম্পত্তি লাভ প্রভৃতি কেবল প্রত্যক্ষ কোন সাংসারিক ফল তাহার উদ্দেশ্য থাকে। স্বামী ব্রহ্মোপাসক হইলে অজ্ঞান বশতঃ তাহাকে অবহেলা এবং দ্বেষ করে; স্ত্রী স্বামিতে একত্র হইয়া

পরমেশ্বরকে ... যে কি আনন্দ তাহা তাহার ... র না ।,,

" মাতার এই প্রকার অজ্ঞান সন্তানদিগের কত অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে । এসংসারে যেখানে প্রতি পদে কঠিন প্রতিবন্ধক সকল মোচন করিয়া জীবনের বর্ত্মে পদার্পণ করিতে হয়, যেখানে কত কণ্টকময় নিবিড় বন সাবধনে পার হইলে পরে সুখের উদ্যানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য হয়, যেখানে শৈশবকালে শারীরিক বা মানসিক কোন নিয়ম একবার মাত্র ভগ্ন হইলে চির জীবন তাহার শান্তি পাইবার সম্ভাবনা হয়, সেখানে ভদ্রাভদ্র দর্শনে অসমর্থা জ্ঞান হীনা মাতার দ্বারা প্রেরিত হইলে সন্তানের কি প্রকারে মঙ্গলের সম্ভব ? বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পুত্রের অঙ্গ বিভূষিত করিতে ব্যাকুলা, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শোভনতম জ্ঞান রত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হয়েন না । জ্ঞান লাভ তাহার না হউক, আপনার ভরণপোষণে তাহার সামর্থ্য না হউক, " মনুষ্য জন্মের আহ্লাদ ,, যে পুত্রের বিবাহাদি তাহার মন্ত্রণাতে সত্বরা হয়েন । পুত্র দশম বৎসরে প্রবৃত্ত না হইতেই পুত্রবধূ ব্যতীত স্বীয় গৃহের শোভা শূন্য দেখেন, এবং সে শোভা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দিবা রাত্রি ব্যস্ত হয়েন । তন্নিমিত্তে মুহুর্মুহু স্বামিকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক অনুরোধ করেন, ইহাতে অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়াও উপস্থিত কার্য্য সমাধা করে । অবিলম্বে অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রী ভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয় ? তাহার জ্ঞান চিন্তা, সুখ চিন্তা এককালে অবসন্ন হয় ।,,

" অতএব এদেশীয় স্ত্রীদিগের অজ্ঞান তাহারদিগের স্বীয় দুঃখ, স্বামির যন্ত্রণা, সন্তানের দুর্ভাগ্য প্রভৃতি প্রচুর অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে । যত কাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারিণী না হইবে, তত কাল সম্যক্ রূপে এদেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই ,, ।

এইক্ষণে ব্রাহ্ম মহাশয়েরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন বিষয়ে মনের অভিপ্রায় গোপন করিলে জগদীশ্বর সমীপে অপরাধি হইবেন, অতএব আশু বিহিত কার্য্য পালনে অনুরাগি হউন ।

প্রেং সম্পাদক ।

এমত জনরব উঠিয়াছে যে নগরের শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনরদিগের মধ্যে কেহ২ এরূপ কল্পনা করিতেছেন যে, যে সকল বাটী খালি থাকে তাহার উপর ট্যাক্স নিরূপণ করিবেন যদি এপ্রকার অন্যায় কর ধার্য্য হয় তবে যেরূপ নিয়মাতীত হইবেক তাহা কথিতব্য নহে, যেহেতু অদ্যাপি বিলাতে এবম্প্রকার রাজাত্যাচার প্রচলিত হয় নাই, বাটীর উৎপন্নের নিয়মানুসারে ট্যাক্স নিরূপণ, সুতরাং ভাড়া না থাকাতে যে বাটী খালি হইল তাহার উপর কি বিধানে ট্যাক্স নিরূপিত হইতে পারে । আহা যৎকালীন এই নির্দ্দয় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইবেক, তৎকালীন কমিস্যনরদিগের কি অগণ্য পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রকাশ পাইবেক, এবং বোট্দাতা বাটীর অধ্যক্ষগণ তাঁহারদিগকে কিরূপ কৃতজ্ঞ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবেন ।

কমিস্যনর নিয়োগের পূর্ব্বে ট্যাক্স আদায় কর্ম্মে তাদৃশ আঁটাআঁটি ছিলনা, ইহাতে অনেক টাকা লুহনা পড়িয়া থাকিত, এইক্ষণে কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইতেছে এক কপর্দ্দক মাত্র লহনা পড়ে না, দ্বিতীয়তঃ আবার গাড়ী, ঘোড়া, গরু, বাছুর প্রভৃতির উপর রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহাও আদায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তথাচ রাস্তাঘাট অপরিষ্কার কেন থাকে, বলিতে পারি না, বাঙ্গালি টোলায় আলো দেওয়া এপর্য্যন্ত হইল না, বর্ত্ম সকল চত্ত্বরের ন্যায় হইয়াছে, জলদের জল ভিন্ন তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পায় না, এবং বৃষ্টি হইলে পর আবার দ্বিতীয় উৎপাত উপস্থিত হয়, অর্থাৎ রাস্তায় বাহির হইবার যো নাই কেননা, অনেকানেক গলির মধ্যে কখনই স্কা... গাড়ী প্রবেশ করে না, ইহ... ঘাট, নর্দ্দামা, বাটী অপরিষ্কার থাকাতে তত্তৎ স্থানের অধিবাসীরা অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বদাই গ্লানি জ্বর, পীড়া জন্মে, এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি দেশীয় কমিস্যনর মহাশয়েরা বেতনভোগি হইয়া কি করিতেছেন, ইহা কি উচিত কর্ম্ম করা হইতেছে, তাঁহারা যে সমস্ত করদাতার সম্মতি পত্র দ্বারা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির দুঃখের বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, পদ পাইয়া পদ দেখানো কি কর্ত্তব্য হয়, পদের কর্ম্ম দেখানই উচিত হইতেছে অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল, সময়ে২ লেখনী ধারণে কদাচ ত্রুটি করিব না ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্‌ংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৭২ সংখ্যা) বুধবার ১১ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল । ইং ২৫ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন এবং তৎসম্বন্ধীয় আরোহিদিগের ভাড়াও দ্রব্যাদির বোঝায়ের বিষয় ।

" সতলোজ,, নামক স্টেয়ারের নৌকা একখানা বাষ্পী... জাহাজের দ্বারা টানিত হইয়া ব... জুলাই মাসের ২৫ তারিখ বুধবার দিবসে ভাগীরথী পরিক্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদ ও তদিতস্ততঃ স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক ।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক । মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে ।

J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন ।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী ।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট ।
১৪ জুলাই ১৮৪৯ ।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন ।

সরিফ সেল ।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি২৬জুলাই বৃহস্পতিবারবেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব শ্রীমতী গৌরীমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্স পোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন ।

১ দফা । বিশেষতঃ শহর কলিকাতার যোড়াসাঁকোর দইয়াহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৬৩।৮ নম্বর এক একতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ৴২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা । পশ্চিম দিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি । উত্তর দিগে রূপনারায়ণ মল্লিকের ভূমি । এবং দক্ষিণদিগে উক্ত দইয়াহাটা ইষ্ট্রীট ।

২ দফা । এবং শহর কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নম্বর এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বদ্ধ ভূমি অনুমান ৴৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী এবং শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক । তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি । দক্ষিণ

দিগে পাথু[illegible]ঘাট[illegible]লন। পশ্চিম দিগে শ্যাম বস[illegible]ভূমি। এবং উত্তর দিগে [illegible] তাঁতির ভূমি।

৩ দফা। এবং শহর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার নাপ্‌তেহাটার গলি নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারের বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর ও দক্ষিণ দিগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ও অন্যান্যের বাটী ও ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে মতিলাল মল্লিকের বাটী ও ভূমি।

৪ দফা। এবং শহর কলিকাতার গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৩৬ নং এক দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দে[illegible] ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। পূর্ব্ব দিগে পদ্ম রাঁড়ের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রাধু ভড়ের বাটী ও ভূমি। এবং উত্তর দিগে রামধন ঘোষের বাটী ও ভূমি।

৫ দফা। এবং শহর কলিকাতার শিমুলিয়ার ডুলিপাড়া নামক স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ৭৮।৫ নম্বর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী [illegible]ত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে রামলাল ঘোষের বাটী ও ভূমি। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের এক খণ্ড ভূমি। এবং উত্তর দিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভূমি।

৬ দফা। এবং শহর কলিকাতার শিমুলিয়ার নয়ানচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১২ নং যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তী ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী শ্রীমতী গৌরমণি দেবী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দেবী ও শ্রীমতী কমলাত্রিকা দেবীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে গলি। উত্তর দিগে উক্ত নয়ানচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিট। দক্ষিণ দিগে কোম্পানি বাহাদুরের নরদমা। এবং পূর্ব্ব দিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুলাই ১৮৩৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞা[illegible] করা যাইতেছে যে মহানগর কলিক[illegible]রাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে [illegible] তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৩ এবং বড় বাজারের কালাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠক খানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে [illegible] ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

৯ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জিলা ও শহরের শ্রীযুত জজ সাহেব এবং আইন বহির্ভূত প্রদেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালত পুনরায় বিবেচনা করিয়া ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের ৬ দফার শেষে যে বিধি আছে তাহা উত্তর কালে রদ করিতে হুকুম দিতেছেন। তাহাতে হুকুম আছে যে স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি নালিশেতে যদি ওয়াসিলাৎ ত্যাগ না করা যায় তবে যে টাকা মোকদ্দমার মূল্য ধরা যায় সেই টাকার মধ্যে ওয়াসিলাৎ গণ্য করিতে হইবেক। এবং সদর আদালত জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৮৪[illegible] সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের ২৮ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের ৪ দফার ৩ বিধিতে যাহা লেখা আছে তাহা থাকিতেও ওয়াসিলাতের বিষয় তৎপর স্বতন্ত্র নালিশ হইতে[illegible]।

২। ইহার সুতরাং এইফল হইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাই তারিখের ১০৭ নম্বরী সরকুলর অর্ডর রদ হইয়াছে এবং ১৮২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৪ নম্বরী যে সরকুলর অর্ডরে হুকুম হইয়াছিল যে ভূমি সম্পত্তির মোকদ্দমার মূল্য কেবল সদর জমার অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবেক তাহা পুনর্ব্বার বহাল হইল।

ডবলিউ কর্কপাত্রিক। ডেপুটী
রেজিষ্টর।

কোর্ট উলিয়ম ১৮৪৯। ১৫ জুন।

রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

১৮৪৯ সাল ১৩ জুলাই।

শ্রীযুত এচ ষ্টেনফোর্থ সাহেব ও শ্রীযুত সি ডবলিউ মাকিলপ সাহেব ছিলটে শুদারার নৌকার দ্বারা প্রাপ্ত ফাজিল টাকা ব্যয় করণের কমিটির মেম্বর হইবেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ জুলাই।

চব্বিশপরগনার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে আর বি রস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ৮ তারিখ অবধি ডেপুটী কালেক্টরেরদের দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৪৯ সাল ১৩ জুলাই।

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবরনর সাহেব এদেশীয় ৪০ সংখ্যক পল্টনের এনসাইন শ্রীযুত এম জে ব্রাণ্ডর সাহেবকে উর্দ্দু ভাষাতে অতি সুশিক্ষিত হওন বিষয়ে সর্টিফিকট দিয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ১৭ জুলাই।

কলিকাতার পোলীসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেজর এফ ডবলিউ বর্চ সাহেব সৈন্যসম্পর্কীয় সিরিস্তার আজ্ঞাধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৪৯ সাল ২০ জুলাই।

শ্রীযুত এ এল মেলবিল সাহেব বর্ত্তমান মাসের ৩ তারিখে ময়মনসিংহে জমালপুর এলাকা খণ্ডের কর্ম্মের ভার শ্রীযুত জি ই লান্স সাহেবের স্থানে গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টান্ট শ্রীযুত জি এ পাকষ্টন সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৬ তারিখে ঐ স্থানে পঁহুছিয়াছেন এমত রিপোর্ট [illegible]।

সংবাদপ্রভাকর

১১ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

৺বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক।

আমরা গভীর শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পাথুরেঘাটা নিবাসি ধনরাশি ধার্ম্মিকবর ৺ বীরনৃসিংহ মল্লিক মহাশয় বহুমূত্র রোগে রুগ্ন হইয়া গত পরশ্ব সোমবার বেলা দুই প্রহরাতীত সময়ে শ্রীশ্রী৺ত্রিদশ তরঙ্গিণী তীরে নীরে শরীর সমর্পণ করত অতি ভক্তিচিত্তে জ্ঞান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন।

বীরনৃসিংহ বাবু সর্ব্ব বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অধুনা তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি বিদ্যমানাভাব, তিনি স্বভাবতঃ অতি দয়ালু, প্রিয়ভাষী, সদালাপী, সরল, অবিরোধী, মর্য্যাদক এবং পরোপকারী ছিলেন, কস্মিনকালে কোন বিষয়ে কাহারো সহিত বিরোধ করেন নাই, সর্ব্বদা হাস্য বদনে সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন। বীর বাবু বহু ধনের অধ্যক্ষ হইয়া ভ্রমেও একবার ধনী বলিয়া অভিমান করিতেন না, লোকের উপকার কল্পে আপনার

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। এদেশের [illegible] সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ [illegible], তিনি মধ্যস্থ স্বরূপ হইয়া [illegible]র অনেক বিষয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াদিতেন। উক্ত মহাত্মা সুবর্ণবণিক জাতির চূড়ামণি ছিলেন। তাঁহার সদ্বিদ্যায়ও বাক্যালাপে এবং সদ্বুদ্ধি প্রভাবে ভাবতেই মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা, তদ্ব্যতীত শিল্প বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ছিল।

অভিমান কাহাকে বলে ইনি তাহার কিছুই জানিতেন না, বন্ধু বান্ধবের কোন আপদ বিপদ পড়িলে কিম্বা ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিতেন, অধুনা এই বিষয়ে তাঁহার এক আশ্চর্য্য গুণ স্মরণ হইল, জগদ্বন্ধু ৺বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর আদ্য শ্রাদ্ধের সভা স্থাপনের নিমিত্ত আটচালা নির্ম্মাণ করণের সময়ে উল্লেখিত মল্লিক বাবু স্বহস্তে দা ধরিয়া বাঁশ চিরিয়া বাঁকারি তৈয়ার করিয়াছেন; তাহাতে ক্লেশ মাত্র বোধ করেন নাই, এবিষয় অনেক ভদ্রলোকের দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, অতএব কুবের তুল্য ধনী হইয়া যিনি বিনা অহঙ্কারে অকপটে এপ্রকার সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কিরূপে তাঁহার গুণের কথা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব। এইক্ষণে তাঁহার শোকে দেবগণ গগন হইতে অশ্রু নিক্ষেপ করিতেছেন, অবনী আর্দ্রা হইতেছেন, এবং মনুষ্য সকল সজল নয়নে হাহারবে নিশ্বাস নিঃসরণ করিতেছেন।

মেজর, বর্চ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হওয়াতে তৎপদের প্রার্থনায় অনেক গুণীন্ ইংরাজ আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন, শুনিতেছি আমারদিগের রণপণ্ডিত ডেপুটী গবরনর সাহেব স্বয়ং কোন নিষ্পত্তি না করিয়া সেই সকল দরখাস্ত ডাকযোগে সিমুলা পর্ব্বতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেখান হইতে বড়কর্ত্তা যাহা করেন তাহাই হইবেক, বড়র বড় বিবেচনা, ইহাতে যাঁহার কপাল বড়, তিনিই বড় মহাশয়ের শুভ দৃষ্টিতে পতিত হইবেন, ছোট কেবল জাহাজের ছোট মাত্র হইয়াছেন, আপনার চলা বলা নাই, [illegible]জ যে দিগে চলে তাহার সঙ্গে২ যান, যাহাহউক, তবু ভাল, কুরব অপেক্ষা নিরব উত্তম।

গত দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রে এতদ্দেশীয় কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি গবরনর জেনরল বাহাদুরের প্রতি আবেদন স্বরূপ যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু তিনি শ্রীযুতকে অতি সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, তিনি লেখেন "বর্চ সাহেবের পদে এমত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয় যিনি সর্ব্বতোভাবে দোষ শূন্য, উপযুক্ত, সম্ভ্রান্ত, পারদর্শী, এবং এতদ্দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতি বিষয়ে নিপুণ হইবেন,, লেখক যেরূপ নির্দ্দেষ করিয়াছেন, তাহা অতি প্রামাণ্য, এতদ্রূপ ব্যক্তি ব্যতীত পুলিসের কর্ম্ম কখনই সুনিয়মে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু শ্বেতাঙ্গের মধ্যে তদনুরূপ মনুষ্য অতি বিরল, অতএব বিচারমতে এতদ্দেশীয় কোন মহানুভব কর্ম্মতৎপর মনুষ্যকে তৎকর্ম্মে অভিষিক্ত করাই কর্ত্তব্য হয়, আমারদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ দক্ষ মহাশয় এবিষয়ে লক্ষ্য করিয়া যদি সুবিবেচনা করেন তবে অনায়াসেই অস্মদাদির অভিলাষ সুসিদ্ধ করিতে পারেন, এবং তাহা করিলে সর্ব্বদিগেই উত্তম হয়।

গত দিবস মেডিকেল কালেজে একরূপ এক শূকর সাবক প্রেরিত হইয়াছে যে তাহার আকৃতি হস্তির ন্যায়, ও শুণ্ড আছে কর্ণেরও বিভিন্নতা নাই কিন্তু সাবক জীবিত নাই।

বানারস রিকার্ডর পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে উক্ত অঞ্চলের মিস্যনর মেং রিড সাহেব দুই খানা চিত্র প্র[illegible]র্ত্তি প্রস্তুত করণার্থ [illegible] টাকা প্র[illegible]রিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম ছবি ওয়ারেন হেষ্টিংশ সাহেবের, দ্বিতীয় ছবি জোনাথান ডনকান সাহেবের হইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য [illegible] ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্তংভ্রাম গতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৪৭৩ সংখ্যা) গুরুবার। ১২ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ২৬ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে অদ্য ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের [illegible]দ্ধ বেণ্ডিসিওনৈ এক্স পোনা[illegible]ক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সূতানুটি বাগবাজারের বসুপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ১ নম্বরের যে এক বসতি বাটী তাহার কিয়দংশে ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা এবং কিয়দংশে একতালা গৃহ আছে ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও [illegible]বন মুখোপাধ্যায়ের বাটী। উত্তর দিগে ৺ নবচৈতন্য গোস্বামির এক বাটী। পশ্চিম দিগে জয়নারায়ণ বসুর এক পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্ব দিগে উল্লেখিত বসুপাড়ার রাস্তা।

২ দফা। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ৩ নম্বরের অপর যে এক বাটী তাহার কিয়দংশে ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা এবং কিয়দংশে একতালা গৃহ আছে ভূমি অনুমান ।১ ছয় কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রেবতীমোহন গোস্বামির এক বাটী। উত্তর দিগে উক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়ের এক বাটী। পশ্চিম দিগে উক্ত জয়নারায়ণ বসুর পুষ্করিণী। এবং পূর্ব্ব দিগে উক্ত বসুপাড়ার রাস্তা।

৩ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতা সূতানুটি শ্যামবাজারের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২ নম্বরের যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে রাস্তা। উত্তর দিগে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যের বাটী। এবং পশ্চিম দিগে অনরবিল কোম্পানির নরদমা।

৪ দফা। বিশেষতঃ উল্লেখিত শ্যামবাজারের গোপীমোহন দত্তের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ২ নম্বরের অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহা

ক্ষে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত [illegible] মোহন মুখোপাধ্যায়ের যে [illegible] ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে রামসুন্দর কর্ম্মকারের বাটী ও অপরাংশে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের বাটী। পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগের একাংশে আশুতোষ দেবের ভূমি ও অপরাংশে এক গলি। এবং পূর্ব্বদিগে অমরবিল কোম্পানির নরদমা।

৫ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতা সূতানুটি বাগবাজার ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত ১১ নম্বরের যে এক খণ্ড ও বন্দ রাইয়তি ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহার অর্দ্ধাংশে ও তাহার অর্দ্ধাংশের মধ্যে ও তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পার্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ উত্তর দিগে অমরবিল কোম্পানির রাস্তা। দক্ষিণ দিগে রেবতী গোস্বামির বাটী। পূর্ব্ব দিগে কেদারনাথ ঘোষের এক খণ্ড ভূমি। এবং পশ্চিম দিগে মৃত রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের এক খণ্ড ভূমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.
আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
১৪ জুলাই ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে অভয়াচরণ গুপ্ত বয়ঃক্রম অনুমান ১৩। ১৪ বৎসর হইবেক, কৃশ, গৌরবর্ণ, ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি গত সোমবার পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যদ্যপি কোন স্থানে কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহাকে কৌশলে আটক করিয়া প্রভাকর যন্ত্রালয়ে পত্র লিখিলে এই বিজ্ঞাপনকারী বিশেষ বাধিত হইবেন।

সংবাদপ্রভাকর

১২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা পুলিসের বর্ত্তমান অবস্থার অনুসন্ধান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মেং ডেম্পিয়ার ও কালবিন সাহেবকে কমিস্যনররূপে নিযুক্ত করিবায় অনেকে অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, অপিচ কলিকাতাবাসিদিগের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ সাহেবেরা যে এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নভাগে অনুবাদ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

“ বিজ্ঞাপন।

“ কলিকাতা পুলিসের বর্ত্তমান অবস্থার অনুসন্ধান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে দুইজন কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা কলিকাতাবাসি প্রজাদিগ্যে জ্ঞাত করিতেছেন যে নগরীয় পুলিসের বর্ত্তমান বিচার প্রণালী ও তস্করাদি ধৃত করণের কার্য্যের নিয়মাদির প্রতি যদ্যপি কোন ব্যক্তির কোন কিছু বক্তব্য থাকে তাহা লিপিবদ্ধ পূর্ব্বক তাহার নিম্নভাগে স্বহস্তে স্বনাম স্বাক্ষর করত কমিস্যনরদিগের নিকট প্রদান করিলে তাঁহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিবেন।

ঐ লিখিত বিষয় পুলিস আফিসে কমিস্যনরদিগের নিকট অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে জে, আর, কালবিন সাহেবের নিকট কিম্বা প্রদেশীয় পুলিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে ডবলিউ, ডেম্পিয়ার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

ব[illegible]মান জুলাই মাসের ২৫ তারিখ বু[illegible] পূর্ব্বাহ্ন দিবা ১১ ঘটিকা সময়ে ও ২৮ তারিখেও উল্লেখিত সময়ে কমিস্যনর সাহেবেরা পুলিসের আসনে উপবেশন করিবেন, এবং যে পর্য্যন্ত ঐ অনুসন্ধান করণের কার্য্য শেষ না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রতি বুধবারে ও শনিবারে পুলিসে উপস্থিত হইবেন, ঐ সময়ে সকলেই তাঁহারদিগের নিকটে গমন করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ের নিমিত্ত গোপন হইবার প্রয়োজন হইলে কমিস্যনর সাহেবেরাও গোপন হইতে পারিবেন।

ডবলিউ, ডেম্পিয়ার।
জে, আর, কালবিন।

পুলিস আফিস।
২৩ জুলাই ১৮৪৯।,,

এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় কলিকাতাবাসি হিন্দু মণ্ডলীর প্রতি যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাও এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল, তিনি লিখিয়াছেন যে পুলিসের অতিনব নিয়মের প্রতি হিন্দু মণ্ডলীই অধিক আক্ষেপ প্রকাশ করেন, অতএব তাঁহারদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এই সুযোগযুক্ত সময়ে মেং কালবিন ও ডেম্পিয়ার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কারণ গবর্ণমেণ্ট পুলিস বিষয়ে তাঁহারদিগের অভিমত গ্রহণে সংপূর্ণ ইচ্ছুক হইয়াছেন, এই সময়ে তাঁহারা যদ্যপি আলস্যের অধীন হয়েন ও শঙ্কা বশতঃ মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে না পারেন তবে তাঁহারাই দোষি হইবেন, গবর্ণমেণ্টকে কোনমতে দোষী করিতে পারিবেন না,, সহযোগি মহাশয়ের এই উক্তির প্রতি এতন্নগরবাসি [illegible]ণ্ডলীর বিশেষ মনোযোগ করা [illegible] আবশ্যক হইয়াছে, নূতন পুলিসের নূতন ডেপুটী সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবগণ ও তাঁহারদিগের অধীনস্থ ইনিস্পেক্টর সারজন প্রভৃতি কর্ম্মচারিরা যে নিয়মে পুলিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ও প্রত্যেক্ পল্লীর পাহারাওয়ালারা নিরোধি দঃখি প্রজাদিগের প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার করিয়া থাকে ও চৌর্য্য কার্য্যের যে প্রকার আতিশয্য হইয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগ্যে বিদিত করিয়া শাস্তি বিষয়ে সুনিয়ম প্রার্থনা করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, যেহেতু তদ্দ্বারা নগরীয় পুলিসের ঘৃণিত নিয়ম সকল সংশোধন হইবার সংপূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব হে স্বদেশীয় মনুষ্যগণ, আপনারা এই বিষয়ে যথোচিত অনুরাগি হউন, বহুকালের পর একজন উপযুক্ত ব্যক্তি এখানকার পুলিসের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন, আপনারা আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেই তিনি তাহার পোষকতা করিবেন।

(ভবানীপুরস্থ বন্ধু হইতে প্রাপ্ত)

গত সংখ্যক সংবাদ সুনীতিবন্ধু পত্রে প্রেরিত শ্রেণীতে ভবানীপুরস্থ কতিপয় ভদ্রলোকের সদ্ব্যবহার সূচক যে পত্র প্রকটিত হইয়াছে, তদুত্তরে [illegible] বাসরীয় কৌস্তুভে এক অপূর্ব্ব [illegible]রিত পত্র এবং সম্পাদকীয় উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আপনি পাঠ করিয়া থাকিবেন, আ মরি ! কৌস্তুভ রত্নের যুক্তির কি ছটা, এবং উক্তির কি ঘটা ! তদ্দর্শনে সুজনবন্ধু পত্রে বর্ণিত উক্ত নাট্য শালা স্বরূপ সভার বিষয় অকাট্য রূপে স্বীকার করিতে হইল, বোধ করি, কৌস্তুভ কল্পিত প্রেরিত পত্র ও সম্পাদকীয় উক্তির প্রত্যুত্তর সুজনবন্ধু পত্রের পত্র প্রেরক মহাশয় দিলেও দিতে পারেন, আমি এবিষয়ে কেবল ইহাই বলিতে বাসনা করি, যে ভবানীপুর সেমিনারী সংক্রান্ত যে সকল মহাশয় উল্লেখিত সভায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই “ ইয়ংবেঙ্গাল ,, দলভুক্ত নহেন, ও বয়সে ও বালকদিগের পিতা পিতামহ হইবেন, সকলেই সদ্বিদ্বান সৎকর্ম্মানুরাগি, স্বদেশ হিতৈষি, সৎকুলোদ্ভব, এবং সৎকর্ম্ম সম্পনার্থ যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করণে কাতর নহেন, কৌস্তুভের নিয়মানুসারে, যদ্যপি তাঁহারা [illegible]ক অথবা অকর্ম্মণ্য [illegible] তাঁহারদিগকে আদৌ সভারোহণের নিমন্ত্রণ না করাই উচিত ছিল, বিশেষতঃ এত তাড়াতাড়ী করিবার কি প্রয়োজন, পরন্তু চোরাও সভাতে যে সকল মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক সংবাদ তদ্দিবসে সেমিনরীর কর্ম্মাধ্যক্ষ গণকে বিজ্ঞাপন না করণের হেতুবাদ কি ? ইহাকি ভদ্রতা হইয়াছে ; আমি একথা গ্রাহ্য করি, যে সৎকর্ম্ম সাধনে শীঘ্রতা দর্শাইলে তৎকর্ত্তার সাধুতার প্রমাণ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু যে স্থলে ১৮ আষাঢ়ীয় সভাতে এরূপ ধার্য্য হইয়াছিল, যে ২৫ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবেক, সেস্থলে এইক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠান না হওয়াতে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতাদিগের স্থির প্রতিজ্ঞতার প্রতি অবশ্যই ধন্যবাদ করিতে হয়, শুনিতে পাই তাড়াতাড়ী অবধিই অনুরাগের বাড়াবাড়ী, তাহার পর ছাড়াছাড়ী এবং তাঁড়াতাঁড়ী ব্যতীত আর কিছুই ফল উপলব্ধি নাই, অনুমান করি, সন ১২৫৭ সালের ১৮ আষাঢ় উক্ত আষাঢ়ে বিদ্যালয় সংস্থাপন হইলেও হইতে পারে, অপর সুজনবন্ধুর পত্র প্রেরক কৌস্তুভ সম্পাদককে তাঁহার সম্পাদকীয় সম্ভ্রম স্বরূপ দুগ্ধে কটূক্তিরূপ অম্লরস প্রয়োগ করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক কোন প্রকার দুর্ব্বাক্য বলেন নাই, তবে যে কৌস্তুভকার এরূপ অনুযোগ উপস্থিত করেন, ইহা কেবল তাঁহার চতুরতা মাত্র, যেহেতু এরূপ “ সম্পা

দক শব্দ লইয়া প্রয়োগ করিলে [illegible] হইব [illegible]ক, যে তিনি একজন " প্র[illegible] ,, বটেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুপুর ভ্রমণকালীন কুব্জাকে সুন্দরী শব্দে সম্বোধন করাতে উক্ত সুন্দরী বিরক্ত চিত্তে নন্দনন্দনকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, অতএব কৌস্তুভ প্রকাশক যে বিরাগ দর্শাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? তিনিই পাঠশালার প্রধান অনুষ্ঠানকারী, তিনিই তাহার সম্পাদক, এবং তিনিই ১৮ আষাঢের সভাতে একজন অগ্রগণ্য অধ্যক্ষরূপে পরিচিত হওনার্থ যাবদীয় প্রস্তাবে স্বীয় সম্মতি প্রদান করেন, এবং তৎপরে সভা ভঙ্গ হইলে তাহার দ্বারাই পূর্ব্বাঙ্গীকৃত মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবেক, অতএব তাহার নামোল্লেখ [illegible] কিরূপে তৎপ্রতি লক্ষ্য করা সম্ভব হইতে পারে, তবে তাঁহার নামের পূর্ব্বে কৌস্তুভ প্রকাশক শব্দ প্রয়োগ করা এই জন্যই হইয়া থাকিবেক যে সর্ব্ব সাধারণে তদ্দ্বারা বুঝিতে পারেন এই মহাশয় কোন্ মহাজন, যেহেতু এগ্রামে আরো কয়েকজন মহেশ ঘোষনামে বাস করিয়া থাকেন, অপিচ কৌস্তুভ সম্পাদক ইহা বিবেচনা না করিয়া থাকিবেন, যে পূর্ব্বে কেহ মহেশচন্দ্র ঘোষকে কৌস্তুভ সম্পাদক রূপে গণ্য করিতেন না, কেবল উক্ত পত্রের ছাপাকারী অর্থাৎ প্রিণ্টররূপে জানিতেন, এইক্ষণে গতবারীয় কৌস্তুভ পাঠে জানাগেল যে উক্ত ঘোষজ নিজেই উক্ত পত্রের সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন, তিনি লিখিয়াছেন কৌস্তুভের সম্পাদকের নামোল্লেখ করা ইংরাজী সংবাদ লেখকগণের রীতির বিপরীত হইয়াছে, আহা? ঘোষজের কি চমৎকার ইংরাজী নিয়মের বিজ্ঞতা! তিনি কি ইহা জ্ঞাত নহেন, যে কোন সভা অথবা রাজকীয় বিষয়ে সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের নামোল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞতাভিমানি সম্পাদক যদ্যপি প্রমাণ প্রার্থনা করেন তবে ইংলিসম্যান পত্রাধ্যক্ষের সহিত কেলসাল কোম্পানির যে মোকদ্দমা হয়, তদ্বিবরণ সমুদয় সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল, এবং তাহাতে হরকরা সম্পাদকের নামোল্লেখ পুনঃ২ আছে, দ্বিতীয়তঃ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদকের সহিত ইংলিসম্যান প্রকাশকের যৎকালীন লিপি বিবাদ হয় তৎকালীন সকল সংবাদ পত্র স[illegible]কের নাম লিখিত হইয়াছিল, ইংরাজী পত্রে মধ্যে২ প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের এবং ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম প্রকটিত হয়, এবং ইংরাজী সম্পাদকদিগের নাম ও বাঙ্গালা পত্রে প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, বরং আপন পত্রে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় জারি করাতেই ইংলণ্ডীয় রীতির বহির্ভূতাচার করা হয়, কিন্তু মহেশচন্দ্র ঘোষ স্বীয় পত্রে " মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক ,, এই পদ অনবরত ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং কল্পিত প্রেরিত পত্রাদিতে "শ্রীলশ্রীযুক্ত মান্যবর মহেশচন্দ্র ঘোষ ,, ইত্যাদি মর্য্যাদক্ষ উপাধি ধারণ করিয়া ও ইংরাজী রীতি অবলম্বন করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পাদক বলিয়া অন্যপত্রে আহ্বান করিলেই তাঁহার সহ্য হয় না, অতএব ইহাতে আপনার অভিমান বৃদ্ধি করণাশয়ে ব্যাকুলতা এবং চতুরতা ব্যতীত আর কি কহা যাইতে পারে ।

সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে অন্য কোন এক ব্যক্তি এই অসদ্ব্যবহার সংক্রান্ত যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, এইক্ষণে এই গ্রামস্থ কতিপয় মহাজনের দৃষ্ট্যর্থে আমি নিম্নলিখিত পদ্য রচনা করিলাম, প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন ।

পদ্য ।

কানন বিবর বাসি ওহে ধনী নাগ ।
পরিত্যাগ করনাকো স্বীয় ত্যাগ বাগ ॥
এইবার দেখাযাবে যত অনুরাগ ।
ফণা ধরি উঠ দেখি করি ঘোর রাগ ॥

করে থাক শুনিয়াছি বহু যজ্ঞ যাগ ।
বিদ্যাদান দান কল্পে বুঝিব সোহাগ ॥
দান তীর্থে ভেবোনাকো ত্রিবেণী প্রয়াগ ।
মুণ্ডন ক[illegible]ব দিবে দান ভাগ ॥

ধরিয়াছ শিরোপরে শুভ কর্ম্ম পাগ ।
অবশেষ লজ্জা যেন নাহি পায় ছাগ ॥
বিদ্যালয় না হইলে চড়িবেক দাগ ।
তোমার মহিমা চাঁদে নাগ মন্ত্র নাগ ॥

ফাঁস্ রাধামাধব শিবশিব ।
ভবানীপুর । ৬ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল ।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয় । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা ।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেভিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাগংভ্রাম্য গতন্দ্রগীয়দসৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরব্যাস্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৭৪ সংখ্যা) শুক্রবার ১৩ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল । ইং ২৭ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন ।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে যে অভয়া[illegible] বয়ঃক্রম অনুমান ১৩ । ১৪ বৎসর হইবেক, কৃশ, গৌরবর্ণ, ফ্রিচর্চ্চ [illegible]নিষ্ঠি টিউসন নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি গত সোমবার পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যদ্যপি কোন স্থানে কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার [illegible] হয় তবে তাঁহাকে কৌশলে আটক করিয়া প্রভাকর যন্ত্রালয়ে পত্র লিখিলে এই বিজ্ঞাপনকারী বিশেষ বাধিত হইবেন ।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয় ।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি ।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলর অর্ডর ।

২৩ নম্বর ।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র ।

কোর্ট ওয়ার্ডসের স্থানে যাহারা ইজারা লইয়াছে সেই২ ইজারদারের যে মালগুজারী বাকী আছে তাহার জন্যে তাহার এবং তাহার জামিনের সম্পত্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে কি না এবং সরকারী রাজস্বের ইজারদারের এবং তাহার জামিনের সম্পত্তি বাকী খাজানার জন্যে বৎসর শেষ হওনের পূর্ব্বে নীলাম হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুম ক্রমে তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত কথা তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছি ।

২ । ১৮২২ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম আছে যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের স্থানে ইজারাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিরদের সহিত যে সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের স্থানে ইজারাপ্রাপ্ত ইজারদারেরদের সহিত সেই সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে ।

৩ । সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে বৎসরের মধ্যে টাকা দেওনের নিরূপিত কোন শেষ তারিখের পর যে কোন রাজস্ব বাকী থাকে তাহার জন্যে তাহার অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে এবং সেই বাকী ঐ আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ প্রকার বাকীর ন্যায় গণ্য হইবেক ।

৪ । ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে নাবালগের সম্পত্তির ইজারদারের অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি সেইরূপে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে বাকী রাজস্বের জন্যে নীলাম হইতে পারে কিন্তু এমত গতিকে ঐ বাকী ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট ষষ্ঠ প্রকার বাকীর ন্যায় গণ্য হইবেক অর্থাৎ এক গতিকে যে বিষয়ে

[illegible]দাওয়া হইতেছে [illegible] তাহা ভূমির রাজস্বের বাকী [illegible] তাহা ভূমির রাজস্বের বাকী [illegible] ভূমির রাজস্বের বাকী যে নিয়মমতে আদায় করিবার হুকুম আছে সেই নিয়মমতে আদায় হইতে পারে, অর্থাৎ যেরূপে ইজারদারের স্থানে সরকারী রাজস্বের বাকী আদায় হইয়া থাকে।

৫। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণেতে হুকুম হইয়াছিল যে সরকারী রাজস্বের বাকীদার ইজারদারের অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি কি সম্পত্তি বাকীর জন্যে কেবল বৎসরের শেষে নীলাম হইতে পারে ইহা সত্য বটে কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবেক যে ঐ ধারার ৫ প্রকরণে হুকুম হইয়াছিল যে বাকী[illegible]রির ভূমি কেবল বৎসরের শেষে নীলাম হইতে পারে। এই বিষয়ে ইজারদার ও ভূম্যধিকারির মধ্যে কিছু বিশেষ ছিল না। কিন্তু বৎসরের মধ্যে রাজস্ব বাকী পড়িলে ভূম্যধিকারির সম্পত্তি অথবা তাহার উপযুক্ত অংশ এবং ইজারদারের ইজারা ক্রোক হইতে পারিত এবং ইজারদার ও তাহার জামিনকে কয়েদ করিতে পারা যাইত।

৬। ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার যে২ ভাগে কি চলিত অন্য কোন আইনের যে২ ভাগে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আছে কি তাঁহারদিগকে হুকুম দেওনের অভিপ্রায়ে বোধ হয় যে তাঁহারা যাহারদের শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কি মালগুজারীর ন্যায় আদায় করণের যোগ্য অন্য কোন টাকা পাওনা থাকে তাহারদিগের নামে কোন হুকুমনামা পাঠাইবেন কিম্বা সেই বাকীদারদিগের জমীদারী কি ইজারার ভূমি নীলামে বিক্রয় হওনের পূর্ব্বে ক্রোক করিবেন সেই২ ভাগ রদ হইল এবং ৩ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা বিশেষ হুকুম হইল যে যে সকল ব্যক্তিরদের সরকারে মালগুজারী করিতে হয় তাহারা আপন২ ভূমির অধিকারী হউক কি ভূমির ইজারদার কিম্বা সরবরাহকার হউক তাহারদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি মালগুজারীর বাকীর জন্যে বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে নীলাম হইতে পারে। এই স্থলেও ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তাহার[illegible] জামিনেরদের ভূমির নীলামের বিষয়ে এক হুকুম আছে।

ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

সংবাদপ্রভাকর

১৩ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে রেডি নামক একজন ইংরাজ মেং ওয়ালি সাহেবের পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের কমিস্যনর হইবেন, অতি অল্পদিবস হইল রেডি সাহেব স্যার আরথর বুলর সাহেবের সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, পূর্ব্বে মরিচোপদ্বীপে ছিলেন, তথায় এক সামান্য বিচারালয়ে সামান্য বিষয় ঘটিত মোকদ্দমা সকলের বিচার করিতেন, কিন্তু ঐ পদেও প্রতিপন্ন হইতে পারেন নাই, দুইবৎসর কর্ম্ম করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিলেন, পরে বহুক্লেশে সেন্টলুসা নামক স্থানের বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন, অপিচ তাহাতেও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন নাই ১৮৪৮ সালে তত্রস্থ গবরনর সাহেব তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, ঐ সাহেব এইক্ষণে বড় মুরব্বি ধরিয়া এখানে আসিয়াছেন, এবং সেই মুরব্বি জোরেই ছোট আদালতের কমিস্যনরের পদে মনোনীত হইবেন, যাহাহউক বড় মহাশয়েরা যাহা করেন তাহাই শোভা পায়, তাঁহারদিগের প্রতি গবর্ণমেন্ট বিশেষ অনুকূল আছেন, অপিচ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে মেং রেডি সাহেব কোনমতেই ছোটআদালতের কমিস্যনর হইতে পারেন না, তিনি এতদ্দেশে নূতন আসিয়াছেন, সুতরাং এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের আচার ব্যবহার ভাষা ইত্যাদি কিছুই জ্ঞাত নহেন, বিশেষতঃ মরিচোপদ্বীপের গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এক প্রকার অকর্ম্মণ্যরূপে বাচ্য হইয়াছেন, এমত ব্যক্তিকে রাজপুরুষেরা ছোট আদালতে নিযুক্ত করিলে তাঁহার বিচারে বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষই সুখি হইবেন না, অতএব আমারদিগের বিবেচনায় ঐপদে এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য যিনি এতদ্দেশের বিষয় বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন, কার্য্যদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছেন, নচেৎ কোন নূতন সাহেবকে ছোট আদালতে নিযুক্ত করা কোনমতেই উচিত নহে, এই বিষয়োপলক্ষে ইংলিসম্যান, হরকরা প্রভৃতি ইংরাজী পত্র প্রকাশকেরা অনেক সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা স্থানাভাব জন্য তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম না।

ইংরাজি পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা পুলিসের বিজ্ঞবর মাজিষ্ট্রেট মেজর বর্চ সাহেব সৈন্য সম্বন্ধীয় সেরেস্তার অধীন হইয়াছেন, এবং ছোট আদালতের কমিস্যনর মেং ওয়ালি সাহেব তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অপিচ মেং ওয়ালি সাহেবের পদে মেং রেডি সাহেব মনোনীত হইবেন এমত সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে বালিগ্রামে সম্প্রতি এক ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছে, তাহাতে বালির জমীদার ছয়আনি মহাশয় এক পক্ষ, অপর পক্ষে কোন ইজারদার, ঐ দাঙ্গাতে বহু লোকের মস্তক ও হস্তপদাদি ভঙ্গ হইয়াছে, আমরা বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে পরে প্রকাশ করিব, অধুনা হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

বানারস বেঙ্কের বিখ্যাত ডৈরেক্টর ডাক্তর এওলিস সাহেবের নিমিত্ত কোর্ট মার্সিএল নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়াছে, সকলেই অনুমান করিতেছেন যে ডাক্তর সাহেব দোষী হইবেন্ এবং বানারস বেঙ্কের ভয়ানক ব্যাপারও প্রধান জেলাপতি সাহেব জানিতে পারিবেন।

আগামি দিবস বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময়ে বাণ্ডেডওয়ের হৌসের অংশিদিগের এক বিশেয় সভা হইবেক ঐ সভায় নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

সাহাবাদ হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে উক্ত অঞ্চলে সুবৃষ্টি হওয়াতে নীল[illegible]দি উত্তম জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই টাইম্স পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে কোর্ট আফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা স্যার ওয়াল্টর গিলবর্ট সাহেবকে বোম্বাই রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদে মনোনীত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাণীর সৈন্য সম্বন্ধীয় প্রধান সাহেবেরা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, তাঁহারা স্যার উইলিএম গম সাহেবকে ঐপদে নিযুক্ত করিবার অনুমতি করিয়াছেন, অপিচ গম সাহেব যদ্যপি উক্ত পদ স্বীকার না করেন তবে গিলবর্ট সাহেব বোম্বাই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি হইবেন, পরন্তু গম সাহেব ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন কেবল স্যার চারেল্স নেপিয়ার সাহেব তাঁহার পূর্ব্বে আগমন করিবায় তিনি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন, অধুনা তিনি কলিকাতা [illegible]রেন নাই, অতএব [illegible]ন করিতেছেন যে গম সাহেব ঐ সম্ভ্রান্ত পদ স্বীকার করিলেও করিতে পারেন, যাহা হউক এই বিষয়ের সটীক সংবাদ প্রাপ্ত হইলে আমরা পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করিব।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

৯ মার্চ দিবসীয় কলিকাতাস্থ কোন পত্রাবলোকনে আমরা বিস্ময় সলিলে পতিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য কাল পড়িয়াছে, বিপক্ষদিগের বিপক্ষতার নিবারণ নাই, সকলি স্বভাব গুণে করে, ভগবান্ বিশ্বমধ্যে কত প্রকার হস্ত পদাদিবিশিষ্ট অথচ দ্বেষ মৎসরতা পরিপূরিত জীবের স[illegible]রিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না, তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি, যিনি এই অনিত্য ও ক্ষণ ভঙ্গুরবৎ মানব লীলার অগণ্য প্রমাণ প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াও মনের বিকারকে হরণ করত অনায়াসে জীবগণকে লুব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথন, পরপীড়ন, হিংসা করণ ইত্যাদি প্রবল পাপাগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ করিতেছেন, মূঢ়েরা কালের করাল গ্রাসের প্রতি ভ্রমেও নেত্রপাত করে না, সংসারের লীলা খেলা প্রকাণ্ড কাল কর্ত্তৃক দণ্ডে২ লণ্ডভণ্ড হওয়া সম্ভব, তথাপি ইষ্টানুসন্ধানে বিরত হইয়া লোকের অনিষ্টকল্পে অশেষরূপে সচেষ্ট হইতেছে, এই দুরাশা একালে সে কালে নিরাশানীরে নিক্ষিপ্ত হইবেক, ও তাহারদিগ্যেও নিতান্ত কৃতান্তের কুটিরাভ্যাগত হওয়া

দুরন্ত স্নেহের [illegible] অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হইতে [illegible] ভাবনা স্বপ্নেও ভাবে না। ভাল, এতদ্রূপ অনিষ্টকারকদিগের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে তাহারদিগের কি এই বাসনা যে শাস্ত্রবেত্তা দ্বারা সত্য পথে আপত্তিরূপ কণ্টক বিস্তৃত হইবেক? সত্য যে পদার্থ তাহাতে আপত্তি কদাচই হইতে পারে না, উপস্থিত আরোপিত অভিযোগের বিষয় ধীমানেরা স্থিরবুদ্ধিতে ধারণ করিলে অধীরদিগের ধূর্ত্ততা ভিন্ন অন্য কিছুই ধার্য্য হইবেক না।

কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকো নিবাসিনী বাদিনী শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী সমুদয় বিভব প্রাপ্তির প্রার্থনায় সন ১৮৪[illegible] ১১ আগষ্ট তারিখে আপন পুত্রবধূ প্রতিবাদিনী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী দাসীর নামে যে অভিযোগ করেন তাহাতে লেখেন যে তাঁহার পুত্র ৺ রাজা কৃষ্ণনাথ রায় গুরুতর পাপে পতিত বিধায় তৎসংসর্গে ও তস্য বনিতা উক্ত প্রতিবাদিনী এবং তস্য কন্যাদ্বয় পতিত দোষে দোষীরা প্রযুক্ত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পৈতৃক ধর্ম্ম কর্ম্মে ও ধনে অনধিকারিণী, বিশেষতঃ বাদিনীর স্বামী ৺ রাজা হরিনাথ বাহাদুরের উইলের ও তাঁহার পিতা ৺ মহারাজা লোকনাথ রায় ও পিতামহ ৺ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বাবুর নিয়ম পত্র দ্বারা মর্ম্মানুসারে তাঁহারদিগের ত্যক্ত বিভব কন্যা বা দৌহিত্র অথবা ঔরসজাত পুত্রাভাবে তাঁহারদিগের জলপিণ্ড এবং বংশরক্ষা ও ৺ দেব সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্ম এবং নাম চিরকাল স্থির রক্ষার্থে দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি আছে, ঐ বিধায়ে উক্ত প্রতিবাদিনীকে পৈতৃক বিষয় হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া আপন ভাবি দত্তক পুত্রকে ঐ বিভবে অধিকারী রূপে অভিষিক্ত করিতে অনুমতি হয় ইত্যাদি।

প্রতিবাদিনী উক্ত অভিযোগের উত্তর সন ১৮৪৮ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে আদালতে অর্পণ করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে আপন স্বামী ৺ রাজা কৃষ্ণনাথ রায়কে অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করিতে স্বচক্ষে কদাচ দৃষ্টি ও স্বকর্ণে শ্রবণ করেন নাই, এমত স্থলে তৎসংসর্গে প্রতিবাদিনীর স্বয়ং ভোজন ও পান করণ কি মতে সম্ভব হইতে পারে? ইহা বাদিনীর বিপক্ষতা ব্যতীত নহে, রাজা কখন পতিত ছিলেন না, ও প্রতিবাদিনীও পতিতা নহেন, তৎপ্রমাণ এই যে রাজা বাহাদুর ৺ বিগ্রহ সেবা ও দোল দুর্গোৎসব ও নিত্য নৈমিত্তিক ও পিতৃ পিতামহদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিলক্ষণ পারিপাট্য ও সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণে বিদিত আছেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলে হিন্দু জাতির কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি করণের প্রয়োজন বিরহ ছিল, বিশেষতঃ রাজার লোকান্তর গমনকাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় কুটুম্ব ও পুরোহিত সকলেই চিরদিন পূর্ব্ব রীতিমত আহার ব্যবহার ও ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিয়াছেন এবং অধুনাও সেই প্রণালীতে হইয়া আসিতেছে, অধিকন্তু বাদিনী পুত্রের সহিত জননী ও সন্তানের যথা কর্ত্তব্য রীত্যনুসারে আহার ও ব্যবহার করিয়াছেন, বরং তাহা তিনি শপথ পূর্ব্বক স্বীকৃত আছেন, পরে রাজার মৃত্যুর পর উইলের মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেওয়ার কাল পর্য্যন্ত প্রতিবাদিনীর সহিতও আহার ব্যবহার করণে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, যদ্যপি রাজা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বা পতিত হইতেন তবে গুরু পুরোহিত ও ইষ্ট কুটুম্ব ও বাদিনী রাজার ও প্রতিবাদিনীর সহিত পূর্ব্ববৎ আহার ও ব্যবহারে রত থাকিতেন না। পরন্তু ৺ কৃষ্ণকান্ত বাবুর ও রাজা লোকনাথ রায়ের উইলের প্রসঙ্গ বর্ত্তমান অভিযোগের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া তাঁহার পিতার উইলের মানানুযায়ি রাজ্যাধিকারী হওয়াতে নিরাপত্তিতে বাদিনী তাঁহাকে বিষয় স্বামী স্বীকার পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সম্মতি সহিত মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের বিচারের নিষ্পত্তি দ্বারা আপন গ্রাসাচ্ছাদনার্থে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে কেবল অসল্লোকের পরামর্শানুসারে রাজ্য ও সংসার নষ্ট [illegible]নের অভিপ্রায়ে উপস্থিত আরোপিত অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন ইত্যাদি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিকস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাম্যং ভ্রাম্য মতৃক্ষীয়দমৃতং পীতা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥

॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৭৫ সংখ্যা) শনিবার ১৪ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ২৮ জুলাই ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।)

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিটে ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কাঁসারি ষ্ট্রিটে উদয়চাঁদ বসাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৩৬, আড়াতে পূর্ব্বে কুঠি ছিল এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। [illegible]

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর আর্ডার।

[illegible] ১২৩ নম্বর।

গতবারের শেষ।

৭। ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১ ধারার দ্বারা ১৮২২ সালের ১১ আইন রদ হইল কেবল ৩৬ ও ৩৭ এবং যে পর্য্যন্ত ঐ আইনের দ্বারা অন্য কোন আইন বা কোন আইনের ভাগ রদ হইল তাহা বর্জিত থাকিল। ১৮৪৫ সালের ১ আইনের দ্বারা ১৮৪১ সালের ১২ আইনের (১ ও ২ ধারা বর্জিয়া) রদ হইল। অতএব বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনায় এই সম্ভব হইতে পারে যে ১৮২২ সালের ১১ আইনের কতক ভাগ অদ্যাপি প্রবল আছে এবং তাহার দ্বারা সরকারী রাজস্বের ইজারদারের এবং তাহার জামিনের ভূমি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বাকীর জন্যে নীলাম হইতে পারে। কিন্তু বোর্ডের সাহেবেরা ইহা অতিস্পষ্ট বোধ করেন যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধি যেমত ভূম্যধিকারির বাকীর বিষয়ে খাটে তেমনি সম্পূর্ণরূপে ইজারদারের স্থানে বাকী বিষয়েও খাটে এবং তাহারদের ভূমির নীলামের বিষয়ে যেমন অন্য কোন পূর্ব্বের আইনে কোন বিশেষ ছিল না তেমনি এই আইনের দ্বারা ঐ ভূম্যধিকারি ও ইজারদারের মধ্যে কোন [illegible] নাই।

৮। ঐ আইনের ৩ ধারায় হুকুম আছে যে "সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেই২ দাওয়ার টাকা যে২ তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেই২ তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন,"। ভূম্যধিকারির স্থানে পাওনা বাকী যেরূপে "রাজস্বের বাকী" সেইরূপে সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকী "রাজস্বের বাকী"। এবং যে দাওয়া ১৮২২ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকীর ন্যায় (অর্থাৎ সরকারী রাজস্বের বাকীর) ন্যায় আদায় হয় [illegible]

118

ত্তির ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকী সেইরূপ এক [illegible]ওয়া।

৯। যে২ ভূমি নাবালগ হইতে না পারে তাহা ১০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে হুকুম আছে যে যে জমীদারী কেবল নাবালগের সম্পত্তি তাহা কোন২ গতিকে নাবালগ সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃপ্রপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত নীলাম হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্য কারকেরা আদালতের হুকুম ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না। সরকারী রাজস্বের ইজারদারেরদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির পক্ষে যদি এই শেষ বর্জিত কথা পুনর্ব্বার বহাল করিবার অভিপ্রায় হইত তবে তাহা সুতরাং অতিস্পষ্ট করিয়া লেখা যাইত।

১০। ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে সরকারী রাজস্বের ইজারদার এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার এই উভয় প্রকার ইজারদারেরদের এবং তাহারদের জামিনেরদের ভূমি বৎসরের মধ্যে নীলামের কোন এক দিবসে বাকী রাজস্বের জন্যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে।

১১। যদি তোমার এলাকার মধ্যে বাকীদার ইজারদারেরদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি কেবল বৎসরের শেষে নীলাম করণের ব্যবহার আছে তবে নূতন নিয়ম করণের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইতে পারে তাহারদিগকে উপযুক্তমতে না সাবধান করিয়া ১৮৪৫ সালের ১ আইনের শক্ত নিয়ম আমলে আনিবা না।

জি প্লৌডন সেক্রেটারী।
সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৪৯। ১৯ জুন।

মন্তব্য। সাবেক নীলামের আইন অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ১২ আইন যে সময়ে প্রবল ছিল সেই সময়ে জিজ্ঞাসা উত্থিত হইল যে বাকীদার সদর ইজারদারেরদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি সম্পত্তি ঐ আইনানুসারে নীলাম হইবার যোগ্য কি ১৮৩৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার নিয়মানুসারে নীলাম হইবেক এবং বোর্ডের মত না মানিয়া গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলেন যে ঐ সম্পত্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুসারে নীলাম হইবেক। (১৮৪৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের ১৮ নম্বরী বোর্ডের সরকুলর আর্ডর দেখ।)

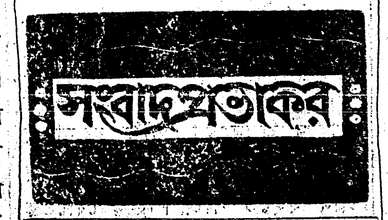

সংবাদপ্রভাকর

১৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা পুলিসের ব্যাপার অতি ভয়ানক হইয়াছে, অনুসন্ধানকারি কমিস্যনর সাহেবেরা গত বুধবার দিবসে প্রকাশ্য বৈঠকে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমতঃ মেং হিউম পরিশেষ মেং পেটন সাহেবকে পুলিস ঘটিত নানা বিষয়ের প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারা বিশেষ প্রতীতি হইতেছে যে পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মকারিদিগের প্রতি রাজপুরুষেরা যে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহার কোন অংশ অমূলক নহে, মেং হিউম সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন পুলিসের বিষয়ে বাবু মতিলাল শীলের প্রভুত্ব আছে, ধর্ম্মতলার বাজারে কোন বিবাদ হইলে পুলিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা তথায় গমন করত দোষিদিগে ধৃত করণে সঙ্কুচিত হইতেন, মেং হিউম সাহেব আরো বলিয়াছেন যে তিনি বিচারাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনেক লোকের লিখিত পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, বাজারের বিবাদ বিষয়ে বাবু মতিলাল শীল তাঁহাকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, অপিচ তিনি তাহা পাঠ করত তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, সেই অনুরোধ কিছুই শ্রবণ করেন নাই যথারীতিক্রমে বিচার করিয়াছেন, অতি অল্প দিবস হইল এক ব্যক্তির কণ্ঠদেশ ছিন্ন করার মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, কিন্তু মতিলাল শীলের অনুরোধ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুলিসের সকল লোকেই মতিবাবুর পদানত, তাঁহারা কোনমতেই ঐ ধনি বাবুর প্রতি আইনের পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারেন না, মেং হিউম সাহেব এইরূপ অনেক বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, সমুদয় লিখিতে হইলে আমারদিগের দুই তিন দিবসের পত্র পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

পরন্তু কমিস্যনর সাহেবেরা প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং জে এইচ পেটন সাহেবকে পুলিস ঘটিত অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে জাহাজি দাঙ্গা ও চুরি ইত্যাদি বিষয়ের বিচার তিনি করিয়া থাকেন, এবং কোন দিবস কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনাগত হইলে তাঁহার কার্য্যেরও ভার গ্রহণ করেন, পুলিসের নূতন নিয়ম প্রচলিত করিবার সময়ে লোক নিয়োগ করণের ভার কাপ্তেন হিক্স সাহেবের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে স্বয়ং কোন বিবেচনা করেন নাই, গঙ্গারামের অপরাধের বিষয়ে তিনি এক আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোযোগও হইয়াছিল কিন্তু ঐ বিষয়ের বিচার করিবার ভার মেং মেকান সাহেবের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন, অপিচ তাহাতে কিরূপ বিচার হইয়াছে তাহা জ্ঞাত নহেন, তিনি মেকান সাহেবের নিকট একটি পয়সাও কর্জ্জ করেন নাই, লোক পরম্পরা অবগত হইয়াছেন যে পুলিসের অনেক কর্ম্মচারী বাবু মতিলাল শীলের নিকট ঋণজালে বদ্ধ আছেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বাবুর কোন পরাক্রম বিস্তীর্ণ হইয়াছে কি না তাহা তিনি নিশ্চয় ব্যক্ত করণে অক্ষম, ইহার অপরাংশ পরে প্রকাশ হইবেক।

ইণ্ডিয়ান টাইম্‌স পত্রে লিখিত হইয়াছে যে সংপ্রতি এক তারি চুরির ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে, বর্দ্ধমান অবধি বারাণসীপর্য্যন্ত ডাকে গমনাগমনের যে রাস্তা আছে ঐ রাস্তার ধারে প্রতারকেরা ডাকের পুলিন্দা হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত ষ্টাম্প কাগজ সকল চুরি করিত, এই ঘটনা কিছুই প্রকাশ ছিল না, সংপ্রতি এক ব্যক্তির বাটী হইতে প্রায় ৩০,০০০ টাকার ষ্টাম্প কাগজ প্রকাশ হওয়াতে সকল ব্যাপার ব্যক্ত হইয়াছে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গতবারের শেষ।

উক্ত উত্তরের যে প্রত্যুত্তর বাদিনী কর্ত্তৃক দেওয়া হয় তদুত্তর প্রতিবাদিনীর দ্বারা সন ১৮৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বাসরীয় রদ্দ জওয়াবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে বাদিনীর যেমত অন্যায় ও অমূলক দাবি এবং তাহাতে প্রতিবাদিনী আপনার জওয়াবে যে সকল ঘটনা হওয়ার আপত্তি লিখিয়াছেন তদৃষ্টে এ মোকদ্দমার বিচার কর্ত্তার প্রথমতঃ এই বিষয়ের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য হইবেক যে এমত অন্যায় ও ক্লেশকর মোকদ্দমা আইন অনুসারে আদালতের গ্রাহ্য কি না, পশ্চাৎ বাদিনীর দাবির ন্যায় অন্যায়ের বিচার আবশ্যক হইবেক আদৌ রাজা বাহাদুর আপন পিতার দানানুযায়ি এই দাবি কৃত স্থাবর অস্থাবর সমুদয় বিভব প্রাপ্ত হইয়া আপন জীবনাবধি দখলিকার ছিলেন কোন কারণবশতঃ দাতার দান অসিদ্ধ হইতে পারে না, দ্বিতীয় বাদিনীর এই অমূলক নালিসি আরজিতে এবং জওয়াবুল জওয়াবে প্রশংসিত রাজাকে যে সময় পতিত হওয়া ব্যক্ত করিয়া এই দাবি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহাকে বিত্তি স্বামী এবং আপনাকে ভরণ পোষণের অধিকারিণী স্বীকার করিয়া কলিকাতাস্থ মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট আদালতে তাঁহার নামে নালিস করেন এবং রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিকাশ ইত্যাদির দাবিতে বাদিনী প্রভৃতির নামে কথিত আদালতে নালিস করিবায় বাদিনী শপথ পূর্ব্বক যে জওয়াব দাখিল করিয়াছেন তাহাতে উপস্থিত অভিযোগে যে সকল মিথ্যা অপবাদ রাজার প্রতি আরোপ করিতেছেন প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে বিত্তি স্বামী এবং দাতার উত্তরাধিকারী মানিয়া ঐ দান সিদ্ধ রাখিয়া এবং ভরণ পোষণের বিষয় রাজার ও বাদিনীর সহিত আপসে যে লিখিত পঠিত হইয়াছিল তাহা দাখিল করিয়া ভরণ পোষণের প্রার্থিতা হইবায় ঐ উভয় মোকদ্দমা উভয়ের সম্মত্যনুসারে একত্র হইয়া সন ১২৪৯ সালে বাদিনীর প্রার্থনা মত তাঁহায় যাবজ্জীবন ভরণ পোষণ পাওয়া ও রাজা বাহাদুরের সমুদয় বিষয়ের অধিকারী হওয়ার চূড়ান্ত ডিক্রী হয়, তৃতীয় বাদিনী রাজার সহিত তাঁহার মৃত্যুকালপর্য্যন্ত আহার ও ব্যবহার করা শপথ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন, চতুর্থ প্রতিবাদিনী এই দাবিকৃত সমুদয় বিভব পাইবার দাবিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর প্রভৃতির নামে কথিত মহামান্য আদালতে যে নালিস করিয়া ডিক্রী প্রাপ্তা হইয়া দখলিকার হইয়াছেন, ঐ মোকদ্দমায় বাদিনী তাঁহা

কে ঐ বিষয়ের অধিকাসরণী জানিয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিয়াছেন; অত্র এব সর্ব্বতোভাবেই সন ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ও ১৬ ধারা এবং ৯৯৯ নম্বরী আইনের অর্থানুযায়ি বাদিনীর এই দাবি আদালতের বিচারের যোগ্য নহে।

প্রতিবাদিনী এলিগেসন ও পরসনল জাইবেলে এবং বিলে, রাজা বাহাদুরকে পতিত ও পাপাত্মা ও অভক্ষ্য ভোজী ও অপেয় পায়ী লেখেন নাই, উক্ত কাগজে রাজার চঞ্চল স্বভাব ও মাদক দ্রব্য ভক্ষণে সতত অস্থির বুদ্ধি ও অপরিমিতব্যয়ী থাকাই বিস্তর বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিন্তু চঞ্চল স্বভাব ও অপরিমিতব্যয়ী ও মাদক [illegible]ব্যভোজী হইলে যে পতিত হইয়া থাকে এমত কোন শাস্ত্রে নাই, বরং হিন্দু ধর্ম্ম পশ্বাচার ও বীরাচার প্রভৃতি বহুতর আচারে বিভক্ত আছে তাহার কোন এক মতানুসারে আচার ও ব্যবহার করিলে মদ্যাদিপানে শূদ্রজাতি কি ব্রাহ্মণ জাতি যাহারদিগের মদ্য পানে বিশেষ নিষেধ তাহারদিগেরও জাতি ভ্রংশ ও ধর্ম্মচ্যুতি হয় না, বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ও মহর্ষি যোগেশ্বর মনু ও কুল্লুক ভট্ট প্রণীত শাস্ত্র টীকা প্রভৃতিতে শূদ্রজাতির পক্ষে দ্বাদশ প্রকারের মদ্য পানেরই বিধি আছে, রাজাকে অভক্ষ্য ভক্ষণে ও অপেয় পান করা প্রতিবাদিনী চক্ষে নাহি দেখী এবং কর্ণেও [illegible] শোনার কথার জওয়াবে লিখিয়া উক্ত এলিগেশন ইত্যাদির বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া ঐ কাগজাত আপন অমূলক [illegible] বিশেষ [illegible] মান করিতেছেন, ও তাহার পোষক

তাঁহারা প্রকৃত কথা গোপন করিয়া পতিত ও পাপাত্মা শব্দ আরোপ করিয়াছেন, এ কেবল বাদিনীর ও তাঁহার মন্ত্রিগণের বুদ্ধির ব্যতায় ও প্রবঞ্চনামাত্র জওয়াবল জওয়াবের উল্লেখিত মহর্ষিগণের মূল শাস্ত্র সকল বর্ত্তমান আছে কিন্তু তাহার কোন গ্রন্থেই শূদ্রজাতি মদ্য পান করিলে যে পতিত হয় এমত লিখিত নাই, এবং রাজাকে হিংসুক ও গুরুদ্রোহী ও পিতা মাতার দ্বেষী ইত্যাদি যে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বাদিনীর লোভের

প্রাবল্য ও স্নেহের শূন্যতা মাত্র রাজা উক্ত দোষ সকলের মধ্যে কোন দোষেরই দোষী ছিলেন না; তবে যদি মাগয়াদি করাতেই হিংসুক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন সে তাঁহার ভ্রম, যেহেতু পুরাণ ও মন্বাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্ব কালীনের রাজা সকলে সর্ব্বদাই মৃগয়া করিয়াছেন, অপর তেঁহ আপন পিতার সহিত কখনও কোন বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, যদিস্যাৎ বাদিনী তাঁহার সহিত রাজার বিবাদ হওয়াতে পিতা মাতার দ্বেষী এক্ষণে ধনলোভে লিখিয়া থাকেন, সে কদাচ বিচারে গ্রাহ্য যোগ্য হইবেক না, কারণ ঐ বিবাদ রাজা কর্ত্তৃক হয় নাই, বাদিনীর চরিত্র ও ব্যবহারে এবং তাহার কন্যার শিক্ষক ৭ টাকা বেতনের চাকর, [illegible] কালাপ মণ্ডল যাহাকে কাশিমবাজার হইতে গমন করিয়াই দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার কুপরামর্শে যদি বাদিনীর বিবাদ ও অনৈক্য তা কেবল রাজার [illegible] হইত তবে [illegible] বিবাদ [illegible] হইত, ঐ মণ্ডলের নিমিত্ত আপন পুত্রের সহিত ও যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেইমত আপন শাশুড়ী ভরজন ৺রাণী সুনার ময়ী ঠাকুরাণী যাঁহার সেবা ও ভক্তি শাস্ত্রানুযায়ি অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার ও আপন গর্ব্ভজাতা কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দসুন্দরী ও তাঁহার পতি অর্থাৎ কন্যা জামাতা যাহারদিগের তুল্য প্রিয়পাত্র আর নাই, তাঁহারদিগের সহিত ও নিয়ত বিবাদ অনৈক্য ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ উক্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আপন নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, তেঁহ তজ্জন্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন এবং কথিত কন্যা ও জামাতাকে অপমান করিয়া আপন বাসস্থান হইতে দূর করেন অদ্যাবধিও তাঁহারা বাদিনীর মুখাবলোকন করেন না, এবং প্রতিবাদিনী তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার প্রতি [illegible] ও প্রসন্নান্তঃকরণে স্নেহ ও অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, প্রতিবাদিনী উইলের মোকদ্দমায় কলিকাতায় [illegible] বাদিনীর শাশুড়ী ও কন্যা যাহা তাহাদিগকে আপন নিকটে রাখিয়া সম্যক সন্তোষ ও সেবাদি করত যাহাতে কোর্টের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দেন, উক্ত আদালতের কাগজাতেও মীমাংসা পক্ষে বাদিনী ৺রাণী সুনারময়ী ও প্রতিবাদিনী ঐক্য হইয়া পরস্পর যে একরার নিষ্পত্তি পত্র লিখিত পঠিত করিয়া পরস্পরকে দেওয়া হয় তদ্দ্বারা সকল সুচারু রূপে সপ্রমাণ হইবেক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✱ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥
॥ ✱ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✱ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামং ভ্রাম মতন্দ্রশীধমমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৪৮২ সংখ্যা) সোমবার ২৩ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ৬ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

AN APPLECATION has this day been made to the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, in its Ecclesiastical Jurisdiction for letters of Administration to the Estate and Effects of JAUDUB CHUNDER SEAT, late of Jorasanko in the Town of Calcutta, a Hindoo, inhabitant to be granted to SREEMUTTY LUCKEYMONEY DOSSEE, the only lawful wedow, and next of kin of the saaid deceased.

E. PANIOTY.
[illegible]ctor.

Calcutta,
28th July, 1849.

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ে এরূপ এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নিবাসী মৃত যাদবচন্দ্র সেট যিনি একজন হিন্দু প্রজা ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকার পত্রানুসারে তাঁহার বিষয়াদির কর্ত্তৃত্ব করণের ভার তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির একাকিনী উত্তরাধিকারিণী জীবিতা আছেন।

ই, পানিওটী।
উকীল।

কলিকাতা।
২৮ জুলাই ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২৩ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা পুলিসের বিষয়ে এপর্য্যন্ত আমরা কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই, কমিস্যনরদিগের কার্য্যের প্রতিই দৃষ্টি করিতেছি, এবং তাঁহারা যে২ বিষয়ের উত্থাপন করিতেছেন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিত করণেও ত্রুটি করি নাই যে সময়ে রাজপুরুষেরা পুলিসের কার্য্যের অনুসন্ধান নিমিত্ত কমিস্যনর নিয়োগ করেন, সেই সময়ে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহারা গোপনীয়রূপে মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যের পরীক্ষা করিবেন, সকল বিষয়ে তাঁহারদিগের দৃষ্টি বিস্তীর্ণ হইবেক না, অপিচ কমিস্যনরগণ প্রকাশ্যরূপে বিচারাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পুলিসের বিষয়ে সাধারণের [illegible] গ্রহণ করাতে এবং সকল কর্ম্মকারিদিগ্যে বিবিধ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবায় আমারদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এতদ্বিষয়ে যে সকল গোলযোগ আছে রাজপুরুষেরা তাহার সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন, এবং তত্তাবৎ নিবারণ করণেও ত্রুটি করিবেন না, যে সময়ে নাগরীয় পুলিসের নূতন নিয়ম প্রচলিত হয় সেই সময়ে আমরা বলিয়াছিলাম থানাদারি পদে সাহেব নিযুক্ত করিলে কোন উপকার হইবেক না, অশ্বারোহী সাহেব প্রহরী ও সাহেব তত্ত্বাবধারকের কোন আবশ্যক নাই, তাহারা মদ্যপানে মত্ত হইয়া বেড়াইবেক, সময় পাইলে উৎকোচ গ্রহণেও আলস্য করিবেক না,

১২০

অপিচ, আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, কমিসানরদিগের নিকটে তাহারদিগের ভয়ানক অত্যাচারের প্রমাণ সকল প্রকাশ হইতেছে; যাহা হউক, অনুসন্ধান গ্রহণের কার্য্য শেষ হইলে এই বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব, এবং যে ব্যক্তি দোষী ও যে ব্যক্তি নির্দ্দোষী তাহা প্রকাশ করণেও বিলম্ব করিব না।

পাঁচকড়ি খাঁ নামধারি কোন লেখক ব্রিটিস বিচারালয়ের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক কলিকাতা রিবিউ পুস্তকে যে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ চমৎকৃত হইয়াছি, রাজপুরুষেরা মনে২ বিবেচনা করিয়াছেন যে শান্তি সংস্থাপন ও সুবিচার বিতরণ জন্য যে সমস্ত নিয়ম পত্র [illegible]য়াছে কর্ম্মচারি সাহেবেরা তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করত প্রজাদিগ্যে সুখি করিতেছেন, অপিচ প্রদেশে যে সকল কাণ্ড হইতেছে তদ্বিষয় প্রধান পুরুষেরা কিছুই জানিতে পারেন না, সিবিল সম্পার্কীয় সাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি অবগত নহেন, সুতরাং কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত তাঁহারা সিরিস্তাদার ও অন্যান্য প্রধান আমলাদিগের বশীভূত হইয়া থাকেন, তাহারা যাহা করে তাহাই চূড়ান্ত হয়, এতদ্ভিন্ন পল্লী গ্রামের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত আছে তাহারা রাজকীয় ব্যবস্থার কোন অংশই রক্ষা করে না; যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, টাকা ব্যতীত কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহে না, তাহারা অল্প বেতনে নিযুক্ত হয়, অপিচ বহু উপায় দ্বারা বিস্তর টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বদা গরম থাকে, সামান্য কথায় রাগ করিয়া উঠে, খোদাবন্দ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহারদিগের কার্য্যের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, এই বিষয়ে উক্ত রিবিউ লেখক অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তিই তাহার একটি কথা অপহ্নব করিতে পারিবেন না।

প্রদেশীয় পুলিসের অবস্থা সংশোধন নিমিত্ত আমরা রাজপুরুষদিগ্যে কত অনুরোধ করিয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না, এবং বিলাতের প্রধান মহাশয়েরাও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছেন, অপিচ তাঁহাতে কিছুমাত্র [illegible] দর্শে নাই, জুডিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞবর সেক্রেটরী শ্রীযুত এফ, জে, হালিডে সাহেব চৌকীদারী কর বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং পুলিসের কার্য্যে উপযুক্ত ব্যক্তি সকল নিযুক্ত করিবারও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ব্যয় বাহুল্য হইবার সম্ভাবনা বোধে প্রধান মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করেন নাই, যাহা হউক এই প্রস্তাব লিখিতে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল অসীম দুঃখের সঞ্চার হইতেছে, ব্রিটিসজাতি সুসভ্য বলিয়া অভিমান করেন, এবং আপনারদিগের রাজকীয় ব্যবস্থার বিস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, কি চমৎকার? তাঁহারা শান্তিকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা করিতে পারেন না, আমলাদিগের অত্যাচারও নিবারণ হয় না, রাজার কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে শান্তিকার্য্যই শ্রেষ্ঠ, যে রাজ্যে শান্তির অভাব সেই রাজ্যকেই অরাজক বলা যায়, কুলিভার্থ এই বিষয়ে রিবিউ লেখক মহাশয় বিস্তর লিখিয়াছেন, অধুনা রাজপুরুষদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে ঐ লেখার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন।

গত শনৈশ্চরবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভয়ানক বৃষ্টি হইবায় অনেক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে, ঐ বৃষ্টির দ্বারা মফঃসলের কয়েকজন মুনসেফের কাছারী ঘর নষ্ট হওয়াতে তাঁহারা আপনাপন বিচার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র লইয়া নৌকারোহণ করিয়াছেন, ধান্যক্ষেত্র সকল একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, নদী সকল আপনাপন সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে।

আমরা শ্রীহট্টের সংবাদ উপরভাগে যেরূপ লিখিলাম ত্রিহুতের অবস্থাও তদ্রূপ বলিতে হইবেক, তথায়ও গুরুতর বৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু কি আক্ষেপ যে উত্তর পশ্চিমরাজ্যে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই, জলের নিমিত্ত কৃষক সকল রোদন করিতেছে, এই বঙ্গদেশে যেরূপ নিয়মে বৃষ্টি হইতেছে তাহা শস্যের পক্ষে এক প্রকার উপকারজনক বটে, দামোদর নদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় যদ্যপি আপন সীমার অতিক্রম না করে তবে [illegible] অঞ্চলে বিস্তর শস্য হইবার সম্ভাবনা, এইক্ষণে ঈশ্বরীয় কাণ্ড কিছুই বলা যায় না, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় নিয়ম দ্বারা কোন দেশ শস্যে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোন দেশের শস্য বৃক্ষ সকল প্রচণ্ড তপন করে দগ্ধ হইবায় প্রজারা হাহাকার করিতেছে, যাহা হউক, সকলই সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছা, অপিচ “মঘেব সৃষ্টিনাশকঃ„ এই উক্তির প্রতি আমরা সংপূর্ণরূপে নির্ভর করিলাম।

এইক্ষণে হুগলি জিলার দেওয়ানী সংক্রান্ত অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জজ সাহেবের প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে উক্ত স্থানের সদর আমীন কিছুদিনের নিমিত্ত এডিসেনল প্রধান সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার পূর্ব্ব কর্ম্ম এবং এই নূতন কর্ম্ম উভয় কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিবেন।

মুনসেফি আদালতের সিরিস্তাদারেরা কিছুদিন হইল সদর আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকট আবেদন পত্র দ্বারা এমত প্রার্থনা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় মুনসেফি পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, প্রধান পুরুষেরা অদ্যাপি ঐ বিষয়ের কোন সদুত্তর প্রদান করেন নাই, বোধ করি ইহা কোনমতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, কেননা মুনসেফের সিরিস্তাদার পরীক্ষা ব্যতীত কিরূপে মুনসেফি পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, কারণ তাঁহারা যে কর্ম্ম করেন তদ্দ্বারা রাজকীয়বিধি এবং বিচার বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা হওনের সম্ভাবনা ভার।

হরকরা পত্রে বিদিত হইল মফঃসলাইট সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে মেজর টি, কুক সাহেব ফিরোজপুরে জুয়াখেলার দলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন, এজন্য উক্ত মেজর সাহেব. কথিত সম্পাদকের নামে রীতিমত অভিযোগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর হইতে কোন বন্ধু লেখেন “এবারে খোড়ে নদীতে তাদৃশ জল বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু এইক্ষণে জলঙ্গির পথ দিয়া নানা প্রকার দ্রব্য পূরিত অনেক নৌকার আমোদানি রপ্তানি হইতেছে, কয়েক দিবস মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইবায় ধান্যের পক্ষে অনেক মঙ্গল বটে, আমন ধান্য প্রায় রোয়া শেষ হইল। নীল বড় মন্দ জন্মে নাই। একটা গোলযোগ হওয়াতে কিছুদিন কালেজে ছাত্রের সংখ্যা ন্যূন হইয়াছিল, এইক্ষণে তাহা সম্মা[illegible] হইবায় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ হইয়াছে„

সপ্তক্ষীরা বিদ্যাসমাজ।

বাঙ্গালা ১২৫৫ সাল ১৬ ফাল্গুন।

বিশেষ সভা।

উক্ত সভায় সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রথম বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তত্তাৎপর্য্য, সম্পাদক তাঁহার পুত্রের টিকা দেওন নিমিত্ত কলিকাতা রাজধানীতে কিয়ৎকালের জন্য গমন প্রার্থনা রাখা এবং তাঁহার পুনরাগমনপর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হেতু তৎপদে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবার বিষয়, সমাজ সম্পাদককে অবকাশ দেওনে সম্মত হইলেন এবং সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চতুর্দ্ধুরীণ তথা শ্রীযুত বাবু উমানাথ চতুর্দ্ধুরীণকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন। দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করা গেল, তাহা শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ চতুর্দ্ধুরীণ ছাত্রের এক মাস অবকাশ প্রাপণের প্রার্থনামূলক হয়, সমাজ তাহাতে সম্মত হইয়া এক মাসের নিমিত্ত অবকাশের অনুমতি দিলেন।

সভায় উপস্থিত থাকায় সভ্যদিগের নাম।

শ্রীযুত বাবু পার্ব্বতীনাথ চৌধুরী।
,, ,, উমানাথ চৌধুরী।
,, ,, জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
,, ,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, মন্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, ,, বিশ্বম্ভর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য
,, ,, আনন্দনাথ ওহাদাদার।
,, ,, গৌরমোহন সরকার।
,, ,, রঘুনাথ বসু।
,, ,, বিশ্বনাথ মিত্র।

সংযোজিত সম্পাদক।
শ্রীপার্ব্বতীনাথ চৌধুরী।
শ্রীউমানাথ চৌধুরী।

রূপক।

প্রণয়।

পদ্য।

প্রণয় সুখের নিধি, বিধির সৃজন।
যাহাতে সরল করে, মানুষের মন॥
প্রেমি কোথা, কোথা প্রেম, প্রেম২ কই।
সরল প্রেমের প্রেমি, সে প্রেমিক কই॥
অনেকেই প্রেম করে, নাহি জানে ক্রম।
চিত্রের কমলে যথা, ভ্রমরার ভ্রম॥
মুখের কথায় চাহে, সুখের প্রণয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয়॥

--- ১

খলের ছলের প্রেম, জলের লিখন।
কলের সহিত তার, না হয় মিলন॥
স্বর্গের সম্পদ সব, দান করে মুখে।
প্রাণাধিক প্রিয় বোলে, স্থান দেয় বুকে॥
মনে কিন্তু ভিন্ন ভাব, বিপরীত রীতি।
পদে২ প্রতারণা, কোথা তার প্রীতি॥
স্বকার্য্য সাধন হেতু, হেসে কথা কয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয়॥

--- ২

দৃশ্য বটে সোজা ভার, বাঁকা পথে চলে।
মন রাখা কথা কোয়ে, ছলে মন ছলে ॥
স্বভাবের ভাবে কত, ভাবের সঞ্চার।
কত ভাবে, কত ভাবে, কত ভাব তার ॥
অন্তরের ভাব যত, না হয় প্রচার।
কেবল কথায় কহে, আমার২॥
না জানে প্রেমের মর্ম্ম, নাহি ধর্ম্মভয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৩

যখন যেখানে যায়, যার কাছে থাকে।
তখন তাহার ভাবে, তুষ্ট করে তাকে ॥
প্রেমের অধীন আমি, কেবল তোমার।
আমার হৃদয়রাজ্য, তব অধিকার ॥
তোমা বিনে অন্য ভার, কিছু নাহি মনে।
নিরখি তোমার রূপ, শয়নে স্বপনে ॥
মিছামিছি মন দিয়া, তার মন লয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৪

ভুলায় সবার মন, কুহকের বলে।
তোমার অধীন আমি, এই কথা বলে ॥
ফেরে২ ফের দিয়া, ফেরে কত ঠাটে।
[illegible]নের ভাগা পীরিতের হাটে ॥
আদরের উস্কদর, যার কাছে পায়।
কপট আদরে তোষে, মন দিয়া তায় ॥
প্রিয়ভাব নাহি ভাবে, প্রিয়ভাবে রয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৫

না দেখিলে প্রাণ যায়, ছুটে২ আসি।
তুমি হে, প্রাণের প্রাণ, বড় ভালবাসি ॥
তোমার কারণে পাই, দুঃখ রাশি২।
অথাচ তোমার প্রেমে, সুখ অভিলাষি ॥
আড়ে২ করে দৃষ্টি, মুখে মৃদু হাসি।
সে নয় প্রেণয় সুখ, প্রণয়ের ফাঁসি ॥
নিজে নহে ভালবাসা, ভালবাসা হয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৬

কোনরূপে কারো সঙ্গে, নাহি হয় মীল।
মনের কপাটে আঁটে, ছলনার খিল ॥
বাহিরের ভাব দেখে, নাহি যায় জানা।
আশালুব্ধ লোভি যারা, লোভে হয় কাণা ॥
সুগন্ধে আমোদ করে, মন যায় ভুলে।
অলি বৃথা বদ্ধ হয়, কেতুকির ফুলে ॥
দুখের সাগরে ঢালে, সুখের কমল।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৭

স্বভাবের অনুরাগে, নাহি ভালবাসা।
অচিন্ত্য জানায় যেন, কত ভালবাসা ॥
ভালবাসা আশালোভে, সদা যায় আসা।
নিরাশার হাতে শেষে, মারা পড়ে আশা ॥
মিছা ভ্রমে ভ্রমপথে, আশায় আসায়।
বায়ুবেগে আয়ু যায়, আশায় আশায় ॥
পুরাতে মনের আশা, নিদয় হৃদয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয় ॥

৮

যাহার সরল মন, সকল সরল।
গরিমা গরলহীন, স্বভাব তরল ॥
স্নেহসূত্রে প্রিয়জনে, প্রেমপথে টানে।
ছলনা চাতুরী সেই, কিছু নাহি জানে ॥
পরিপূর্ণ অনুরাগে, তনু পুলকিত।
চকোরীর ভাব যথা, চাঁদের সহিত ॥
একভাবে এক ভাবে, ভাবের সঞ্চার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

৯

অভিমান নাই, কিন্তু অভিমানে থাকে।
পরিমাণে করি মান, মানে মান রাখে ॥
দেখিলে সখার মান, ম্রিয়মান নহে।
অনুমানে বুঝে মান, মানভরে রহে ॥
উভয়ের মনে২, প্রেমভাব জাগে।
মানে যায় মান, যদি কথা কয় আগে ॥
সুখ সাধে প্রাণ কাঁদে, মান পরিহার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

১০

তুমি, আমি, আমি তুমি, দোঁহে হই একা।
উভয়তঃ সমভাব, অদেখায় দেখা ॥
যত তুলি, যত্নে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ মাখে।
চিত্তপটে মিত্ররূপ, চিত্র করি রাখে ॥
প্রাণের প্রতিমা করি, রাখে নিরন্তর।
ক্ষণমাত্র নাহি হয়, অন্তর অন্তর ॥
সন্তোষ হৃদয়রাজ্য, করে অধিকার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

১১

বচনে অমৃত মাখা, মনে নাই ছল।
বদন প্রফুল্ল সদা, হাস্য খল২ ॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, তাহে কিবা সুখ।
স্বর্গের সম্পদ দেখে, প্রেমিকের মুখ ॥
গোপনে প্রেমের রীত, ছুরিয়া রোপণ।
সুখ ফল দিতে শেষে, না হয় কৃপণ ॥
নিজ ভাবে নিজ ভাবে, করে ব্যবহার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

১২

অন্তর বাহির যার, সকল সমান।
প্রেমপথে তুল্য বোধ, মান অপমান ॥
প্রিয়জনে প্রিয়ভাব, মানসরঞ্জন।
মনের আনন্দে করে, গঞ্জন অঞ্জন ॥
সদাই সুখের সুখি, দুঃখ নাই দুখে।
বিপক্ষের বাক্যবাণ, সহ্য করে সুখে ॥
কলঙ্ক কুসুম জ্ঞানে, গলে পরে হার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

১৩

ভাবের ভাবক সেই, ভাব রাখে বশে।
সদা হয় অভিষিক্ত, করুণার রসে ॥
নিজ প্রাণ বিনিময়ে, কেড়ে লয় প্রাণ।
হৃদয়মন্দিরে দেয়, বসতির স্থান ॥
কোনরূপে কোন দিগে, মন নাহি টলে।
ভাবের সোহাগা করি, সোণা হোয়ে গলে।
পরীক্ষায় খাঁটি হোয়ে, মাটি করে সার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর

১৪

বাক্য মন যুক্ত আছে, ভাব সহকারে।
লজ্জার বসন ঢাকা, নয়নের দ্বারে ॥
অথচ নিলজ্জ বটে, ধৈর্য্য গুণ তায়।
মাধুর্য্য ভাবের ঘরে, নাচে অভিপ্রায় ॥
যতনে গোপন করে, সার অভিলাষ।
অভাবির কাছে ভাব, না হয় প্রকাশ ॥
সুখের প্রণয়ঋণে, মন বাধা যার।
প্রেমিক তারেই বলি প্রেমিক কে আর ॥

১৫

আশা হয় পরিপূর্ণ, আসা হয় যাতে।
আশার বিনাশ নাই, নিরাশার হাতে ॥
ভালবাসা আশা সুখ, চড়ে আশারথে।
বাসনা ভ্রমণ করে, উভয়ের মতে ॥
ভালবাসা ভালবাসে, ভালবেসে যারে।
ভালবাসা ভালবেসে, ভালবাসে তারে ॥
শুধিতে না পারে কভু, প্রণয়ের ধার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর ॥

প্রেমানুরাগী।

হইতে গৃহীত হইয়াছে ,, তাহাতে কথিত পাদরি কোন উত্তর না করিয়া আপনার দুবহ ধর্ম্মোপদেশ বক্তৃতা করিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে সে ব্যক্তি আর কয়েকটা পদ অন্য কোন পাদরির মুদ্রাঙ্কিত ধর্ম্মোপদেশ হইতে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন " ইহাতো অমুকের বাক্য ; ,, ইহাতেও ধর্ম্মোপদেশক আপন বক্তৃতা হইতে ক্ষান্ত না হইয়া কেবল দন্ত দ্বারা আপন নিম্ন ওষ্ঠ কাটিয়া এই সকল কথার প্রতি কল্পিত অমনোযোগ পূর্ব্বক [illegible]নবদনে নিজ সংগৃহীত প্রস্তাব চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎকাল পরে সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার উক্ত ধর্ম্মোপদেশক অন্য কোন গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিদতিপ্রায় চুরি করিয়াছিল এমত প্রমাণ পাওয়ায় কহিলেন যে " এ কথা অমুক পুস্তকে লিখিত আছে ,, ইহাতে পাদরি সাহেব আর রাগ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে কটুভাবে তিরস্কার স্বরূপে কহিলেন " ওহে মূর্খ, তুমি যদি স্তব্ধ হইয়া না থাক তবে তোমাকে এস্থান হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক ,, তাহাতে সে ব্যক্তি কোন প্রকার রাগের [illegible]ণ না দর্শাইয়া বলিলেন " পাদ[illegible] এইক্ষণে যে বক্তৃতা করি[illegible]তা নিজ রচিত বাক্য বটে, [illegible] অভিপ্রায় তিনি কোন [illegible]ণ করেন নাই ,,

[illegible]ত রহস্য কথা।

[illegible]বস কোন প্রয়োজন বশতঃ [illegible]ন উকীল ও কোন বৃদ্ধ বিচারপতি উভয়ে এক শকটারোহণে কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন, উক্ত শকটে চতুষ্পার্শ্বে শার্শি দেওয়া খড়খড়ী ছিল না, পরন্ত পথমধ্যে ধূলা অত্যন্ত উত্তীয়মান হওয়াতে উকীল কহিল " মহাশয়, যদি ইচ্ছা হয় তবে খড়[illegible]ড়ী তুলিয়া দেই, ধূলাতে আপনাকে ক্লেশ দিতেছে ,, তাহাতে বৃদ্ধ বিচার[illegible]তি উত্তর করিলেন " বাপা খড়খড়ী [illegible]ন্দ করিবার প্রয়োজন নাই, খোলা [illegible]কুক, চতুর্দ্দিগের তামাসা দর্শন ক[illegible]তেছি, ধূলায় আমার চক্ষের অপ[illegible]র করিতে পারে না, বিচারাসনে থা[illegible]বার কালীন উকীলেরা প্রত্যহ আমার চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করাতে তাহা সহ্য হইয়া গিয়াছে ,,

---

রূপক।

বসন্ত রাত্রি।

প্রবাসী নায়কের উক্তি।

একেতো বসন্তকাল স্বভাবে রসাল।
জ্বালিতে জীবের মনে মদন মশাল ॥
কুসুমে বিহরে অলি শিহরে শরীর।
কুহরে কোকিল পেয়ে দক্ষিণ সমীর ॥
ফুটেছে চাঁদের কর উঠেছে আগুণ।
যুটেছে চকোর তার প্রকাশিতে গুণ ॥
ছুটেছে মলয় বায়ু লয়ে গন্ধগুণ।
বিয়োগীর পক্ষে তাহা বিষম বিগুণ ॥
মধুকর রাগ ভাঁজে যেন বাজে বীণা।
বৃথায় বঁধুর প্রাণ বধূ মধু বিনা ॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সীর অঙ্গে অঙ্গ দিয়া।
মদনের মান রাখি কোরে তার ক্রিয়া ॥
অধর চুম্বন করি মুখ দিয়া মুখে।
এমন সুখের নিশি তবে যায় সুখে ॥

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত সাধুরঞ্জন প্রকাশকেষু।

লোভ।

নিম্নস্থ বিষয় বিবেচনা সিদ্ধ হইলে পত্রাঙ্কত করিয়া বাধিত করিবেন।

লোভ কি ভয়ঙ্কর রিপু ! এই লোভের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে কত২ রাজা আপন অধিকারের বহির্ভূত স্থলেও যাইয়া ভিন্ন রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে আত্মবধ জ্ঞাতিবধ ভ্রাতৃবধ কেহবা গুরুবধ করণেও অন্তঃকরণে একটুক দয়ার সঞ্চার করেন নাই, আহা ? এইক্ষণে তাঁহারাইবা কোথায়, তাঁহারদিগের সেই মনোরথ রাজ্যই বা কোথা, যখন সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই এতদ্রূপ এক ঘৃণিত লোভের আশ্রয় লইয়া কেবল রণরঙ্গেই টৈহ টৈহ করিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন তখন প্রসূত ভূত কথা উল্লেখের প্রয়োজন কি ; বিজ্ঞগণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রথম এবং শেষ বিবেচনা করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্রূপ যুদ্ধ কার্য্যের প্রথম বিবেচনা করিতে হইলে প্রাণিহত্যা, অর্থের শ্রাদ্ধ অঙ্গহীন, বন্ধু বিচ্ছেদ, শারীরিক ক্লেশাদি সহ্য করিয়া পরিশেষে তাহাতে জয় যুক্ত হইলেই বা সুখের বিষয় কি ; আর হইবেই এমত নিশ্চয় কি, না হইলেও হইতে পারে, তৎপ্রমাণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট চীন, কাবুল, নেপাল ইত্যাদি স্থানে বঞ্চিত হইয়া নিরর্থক অর্থ ও প্রাণি হানি করণানন্তর পঞ্জাব লইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছেন, ফলে ইহাতে জয়লব্ধ হইলেও শীঘ্র শেষ হইবেক এমত কোন মতেই মন্তব্য নহে, সুতরাং রাজপুরুষদিগের কেবল এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল সে স্থানে ব্যস্ত প্রযুক্ত স্থিতি এবং এস্থানে আন্দোলিত হইলে আর একটি মহৎ কর্ম্মের হানি সম্ভাবনা অর্থাৎ রাজকীয় আরং সমুদয় বিষয় এক প্রকার গো

লযোগেই পতিত থাকে, অপিচ যখন ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে এক ব্যক্তি কৃতান্ত কর্ত্তৃক আক্রামণ উপক্রম হইলে তাহার পিতা মাতা তাহার জীবন রক্ষার্থে চিকিৎসক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব পন কোনছার সাধ্যাতীত বাঞ্ছিত হইলেও তৎকালীন অসম্মত হয় এমত অতি বিরল, তদ্রূপ রাজ্যাধিপতিরাও অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের পিতাস্বরূপ হইয়া ইচ্ছাধীন অগণ্য সৈন্যগণকে ও সন্ন শূন্য বদনে কৃতান্তের হস্তে অর্পণ করা প্রকৃত বিবেচনায় মহৎকার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, এবং ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যখন এক প্রাণের দায়ে সর্ব্বস্ব পন স্বীকার, হইল তখন রাজ্য কোনছার যাঁহারা রাজ্যাধিপতি তাঁহারা এমত ঘটনায় স্বীয়াধিকৃত রাজ্যও প্রদান করিতে পারেন, অতএব যদি একটি রাজ্য একটি জীবনের মূল্য হইল না তবে একটি রাজ্য লাভ হেতুক অসংখ্য প্রাণির হানি করা অবশ্যই সাধুবোধে সুবোধ বিবেচ্য নহে, বিশেষতঃ কোন যুদ্ধে অগণ্য সৈন্য সমর শায়ী করণানন্তর জয় প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে এক আনন্দ উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণকে মহোল্লাস করে ও মৃত ব্যক্তিদিগের পাপের সম্বন্ধে যে এক দারুণ দুঃখ আসিয়া শেল স্বরূপ হইয়া বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে এতদুভয়ের সীমা ও স্থিতি বিবেচনা করিলে আনন্দাপেক্ষা দুঃখের সীমা ও স্থায়িত্ব দীর্ঘ হইবেক এবং ইহাতে জয়কারীদিগের অপেক্ষা যাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবেক, তাহারদিগের দুঃখ কত শত অংশে অধিক হইতে পারে, তৎপ্রমাণ সুখোপরে সুখ বৃদ্ধি হইলে সভাবতঃ জ্ঞান হয় কিন্তু তদুপর দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা অসহ্যরূপে সহ্য করিতে হয়, অতএব পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া এমত ঘটনায় প্রবৃত্ত হইলে মন কদাচই নত হয় না।

বস্তু ইহাতে লভ্যই বা কি আছে? যুদ্ধের ব্যয়, হত ব্যক্তিদিগের স্ত্রী পুত্রার ভরণ পোষণোপযোগী চিরবৃত্তি, তৎপরিবর্ত্তে যে সকল লোক নিযুক্ত হইবার আবশ্যক, এবং তাহারদিগের ও জয়লব্ধ রাজ্যের ভবিষ্যৎ শাসন নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারিদিগের মাসিক বেতন, এ সমুদয় একত্র করিলে বোধ করি অধিক লভ্য হইতে পারে না। অপিচ গ্রন্থকারেরাও ভূয়ঃ কহিয়াছেন যে এই জগতে বন্ধু বিহীনে মনুষ্য প্রায় কালযাপন করিতে পারে না, কিন্তু হায়! এস্থলে তাঁহারদিগের কথা এক প্রকার অমান্য হইতেছে, পুনশ্চ তাঁহারা কহিয়াছেন, সমানে সমানেই মিত্রতা করিবেক, সুতরাং এতদ্বিষয়ে রাজাদিগের বন্ধু রাজারা না হইয়া কেহই হইতে পারে না, অতএব শাত্রবতার কন্টকময়ের বিনিময়ে নৃপতিরা পরস্পর যদ্যপি বন্ধুতার নির্ম্মল বীজ প্রগাঢ় রূপে বপন করেন, আহা! তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হয়, এবং গ্রন্থকর্ত্তাদিগেরও কথার মান রক্ষা হয়, অধুনা প্রমাণ স্বরূপ একটি কথা অগ্রে অনুবাদ পূর্ব্বক উদ্ধৃত পুরঃসর পশ্চাৎ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমার মূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব, অর্থাৎ যৎকালীন ক্যার্যাক্‌টেকস্ নামক ব্রিটিনাধিপতি রোমরাজ ক্লডিয়সের দ্বারা কারারুদ্ধ হয়েন, তৎকালীন রোমের শোভা সন্দর্শন করত কহিয়াছিলেন যে "হায়! যে ব্যক্তি গৃহে এমত ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, আমার ব্রিটিনস্থ ক্ষুদ্র কুটীরের প্রতি তাঁহার এমত লোভ হইয়াছে?"

এস্থলে ইংরাজ ভূপালদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে তাঁহারা অন্যের তুলনায় এক দীর্ঘ রাজ্যের অধিপতি হইয়া অকারণে ঘৃণিত লোভের বশীভূত হওত রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা কি জন্য সহ্য করেন? তাঁহারদিগের যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট, ঈশ্বর করুন পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া প্রজাবৃন্দের বংশাবলীকে সুখে পালন করুন, অন্যাধিকৃত রাজ্য ভাগা অন্তর হইতে অন্তর রাখাই কর্ত্তব্য। হে জগদীশ্বর, আপনি যে কয়েক রিপু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে সকলেরি শান্তি আছে, কেবল লোভের শান্তি নাই, অতএব সুপ্রসন্ন হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণকে লোভের অধিকার হইতে একেবারে মুক্ত করুন, যেন কস্মিন্‌কালে কেহই এই কদর্য্য রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হয়েন।

শ্রীকালীকমল দেব।

সাং খিদিরপুর।

মান্যবর শ্রীযুত সাধুরঞ্জন প্রকাশকেষু।

পয়ার।

শ্রীমন্ বসন্তকাল হইল উদয়
নানা বৃক্ষ লতা আদি প্রফ[illegible]
ফল পুষ্প পৃথিবীতে সরে[illegible]
বদরিকা ভাগ্যহীন নি[illegible]
বসন্ত আগমনে তা[illegible]
অবশিষ্ট শাখা আদি [illegible]
অতএব রসজ্ঞের কিমাশ্চর্য্য[illegible]
কুলের নিধন হেতু ত্রিভুবনে গা[illegible]

শ্রীরামসুন্দর সেন।

সাং মধুপুর মোং কাটোয়া।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিতাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

(৩৪৮৩ সংখ্যা) মঙ্গলবার ২৪ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ৭ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব ব্রজমোহন পালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে, পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। শহর কলিকাতার সুটানুটীর হাটখোলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ কিয়দংশ দোতালা ও কিয়দংশ একতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥২ বারোকাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ব্রজমোহন পালের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগের একাংশে অদ্বৈতচরণ দের বাটী ও ভূমি। অপরাংশে মল্লিকের ভূমি। উত্তরদিগে এক গলি। পশ্চিমদিগের একাংশে মান্যবর কোম্পানির নরর্দ্দমা অপরাংশে এক গলি। এবং পূর্ব্বদিগে রাজকৃষ্ণ দের বাটী ও ভূমি।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার শোভাবাজারের বটতলার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ যাহার একাংশ দোতালা ও একাংশ একতালা ভাড়াটিয়া অথবা বসতি বাটী এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।৩ আট কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী ব্রজমোহন পালের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে এক গলি উত্তর দিগে মোহন শাহার বাটী ও ভূমি। পশ্চিম দিগে পরাণচন্দ্র মদক ও গোলকচন্দ্র মদক দিগের বাটী ও ভূমি এবং পূর্ব্বদিগে চিৎপুর রোড।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

[illegible]
Sheriff.

আর, ষ্টাপকোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ জুলাই ১৮৪৯।

কমিস্যারিএট বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি এক্সিকিউটিব কমিস্যারিএট আফিসে গোরুর গাড়ী যোগাইবার চুক্তি গ্রহণেচ্ছুদিগের শিলকরা দরখাস্ত সকল গ্রহণ করা যাইবেক, ঐ সকল গোরুর গাড়ী বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ অবধি এক কিম্বা দুই অথবা তিন বৎসরের নিমিত্ত গৃহীত হইবেক, ঐ সকল গাড়ী

তে সৈন্য সম্বন্ধীয়, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবেক, উক্ত চুক্তি দৈনিক বা মাসিক ভাড়ার নিয়মানুসারে হইবেক, এবং সময়ে২ ঠিকাভাড়ার নিয়মেও দিতে হইবেক, ঐ গাড়ী সকল যে২ স্থানে যাইবেক তাহার বিস্তারিত কমিসারিএট আফিসে জানিতে পারিবেক, কিন্তু গাড়ী সকলের গতি উত্তম হইবেক, কোন স্থানে কোন গাড়ী কোন কারণ জন্য নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিক দিবস বদ্ধ থাকিলে মাসিক ভাড়ার চুক্তি অনুসারে দেওয়া যাইবেক, যাঁহারা এই চুক্তি গ্রহণেচ্ছু হয়েন তাঁহারদিগ্যে নিয়মানুরূপ কার্য্য করণের প্রতিভূ স্বরূপ ৬০০০ টাকা নগদ অথবা কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবেক, এবং এই অফিসে [illegible]ারম অর্থাৎ নক্সা দেখান যাইবেক তদনুসারে ঐ চুক্তি নির্দ্ধারিত হইবেক, চুক্তি গ্রহণেচ্ছুগণ ৬০০ টাকা চুক্তি গ্রহণের বায়নার স্বরূপ উক্ত দরখাস্তের সহিত প্রদান করিবেন।

J. C. SCOTT. *Coptain.*
Depy. Asst. Comy. Genl.

জে, সি, স্কাট। কাপ্তেন।
ডেপুটী আসিষ্টাণ্ট কমিস্যারি জেনরল।

ফোর্ট উইলিএম।
কমিস্যারিএট আফিস।
১৯ জুলাই ১৮৪৯।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সংবাদপ্রভাকর

২৪ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কলিকাতা নগরের বসতি বাটীর টেক্স বৃদ্ধি বিষয়ে কমিস্যানর মহাশয়েরা বিশেষ মনোযোগি হইয়াছেন, আমরা গত বাসরীয় হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে এসেসর সাহেব রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর টেক্স পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, অপিচ রাজপরিবারগণ গুরুতররূপে আপত্তি উপস্থিত করাতে তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই, চোরবাগান নিবাসি বিজ্ঞবর শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ বসু পূর্ব্বে ত্রৈমাসিক বিলে ৯ টাকা টেক্স প্রদান করিতেন, এইক্ষণে ঐ বিলে ১৫ টাকা হইয়াছে, বড়বাজার নিবাসি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রামসেবক মল্লিকের বসতি বাটীর টেক্স ৯ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, শিবতলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু গুরুদাস দত্ত ও শ্যামলদাস দত্ত, এরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন যে পূর্ব্বে তাঁহারা যে পরিমাণে বাটীর টেক্স দিতেন এইক্ষণে তাহার তিনগুণ দিতে হইবেক, অতএব কমিস্যানর মহাশয়দিগের এই উদ্যোগ প্রজাদিগের পক্ষে যেরূপ ক্লেশজনক তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, ভূমির কর ও বাটীর টেক্স ইত্যাদি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরূপিত হইলেই ভাল হয়, সময়ে২ তাহার তারতম্য করা কোনমতেই বিচারসিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ কলিকাতা নগরীয় বসতি বাটীর টেক্স যে নিয়মে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা এক প্রকার অধিক বলিলেও বলা যায়, এবং তাহা বহুদিবসাবধি সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, অধুনা ঐ টেক্স বৃদ্ধি করা কোনমতেই বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

দেওয়ান মূলরাজের প্রতি যে অন্যায় অনুমতি হইয়াছে তদ্বিশেষ আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এগিনিউ এবং এণ্ডরসন সাহেবের প্রাণ নষ্ট করিবার আজ্ঞা তিনি প্রদান করেন নাই, মেং মেন্সেল প্রভৃতি বিচারপতিরা অবিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে দোষী করিয়াছেন, অপিচ ২১ জুলাই দিবসীয় মফঃসলাইট পত্রে খালসা সেনাবলীর লিখিত যে এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে মূলরাজের নির্দ্দোষতা বিশেষরূপে প্রমাণ হইতেছে, অতএব আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ ঐ পত্র নিম্নভাগে অনুবাদ করিলাম, সেনারা এই পত্র গুরুজীকে লিখিয়াছিল।

২২ আপ্রিল ১৮৪৯ সাল।

“ পরাৎপর গুরুদেবের অনুগ্রহে এসরা সিংহ, গোলাব সিংহ, কুলদীপ সিংহ খান সিংহের অধীনস্থ সমুদয় খালসা সৈন্য এতৎপত্র দ্বারা বিদিত করিতেছেন যে গুরুজীকা ফতে অর্থাৎ গুরুর কৃপায় খালসাদলের জয় হইবেক, সংপ্রতি যে ঘটনা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই, আমরা ফিরিঙ্গিদিগের সহিত লাহোর পরিত্যাগ করিয়া ৮ বৈশাখ মঙ্গলবার দিবসে মূলতানে উপস্থিত হইয়াছি, আমারদিগের আগমনের পর দিবস দেওয়ান মূলরাজ ফিরিঙ্গিদিগ্যে সঙ্গে লইয়া কেল্লায় গমন করিয়াছিলেন, এবং অস্মদাদির প্রতি কেল্লা রক্ষা করণের ভারার্পণ করত এক শত সেনাকে তথায় রাখিয়া ফিরিঙ্গিদিগের সহিত নগরে গমন করেন, একজন পদচ্যুত সিপাহী পথিমধ্যে একজন ফিরিঙ্গির শরীরে অস্ত্রাঘাত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে ভূমণ্ডলে পতিত হইলেন, এবং অপর একজন ফিরিঙ্গিও সেই অস্ত্রের দ্বারা আঘাতী হইলেন, এই ঘটনার পরে আমরা খান সিংহের সমভিব্যাহারে উক্ত ফিরিঙ্গিদিগ্যে লইয়া শিবিরে গমন করিলাম, পরন্তু দেওয়ান মূলরাজ বাটীতে উপস্থিত হইলে রংরাম তাঁহাকে বলিলেন যে ঐ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে আপনার গমন করা অতি কর্ত্তব্য, তাহাতে দেওয়ান কোন সেনাকে সমভিব্যাহারে না লইয়া গমন করণে উদ্যত হইলেন, এমত সময়ে গুরুর ইচ্ছায় এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল, মূলতানদেশীয় সমুদয় শীক ও যবন সেনারা এক দলবদ্ধ হইয়া মূলরাজের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে ফিরিঙ্গিদিগের নিকট গমন করণে নিষেধ করিলেক, অপিচ মূলরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন না, এই সময়ে একজন সিপাহী তরবাল খুলিয়া রংরামের শরীরের তিন স্থানে আঘাত করিল, এই গোলযোগে মূলরাজ অশ্ব হইতে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সেনারা তাঁহাকে ও রংরামকে বাটীতে লইয়া গিয়া কহিলেক যে গুরুর এরূপ অনুমতি আছে যে বল দ্বারা ফিরিঙ্গিদিগ্যে এদেশ হইতে দূর করিতে হইবেক, পর দিবস প্রাতে ভয়ানক রূপে কামান হওয়াতে গুরু আমারদিগ্যে যুদ্ধ জন্য অগ্রসর হইবার আজ্ঞা করিলেন, যেহেতু এইরূপ গুরুর পুস্তকে লিখিত ছিল, যাহা হউক, আমরা মূলতানিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া উক্ত ফিরিঙ্গিদিগের প্রাণ নষ্ট করিলাম।”

বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া দেওয়ান মূলরাজ এগিনিউ এবং এণ্ডরসন সাহেবের মৃত্যু বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সহিত এই পত্রের সংপূর্ণ ঐক্য আছে, বিশেষতঃ এই পত্র যখন উক্ত ঘটনার সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন ইহার সকল কথাকেই সত্য বলিতে হইবেক, অতএব এগিনিউ এবং এণ্ডরসন সাহেবের হত্যা বিষয়ে মূলরাজ সংপূর্ণ নির্দ্দোষী, তিনি তাঁহারদিগের প্রাণ নষ্ট করণের অনুমতি করেন নাই, ব্রিটিস বিচারকেরা অন্যায় বিবেচনার অনুগামি হইয়া তাঁহার প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

আমরা উপরি উক্ত বিষয় লিখিয়া সমাপ্ত করিলে অবগত হইলাম যে ব্রিটিস কর্ম্মচারিরা দেওয়ান মূলরাজকে কলিকাতায় প্রেরণ করিবেন, তাঁহার বিষয়ে গবরনর জেনরল সাহেব এপর্য্যন্ত মনোযোগ করিতে পারেন নাই।

পুলিস।

গত শনিবার দিবসে কমিস্যানর সাহেবেরা পুলিসের আসনে উপবেশন করিলে প্রথমতঃ মেং বেলাই সাহেব তাঁহারদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মতলার বাজারের জুয়াখেলার কথা উত্থাপন করেন, তিনি বলেন যে ঐ বাজারের একটা পাকাঘরে প্রকাশ্যরূপে খেলা হইত, পুলিস প্রহরিরা ক্রীড়াকারকদিগ্যে কিছুই বলিত না, একদিবস তিনি খেলকদিগ্যে ভয় প্রদর্শন করিবায় তাহারা বলিয়াছিল যে এই বাজার মতিলাল শীলের এখানে পুলিসের কোন ক্ষমতা নাই, বেলাই সাহেবের কথা শেষ না হইতেই বাবু মতিলাল শীল কৌন্সেলি মর্টন ও উকীল তামস সাহেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়া কমিস্যানরদিগের হস্তে এক পত্র প্রদান করিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে কলিকাতার সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে পুলিসের বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব আছে, অপিচ তাহার একটি কথাও সত্য নহে, ১৮৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে অশ্বারোহি পুলিস প্রহরিদিগের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা মতি বাবুর কয়েকটা পাকাঘর ভাড়া লইয়াছিলেন, অপিচ তিনি ভাড়ার টাকা একটী পয়সাও প্রাপ্ত হয়েন নাই, তজ্জন্য কয়েকবার পত্র লিখিয়াছিলেন ও প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন তাহাতে

সাহেব কোন কথা কহেন নাই, তাঁহার পরিবারের তত্ত্বাবধারকেরা ঐ ভাড়ার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও উত্তর পান নাই, পরন্তু গঙ্গাতীরে মতি বাবু একটা পাকাঘাট বন্ধন করিয়াছেন, ঐ ঘাটের দুই দিগে প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে, অপিচ পুলিস কর্ম্মচারিরা বিপক্ষ হওয়াতে এপর্য্যন্ত ছাত প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, এই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগ্যে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই, শীল বাবুর কলুটোলার বাটীর উভয় পার্শ্বে সরোবর আছে গ্রীষ্মকালে তাহাতে জল থাকে না ও পচাগন্ধ হয় সেই গন্ধে পীড়া হইবার সম্ভাবনা, বাবু ঐ সরোবর উত্তমরূপে পুনঃখনন করিবার অভিপ্রায় কারয়া[illegible] কিন্তু পুলিসের প্রতিবন্ধকতায় ও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, একদিবস তাঁহার পরিবার সম্বন্ধীয় কোন স্ত্রীলোক পাল্কী আরোহণে স্থান বিশেষে গমন করিতেছিলেন, পাল্কীর সহিত দুই জন রক্ষক ছিল, একজন চৌকিদার বিনাকারণে একজন রক্ষককে ও বেহারাদিগ্যে প্রহার করে, তাহাতে ঐ পাল্কী তাঁহার বাটীতে ফিরিয়া যায়, অত্যাচারিকে ধৃত করত পুলিসে দিয়াছিলেন, অপিচ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহার প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বিধান করেন নাই। শীলবাবুর তালুক হইতে একজন পেয়াদা কাগজ পত্র লইয়া আসিতেছিল পুলিসের লোকেরা অন্যায়রূপে তাহাকে ধৃত করত কারাগারে রাখিয়াছিল, পর দিবস প্রাতে সেব্যক্তি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং অপরাহ্ণ সময়ে তিনি ঐ সকল কাগজপত্র ফিরিয়া পান। মতিবাবুর এই পত্র পঠিত হইলে কালবিন সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট অথবা অন্য কোন পুলিস কর্ম্মচারী কি তোমার নিকট ঋণজালে বদ্ধ আছেন? ইহাতে মতিবাবু উত্তর করিলেন যে “হুঁ, মেজর বর্চ, মেং পেটন, হিউম, মেকান, মেং কেনি ও তাঁহার জামাতা, ইঁহারদিগের সহিত আমার অর্থ ঘটিত হিসাবাদি আছে, বর্চ সাহেব এবং পেটন সাহেব পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমার নিকট কর্জ্জ করেন, কিন্তু হিউম সাহেব এখানকার পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কয়েক খানা দেনার খৎ আমার হস্তগত হইয়াছে, মেং মেকান সাহেব আমার নিকট কোন কর্জ্জ করেন নাই, অপিচ মেং কেনি সাহেবের ঋণবিষয়ে তিনি জড়িত আছেন, মেকান সাহেব তাহার নিমিত্ত আমার নিকট দুই খানা বাটী বন্ধক রাখিয়াছেন।”

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়)

আমরা অতিশয় শোকসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, যে লাডোয়া দেশীয় বিখ্যাত রাজা অজিত সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন, তিনি কাশ্মীরে গমন করিতেছিলেন পথিমধ্যে তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, অজিত সিংহ অতি উপযুক্ত মনুষ্য ছিলেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে কারাবদ্ধ ছিলেন, অতএব এই মহামনুষ্যের মৃত্যু জন্য অনেকেই শোকযুক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে অথবা তাহার মধ্যে এক খানা বাষ্পীয় জাহাজ উপরি উক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

৬ আগ[illegible] ১৮৪৯।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ※ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ※ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৮৪ সংখ্যা) বুধবার ২৫ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ৮ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে অথবা তাহার মধ্যে এক খানা বাষ্পীয় জাহাজ উপরি উক্ত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

৬ আগষ্ট ১৮৪৯।

সুপ্রিমকোর্টের বিজ্ঞাপন।

সরিফ সেল।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কাইরাই ফেসিয়াস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার যোড়াসাঁকোর অন্তঃপাতি দয়েহাটা ইষ্ট্রিটের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা গৃহ বসতি ও ভাড়াটিয়া বাটী নং ৬৩/৮ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /২ দুই কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে অনরেবল কোম্পানির নর্দ্দমা। পশ্চিমদিগে দুর্গাচরণ মল্লিকের বাটী ও ভূমি। উত্তর দি[illegible] আপনারায়ণ মল্লিকের ভূমি। এবং দক্ষিণ দিগে উক্ত দয়েহাটা ইষ্ট্রিট।

২ দফা। শহর কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী নং ১ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে গলি। দক্ষিণ দিগে পাতুরিয়াঘাটা লেন। পশ্চিম দিগে শ্যামবসাখের বাটী ও ভূমি।

125

এবং উত্তর দিগে রামহরি তেলির ভুমি।

৩ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার পাতুরিয়াঘাটার অন্তঃপাতি নাপ্তেহাটার গলির শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ অথবা বসতি বাটী ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ।।০ দশ কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর ও দক্ষিণ [illegible]কুমার ঠাকুর ও অন্যানের ভুমি। এবং পশ্চিম দিগে মতিলাল মল্লিকের বাটী ও ভুমি।

৪ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার গরাণহাটার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা গৃহ বসতি বাটী নং ৩৬ ও তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান /৩ তিন কাঠা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ দক্ষিণ দিগে গলি। পূর্ব্ব দিগে পদ্ম রাঁড়ের বাটী ও ভুমি। পশ্চিম দিগে রাধু ভড়ের বাটী ও ভুমি। এবং উত্তর দিগে রামধন ঘোষের বাটী ও ভুমি।

৫ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি ঢুলিপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ রায়তি ভূমি নম্বর ৭৮/৫ ভুমি অনুমান ১/ এক বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিগে কৃষ্ণমোহন দত্তের বাটী ও ভুমি। পশ্চিম দিগে রামলাল ঘোষের বাটী ও ভুমি। দক্ষিণ দিগে আশুতোষ দেবের এক বাটী ও ভুমি। এবং উত্তর দিগে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তির ভুমি।

৬ দফা। বিশেষতঃ শহর কলিকাতার সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি নয়নচন্দ্র দত্তের ষ্ট্রিটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত অপর যে এক খণ্ড ও বন্দ ভাড়াটিয়া ভূমি নম্বর ১২ ভুমি অনুমান ২/ দুই বিঘা তাহা কিছু কমী হউক বা বেশী হউক তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্ব্বোক্ত আসামী তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসারে বিক্রীত হইবেক। তাহা এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ বিশেষতঃ পশ্চিম দিগে এক গলি। উত্তর দিগে উক্ত নয়নচন্দ্র দত্তের ইষ্ট্রিট। দক্ষিণ দিগে অনরেবল কোম্পানি বাহাদুরের নর্দ্দমা। এবং পূর্ব্ব দিগে নবকুমার চক্রবর্ত্তির বাটী ও ভুমি।

সরিফের দপ্তরে অন্বেষণ করিলে এই সকল বিক্রয়ের বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

R. STOPFORD.
Sheriff.

আর, ষ্টাপফোর্ট।
সরিফ।

কলিকাতা।
২৮ জুলাই ১৮৪৯।

সংবাদপ্রভাকর

২৫ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত সোমবার অপরাহ্ন দিবা দুই প্রহর চারি ঘটিকার সময়ে বিলাত হইতে ২৫ জুন তারিখপর্য্যন্তের সংবাদ কলিকাতায় আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। চেন্সেলর অফ [illegible]ক্সিকর সাহেব বিলাতরাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ৯০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। নেবিগেসন বিলে লার্ডগণ সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। জুজাতিকে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরের পদে নিযুক্ত করণের প্রস্তাব প্রজাদিগের সাধারণ সভায় পুনর্ব্বার পঠিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেঁদেটের কার্য্য বিক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের কয়েকজনকে কারাবদ্ধ করিবার অনুমতি হইয়াছে। হেমিল্টন নামক যে ব্যক্তি মহারাণীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল বিচারপতি সাহেবেরা তাহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। গত ১৩ জুন তারিখে ফ্রেন্স দেশীয় প্রজারা পুনর্ব্বার রাজকর্ম্মচারিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, অপিচ সেনাপতি চাঙ্গেনিয়র সাহেব তাহারদিগ্যে বিলক্ষণরূপে পরাভূত করিয়াছেন, লিডরু রলিন প্রভৃতি কয়েকজন ঐ বিপক্ষ পক্ষে সংযোজিত ছিলেন, আট শত ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক প্রধান মনুষ্য আছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানিদিগের পরস্পর সংযোগ বিষয়ে বোর্ড অফ কাণ্ট্রোল ও ইণ্ডিয়া হৌসের মেম্বর মহাশয়েরা সম্মত হইয়াছেন।

প্রিবিকৌন্সেলের উপস্থিত বৈঠকে মেং জান পিটর গ্রাণ্ট সাহেবের মোকদ্দমার বিষয় উপস্থিত হইবেক না, এই বিলম্বের কারণ কেহ২ বলেন যে গ্রাণ্ট সাহেবের মোকদ্দমা [illegible]রণের ইচ্ছা নাই, যাহা হউক যদ্যপি তিনি ঐ বিষয় উপস্থিত করেন তবে আগামি নবেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে তদ্বিশেষ জ্ঞাত হওয়া যাইবেক।

বর্দ্ধমানাধিপতি উক্ত কৌন্সেলের নিকট পুনর্ব্বিচারার্থ যে মোকদ্দমা প্রেরণ করেন জুন মাসেই তদ্বিষয়ের অনুমতি হইবার কল্পনা আছে, অন্যান্য সংবাদ আমরা পরে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব।

পুলিস।

গত বারের শেষ।

পরন্তু মতিলাল বাবু আরো বলিলেন যে মেং মেকান সাহেব তাঁহার নিকট হইতে কসাইটোলার এক থানা বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, অপিচ তাহার টাকা ক্রমে পরিশোধ করিয়াছেন, মেং পেটন সাহেব অসওল্ড শীল কোম্পানির নিকট হইতে যে টাকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমার টাকা, উক্ত কোম্পানিরা কেবল এজেণ্টের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, মেং পেটন ও মেজর বর্চ সাহেব সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিতেন, কদাচ আমার নিকট গমন করিতেন, অপিচ হিঝিবেলির হাটে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থলে তাঁহারদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। পরে কালবিন সাহেব বলিলেন যে মেং হিউম সাহেবের নিকটে তুমি কি কখন এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ যে পুলিস কর্ম্মচারিদিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন তুমি জ্ঞাত নহ; কিন্তু সামান্য ইনিস্পেক্টর সাহেবেরা চৌরঙ্গির বড়২ সাহেবদিগের অপেক্ষা উত্তম দ্রব্যাদি আহার করে, তাহারদিগের খানার টেবিলের অতি মনোহর শোভা হয়, কেহ বগী ও চারি পাঁচটা অশ্ব রাখে, তাহারদিগের স্ত্রী ও পুত্রাদি গাড়ী চড়িয়া গঙ্গার সম্মুখস্থ রাস্তায় বায়ু সেবন করিয়া থাকে, ইনিস্পেক্টর গঙ্গারামের এরূপ দৌরাত্ম্য ও সে অর্থ গ্রহণে এতদ্রূপ তৎপর যে বড়বাজারের দোকানদারগণ তাহার অত্যাচারে একেবারে নিঃস্ব হইয়াছে, ৩০০০ লোকে একত্র হইয়া এই বিষয়ে এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন, প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্বিষয়ে অন্যান্য মাজিষ্ট্রেটদিগের অভিপ্রায় গ্রহণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিস্পেক্টর ও অন্যান্য পুলিস কর্ম্মচারিরা দলবদ্ধ হইয়া এরূপ ভয়ানক দাঙ্গা করিয়াছিল তাহাতে অনেকের হস্ত পদ ও মস্তকাদি ভাঙ্গিয়াছিল। হিউম সাহেবের এই অভিপ্রায় কালবিন সাহেব ব্যক্ত করিলে মতিবাবু উত্তর করিলেন যে আমি হিউম সাহেবের নিকট এরূপ কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই, আমি টাকার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঐ সময়ে এইরূপ কোন কথারই প্রসঙ্গ হয় নাই। এই বিষয়ে হিউম সাহেব কমিস্যনরদিগের দ্বারা মতিবাবুকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করাইলেন, অপিচ তিনি তাহার কোন কথাই স্বীকার করিলেন না, পরে হিউম সাহেব বলিলেন যে মতিবাবুর ঐ দরখাস্তের কথা মেজর বর্চ সাহেবকে বলিয়াছিলাম। ইহাতে কমিস্যনর সাহেবেরা বর্চ সা[illegible] ডাকিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে হিউম সাহেব আমাকে দরখাস্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বটে। পরে কালবিন সাহেব চাঁপাতলার বিষয় মতিলাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে ঐ ব্যাপারের অভিযোগকারিগণ আমার প্রতিবাসি, তাহারা আমাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাহারদিগ্যে কৌন্সেলি ক্লার্ক সাহেবের নিকট গমন করিতে বলিয়াছিলাম, ঐ মোকদ্দমা কিছুদিন চলিয়াছিল, অপিচ ক্লার্ক সাহেবের পরামর্শক্রমেই অভিযোগকারিরা তদ্বিষয়ে বিরত হইয়াছে, এই ঘটনার কথা আমি মেং মেকান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বটে। অপিচ পটলডাঙ্গার থানাঘরের কথা উত্থাপিত হইলে মতিবাবু বলিলেন যে ঐ ঘর আমি ক্রয় করিয়াছি, তাহার টাকা মেং পেটন ও মেকান সাহেবকে দিয়াছি,

কবরডাঙ্গা ও বড়বাজারের খানাঘর আমি ভাড়া লইয়াছি, প্রত্যেক ঘরের মাসিক ভাড়া ১০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাড়ার বিল আমার নিকট প্রেরিত হয় নাই, আমি মনে২ বিবেচনা করিয়াছি পুলিসের নিকটে ভাড়ার হিসাবে আমার যে তিন হাজার টাকা পাওনা আছে তাহা হইতে ঐ টাকা কর্ত্তন হইতেছে। পরে গফুর খানসামার কথা উত্থাপিত হইলে মতিবাবু বলিলেন যে ঐ ব্যক্তি আমার ধর্ম্মতলার বাজারের একজন প্রজা তাহার সহিত বাজারের বিষয়ে কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা আমি জ্ঞাত নহি, ঐ বাজার আমার পরিবারের তত্ত্বাবধারকদিগের হস্তে অর্পিত আছে, সুতরাং বন্দোবস্তের কথা তাহারাই জ্ঞাত আছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়)

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণসাগর মান্যবর শ্রীলশ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু।

মহাশয়, পরম্পর শ্রুত হওয়া গেল যে কোন ব্যক্তি অত্রস্থ দেওয়ানী আদালতের উকীল মান্যবর শ্রীযুত মুন্সি মহম্মদ আহছন এবং রোবকার নবিশ শ্রীমদ্বাবু নবকিশোর বসু তথা মোহরের শ্রীযুত মুন্সি নজিরুদ্দীন আহাম্মদ প্রভৃতি মান্য মহাশয়গণের অসম্মানসূচক পত্র লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করণের মানস করিয়াছেন, এবং ইহাও প্রকাশ যে ঐ ব্যক্তি আপন নাম গোপন রাখিয়া অন্য একজনের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন, এতচ্ছ্রবণে আমার নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল যে পত্রপ্রেরক কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন, যাঁহারদের কোন অংশে দোষ দেখিতে পাই না, বরং সর্ব্বপ্রকারে বৈচক্ষণ্য এবং সৌজন্য প্রকাশ আছে, তাঁহারদের নামে কেহ গ্লানিসূচক আরোপিত বাক্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে অবশ্য তাঁহারা তদ্বিষয়ে তদন্ত করিবেন, এবং লেখককেও শিক্ষা প্রদানে বিরতি আশ্রয় করিবেন না, সুতরাং একের দোষে অপরের দণ্ড হইবার সম্ভব, কিন্তু আমি তাৎপর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইলাম যে কথিত মহাশয়েরা কি জন্য তাহার অসন্তোষজনক হইলেন; তাঁহারা কি কোন দোষে লিপ্ত আছেন? না স্বীয়২ পদের কার্য্যকলাপ সুনির্ব্বাহে অপটু হয়েন? তবে গুণাকর মহাশয়দিগের প্রতি ক্রোধাকর হওয়ার ভাবই কি? তাঁহার মিথ্যা কুরবাক্য কি তাঁহারদের সম্মান নিকরের হানিকর হইবে? কখনই নহে, বরং দশের বিবেচনায় তিনিই অপযশের ভাজন হইবেন, ফলতঃ তাঁহার একান্তই বাসনা হইয়া থাকে যে ভদ্রগণের ম্লানিজনক গ্লানি বাক্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় বিজাতীয় স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিবেন, তবে অপরের ঘাড়ে আপদ না ফেলাইয়া আপনি যেন প্রতিফল গ্রহণ করেন, বিনামি পত্র লিখিয়া লাভ কি হইবে; সত্যের অপহ্নব কি কখন করিতে পারিবেন? চাতুরি করুন আর প্রতারণা করুন পরিশেষ সত্যেরই জয় হইয়া উঠিবে, তিনি কি জানেন না যে এইরূপ ষ্ট্রাট সাহেবের দুর্নামসূচক এক পত্র সমাচার দর্পণে প্রকাশ করিয়া বাবু গুরুচরণ চক্রবর্ত্তির কি দশা হইয়াছিল? অতএব তাঁহাকে নিষেধ করি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবূহকে লক্ষ্য করিয়া সিংহ চর্ম্মাবৃত দীর্ঘকর্ণ পশুর ন্যায় স্বীয় বিপদকে যেন আয় আয় শব্দে নিকটে আহ্বান করেন না, আমি অগ্রেই বলিয়া রাখিলাম, বুঝিয়া ভুজঙ্গাঙ্গে হস্ত প্রদান করিবেন, কিন্তু আমার বাক্যে যে তাঁহার চৈতন্য জন্মে এমত বোধ হয় না, কারণ হিতাহিত বিবর্জ্জিত মনুষ্যেরা বিপদুপস্থিত না হইলে অগ্রে দেখিতে পায় না, যথা "ভুক্তে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ" ফলে তাঁহার চৈতন্য হউক আর না হউক তাহাতে অস্মদ্‌হানি বিরহ, কেবল তাঁহাকে এই মাত্র বলিতেছি যে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে অমূলক বাক্য প্রকাশ করিয়া পত্রপ্রেরকদিগের যশঃসুধাকর কলঙ্ক কজ্জলে অঙ্কিত করিবেন না, এবং গৌড়ীয় ভাষার সমুদয় সংবাদপত্র সম্পাদক মহাশয়গণকে যথা বিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে কথিত মান্য ব্যক্তি ত্রয়ের দুর্নামসূচক কোন পত্র প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রকাশে বিরত হইবেন, এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানা স্বীয়২ পত্রে উদ্ধৃত করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

বরিশাল।
৫ শ্রাবণ ১২৫৬।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম সতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৮৫ সংখ্যা) গুরুবার ২৬ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ৯ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"যমুনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে উল্লেখিত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের বাসের উপযুক্ত আটটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।
J. H. JOHNSTON.
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৮ আগষ্ট ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মহানগর কলিকাতার গরাণহাটার গুরুদাসের ষ্ট্রিট ও তন্মধ্যস্থিত যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত দোতালা বাটী নম্বর ৫ উক্ত স্থানে অপর এক দোতালা বাটী নম্বর ৩৪ এবং বড় বাজারের কাশাকর ইষ্ট্রিটে ৺ উদয়চাঁদ বশাখের খরিদা বৈঠকখানা নম্বর ৬ যাহাতে পূর্ব্বে স্কুল ছিল এই বাটী ত্রয় ভাড়া দেওয়া যাইবেক যে কোন মহাশয় এই বাটী ভাড়া লইবার অভিলাষ করেন তাঁহারা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে আগমন করিলে অথবা লোক প্রেরণ করিলে ভাড়া ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুলার অর্ডর।

২৭ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিসানর সাহেবের প্রতি সদর বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

গবর্ণমেণ্টের স্থানে প্রাপ্ত হুকুমানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তোমাকে জানাইতেছেন যে অত্যাবশ্যক না হইলে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে জমীদার ও অন্য লোকেরদের হস্তী কিছু কালের জন্যে লওনের ব্যবহার অনুচিত বোধ হয়। যখন সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে হস্তির প্রয়োজন হয় তখন সাধ্য হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্তিশালাহইতে আনাইতে হইবেক অথবা ক্রয় করিতে হইবেক। কিন্তু হস্তির অত্যাবশ্যক হইলে

১২৭

যদি গবর্ণমেণ্টের হস্তী নিকটে না থাকে কিম্বা হস্তী ক্রয় করা যাইতে না পারে তবে অনুমতি লইয়া অন্য লোকের স্থানহইতে কিছুকালের নিমিত্তে লওয়া যাইতে পারে।

২। এই বিধান অবিকলরূপে প্রতিপালন হইবার অভিপ্রায়ে বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তাঁহারদের অনুমতি না পাইলে রাজস্বের সিরিশ্তার কর্ম্মের নিমিত্তে কোন হস্তী অন্য লোকের স্থানে লইতে হইবেক না।

৩। এই সুযোগে তোমাকে ও তোমার অধীন সকল কার্য্যকারককে আদেশ করিতেছি যে ১৮৩৪ সালের ১০ নবেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টের হুকুম অবিকলরূপে প্রতিপালন কর।

জি প্লৌডন। সেক্রেটারী।
সদর বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম ১৮৪৯। ৩ জুলাই।

সংবাদপ্রভাকর

২৬ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

পুলিস সম্বন্ধীয় কোন ইনিস্পেক্টর যাঁহার নামে এপর্য্যন্ত কোন প্রকার অভিযোগ হয় নাই, সংপ্রতি তিনি এক গুরুতর ব্যাপারে জড়িত হইয়া প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আনীত হইয়াছেন, অতিঅল্প দিবস হইল বড়বাজারের কোন মাড়োয়ারির বাটী হইতে ৫০০। ৬০০ টাকার আভরণ, দশ এগার হাজার টাকার দুই খানা আফিমের পাস এবং ৩০০০ টাকার কয়েকখানা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোট অপহৃত হইয়াছিল, একজন চৌকিদার ঐ অপহরণকারিকে ধৃত করত উক্ত ইনিস্পেকটর সাহেবের হস্তে দিয়াছিল, সাহেব তাহার নিকট হইতে উক্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করত তাহাকে রীতিমত পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে হিউম সাহেবের সমীপে প্রেরণ করেন, কিন্তু ইনিস্পেকটর সাহেব ঐ দ্রব্যাদি সহিত অদৃশ্য হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অনুসন্ধান করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, অপিচ পুলিসের প্রহরিরা ষ্টেসিয়ান চৌসের নিকটস্থ এক বেশ্যালয়ে তাঁহাকে ধৃত করিয়াছে, তিনি ঐ অপহৃত নোটের একখানা পোদ্দারের দোকানে দিয়া টাকা লইয়াছেন, অধুনা ইনিস্পেকটর সাহেব বিচারার্থ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে উপস্থিত আছেন, বিচারান্তে যাহা হয় তাহা পরে পাঠকদিগে বিদিত করিব।

পুলিস কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার ক্রমেং কি ভয়ানক হইল, আমরা উপরোক্ত বিষয় লিখিয়া শেষ না করিতেই গত বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে প্রায় তিন সপ্তাহ গত হইল উত্তর ডিবিজনের কোন ইনিস্পেক্টর সাহেব এক গলির মধ্যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্তা এক স্ত্রীলোককে প্রাপ্ত হইয়া মিডিকেল কালেজে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আঘাতকারিদিগের কোন অনুসন্ধান করেন নাই, এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরাও ঐ ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই, কালেজের চিকিৎসক ঐ আঘাতিতার বিষয়ে দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও ইনিস্পেক্টর সাহেব কাহাকে দেখান নাই, অধুনা ঐ স্ত্রীলোক আরোগ্য হইয়া মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেবের নিকট গমন করত বলিয়াছে যে আঘাতকারিকে আমি চিনি না, ও তাহার নামও জ্ঞাত নহি। অপিচ ইনিস্পেক্টর সাহেবের নিকট ঐ স্ত্রীলোক বলিয়াছিল যে কোন দোকানদার তাহার বাটীর বহির্দ্বারে তাহার পুত্রের সহিত বিবাদ করিতেছিল, সে তাহা শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করত স্বীয় পুত্রকে বাটীতে আনিবার চেষ্টা করে, এমত সময়ে চিন্তামণি নামক এক ব্যক্তি তাহার হস্ত ধরে ও রাধাকৃষ্ণ নামক অপর ব্যক্তি তাহার শরীরে আঘাত করে, অধুনা ঐ আঘাতকারিদিগের পরামর্শক্রমে কথিত স্ত্রীলোক এই সকল কথা অস্বীকার করাতে মাজিষ্ট্রেট মেং হিউম সাহেব মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করণে বাধ্য হইয়াছেন, পরন্তু তিনি আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন যে ইনিস্পেক্টর সাহেব যে সময়ে ঐ স্ত্রীলোককে মিডিকেলকালেজে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে পুলিসে সংবাদ করিলে তিনি স্বয়ং কালেজে গমন করত তাহার প্রমুখাৎ সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিতেন, এক্ষণে আঘাতকারিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্ত্রীলোক সকল কথা অস্বীকার করিতেছে, সুতরাং তাঁহার এমত কোন ক্ষমতা নাই যে অত্যাচারিদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিতে পারেন, যাহা হউক, এই ব্যাপারকে চমৎকার বলিতে হইবেক, কমিস্যনরদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান গ্রহণ করেন।

পুলিস।

গত বারের শেষ।

পরন্তু উকীল পাল সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে পুলিসের লোকেরা বিনা কারণে বাবু আনন্দনারায়ণ ঘোষের বাটী বেষ্টন করিয়াছিল, ও তাহার মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এই বিষয় আমি মেকান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে উক্ত বাবুর পরিবার সম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তি পুলিসে সংবাদ করিয়াছে যে বাবুর বাটীতে দাঙ্গা হইবেক, একারণ আমি ঐ ডিবিজানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দাঙ্গা নিবারণের অনুমতি করিয়াছি, পরিশেষ তিনি আমার দ্বারা সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডণ্ট সাহেবকে এক পত্র লেখেন যে তি[illegible] পুলিসের লোকদিগে ঘোষ বাবুর বাটী পরিত্যাগ করণের অনুমতি করিবেন, আমি ঐ পত্র লইয়া আনন্দ বাবুর বাটীতে গমন করত দেখিলাম যে তাঁহার দ্বারে ও বাটীর ভিতরে অনেক পুলিসের চৌকিদার রহিয়াছে, এবং দুইজন ইনিস্পেক্টর বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন আমি তাঁহারদিগের হস্তে ঐ পত্র দিলাম, তাঁহারা তাহা মান্য করিলেন না, বলিলেন যে এই পত্র আমারদিগের নামের নহে, পরিশেষ আমি ঐ পত্র ডণ্ট সাহেবের নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু আমার লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না, পরে আমি পুনর্ব্বার পুলিসে আসিয়া লোক লইয়া গিয়া ঐ প্রহরিদিগে স্থানান্তরিত করিলাম প্রায় ২০ বৎসর আমি ওকালতি কর্ম্ম করিতেছি, পেটন সাহেবের নিকট কোন ভদ্রলোকে আগমন করিতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তিনি অকারণ অনেককে অপমান করেন, হিউম সাহেব যখন কৌন্সেলি ছিলেন তখন তাঁহার স্বভাব উত্তম ছিল, অপিচ যে অবধি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন তদবধি বিপরীত স্বভাব ধারণ করিয়াছেন, পরে পাল সাহেব বলিলেন যে ঘণ্টামলের মোকদ্দমা উপলক্ষে আমি পেটন সাহেবের নিকটে গমন করিয়াছিলাম, তিনি আমার প্রতি অপমানের বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন রাজি রাঁড় বিচারালয়ে ছিল, তথাচ তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই।

পরন্তু মেং কালবিন সাহেব মেজর বর্চ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে জাল করণ বিষয়ে শিবচন্দ্র মল্লিকের বিরুদ্ধে মেং রবিসন সাহেবের দ্বারা যে ওয়ারেণ্ট প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বিশেষ তুমি কি জ্ঞাত আছ? ইহাতে বর্চ সাহেব উত্তর করিলেন যে ঐ ওয়ারেণ্টের বিষয় আমি মেকান সাহেবকে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে তাহা গঙ্গারামের নিকট আছে, মেং মেকান আর একদিবস বলিলেন যে মেং সি,কে, রাবিসন সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে ঐ বিষয় চাপা পড়িয়াছে, ওয়ারেণ্ট মৃত লি সাহেবের নিকটে ছিল, তাহার কি হইয়াছে তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন।

পরন্তু হরকরার রিপোর্টর মেং চিক সাহেব কমিস্যনরদিগের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন যে আমি প্রায় প্রতিদিবস পুলিসে আগমন করিতাম তাহাতে পুলিস সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার ও বিচারকার্য্যের বিশৃঙ্খলতার অনেক প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা নিয়মিত সময়ে পুলিসের আসনে উপবিষ্ট হইতেন না, একারণ অনেক ভদ্রলোকে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা যে বিষয়ের নিমিত্ত আগমন করিতেন দুই তিন দিবস না হইলে তাহার শেষ হইত না, কাপ্তেন হিক্স সাহেব দুই তিন ঘণ্টা পুলিসে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার পদের সকল কর্ম্মের ভার মেং মেকান সাহেবের প্রতি সমর্পিত ছিল, মেকান সাহেব যাহা করিতেন তাহাই হইত, গ[illegible]মের বিপক্ষে যদিও অনেকবার অভিযোগ হইয়াছিল তথাচ সে অপদস্থ হয় নাই, টাকা ব্যতীত নিম্নপদস্থ ব্যক্তিরা কর্ম্মপ্রাপ্ত হইত না, যে সকল অপহৃত বস্তু পুলিসের হস্তগত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুঃখিলোকদিগের দ্রব্যাদি কর্ম্মচারিদিগের উদরে পড়িয়াছে, তাহার কোন হিসাব নাই, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা জানিতে পারেন নাই, চিক সাহেব এইরূপ অনেক বিষয় প্রকাশ ও ইহার প্রমাণ সকল প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা স্থানাভাব জন্য তাহার উক্তির সমুদায় অংশ অনুবাদ করিতে পারিলাম না।

অপরন্তু বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে পুলিসের কোন ব্যাপার তাঁহার নয়ন গোচর হয় নাই, অপিচ লোক পরম্পরায়

বগত হইয়াছেন যে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই মন্দ, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা অর্থাৎ কাপ্তেন বর্চ্চ মেং হিউম মেং পেটন ও কাপ্তেন হিক্স সাহেব বাবু মতিলাল শীলের নিকট ঋণজালে বদ্ধ আছেন, বিশেষতঃ প্রথমোক্ত সাহেব বাবু আশুতোষ দেবের নিকট কর্জ্জ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন পুলিসের কার্য্য বিষয়ক সকল নিয়মের অভাব হইয়াছে, প্রসন্নকুমার বাবুর উক্তি সকল শ্রবণ করিয়া কমিস্যনর সাহেবেরা গাত্রোত্থান করেন, গত দিবস তাঁহারদিগের সমীপে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, বিস্তারিত বিবরণ আমরা আগামি পত্রে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব।

—

ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রধান সেনাপতি স্যার চারল্‌স নেপিয়ার সাহেব অতি শীঘ্র লাহোর রাজ্যে গমন করিবেন।

—

বিলাতের পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা বোম্বাই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সাহেবের পদে এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন নাই।

—

অদ্য স্থানাভাব জন্য বিলাতীয় সংবাদের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

—

অদ্য বেলা দুই প্রহর ৪৷৷০ ঘটিকা সময়ে এগ্রিকলচুরাল ও হর্টিকলচুরাল সোসাইটির মেম্বরদিগের নিয়মিত সভা হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি এক ভয়ানক অত্যাচার ও অবিচারের প্রমাণ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি, এতৎপাঠে ভদ্রমণ্ডলী চমৎকৃত হইবেন এবং অভদ্রদিগের প্রতারণা হইতে সকলে সাবধান হইতে পারিবেন।

জিলা ২৪ পরগনার অন্তঃপাতি রাজারহাট, বিষ্ণুপুর নিবাসি রসিকচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতৃকন্যার সহিত উক্ত গ্রামনিবাসি রামরত্ন দত্তের পুত্রের শুভ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হয়, এতৎ কার্য্যের ঘটকতা করণে উক্ত ঘোষ বাবুর মন্ত্রদাতা শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ কথক মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি প্রথমতঃ ৩ শ্রাবণ তারিখে ঐ উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদনের দিন স্থির করেন, অপিচ তাহাতে ঘোষদিগের মৃতাশৌচ হইবায় ৩০ তারিখে পুনর্দ্দিন নিরূপিত হইয়াছিল, ঘোষবাবুরা লগ্নপত্র স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু কি চমৎকার, এতদ্রূপে বাগ্দত্ত হইয়াও তাঁহারা অন্যান্য স্থানে ঐ কন্যার বিবাহের চেষ্টা করেন, খড়দহ নিবাসি বিশ্বাস বাবুদিগে্য পত্র লেখেন, পরন্তু এই অভদ্র ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করণে অসম্মত হইবায় ঘোষ বাবুরা উক্ত গুণযুক্ত মন্ত্রদাতাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কন্যার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভারার্পণ করেন, তিনি প্রাগুক্ত দত্ত বাবুর পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অস্বীকার করিয়া আনরপুর নিবাসি আনন্দচন্দ্র মজুমদারের সহিত ঐ বিবাহ স্থির করিয়াছেন, কেহ২ বলেন ঠাকুর মহাশয় মজুমদারের নিকট ২৫ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, ৩০ তারিখে উক্ত বিবাহ হইবেক।

এই ব্যাপার যেরূপ অভদ্রের কার্য্য ও অধর্ম্মজনক তাহা বিজ্ঞ মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, এক জনের সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া পরিশেষ তাহা অপহ্নব করা কি ভদ্র ব্যবহার হইতে পারে? কথক মহাশয় কি নাটের গুরু, ঘোষজদিগের কি চমৎকার ভদ্র ব্যবহার? ভদ্রলোকে কি তাঁহারদিগের সহিত আর কুটুম্বিতা করিবেন? আমরা এই পত্র দ্বারা ঘোষজদিগে্য সাবধান করিলাম, অধিক লেখা বাহুল্য।

কস্যচিৎ রাজারহাট নিবাসি ভদ্রজনস্য।

—

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমারদিগের যন্ত্রালয়ে "কেষাঞ্চিৎ বিপ্র জনানাং" ইত্যঙ্কিত যে এক পত্র আসিয়াছে তাহা বিবেচনাসিদ্ধ হইলে প্রকটিত হইবে।

—

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ❋ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥
॥ ❋ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ❋ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রাগংভ্রাগ সতন্দ্রগীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৮৬ সংখ্যা) শুক্রবার ২৭ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১০ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

আফিম বিক্রয়ের বিবরণ।

গত ৬ আগষ্ট সোমবার দিবা একাদশ ঘটিকার সময় এক্সচেঞ্জ হালে নিম্ন লিখিত আফিম বিক্রয় হইতেছে তদ্বিবরণ আমাদিগের পাঠক মণ্ডলী মধ্যে যাঁহাদিগের আফিমের বাণিজ্য আছে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রয়োজনকর এবং অনেকে নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রয়োজন হইলে বিশেষ পরিশ্রম করিলেও প্রাপ্ত হইতে সক্ষম নহে, তজ্জন্য প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম।

খরিদারের দাম।	পাটনা।			বানারস।		
	লাট। নং	সিন্ধুক	দাম কোং সিক্কা	লাট। নং	সিন্ধুক	দাম কোং
আইজেক এস এইচ	৪৩৪ নাং ৪৪১	৪০	৯৬৫	০	০	০
আগাবেক ব্রাদর্স	২৭৪ ,, ২৯৮	১২৫	৯৭৫	১০৭ নাং ৯০	২০	৯৮৫
,, ...	০	০	০	১১৬ ,, ১৪০	১২৫	৯৮০
আপকর কোং	৩২৬নাং৩৪৫	১০০	৯৭৫	,,	০	০
ইজরা ডি, আই	১৫৬ ,, ১৬৭	৬০	৯৮০	৫৪ ,, ৭৮	১২৫	৯৮৫
,, ...	৪২৯ ,, ৪৩০	১০	৯৭০	৮০ ,, ৯৭	৯০	৯৮৫
ঈশানচন্দ্র বসু	০	০	০	১১২ ,, ১১৩	১০	৯৮৫
,, ...	২০৮ নাং ২২০	৬৫	৯৭৫	০	০	০
ওএন ব্রাদর্স	০	০	০	৪৩ নাং ৫৩	৫৫	৯৮৫
গোকুলচাঁদ ক্ষেত্রি	১ নাং ৪	২০	৯৬৫	০	০	০
,, ...	১১০	৫	৯৮৫	০	০	০
,, ...	১১১ নাং ১১৫	২৫	৯৮০	০	০	০
জরডাইন ইস্কিনর কোং	৩৯৪ নাং৪১৮	১২৫	৯৭০	০	০	০
তামস ডিসোজা কোং	৮২ নাং ১০৬	১২৫	৯৭৫	০	০	০
,, ...	১২২ নাং১৩৮	৮৫	৯৮০	০	০	০
তারাচাঁদ ঘনেশ্যাম দাস	২২৩	৫	৯৮০	২৬ নাং ২৭	১০	৯৮০
,, ...	০	০	০	২৯	৫	৯৮৫
,, ...	০	০	০	১০১ নাং ১০৬	৬০	৯৮৫
থরবরণ মেথিসন কোং	০	০	০	৯৮ নাং ১০০	১৫	৯৮৫

দোষা হেমচাঁদ	৮১	৫	৯৭৫	০	০	০
,, ...	১০৮	৫	৯৮০	০	০	০
,, ...	৪৩১ নাং ৪৩৩	১৫	৯৭০	০	০	০
লালজী জয়করণ এণ্ডসুন্	২৯৯ নাং ৩২৩	১২৫	৯৭৫	১৪১ ,, ১৬৪	১২০	৯৮০
,, ...	৪১৯ ,, ৪২৩	২৫	৯৭০	০	০	০
পীতাম্বর দাস লচমি রায়মানিকচাঁদ	২২৮	৫	৯৮০	০	০	০
,, ...	২২৯ নাং ২৫৩	১২৫	৯৭৫	০	০	০
মৌজি ধনজী	৩৪৬ । ৩৫০	২৫	৯৭৫	০	০	০
মূলচাঁদ প্রেমজি	৫৬ । ৮০	১২৫	৯৭০	০	০	০
মেনডিস কোং	১৬৮ । ১৮২	৭৫	৯৮০	৩৩ । ৪২	৫০	৯৮৫
,, ...	২৫৫ । ২৭৩	৯৫	৯৭৫	০	০	০
মেকিলপ ইষ্টুয়ার্ট কোং	১৮৩ । ২০৭	১২৫	৯৭৫	০	০	০
মধুসূদন পাইন	৩২৪ । ৩২৫	১০	৯৭৫	০	০	০
মালকস এন আই	০	০	০	৭৫	৫	৯৮৫
রঞ্জর দাস মনজি	৫ । ২৫	১২৫	৯৬৫	০	০	০
রামজি হরেকচাঁদ	৩১ । ৫৫	১২৫	৯৭০	১ । ২৫	১২৫	৯৭৫
রবিনস্থকর	১১৬ । ১২১	৩০	৯৮০	০	০	০
রঘুনাথ সা ছোটালাল	৩৫১ । ৩৭৫	১২৫	৯৭৪	১১৪ । ১১৫	১০	৯৮৫
,, ...	৩৭৬	৫	৯৭৫	০	০	০
,, ...	৩৭৭ । ৩৮১	২৫	৯৭০	০	০	০
শার্দ্দূল সিং রঘুনাথ	১০৭	৫	৯৮০	০	০	০
,, ...	১০৯	৫	৯৮০	০	০	০
,, ...	২২৭	৫	৯৮০	০	০	০
,, ...	২৫৪	৫	৯৮০	০	০	০
সরকর এ এম	৩০	৫	৯৭০	০	০	০
,, ...	২২১ । ২২২	১০	৯৮০	০	০	০
,, ...	৪২৪ । ৪২৮	২৫	৯৭০	০	০	০
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	০	০	০	২৮	৫	৯৮৫
,, ...	০	০	০	১০ । ৩২	১৫	৯৮৫
শিবপ্রসাদ রামপ্রসাদ	২২৬	৫	৯৮০	১	৫	৯৮৫
ইষামল রামচন্দ্র	১৩৯ । ১৪২	১৫	৯৮৫	০	০	০
,, ...	১৪২ । ১৫৫	৭০	৯৮০	০	০	০
হাজি হাসেম	২২৪ । ২২৫	১০	৯৮০	০	০	০
		২২০৫			৮২০	০

প্রথম অর্দ্ধভাগ পাটনা।

১৪৫ সিন্ধুক .... ৯৬৫ টাকার হিং
২৫৫ .... ৯৭০
৩২০ .... ৯৭৫
৩৬০ .... ৯৮০
২০ .... ৯৮৫
১১০০

দ্বিতীয় অর্দ্ধ।

সিন্ধুক টাকা
৪০ .... ৯৬৫
২৮৫ .... ৯৭০
৭৩৫ .... ৯৭৫
৪৫ .... ৯৮০
১১০৫

বানারস।

সিন্ধুক টাকা
১২৫ .... ৯৭৫
১৩০ .... ৯৮০
৫৬৫ .... ৯৮৫
৮২০

	সিন্ধুক	উচ্চ	নীচু	গড়দাম	টাকা
বেহার	২২০৫	৯৮৫	৯৬৫	৯৭৩৸৶১	২১৪৭৫৫০
বানারস	৮২০	৯৮৫	৯৭৫	৯৮১৶৩	৮,০৫১০০

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিষয়।

"যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে উল্লেখিত স্থানাদিতে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের বাসের উপযুক্ত আটটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিনের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।

৮ আগষ্ট ১৮৪৯।

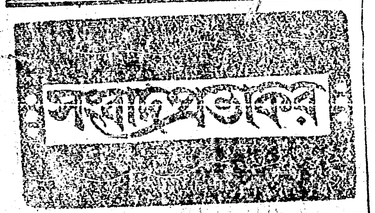

সংবাদপ্রভাকর

২৭ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গতবাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে জম্বু নগরীয় মহারাজ গোলাব সিংহের তোপাদি যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করণের যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল তাহার একটি কথাও সত্য নহে, স্যার হেনেরি লারেন্স সাহেব অতি শীঘ্র কাশ্মীর রাজ্যে গমন করত উক্ত রাজার সহিত রাজকীয় বিষয়ের বন্দবস্ত করিবেন, গোলাব সিংহের বিস্তর ধন আছে বটে কিন্তু তাঁহার সৈন্য অধিক নাই, তাঁহার অধীনে ১৫০ টা তোপ আছে, অপিচ ঐ তোপ সকল সুহৃৎ নহে, অধিকন্তু তিনি বিপক্ষজালে বেষ্টিত আছেন, তাঁহার রাজ্যের নিকটস্থ রাজাগণ প্রায় তাবতেই তাঁহার পতন প্রত্যাশা করেন, গোলাব সিংহ ধনের দ্বারা খালসা সেনাদিগে বশীভূত করত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে ঐ রাজাগণ তাঁহার প্রতি আদৌ বিপক্ষতা করেন, এবং স্যার চারেল্স নেপিয়ার অতি অল্প পরিশ্রমেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় গোলাব সিংহের ক্ষমতার কথা পূর্ব্বে যেরূপ লিখিয়াছিলেন এই লেখা তাহার সংপূর্ণ বিপরীত বোধ হইতেছে, গোলাব সিংহকে নিরস্ত্র করিবার সংবাদ তিনিই প্রকাশ করেন, এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করত লার্ড ডেলহৌসী সাহেবের বিবেচনার সুখ্যাতি করণেরও ত্রুটি করেন নাই, অপিচ কি চমৎকার ঐ সংবাদ মিথ্যা হওয়াতে তিনি আপনার উক্তি প্রতি আপনিই দোষারোপ করিতেছেন এবং যে গোলাব সিংহকে অতুল পরাক্রমশালি সিংহ বলিয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহাকে শৃগাল বলিতেছেন, যাহাহউক গঙ্গাপারস্থ সহযোগি মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব কৌশল জন্য আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ করিলাম।

গত বুধবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে মেডিকেল কালেজের কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে কোন২ ঔষধালয়ের কম্পৌণ্ডর অর্থাৎ ঔষধ প্রস্তুতকারিগণ গোপনীয় ভাবে ঔষধ সকল বিক্রয় করিয়া থাকে, ঐ ব্যক্তি তাহারদিগের নিকট হইতে উক্ত দ্রব্য গ্রহণ করত পত্রপ্রেরকের নিকট বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলেন ঐ পত্রপ্রেরক আরো লিখিয়াছেন যে নগর মধ্যে যে সকল দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তাহার তত্ত্বাবধারকগণও ঐরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়াথাকেন, অতএব ঔষধালয়ের অধ্যক্ষদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এতদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করেন।

ইণ্ডিয়ান টাইম্স প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন যে কলিকাতা নগরে গাড়ী ঘোড়ার কর গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত হইবার আর কোন প্রতিবন্ধক নাই, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত স্যার লারেন্স পিল সাহে

130

ব কমিস্যনরদিগের নিকট বিল গ্রহণ করত ঐ করের টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাতে কোন আপত্তি করেন এমত বোধ হয় না, অতএব সুপ্রিমকোর্টে ঐ করের নিমিত্ত কমিস্যনরদিগের নামে অভিযোগ করত জয় প্রাপ্ত হইবার যে প্রত্যাশা ছিল তাহা রহিত হইল, এইক্ষণে সকল ব্যক্তিকেই গাড়ী ঘোড়ার করের টাকা কড়ায়গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিতে হইবেক,, নবীন সহযোগি মহাশয়ের এই যুক্তিকে আমরা সংপূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারিলাম না, স্যার লারেন্স পিল সাহেব ঐ করের টাকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয় কোন অভিযোগের মোকদ্দমা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি কিরূপ অনুমতি করেন তাহা কিছুই বলা যায় না, এই নগর মহারাণীর কোর্টের অধীন, এখানকার প্রজাদিগের উপর কোম্পানির কর্ম্মচারিরা কোন পীড়াজনক নিয়ম প্রচলিত করিলে উক্ত কোর্টের বিচারপতিদিগে অবশ্য সুবিচার করিতে হইবেক, কোর্ট পিল সাহেবের অধীন নহে বিলাতীয় ব্যবস্থার অধীন, সুতরাং সেই ব্যবস্থানুসারেই বিচার না করিলে মহারাণীর দোষ হইবার সম্ভাবনা, অতএব গাড়ী ঘোড়ার করের টাকা পিল সাহেব দিয়াছেন বলিয়াই যে সকলে দিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তজ্জন্য সুপ্রিমকোর্টে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক।

কিয়দ্দিবস গত হইল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে মিউনিসিপেল কার্য্য সংক্রান্ত ইনিস্পেক্টরগণ কি করিতেছেন তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন, অতএব সহযোগি মহাশয়ের বিজ্ঞাপনার্থ ঐ বিষয় উপস্থাপন করা আবশ্যক বোধ করিলাম, আমরা অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে উক্ত পদস্থ ব্যক্তিগণ ক্ষণকালের জন্য অলসের অধীন নহেন, তাঁহারা সকলস্থান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, বিশেষতঃ ইনিস্পেক্টর বাবু নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিবস আপন অধীনস্থ সকল পল্লী পরিভ্রমণ করেন, তাঁহার দ্বারা প্রজাদিগের বিস্তর উপকার হইতেছে, ঐ বাবুর সুশাসনে অনেকে আপনাপন পায়খানা নর্দ্দমা ইত্যাদি স্থান পরিষ্কার করাতে অনেক স্থানের পচাগন্ধ দূরীকরণ হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি নিমাইচাঁদ বাবু প্রতিদিবস প্রাতে বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দিবা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ স্থান সন্দর্শন করিয়া বেড়ান, এবং বেলা দুই প্রহর তিন ঘটিকা না হইতেই পুনর্ব্বার আগমন করিয়া থাকেন, সামান্য গলিতেও তাঁহার গমন হয়, তিনি প্রজাদিগের স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করণেই অধিক যত্নবান আছেন, নিমাইচাঁদ বাবু ভিন্ন অন্যান্য ইনিস্পেক্টরগণও আপনাপন পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করণে অনুরাগি হয়েন, আমরা প্রথম ডিবিজানে বাস করি, সুতরাং এই ডিবিজানের বিষয় যাহা জ্ঞাত ছিলাম তাহা হরকরা সম্পাদক মহাশয়কে অবগত করিলাম। ইহাতে তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা।

দিল্লীগেজেট পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে প্রধান সেন্যপতি শ্রীযুত স্যার চারেল্‌স নেপিয়ার সাহেব আপন পারিষদদিগের বিজ্ঞাপনার্থ এরূপ এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, যে শীত ঋতুর প্রারম্ভ সময়েই তিনি পেসোয়ার রাজ্যে গমন করিবেন, অতএব তাঁহারা সকলেই প্রস্তুত থাকিবেন, কেহ২ বলিতেছেন যে নেপিয়ার সাহেব পঞ্জাব রাজ্যের সকল স্থান সন্দর্শন করিবেন, গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেবও তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবেন, অতএব পঞ্জাব রাজ্যের দুর্গ সকল পুনশ্চ নির্ম্মাণ ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অবশ্য মনোযোগ হইবেক, বিপক্ষ রাজাদিগের দ্বারা ঐ রাজ্য আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, নেপিয়ার সাহেব ঐ ভাবি আক্রমণ নিবারণের সদুপায় করণে কদাচ অমনোযোগী হইবেন না এবং গবরনর জেনরল সাহেবকেও তদ্বিষয়ে সযত্ন হইতে হইবেক, দিল্লীগেজেট প্রকাশক আরো লিখিয়াছেন যে কোহন নামক স্থানে অতি শীঘ্র এক নূতন দুর্গ প্রস্তুত হইবেক।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ ✻ ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥
॥ ✻ ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ ✻ ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম গতন্নমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরশ্চাণ্ডদ্বিরেফারসং ॥

৩৪৮৭ সংখ্যা) শনিবার ২৮ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১১ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং আসামের মধ্যস্থিত গৌহাটীতে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহিদিগের ভাড়ার বিবরণ।

“যমুনা,, নামক বাষ্পীয় জাহাজ বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে উল্লেখিত স্থানান্তরে প্রেরিত হইবেক।

ঐ জাহাজে আরোহিদিগের বাসের উপযুক্ত আটটা উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলে কাণ্ট্রোলর সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্ত সকল অর্পণ করিতে হইবেক।

মেরিণের সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

J. H. JOHNSTON.

জে, এচ, জানিষ্টন।

গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট।
৮ আগষ্ট ১৮৪৯।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ যাহা২ কীর্ত্তনীয়ারা গান করিয়া থাকেন অর্থাৎ গৌরচন্দ্র বাল্য, গোষ্ঠ, দান, রূপ, পূর্ব্ব রাগ, অভিসার, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা, মান, মাথুর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া পদকল্পলতিকা নামে এক গ্রন্থ ছাপা হইতেছে, প্রয়োজন হইলে আমার চাঁপাতলার বাটীতে অথবা গাঞ্জেস ইষ্টিম কোম্পানির আফিসে পত্র প্রেরণ করিলে পাইবেন, মূল্য ১ তঙ্কা ইতি।

শ্রীগৌরমোহন দাস।

সংবাদপ্রভাকর

২৮ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

গত গুরুবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে তৎসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুলিস কমিস্যনর সাহেবেরা প্রকাশ্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাতে কোন কোন সিবিল সম্পর্কীয় সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মেং পেটন সাহেব উক্ত অনুসন্ধান কারিদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত ভৃত্য, তাঁহাকে এতদ্রূপে অপমান করা কোনমতেই বিচার সিদ্ধ হয় না, কমিস্যনর সাহেবেরা যদ্যপি গোপনীয় রূপে তাঁহার বিষয়ে অনুসন্ধান করত প্রকাশ্যরূপে ফেরেল, হিউম ইত্যাদি অচিহ্নিত পুলিশ কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের তথ্য গ্রহণ করিতেন তবে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হইত,, ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্টের চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের সম্ভ্রমের তারতম্য বিবেচনা করা কোনক্রমেই বিচার্য্য হইতে পারে না, এই প্রভেদ জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরা একে অযশো-ভাজন হইয়াছেন তাহাতে আবার দোষি সিবিলিয়ানকে গোপনীয় বিচারালয়ে প্রেরণ ও দোষি অচিহ্নিত কর্ম্মচারিকে প্রকাশ্য বিচারগৃহে সাধারণ সমক্ষে আহ্বান করিলে তাঁহারদিগের পক্ষপাতিতা দোষ প্রবলরূপে প্রকাশ হইবেক, গোপনীয় বিচারের

131

আবরণ দ্বারা সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদিগের দোষ সকল প্রচ্ছন্ন করিবার সময় অতীত হইয়াছে, বিশেষতঃ চার্টর পরিবর্ত্তনের আর অধিক বিলম্ব নাই, এমত সময়ে উক্ত কর্ম্মচারিদিগ্যে গোপনীয় বিচারালয়ে প্রেরণ করিলে কোম্পানিরা কি আর চার্টর প্রাপ্ত হইবেন? পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা ঐ পক্ষপাত কি জানিতে পারিবেন না? যে সকল কর্ম্মচারিগণ রাজপুরুষদিগের নিকটে অচিহ্নিতরূপে বাচ্য হইয়াছেন তাঁহারা কি ঐ অপমান সহ্য করিবেন? তাহার বিরুদ্ধে বিলাতে আবেদনপত্র প্রেরণ করণে তৎপর হইবেন না? যে সকল সাহেবেরা কোম্পানির চিহ্নিত চাকর বলিয়া অভিমান করেন আমরা তাঁহারদিগ্যে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কোন্ অংশে অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রধান হইবার প্রত্যাশা করেন; আমরা অনুমান করি আগামি চার্টরেই চিহ্নিত কর্ম্মচারী নিয়োগের ঘৃণিত নিয়ম রহিত হইবেক, গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিদিগ্যেই সকল প্রকার রাজকীয় পদে নিযুক্ত করণে বাধিত হইবেন, কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা অনভিজ্ঞ পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি কুটুম্বদিগ্যে সৌভাগ্য সঞ্চয়ার্থ এদেশে পাঠাইতে পারিবেন না, ফোর্ট উইলিএম কালেজের সর্টিফিকট গ্রহণের প্রতারণা আর চলিবেক না, অনভিজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা রাজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত হইবেক।

কলিকাতা পুলিসের অনুসন্ধানকারি কমিস্যনরগণ প্রকাশ্য স্থলে মেং পেটন সাহেবকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করাতে যে সকল ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন আমরা তাঁহারদিগের বোধোদয় জন্য উল্লেখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম, সাধারণের ধন প্রাণ রক্ষা বিষয়ক ব্যাপার সকল যত প্রচার হয় ততই উত্তম, এবং রাজপুরুষেরা তদ্বিষয়ে যত সূক্ষ্মানুসন্ধান করেন ততই রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলতা ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজামণ্ডলীর বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে কমিস্যনর সাহেবেরা প্রকাশ্য রূপে পুলিস ঘটিত কার্য্যের অনুসন্ধান করণে প্রবৃত্ত হইয়া আপনারদিগের পদোপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, সাধারণের দ্বারা পুলিসের অত্যাচার ঘটিত নানা বিষয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা যদ্যপি মেং পেটন সাহেবকে গোপনীয় ঘরে রাখিয়া ফ্রেরেল, হিউম প্রভৃতি সাহেবদিগ্যে প্রকাশ্য স্থলে আহ্বান করিতেন তবে তাঁহারদিগের অখ্যাতির সীমা থাকিত না, এবং পুলিসের ঘৃণিত অবস্থার সংশোধন হইবারও কোন সম্ভাবনা হইত না।

পরন্তু এই স্থলে আমরা পুলিস সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগের দোষ গুণের কথা কিছুই উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের কার্য্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া যে অভিপ্রায়ে কমিস্যনরদিগ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কমিস্যনর সাহেবেরা প্রকাশ্য আসনে উপবেশন করাতে তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইয়াছে, এবং সাধারণেও জানিতে পারিয়াছেন যে বিচার প্রণালী পরিষ্কার করণে রাজপুরুষেরা বিমুখ নহেন, এবং যথার্থ বিষয়ে সম্ভ্রান্ত চিহ্নিত কর্ম্মকারকের দোষও গোপন করণেও তৎপর হয়েন নাই, ইহাতে তাঁহারদিগের প্রশংসাই হইতে পারে, অপিচ ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় অভিমানি সিবিলিয়ানদিগের অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কোনমতেই যুক্তিমূলক ও রাজনীতি সিদ্ধ নহে, গবর্ণমেণ্ট ঐ মতের অনুগামী হইলে তাঁহারদিগের সুখ্যাতি সুধাংশু কলঙ্ক কজ্জলে মলিন হইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের পূর্ব্বতন মাষ্টর শ্রীযুত ডবলিউ পি গ্রাণ্ট সাহেবের মোকদ্দমা বিষয়ে আমরা বুধবাসরীয় প্রভাকরে যাহা লিখিয়াছিলাম পাঠক বর্গ তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন, অপিচ ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগত হওয়াগেল যে আগামি নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে তিনি আপনা বিষয় উপস্থিত করিবেন, যেহেতু ঐ সময়ে তাহার সুবিচার হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, গ্রাণ্ট সাহেব ইচ্ছা পূর্ব্বক মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়াছেন, সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টরের পদ অতি সম্ভ্রান্ত, গ্রাণ্ট সাহেব আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ পূর্ব্বক তাহা পুনর্গ্রহণে কদাচ বিরত হইবেন না।

পুলিস।

গত বুধবার দিবসে কমিস্যনর সাহেবেরা পুলিসের আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমতঃ কাপ্তেন বর্চ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি ইন্সলবেণ্ট কোর্টে যে সিডিউল কাইল করিয়াছ তাহাতে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে মতিলাল শীল ব্যতীত অন্যান্য এতদ্দেশীয় ব্যক্তির নিকটে তুমি কর্জ্জ করিয়াছ? তাহাতে বর্চ সাহেব বলিলেন যে ঐ সকল ঋণদাতাকে আমি চিনি না, মেং হিউজ সাহেবের দ্বারা তাঁহারদিগের সহিত আমার ঋণ বিষয়ক সম্বন্ধ হইয়াছে, পুলিস সম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তিকে আমি টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত নিযুক্ত করি নাই। পরিশেষ কালবিন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে শিবচন্দ্র মল্লিকের বিরুদ্ধে মৃত সি, কে, রবিসন সাহেব যে ওয়ারেণ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্বিশেষ তুমি কি জ্ঞাত আছ তাহা ব্যক্ত কর। তাহাতে বর্চ সাহেব উত্তর করিলেন, ঐ বিষয় আমি কিছুই জানি না। পরে মেং কুক সাহেব মেং হিউম সাহেবের নিকট ঐ বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কালবিন সাহেব তাহা [illegible]রিলেন, ১৮৪৬ সালের ২৭ জুলাই তারিখে ঐ ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, রবিসন সাহেব মেকান সাহেবের হস্তে তাহা অর্পণ করেন, অপিচ ঐ ওয়ারেণ্ট রীতিমত শিবচন্দ্র মল্লিকের নিকট প্রেরিত হয় নাই, মেকান সাহেবকে তদ্বিশেষ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাহা তিনি গঙ্গারামের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহার নিকট ৮ মাস পড়িয়াছিল, কুক সাহেব ঐ বিষয় কয়েকবার মেকান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও মেং লা সাহেব পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহাকেও জানাইয়াছেন, অপিচ বিশেষ উত্তর কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই। শিবচন্দ্র মল্লিকের বিষয়ে অনেক ভয়ানক কাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, বিশেষ বিবরণ আমরা আগামি পত্রে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব।

গ্রীষ্ম গমন পূর্ব্বক বর্ষার রাজ্য শাসন।

চম্পকলতাচ্ছন্দঃ।

ছিলেন রাজ্যের রাজা, গ্রীষ্ম মহাবীর।
যাঁর দাপে হোয়েছিল, সকল অস্থির॥
নদ নদী সরোবর, শুষ্ক ছিল সব।
চারিদিগে পোড়েছিল, হাহাকার রব॥
মানুষের দেহ ছিল, অলসে অবশ।
ছিলনাকো পৃথিবীর, কিছুমাত্র রস॥
ধোরেছিল দিনকর, তনয়ের বেশ।
প্রতাপেতে প্রায় সব, কোরেছিল শেষ॥
এসব দেখিয়া বর্ষা, হোয়ে ক্রোধান্বিত।
আইল করিতে যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত॥
আসন গাড়িল আসি, জলদের আড়ে।
থেকে২ হেঁকে২, হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
করি দৃশ্য ভয়ে গ্রীষ্ম, বিশ্ব ছাড়া হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥ ১

বিক্রমে বসিয়া বর্ষা, বিনোদ বিমানে।
বার২ বিষম, বিজয় বজ্র হানে॥
ঘন২ ডেকে ঘন, করিছে কি, রণ।
তপন গোপন করে, আপন কিরণ॥
নিষ্ঠুর নিদাঘ হোলো, দলবল হত।
হেন গ্রীষ্ম, যেন ভীষ্ম, শরশয্যাগত॥
বিস্তার করিল ক্রমে, ঘোরতর তম।
নৃত্য করে জলধর, হলধর সম॥
উত্তাপে তাপিত ছিল, জীবজন্তু যত।
বারিবর্ষে মহাহর্ষে, স্পর্শে সুখ কত।
পরিপূর্ণ নদী নদ, সরোবর কূপ।
শীতল করিল পৃথ্বী, কীর্ত্তিকর ভূপ॥
হয় দৃশ্য, এই বিশ্ব, নিরাকারময়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥ ২

কোরেছিল পাপি গ্রীষ্ম, স্বভাব অভাব।
স্বভাব স্বভাবে পুনঃ পাইল স্বভাব॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, ঘুচিল বিকৃতি।
বরষা জগতে ভাল, রাখিল সুকৃতি॥
চাতকের পাতকের, হলো সমাধান।
বরিষে সুধার বারি, সুধার সমান॥
পঙ্ক ছেড়ে নাচে পক্ষী, আনন্দ অপার।
জলদ বলদ হোলো, পক্ষী হয়ে তার॥
তৃষা গেল কথা থোয়ে, দুঃখ নাই আর।
জীবন করিল দেহে, জীবন সঞ্চার॥
সন্তোষ সাগরে সদা, মগ্ন হোয়ে থাকে।
জল দে, জল দে, বলি, আর নাহি ডাকে॥
চঞ্চুপুরে করে পান, প্রাণ স্নিগ্ধ রয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥ ৩

ছিন্নকর সুধাকর, নাহি সুধাধারা।
তারা যারা পতিসহ, লুকাইল তারা॥
অভিমানে মরে খেদে, যামিনী কামিনী।
হাতনাড়া দেয় তারে, ভামিনী দামিনী॥
এই দুঃখে তার পক্ষে, পক্ষ নাই কেহ।
বলে শুধু তারাপতি, তারাপতি দেহ॥
চকোর চঞ্চলচিত্তে করে হায়২।
সুচারু চাঁদের চিহ্ন, দেখিতে না পায়॥
রাজপক্ষ, প্রতিপক্ষ, পক্ষ কেহ নয়।
দুই পক্ষে, দুই পক্ষ, পক্ষ করি রয়॥
করে স্নেহ, হেন কেহ, বন্ধু নাহি পায়।
সুধায় সন্তোষ করে, ক্ষুধায় সুধায়॥
হতমান অভিমানে, ম্রিয়মান হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥ ৪

নদ নদী সমুদয়, ছিল ভেদ২।
ঘুচিল তাদের সব, পূর্ব্বকার খেদ॥
নীরাকারে নিরাকার, সূক্ষ্ম সূত্র ধরে।

পরস্পর এক হোয়ে, আলিঙ্গন করে ॥
ধারাধর ধারা ছাড়ে, ধরি এক ধারা।
ধরায় ধরে না আর, তার বারিধারা ॥
কলং কলরব, প্রব হ' বিস্তার।
বৃদ্ধি করে সমীরণ, সখা হওয় তার ॥
নাচিছে লহরী শ্রেণী, দৃশ্য মনোলোভা।
বিচিত্র রচনা তায়, মনোহর শোভা ॥
চলে বারি ধিরি২, গিরির উপর।
পরিপূর্ণ হোলো তায়, সকল গহ্বর ॥
ধরাধর ধারাধরে, দেখে পায় ভয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ৫

বরষার নাটশালা, শিখর সমাজ।
যাহাতে শোভিত নানা, স্বভাবের সাজ ॥
হেরিলে প্রফুল্ল হয়, হৃদয় কুমুদ।
রাত্রি দিন গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ ॥
ঝম২ ঝমাঝম, জলদ বাজায়।
ফন২, সন২, সমীরণ গায়।
তালে২ সেই তালে নিজ তাল ধরি।
চিত্রসুখে নৃত্যকরে, ময়ূর ময়ূরী ॥
ঘন২ নানা রাগে, ঘন রাগ ভাঁজে।
গুড়ু২ গুড়ু গুম নহবৎ বাজে ॥
বিবিধ আতোযবাজী, শব্দ তার জোর।
পটং২ হড়মড়, কড়মড় শোর ॥
স্বভাবে আমোদ তায়, স্বভাবেই হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ৬

ধরাধাম করি বর্ষা, নিজ হস্তগত।
ঝাঁক্‌হোঁক্ ডাক্‌ডোক্, জাঁক্‌জোঁক্ কত ॥
জলে স্থলে করিয়াছে, সব একাকার।
একাকার হবে এই, চিহ্ন বুঝি তার ॥
অবনী আচ্ছন্ন করে, অন্ধকার জালে।
প্লাবিত করিতে সৃষ্টি, বৃষ্টি জল ঢালে।
কেহ কহে মনে এই, অনুভব করি।
বটপত্রশায়ী পুনঃ, হইবেন হরি ॥
ধরিবেন পূর্ব্বভাব, এইরূপ ছলে।
সেই হেতু সমুদয়, পরিপূর্ণ জলে ॥
প্রলয়ের অভিপ্রায়, বরষার ছল।
শূন্য হোতে অবিশ্রান্তে, পড়ে তাই জল ॥
এই মত নানা লোকে, নানা কথা কয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ৭

কমলার প্রিয়পুত্র, ভাগ্যধর যত।
বরষায় তাদের, সম্ভোগ কব কত ॥
মনোহর অট্টালিকা, বসতির স্থান।
বিহার আহার সুখ, তাহার সমান ॥
কালের স্বভাবে বটে, সকল নরম।
আহারের গুণে করে, শরীর গরম ॥
দুখের নিকটে দুখী, সদা পরাভব।
কাঁচাঘরে বাঁচাভার, ভিজে যায় সব ॥
উপবাসে, উপবাস, কেবা করে খোঁজ।
রন্ধনে বন্ধন নাই, অরন্ধন রোজ ॥
মধ্যমে মধ্যম সুখ, হয় থেকে২।
সুখে খান চালভাজা, তেললূণ মেখে ॥
সবদিগে পরিমিত, বিপরীত নয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ৮

প্রকাশিব কত গুণ, ঋতু বরষার।
পৃথিবীর যৌবন, হইল পুনর্ব্বার।
শাখা করে লতার, স্তবক স্তন ধরে।
সখ্যভাবে বৃক্ষ তারে, আলিঙ্গন করে ॥
দয়াবান আর নাহি, বর্ষার সমান।
জগতে জীবের করে, জীবিকা নিধান ॥
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত, করে প্রতিক্ষণ।
সন্তোষ সাগরে ভাসে, কৃষকের মন ॥
দিবানিশি স্নান করে, জলদের জলে।
ব্রীহি ব্যূহ বৃদ্ধি হয়, বরষার বলে ॥
ফল ভরে নম্রমুখ, এই অভিপ্রায়।
স্বভাবে প্রণাম করে, ঈশ্বরের পায় ॥
রাজা প্রজা দুই পক্ষে, ফলে ফলোদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ৯

ফুটিল কদম্বফুল, ছুটিল সৌরভ।
কুটিল কামের তায়, বাড়িল গৌরব ॥
গৃহ পার্শ্বে করবীর, সদা প্রস্ফুটিত।
ধরাপূর্ণ মহানন্দে, গন্ধে আমোদিত ॥
সরোবরে চারু শোভা, পরিপূর্ণ জল।
নিশিতে কুমুদ শোভে, দিবসে কমল ॥
মধুলোভে মধুকর, করে ছুটাছুটি।
দিবানিশি এক ভাব, নাহি পায় ছুটি ॥
দলে২ দলে দল, প্রেমানন্দ ভরে।
করে গান প্রিয়গুণ, গুণ২ স্বরে ॥
ভ্রমরের বাড়ে ভ্রম, ভ্রম নাহি মনে।
দুই দিগ রক্ষা করে, সুখ আলাপনে ॥
ক্ষণমাত্র মনে নাই, ক্ষোভের উদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥ ১০

খরতর স্মর শর, করে ভর বক্ষে।
নহে স্থির, বহে নীর, বিরহির চক্ষে ॥
মনে ভয়, অতিশয়, কেহ নয়, পক্ষে।
নাহি তার, প্রতিকার, কিসে আর, রক্ষে ॥
কলেবর, জর২, পরস্পর, কহে।
করে প্রাণ, হান ফান, কিসে মান রহে ॥
হরি২, প্রাণে মরি, ধরাধরি, থাকে।
ঝরে ধারা, তারাকারা, তারা তারা ডাকে।
নাহি পতি, কাঁদে সতী, কুলবতী, বালা।
দুষ্টমতি, রতিপতি, দেয় অতি, জ্বালা ॥
ঘন২, ডাকে ঘন, ঝন২ রবে।
পঞ্চশরে, বধ করে, প্রাণে মরে, সবে ॥
অনঙ্গ অনলে অঙ্গ, পুড়ে হয় ক্ষয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক, করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

সংযোগী পাইল ভাল, সংযোগের দিন।
দোঁহে হোলো দোঁহাকার, প্রেমের অধীন।
দূর গেল পূর্ব্বকার, সমুদয় খেদ।
রাত্রিদিন সংযোগের, না হয় বিচ্ছেদ ॥
অঙ্গসঙ্গ নহে ভঙ্গ, করে রঙ্গ সুখে।
দুই পায় মারে লাথি, অনঙ্গের বুকে ॥
করে প্রেম অভিষেক, জলদের জলে।
ভেক দিয়া ভেক মুখে; জয়২ বলে ॥
হড়মড় শব্দ সদা হয় রোয়ে২।
দুই অঙ্গ এক করে, হর গৌরী হোয়ে ॥
উভয়ের এক ভাব উভয়েই এক।
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর, নাহি হয় দেখা ॥
পুলকে পূরিল দেহ, প্রফুল্ল হৃদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক, কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

॥ * ॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সম প্রভাকরঃ ॥ * ॥
॥ * ॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ ॥ * ॥

॥ নক্তংচন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রান্ত্বাসংভ্রাম গতন্দ্রগীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তুচতুরস্বান্তদ্বিরেফাবসং ॥

৩৪৮৮ সংখ্যা) সোমবার ৩০ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১৩ আগষ্ট ১৮৪৯ সাল (মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র।

NOTICE.

AN APPLECATION has this day been made to the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, in its Ecclesiastical Jurisdiction for letters of Administration to the Estate and Effects of JAUDUB CHUNDER SEAT, late of Jorasanko in the Town of Calcutta, a Hindoo, inhabitant to be granted to SREEMUTTY LUCKEYMONEY DOSSEE, the only lawful wedow, and next of kin of the saaid deceased.

E. PANIOTY,
Proctor.

Calcta.ut
28th July, 1849.

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপনপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অদ্য তারিখে সুবেবাঙ্গালার অন্তঃপাতি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ে এরূপ এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছে যে মহানগর কলিকাতার যোড়াসাঁকো নিবাসী মৃত যাদবচন্দ্র সেট যিনি একজন হিন্দু প্রজা ছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকার পত্রানুসারে তাঁহার বিষয়াদির কর্ত্তৃত্ব করণের ভার তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসীর প্রতি সমর্পিত হইবেক, তিনি ঐ মৃত ব্যক্তির একাকিনী উত্তরাধিকারিণী জীবিতা আছেন।

ই, পানিওটী।
উকীল।

কলিকাতা।
২৮ জুলাই ১৮৪৯।

কমিস্যরিএট বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি এক্সকিউটিব কমিস্যরিএট আফিসে গোরুর গাড়ী যোগাইবার চুক্তি গ্রহণেচ্ছুদিগের শিলকরা দরখাস্ত সকল গ্রহণ করা যাইবেক, ঐ সকল গোরুর গাড়ী বর্ত্তমান ১৮৪৯ সালের ১ অক্টোবর তারিখ অবধি এক কিম্বা দুই অথবা তিন বৎসরের নিমিত্ত গৃহীত হইবেক, ঐ সকল গাড়ীতে সৈন্য সম্বন্ধীয়, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইবেক, উক্ত চুক্তি দৈনিক বা মাসিক ভাড়ার নিয়মানুসারে হইবেক, এবং সময়ে২ ঠিকাভাড়ার নিয়মেও দিতে হইবেক, ঐ গাড়ী সকল যেং স্থানে যাইবেক তাহার বিস্তারিত কমিস্যরিএট আফিসে জানিতে পারিবেক, কিন্তু গাড়ী সকলের গতি উত্তম হইবেক, কোন স্থানে কোন গাড়ী কোন কারণ জন্য নিয়মিত সময় অপেক্ষা অধিক দিবস বদ্ধ থাকিলে মাসিক ভাড়ার চুক্তি অনুসারে দেওয়া যাইবেক, যাঁহারা এই চুক্তি গ্রহণেচ্ছু হয়েন তাঁহারদিগ্যে নিয়মানুরূপ কার্য্য করণের প্রতিভূ স্বরূপ ৬০০০ টাকা নগদ অথবা কোম্পানির কাগজ গচ্ছিত রাখিতে হইবেক, এবং এই অফিসে যে এক ফারম অর্থাৎ নক্সা দেখান যাইবেক তদনুসারে ঐ চুক্তি নির্দ্ধারিত হইবেক, চুক্তি গ্রহণেচ্ছুগণ ৬০০ টাকা চুক্তি গ্রহণের বায়নার স্বরূপ উক্ত দরখাস্তের সহিত প্রদান করিবেন।

J. C. SCOTT. *Captain.*
Depy. Asst. Comy. Genl.

জে, সি, স্কাট। কাপ্তেন।
ডেপুটী আসিষ্টাণ্ট কমিস্যরি জেনরল।

ফোর্ট উইলিএম।
কমিস্যরিএট আফিস।
১৯ জুলাই ১৮৪৯।

133

বিজ্ঞাপন।

চোরবাগানস্থ ৬৩। ৬৪ নং যে দুই অতি উত্তম বাটী আছে তাহা ভাড়া দেওয়া যাইবেক, ঐ বাটী ৺ বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তার উত্তর পার্শ্বে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক পটলডাঙ্গা নিবাসি শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র শীলের নিকট তদ্বৃত্তান্ত তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

বেদান্তসার পুস্তক বিক্রয়।

বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদান্তসার এবং বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত ও টীকা সম্বলিত হস্তামলক এই উভয় পুস্তক একত্রে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে ৩৫০ পৃষ্ঠে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ২ টাকা যে কোন মহাশয়ের প্রয়োজন হয় উক্ত কার্য্যালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ যাহা২ কীর্ত্তনীয়ারা গান করিয়া থাকেন অর্থাৎ গৌরচন্দ্র বাল্য, গোষ্ঠ, দান, রূপ, পূর্ব্ব রাগ, অভিসার, রাস, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা, মান, মাথুর ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া পদকল্পলতিকা নামে এক গ্রন্থ ছাপা হইতেছে, প্রয়োজন হইলে আমার চাঁপাতলার বাটীতে অথবা গাঞ্জেস ইষ্টিম কোম্পানির আফিসে পত্র প্রেরণ করিলে পাইবেন, মূল্য ১ তঙ্কা ইতি।

শ্রীগৌরমোহন দাস।

সংবাদপ্রভাকর

৩০ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

দিল্লীগেজেট প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন যে দেওয়ান মূলরাজের প্রাণনষ্ট করণের যে কঠিন অনুমতি হইয়াছিল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব তাহা রহিত করিয়া উক্ত বীরবর দেওয়ানকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণের আদেশ করিয়াছেন, বিচারকগণ অবিলম্বে রাজ সিংহাসনের গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক এই বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিবেন, লার্ড সাহেবের এই অনুজ্ঞায় বিজ্ঞমণ্ডলী সন্তুষ্ট হয়েন নাই, যেহেতু পূর্ব্বকার প্রাণদণ্ডের অনুমতি এক প্রকার উত্তম হইয়াছিল, মূলরাজ তাহাতে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতেন এইক্ষণে দ্বীপান্তরে অবস্থান করিলে অসীম ক্লেশভোগ করিবেন, এইস্থলে আমারদিগের আর এক বিষয় স্মরণ হইল যে স্মিথ ওব্রায়েন প্রভৃতি যে কয়েকজন ব্যক্তি আয়রলেণ্ড দেশে মহারাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহারদিগের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছিল, পরিশেষ মহারাণী তাহা রহিত করিয়া তাঁহাদিগ্যে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরপ্রেরণের অনুমতি করাতে স্মিথ ওব্রায়েন সাহেব এক আবেদন পত্রদ্বারা এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন যে দ্বীপান্তর গমনে তাঁহার মানস নাই, তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেই তিনি সুখী হয়েন, পরন্তু মহারাণীর অনুমতি পরিবর্ত্তন হইবার কোন নিয়ম না থাকাতে মহামান্য পালিয়ামেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা ঐ আবেদন পত্র বিষয়ে কোন উত্তর করিতে পারেন নাই, ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা এরূপ বিবেচনা করিয়াছেন যে উক্ত সাহেব স্বদেশেই থাকিবেন রাজকর্ম্মচারিরা আর তাঁহার প্রতি কোন প্রকার ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবেন না, অপিচ দেওয়ান মূলরাজ স্মিথ ওব্রায়েন সাহেবের ন্যায় আবেদন পত্র প্রদান করিলে তাঁহার বিষয়েও লার্ড সাহেব কোন কথার উল্লেখ করিতে পারিবেন না, যেহেতু তাঁহার এমত ক্ষমতা কিছুই নাই, যে দ্বীপান্তরপ্রেরণের অনুমতি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান করিতে পারেন, সুতরাং মূলরাজ ও উক্ত রাজবিরোধি সাহেবের ন্যায় [illegible] করিবেন।

পরন্তু উক্ত দেওয়ানের বিচার বিষয়ে আমরা এপর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ আছি সাক্ষিদিগের দ্বারা যে সকল কথা প্রকাশ হইয়াছে তাহার পরস্পর ঐক্য হয় না, যাঁহারা বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে তাঁহারদিগের এমত কোন ক্ষমতা নাই, যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করণের অনুমতি করিতে পারেন এইরূপ নানা কারণে মূলরাজের বিচার অসিদ্ধ হইয়াছে, বিশেষতঃ কিয়দ্দিবস হইল আমরা খালসাসেনাদিগের লিখিত যে পত্র প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে মূলরাজের নির্দ্দোষিতা সংপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছে, যাহাহউক এই বিষয়ে আমরা পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব অদ্য ক্ষান্ত থাকিলাম।

পুলিস।

পরন্তু মেজর বর্চ সাহেব বলিলেন যে মেং সি, কে, রবিসন সাহেবের মৃত্যু হইলে শিবচন্দ্র মল্লিককে ধৃত করণের ওয়ারেণ্ট বহু দিবসপর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, পুলিস কর্ম্মচারিরা তদ্বিষয়ে কোন মনোযোগ করেন নাই, পরে হিউম সাহেব পদস্থ হইলে ঐ মোকদ্দমার বিষয় বিচারার্থ আমার নিকটে উপস্থিত হয়, আমি স্মিথ হফ ন্যাঙ্গেল ও বেলফর কোম্পানিকে এক পত্র লিখি, তাহাতে তাঁহারা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে শিবচন্দ্র মল্লিকের বিরুদ্ধে তাঁহারা মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করেন না, যেহেতু তাহার পিতা বহু দিবসপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের হৌসের সম্ভ্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বাদিরা [illegible] অসম্মত হইলে সুতরাং আমি প্রতিবাদি শিবচন্দ্র মল্লিককে নিষ্কৃতি প্রদান করণে বাধ্য হইলাম, তিনি উর্কার্ট টেল সাহেবের সহিত আমার বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অপিচ মেং কুক সাহেব বলিলেন যে ঐ মোকদ্দমায় স্মিথ হফন্যাঙ্গেল কোম্পানিরা বাদি নহেন, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কই তাহার প্রকৃত বাদি, অতএব বর্চ সাহেব ব্যাঙ্কের সেক্রেটরী সাহেবকে কি কারণ পত্র লিখিলেন না, শিবচন্দ্র মল্লিক পুলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এ কথা আমরা কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক মোকদ্দমা করণে কদাচ বিরত হইত না, অধিকন্তু ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র সকল হিউম সাহেবের অধীনে ছিল, তাঁহাকে না জানাইয়া কিরূপে বর্চ সাহেব তাহা গ্রহণ করত ঐ বিষয় শেষ করিলেন ইহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে বিশ্বম্ভর লাহা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছেন।

তদনন্তর কমিস্যানর মেং কালবিন সাহেব বিশ্বম্ভর বাবুকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমি মেং হিউম সাহেবের কেরাণি, শিবচন্দ্র মল্লিকের মোকদ্দমা বিষয়ক কাগজপত্র সকল আমার নিকটে থাকে, এক দিবস কাপ্তেন বর্চ সাহেব আমাকে ডাকাইয়া তাহা গ্রহণ করেন, আমি তাঁহার টেবিলের উপর তাহা প্রদান করি, মেং হিউম সাহেবকে এই বিবর আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি এই মাত্র বিবেচনা করিয়াছিলাম যে কাপ্তেন বর্চ সাহেবও একজন মাজিষ্ট্রেট, তিনি কোন বিষয় দেখিতে চাহিলে তাঁহাকে অবশ্য দিতে হয়, বর্চ সাহেব কয়েক দিবস ঐ কাগজপত্র সকল আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন, পরিশেষ আমার প্রার্থনা মতে আমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়াছেন, অপিচ শিবচন্দ্র মল্লিক তাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাহা আমি দেখি নাই, ঐ বিষয় কেবল লোক পরম্পরা অবগত হইয়াছি, হিউম সাহেবের অধীনস্থ কাগজপত্র সকল বর্চ সাহেবকে প্রদান করা আমার অন্যায় কার্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সময়ে আমি পীড়িত ছিলাম, একারণ তদ্বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিতে পারি নাই। এই স্থলে কুক সাহেব বিশ্বম্ভর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে শিবচন্দ্র মল্লিকের বিষয়ে তুমি ১২০০ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছ কি না? তাহা ব্যক্ত কর। ইহাতে বিশ্বম্ভর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে একটী পয়সাও লই নাই।

তদনন্তর মেং কুক সাহেব কমিস্যনরদিগ্যে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে শিবচন্দ্র মল্লিকের মোকদ্দমা বিষয়ে আপনারা কোনরূপ বিচার করিতে পারেন কি না, ইহাতে মেং কালবিন সাহেব উত্তর করিলেন না, এরূপ ভার আমারদিগের প্রতি অর্পিত হয় নাই, আমরা কেবল সকল বিষয় শ্রবণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, পুলিসের বিষয় আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাহা ব্যক্ত করুন, আমরা অবশ্য শ্রবণ করিব। ইহাতে কুক সাহেব উত্তর করিলেন যে শিবচন্দ্র মল্লিকের মোকদ্দমা ঘটিত যে সকল কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট, অপিচ বিশ্বম্ভর লাহা পুলিসের কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন।

পরন্তু উকীল কুক সাহেব ধর্ম্মতলার বাজার ঘটিত বিবাদের অনেক বিবরণ ব্যক্ত করত পরিশেষ বলিলেন, যে মেং পাল সাহেব, মেং পেটন ও হিউম সাহেবের স্বভাবের বিষয়ে যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন আমার বিবেচনায় তাহার একটি কথাও সত্য বোধ হয় না, যেহেতু আমি কার্য্যানুরোধ প্রযুক্ত অনেকবার প্রধান মাজিষ্ট্রেট মেং পেটন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তিনি কোন সময়েই

আমাকে কোন অসন্তুষ্টের বাক্য বলেন নাই, কথোপকথন বিষয়ে আমাকে সংপূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন, এবং আমার শারীরিক শ্রান্তি নিবারণ জন্য স্বাধীনতাও দিয়াছেন, অধিকন্তু মেং হিউম সাহেব অতি উপযুক্ত ও দয়াবান মনুষ্য, তিনি যখন সুপ্রিম কোর্টের বেরিষ্টরের পদে ছিলেন, আমি তখন তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়া ছিলাম, এইক্ষণে বরং তদপেক্ষা উত্তম দেখিতেছি, হিউম সাহেবের ন্যায় পরিশ্রান্ত ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি প্রায় দৃষ্ট হয় না, পরিশেষ বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক ও বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বলিলেন যে পুলিস সংক্রান্ত কোন বিষয় তাঁহারদিগের প্রত্যক্ষ হয় নাই, অপিচ লোক পরম্পরা অবগত হইয়াছেন যে অভিনব নিয়ম প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষার উপযোগি নহে, বড়বাজারে ডাকাইতি হইলে প্রজারা গবর্ণমেণ্টকে যে এক আবেদনপত্র প্রদান করেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই আবেদনপত্র লইয়া ডেপুটী গবরনর সাহেবের নিকটে গিয়াছিলেন। বুধবার দিবসে পুলিস কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকটে এইরূপ অনেক বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল, সাক্ষ্য প্রদাতাদিগের সমারোহও সামান্য হয় নাই, আমরা স্থানাভাব জন্য সকল লিখিতে পারিলাম না, শনিবারের বিবরণ আগামি পত্রে প্রকটিত হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণাকর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"কস্যচিৎ রাজারহাট নিবাসি ভদ্র জনস্য,, ইত্যাঙ্কিত যে এক পত্র শ্রীযুত রসিকচন্দ্র ঘোষজ মহাশয়ের প্রতি গ্লানি করিয়া আপনকার অতুল্য অমূল্য গত গুরুবাসরীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তর যে কয়েক পঁক্তি লিখিলাম ইহা সংশোধন পূর্ব্বক প্রভাকরৈক পার্শ্বে স্থান দিয়া চিরবাধিত করিবেন।

মহাশয়গো, পত্রপ্রেরক ঘোষ বাবুদিগের প্রতারণা হইতে সকলকে সাবধান হইতে লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সকল প্রতারণা ও মিথ্যা কল্পনা জল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন তাহার কিঞ্চিন্নিম্নে লিখিলাম, পাঠ করিয়া পত্রপ্রেরকের অভদ্রাচারণ বিবেচনা করিবেন।

পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে দত্তের পুত্রের বিবাহের ঘটকতা কার্য্যেতে ঘোষবাবুদিগের মন্ত্রদাতা শ্রীযুত কথক ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ থাকিয়া "প্রথমতঃ ৩ শ্রাবণ তারিখে ঐ উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদনের দিন স্থির করেন, অপিচ তাহাতে ঘোষদিগের মৃতাশৌচ হইবায় ৩০ তারিখে পুনর্দ্দিন নিরূপিত হইয়াছিল ইত্যাদি,, ইহাতে বোধ হইতেছে লেখক যথার্থ লেখক নহেন, কিম্বা দত্ত পুত্রের উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এতদ্রূপ মিথ্যা সংবাদ প্রকটন করিয়াছেন, কারণ শ্রীযুত কথক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয় পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন না, বরং তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা উক্ত কার্য্য আনন্দচন্দ্র মজুমদারের সহিত নিষ্পাদন করণের নিমিত্ত ন্যূনাধিক দুই বৎসর হইল চেষ্টা করিতেছেন, এবং কন্যাটির মাতা (যিনি এইক্ষণে কন্যার অধিকারিণী) তাঁহার নিতান্ত মানস যে মজুমদারের সহিত বিবাহ দেন, অতএব উক্ত উত্তরাধিকারিণীর মতাতীত কর্ম্ম করা ধর্ম্মাতিরিক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন শুভবিবাহের পত্র ও লগ্নপত্র হইয়াছিল, ইহা যথার্থ বটে; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, শুভবিবাহের সম্বন্ধপত্র ও লগ্নপত্র মৃতাশৌচে হইলে তাহা কি সিদ্ধ হয়? ইহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। যাহা হউক, মহাশয়ের গুরুবাসরীয় প্রভাকর পাঠানন্তর যথোচিত সন্তোষিত হইলাম, যেহেতু অনুমান করি দত্ত পুত্রের গাত্রদাহ অনেক নিবারণ হইয়া থাকিবেক, এই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবাতে দত্ত সন্তান ঘোষবাবুদিগের নামে গুাইট করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অনুমান করি খরচার বিষয় জ্ঞাত হই[illegible] ক্ষান্ত হইয়াছেন, তৎপরে বর[illegible]ত্রটীকে গুলি দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবেন এমতও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই [illegible] করিয়া [illegible]কাশ্য [illegible]ত্রে ভদ্রলোকের নামে গ্লানি করি[illegible]ছেন, ইহাকে কি ভদ্রাচরণ কহিতে [illegible]বেক? সম্পাদক মহাশয় উভয় পত্র পাঠানন্তর উভয়ের দোষ গুণ বিবেচনা করিবেন।

কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য।

☞ এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতিরেকে প্রতি দিবস কলিকাতার সিমুলিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রকাশ্য রাস্তার দক্ষিণ দিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩ নং ভবনে প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কোং ১০ টাকা।

সংবাদ সাধুরঞ্জন

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ সমস্ত সল্লোকমনোহনুরঞ্জনঃ ॥
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ প্রকাশতে সম্প্রতি সাধুরঞ্জন ॥
॥ ※ ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরু প্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানস রঞ্জন ॥ ※ ॥
॥ ※ ॥ সদা সৎ আলোচন লোচনঅঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন ॥ ※ ॥

৯৮ সংখ্যা। সোমবার ২ শ্রাবণ ১২৫৬ সাল। ইং ১৬ জুলাই ১৮৪৯ সাল। মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সংবাদ সাধুরঞ্জন

২ শ্রাবণ শকাব্দাঃ ১৭৭১।

কাল সহকারে মনুষ্যদিগের আচার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহার অনেক প্রমাণ ইতিহাস পুস্তকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে জাতি বৃক্ষ [illegible]ষাদিকে দেবতা বলিয়া উপাসনা ক[illegible]তেন, পশুচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক কাল [illegible]স্বরণ করিয়াছেন, সামান্য বস্তুর [illegible] বিবাদে মত্ত হইয়া [illegible] অস্ত্র লইয়া কাটাকাটি করিতেন, এইক্ষণে সেই জাতি অশেষ প্রকারে সুসভ্য হইয়াছেন, বিদ্যা রসের রসিক হইয়া নানা বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতেছেন, উত্তম আহার বিহারে সুখ ভোগ করিয়া বহুলোকের আদরের পাত্র হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যে জাতি অতি মান্যরূপে গণ্য ছিলেন, ঐকান্তিকান্তঃকরণে পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন, সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রকাশ নিমিত্ত পঞ্জ২ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, উত্তম আহার বিহারে সুখী ছিলেন, প্রতারণা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপজনক ব্যবহার যাঁহারদিগের শরীরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কালগুণে তাঁহারা অতিশয় হীন হইয়াছেন, তাঁহারদিগে[illegible] পূর্ব্বতন সমুদয় সদ্ভাবের উচ্ছেদ হইয়াছে, এবং তাঁহারা পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পর তাড়নায় পীড়িত হইতেছেন, আমরা মনুষ্যদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের যেরূপ দৃষ্টান্ত উপরিভাগে লিখিলাম তৎসহকারে এই পৃথিবীর নানা দেশের অবস্থা ও অনেক বিভিন্নতা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল স্থান পূর্ব্বে ভয়ানক বনে আবৃত ছিল, মহিষ, শার্দ্দূলাদি বন্য পশু সকল যে স্থানে অবস্থান করিত, অধুনা সেই সকল স্থানে অতি মনোহর নগর প্রস্তুত হইয়াছে, তথায় অসংখ্য লোকে অবস্থান করিতেছেন, অপিচ যে স্থানে মনোহর নগর ছিল সেই স্থলে নিবিড় বন হইয়াছে, এইরূপ যেখানে নদী ছিল সেইখানে স্থল ও যেখানে স্থল ছিল সেইখানে নদী হইয়াছে, অতএব স্থিরতররূপে বিবেচনা করিলে এই সকল অবস্থান্তর ও ভাবান্তর কেবল স্বাভাবিক নিয়মের কৌশল মাত্র উপলব্ধি হয়, এবিধায়ে কেবল সেই পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করাই কর্ত্তব্য।

আমরা নিম্নস্থ বিষয় কোন বন্ধু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।

স্পেক্টেটর হইতে অনুবাদিত।

৪১১ সংখ্যা।

কল্পনোদ্ধৃত কৌতুক।

আমারদিগের সমস্ত ইন্দ্রিয়াপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণ বিবিধ ভাবের সহিত আর্দ্র হইতে থাকে ও অত্যন্ত দূরস্থিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ হয় এবং বহুক্ষণ কোন বিষয়াবধারণে নিযুক্ত থাকিয়াও নিস্পৃহ কিম্বা শ্রান্ত হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা গঠন ও বৃহদাকার এবং বর্ণ ব্যতিরেকে নয়ন গোচর তাবৎ পদার্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক দুর্ব্বল, কারণ ইহার দ্বারা দ্রব্যের কেবল সংখ্যা পরিমাণ বিজ্ঞাত হওয়া যায়, স্পর্শেন্দ্রিয় যাবদীয় ব্যাপার জ্ঞাত অসাধ্য, তাহা এই দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সু

সাধ্য সম্ভাবনা, চক্ষুরিন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ ও বিস্তীর্ণ বলিতে হইবেক, কারণ চক্ষুঃ দ্বারা এককালীন সংখ্যাতীত বস্তু বোধগম্য হয় ও বৃহৎ২ মূর্ত্তিও নয়নগোচর হইয়া মনঃমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কিয়দ্দূরবর্ত্তি অংশও আমারদের নিকটবর্ত্তি হয়।

উল্লেখিত ইন্দ্রিয় অনুধাবন শক্তিকে নানা ভাবে পরিপূর্ণ করে, দৃশ্যমান বস্তু অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় কিম্বা যাহার স্বরূপ চিত্র, বর্ণনা প্রতিমূর্ত্তি এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা মনঃ মধ্যে উদয় হয়, এই সমস্ত হইতে আনন্দ মাত্রার্থক জ্ঞানকে অনুধাবন কিম্বা কল্পনা শক্তির আনন্দ জ্ঞান করি। এস্থলে উক্ত দুই শব্দকে একার্থ জ্ঞানে ব্যবহার করিতে হইবেক, নয়নগোচর না হইলে কোন বিষয়াবধারণ করা কল্পনার ক্ষমতাতীত বটে, কিন্তু কোন বিষয় একবার নয়নান্তর্গত হইলে নানা প্রকার চিন্তা দ্বারা পরিচালনা পূর্ব্বক বিবিধ ভেদ, বিভিন্নতা ও একৈক করত অনুধাবন প্রিয় ও যোগ্য করা ইহার ক্ষমতা ব্যতীত নহে, এই শক্তি দ্বারা মনুষ্য বসুধান্তর্গত কারাবদ্ধ হইলেও মনঃ মধ্যে স্বভাবের মনোহর শোভা সৌন্দর্য্য আন্দোলন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দর্শনাপেক্ষাও অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

ইমাজিনেসন ও ফেন্সি অর্থাৎ কল্পনা ও অনুধাবনা শব্দদ্বয় যদ্রূপ অনাবৃত ও অনন্ত অর্থে ব্যবহার হয় তদ্রূপ ইংলণ্ডীয় ভাষায় আর দ্বিতীয় দৃশ্যাভাব, তজ্জন্য এস্থলে এই দুই শব্দের যথার্থ অর্থ নিষ্কর্ষণ ও বিভিন্ন মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু উক্ত দুই শব্দকে নিমুক্ত কতিপয় তর্ক বিন্যাস সূত্রে বেষ্টিত করা হইয়াছে, বিশেষতঃ ইহার দ্বারা পাঠকবৃন্দ এই রচনার তাৎপর্য্যার্থ বিলক্ষণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিবেন যে দৃষ্ট হইতে উৎপন্ন যে আনন্দ তাহাকেই কল্পনোদ্ভূত আনন্দ বলিয়াছি এবং ইহা দ্বিবিধ অংশে বর্ণনা করিব। প্রত্যক্ষানুভব সিদ্ধ বস্তু হইতে যে সমস্ত প্রধান আনন্দ উদয় হয় তাহা প্রথমে বর্ণনা হইবেক এবং যে সকল অপ্রত্যক্ষ বস্তুর স্মরণ সমানার্থক অর্থাৎ যাহা তৎকালীন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার ভাব মনঃ মধ্যে স্মরণ থাকে ও অদ্ভুতানুভাব চিত্তে উপস্থিত হয়, এই সমস্ত হইতে যে গৌণ আনন্দ উদ্ভব হয় তাহা পরে বর্ণিব।

সর্ব্বতোভাবে বিবেচনা করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কল্পনোদ্ভূত আনন্দ বৈষয়িক বুদ্ধির আনন্দের সদৃশ স্থূল নহে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সঙ্কাশ ও সূক্ষ্ম ও নির্ম্মল নহে। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আনন্দ মনুষ্যের মনঃ মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া উদ্ভব হয়, এজন্য অধিক আদরণীয় বটে, ইহার ন্যায় কল্পনা শক্তির আনন্দও অসংখ্য এবং মনোনীত। স্বভাব শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মনঃমধ্যে যে প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় তেমন মীমাংসাতেও হয়। কোন২ পাঠক মহাত্মা হোমরের মনোহর ছন্দে যেরূপ প্রফুল্লচিত্ত হন তদ্রূপ দর্শক পণ্ডিত আরিষ্টটেলের এক অধ্যায় অধ্যয়নে কুত্রাপি হর্ষগত হয়েন না, আর কল্পনা শক্তির আনন্দ শাস্ত্রীয় আনন্দাপেক্ষা সহজ ও স্প... রূপে পাওয়া যায়। নয়নোন্মীলন ... রিলেই সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য হয় এ... মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে ব... চিত্তকে আকর্ষণ করে। আমরা কো... বস্তুর গঠন দৃষ্টেই অত্যাশ্চর্য্য হই... কিন্তু কি নিমিত্ত এরূপ আশ্চর্য্য হওয়... যায় তাহা অবধারণ করিতে পারি ন... এবং তথ্যানুসন্ধান ব্যতিরেকে কো... বস্তু দর্শন মাত্রেই তাহার শোভা সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করি।

নির্ম্মল কল্পনাবিশিষ্ট ব্যক্তি ... প্রকার আনন্দ ভোগ করেন তাহা ... মান্য মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পা... না। মনুষ্য কল্পনা শক্তিবলে চিত্রে... সহিত আলাপ করিতে পারেন ... প্রতিমূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিলে বন্ধুর সা... ত সাক্ষাৎ ... করেন, তিনি বর্ণন... পাঠে অন্তরে সুখ প্রাপ্ত হন এব... ক্ষেত্র শো... দর্শনে ক্ষেত্রপতি হ... তেও ... সুখসম্ভোগ করেন, কো... বস্তু ... তিনি তাহার এক ... কার অধিকারী হয়েন এবং রোপ... হীন মলিন ভূমিও তাঁহার আনন্দজ... ক হয়, এই মতে তিনি পৃথিবীকে অন... রূপে দৃষ্টি করেন ও ইহাতে সংখ্যাতী... ত মনোহর শোভা সন্ধান করেন ... সমস্ত বিষয় অধিকাংশ মনুষ্য হইতে... গুপ্ত থাকে।

নির্দ্দোষি জড় মনুষ্যের পরিমা... অত্যল্প এবং পাপশূন্য আনন্দভোগি... মনিদের সংখ্যাও অধিক নহে, এ... সকল মনুষ্যের আনন্দ কোন ধর্ম্মে... বৈপরিত্যাচরণ ব্যতিরেকে উদ্ভব হয়ন... এবং কর্ম্ম হইতে পদ নিক্ষেপ করিব... মাত্রেই পাপ কিম্বা ভ্রান্তিতে তাঁহারা পতিত হন, অতএব সাধ্যানুসারে নির্দ্দোষ আনন্দের সীমা বৃদ্ধি করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা নিশঙ্কে ভোগ করিতে পারিবেন ও এই মত সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন যাহা প্রাপণে ধীরগণেরাও অপান্বিত নহেন, ইত্যাকারক যে আনন্দ তাহা কল্পনা হইতেই হয়, ইহাতে গভীর বিষয়াবধারণের ন্যায় অধিক মনোযোগের আবশ্যক করে না, এবং ইহা ঐন্দ্রিয়ক সুখসম্ভোগ তুল্য চিত্তকে জড়তা ও নিশ্চিন্ততা দোষে মগ্ন করে না, ইহা কেবল মৃদু উদ্যোগ দ্বারা চিত্তকে অনায়াসে নিরাপদে জড়তা ও আলস্য হইতে মুক্ত রাখে।

বোধোদ্ভব আনন্দাপেক্ষা কল্পনোদ্ভূত দ্বারা শরীর সুস্থ হয়, কারণ বোধোদ্ভব আনন্দে অধিক আয়াস ও আন্তরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। সুদৃশ্য চিত্র ও [সু]বর্ণিত কবিতা দ্বারা চিত্ত ও শরী[র প্র]ফুল্ল হয়, ইহার দ্বারা শুদ্ধ ক... হয় এমত নহে, কিন্তু মনোমালিন্য দূরিকরণ পুরঃসর সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালন করত ইহা আনন্দদায়ক করে, এই নিমিত্ত স্যার ফ্রেনসিস্ বেকন শরীর সুস্থকল্পে কবিতা অধ্যয়নে ও শোভা সন্দর্শনে বিধি দিয়াছেন, এবং অতি কঠিন ও জড়ীভূত তর্ক বিন্যাস হইতে দূরে থাকিতে কহিয়াছেন, আর যে সকল বিষয়ে চিত্তকে প্রাগল্ভতায় পূর্ণ করে অর্থাৎ ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও স্বভাব ভাবনা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

অদ্যবাসরীয় পত্রে অনুষ্ঠানকল্পে

কল্পনোদ্ভূত আনন্দের যথার্থ মর্ম্ম নিষ্কর্ষণ করিলাম, যেহেতু তাহা সমস্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং বিবিধ যুক্তি দ্বারা পাঠকবর্গকে উক্তরূপ আনন্দ ভোগ করিতে অনুরোধ করিতেছি, আগামি পত্রে এই সকল আনন্দ উৎপত্তির স্থান বর্ণনা করিব ইতি তাং ১৩ আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৭১।,,

---

বোম্বাই নগরীয় সংবাদপত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত স্যার হেরিস্মিথ সাহেব বিশেষ পীড়িত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ গুণাকর শ্রীযুত সাধুরঞ্জন সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্ন লিখিত পত্র সংশোধন পূর্ব্বক সাধুরঞ্জন পত্রে প্রকাশিয়া অনুকম্পা বিকাশ করিবেন।

প্রায় এক মাস বা কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক কাল গত হইল প্রভাকরে স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের উপলক্ষে নানা প্রকার অভিপ্রায় দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে বিপক্ষবর্গের যে মানস প্রকাশ হইয়াছে তাহা স্মরণেও দুঃখ উৎপত্তি হয়, যেহেতু বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা দোষ ঘটিবে এমত যাঁহারা কহেন তাঁহারদের অসাধ্য কি আছে? অতি মান্য চন্দ্রিকা সম্পাদক কি বিবেচনায় লিখিলেন যে ঐ নবম বর্ষীয়া বালিকা দ্বারা ব্যভিচার ঘটনা বিচিত্র নহে, যদিও কাম অতি বলবান রিপু বটে, কিন্তু বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সম্বন্ধে কোথাও ঐ ঘটনা শ্রুত হয় নাই, এবং ঘটিবার সম্ভাবনাই নাই, কেননা মনের বিকার উৎপত্তির আধার স্বরূপ যৌবন সময় ব্যতীত কোনমতেই কামের উদ্রেক হয় না, তবে যাঁহারা ঐরূপ আশঙ্কা করেন, বোধ হয় তাঁহারদের মনঃ কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকা দৃষ্টে অধৈর্য্য হয়, নতুবা এমত লেখা সম্ভবে না, অথবা তিনি ধর্ম্মসভার সম্পাদক বিবেচনায় ঐ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, কেননা তাঁহার এই অভিলাষ সর্ব্বদা যে দেশের প্রচলিত বর্ত্তমান রীতির অন্যথা দেখিলেই আপত্তি করিয়া সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিবেন, তাহাতে উত্তমাধমের বিচার মাত্র করিবেন না, নচেৎ এমত শুভ বিষয়ে বুদ্ধি বিদ্যা থাকিতে কেহ বিপক্ষতা করে না, আমি তাঁহার এই অভিপ্রায় দৃষ্টে অনুমান করি এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিপরীত আধুনিক কুলের নিয়মের দ্বারা যে২ অনিষ্ট হইতেছে অর্থাৎ পাত্রাভাবে কত স্ত্রীর বিবাহ এককালেই হয় না এবং কত স্ত্রীর বৃদ্ধ কালে পুত্র পৌত্রের তুল্য বালকের সহিত বিবাহ হয়, তাহাতে কত ভ্রূণ হত্যাদি ঘটিতেছে, জাতি নাশ হইতেছে, এবং যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের বিবাহের পূর্ব্বে রজোদয়ের যেমত পাপ লিখিত আছে তদন্যথায় তুচ্ছ একজন রাজার নিয়মের অধীনে পঞ্চাশ বর্ষীয়া স্ত্রীর সহ দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের বিবাহ দেওয়া কি কুকর্ম্ম তাহা বর্ণন করা যায় না, যদি পরমেশ্বর কোন কালে ঐ প্রথা রহিতের উপায় কিছু করেন তবে চন্দ্রিকাকার আপত্তি করিবেন যে, দেশের এমত রীতি নহে, অতএব ঐ বৃদ্ধার সহ বালকের বিবাহ দিতেই হইবে, এবং রজদর্শন ভিন্ন বিবাহ হয় না

136

ইত্যাদি আপত্তি করত দেশের কুরীতি রক্ষার জন্য সুদৃঢ় যত্ন করিবেন তাহার সন্দেহ করি না, কিন্তু বিজ্ঞ মহোদয়েরা এমত লোকের অভিপ্রায় কদাচ গ্রহণ করিবেন না, বিদ্যা দ্বারা কি উপকার হইতে পারে তাহা জিলা রাজশাহির অন্তঃপাতি অতি সম্ভ্রান্তলোক সকলের স্ত্রীদিগের আচার ব্যবহার দেখিলে জানিতে পারিবেন। সম্পাদক মহাশয়, আপনারা মৃতা মহারাণী ভবানী ঠাকুরাণীর বিদ্যার কথা যাহা লেখেন তাহা পূর্ব্বকালের কথা, বর্ত্তমানে তাঁহার পৌত্রবধূ শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণমণি ঠাকুরাণী অল্প বয়সে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া স্বামির ত্যাজ্য যে রাজ্য তাহার অধীন হয়, তাহা অপেক্ষা ঋণ অধিক ছিল, কিন্তু সে দেনা আদায় করিতে বিষয় কিছুমাত্র বিষয় ছিল না, তথায় স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে একালাবধি নানাবিধ উপায়ে দেনা প্রায় পরিশোধ করিয়া এইক্ষণে বার্ষিক ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা লাভ বজায় রাখিয়াছেন, এবং এতাদৃশ বিভবের কর্ত্রী হইয়াও যৌবনকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্তেও স্বধর্ম্ম এমত রক্ষা করিতেছেন যে আশ্চর্য্য বোধ হয়। দ্বিতীয় পুঠিয়া নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী সূর্য্যমণি ঠাকুরাণী একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ১২০৪ সালে বিধবা হইয়া স্বামির ত্যজ্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার জমীদারীতে ভর্ত্তার অনুমতিতে কর্ত্রী হইয়া লেখাপড়া শিক্ষা করত একালপর্য্যন্ত এমতরূপে জমীদারী এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন যে তাহার বিবরণ শ্রবণে লোকের বিশ্বাস হওয়া কঠিন হয়, কেননা আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও কালেক্টরী সংক্রান্ত মোকদ্দমার দরখাস্ত ও জবাব প্রভৃতির পাণ্ডুলেখ্য স্বয়ং করেন, আর তাঁহার ভ্রম কোন বিষয়ে কোন হাকিমানেরা এবং আমলা উকীল কেহ ধৃত করিতে ক্ষমবান হয়েন নাই, বরং প্রধান২ আমলা উকীলে কোন বিষয়ের মুসাবিদা করিয়া পাঠাইলে স্বহস্তে তাহার দোষ দূরীকৃত করত পুনঃ প্রেরণ করেন, জিলা আদালতের প্রধান২ ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমনে বিশেষ ভীত হয়েন, কারণ আইন ও সরকুলরের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা এমত করেন যে তাহারা মীমাংসা করণে অক্ষম হন, অধিক কি লিখিব, চারি বৎসর গত হইল এখানকার প্রসিদ্ধ জজ সাহেব এক মোকদ্দমায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ তাঁহার বাটীতে গমন করিলে রাণী রীতিমত চিকের মধ্যে থাকিলেন, বাহিরে জজ সাহেব আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি এমত প্রকারে বক্তৃতা করেন যে জজ সাহেবের চমৎকার বোধ হয়, এবং রাণীর বিদ্যা পরীক্ষা জন্য যে কয়েক প্রশ্ন করেন তাহার এমত সদুত্তর দেন যে জজ সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আইসেন, এস্থলে বিবেচনা কর্ত্তব্য যে বিদ্যা ভিন্ন কি এমত ক্ষমতা হয়? এই জিলায় অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করে, কিন্তু কথিতা রাণীর ন্যায় স্ত্রী দূরে থাকুক পুরুষ পাওয়া দুর্লভ, যেহেতু বালিকাকালে বিধবা হইয়া ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তে যুবত্ব সময়ে চিত্তের চাঞ্চল্য না হইয়া ধর্ম্ম ও বিষয় রক্ষা এমত করিতেছেন যে আশ্চর্য্য বোধ হয়; অনেকে চলন লেখাপড়া শিক্ষা করে, কিন্তু আইনাদি জ্ঞাত হইয়া তাহার মর্ম্ম বোধ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে, বিদ্যা শিক্ষার ফল উক্ত উভয় রাণীর ব্যবহার দ্বারা ব্যক্ত হওনের বাকী আছে, যাঁহার সন্দেহ হয় তিনি আসিয়া দেখুন, এইক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, উভয়েই অতুল বিভবের কর্ত্রী হইয়া বিদ্যা দ্বারা যে প্রকারে ধর্ম্ম এবং বিষয় রক্ষা করিতেছেন এমত প্রায় দেখা যায় না, অতএব ইহা হইতে আর প্রমাণ কি আছে? কেননা স্ত্রীলোক স্বাধীন হইলেই যুবত্বকালে ধর্ম্ম রক্ষার গোল হওয়া লোকেই অনুভব করেন, কিন্তু এস্থলে যে তাহার অন্যথা ইহার হেতু কেবল বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তাহার আরো বিশেষ প্রমাণ এই যে এখানে অনেক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রীরা বিধবা হইয়া অনেক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তে লেখাপড়া না শিখিয়া কেবল উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া সকল কার্য্য তাঁহার দ্বারা সুসম্পন্ন [illegible] করেন, সুতরাং উক্ত রাণীরা [illegible] রলেই এমত যশ বিস্তার ক[illegible]তে, অতএব এমত বিদ্যা শিক্ষায় বিমুখ করণার্থ যিনি যত্ন করেন তিনি কি ভয়ানক? এবং দেশের উন্নতির বিঘ্নকারী, ধিক্ তাঁহাকে।

শ্রেং, রাং, মুং।

" কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ ,, ইত্যঙ্কিত যে পত্র আমারদিগের যন্ত্রালয়ে আসিয়াছে তাহা বিবেচনাধীনে রহিল।

☞ এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রাতে প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে প্রভাকর সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়, বার্ষিক অগ্রিম মূল্য কোং ২॥০ টাকা।